প্রীতি-সন্দর্ভঃ ।

—— •০O০• ——

শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদেন

বিরচিতঃ ।

——০——

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামিনা

সম্পাদিতশ্চ ।

ষট্সন্দর্ভনামক-শ্রীভাগবতসন্দর্ভে

ষষ্ঠঃ

প্রীতিসন্দর্ভঃ।

(সানুবাদঃ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেণ বেদ-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শনপুরাণ-
শব্দানুশাসন-জ্যোতিঃকাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদি-পারগামিনা
বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরাজারক্ষৈকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন-
রূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন শ্রীমতা শ্রীজীব-
গোস্বামিপাদেন নিখিলসিদ্ধান্ত-
সারতয়া বিরচিতঃ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্যেন শ্রীনবদ্বীপনিবাসিনা
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামিনা
সম্পাদিতঃ।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস বিদ্যাভূষণ-
কৃতানুবাদসমেতশ্চ।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস

লেমুয়া, নোয়াখালী।

প্রিণ্টার—

শ্রীরজনীকান্ত নাথ

শঙ্করপ্রেস, কুমিল্লা।

ঢাকার রূপলাল-ভবন-নিবাসী

শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দাস

তাঁহার লোকান্তরিতা

সহধর্ম্মিণী

৺মৃণালিনী দাসীর

স্মৃতিরক্ষা-কল্পে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়-ভার বহন করিয়া,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা সাধারণ্যে

প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন—

বাঙ্গালীর ঠাকুরের পরম সম্পদের

কথা বাঙ্গালীর নিকট উপস্থিত

করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-

প্রভুর চরণে এই

দম্পতির জন্য কৃপা ভিক্ষা করিতেছি — তাঁহাদের

প্রীতি-প্রবাহ যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমামৃত-

সমুদ্রে বিলীন হয়। পাঠকগণের

নিকটও উঁহাদের জন্য

আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা

করিতেছি।

ভূমিকা

এই গ্রন্থ ষট্-সন্দর্ভ নামে খ্যাত শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের ষষ্ঠ সন্দর্ভ। আমাদের সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদের চরিত্র সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রীতি-সন্দর্ভে পরমপুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে। জীব দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি অভিলাষ করে; তাহাই পুরুষার্থ। কোন উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তির পর আবার দুঃখ উপস্থিত হইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারেনা; সুখের মাঝে মাঝে যদি দুঃখ উপস্থিত হয়, কালক্রমে যদি তাহা ফুরাইয়া যায়, কিম্বা তাহা যদি সুপ্রচুর না হয়, তবে তাহাতেও কেহ সন্তুষ্ট হয় না। ফলকথা, জীব আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি এবং অখণ্ড অনন্ত পরমানন্দ-প্রাপ্তি অভিলাষ করে।

মায়িক সুখ, দুঃখ-মিশ্রিত; তাহা সুপ্রচুর নহে। শাস্ত্র ব্রহ্মানন্দকেই অখণ্ড অনন্ত পরমানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা মায়ার অতীত। জীবস্বরূপ—আত্মা মায়ার অতীত এবং অনাবিল আনন্দ হইলেও, তাহার সত্ত্বা অণুমাত্র বলিয়া তৎসাক্ষাৎকারেও সুপ্রচুর আনন্দলাভ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তি ব্যতিরেকে পরমানন্দ-লাভ হয়না।

যে ব্রহ্মানুভবে অখণ্ড অনন্ত-পরমানন্দ লাভ হয়, তাহাকে পরতত্ত্ব বলা হয়। তাহা অদ্বয়-জ্ঞান-স্বরূপ। শক্তিপ্রকাশের তারতম্যানুসারে তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন প্রকারে অভিহিত হইয়া থাকে। নিখিল-শক্তির প্রকাশময় স্বরূপ ভগবান্। শক্তির আংশিক প্রকাশময় স্বরূপ পরমাত্মা। শক্তির অভিব্যক্তিহীন প্রকাশ ব্রহ্ম। বিবিধ স্বরূপ-ধর্ম্ম-সমন্বিত পরতত্ত্ব শাস্ত্রে পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উহার ত্রিবিধ প্রকাশই পরমানন্দময়। তবে ভগবৎস্বরূপে বিবিধ শক্তিকার্য্যের অভিব্যক্তি থাকায় তাহাতে আনন্দ বৈচিত্রী আছে।

মুক্তিতেই পরমানন্দ লাভ হয়। মুক্তিশব্দের অর্থ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পর্য্যবসিত। জীব, শ্রীভগবানের অংশ ও নিত্য-সেবক হইলেও স্বজ্ঞান

অনাদিকাল হইতে ভগবজ্জ্ঞানে বঞ্চিত আছে। এইজন্য তদীয় মায়াদ্বারা পরাভূত হইয়া নিজ-স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন মায়া-কল্পিত দেহাদিতে-আবেশ-জনিত অনাদি-সংসার দুঃখে বদ্ধ আছে। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অর্থাৎ ভগবজ্-জ্ঞানের সঙ্গে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশের মত সংসার-দুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই হেতু তাহাকে মুক্তি বলা হয়। সেই পরতত্ত্ব পরমানন্দ-স্বরূপ বলিয়া মুক্তিতে পরমানন্দ লাভ হয়। পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবস্বরূপ-সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, জীব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে মুক্তি-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না।

এইরূপে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাত্মক মোক্ষের পরমপুরুষার্থতা নিশ্চিত হয়। সেই সাক্ষাৎকার দুই প্রকারে আবির্ভূত হয়—অস্পষ্ট-বিশেষরূপে ও স্পষ্ট-বিশেষ-রূপে। ব্রহ্মে বিশেষ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অভিব্যক্তি না থাকায় তাহা অস্পষ্টবিশেষ, আর পরমাত্মা ও ভগবানে শক্তিকার্য্যের অভিব্যক্তি থাকায় তদুভয় স্পষ্টবিশেষ। অস্পষ্টবিশেষ পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলেও তাহাতে আনন্দ-বৈচিত্রী নাই। স্পষ্টবিশেষ পরতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও শক্তিক্রিয়া দ্বারা আনন্দ-বৈচিত্র্যশালী; এইজন্য তদীয় সাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠতর; তাহাতেও আবার ভগবৎ-স্বরূপে আনন্দ-বৈচিত্রীর পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন, তদীয় সাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠতম।

কাহারও বহু গুণ থাকিলেও যদি তিনি প্রীতিহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণের গৌরব থাকে না, পক্ষান্তরে বহু গুণশালীকেও প্রীতির চক্ষে দেখিতে না পারিলে তাঁহার গুণ অনুভূত হয় না। সুতরাং বিবিধ স্বরূপ-ধর্ম্ম-সমন্বিত শ্রীভগবানের প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্ম-বিশেষের সাক্ষাৎকার না ঘটিলে অর্থাৎ তিনি ভালবাসিতে পারেন—ইহা বুঝিতে না পারিলে এবং যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তাঁহার উঁহাতে প্রীতি না থাকিলে, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বুঝা যায়, প্রীতিই পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। এই জন্য মানবগণের পক্ষে প্রীতির অন্বেষণ কর্ত্তব্য। ইহা হইতে প্রীতি যে পরমতম পুরুষার্থ, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে।

লোক-ব্যবহার হইতেও প্রীতির পরমোপাদেয়তা প্রতীত হয়। সমস্ত প্রাণীই প্রীতি-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। যাহার প্রতি প্রীতি আছে, তাহার জন্য লোকে

কোন কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে ; যাহার প্রতি প্রীতি নাই, তাহার নিমিত্ত কিছুই করিতে চাহে না।

জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ, অখণ্ড অনন্ত পরম-সুখাত্মক বস্তুকেই সকলে প্রীতি করিতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু কোন জীবই তাদৃশ হইতে পারে না—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই জন্য জীবগণ ক্রমশঃ প্রীতির বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া নূতন প্রীত্যাস্পদের সন্ধানে ব্যাকুল হয় ; শৈশবে জননী, বাল্যে সখা, যৌবনে প্রেয়সী, তার পর আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। সকলই যখন প্রীতির বিষয় অনুসন্ধান করিতেছে, তখন বুঝা যায়, এ জগতের কেহই প্রীতির বিষয় হইতে পারে না ; তবে একজন প্রীতির বিষয় আছেন। তিনি কে? জীব জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পত্নী-পুত্র, লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠা সকল পাইয়াছে, কিন্তু যাঁহাকে পায় নাই, সেই শ্রীভগবান্ যথার্থ প্রীতির বিষয়। শ্রীভগবানেই প্রীতির পর্য্যবসান ঘটে ; যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন তাঁহারা আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন না, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ সামগ্রী হইয়া যায়। সুতরাং উপরে যে প্রীতিকে পরতম-পুরুষার্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভগবৎপ্রীতি সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

প্রীতি-শব্দে সুখ ও প্রিয়তা এতদুভয় বুঝাইয়া থাকে। উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষের নাম সুখ ; আর বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগত ভাবে তাহাকে পাইবার জন্য যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে বিষয়ানুভব-হেতুক যে উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষ উদিত হয়, তাহাকে প্রিয়তা বলে।

বিষয়-আশ্রয়-ভেদে প্রীতির দুইটী আলম্বন। যাহার উদ্দেশ্যে প্রীতির আবির্ভাব, তিনি প্রীতির বিষয় ; আর যিনি প্রীতি করেন, তিনি প্রীতির আশ্রয়। কৃষ্ণ-প্রীতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, ভক্তগণ আশ্রয়।

সুখ আর প্রিয়তায় পার্থক্য আছে। সুখ মায়াশক্তির সত্ত্বগুণের বৃত্তি-বিশেষ। ভগবৎ-প্রীতি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ। স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ তিনটী বৃত্তি। প্রীতি হ্লাদিনী

(আনন্দশক্তি)-সার-সমবেত সম্বিৎ (জ্ঞান)-রূপা। প্রিয়তায় সুখের ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি সুখকে প্রিয়তা বলা যায় না ; সুখের স্বরূপ বা জীবন হইল একমাত্র নিজের উল্লাস ; প্রিয়তাতে যে উল্লাস আছে, তাহা প্রীতির বিষয় বা প্রিয়জনের উল্লাসের অনুগত ভাবে প্রকাশ পায়।

একমাত্র বিষয়ের (প্রিয়জনের) আনুকূল্য বা সুখ-সাধনই প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ। সুতরাং যাহাতে প্রিয়জনের সুখ হয়, সে ভাবে বা তাঁহার অবিরোধে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বাঞ্ছা হয়, কিন্তু প্রতিকূলে বা নিজ সুখের নিমিত্ত নহে। প্রিয়জনকে পাইতে যদি তাঁহার সুখের কোন বাধা জন্মে, তবে সে অবস্থায় তাঁহাকে পাইবার বাঞ্ছা হয় না। এই অবস্থায়ও অন্তরে প্রিয়জনের স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে ; প্রিয়জন সুখে আছেন ভাবিয়া উল্লাস হয়। আর প্রিয়জনের অনুকূলে তাঁহাকে পাইলে, সে প্রাপ্তিতে তাঁহার সুখ হইতেছে দেখিয়া উল্লাস হয়। এইরূপে যোগ বিয়োগ উভয়াবস্থায় প্রিয়তার উল্লাস বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং প্রিয়তা সতত উল্লাসময়ী। প্রীতিতে স্বসুখ-বাসনা না থাকিলেও সর্ব্বদা সুখ বর্ত্তমান থাকে। এই সুখ কেবল প্রিয়জনের সুখানুভব-সঞ্জাত।

সুখের মূলে কাহারও আনুকূল্য-স্পৃহা থাকে না ; প্রিয়তায় থাকে প্রিয়জনের আনুকূল্য-স্পৃহা—ইহাই হইল সুখ আর প্রিয়তার পার্থক্য। সুখে অন্যের আনুকূল্য সম্বন্ধ না থাকায়, তাহার বিষয় নাই ; প্রিয়জনের আনুকূল্য সম্বন্ধ ছাড়া প্রিয়তার আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহার বিষয় আছে।

প্রীতির লক্ষণ চিত্তের দ্রবীভাব। হরিকথা-শ্রবণাদি সময়ে অশ্রুপুলকাদির উদ্গমই চিত্তার্দ্রতার পরিচায়ক। কোন কারণে চিত্তার্দ্রতা বা রোমাঞ্চাদি প্রকাশিত হইলেও যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হয়, তবে প্রীতির সম্যগাবির্ভাব ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। প্রীতির সম্যগাবির্ভাবে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। অন্যতাৎপর্য্য-বিরহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তিসমূহে কেবল প্রীতির অনুশীলনই তাহার বিশুদ্ধির পরিচায়ক। প্রীতিমান ব্যক্তি অন্য কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী হয়েন না, কেবল তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদনের নিমিত্তই তৎপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া থাকেন ; কেবল ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদনেই প্রীতির

তাৎপর্য্য। এই মাধুর্য্যাস্বাদনের অর্থ—শ্রীভগবানকে সুখী দেখা; সুতরাং ইহাতে নিজ সুখাভিসন্ধির লেশও থাকিতে পারে না।

প্রীতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণে স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের কৃপাপরম্পরাক্রমে জীবগণে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থায় দেহাদ্যাসক্তি তিরোহিত এবং শ্রীভগবানে প্রগাঢ় নিষ্ঠা আবির্ভূত হয়। প্রীতির পূর্ণাবির্ভাবে ভক্তের শ্রীভগবানে পরমাবেশ, সর্ব্বাবস্থায় সেই আবেশের স্থায়িত্ব, পরমানন্দ-পূর্ণতা এবং সংসর্গাদি দ্বারা অন্য দুঃখীরও পরমানন্দ-বিধানের সামর্থ্য জন্মে।

শ্রীভগবান্ যেমন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, প্রীতিও তেমন অখণ্ডস্বরূপা। সাধকের যোগ্যতা-তার-তম্যানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবের যেমন তারতম্য ঘটে, প্রীতির বিষয়াবলম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তার-তম্যানুসারে তেমন প্রীতির আবির্ভাব-তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ, তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব। যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব—স্বয়ং ভগবৎ-স্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে যত প্রীতি করেন, অংশ-ভগবৎ-স্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে তত প্রীতি করেন না। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব; আর, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণেই প্রীতির পরম প্রতিষ্ঠা।

ভক্তচিত্তে আবির্ভূতা প্রীতির কার্য্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত:—ভক্তচিত্তের সংস্কার-বিশেষ সাধন এবং ভক্তের অভিমান-বিশেষ উৎপাদন।

ভক্তচিত্ত-সংস্কারের তারতম্যানুসারে প্রীতির বক্ষ্যমাণ গুণসমূহ প্রকাশ পায়। (১) প্রীতি ভক্ত-চিত্তকে উল্লসিত করে, (২) মমতা দ্বারা শ্রীভগবানে যোজিত করে, (৩) বিশ্বাসযুক্ত করে, (৪) প্রিয়তাতিশয় দ্বারা অভিমান বিশিষ্ট করে, (৫) বিগলিত করে, (৬) প্রচুর লোভ জন্মাইয়া আসক্ত করে, (৭) প্রতিক্ষণে শ্রীভগবানকে নূতন হইতে নূতনতররূপে অনুভব করায় এবং (৮) অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদিত করে।

(১) যে প্রীতিতে কেবল উল্লাসের আধিক্য ব্যক্ত হয়, তাহার নাম রতি। (২) যাহাতে মমতাতিশয়ের আবির্ভাব ঘটে, তাহার নাম প্রেম। (৩) প্র র

বিশ্বাসাত্মক প্রেমের নাম প্রণয়। (৪) প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান হেতু যদি প্রণয়াদি কৌটিল্যাভাস-যুক্ত ভাব-বৈচিত্রী ধারণ করে, তবে তাহাকে মান বলে। (৫) প্রেম চিত্ত-দ্রব করিয়া স্নেহাখ্যা প্রাপ্ত হয়। (৬) অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহ রাগ। যে রাগ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নবীন নবীন বোধ করায়, নিজেও নবীন নবীন হয়, তাহা অনুরাগ এবং (৮) অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদক অনুরাগই মহাভাব নামে অভিহিত হয়।

প্রীতি ভক্তের যে অভিমান-বিশেষ উৎপন্ন করে, তাহার মূল শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষের আবির্ভাব। যে ভক্তের সঙ্গাদি দ্বারা কোন সাধক জীব ভগবৎপ্রীতিলাভ করেন, সেই ভক্তের নিকট শ্রীভগবান্ যেমন স্বভাব প্রকট করেন, উক্ত সাধক জীবের নিকটও তদ্রূপ স্বভাব প্রকটিত করেন। তাহাতে তাঁহার তদনুরূপ অভিমান উপস্থিত হয়। যেমন, কোন জীব যদি দাস-ভক্তের সঙ্গ হইতে প্রীতিলাভ করেন, তবে সেই জীবের নিকট ভগবান্ স্বীয় প্রভুভাব প্রকটিত করিবেন। তদনুভবে ঐ জীবের আপনাতে দাস অভিমান উপস্থিত হইবে। এইরূপে প্রীতি ভগবৎস্বভাব-বিশেষের সহায়তায় প্রীতিমান ব্যক্তিতে অনুগ্রাহ্যাভিমান, অনুগ্রাহকাভিমান, মিত্রাভিমান ও প্রিয়াভিমান উপস্থিত করে।

অনুগ্রাহ্যাভিমান-বিশিষ্ট ভক্ত দ্বিবিধ—শ্রীভগবানে মমতাহীন ও মমতাবান্। মমতাহীন ভক্তগণ শ্রীভগবানকে পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলিয়া জানেন। চন্দ্রের আহ্লাদক স্বভাব হেতু, মমতা না থাকিলেও উহার দর্শনে যেমন আনন্দ হয়, ভগবদ্দর্শনেও ইঁহারা সেই প্রকার আনন্দ লাভ করেন। ইঁহাদের প্রীতির নাম জ্ঞান-ভক্তি। রতি পর্য্যন্ত ইঁহাদের সীমা। এই সকল ভক্ত শান্ত-ভক্ত-নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রতিকে শান্ত-রতি বলে।

অনুগ্রাহ্যাভিমান-বিশিষ্ট মমতাবান্ ভক্তগণ শ্রীভগবানকে আপনাদের প্রভু বলিয়া জানেন। তাঁহাদের কেহ আপনাকে শ্রীভগবানের পাল্য, কেহ ভৃত্য, কেহ বা লাল্য মনে করেন। তিনিও তাঁহাদের নিকট স্বীয় পালক, সেব্য বা পিত্রাদি গুরুভাব প্রকটিত করেন। ইঁহাদের প্রীতির নাম দাস্যভক্তি। রাগ পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রীতির সীমা। ইঁহারা দাসভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রতিকে দাস্যরতি বলে।

অনুগ্রাহকাভিমান-বিশিষ্ট ভক্তগণের শ্রীভগবানে পুত্রাদি-ভাব বর্ত্তমান। ইঁহাদের প্রীতির নাম বাৎসল্য। ইঁহারা বৎসল-ভক্ত। ইঁহাদের প্রীতিতে রাগের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। ইঁহাদের রতি বাৎসল্য-নামে খ্যাত।

মিত্রাভিমানি-ভক্তগণ শ্রীভগবানকে নিজের মত মধুর-স্বভাব এবং নিজ-বিষয়ক নিরুপাধি প্রণয়ের আশ্রয়-বিশেষ বলিয়া জানেন। ইঁহাদের প্রীতির নাম সখ্য। ইঁহারা সখাভক্ত। ইঁহাদের প্রীতিতেও রাগের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। ইঁহাদের রতি সখ্য নামে খ্যাত।

প্রিয়াভিমানি-ভক্তগণের শ্রীভগবানে কান্তভাব বর্ত্তমান। ইঁহাদের প্রীতির নাম মধুর বা কান্তভাব। মহাভাব পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রীতির সীমা। ইঁহাদের রতিকে মধুর বা কান্তভাব বলে।

উপরে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চবিধ রতির কথা বলা হইয়াছে, সে সকল রস-শাস্ত্রে স্থায়িভাব নামে অভিহিত হয়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব সম্মিলনে তাহা রসরূপে পরিণত হয়। এই হেতু শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-ভেদে রস পঞ্চবিধ। হাস্যাদি-ভেদে আরও সপ্তবিধ রস আছে।

রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে। বিভাব দ্বিবিধ; আলম্বন ও উদ্দীপন। শ্রীভগবান বিষয়ালম্বন, ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীভগবানের গুণ, চেষ্টাদি উদ্দীপন।

নৃত্য, বিলুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া চিত্তস্থ-ভাবসকলকে অভিব্যক্ত করে, সে সকলের নাম অনুভাব।

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতিকে সাত্ত্বিক বলে। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকও অনুভাব বিশেষ। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া এসকলকে সাত্ত্বিক বলে। কৃষ্ণসম্বন্ধি-ভাব সমূহ দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা কিঞ্চিদ্ব্যবধানে আক্রান্তচিত্তকে সত্ত্ব বলে। অনুভাব ও সাত্ত্বিক উভয়ই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা হইলেও অনুভাবের আবির্ভাবে বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সাত্ত্বিক-সমূহ বুদ্ধি লুপ্ত করিয়া আবির্ভূত হয়। অবশ্য অনুভাব, সাত্ত্বিক উভয়ই অভ্যাস-লব্ধ নহে, প্রীতি-সম্ভূত।

নির্ব্বেদাদি যে সকল ভাব স্থায়িভাবকে সঙ্কুক্ষিত করিয়া, বাত্যাসন্তাড়িত

সমুদ্রের মত তাহার উচ্ছ্বাস-প্রতীতি করায়, সে সকল ভাবকে ব্যভিচারি ভাব বলে।

রসরূপে পরিণতা প্রীতিই পরমানন্দ-স্বরূপা। এই রসময় হেতু শ্রুতি শ্রীভগবানকে "রস" (রসো বৈ সঃ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তল্লাভে জীব অভীষ্ট পরমানন্দ লাভ করিতে পারে (রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি)" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রসের আস্বাদন ব্রহ্মানন্দানুভব তুচ্ছকারী।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লৌকিক প্রীতিও বিভাবাদি সংযোগে রসরূপে পরিণত হইতে পারে। তাহা অসম্ভব। লৌকিক প্রীতি প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণের বিকার বলিয়া তাহা পরমানন্দ-স্বরূপা নহে, তাহার আলম্বন-সমূহ নির্দ্দোষ নহে এবং প্রীতির জন্য মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে পারেন— এমন প্রীতিবাসনা-বিশিষ্ট লৌকিক প্রীতিমান কেহ নাই। পক্ষান্তরে ভগবৎপ্রীতি হ্লাদিনীশক্তির বিকার বলিয়া তাহা আনন্দ-স্বরূপা। তাহার আলম্বনসমূহ নির্দ্দোষ এবং ভগবৎপ্রীতিমান্‌গণের মধ্যেই মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছতাকারী দেখা যায়। এই হেতু কেবল ভগবৎপ্রীতিই রসরূপে পরিণত হইতে পারে। লৌকিক-কাব্যে প্রাকৃত নায়কনায়িকাবলম্বনে যে রস-নিষ্পত্তি দেখা যায়, তাহা সৎকবির বর্ণনাচাতুর্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ। কৃষ্ণপ্রীতি গরীয়সী। কৃষ্ণভক্তগণে প্রীতির চরমবিকাশ। সুতরাং অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের প্রীতিরস হইতে কৃষ্ণপ্রীতিরস শ্রেষ্ঠ। প্রীত্যাবির্ভাবের তারতম্যানুসারে কৃষ্ণ-প্রীতিরসেও তারতম্য আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ কৃষ্ণপ্রীতিরস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

মধুর বা উজ্জ্বলরসে কান্তরূপে স্ফূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। তদীয় প্রেয়সীবর্গ তাহার আশ্রয়ালম্বন। স্বকীয়া পরকীয়াভেদে কৃষ্ণপ্রেয়সী দ্বিবিধা। শ্রীরুক্মিণী দেবী প্রভৃতি স্বীয়া কান্তা। পরম স্বীয়া হইলেও শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ প্রকট লীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা।

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

"যাঁহারা বিবাহবিধি-প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ও পাতিব্রত্য হইতে অবিচলা তাঁহারা স্বকীয়া।"

শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। অপ্রকট-লীলার আদি অবসান নাই বলিয়া তাহাতে বিবাহ-বিধি প্রযুক্ত হইবার অবকাশ নাই। তথাপি তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী মনে করেন। তাঁহাদের প্রীতির স্বভাব হইতে তাদৃশ অভিমান উপস্থিত হয়; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিকট তাদৃশ স্বভাব প্রকটিত করেন; লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে তাদৃশ অভিমানের সমাধান সম্ভব হয়। প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা আছে বলিয়া তাঁহাদের অনুরাগ প্রবল নহে।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

"যে প্রবল অনুরাগ ইহলোক পরলোক কিছুর অপেক্ষা রাখে না, সেই প্রবল অনুরাগে যাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও বিবাহ-বিধির অপেক্ষা না করিয়া অনুরাগবশে যাঁহাদিগকে প্রেয়সীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা পরকীয়া। প্রকট-লীলায় শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণে পরকীয়া-লক্ষণ বর্ত্তমান। তাঁহারা ইহলোক পরলোকের কোন অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও বিবাহ-বিধির অপেক্ষা না করিয়া, অনুরাগবশে তাঁহাদিগকে প্রেয়সীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গত হওয়ায় তাঁহাদের অনুরাগের পরম প্রবলতা ব্যক্ত হইয়াছে।

পর-পুরুষ-বিষয়িণী রতি অধর্ম্মময়ী বলিয়া ঘৃণার বিষয় হইয়া থাকে; কেবল তাহা নহে, তাহাতে সর্ব্বদা উদ্বেগের সম্ভাবনা থাকায়, নিবিড় আনন্দের সমাবেশ থাকিতে পারে না। এই হেতু ব্রজ-পরকীয়া পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না, কেহ ইহা মনে করিতে পারেন। তাহা অসঙ্গত। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী। তাঁহাদের প্রবলতম-অনুরাগাস্বাদন-মানসে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে নিত্য-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে প্রকটলীলায় পরকীয়া নায়িকারূপে প্রতীতি

স্ফুরাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরকীয়া-ভাব অল্পকাল স্থায়ী; প্রকটলীলাবসানে নিত্য-প্রেয়সী-ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকটলীলায় অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের যে বিবাহ প্রসিদ্ধি আছে, তাহা মায়িক। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-বিহারী বলিয়া, তিনি কোন রমণীর পরপুরুষ নহেন। অপ্রকটলীলায় নিত্য-প্রেয়সী-ভাব ব্যক্ত হওয়ায়, তথায় কোনরূপ উদ্বেগের আশঙ্কা নাই; প্রকটলীলাকালে ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতেন, তখন তাঁহাদের মায়া-কল্পিত-মূর্ত্তি গৃহে রাখিয়া, কখন বা অন্য উপায়ে সমাধান করিয়া যোগমায়া কোন উদ্বেগ উপস্থিতির অবসর দিতেন না।

ধৈর্য্য, লজ্জা, ধর্ম্ম, স্বজন, বান্ধব সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হইয়াছেন বলিয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেমোৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে কোন ব্যভিচারিণী রমণীই অভীষ্ট পরপুরুষের সঙ্গ লাভের নিমিত্ত ঐ সকল ত্যাগ করিয়া থাকে; ইহাতে ব্রজদেবীগণের কি মহত্ত্ব আছে? তাহার উত্তর— ব্যভিচারিণী রমণীগণের উদ্দেশ্য থাকে নিজ সুখ-সম্পাদন। ব্রজদেবীগণ নিজ সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কৃষ্ণ-সুখের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছেন। নিজ সুখ-বাসনার লেশ মাত্র না রাখিয়া অন্যের সুখের জন্য এ ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত ব্রজদেবীগণ ছাড়া আর কোথাও নাই। ইহাতে তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেম মহিমা প্রোজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রীতি-পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীব্রজদেবীগণেই বর্ত্তমান। কেবল তাহা নহে, তাঁহাদের প্রেম নিরুপাধি সুনির্ম্মল। কান্তাভাবের উপাধি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ভাবোৎপাদনে রূপ-গুণাদির অপেক্ষা, স্বসুখানুসন্ধান, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধ ও রমণ (পুরুষ)-রমণী বোধ। শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতিতে অন্য উপাধি সকলত নাই-ই, এমন কি অন্যত্র কান্তাভাবের যাহা প্রাণ, সেই রমণ-রমণী-বোধ পর্য্যন্ত ইহাতে নাই। প্রবল অনুরাগে তাঁহারা আত্মহারা; তাঁহাদের চিত্তেন্দ্রিয়কায় সেই অনুরাগ-বিভাবিত—তাঁহাদের নিখিল চেষ্টা কৃষ্ণানুরাগের অভিব্যক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীব্রজদেবীগণের যে সম্বন্ধ, তাহা বৈধ বা অবৈধ কোন সম্বন্ধের অনুরূপ নহে; তাহা শুদ্ধ অনুরাগময়।

তাহাকে **অনুরাগসিদ্ধ দাম্পত্য** বলা যাইতে পারে।

ব্রজ-পরকীয়া এবং রাসাদি সম্ভোগাত্মক-লীলা সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ হইল, কৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের দেহাত্ম-বোধ তিরোহিত না হয়— যতদিন স্বীয় চিৎসত্তার অনুভূতি না হয়, ততদিন তদীয় পরিকর-তত্ত্ব তথা গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ঘুচেনা। ততদিন স্বীয় স্বাভাবিক সংস্কারবশে মূর্ত্তবস্তুমাত্রকেই প্রাকৃতরূপ-বিশিষ্ট মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণও তদীয় প্রেয়সীগণকে প্রাকৃত শরীরবিশিষ্ট ভাবিয়া, তাঁহাদের লীলা প্রাকৃত চেষ্টা—প্রাকৃত দেহধারীর দেহ-ধর্ম্মাধীন কার্য্যজ্ঞানে সংশয় উপস্থিত হয়। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অতীত, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ। তিনি কেবল আনন্দ নহেন—আনন্দী। যে আনন্দে তিনি আনন্দী, শ্রীরাধা সেই আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ। আনন্দ জীবের কাছে ভাব-বস্তু; অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্ কিন্তু স্বীয় পরমানন্দকে রূপ দিয়া নানারূপে আস্বাদন করিতেছেন। এই জন্য তিনি রসিকশেখর—আস্বাদক-শিরোমণি। মূলতঃ আনন্দই আস্বাদনের সামগ্রী। রসিক-শেখর স্বীয় পরমানন্দের মূর্ত্ত প্রকাশকে পাইয়া নানারূপে নানাভাবে আস্বাদন করিতেছেন। অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীনারায়ণাদি বহুরূপে বিরাজমান, শ্রীরাধাও সে সকল স্বরূপের আনন্দশক্তি শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি রূপে তত্তৎসমীপে বিরাজমানা। শ্রীকৃষ্ণে যেমন স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরাধাতে তেমন ভগবদানন্দের—প্রীতির চরম বিকাশ। একা শ্রীরাধা অশেষ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য করিতেছেন—তাঁহার সুখ-সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য বৃন্দাবনে কায়ব্যূহস্বরূপ নিজের বহু মূর্ত্তি প্রকাশ—করিয়াছেন তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী। তাহা হইলেও শ্রীরাধাতে কৃষ্ণানুকূল্যের পরাকাষ্ঠা বিধায়, তিনি প্রীতি পরাকাষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপা অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতাশালিনী আনন্দরূপা। এই আনন্দকে শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অনন্তকাল অশেষ বিশেষে আস্বাদন করিতেছেন। তাহা হইতে রাসাদি লীলার অভিব্যক্তি।

নায়ক-নায়িকার সঙ্গম— যাহা পরমার্থাভিলাষী ব্যক্তিগণের ঘৃণার বিষয়, তাহা যে উজ্জল রসের প্রাণ, সেই উজ্জল রস কিরূপে পরম পুরুষার্থ হইতে পারে? তাহার উত্তর উজ্জল রসে সম্ভোগের লক্ষণ—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া ।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥

"নায়ক-নায়িকা পরস্পরের আনুকূল্য হইতে দর্শন-আলিঙ্গনাদির নিরতিশয় সেবা দ্বারা উল্লাস প্রাপ্ত ভাবকে সম্ভোগ বলে।"

এস্থলে আনুকূল্যই সম্ভোগের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে আনুকূল্যকেই প্রীতির প্রাণ বলা হইয়াছে। অন্য বস্তু দ্বারা—সেব্য বস্তু দ্বারা প্রিয়জনের আনুকূল্য করা যাইতে পারে, কিন্তু নিজকে দেওয়া—নিজের দেহ প্রাণ সকল জড়ভোগ্য বস্তুর মত অন্যের ভোগে অর্পণ করিয়া দেওয়া অভাবনীয় ব্যাপার, তাহাতেও নিজ সুখ-বাসনার লেশমাত্র না রাখা ধারণার অতীত; ইহা কেবল গোপীভাবেই সম্ভব। যতদিন কামের সংস্কার বর্ত্তমান থাকে—যতদিন পর্য্যন্ত কামসম্ভূত দেহাভিমান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ইহা কাহারও বোধগম্য হইতে পারেনা। কামময় চিত্তে ইহা বুঝিতে যাওয়া, কূপমণ্ডূকের নিস্ফল হাস্যাস্পদ চেষ্টা মাত্র। যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উজ্জ্বল-রসকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—উজ্জ্বলরসে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ, কামময় সম্ভোগ নহে—পশুবচ্চৃঙ্গার নহে; তাহাতে যে আলিঙ্গনাদির উল্লেখ আছে, তাহা নৃত্যাদির মত প্রীতির অনুভাব—প্রীতির বহিঃ-প্রসারিণী ক্রিয়া মাত্র, যে প্রীতি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক-বিশেষ।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ উক্ত বিষয়সমূহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দার্শনিক গবেষণা-সহকারে প্রীতি-সন্দর্ভে বিবৃত করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এ গ্রন্থ প্রেমের দর্শন—যে প্রেমের জন্য জীবকুল ব্যাকুল। এতাবৎ-কাল এই মহামূল্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হওয়া দূরের কথা, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিতও হয়েন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বঙ্গানুবাদ এবং যথাসম্ভব বিবৃতিসহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। অনুবাদ ও বিবৃতিতে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণে আমাদের অযোগ্যতাই তাহার কারণ। সুধী পাঠকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ভ্রম-প্রমাদগুলির কথা জানাইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যদি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে তাহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সহিত সেই ত্রুটি সংশোধন করিব॥

সূচীপত্র ।

বিষয়—	পৃষ্ঠাঙ্ক ॥
গ্রন্থলেখার প্রয়োজন।	১
পুরুষার্থ নিরূপণ।	৬
মুক্তি নিরূপণ।	২০
মুক্তির পরম-পুরুষার্থতা।	২৮
প্রীতির পরমতম পুরুষার্থতা ॥	৩২
পরমতম পুরুষার্থ।	৩৫
শাস্ত্রের প্রয়োজন।	৪৩
বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি।	৪৮
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।	৬৫
ভগবৎসাক্ষাৎকার।	১১৭
ভগবৎসাক্ষাৎকার-ভেদ।	১১৯
ভগবৎসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব।	১৬০
বহিঃ সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব।	১৬৫
ভগবৎসাক্ষাৎকারের লক্ষণ মুক্তি ॥	১৬৭
পঞ্চবিধা মুক্তি।	১৬৮
মুক্ত পুরুষের অনাবৃত্তি।	১৭১
সালোক্য মুক্তি।	১৭৭
সার্ষ্টি মুক্তি।	১৮৫
সারূপ্যমুক্তি।	১৯০
সামীপ্যমুক্তি।	১৯১
সাযুজ্যমুক্তি।	১৯৩
মুক্তির তারতম্য।	১৯৮
মুক্তিসমূহ হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব।	২০৩
শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য।	২১৫

ভগবৎপ্রীতি দ্বারা মোক্ষতিরস্কৃতি। ২২৪
মুক্ত পুরুষের হরিভজন। ২৩৮
প্রীতিমানের শ্রেষ্ঠত্ব। ২৫১
শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনীয় কি ? ২৫৯
শুদ্ধ ভক্তের অন্য বাঞ্ছার সমাধান। ২৬৯
শ্রীভগবৎসেবায় মুক্তির সার্থকতা। ২৭৭
অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। ২৮৩
ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ। ৩১৯
ভগবৎপ্রীতির গুণাতীতত্বাদি। ৩৩১
ভগবৎপ্রীতির তটস্থ লক্ষণ। ৩৫৭
প্রীত্যাবির্ভাবের ক্রম। ৩৭৭
প্রীতির লক্ষণের নিষ্কর্ষ। ৩৯৭
প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব। ৪০১
প্রীতির তারতম্য ও ভেদ। ৪১৫
রত্যাদির দৃষ্টান্ত। ৪৪৭
ভক্তভেদে প্রীতির সীমা-নির্দ্দেশ। ৪৫৩
পরিকরগণের ভাবতারতম্য। ৪৮৯
শ্রীগোপগণের প্রীত্যুৎকর্ষ। ৫১৩
সখাগণের প্রীত্যুৎকর্ষ। ৫২৫
শ্রীগোপীগণের প্রীত্যুৎকর্ষ। ৫৩১
প্রীতির রসাবস্থা। ৫৭২
দৃশ্যকাব্যের রসভাবনাবিধি। ৫৯৫
শ্রব্যকাব্যের রসভাবনাবিধি। ৬১৭
আলম্বন বিভাব। ৬২৩
উদ্দীপন বিভাব। ৬৩৯
অনুভাব। ৭২৮
ব্যভিচারি ভাব। ৭৩২
অদ্ভুতরস। ৭৩৬

হাস্য রস।	৭৩৭
বীর রস।	৭৪০
রৌদ্র রস।	৭৫০
ভয়ানক রস।	৭৫৪
বীভৎস রস।	৭৫৭
করুণ রস।	৭৫৮
রসাভাসাদি।	৭৬০
শান্তভক্তি রস।	৮২০
আশ্রয়ভক্তি রস।	৮২৩
দাস্যভক্তি রস।	৮৩৬
প্রশ্রয়ভক্তি রস।	৮৫৯
বৎসল রস।	৮৬৮
মৈত্রীময় রস।	৯০৪
উজ্জ্বল রস।	৯৩১

ষট্‌সন্দর্ভনামক-

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে

ষষ্ঠঃ

প্রীতিসন্দর্ভঃ ।

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্ ।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরমদনগোপালো বিজয়তে ।
শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাম্ ॥
বন্দে শ্রীমন্মন্ত্রগুরূন্ তথা ভাগবতার্থদান্ ।
সাবরণং শ্রীগৌরাঙ্গং রাধামদনমোহনৌ ॥

অনুবাদ— ষট্‌সন্দর্ভ-নামক ভাগবত-সন্দর্ভে (১) তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি—এই ছয়টী সন্দর্ভ আছে। তন্মধ্যে প্রীতিসন্দর্ভ ষষ্ঠ।

গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন ঃ

শ্রীবৃন্দাবনে সতত বিরাজমান, জ্ঞান-বৈরাগ্য-তপস্যা-সম্পত্তি-মান, শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের সন্তোষের জন্য দক্ষিণ-

---

(১) গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা ।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥

দেশোদ্ভব শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামী পুনর্ব্বার ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন।

সেই পূর্ব্বগ্রন্থ কোথাও পর্য্যায়ক্রমে, কোথাও পর্য্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া, কোথাও বা পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া লিখিত ছিল। তৎ-সমুদয় আলোচনা করিয়া, জীবনামক ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে এই গ্রন্থ লিখিতেছে।

গূঢ়ার্থের প্রকাশ, সারোক্তি, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থবত্ত্ব ও বেদ্যত্ব পণ্ডিতগণ কর্তৃক সন্দর্ভ-শব্দে কথিত হয়।

পরম-তত্ত্ব-বস্তু কেবল শাস্ত্রার্থ-বিচার দ্বারা জানা যায়। (বেদ ও বেদানুগত) শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব-বিশেষ। ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ ঋষিগণের হৃদয়ে যুগে যুগে শাস্ত্র স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহারা জগতে শাস্ত্র প্রকাশ করেন। শাস্ত্রের অর্থ-নির্ণয়ে সাধারণ জন সমর্থ নহে; কেবল ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষের নিকট শাস্ত্রার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহারা সংসার-তাপক্লিষ্ট জীবের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য, সেই অর্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবানের অবতার-বিশেষ শ্রীবেদব্যাস বেদ-বারিধি হইতে ব্রহ্মসূত্ররূপ রত্ন-রাজি আহরণ করেন। স্বয়ং সেই সূত্র-সমূহের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। নিখিল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মসূত্রে নিহিত আছে; শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থ দুর্বিগম; ভগবদনুগৃহীত পরম-ভাগবতের হৃদয়ে তাহা প্রকাশ পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম-কৃপা-ভাজন, তদীয় লীলা-পরিকর, শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-চরণ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম-প্রকাশ করিবার জন্য যে সন্দর্ভ প্রণয়ন করেন, তাহা ভাগবত-সন্দর্ভ নামে অভিহিত। ইহাতে (গূঢ়ার্থ-প্রকাশ) নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে; (সারোক্তি) মুখ্য প্রতিপাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; (শ্রেষ্ঠতা) বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা তাহা গৌরবান্বিত—অপ্রতিদ্বন্দ্বী; (নানার্থবত্ত্ব) এই গ্রন্থে জানিবার বহু বিষয় আছে। অথবা ইহাতে শ্রীভাগবতীয় পদ্য-সমূহের বহু অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং (বেদ্যত্ব) তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রের ইহা অবশ্য-আলোচ্য।

প্রীতি-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল নিগূঢ়োক্তি আছে, এ গ্রন্থে সে সকল সংগৃহীত হইয়াছে; প্রেমের পরম-পুরুষার্থ-রূপতা এই গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে;

[**বিবৃতি**— গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন-জন্য "তৌ সন্তোষয়তা" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। তাহাতে গ্রন্থের প্রাচীনতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-রূপে সতত বিদ্যমান আছেন; শ্রীগৌর-পরিকর-রূপে শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামী; শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-রূপে তাঁহারা শ্রীরূপ মঞ্জরী ও শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী (১); প্রকট-লীলায় প্রকটরূপে, আর অপ্রকট লীলায় অপ্রকটরূপে ইঁহারা বিরাজ করেন, "সন্তৌ" পদে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীল" পদ তাঁহাদের অসাধারণ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তপস্যারূপ সম্পত্তির কথা প্রকাশ করিতেছে (২)।

বিবিধযুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ইহাতে তাহার তদ্রূপতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; শ্রীভাগবতীয় পদ্য-সমূহ নানা অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রেমকেই যে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা দেখান হইয়াছে; আর, প্রীতি-রহস্য-জিজ্ঞাসুর এই গ্রন্থ অবশ্য-আলোচ্য; এই জন্য ইহার নাম প্রীতি-সন্দর্ভ।

(১) মঞ্জরী—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা দাসী। ইঁহাদের দাসী-অভিমান থাকিলেও শ্রীরাধা ইঁহাদিগকে সখীর মত মনে করেন।

(২) শ্রীরূপসনাতনের জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির নিদর্শন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অনিকেতন দু'য়ে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্করুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর কৃষ্ণ-ভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন॥

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য —১৯

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য (১) শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ়ার্থাদি সংগ্রহ করেন। শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, দাক্ষিণাত্য-বাসী, ভট্টবংশ-সম্ভূত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী (২) উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ বিচারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সার সংগ্রহ করেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান—এ তিনের মহিমা-বর্ণনে শ্রীবৈষ্ণবের সন্তোষ জন্মে। তজ্জন্য তিনি ঐ তিনের মহিমা-ব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত-সকল সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবৎপূজা হইতেও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধব-মহাশয়কে বলিয়াছেন (মদ্ভক্তপূজা-ভ্যধিকা)। এই জন্যই শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামী উঁহাদের সন্তোষ-বিধানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

---

(১) কলিকালে বৈষ্ণবগণ শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক — এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের, মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের, এবং নিম্বাদিত্য সনক-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্যের নামানুসারে এই সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায় নামেও পরিচিত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, শ্রীমধ্বাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। ইনি তত্ত্বমুক্তাবলী নামক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের একশত দোষ প্রদর্শন করেন। তদ্ভিন্ন আরও বহু গ্রন্থ এবং উপনিষদ্ভাষ্য রচনা করিয়া স্বীয় মতের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন।

(২) শ্রীগোপাল ভট্ট—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস—এই ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীবেঙ্কট ভট্টের পুত্র। কাবেরীর তীরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গতীর্থে (ভক্তমালের মতে ভট্টমারি গ্রামে) বেঙ্কট ভট্টের আবাস ছিল। তিনি শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিন-দেশে ভ্রমণ-সময়ে ইঁহার গৃহে চাতুর্মাস্য (বর্ষা চারিমাস) যাপন করেন। এই সময় শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামী নিরতিশয়

শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামীই যদি সন্দর্ভ রচনা করিয়া থাকেন, তবে শ্রীজীব গোস্বামী কেন আবার তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন ;—সেই আদ্যগ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী যে সন্দর্ভ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে—কোথাও যথাক্রমে, কোথাও বিপরীতক্রমে, কোথাও বা খণ্ডিত ভাবে শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তসকল সংগৃহীত হইয়াছিল ; অতঃপর শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তৎসমুদয় সমালোচনা করিয়া, ক্রম-নিবন্ধন-পূর্ব্বক লিখিতেছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী দৈন্য সহকারে শ্লোকে "জীবক" পদে নিজ নামোল্লেখ করিয়াছেন। জীব-শব্দের উত্তর হীনার্থে কন্ প্রত্যয়-যোগে জীবক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা শ্রীজীব গোস্বামীর লঘুত্ব-ব্যঞ্জক হইলেও অর্থান্তর দ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ বাণী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ভক্ত-ভক্তি-ভগবান—এ তিনের অপকর্ষ কখনও সহিতে পারেন না ; অপকর্ষ-সূচক ভাষাদ্বারাই অর্থান্তরে তাঁহাদের স্তব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে স্তুতিপক্ষে "জীবয়তি সর্ব্ব-জীবান্ ভাগবত-সিদ্ধান্ত-দানেনেতি জীবকঃ" অর্থাৎ যিনি ভাগবত-সিদ্ধান্ত দান করিয়া সর্ব্ব-জীবকে জীবিত করিতেছেন, তিনি জীবক। আর, ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষের বিভক্তি যোগ না করিয়া, নাম-পুরুষের বিভক্তি যোগ করায় অর্থাৎ "লিখামি" (লিখিতেছি) না লিখিয়া

প্রীতি-সহকারে তাঁহার সেবা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীহরিনাম প্রদান করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেন।

অতঃপর শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধারমণ-জিউর সেবা ইঁহার প্রকটিত। ইনি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করেন ; শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ইহার টীকা রচনা করেন।

অথ প্রীতিসন্দর্ভো লেখ্যঃ। ইহ খলু শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং পরম-তত্ত্বং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন পূর্ব্বং সম্বদ্ধম্। তদুপাসনা চ তদনন্তর-সন্দর্ভেণাভিহিতা। তৎক্রমপ্রাপ্তত্বেন প্রয়োজনং খল্বধুনা বিবি-

---

"লিখতি" (লিখিতেছে) ক্রিয়া যোজনা করায়, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার নিরভিমানিতা সূচিত হইতেছে। অন্য কোন ব্যক্তির (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) প্রেরণায় তিনি লিখিতেছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য "লিখতি" ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

মূলের "অথ" শব্দ মঙ্গল ও আনন্তর্য্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যদ্যপি অথ-শব্দের অর্থ মঙ্গল নহে, তথাপি শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে (১)। যেমন,—জল-পূর্ণ কুম্ভ লইয়া কোন রমণী নিজ গৃহে যাইতেছে, তাহা দেখিলে কোন যাত্রাকারী যাত্রার শুভ মনে করে; সেস্থলে যাত্রার শুভ-বিধান ঐ রমণীর উদ্দেশ্য নহে, আনুষঙ্গিক ভাবে শুভ বিহিত হয়; অথ-শব্দ সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে;—আনন্তর্য্য অর্থ বিশিষ্ট অথ-শব্দ শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল-বিধানার্থ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে]

পুরুষার্থ-নিরূপণ।

অনুবাদ—অনন্তর প্রীতি-সন্দর্ভ লিখিত হইবে। এই ভাগবত সন্দর্ভের প্রথম চারি (তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ) সন্দর্ভে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরম-তত্ত্ব স্থির করা হইয়াছে। তাহা সম্বন্ধ অর্থাৎ উপাস্য। তাঁহার উপাসনা পঞ্চম—ভক্তি-সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। সেই ক্রমানুসারে অধুনা প্রয়োজন বিচার করা

---

(১) ওঙ্কারশ্চাথ-শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠংভিত্ত্বা বিনিজাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

পূর্ব্বকালে ওঁ এবং অথ-শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; এই জন্য উভয় শব্দ মাঙ্গলিক।

চ্যতে। পুরুষপ্রয়োজনং তাবৎ সুখপ্রাপ্তির্দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখত্বং দুঃখনিবর্ত্তকত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি এতদুক্তং ভবতি। যৎ খলু পরমতত্ত্বং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেন পূর্ব্বং নির্ণীতং, তদেব সদনন্তপরমানন্দত্বেন সিদ্ধম্। শ্রুতাবপি সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতীত্যারভ্য মানুষানন্দতঃ প্রাজাপত্যানন্দপর্য্যন্তং দশ-কৃত্বঃ শতগুণিততয়া ক্রমেণ তেষামানন্দোৎকর্ষপরিমাণং প্রদর্শ্য,

---

যাইতেছে। অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনা ও উপাসনা-ফল নিরূপণ শাস্ত্রের অভিপ্রেত। উপাস্য ও উপাসনা নিশ্চয়ের পর উপাসনা-ফল নির্ণয় বাঞ্ছনীয়; অতএব এস্থলে তাহা নিরূপণ করা যাই-তেছে। সুখ-প্রাপ্তি আর দুঃখ-নিবৃত্তি পুরুষের প্রয়োজন। শ্রীভগবৎ-প্রেমে আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য উপায়ে সুখ লাভ হইলেও সে সুখ অফুরন্ত নহে; দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিলেও সমূলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না, আবার দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে। শ্রীভগবৎ-প্রেমে যে সুখ, তাহা অফুরন্ত। তাহাতেই সম্যক্ দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটে; কখনও দুঃখ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা থাকেনা।

যে পরম-তত্ত্ব শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-রূপে পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সদনন্ত-পরমানন্দ-রূপে সিদ্ধ। অর্থাৎ শাস্ত্র যে পরম-তত্ত্ব বস্তু প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিত্য অনন্ত পরমানন্দ-স্বরূপে বিরাজ-মান। শ্রুতিতেও "ব্রহ্মানন্দের সেই মীমাংসা (বিচার) এই প্রকার হইয়া থাকে" (তৈত্তিরীয় ৮।১) এই আরম্ভ করিয়া, মানুষানন্দ হইতে প্রাজাপত্যানন্দ পর্য্যন্ত দশভাগ করতঃ ক্রমশঃ শতগুণিত রূপে তৎসমূহের উৎকর্ষ-পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষের আনন্দ (১) হইতে মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ (২)

পুনশ্চ ততোহপি শতগুণত্বেন পরব্রহ্মানন্দং প্রদর্শ্যাপ্যপরিতোষাৎ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদিশ্লোকেন তদানন্দস্যানন্ত্যমেব স্থাপিতং

শতগুণ। মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ হইতে দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ (৩) শতগুণ। দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ হইতে পিতৃগণের আনন্দ (৪) শতগুণ। পিতৃগণের আনন্দ হইতে স্বর্গপুরে জাত দেবগণের আনন্দ (৫) শতগুণ। স্বর্গপুরে জাত দেবগণের আনন্দ হইতে কর্ম্মদেব-গণের আনন্দ (৬) শতগুণ। কর্ম্মদেবগণের আনন্দ হইতে দেব-গণের আনন্দ (৭) শতগুণ। দেবগণের আনন্দ হইতে ইন্দ্রের আনন্দ (৮) শতগুণ। ইন্দ্রের আনন্দ হইতে বৃহস্পতির আনন্দ (৯) শতগুণ। বৃহস্পতির আনন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ (১০) শতগুণ। তারপর প্রাজাপত্যানন্দ হইতে পরম-ব্রহ্মানন্দ শতগুণ, ইহা প্রকাশ করিয়া অপরিতোষহেতু বলিলেন, "যাহা হইতে বেদ-লক্ষণ বাক্য নিবৃত্ত হয়।" অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মের আনন্দ-পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রুতিও সমর্থ নহে। ইহা দ্বারা সেই আনন্দের অনন্তত্ব ও বিলক্ষণত্ব স্থাপিত হইয়াছে। *

* সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্টো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে শতং দেবগন্ধর্ব্বা-ণামনন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামাহতস্য। তে যে শত-মাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপি যান্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবা-নামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্য আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে

শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

* * * *

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসাসহ।

———তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৮ম অনুবাক্।

(ব্রহ্মানন্দ কি বিষয়ি-ব্যক্তির বিষয়ভোগ-জন্য লৌকিকানন্দ সদৃশ, কিংবা স্বাভাবিক? ব্রহ্মানন্দ লৌকিকানন্দ হইতে ভিন্ন। লৌকিকানন্দ ক্ষণিক ঐন্দ্রিয়িক এবং তাহার পরিমাণও অতি সামান্য। ব্রহ্মানন্দ নিত্য ও অনন্ত। ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন) ব্রহ্মানন্দের সেই মীমাংসা এই প্রকার হইয়া থাকে;—যে যুবা সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দৃঢ়কায় ও বলবান্—সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণা এই পৃথিবী তাহার অধিকৃতা হয়; সে ব্যক্তি বিবিধ বিষয়-ভোগ দ্বারা মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করে। তাহা মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দকে পরিমাণে এক ধরিয়া, অন্যান্য আনন্দের পরিমাণ করা যাইতেছে। এই যে মানুষানন্দ, তাহার শতগুণ মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ। (কর্ম্ম-বিদ্যাবিশেষ দ্বারা যে মানুষ গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে মানুষ-গন্ধর্ব্ব বলে।) আর, যে শ্রোত্রিয়—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মানুষ-গন্ধর্ব্ব-তুল্য আনন্দ লাভ করেন; অর্থাৎ তাঁহার আনন্দ মানুষানন্দের শতগুণ। এই যে মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দ (জাতি অর্থাৎ জন্ম হইতে যাহারা গন্ধর্ব্ব, তাঁহারা দেবগন্ধর্ব্ব)। আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেব-গন্ধর্ব্ব তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। এই যে দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ, তাহার শতগুণ চির-লোক-লোক পিতৃগণের আনন্দ। (চিরস্থায়ী লোক অর্থাৎ স্থান যাঁহাদের, তাঁহারা চিরলোক-লোক।) আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি চিরলোক-লোক পিতৃগণের তুল্য আনন্দভোগ করেন। চিরলোক-লোক পিতৃগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ আজানজ দেবগণের আনন্দ। (আজান—দেবলোক, স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম-

বিশেষ দ্বারা যাঁহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আজানজ দেব।) আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আজানজ দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। আজানজ দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ কর্ম্ম-দেবগণের আনন্দ। (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম-দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মদেব।) আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম-দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। কর্ম্ম-দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগণের আনন্দ। (দেব—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ; দ্বাদশাদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ। ইন্দ্র ইঁহাদের অধিপতি, বৃহস্পতি ইঁহাদের গুরু।) আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ ইন্দ্রের আনন্দ। আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। ইন্দ্রের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ বৃহস্পতির আনন্দ। আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বৃহস্পতির তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। বৃহস্পতির যে আনন্দ তাহার শতগুণ প্রজাপতির আনন্দ। আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতির তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। প্রজাপতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ ব্রহ্মের আনন্দ। আর, যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

* * * *

এই মান-তুলনায় ব্রহ্মানন্দের যথার্থ পরিমাণ হয়না, তাহা অপরিমিত। শ্রুতি সেই অপরিমেয়ত্ব জানিয়া প্রকাশ করিলেন—"পরিমাণ না পাওয়ায় যাহা হইতে মনের সহিত বেদলক্ষণ-বাক্য নিবৃত্ত হয়।" অর্থাৎ বেদও ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেনা। মনও তাহাতে অসমর্থ।

এস্থলে কামনা-রহিত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মানুষ-আনন্দ ছাড়া অন্য দশ প্রকার আনন্দভোগ করিতে পারেন,—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই:—তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মুক্তিলাভের অধিকারী। মুক্তি দুই প্রকার,—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সদ্যোমুক্তিতে যাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা দেহভঙ্গের পর ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ

বিলক্ষণত্বঞ্চ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকা আনন্দো ন স্যাদিত্যনেন নানাস্বরূপধর্ম্মবতোঽপি তস্য কেবলানন্দরূপত্বমেব চ দর্শিতম্। তথাভূতমার্ত্তণ্ডাদিমণ্ডলস্য কেবলজ্যোতিষ্ট্বৎ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ নানা স্বরূপ-ধর্ম্ম (১) সমন্বিত হইলেও "যদি পরমাত্মা আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন, তবে কে অপান-বায়ুর চেষ্টা করিত? কেই বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত?" (তৈত্তি-রীয় ২।২) এই শ্রুতিদ্বারা কেবল তাঁহার আনন্দরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন অষ্টাশ্বযুক্ত রথ, সারথি ও সূর্য্যদেব সমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল এবং বিবিধ জীবাবাস, গিরিনদী-সমন্বিত, তরল বায়বীয় নানাবস্থাপন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কেবল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-বিশেষরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিবিধ স্বরূপ-ধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে শ্রুতি কেবল আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত অন্য-বস্তু সকল অভিভব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তৎসমুদয়ের উপলব্ধি করা যায় না; শ্রীভগবানেও আনন্দ প্রচুর বলিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য

করেন। আর ক্রমমুক্তিকামী ক্রমশঃ গন্ধর্ব্ব-লোকাদির আনন্দভোগ করিয়া প্রজাপতি-লোক (সত্যলোক) প্রাপ্ত হয়েন। মহাপ্রলয়ে সেই লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। অনাসক্তভাবে বিভিন্ন লোকের সুখ ভোগ করেন বলিয়া, তাঁহাদের কর্ম্ম বন্ধ উপস্থিত হয়না—মুক্তির অন্তরায় ঘটে না। পার্থিব সুখ-ভোগে তাঁহারা বিরক্ত বলিয়া, তাঁহাদের মানুষ-আনন্দ-প্রাপ্তির কথা শ্রুতি উল্লেখ করেন নাই।

(১) যে বস্তুর যাহা স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাহা তাহার বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক, তাহাই সে বস্তুর স্বরূপ ধর্ম্ম।

অথ জীবশ্চ তদীয়োঽপি তজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাবযুক্তত্বেন তন্মায়া-পরাভূতঃ সন্নাত্মস্বরূপজ্ঞানলোপান্মায়াকল্পিতোপাধ্যাবেশাচ্চানাদি-সংসারদুঃখেন সম্বধ্যত ইতি পরমাত্মসন্দর্ভাদাবেব নিরূপিতমস্তি।

স্বরূপ-ধর্ম্ম অভিভব প্রাপ্ত হয়, এইজন্য শ্রুতিতে তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে (২) বর্ণিত হইয়াছেন।]

অনুবাদ—আর, জীব শ্রীভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক হইলেও শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানের-সংসর্গাভাবযুক্ত বলিয়া (১), তদীয় মায়াদ্বারা পরাভূত হইয়া নিজ স্বরূপ-জ্ঞানের লোপ-নিবন্ধন মায়া-কল্পিত দেহাদি-উপাধিতে আবেশ-জনিত অনাদি-সংসার-দুঃখে সম্যক্ বদ্ধ হইয়াছে; ইহা পরমাত্ম-সন্দর্ভ-প্রভৃতিতে নিরূপিত

---

(২) তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।

গোপাল-তাপনী।

অর্দ্ধমাত্রাত্মকোরামো ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহঃ।

রাম-তাপনী।

(১) দর্শনশাস্ত্র-মতে অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। এ স্থানে ঘট নাই; ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব বিনাশী; ঘট সেখানে রাখিলে ঘটাভাব দূর হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে, যে ঘট ভাঙ্গিল, সেই ঘটেরই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব নিত্য। যে ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, সেই ঘট আর উৎপন্ন হইবেনা। অত্যন্তাভাব যেমন—শশবিষাণ, শশকের শৃঙ্গ নাই। এই অভাবও নিত্য; কখনও শশকের শৃঙ্গোদ্গম হয়না। জীবের ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের—প্রাগভাব অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে জীবে ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব আছে, শ্রীভগবৎকৃপায় সময়ে সেই অভাব ঘুচিতে পারে; জীব, ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। যদি এই জ্ঞানের ধ্বংসাভাব বা অত্যন্তাভাব থাকিত, তাহা হইলে—কখনও সেই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইত না। কোন কোন দার্শনিক কর

তত ইদং লভ্যতে—পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণং তজ্জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ, সৈব পরমপুরুষার্থ ইতি। স্বাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ

হইয়াছে। তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-লক্ষণ শ্রীভগবজ্জ্ঞানই পরমানন্দ-প্রাপ্তি। তাহাই (পরমানন্দ-প্রাপ্তিই) **পরম-পুরুষার্থ।** নিজ স্বরূপে অজ্ঞান ও সংসার-দুঃখ প্রাপ্তির কারণ পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব। রোগের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ দূরীভূত হইলে যেমন রোগ নিবৃত্ত হয়, তেমন পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব ঘুচিলে, বিনাপ্রযত্নে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান-নিবৃত্তি ও সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান-নিবৃত্তি ও দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি অবিনশ্বর। কারণ, স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি আর কিছু নহে, পরমতত্ত্বের স্বপ্রকাশতার অভিব্যক্তির লক্ষণ মাত্র তাহার স্বরূপ; আর, দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ধ্বংসাভাবস্বরূপ।

[**বিবৃতি**—জীব শ্রীভগবানকে জানে না বলিয়া নিজকেও জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ সূর্য্য যেমন নিজে প্রকাশ পাইয়া জাগতিক বস্তু-নিচয়কে প্রকাশ করে, শ্রীভগবান্ও তেমন নিজ মহিমায় প্রকাশ পাইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠকে প্রকাশ করিতেছেন। যে সূর্য্য দেখেনা, সে নিজকে দেখেনা, অন্যকেও দেখিতে পায় না, অন্ধকারে মগ্ন থাকে; তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্কে দেখেনা, সে নিজকে দেখেনা, অন্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না, মায়ার কুহকে নিমজ্জিত হইয়া বিবিধ

অভিমত—পূর্ব্বে জীবের সেই জ্ঞান ছিল। মায়ার কুহকে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে। তাহা যদি সম্ভব হয় তবে, জীবের অজ্ঞান ধ্বংসাভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে কোন কালে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য সংসর্গাভাবের অন্তর্ভুক্ত প্রাগভাব স্বীকার করা গেল।

অন্যোন্যাভাব—ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই; এই অভাবও কখনও ঘুচেনা।

দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিশ্চ নিদানে তদজ্ঞানে গতে সতি স্বত এব সম্পদ্যতে। পূর্ব্বস্যাঃ পরমতত্ত্বস্বপ্রকাশতাভিব্যক্তিলক্ষণমাত্রা-

---

দুঃখ ভোগ করে। সূর্য্য দেখিতে পাইলে, নিজকে দেখিবার জন্য বা অন্ধকার দূর করিবার জন্য যেমন কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তদুভয় বিনা প্রযত্নে সিদ্ধ হয়, সেই প্রকার শ্রীভগবজ্‌-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিনা সাধনে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান তিরোহিত হয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আর কখনও সেই অজ্ঞান ও দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না। এস্থলে স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির অবিনশ্বরত্ব স্থির করিলেন। অর্থাৎ নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান একবার তিরোহিত হইলে, আর কখনও উপস্থিত হইতে পারে না; এবং সংসার-দুঃখ বিনষ্ট হইলে আর উপস্থিত হয় না। স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি আর কিছু নহে, তাহা শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতার অভিব্যক্তির একটী চিহ্নমাত্র অর্থাৎ যাহার নিকট উক্ত স্বপ্রকাশতা অভিব্যক্ত হয়, তাহার স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি ঘটে। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-ধর্ম্মের কখনও ব্যভিচার ঘটে না, জীবের স্বভাব-সিদ্ধ বৈমুখ্য-দোষেই তাহা অনভিব্যক্ত আছে।

বৈমুখ্য-দোষ দূর হইলে, উক্ত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া জীব,ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে নিজ স্বরূপ-সাক্ষাৎকারও লাভ করে। তাহাই স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি অর্থাৎ নিজ স্বরূপগত-অজ্ঞান-নিবৃত্তি। স্বপ্রকাশতা-ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ঘটিলে অর্থাৎ একবার পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কার উপস্থিত হইলে আর তাহার অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না—চিরতরে সে আশঙ্কা তিরোহিত হয়। এই জন্য স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি অবিনশ্বর।

যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা আর উৎপন্ন হইতে পারে না; ঘট

ত্মকত্বাৎ উত্তরস্যাশ্চ ধ্বংসাভাবরূপত্বাদনশ্বরত্বম্। উক্তঞ্চ পূর্ব্বস্যাঃ পরমপুরুষার্থত্বং, ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্যেত্যাদিনা, তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো

ভাঙ্গিয়া গেলে, আর একটী ঘট উৎপন্ন হইতে পারে, সেই ঘট উৎপন্ন হয় না। দুঃখ-নিবৃত্তিও সে জাতীয় (ধ্বংসাভাব) বলিয়া, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার দ্বারা একবার দুঃখ ঘুচিলে, আর দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না।]

[অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে নিজ স্বরূপগত-অজ্ঞান-নিবৃত্তি পরম-পুরুষার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতিলাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গ্রহীতয়া॥

শ্রীভাঃ ১।২।৯-১২

*অপবর্গ (জ্ঞানীও যোগিগণের মতে অপবর্গ—মুক্তি, ভক্তগণের মতে প্রেমভক্তি) পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল-রূপে অর্থ কল্পিত হইতে পারে না অর্থাৎ যে ধর্ম্ম হইতে অপবর্গ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়,

---

(ক) অর্থ—সম্পত্তি।

ভক্তিরূপ ফল-প্রসবেই ধর্ম্মের সার্থকতা। কেহ কেহ মনে করেন, ধর্ম্মের ফল অর্থ; অর্থের ফল কাম; কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি, সেই ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফল পুনর্ব্বার ধর্ম্মাদি-পরম্পরা, তাহা সমীচীন নহে, ইহাই দুই শ্লোকে (উক্ত

তাহার ফল অর্থ, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। আর ধর্ম্মই যাহার একমাত্র ফল, সেই অর্থের ফল কাম, ইহা, কিছুতেই মনে করা যায় না।" ১।২।৯ (ক)

"কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে; জীবন পর্য্যন্তই কাম সেব্য। জীবের কর্ম্ম (ধর্ম্মানুষ্ঠান) দ্বারা প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি ভোগরূপ ফল-লাভ সমীচীন নহে; তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার ফল।" ১।২।১০ (খ)

৯ম ও ১০ম শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। অপবর্গ—ভক্তি। অর্থ—সম্পত্তিলাভ—ভক্তি-সম্পাদক ধর্ম্মের ফলরূপে কখনও গণ্য হইতে পারে না। তাহার ফল ভক্তিলাভ অর্থাৎ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা সাধ্য প্রেমভক্তি লাভ। আর, যে অর্থ দ্বারা ভক্তি-সম্পাদক ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখ সম্পাদনে প্রয়াস পাওয়া কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম-বিরস ও দুঃখদ। যদ্দ্বারা নিত্য ও চির-বর্দ্ধনশীল সুখ-সম্পাদন করা যায়, সেই অর্থকে ইন্দ্রিয়-সুখে নিয়োজিত করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য।

(খ) ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য বিষয়-সেবা কর্ত্তব্য নহে। যে পরিমাণ বিষয় ভোগ করিলে জীবনরক্ষা পায়, সেই পরিমাণ বিষয়-ভোগ কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে, জীবন ব্যর্থ হয়। তাহার অন্য মহৎ উদ্দেশ্য আছে,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবের ও জীবনের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মদ্বারা ঐহিক পারত্রিক সুখানুসন্ধান বাঞ্ছনীয় নহে। জ্ঞানী ও যোগি-গণের জ্ঞান ও যোগ-সাধনের আনুষঙ্গিক ফলরূপে সুখ-দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহা কর্ম্মফলের মধ্যে গণ্য। কারণ, জ্ঞান ও যোগ উভয়-সাধন নিষ্কাম-কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ,—নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে জ্ঞান ও যোগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভক্তগণের দৃষ্ট-সুখদুঃখ কর্ম্মফলরূপে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, ভক্তি, কর্ম্ম-পরিণাম নহে; ভগবৎকৃপা সম্ভূতা। অতএব ভক্ত-গণের দৃষ্টসুখ ভক্তির ফল। আর দুঃখ,—

যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখ-দুঃখিতম্॥ শ্রীভাঃ ১০।৮৯

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া

সেই তত্ত্ব কি, অতঃপর তাহা বলিতেছেন—"তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ যাহা অদ্বয়জ্ঞান, তাহাকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্য কোন কোন শাস্ত্রে সেই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ত্রিধা অভিহিত হয়েন।" ১।২ ১১ (গ)

"শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তা শ্রুত-গৃহীতা (গুরুমুখে শ্রুতা পশ্চাদ্ গৃহীতা) ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে (অদ্বয়-জ্ঞানকে) দর্শন করিয়া থাকেন।" ১।২।১২ (ঘ)

"যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমে ক্রমে তাহার ধন হরণ করিয়া থাকি। তারপর দুঃখ-দুঃখিত তাহাকে স্বজনগণ পরিত্যাগ করে"—এই ভগবদুক্তি অনুসারে, নিরপরাধ ভক্তগণের দুঃখ ভগবদিচ্ছা-সম্ভূত। সাপরাধ ব্যক্তির দুঃখ অপরাধ-সম্ভূত।

(গ) জ্ঞান—চিদেকরূপ। সেই জ্ঞানকে অদ্বয় বলিবার তাৎপর্য্য—স্বয়ংসিদ্ধ তাঁহার সদৃশ বা অসদৃশ কোন বস্তু নাই। নিজ শক্তিবর্গ তাঁহার সহায় এবং পরমাশ্রয়, তদ্ব্যতিরেকে শক্তিবর্গের অসিদ্ধি-হেতু তিনি অদ্বয়। তত্ত্বশব্দ দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানের পরম-পুরুষার্থতা দ্যোতিত হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, উহা পরম সুখ-স্বরূপ। কেননা, সুখ-স্বরূপ বস্তুই পুরুষার্থ। সেই অদ্বয়-জ্ঞান বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ত্রিধা আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শক্তিবর্গ-লক্ষণ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞান ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত। অর্থাৎ সেই তত্ত্ব-বস্তুর শক্তি ও শক্তি-কার্য্যের অভিব্যক্তিহীন স্বরূপ ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামিতাময় মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্ট স্বরূপ পরমাত্মা। অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ অন্তর্য্যামিতা দ্বারা মায়া-শক্তিকে নিয়মিত করিতেছেন। তদীয় স্বরূপে চিচ্ছক্তির আংশিক কার্য্য অভিব্যক্ত আছে। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট স্বরূপ ভগবান্।

(ঘ) ত্রিধা আবির্ভাব-যুক্ত পরতত্ত্বকে একমাত্র ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায়। ভক্তি—ভগবৎ-কথা-রুচিরূপা ভক্তির পরিপাকাবস্থা-রূপা

[**বিবৃতি**—এই সকল শ্লোকে পরম-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার জীবের পরমাভীষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-ব্যতীত জীবের স্বরূপগত অজ্ঞান দূর হয় না, অজ্ঞান না ঘুচিলে পরতত্ত্ব দর্শন হয় না,—যেমন সূর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত অন্ধকার ঘুচেনা, অন্ধকার না ঘুচিলেও সূর্য্যদর্শন করা যায় না; সূর্য্যোদয় ও অন্ধকার-নাশ যেমন যুগপৎ সম্ভব হয়, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ও স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তি তদ্রূপ যুগপৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য এস্থলে স্বাত্মাজ্ঞান-নিবৃত্তিকে পরম-পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

মুনিগণ ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে যে আত্মদর্শন লাভ করেন, তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করা যায়। কারণ, শ্লোকসমূহে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে পুরুষার্থরূপে নির্ণয় করিয়া পরে, মুনিগণ সেই তত্ত্ব-দর্শন করেন বলায়, তাহাতেই পরম-পুরুষার্থতা নিশ্চিত হইতেছে। পুরুষার্থ-বস্তুই মুনিগণের অভীপ্সিত। ঐ পুরুষার্থ লাভের জন্য তাঁহারা অন্য—ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থে বীতস্পৃহ।]

প্রেম-লক্ষণাভক্তি। অর্থাৎ ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচিই ভক্ত্যাবির্ভাবের লক্ষণ; সেই ভক্তি প্রগাঢ়াবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। শ্রুতগৃহীতা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তা—ভক্তির দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। গুরুমুখে ভগবৎ কথা শ্রবণের পর গৃহীত হয় বলিয়া তাহা শ্রুত-গৃহীতা। আর যে জ্ঞান-বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, তদুভয় অভ্যাস-লব্ধ নহে, ভক্তি-সম্ভূত। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে জ্ঞান-বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই জ্ঞান-বৈরাগ্য-সমন্বিত-প্রেম-ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার উপস্থিত হয়।

এই শ্লোকের অন্যবিধ তাৎপর্য্য—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—এই ত্রিবিধ সাধক তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানিগণ—যাঁহাদের মতে পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্ম, তাঁহারা আত্মায় (মূলের আত্মনি) তৎপদার্থ ঈশ্বরে আত্মাকে (মূলের

ইত্যন্তেন। স্বতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিশ্চ তত্রৈবোক্তা, ভিদ্যতে

অনুবাদ—পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পর বিনা-প্রযত্নে সকল দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সে স্থানেই (১।২ অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
শ্রীভা ১।২।২১

ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ মুক্তসঙ্গ পুরুষের "আত্মায় অর্থাৎ মনোমধ্যে ঈশ্বর দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" (১)

আত্মানং) ত্বং-পদার্থ জীবকে অনুভব করেন। যোগিগণ—যাঁহাদের মতে পরতত্ত্ব পরমাত্মা, তাঁহারা আত্মায়—নিজ অন্তর্হৃদয়ে আত্মাকে—নিজ অন্তর্যামীকে ধ্যান দ্বারা অবলোকন করেন। ভক্তগণ—যাঁহাদের মতে পরতত্ত্ব-বস্তু ভগবান্, তাঁহারা আত্মায়—মনে এবং বাহিরে (শ্লোকস্থিত চ-কার দ্বারা বাহিরে অর্থ করা গেল) স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানকে নিজ নয়ন দ্বারা দর্শন করেন। তাঁহারা মাধুর্য্য অনুভব করেন।

ভক্তি বলিতে ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বুঝায়। ভক্তের তাহাই মুখ্য সাধন। জ্ঞান ও যোগ, ভক্তি-সাহচর্য্য ভিন্ন নিজ নিজ ফল প্রকাশে অসমর্থ হেতু, জ্ঞানীর ও যোগীর স্ব স্ব সাধ্যসিদ্ধির জন্য ভক্ত্যনুষ্ঠান কর্ত্তব্য—ইহাও শ্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে।

(১) হৃদয়-গ্রন্থি—অবিদ্যাগ্রস্ত কর্ম্মবদ্ধ জীবাভিমান। সর্ব্বসংশয়—অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাভেদে দ্বিবিধ। তাহাতে আবার জ্ঞেয় (শ্রীভগবান) গত অসম্ভাবনা ও বিপরীত—ভাবনা এবং আত্ম (সাধক) যোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাভেদে সংশয় চতুর্ব্বিধ। কর্ম্ম—অনারব্ধ ফল অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই; তাহা অনন্ত।

[পর পৃষ্ঠায়]

হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদিনা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকা মতা ইতি। শ্রুতৌ চ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ-

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"নিরতিশয় আহ্লাদ-সুখস্বরূপা ভগবৎপ্রাপ্তি একান্ত আত্যন্তিকা বলিয়া সম্মতা; তাহা (ভব-ব্যাধির) ঔষধ (৬৫। ৫৯)।

শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যাঁহারা পরম ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারা কোথাও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না।" তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ৪।১

মুক্তি-নিরূপণ।

এই পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই মুক্তি-শব্দের অর্থ। কারণ, ইহার পূর্ব্বেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। [সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে, অরুণোদয়েই যেমন অন্ধকার-রাশি বিদূরিত হয়, উহাও তদ্রূপ

এই শ্লোকে গ্রন্থিভেদ, সংশয়চ্ছেদ ও কর্ম্মক্ষয়—এই তিনটী কার্য্য উক্ত হইয়াছে। এই কার্য্যত্রয় ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মুখ্য ফল নহে; পরমানন্দ-প্রাপ্তিই মুখ্য ফল। হৃদয়-গ্রন্থি-ভেদাদি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফল। শ্রবণ-মননই সংশয়চ্ছেদের হেতু। শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয়গত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা, আর মনন দ্বারা আত্মযোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ সংশয় দূর হয়। কর্ম্মক্ষয় হয় বলায়, সাক্ষাৎকারের সঙ্গে নিখিল-কর্ম্মের সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝা যায় না, (ক্ষয় শব্দ দ্বারা) ক্ষীণ ভাবে কিঞ্চিৎ কর্ম্মের স্থিতি অনুমিত হয়। শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পর তদীয় ইচ্ছাক্রমেই প্রারব্ধ কর্ম্মাভাসরূপে ভক্তগণে সেই স্থিতি বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যা ও ভাগবদ্ধর্ম্ম-প্রচারের জন্যই জীবন্মুক্ত-পুরুষে শ্রীভগবদিচ্ছায় প্রারব্ধ কর্ম্মাভাসের স্থিতি, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

নেতি। এষ এব চ মুক্তিশব্দার্থঃ, সংসারবন্ধচ্ছেদপূর্ব্বকত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীশুকেন—যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্। ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবমিতি। অচ্যুতাখ্যে আত্মনি পরমাত্মনি অনুভবো যস্য তথাভূতঃ সন্ অবতিষ্ঠতে যৎ তমাত্যন্তিকং সংপ্লবং মুক্তিমাহুরি-

---

বুঝিতে হইবে।] শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকোক্তিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—

"(যখন) এই বিবেকাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্ম-বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক, যে অচ্যুতাত্মানুভব উপস্থিত হয়, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বলা যায়।"

শ্রীভাঃ ১২।৪।৩৩

শ্লোকার্থ—অচ্যুতনামক আত্মা—পরমাত্মায় অনুভব যাহার, তাহার মত যে অবস্থান, তাহাকে (সেই অবস্থানকে) আত্যন্তিক প্রলয়—মুক্তিবলা যায়।

[**বিবৃতি**—সংসারাবস্থায় জীবের মায়াময় অহঙ্কার—আমি অমুক ব্যক্তি, অমুকের পুত্র, অমুক জাতি, বিদ্বান্, মূর্খ, সুন্দর, কুৎসিৎ ইত্যাদি অভিমান বিদ্যমান থাকে। বিবেক দ্বারা এই অভিমান তিরোহিত হয়। তারপর (ভক্তিযোগে) যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার উপস্থিত হয়, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয়; (১)—ভগবদ্বহির্ম্মুখতা জন্য যে সংসার-ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই জন্য তাহা মুক্তি]

---

(১) যে প্রলয়ে মায়িক সমস্ত বস্তু ধ্বংস হয়, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বলে। শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারে ভক্তের সংসার-ক্ষয় হয় বলিয়া তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হইয়াছে।

ত্যর্থঃ। অথ মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিত্যেতদপি তত্তুল্যার্থমেব; যতঃ স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে; তদবস্থানমাত্রস্য সংসারদশায়ামপি স্থিতত্বাৎ; অন্যথা-রূপত্বস্য চ তদজ্ঞানমাত্রার্থত্বেন তদ্ধানৌ তজ্জ্ঞানপর্য্যবসানাৎ। স্বরূপঞ্চাত্র মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব। রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্য ইব

অনুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে, "অন্যথারূপ অর্থাৎ বহির্ম্মুখভাব নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি" (শ্রীভাঃ ২।১০।৬) তাহাও উক্ত শ্লোকের (আত্যন্তিক প্রলয়ের লক্ষণাত্মক শ্লোকের) তুল্যার্থ প্রকাশ করিতেছে (১)। যেহেতু, এই শ্লোকোক্ত স্বরূপ-ব্যবস্থিতির অর্থও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। স্বরূপ-সাক্ষাৎকার অর্থ না করিয়া, স্বরূপে অবস্থিতি অর্থ করা যায় না; কারণ, সংসার-দশায়ও স্বরূপে অবস্থিতি থাকে,—জীব যখন মায়াপরবশ হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করে, তখনও তাহার চিন্ময় স্বরূপের কোন ব্যভিচার ঘটেনা। তবে যে অন্যরূপ প্রতীতি অর্থাৎ দেহ-দৈহিক মমতাপাশবদ্ধ মনুষ্য-পশ্বাদি অভিমান থাকে, তাহা কেবল নিজ স্বরূপ-জ্ঞান না থাকার ফল। সেই অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নিজ চিৎ-স্বরূপতা বোধগম্য হয়। এস্থলে যে স্বরূপে অবস্থিতির কথা

(১) এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল স্বরূপে অবস্থিতিকে কেন মুক্তি বলা হইল না। তাহার উত্তর—যখন শ্রীভগবান জগতে প্রকট বিহার করেন, তখন সাধারণ জীবেরও স্বরূপে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ পরম-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। স্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলিলে, সেই দর্শনকেও মুক্তি বলিতে হয়। তাহার নিষেধ জন্য অন্যথারূপ নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জড়ীয়-বস্তুর সহিত মানস-সম্বন্ধ ঘুচাইয়া যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপানুভব, তাহাকেই মুক্তি বলে।

স এব হি জীবানাং পরমোঽংশিস্বরূপঃ। যথোক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীমতা গর্ভোদশায়িনা—যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ। স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥ ইতি। উপেতং

বলা হইয়াছে, তাহাও পরমাত্ম-লক্ষণ মুখ্য স্বরূপ বুঝিতে হইবে; (১) জীবাত্মার অণুচিৎ-স্বরূপ নহে। রশ্মিপরমাণু-সমূহের সূর্য্য যেমন পরমাশ্রয়, পরমাত্মাও তেমন জীবসমূহের পরম অংশী স্বরূপ।

স্বরূপ-শব্দ যে পরমাত্ম-লক্ষণ মুখ্য স্বরূপ বুঝায়, তাহা স্বকপোল-কল্পিত নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—ব্রহ্মার প্রতি শ্রীগর্ভোদশায়ী ভগবানের উক্তি—"যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও আশয় বিরহিত আত্মাকে (জীবাত্মাকে) স্বরূপ অর্থাৎ জীব-শক্তির আশ্রয়-ভূত শক্তিমান্ আমার সহিত যুক্ত দর্শন করে, তখন সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তিলাভ ঘটে।" শ্রীভা ৩।৯।৩২

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"আত্মানং জীবং—শুদ্ধং ত্বং পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্যাত্মভূতেন ময়া তৎপাদর্থেন উপেতং" অর্থাৎ আত্মাকে শুদ্ধজীব-স্বরূপ 'ত্বং'-পদার্থকে, স্বরূপ—নিজাত্মভূত আমার অর্থাৎ তৎপদার্থের সহিত একীভূত দর্শন করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।—এই ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদ পোষণ করিতেছে। তাহাতে উপেত শব্দের 'একীভূত' অর্থ প্রকাশ করি-

---

(১) পরমাত্ম-স্বরূপের সত্তায় জীবাত্ম-স্বরূপ সত্তাবান্। পরমাত্ম-স্বরূপ জীবাত্ম-স্বরূপের আশ্রয়। এই জন্য পরমাত্ম-স্বরূপকে মুখ্যস্বরূপ বলা হইল।

যুক্তমিত্যেবাক্লিষ্টোঽর্থঃ। জীবস্বরূপস্যৈব গৌণানন্দত্বং দর্শিতম্,

---

বার জন্য কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় (১) করা হইয়াছে। সেই ব্যাখায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বলিলেন 'উপেত' শব্দের "যুক্ত" (২) অর্থ সমীচীন।

[বিবৃতি—'ময়া' পদের বিশেষণ-রূপে 'স্বরূপেণ' পদ বিন্যস্ত থাকায় স্বরূপশব্দে শ্লোকের বক্তা শ্রীভগবান্‌কেই পরিচয় করাইতেছে। তাহাতে স্বরূপশব্দ যে পরমাত্ম-লক্ষণ মুখ্য স্বরূপ বুঝায়, তাহা অনায়াসে জানা যাইতেছে।]

[অণুচিৎ জীবস্বরূপে অণুপরিমিত আনন্দ আছে। সেই স্বরূপ অনুভূত হইলেও পরমানন্দ লাভ হয় না, তজ্জন্য ভগবৎ-স্বরূপের অপেক্ষা করিতে হয়; ভগবৎকৃপায় জীব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। জীব আনন্দময় শ্রীভগবানের অংশভূত বলিয়াই তাহাতে কিঞ্চিৎ আনন্দ আছে, তাহার স্বরূপানুভূতিও আবার শ্রীভগবদনু-ভব সাপেক্ষ, — ভগবদনুভব ব্যতীত কেহ নিজ স্বরূপানুভব করিতে পারে না। এই জন্য জীব-স্বরূপ গৌণানন্দ, ভগবৎস্বরূপ মুখ্যানন্দ।] নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে জীবস্বরূপের গৌণানন্দত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—

---

(১) উপ+ই+ক্ত=উপেত। উপ—সমীপে, ই—গত। সুতরাং উপেত-শব্দের একীভূত অর্থ—কষ্ট-কল্পনা বটে।

(২) যে দুই বস্তু "যুক্ত" হয়, তদুভয় যে তাহাতে এক হইয়া যায়,—এ কথা বলা যায় না; নিজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দুই বস্তু মিলিতে পারে। সেই মিলনে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে মহতের গুণ ক্ষুদ্রে সংক্রামিত হইতে পারে; ক্ষুদ্রের সত্তা লুপ্ত হয় না। মুক্তাবস্থায় বিভু-চৈতন্য ঈশ্বরে অণু-চৈতন্য জীব যুক্ত হয়; কিন্তু জীবেশ্বর এক হইয়া যায় না—জীবের সত্তা লুপ্ত হয় না; তবে ঈশ্বরের স্বরূপ-সিদ্ধ বহু গুণ জীবে সঞ্চারিত হয়।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মেত্যুক্ত্বা, কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্ম-নাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবেত্যনেন। জীবপরয়োরভেদবা-

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

শ্রীভা ১০।১৪।৫২-৫৩

ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি থাকার কারণ কি? শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীশুক-দেব বলিলেন—

"অতএব দেহিগণের আত্মাই প্রিয়তম। আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে।

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অখিল-দেহীর আত্মা বলিয়া জান। তিনি জগতের হিতার্থে যোগমায়া দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে-ছেন।" (১)

(১) এই শ্লোকদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী শ্লোক আলোচনা করিলে শ্রীশুক-দেবের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশুক উবাচ—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্য-বিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাং।
ন তথা মমতাল'ম্ব পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্য সত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তং॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ গৌণাত্মবৎপ্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥

শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪৮—৫১।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

দস্তু পরমাত্মসন্দর্ভাদৌ বিশেষতোঽপি পরিহৃতোঽস্তি। অতএব

জীবেশ্বর উভয় আনন্দ-স্বরূপ-হেতু, কেহ কেহ জীবেশ্বরকে অভিন্ন-বস্তু মনে করেন। তাহা সঙ্গত নহে; জীবেশ্বরের অভিন্নতাবাদ পরমাত্মসন্দর্ভ প্রভৃতিতে বিশেষরূপে পরিহৃত

শ্রীশুকদেব বলিলেন—

"হে রাজন্! সকল প্রাণীর নিজাত্মাই পরমপ্রিয়। পুত্রবিত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয় হইয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র! দেহীদিগের অহঙ্কারাস্পদ নিজ নিজ দেহে যেমন প্রীতি, মমতাস্পদ পুত্র, বিত্ত, গৃহ প্রভৃতিতে তদ্রূপ প্রীতি থাকে না।

দেহাত্মবাদিগণের (যাহারা দেহাতিরিক্ত আত্মা জানে না) দেহ যেমন প্রিয়তম, দেহসম্ভূত পুত্রাদিও তেমন প্রিয়তম নহে।

দেহ মমতাস্পদ হইলেও, তাহা আত্মার মত প্রিয় নহে। দেহ জীর্ণ হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা বলবতী থাকে।"

এই সকল শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অত্যন্ত প্রিয় পত্নী-পুত্র হইতেও দেহ অধিক প্রিয়। সেই দেহ হইতেও আত্মা প্রিয়তম। লোকব্যবহারেও তাহা দেখা যায়, যে পুত্রকে লোকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করে, আত্মার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুত্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। যে আত্মাকে কখনও দেখে নাই, তাহাকে আদর করে; আর, যে দেহকে সর্ব্বদা দেখে আত্মার অভাবে সেই দেহকে কিছুমাত্র প্রীতি করেনা। ইহাতে বুঝা যায়, আত্মা স্বভাবতঃ প্রিয়; দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়াও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ আবার সেই আত্মারও অধিষ্ঠানের হেতু। তিনি (পরমাত্মরূপ অংশে) অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করেন বলিয়াই, আত্মার সত্তা প্রকাশ পায়। এই জন্য বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মত প্রিয় আর কেহ হইতে পারে না। নিরতিশয় প্রীত্যাস্পদ হেতু তিনি মুখ্য আনন্দ-স্বরূপ। তাঁহার অংশ হইতে জীবের প্রকাশ এবং জীব-স্বরূপের আনন্দ তদীয় স্বরূপানন্দ-সাপেক্ষ বলিয়া, জীব-স্বরূপের আনন্দ গৌণ।

নিরধারয়চ্ছ্রুতিঃ, রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি। অত্রাংশেনাংশিপ্রাপ্তিশ্চ দ্বিধা যোজনীয়া। তত্রাদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির্মায়াবৃত্ত্যবিদ্যানাশানন্তরং কেবলতৎস্বরূপশক্তিলক্ষণ-তাদ্বিজ্ঞানাবি-

---

হইয়াছে। অতএব—জীবস্বরূপের গৌণানন্দত্ব এবং জীবেশ্বরে পার্থক্য আছে বলিয়া, শ্রুতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন—

"পরমব্রহ্মই রস (১) অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। সেই রস লাভ করিয়া জীব সুখী হয়।"—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৭।৫।

[এই শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকরূপে জীবেশ্বরের ভেদ স্পষ্টই দেখান হইয়াছে।]

এ স্থলে অংশভূত-জীব কর্ত্তৃক অংশি-প্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি-ভেদে দুই প্রকারে যোজনা করা যায়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তি মায়ার বৃত্তিস্বরূপ অবিদ্যা-নাশের অব্যবহিত পরে স্বরূপশক্তি-লক্ষণ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আবির্ভাব মাত্র।

[**বিবৃতি**—মায়ার কার্য্য যে অজ্ঞান, তদ্দ্বারা জীব আবৃত আছে, এবং তদবস্থায় বিবিধ সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে। এই অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নিজ-স্বরূপ-জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং সংসার-দুঃখ ঘুচে। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ব্রহ্ম-জ্ঞান অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান নহে। তাহা স্বরূপশক্তির আবির্ভাব মাত্র;—যেমন সূর্য্যালোক হইতে রশ্মি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পার্থিব-বস্তু ও সূর্য্যকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ চিচ্ছক্তি সাধক-জীবে আবির্ভূত হইয়া নিজ স্বরূপানুভব ও ব্রহ্মানুভব উপস্থিত করে। সেই ব্রহ্মানুভবে মগ্ন থাকাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।]

---

(১) রসোনাম-তৃপ্তি হেতুরানন্দকরো মধুরম্লাদি প্রাসিদ্ধোলোকে। শঙ্কর-ভাষ্যঃ।

র্ভাবমাত্রম্। সা চ স্বস্থান এব বা স্যাৎ, ক্রমেণ সর্বলোকসর্বাবরণাতিক্রমানন্তরং বা স্যাৎ, উপাসনাবিশেষানুসারেণ। দ্বিতীয়া ভগবৎপ্রাপ্তিশ্চ তস্য বিভোরপ্যসর্বপ্রকটস্য তস্মিন্নাবির্ভাবেন বিভুনাপি বৈকুণ্ঠে সর্বপ্রকটেন তেনাচিন্ত্যশক্তিনা স্বচরণারবিন্দসান্নিধ্যপ্রাপনয়া চ। তদেবং স্থিতে, সা চ মুক্তিরুৎক্রান্তদশায়াং

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি উপাসনা-তারতম্যানুসারে দুই প্রকার হইয়া থাকে,—স্বস্থানে, কিম্বা সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বাবরণ অতিক্রমের পর।

[**বিবৃতি**—যে সকল ব্যক্তি তৎপ্রাপ্তির জন্য পরমোৎকণ্ঠিত হয়েন, তাঁহারা স্বস্থানে—যে স্থানে অবস্থান করিয়া সাধন করেন, তথায়ই ব্রহ্মানুভব লাভ করেন। আর, তৎপ্রাপ্তি-যোগ্য সাধন-সমন্বিত যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের বৈভব-দর্শনে অভিলাষী, তাঁহারা ভূরাদি বিভিন্ন লোকের বৈভব উপভোগ করিবার পর, ক্রমশঃ প্রকৃতির অষ্ট-আবরণের বৈভব উপভোগ করেন। তারপর প্রকৃতির আবরণ ভেদ করতঃ, প্রকৃতির পর-পারে যাইয়া ব্রহ্মানুভব লাভ করেন।]

অনুবাদ—দ্বিতীয়া ভগবৎপ্রাপ্তিও দুইপ্রকার হইয়া থাকে—(১) ভগবান্ বিভু (সর্ব্বব্যাপী) হইলেও সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়েন না; তৎপ্রাপ্তি-যোগ্য ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাতে **ভজন-স্থানে ভগবৎ-প্রাপ্তি** সম্ভব হয়। (২) আবার, তিনি বিভু হইলেও, অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তৎ-প্রাপ্তিযোগ্য ভক্তকে নিজ চরণ-সান্নিধ্য দান করেন। তাহাতে **বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-প্রাপ্তি** সম্ভব হয়। তাহা হইলেও সেই মুক্তি উৎক্রান্ত-দশায় (দেহত্যাগের পর) সম্ভব হয়, জীবদ্দশায়ও সম্ভব হইয়া থাকে।

জীবদ্দশায়ামপি ভবতি। উৎক্রান্তস্যোপাধ্যভাবেঽপি তদীয়স্বপ্র-কাশতালক্ষণধর্ম্মাব্যবধানস্যৈতৎসাক্ষাৎকাররূপত্বাৎ। জীবতস্তৎ-

মুক্তির পরম পুরুষার্থতা।

উৎক্রান্ত ব্যক্তির স্থূল সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাধির অভাব হইলেও, তাঁহার (শ্রীভগবানের) স্বপ্রকাশতালক্ষণ ধর্ম্মের অব্যবধানের পরতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপত্বহেতু, এবং জীবদ্দশায় পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার দ্বারা অন্যথা ভাবের অর্থাৎ দেহ-দৈহিক-অভিমানের মিথ্যাত্ব প্রতীতিহেতু উভয়বিধ মুক্তি আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—এ স্থলে মুক্তির নিরতিশয় পুরুষার্থরূপতা নির্ণয় করিয়াছেন।

জীব পরতত্ত্ব-বৈমুখ্য-দোষে মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তজ্জন্য তাহার স্বরূপবিস্মৃতি ও অস্বরূপ-দেহাদিতে আবেশ ঘটিয়াছে। এই দোষে বিবিধ সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। সুখই পুরুষার্থ। ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের) সেবায় কিঞ্চিৎ সুখ উপস্থিত হইলেও তাহা বাস্তবিক সুখ নহে, সুখের আভাস মাত্র। উহাও আবার ক্ষণস্থায়ী। মুক্তিতে অনবচ্ছিন্ন অনন্তসুখ উপস্থিত হয়। এই জন্য তাহা আত্যান্তিক অর্থাৎ চরম-পুরুষার্থ—ইহার পর আর কোন পুরুষার্থ নাই।

পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই মুক্তি। মুক্তিতে স্বরূপ-স্মৃতি উদিত, অস্বরূপ-আবেশ তিরোহিত এবং পরতত্ত্বানুভব উপস্থিত হয়। এই জন্য মুক্তজীব নিরতিশয় সুখপ্রাপ্ত হয়েন।

সেই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার কি, অতঃপর তাহাই আলোচ্য। পর-তত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু। নিজ প্রভাবে প্রকাশমান আছেন। জীব

সাক্ষাৎকারেণ মায়াকল্পিতস্যান্যথাভাবস্য মিথ্যাত্বাবভাসাৎ সৈষা মুক্তি-

তদীয় আশ্রিত এবং তচ্ছক্তিতেই প্রকাশমান আছে। খদ্যোৎ যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, জীবও তেমন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি প্রকাশমান আছেন, নিজ দোষে জীব তাঁহাকে দেখিতেছে না ; পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতা লক্ষণ ধর্ম্ম—যদ্দ্বারা তিনি প্রকাশমান আছেন, জীব তাহা হইতে দূরে আছে বলিয়া তৎসাক্ষাৎকারে বঞ্চিত আছে। সংসারদশায় মায়িক উপাধিদ্বারা জীবের সহিত পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতালক্ষণ-ধর্ম্মের ব্যবধান ঘটিয়াছে। সেই ব্যবধান তিরোহিত হইলে জীবের পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহা হইলে মায়িক উপাধি ক্ষয় এবং পর-তত্ত্বের স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ ধর্ম্মের অব্যবধান প্রয়োজন।

বৈমুখ্য-দোষে মায়িক উপাধির উদ্ভব হইয়াছে। উন্মুখতা ঘটিলে মায়িক উপাধি ক্ষয় এবং স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ ধর্ম্মের সহিত জীবের সংযোগ ঘটে। পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে উপাধির অভাব গৌণ কারণ, উক্ত ধর্ম্মের অব্যবধান মুখ্য হেতু। যখন পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ ধর্ম্মের অব্যবধান ঘটে, তখনই মায়িক উপাধি ক্ষয় হয়। কেবল উপাধিক্ষয় পরতত্ত্ব, সাক্ষাৎকার নহে। এই জন্য বলিয়াছেন "উৎক্রান্ত ব্যক্তির স্থূল সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাধির অভাব হইলেও তাঁহার স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-ধর্ম্মের অব্যবধানই পর-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ;" উপাধির অভাব পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার নহে।

উক্ত উপাধির অভাব দুইপ্রকারে সম্ভব হয়—উৎক্রান্ত মুক্তিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের নাশে (১) আর জীবন্মুক্তিতে উপাধির মিথ্যাত্ব-প্রতীতিতে।

(১) অদ্বৈতবাদিগণ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ ভিন্ন কারণ-শরীর নামে আর একটী

রেবাত্যন্তিকপুরুষার্থতয়োপদিশ্যতে—তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে। ত্রৈবর্গোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥

জীব যে দেহ দ্বারা পার্থিব সুখ দুঃখ ভোগ করে তাহা স্থূল শরীর। মৃত্যুতে স্থূল দেহ ধ্বংস হয়। তখন সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে লোকান্তরে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যে উৎক্রান্ত দশায় মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে উভয় দেহ ধ্বংস হওয়ায়, মায়িক সুখ দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হয়। আর, পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ ধর্ম্মের অব্যবধান ঘটায় কালান্তরে দুঃখ-উপস্থিতির আশঙ্কাও দূর হয়। তাহাতে আবার পরমানন্দ-পরতত্ত্বানুভব-হেতু অনবচ্ছিন্ন অনন্ত সুখ উপস্থিত হওয়ায় উৎক্রান্ত মুক্তিকে আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

জীবন্মুক্তিতে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহ-দৈহিকাভিমানের মিথ্যাত্ব-প্রতীতি-হেতু, তাহাতে দেহাত্ম-আবেশ-জনিত দুঃখ-বোধ থাকিতে পারে না। আর, পরতত্ত্বানুভব বর্ত্তমান থাকায় তাহাতেও পরমানন্দ লাভ হয়, এই জন্য জীবন্মুক্তিও আত্যন্তিক পুরুষার্থ।

এই উভয়বিধ মুক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।]

অনুবাদ – শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপৃথু প্রতি সনৎকুমার-বাক্যে— "তাহাতেও মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থরূপে মনোনীত হইতে পারে। কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থ হইলেও সর্ব্বদা যম-ভয়-সংযুক্ত।" ৪।২২।৩৫

দেহ স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাদৃশ দেহের উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। এই জন্য স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহনাশের কথা বলা হইয়াছে।

ইতি শ্রীপৃথুং প্রতি শ্রীসনৎকুমারেণ। শ্রুতিশ্চ—যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি। তদেবং পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারাত্মকস্য তস্য মোক্ষস্য পরমপুরুষার্থত্বে স্থিতে পুনর্বিবিচ্যতে। তচ্চ পরমং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভবতি ;—অস্পষ্টবিশেষত্বেন স্পষ্টস্বরূপভূতবিশেষত্বেন চ। তত্র ব্রহ্মাখ্যাস্পষ্টবিশেষপরতত্ত্বসাক্ষাৎকারতো'হপি ভগবৎপরমাত্মাদ্যাখ্যস্পষ্টবিশেষতৎসাক্ষাৎকারস্যো'ৎকর্ষং, ভগবৎসন্দর্ভে, জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যৎ তৎ সনাতনম্। তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ইত্যাদিপ্রকরণকপ্রঘট্টকেন

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতি মৈত্রেয়ীর উক্তি—"যদ্দ্বারা আমি অমৃতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তা হইবনা, তদ্দ্বারা কি করিব ?" ৪।৫।৪

প্রীতির পরমতম পুরুষার্থতা ।

এইরূপে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাত্মক মোক্ষের পরম-পুরুষার্থতা স্থির হইলে, তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যাইতেছে। সেই পরতত্ত্ব দুই প্রকারে আবির্ভূত হয়—অস্পষ্ট-বিশেষরূপে ও স্পষ্ট-স্বরূপভূত বিশেষ (১) রূপে। তন্মধ্যে ব্রহ্মনামক অস্পষ্ট-বিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইতেও ভগবান্, পরমাত্মা প্রভৃতি নামধেয় স্পষ্ট-বিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ ভগবৎসন্দর্ভে—"হে প্রভো! সনাতন যে ব্রহ্ম, তাহা তুমি বিচার অর্থাৎ পরোক্ষানুভব করিয়াছ, এবং তাহাকে প্রাপ্তও হইয়াছ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভব করিয়াছ। তথাপি অকৃতার্থের ন্যায় কি জন্য শোক করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার প্রাণ যেন শান্তি পাইতেছে না, এরূপ বোধ হইতেছে কেন ?" (শ্রীভা ১।৫।৪ শ্রীব্যাস-প্রতি শ্রীনারদোক্তি)

---

(১) এস্থলে বিশেষ-শব্দে শক্তি ও শক্তি-কার্য্য বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনভিব্যক্তি-হেতু, ব্রহ্ম অস্পষ্ট-বিশেষ। আর শ্রীভগবানে শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অভিব্যক্তি-হেতু, তিনি স্পষ্টবিশেষ।

দর্শিতবানস্মি। অত্রাপি বচনান্তরৈর্দর্শয়িষ্যামি। তস্মাৎ পরমাত্মত্বাদিলক্ষণনানাবস্থভগবৎসাক্ষাৎকার এব তত্রাপি পরমঃ। তত্র সত্যপি নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদত্বস্বভাবস্য তস্য স্বরূপধর্ম্মান্তরবৃন্দসাক্ষাৎকৃতৌ পরমত্বে প্রীতিভক্ত্যাদিসংজ্ঞং প্রিয়ত্বলক্ষণধর্ম্মবিশেষসাক্ষাৎকারমেব পরমার্থত্বেন মন্যন্তে। তয়া প্রীত্যৈবাত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিশ্চ, যাং প্রীতিং বিনা তৎস্বরূপস্য তদ্ধর্ম্মান্তরবৃন্দস্য চ সাক্ষাৎকারো ন

এই শ্লোকের বিচার-পরিপাটীতে দেখাইয়াছি। (১) প্রীতিসন্দর্ভেও অন্য বচনসমূহ দ্বারা তাহা দেখাইব। সুতরাং পরমাত্মাদি-লক্ষণ বিবিধ প্রকারে বিরাজমান ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তন্মধ্যেও (পরম-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-মধ্যেও) শ্রেষ্ঠ। তাহাতেও আবার নিরুপাধি প্রীতাস্পদ-স্বভাব শ্রীভগবানের (প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্ম ভিন্ন) অন্য স্বরূপধর্ম্ম-সমূহের সাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ হইলেও, প্রিয়ত্ব লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষের (২) সাক্ষাৎকারকেই মহানুভবগণ পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যে প্রীতি ভিন্ন শ্রীভগবৎ-স্বরূপের এবং (প্রিয়ত্ব ভিন্ন) অন্য স্বরূপ-

(১) ভগবৎ-সন্দর্ভের ৭৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই অনুচ্ছেদে সাধন-তারতম্যে পরতত্ত্বাবির্ভাব-তারতম্য ঘটিয়া থাকে—এই মীমাংসা করা হইয়াছে। তাহাতে ভক্তিকে সম্যগ্‌-দর্শনের হেতু বলিয়া নিশ্চয় করতঃ ভক্তি-প্রভাবে আবির্ভূত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, ব্রহ্মাদিস্বরূপ হইতে পরমত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

(২) প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি সংজ্ঞক প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষের সাক্ষাৎকারকেই মহানুভবগণ শ্রেষ্ঠ ও পরমান্তরঙ্গ বলিয়া মনে করেন। কারণ, পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরতত্ত্ব অনন্তস্বরূপ হইলেও তাঁহার আনন্দস্বরূপই মুখ্য ও পরম অন্তরঙ্গ। আনন্দস্বরূপের বহুল ধর্ম্ম মধ্যে প্রীত্যাস্পদতার মুখ্যত্ব সর্ব্বশাস্ত্র ও লোকসিদ্ধ। এই জন্য অন্যান্য স্বরূপধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইতে প্রিয়ত্বলক্ষণ-ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারই মুখ্য ও পরম অন্তরঙ্গ।

সম্পদ্যতে। যত্র সা তত্রাবশ্যমেব সম্পদ্যতে। যাবত্যেব প্রীতি-সম্পত্তিস্তাবত্যেব তৎসম্পত্তিঃ। সম্পাদ্যমানে সম্পন্নেব তস্মিন্ সাধিকমাবির্ভবতি। তদেতৎ সর্বমপি যুক্তমেব। পরমসুখং

ধর্ম্মসমূহের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় না, সেই প্রীতি-দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটে। যাহাতে প্রীতির আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে অবশ্যই শ্রীভগবৎ-স্বরূপ ও স্বরূপ-ধর্ম্মসমূহের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়। যাহার যে পরিমাণ প্রীতি-সম্পত্তি থাকে, তাহার সেই পরিমাণ সাক্ষাৎকার–সম্পত্তি লাভ হয়। যাহাতে (স্বরূপ ও স্বরূপ-ধর্ম্মবৃন্দের) সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, তাহাতে সম্পত্তি-যুক্তার মত সাক্ষাৎকার-সম্পত্তি অধিকরূপে আবির্ভূতা হয়। (১) এই আবির্ভাব-হেতু এসকল (উক্ত সিদ্ধান্ত সকল) যুক্তিসঙ্গত হয়।

---

(১) সম্পত্তি—সুখসাধন। ধনরত্নাদি যেমন সুখসাধন করে, পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার তেমন সাধককে সুখদান করে, এই জন্য 'সাক্ষাৎকার সম্পত্তি' বলা হইয়াছে। তাহাকে সম্পত্তিযুক্তার মত বলিবার তাৎপর্য্য—সম্পত্তি-শালিনী রমণীর সকল সময় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় না; কোথাও সম্পত্তিযুক্তা হইয়া উপস্থিত হইলে, বসন, ভূষণ, যানবাহনাদির আড়ম্বর দ্বারা তাঁহার বৈভবপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়; এইরূপ প্রীতি দ্বারা সাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে, সেই সাক্ষাৎকৃতি সাধকের নিকট নানাপ্রকারে নিজ বৈভব প্রকাশ করেন। জ্ঞানযোগাদি দ্বারা উপস্থিত সাক্ষাৎকারে তত সুখ হয় না— প্রীতি-হেতু উপস্থিত সাক্ষাৎকারে যত সুখ হয়। এই জন্য এ স্থলে সাক্ষাৎকার-সম্পত্তির "অধিক আবির্ভাব" বলা হইয়াছে। প্রীতিহেতুক সাক্ষাৎকারে ভক্ত—শ্রীভগবানের স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব—ধাম-পরিকর-লীলা প্রত্যক্ষ করেন; অন্য প্রকারে এইরূপ সাক্ষাৎকার মিলে না—ইহাই অধিক আবির্ভাব বলিবার তাৎপর্য্য।

খলু ভগবতস্তদ্‌গুণবৃন্দস্য চ স্বরূপম্। সুখঞ্চ নিরূপাধিপ্রীত্যাস্পদম্। ততস্তদনুভবে প্রীতেরেব মুখ্যত্বমিতি। তস্মাৎ পুরুষেণ সৈব সর্বদান্বেষিতব্যেতি পুরুষপ্রয়োজনং তত্রৈব পরমতমমিতি স্থিতম্। ক্রমেণোদাহ্রিয়তে—তত্র সত্যপীত্যাদিকম্; সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন

ভগবান ও তাঁহার গুণবৃন্দের স্বরূপ-পরম সুখ। সুখ নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ অর্থাৎ সকলে সকল অবস্থায় সুখ ভালবাসে। সুতরাং পরতত্ত্বানুভবে প্রীতিই মুখ্য কারণ। এই জন্য মানবগণের পক্ষে সর্ব্বদা সেই প্রীতির অন্বেষণ কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রীতিই যে **পরমতম পুরুষার্থ** বস্তু, তাহা নিশ্চিত হইল। ক্রমে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

পরমতম পুরুষার্থ।

[**বিবৃতি**— এস্থলে প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্ম-বিশেষের সাক্ষাৎ-কারের পরম পুরুষার্থতা (১), প্রীতি দ্বারা আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি (২), প্রীতি ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ ও স্বরূপধর্ম্ম বৃন্দের সাক্ষাৎ-কারাভাব(৩), প্রীতি দ্বারা স্বরূপ-বৈভবযুক্ত পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার(৪), প্রীতি দ্বারা স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের নিশ্চয়তা (৫), এবং প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার (৬)—এই ছয়টী সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। অতঃপর সিদ্ধান্ত-সকলের দৃঢ়তার জন্য প্রমাণ-স্বরূপ শাস্ত্র-বচনসকল ক্রমশঃ উদ্ধৃত হইতেছে।]

অনুবাদ—(১) প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষের সাক্ষাৎকারের পরম-পুরুষার্থতার প্রমাণ—"আমার ভক্ত যদি কথঞ্চিৎ বাঞ্ছা করে, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি), কি আমার ধাম, সকলই অনায়াসে পাইতে পারে" (শ্রীভা ১১।২০।২৩);—এই শ্রীভগবদুক্তি প্রভৃতি।

মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতীত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যাদৌ; তয়েত্যাদিকম্; প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদিতি শ্রীঋষভদেববাক্যে;

[বিবৃতি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলে অপর পুরুষার্থত্রয় অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, কিম্বা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে—এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি হইতে ভক্তের কথঞ্চিৎ বাঞ্ছামাত্র স্বর্গাপবর্গ প্রভৃতির অনায়াসে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা (শ্রীভগবৎ-বাক্য প্রমাণে) থাকা-হেতু, প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষের সাক্ষাৎকারের অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিলাভের পরম-পুরুষার্থতা জানা গেল]

অনুবাদ—(২) প্রীতি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির প্রমাণ—"বাসুদেব আমাতে যাবত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ দেহ-সম্বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না" (শ্রীভা ৫।৫।৬);—এই শ্রীঋষভ-দেব-বাক্য।

[বিবৃতি—জীব-স্বরূপ অর্থাৎ আত্মার কোন দুঃখ নাই; তাহা অণু-আনন্দ স্বরূপ। দেহে অভিনিবেশ-বশতঃ যাবতীয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। স্থূলদেহে সমস্ত জীব প্রায়শঃ কোন না কোন দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা সকলেই সর্ব্বদা অনুভব করিতেছে; সূক্ষ্মদেহী দেবগণেরও যে কখনও কখনও দুঃখ-ভোগ উপস্থিত হয়, তাহা পুরাণ-বচনসমূহ হইতে জানা যায়। স্থূলদেহে কি সূক্ষ্মদেহে দুঃখনাশের যত চেষ্টাই করা যাউক না কেন, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটে না; সময়ে দুঃখ উপস্থিত হয়। দেবগণ নিরুপদ্রবে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে কদাপি সমর্থ হইলেও তাহা চিরস্থায়ী নহে। পুণ্যের ফলে স্বর্গীয়-সুখভোগ। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গবাসের অবসান ঘটে;— দেবগণকে তদবসানে মর্ত্ত্য-জীব-

যামিত্যাদিকং ; ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতামিতি শ্রীভগবদ্বাক্যে ; সম্পদ্যমান ইত্যাদিকং ; মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্ত-বিবর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়মিতি

বিশেষরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে স্বর্গের অনিত্যতা-নিবন্ধন স্বর্গীয়সুখের অনিত্যতা নিশ্চিত। সুতরাং কি স্থূলদেহ, কি সূক্ষ্মদেহ, দেহ-সম্বন্ধমাত্রই দুঃখের নিদান। প্রেমভক্তি দ্বারা সেই দেহসম্বন্ধ ঘুচে বলিয়া, প্রীতিদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে ;—প্রীতির আবির্ভাবে যে দুঃখ-নাশ ঘটে, তাহাতে কখনও দুঃখযোগের আশঙ্কা থাকে না।]

অনুবাদ—(৩) প্রীতি-ভিন্ন স্বরূপ ও স্বরূপ-ধর্ম্মবৃন্দের সাক্ষাৎকারাভাবের প্রমাণ—"সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি, একমাত্র শ্রদ্ধাসহকৃত ভক্তিদ্বারা লভ্য" (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২০) ;—শ্রীভগবদুক্তি।

[**বিবৃতি**—একমাত্র ভক্তিদ্বারা প্রাপ্তির কথা বলায়, অন্য—যোগাদি সাধন দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা ব্যঞ্জিত হইল। তবে যে জ্ঞানাদি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়, তত্তৎস্থলেও জ্ঞানাদির সহযোগিনীরূপে অবস্থিতা গুণীভূতা (অপ্রধানীভূতা) ভক্তিকে তাহার কারণ মনে করিতে হইবে।]

অনুবাদ—(৪) প্রীতি দ্বারা স্বরূপ-বৈভবযুক্ত পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের প্রমাণ—"আমার রূপ অদ্বয়, ব্রহ্ম, আদি-মধ্য-অন্ত্য-বর্জ্জিত, স্বপ্রভ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয় ; ভক্তিদ্বারা তাহা জানা যায় ;" এই বাসুদেবোপনিষদ-বচন।

[**বিবৃতি**—ভক্ত যখন ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন যে কেবল তদীয় স্বরূপ (ব্যক্তিবিশেষ) দর্শন করেন তাহা নহে ;

বাসুদেবোপনিষদি ; যত্রেত্যাদিকম্ ; ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠরশ্রুতৌ। যাবতীত্যাদিকম্ ; ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক

সেই স্বরূপ যে স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদরহিত, সর্ব্বব্যাপক, জন্মাদি (জন্ম, জন্মহেতু স্থিতি ও মরণ)-রহিত, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং সর্ব্বদা পূর্ণাবস্থ, তাহাও অনুভব করেন। এ সকল তাহার স্বরূপ-বৈভব। ভক্তিদ্বারা পরতত্ত্বানুভবের সঙ্গে এ সকলেরও অনুভূতি উপস্থিত হয় বলিয়া, প্রীতিদ্বারা স্বরূপ-বৈভবযুক্ত পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার লব্ধ হয়—একথা বলা হইয়াছে :]

অনুবাদ—(৫) প্রীতিদ্বারা পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের নিশ্চয়তার প্রমাণ—"ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন" ;—এই মাঠর-শ্রুতি।

(৬) প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের প্রমাণ—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

শ্রীভাঃ ১১।২।৪০

"যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে থাকে, তেমন ভগবদ্ভজন-সময় প্রেম, পরেশানুভব ও সংসার-বৈরাগ্য—এই তিন এককালে সম্পন্ন হইয়া থাকে ;—এই শ্রীকবি-নামক যোগেশ্বরের উক্তি।

[**বিবৃতি**—ভোজনকালে যেমন কিঞ্চিন্মাত্র ভোজনে ভোক্তার অল্পতুষ্টি, অল্পপুষ্টি ও ক্ষুধার অল্পনিবৃত্তি ঘটে ; অধিক ভোজনে সম্পূর্ণা তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটে ; তদ্রূপ অল্প-

একক্কাল ইতি কবিযোগেশ্বরবাক্যে। এবং তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্। ত্বমেবামুক ইতিবৎ। কিঞ্চ

ভজনে প্রেমাদির কিঞ্চিৎ আবির্ভাব, আর অধিক ভজনে অধিক আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য প্রীতির অনুরূপ সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইয়াছে।]

অনুবাদ—ছান্দোগ্য শ্রুতির "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বচনও ভগবৎপ্রেমপর বুঝিতে হইবে। (১) 'তুমিই অমুক'—ইহার মত তাহার অর্থ-নিষ্পত্তি বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—তত্ত্বমসি (২)-বাক্যে শ্রুতি জীবকে নিজস্বরূপ পরিচয় করাইতেছে। এ স্থলে 'তৎ' পদে পরোক্ষনির্দ্দেশ, 'ত্বং' পদে সাক্ষাৎনির্দ্দেশ করিতেছে। পরতত্ত্ব পরোক্ষবস্তু, আর জীব সাক্ষাদ্‌বস্তু। 'অসি' ক্রিয়া তত্ত্বভয়ের অন্বয় (যোগ) প্রতীতি করাইতেছে (৩)। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, উক্ত ক্রিয়া উভয়ের ঐক্য সূচনা করিতেছে। (৪) বিভিন্ন প্রকারেব দ্বৈত-

(১) ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে তত্ত্বমসি-বাক্যে জীবের চরম পুরুষার্থ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ বাক্য জ্ঞানপর, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। তাহা যদি হয়, তবে প্রেমকে পরম-পুরুষার্থ বলা যায় কিরূপে? এই জন্য বলিলেন, তত্ত্বমসি-বাক্য প্রেমপর।

(২) ত্বং তৎ অসি—তুমি তাহা হও, ইহাই তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ।

(৩) ঐক্য অসিদ্ধ হইলে, অন্বয় স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(৪) অদ্বৈত-বাদিগণের তত্ত্বমসি ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম]

লোকব্যবহারোঽপি তৎপর এব দৃশ্যতে। সর্বে হি প্রাণিনঃ

বাদিগণ তাহা অস্বীকার করেন; তাঁহারা বলেন, জীবেশ্বরে অণু-বিভু, আশ্রিত-আশ্রয়, নিয়ম্য-নিয়ামক, শক্তি-শক্তিমানরূপ ভেদ বিদ্যমান আছে, এই ভেদ নিত্য; সুতরাং জীবেশ্বরের ঐক্য সম্ভব নহে। জীবেশ্বর উভয়ই চিৎ-স্বরূপ। দুইটী চেতনবস্তু কেবল প্রীতির বন্ধনে—সম্বন্ধের বন্ধনে যুক্ত হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। 'তত্ত্বমসি'—জীবেশ্বর উভয়ের সংযোগ-ব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিপর,—প্রেমতাৎপর্য্য-ব্যঞ্জক। 'তুমিই অমুক'—এ কথা বলিলে, তুমি পদের বাচ্যের সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ সূচিত হয়, তেমন তত্ত্বমসি-বাক্যের তৎ-পদের বাচ্যের সহিত ত্বং-পদের বাচ্যের সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। এই জন্য তত্ত্বমসি-বাক্য ভগবৎ-প্রেমপর।]

অনুবাদ—লোক-ব্যবহারেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। [যেখানে প্রীতি, সেখানেই দুইয়ের সম্বন্ধ:—প্রীতি ভিন্ন

ছিলেন। (সৃষ্টির পর) এখনও তিনি তদ্রূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি 'তৎ' শব্দের বাচ্য।

শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বং পদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥

শ্রবণাদি দ্বারা বাক্যার্থ বোধ করিতেছে যে জীব, তাহার দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন বস্তু (জীবাত্মা) 'ত্বং' পদের বাচ্য। 'অসি' পদ তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। তদুভয়ের ঐক্য অনুভব কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশী—৫ম পরিঃ ৫—৬

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তত্ত্বমসির অর্থ করিয়াছেন—তস্য ত্বং অসি—তাঁহার তুমি। এই অর্থে তত্ত্বমসি যে জীবেশ্বরের প্রীতিময় সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

প্রীতিতাৎপর্য্যকা এব। তদর্থমাত্মব্যয়াদেরপি দর্শনাৎ। কিন্তু যোগ্যবিষয়মলব্ধা তৈস্তত্র তত্র সা পরিবর্য্যতে। অতঃ সর্বৈরেব

অন্য কিছুতেই প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারেনা।] সমস্ত প্রাণীই প্রীতি-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। [যে যাহা করে, তাহাই প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া;—যাহার জন্য প্রীতি নাই, তাহার জন্য কেহ কিছু করেনা।] কারণ, ভালবাসার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত দেখা যায়।

জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য-বিষয় হইতে পারে না। [কারণ, প্রীতি সুখ-স্বরূপা; অখণ্ড-সুখাত্মক বস্তু সে চায়। জীব, স্বরূপতঃ আনন্দ-বস্তু হইলেও অণু-আনন্দ মাত্র। তাহাও আবার ভূম্যাদি দুর্ভেদ্য অষ্ট আবরণ মধ্যে অবস্থিত। সেই আবরণ ত্রিতাপময়ী মায়ার বিকার-হেতু, স্বরূপ-গত আনন্দের কাছে কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। দুঃখের আবরণে বেষ্টিত অণু-আনন্দ জীবকে ভালবাসিয়া কোন জীব সুখী হইতে পারে না। প্রীতি চায় অনাবৃত আনন্দ। জীবের আবরণ ভেদ করিয়া স্বরূপকে ধরিতে পারিলেও (তাহা কিন্তু অসম্ভব), ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা পরিমাণে অতি সামান্য।] এই জন্য জীবগণ ক্রমশঃ প্রীতির বিষয় সকলে প্রীতি বর্জ্জন করিয়া, নূতন প্রীত্যাস্পদের সন্ধানে ব্যাকুল হয়;— [শৈশবে-জননী, বাল্যে-সখা, যৌবনে-প্রেয়সী; তারপর আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ছুটিতে দেখা যায়।] অতএব, সকলেই যখন প্রীতির বিষয় (প্রীতিযোগ্য-পুরুষ) অনু-সন্ধান করিতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, এজগতের কেহই প্রীতির বিষয় হইতে পারে না; তবে একজন প্রীতির বিষয় আছেন। তিনি কে? যাঁহাকে জীব পায় নাই, সেই শ্রীভগবান্।

যোগ্যতদ্বিষয়েঽন্বেষ্টু মিষ্টে সতি শ্রীভগবত্যেব তস্যাঃ পর্য্যবসানং স্যাদিতি। তদেবং ভগবৎপ্রীতেরেব পরমপুরুষার্থত্বে সমর্থিতে সাধূক্তম্ অথ প্রীতিসন্দর্ভো লেখ্য ইত্যাদি। স এষ এব পরম-পুরুষার্থঃ ক্রমরীত্যা সর্বোপরি দর্শয়িতুং সংদৃভ্যতে। তত্রোক্ত-

---

শ্রীভগবানই যথার্থ প্রীতির বিষয়। তিনি অনাবৃত অফুরন্ত সুখ। এইজন্য শ্রীভগবানে প্রীতির পর্য্যবসান হয় ;— [যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহারা অন্য কাহাকে ভালবাসিতে পারেন না ; মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ সামগ্রী হইয়া যায়]

এই প্রকারে ভগবৎ-প্রীতির পরম-পুরুষার্থতা যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হওয়াতে, 'অনন্তর প্রীতি-সন্দর্ভ লেখ্য' বলিয়া যে এই সন্দর্ভের আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই উক্তি সঙ্গত বটে।

[**বিবৃতি**—যাহাতে জীবের প্রয়োজন আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতা হয়। প্রীতিই জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহার বিষয় আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অবশ্য কর্ত্তব্যতা খ্যাপন করিবার জন্য এই সন্দর্ভের প্রারম্ভে 'অনন্তর প্রীতি-সন্দর্ভ লেখ্য' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।]

অনুবাদ— পূর্ব্বে ভগবানের প্রিয়ত্বলক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ-সাক্ষাৎকার-রূপ যে পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে, উহা যে সকলের অভীষ্ট, এস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইল। সেই পুরুষার্থের সর্ব্বোপরি স্থিতি ক্রমরীতি দ্বারা দেখাইবার জন্য এই সন্দর্ভ গ্রথিত হইতেছে।

[**বিবৃতি** — পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বরূপে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই মুক্তি। সেই মুক্তি সালোক্যাদি-ভেদে পঞ্চবিধ। উক্ত সাক্ষাৎকার অন্তর্বাহির্ভেদে দ্বিবিধ। তাহাতে

লক্ষণস্য মুক্তিসামান্যস্য শাস্ত্রপ্রয়োজনত্বমাহ, সর্ববেদান্তেত্যাদৌ কৈবল্যৈকপ্রয়োজনমিতি ॥১॥

কেবলঃ শুদ্ধঃ ; তস্য ভাবঃ কৈবল্যম্ ; তদেকমেব প্রয়োজনং

অন্তঃ-সাক্ষাৎকার হইতে বহিঃসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। সালোক্যাদি-মুক্তি-মধ্যে সামীপ্যমুক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহা বহিঃ-সাক্ষাৎকারময়। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে আবার শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বলক্ষণ-ধর্ম্ম-বিশেষের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রেমভক্তি সর্ব্বোত্তম-পুরুষার্থ। তাহাতে সম্যক্‌রূপে (১) অন্তর্ব্বহিঃ উভয়বিধ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। শ্রীভাগবতীয় শ্লোকসমূহের অর্থ বিচার দ্বারা ক্রমশঃ সালোক্যাদি মুক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া প্রেম-ভক্তির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন-জন্য এই সন্দর্ভ রচনা করা যাইতেছে। এস্থলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্দ্দেশ করিলেন।]

শাস্ত্রের প্রয়োজন।

অন্যথা-রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে ব্যবস্থিতি-রূপ যে মুক্তি-লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সাধারণ মুক্তির শাস্ত্র-প্রয়োজনীয়তা শ্রীসূত বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্—ত্রিধা আবির্ভূত, সর্ব্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু, এই পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) তন্নিষ্ঠ। কৈবল্য ইহার একমাত্র প্রয়োজন” * (শ্রীভাঃ ১২।১৩।১০) ॥১॥

শ্লোক ব্যাখ্যা—কেবল—শুদ্ধ ; তাহার ভাব—কৈবল্য। সেই

---

(১) সম্যক দর্শন—ধাম, পারকর ও লীলার সহিত শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার।

* সম্পূর্ণ শ্লোক—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥

পরমপুরুষার্থত্বেন প্রতিপাদ্যং যস্য তদিদং শ্রীভাগবতমিতি পূর্ব্ব-শ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। দোষমূলং হি জীবস্য পরমতত্ত্বজ্ঞানাভাব এবেত্যুক্তম্। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদৌ ঈশাদপেতস্যে-

---

কৈবল্য একমাত্র প্রয়োজন—পরমপুরুষার্থরূপে প্রতিপাদ্য যাহার, তাহা এই শ্রীভাগবত; (এই শ্লোকে শ্রীভাগবত-শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও) পূর্ব্ব (১২।১৩।৮) শ্লোকস্থিত শ্রীভাগবত-শব্দের সহিত অন্বয়।

জীব, স্বরূপে অশুদ্ধ নহে; পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব জীবের দোষের মূল; অর্থাৎ অশুদ্ধির কারণ,—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিমিজায়ন্তেয় উপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

শ্রীভা—১১।২।৩৫

"ভগবদ্বিমুখ জীবের তদীয় মায়াবশে স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি এবং দেহে আত্মাবুদ্ধি ঘটিয়াছে। দেহাদ্যভিমান-হেতু ভয় (সংসারদুঃখ) উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতে ইষ্টদেবতা ও প্রিয়তম-বুদ্ধিপোষণ করতঃ একমাত্র ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করিবে।"

[জীবের যাবতীয় দোষের কারণ পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব। পরতত্ত্ব-জ্ঞানোদয় ভিন্ন নিজ স্বরূপস্ফূর্ত্তি ঘটেনা, দেহাভিনিবেশ যায় না। আলোক-সংযোগব্যতীত যেমন অন্ধকার ঘুচেনা, ইহাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। আলোককে যে পাছে রাখে—দেখেনা, সে অন্ধকারে মগ্ন থাকে; সেপ্রকার স্বপ্রকাশ, সর্ব্বপ্রকাশক ঈশ্বর-বহির্ম্মুখ ব্যক্তি মায়ায় আবৃত থাকে। মায়া-প্রভাবে নিজ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বরূপ বিস্মৃত হয়; অশুদ্ধ, অজ্ঞানের কারণ এবং সংসার-বন্ধনের হেতুভূত দেহে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। পরতত্ত্ব-জ্ঞানাবির্ভূত হইলে

ত্যাদিভিঃ। অতস্তজ্জ্ঞানমেব শুদ্ধত্বমিতি কৈবল্যশব্দস্যাত্র পূর্ববত্তদনুভব এব তাৎপর্য্যম্। অথবা কৈবল্যশব্দেন পরমস্য স্বভাব এবোচ্যতে। যথা স্কান্দে—ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে। স যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরে॥ ইতি। ক্বচিৎ স্বার্থিকতদ্ধিতান্তেন কৈবল্যশব্দেনাপি পরম উচ্যতে। যথা শ্রীদত্তাত্রেয়শিক্ষায়াম্—পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসঙ্গিতঃ। কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহো নিরুপাধিকঃ।

মায়ার আবরণ ঘুচে,—দেহাভিনিবেশের অবসান হয়; শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বরূপের স্ফূর্ত্তিলাভ ঘটে।] এই জন্য পরতত্ত্ব-জ্ঞানই শুদ্ধত্ব; সুতরাং কেবল-শব্দের "শুদ্ধ" অর্থ সিদ্ধ হইল। অতএব, এই শ্লোকে কেবল-শব্দের পূর্ব্বের ন্যায় (পূর্ব্বে যেমন পরতত্ত্বানুভবাত্মক জ্ঞানকেই পরমানন্দ-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, তদ্রূপ) পরতত্ত্বানুভবে তাৎপর্য্য। অর্থাৎ পরতত্ত্বানুভবসম্পন্ন হইলে কৈবল্য—শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

অতঃপর কেবল-শব্দের অন্য অর্থ করিয়াছেন। কৈবল্য-শব্দে পরম-(শ্রীহরির) স্বভাবও কথিত হয়। যথা, স্কন্দপুরাণে—"হে হরে! ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়না, সেই কৈবল্য যাহার স্বভাব, সেই আপনি কেবল।"

কোন স্থলে স্বার্থে কেবল-শব্দের উত্তর ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগে কৈবল্য-শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, কৈবল্য-শব্দেও পরম (শ্রীহরি) কথিত হইয়াছেন। যথা—দত্তাত্রেয় শিক্ষায় "পরাবরগণের শ্রেষ্ঠ কৈবল্য নামক (আদিপুরুষ) আছেন। তিনি নিরুপাধিক, কেবলানুভবানন্দরাশি।" (শ্রীভা—১১।৯।১৭—১৮) *

---

* পর+অবর=পরাবর, পর—স্বাংশ—মৎস্যাদ্যবতার। অবর—বিভিন্নাংশ-

[পর পৃষ্ঠায়]

ইতি॥ তথাপ্যুভয়থৈব তদনুভব এব তাৎপর্য্যম্। তৎস্বভাবমেব বা। তমেবানুভাবয়িতুমিদং শাস্ত্রং প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১ ॥

তথা চান্যত্র—এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ। স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎপরাত্মৈকদর্শনম্ ॥ ২ ॥

টীকা চ—ন চাতঃপরঃ পুরুষার্থোঽস্তীত্যাহ, এতাবানিতি। যোগেনৈপুণ্যং যস্যাঃ সা বুদ্ধির্যেষাং,পরস্যাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ জীবতত্ত্বস্য

কৈবল্য-শব্দে শ্রীহরি কথিত হইলেও উভয় প্রকারেই (শুদ্ধত্ব ও শ্রীহরি—কৈবল্য-শব্দের দ্বিবিধ অর্থেই) পরতত্ত্বানুভবেই তাৎপর্য্য। কিংবা তাঁহার স্বভাবই কৈবল্য। এই প্রকারে কৈবল্য-শব্দের অর্থ নির্ণীত হইলে, "কৈবল্যৈক-প্রয়োজন" পদের অর্থ নিষ্পত্তি হইতেছে—তাহা (পরমতত্ত্ব বা তাঁহার স্বভাব—গুণ-লীলাদি) অনুভব করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি ॥ ১ ॥

মুক্তিকে পরম-পুরুষার্থরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য যে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, তাহা অন্যত্রও ব্যক্ত আছে;—শ্রীসঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে বলিয়াছেন—

"পরমাত্মা ও জীবতত্ত্বের যে ঐক্যানুভব, যোগ-নিপুণবুদ্ধি মনুষ্যগণ তাহাকেই সর্ব্বপ্রকারে স্বার্থ বলিয়া জানেন।"

শ্রীভা ৬।১৬।৫৮

এই শ্লোকের শ্রীধর-স্বামি-কৃত টীকা—ইহার পর আর পুরুষার্থ নাই, অর্থাৎ যাহা পরম-পুরুষার্থ, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যোগে নৈপুণ্য আছে যে বুদ্ধির, সেই বুদ্ধি যাহার আছে, তিনি

জীব। পরাবরগণের শ্রেষ্ঠ—পরমাশ্রয়।

কেবল-শুদ্ধ-স্বরূপভূত, অনুভব-আনন্দের সন্দোহ—রাশি।

ক্রমসন্দর্ভ।

তস্য একং কেবলং ঐক্যেন দর্শনমিতি যৎ এতাবানেবেত্যেষা। পরমাত্মনঃ কেবলস্য দর্শনমিতি বা ॥৬॥১৬ শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্ ॥২॥

যোগনিপুণ-বুদ্ধি। পরমাত্মার—ব্রহ্মের ও জীবতত্ত্বের এক—কেবল অর্থাৎ ঐক্য-দর্শনই পুরুষার্থ। ইতি। এই ব্যাখ্যা ভিন্ন অপর অর্থ—পরাত্মৈক-দর্শন—পরাত্মা—পরমাত্মা, এক—কেবল, অর্থাৎ পরমাত্মাই কেবল (শুদ্ধ) ; তাঁহার দর্শন পরাত্মৈক দর্শন।

[**বিবৃতি** -উক্ত শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে জীবব্রহ্মের ঐক্যানুভব-রূপ-সাযুজ্যমুক্তি পরম-পুরুষার্থ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চবিধ-মুক্তি মধ্যে সাযুজ্য-মুক্তি নিকৃষ্ট। তাহারই পরম-পুরুষার্থতা নিশ্চিত হইলে, অন্যান্য মুক্তির পরম-পুরুষার্থতা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। মুক্তি-ভিন্ন অপর ত্রিবর্গ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম শ্রেষ্ঠ-পুরুষার্থ—জীবের চরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইতে পারেনা। সুখই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়। মুক্তির পরম পুরুষার্থতা প্রতিপন্ন হইলে, কেবল তাহাতেই সুখ আছে, ত্রিবর্গের সেবায় সুখ নাই—ইহা নিশ্চিত হয়।

পরাত্মৈক-দর্শন পদের শ্রীস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। তাহাতে অপরিতৃপ্ত হইয়া, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী অন্য অর্থ করিয়াছেন—এক-শব্দের কেবল অর্থ অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে, সেই অর্থ অঙ্গীকার করিয়া কেবল (শুদ্ধ) পরমাত্মার দর্শনকে পুরুষার্থ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমাত্ম-দর্শন—ভিতরে বাহিরে—মনে আর নয়নে শ্রীহরিকে দেখা, অন্য কিছু না দেখাই পরম-পুরুষার্থ। বস্তুতঃ ভিতরে বাহিরে আনন্দময়ের অনুভূতিতেই পরমানন্দ লাভ।] ॥২॥

সৈষা হি মুক্তিরুৎক্রান্তদশায়াং দ্বিধা ভবতি ;—সদ্য এব চ ক্রমরীত্যা চ। তত্র পূর্বা, দ্বিতীয়ে, স্থিরং সুখং চাসনমিত্যাদি-প্রকরণান্তে বিসৃজেৎ পরং গত ইত্যত্র। উত্তরা চ, তদনন্তরং,

বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি।

অনুবাদ—উৎক্রান্ত-দশায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর সেই মুক্তি দুই প্রকারে লাভ করা যায়—সদ্যই এবং ক্রমরীতিতে। এই দ্বিবিধ-মুক্তি, সদ্যোমুক্তি ও ক্রম-মুক্তি নামে প্রসিদ্ধা। সদ্যো-মুক্তির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে "স্থিরং সুখং" ইত্যাদি প্রকরণের শেষভাগে "বিসৃজেৎ পরং গতঃ" পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত আছে। (১)

(১) স্থিরং সুখং চাসনমাস্থিতোযতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গলোকং।
দেশে কালে চ মনো ন সজ্জেৎ প্রাণান্নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥ ১৫॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিযম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥ ১৬॥
নযত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতোন দেবা জগতাং য ঈশিরে।
নযত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ নৈব বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥ ১৭॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্যন্নেতিনেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্মমনন্য-সৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥ ১৮॥
ইত্থংমুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞান দৃগবীর্য্য সুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং স্থানেষু ষট্‌সূন্নময়েজ্জিতক্লম॥ ১৯॥
নাভ্যাংস্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়ামনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্ণয়েত্ত॥ ২০॥
তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধ সপ্তাস্বয়নোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠ-দৃষ্টি নির্ভেদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥ ২১॥
শ্রীভা ২।২।১৫—২১

(পাদটীকা)

ভক্তিমিশ্র-যোগ সাধনপরায়ণ যোগিগণ স্বয়ং কি প্রকারে দেহত্যাগ করেন, তাহা উক্ত শ্লোক-সমূহে বর্ণিত আছে। শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিজ হৃদয়-মধ্যে শ্রীহরিকে সতত চিন্তা করিয়া, স্বয়ং যখন দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দেশ—পুণ্যক্ষেত্র, কাল—উত্তরায়ণাদি উত্তম কালের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া অর্থাৎ উত্তম দেশ কালে দেহত্যাগ করিলে সদগতি লাভ হয় এই প্রকার বিচার না করিয়া, যোগই সিদ্ধির হেতু ইহা নিশ্চয় করতঃ, সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক মনোদ্বারা প্রাণ—ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিবেন। অর্থাৎ মনে প্রাণকে বিলীন করিবেন ॥১৫॥

নির্ম্মল স্ব-বুদ্ধিদ্বারা মন নিয়মন করিবে অর্থাৎ মনকে নিজ নির্ম্মল-বুদ্ধিতে বিলীন করিবে। বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবে বিলীন করিবে। ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধজীবে, শুদ্ধজীবকে পরব্রহ্মে যোজিত করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃত্য হইতে বিরত হইবেন। কারণ, ইহার পর আর প্রাপ্য বস্তু নাই ॥১৬॥

এই প্রকার প্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপে (মুক্ত-পুরুষের প্রতি) দেবগণের পরম-প্রভু কাল কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং দেবগণের যে তদুপরি প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাকৃত জগতের প্রভু; মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম ধামে অবস্থান করেন। তাহাতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় নাই; জগৎকারণভূত অহঙ্কার-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি নাই ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মধাম যে সত্ত্বাদির অতীত তাহা বলিতেছেন—যোগিব্যক্তি আত্ম-ব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে ইহা নহে, ইহা নহে, অর্থাৎ আত্মা চিদ্বস্তু, জড়বস্তু-মাত্রকে ইহা চিদ্বস্তু নহে, ইহা চিদ্বস্তু নহে—এই বিবেচনায় পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই বৈকুণ্ঠাখ্য বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বিষ্ণুধামকে পর-প্রকৃতির অতীত জানেন। তাঁহারা শ্রীভগবান ও আপনাতে অভেদ-বুদ্ধিরূপ দৌরাত্ম্য পরিত্যাগ করিয়া সেব্য শ্রীভগবানের চরণ ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে আলিঙ্গন করেন। তাঁহারা অনন্ত-সৌহৃদ অর্থাৎ শ্রীহরি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসেন না ॥ ১৮ ॥

যদি প্রয়াস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যমিত্যাদৌ তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত-

আর, ক্রমমুক্তির বিষয় তাহার পর "প্রযাস্যন্ নৃপ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "তেনাত্মনাত্মনমুপৈতি শান্তং" পর্য্যন্ত শ্লোক সমুহে বর্ণিত আছে। (১)

এই প্রকারে মুনি (স্থিতধীমুনিরুচ্যতে—যাঁহার বুদ্ধি শ্রীহরিতে নিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি মুনি।) উপরতি (বিষয়-বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হয়েন। স্বরূপ সংপ্রাপ্ত তাঁহার পরতত্ত্বানুভবরূপ বীর্য্য দ্বারা বিষয়-বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়।

ইদানীং সেই যোগীর দেহত্যাগের রীতি বলিতেছেন—আপনার পাদ-মূল দ্বারা মূলাধার (গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তি স্থান) নিপীড়ন করিয়া অশ্রান্ত-ভাবে প্রাণবায়ুকে যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে॥ ১৯॥

অতঃপর দুই শ্লোকে প্রাণকে উর্দ্ধে নেওয়ার প্রক্রিয়া বলিতেছেন—যোগি ব্যক্তি নাভিদেশে মণিপুরক চক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত-চক্রে লইয়া যায়েন। তথা হইতে উদান গতি-ক্রমে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠ-দেশের অধোভাগে বিশুদ্ধ চক্রে লইয়া যায়েন। তৎপর জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধিদ্বারা অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রাণকে স্ব-তালুমূলে অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্য চক্রের অগ্রভাগে লইয়া যায়েন॥ ২০॥

তদনন্তর কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ প্রাণের এই সপ্তমার্গ নিরোধ-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চক্রের অগ্রভাগস্থিত প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করেন। যদি অনপেক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়েন, তবে ঐ স্থানে অর্দ্ধমুহূর্ত্ত (একদণ্ড) অবস্থানপূর্ব্বক পরমব্রহ্মগত হইয়া প্রাণ-বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়া থাকেন। তাহার পর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল পরিত্যাগ করেন॥ ২১॥

ইহা সদ্যোমুক্তির নিদর্শন। সদ্যোমুক্ত যোগী এই দেহ ত্যাগের পর ব্রহ্মধামে (ব্রহ্মার ধাম সত্যলোক নহে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম প্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত) কিংবা বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

(১) যদি প্রযাস্যন্নৃপপারমেষ্ঠ্যং বৈহায়সানামুত যদ্বিহারং।
অষ্টাধিপত্যং গুণ-সন্নিবায়ে সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ॥ ২২॥

(পাদটীকা)

যোগেশ্বরানাং গতিমাহুরন্তর্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাং।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাং ॥ ২৩ ॥
বৈশ্বানরং যাতিবিহায়সাগতঃ সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথহরেরুদস্তাং প্রযাতি চক্রং নৃপশৈশুমারং ॥ ২৪ ॥
তদ্বিশ্বনাভিংত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণোরনীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি কল্পায়ুষোযদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥
অথো অনন্তস্য মুখানলেন দংদহ্যমানং স নিরীক্ষ্যবিশ্বং।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরং জুষ্টধিষ্ণ্যং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধং তদুপারমেষ্ঠ্যং ॥ ২৬ ॥
নযত্রশোকোনজরামৃত্যুনার্ত্তির্নচোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোঽদঃকৃপয়াঽনিদং বিদাং দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥
ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোঽনল মূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গং ॥ ২৮ ॥
ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনংত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥
স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যং।
সংসাদ্য গত্যাসহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধং ॥ ৩০ ॥
তেনাত্মনাত্মনমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতোযঃ স বৈ পুনর্নেহ বিসজ্জতেঽঙ্গ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভা ২।২।২২—৩১

হে নৃপ! যদি সদ্যোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগ-সময়ে মন এবং ইন্দ্রিয়সকলকে পরিত্যাগ না করিয়া, উক্ত সম্পদসকল ভোগের জন্য উহাদের সহিত প্রাণবায়ু নির্গত করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

যাঁহারা ক্রমমুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের গতি কর্ম্মীর গতির মত নহে; কর্ম্মীর গতি পরিচ্ছিন্না, কর্ম্মী কর্ম্মানুরূপ স্বর্গাদি ভোগ করে, ভোগক্ষয়ে কর্ম্ম পরতন্ত্র জীবরূপে নানা যোনি

(পাদটীকা)

ভ্রমণ করে। যোগের গতি পরিচ্ছিন্না নহে;—বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরদিগের লিঙ্গ-শরীর থাকে, তদ্দ্বারা ত্রিলোকীর (ব্রহ্মাণ্ডের) ভিতরে বাহিরে গমন সম্ভব হয়। তাঁহারা উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধি দ্বারা এই গতিলাভ করেন। তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতলোকে গমন করেন। তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে না; সুতরাং যোগেশ্বরগণ উক্ত সাধনসমূহ দ্বারা যে গতি লাভ করেন, কর্ম্মিগণ কর্ম্মদ্বারা সে গতি লাভ করিতে পারে না ॥২৩॥

অনন্তর ক্রমমুক্তিভাগি-পুরুষের উর্দ্ধগতি বর্ণিত হইতেছে। হৃদয়ে একশত একটী নাড়ী সংযুক্তা। তন্মধ্যে একটী মস্তক হইতে অভিনিসৃতা; ইহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী দ্বারা উৎক্রামনে (দেহত্যাগে) মোক্ষ এবং অন্যান্য নাড়ী দ্বারা সংসার-গতি লাভ করা যায়। হে নৃপ! ক্রমমুক্তি-ভাগী জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই নাড়ী ব্রহ্মলোক গমনের পথস্বরূপা। ইহা কেবল দেহমধ্যে সীমাবদ্ধা নহে; দেহের বাহিরেও বিস্তৃতা। (তদবলম্বনে) যোগী আকাশ-পথে অগ্ন্যাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। তথায় তাঁহাদের মালিন্য ক্ষালিত হয়, কিছুতে আসক্তি থাকে না। অনন্তর তদুপরি শিশুমার আকার (শিশুমার জলজন্তু বিশেষ, বঙ্গভাষায় ইহাকে শুশুক বলে; পূর্ব্ববঙ্গে ইহার নাম ছুঁছুঁমাছ।) জ্যোতিশ্চক্র প্রাপ্ত হয়েন। ইহা তারকারূপে শ্রীহরির অধিষ্ঠান স্থান। সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি ॥ ২৪ ॥

সেই শিশুমারাকার বিষ্ণুচক্র বিশ্বের নাভি অর্থাৎ তাহা বিশ্বাকার পুরুষের নাভিস্থানীয় সূর্য্যাদির আশ্রয়ভূত। তদুপরি স্বর্গবাসিগণের গমন সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা এক অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ স্থান। ক্রমমুক্তিভাগী অণিমাদি সিদ্ধিপ্রভাবে নির্ম্মল লিঙ্গ শরীর দ্বারা সেই স্থান অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান মহর্ল্লোকে গমন করেন। তথায় কল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতি অবস্থান করেন ।২৫॥

ক্রমমুক্তিভাগীকে কল্প পরিমিত কালই যে মহর্ল্লোকে থাকিতে হইবে তাহা নহে, তন্মধ্যে ইচ্ছা করিলে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারেন। যদি কৌতুকের

(পাদটীকা)

বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণ কল্প তথায় থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কল্পান্ত সময়ে যখন ভগবান্ অনন্তদেবের মুখাগ্নি দ্বারা ত্রৈলোক্য (ভূ,ভুব,স্বর্গ) দগ্ধ হয় তখন মহর্ল্লোক ও উষ্ণ হওয়াতে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার লোকে) গমন করেন। তাহা দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী। তথায় সিদ্ধেশ্বরগণ সেবিত বিমান সকল আছে। (ইহা সত্যলোক নামে প্রসিদ্ধ।) ২৬॥

সেই সত্যলোকে শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই; আছে কেবল চিত্ত-নিমিত্ত দুঃখ;—শ্রীভগবানের ধ্যান না জানায় জীবগণের দুরন্ত বিবিধ সংসার-দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া চিত্ত করুণায় বিগলিত হয় ॥২৭॥

যাঁহারা উক্ত প্রকারে সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের গতি তিন প্রকার যথা—যাঁহারা পুণ্যোৎকর্ষে তথায় গমন করেন, কল্পান্তরে পুণ্যের তারতম্যানুসারে তাঁহারা অন্যত্র অধিকারী হয়েন; হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাবলে যাঁহারা সেইস্থান প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন; আর যাহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেইস্থান প্রাপ্ত হয়েন,তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়া বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। এস্থলে ভগবদ্ভক্তগণের ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড। তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি—পৃথিবী সেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথমাবরণ। তাহা হইতে উত্তরোত্তর দশগুণ বড় জল, অনল, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহৎ এই ছয় আবরণ আছে। অষ্টম আবরণ প্রকৃতি। ক্রমমুক্তিভাগী পুরুষের সত্যলোক হইতে পৃথিব্যাদি আবরণ সমূহ-ভেদের প্রক্রিয়া এইরূপ:—লিঙ্গ দেহদ্বারা পৃথিবী-স্বরূপ হইয়া নির্ভয়ে অর্থাৎ কিরূপে যাইব এইরূপ আশঙ্কা না করিয়া, পৃথিবী-রূপেই তাহার অব্যবহিত জলরূপ ধারণ করেন। সেই শরীর দ্বারা অনল-মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি কালক্রমে বায়ু মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। বায়ু মূর্ত্তি পরে যে আকাশ পরমাত্ম-মূর্ত্তি বলিয়া উপাসনা-সমূহে উক্ত হইয়াছে, সেই আকাশ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই:—রক্ত মাংসাদি দ্বারা গঠিত স্থুল শরীর স্থুল পঞ্চভূত

(পাদটীকা)

দ্বারা নির্ম্মিত, আর সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত। স্থুলদেহ ত্যাগের পর ভূলোক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে উর্দ্ধলোকে গমন করিতে হয়। অষ্টমাবরণ প্রকৃতি পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের স্থিতি। সত্যলোক পর্যন্ত সাধারণ সূক্ষ্মদেহের আবেশ থাকে। সত্যলোকের উর্দ্ধে অষ্ট আবরণে প্রবেশ সময়ে ইহা অন্যবিধ হয়। পৃথিবী আবরণে প্রবেশ সময়ে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের পার্থিব অংশে আবেশ ঘটে। আমরা যেমন স্থূল-শরীরাভিমানী, দেবগণ যেমন সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী, পৃথিবী আবরণে প্রবিষ্ট পুরুষও তেমন পৃথিবী-মূর্ত্তাভিমান হয়েন। এইরূপে পৃথিবী মূর্ত্তি হইতে জল আবরণে প্রবেশ সময়ে জলমূর্ত্তি ধারণ করেন ইত্যাদি। যে আবরণে প্রবেশ করেন, বিশেষভাবে সূক্ষ্ম শরীর স্থিত সেই সূক্ষ্মভূতে আবেশ ঘটে, তদ্রূপ দেহাভিমান উপস্থিত হয়। সূক্ষ্মদেহাভিমান লাভের সময় যেমন স্থূল দেহাভিমান ত্যক্ত হয়, তেমন পৃথিব্যাদি বিশেষ সূক্ষ্ম দেহাভিমান উপস্থিত হওয়ার সময় সাধারণ সূক্ষ্মদেহাভিমান বিদূরিত হয়। তদ্রূপ জলমূর্ত্তি ধারণের সময় পৃথিবীমূর্ত্তি অভিমান বিদূরিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ অন্যান্য বিশেষ সূক্ষ্মদেহাভিমান-সমূহ বিদূরিত হয়। আবরণসমূহে যে সূক্ষ্মদেহাবেশ থাকে, তাহাতে দেবদুর্ল্লভ প্রচুর সুখানুভূত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিয়া জীব সুখী হয়; কি স্থূলদেহে, কি সূক্ষ্মদেহে পরিমিত বিষয়-সুখ উপভোগ করে। পৃথিব্যাদি আবরণস্থিত পুরুষ গন্ধাদি উপভোগ জন্য বিপুল বিষয়সুখ ভোগ করেন। যেমন একটী মানবের নিখিলশক্তি যদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ থাকে, আর ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রূপ তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেরূপ বিপুল সুখ উপভোগ করিতে পারে, পৃথিব্যাদি আবরণগত পুরুষও তদ্রূপ বিপুল সুখ উপভোগ করে। ভগবৎসেবা-সুখ ইহা হইতে অনন্তগুণ অধিক। এই জন্য ক্রমমুক্তি-ভাগী ঐসকল বিষয়-সুখে আবিষ্ট না হইয়া, ভোগ ও ভোগ-সাধন বিশেষ-সূক্ষ্মদেহাবেশও ক্রমশঃ ত্যাগ করেন। এস্থলে আর এক কথা বলাও বিশেষ প্রয়োজন; ক্রমমুক্তিভাগী বিভিন্ন লোকে বিবিধ সুখ ভোগ করিলেও, তাঁহাদের সেই সকল ভোগসাধন-দেহ কর্ম্মাধীন নহে; লীলাবশে তাঁহারা সে সকল দেহ সঙ্কল্প মাত্র গ্রহণ ও ত্যাগ করেন॥ ২৮॥

(পাদটীকা)

পৃথিব্যাদি আবরণে যে গন্ধাদি গুণ আছে, সে সকল পৃথিব্যাদি সূক্ষ্মভূত অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান। আকাশাবরণের বাহিরে গন্ধ তন্মাত্রাদির স্থিতি। এ সমুদয়েরও সূক্ষ্ম আবরণ আছে। তন্মাত্র সমূহ সূক্ষ্ম, এই জন্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। এই সকল আবরণ আকাশ-তুল্য। এ সকলকে আকাশের অন্তর্গত গণনা করা যায়। সুতরাং অষ্টাবরণেই পর্য্যবসিত হয়, তন্মাত্র সমূহের আবরণ স্বীকার করা সত্ত্বেও অষ্টসংখ্যার অধিক হইল না। অধুনা এই সূক্ষ্মাবরণ সমূহের অতিক্রম বর্ণিত হইতেছে—যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ে রস, নয়নেন্দ্রিয়ে রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ, কর্ণেন্দ্রিয়ে শব্দ, কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ উক্ত সূক্ষ্মাবরণসমূহ অতিক্রম করেন ॥২৯॥

[২৮শ শ্লোকের অনুবাদে যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই ২৯শৎ শ্লোকের শ্রীস্বামী ও শ্রীচক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হইয়াছে। নিম্নে শ্রীজীব-গোস্বামিসম্মত অনুবাদ প্রদত্ত হইল। উভয় শ্লোকে প্রকৃতির আবরণ ভেদ প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।]

অতঃপর যোগী সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয়স্থান মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারাবরণ প্রাপ্ত হয়েন। (অহঙ্কার ত্রিবিধ—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম ভূতের, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়ের, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশদেবতা ও মনের উৎপত্তি। এইজন্য অহঙ্কারকে উক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।) পরে গমন-ক্রমে অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর গুণসকলের লয়স্থান অষ্টমাবরণ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়েন।৩০॥

প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া, প্রাকৃতিক সম্বন্ধ পরিষ্কার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ গমন করেন। এই স্থানে সূক্ষ্ম দেহোপাধি লয়প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে শুদ্ধ জীব-স্বরূপে শান্ত আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে প্রাপ্ত হয়েন; তাহাতে আনন্দ-মগ্ন হয়েন। হে রাজন! যিনি এই প্রকার ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আর সংসারাবৃত্তি হয় না; অনন্তকাল অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ-সুখ ভোগ করেন—শ্রীহরিসেবামৃত জলধিতে চিরনিমগ্ন থাকেন ॥৩১॥

মিত্যত্র। জীবদ্দশায়ামপি সা তু তদ্বিশেষেষ্বগ্রতো দর্শনীয়া॥ তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণাং জীবন্মুক্তিমাহ—যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্ম দর্শনম্॥ ৩॥

যত্র যস্মিন্ দর্শনে স্থূলসূক্ষ্মরূপে শরীরে স্বসংবিদা জীবাত্মনঃ স্বরূপজ্ঞানেন প্রতিষিদ্ধে ভবতঃ। কেন প্রকারেণ, বস্তুত

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উৎক্রান্তদশায় এবং জীবদ্দশায়—উভয় অবস্থায় মুক্তিলাভ করা যায়। উৎক্রান্তদশার মুক্তির কথা বর্ণিত হইল। জীবদ্দশায়ও যে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা বিশেষ বিষেশ মুক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে অগ্রে প্রদর্শিত হইবে। বিবিধ প্রকারের মুক্তির মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবন্মুক্তি বিষয়ে শ্রীসূত শ্রীশৌনকাদিকে বলিয়াছেন—

"অবিদ্যা কর্ত্তৃক আত্মায় আরোপিত (১) এই সদসদ্রূপ যাহাতে স্বসংবিৎ দ্বারা ভ্রম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ব্রহ্মদর্শন।"

শ্রীভাঃ ১।৩।৩৩॥৩॥

শ্লোক ব্যাখ্যা—যাহাতে যে দর্শনে, সদসদ্রূপ — স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, স্বসংবিৎ—জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, (তাহা ব্রহ্মদর্শন)।

[বিবৃতি—স্থূল সূক্ষ্ম শরীর নিষিদ্ধ হয় কি প্রকারে? বস্তুতঃ এই শরীরদ্বয় স্বরূপভূত নহে, আত্মাতে ন্যস্ত হইয়াছে, এই জন্যই স্বরূপজ্ঞান দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে। অর্থাৎ সৎ ও অসৎ (২) স্বরূপ স্থূল সূক্ষ্মদেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃক আত্মাতে আরোপিত

---

(১) আরোপ—মিথ্যাজ্ঞান। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি।

(২) সৎ—কার্য্য। অসৎ—কারণ।

আত্মনি তে ন্যস্ত এব কিন্ত্ববিদ্যায়ৈবাত্মনি কৃতে অধ্যস্তে ইতি এতৎ-প্রকারেণেত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মদর্শনমিতি যত্তদোরন্বয়ঃ। ব্রহ্মণো দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ। যত্র স্বসংবিদেত্যুক্ত্যা জীবস্বরূপজ্ঞানমপি তদাশ্রয়মেব ভবতি ইতি, তথা কেবলস্বসংবিদা তে নিষিদ্ধে ন

হওয়ায় স্থূলদেহ আমি, কিংবা সূক্ষ্মদেহ আমি, জীবের এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। যে জ্ঞান আবির্ভূত হইলে, জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মদর্শন।]

অনুবাদ—"তাহা ব্রহ্মদর্শন" এ স্থলে যে তদ্ শব্দ আছে, শ্লোক-প্রারম্ভস্থিত যদ্ (যত্র—যদ্+ত্র) শব্দের সহিত তাহার অন্বয়। অন্বয়-(১) বিশিষ্ট শব্দদ্বয় একই অর্থ পোষণ করে; তাহাতেই ("তাহা ব্রহ্মদর্শনে"র) তদ্ শব্দের অর্থ হইতে "যত্র" পদের অর্থ-নিষ্পত্তি হইতেছে। নচেৎ যত্র-পদের অন্য অর্থও হইতে পারে। যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহা হইল না।

ব্রহ্মদর্শন—ব্রহ্মের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

'যে দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানদ্বারা'—এ কথা বলায়, জীব-স্বরূপ-জ্ঞানও ব্রহ্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত,—ব্রহ্মদর্শন না হইলে জীব-স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না, ব্রহ্মদর্শন হইলে বিনা প্রযত্নে জীব-স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হয়, ইহা জানান হইল। এ স্থলে তদ্রূপ আরও জানাইয়াছেন যে, কেবল জীব-স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিনিবেশ ঘুচে না; পরতত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

---

(১) পদসকলের পরস্পর সম্বন্ধ।

ভবত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। ততশ্চ জীবত এবাবিদ্যাকল্পিতমায়াকার্য্যসম্বন্ধমিথ্যাত্বজ্ঞাপকজীবস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ তাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্ম-

তাহা হইলে যে জীব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত মায়া-কার্য্য-(দেহাদি) সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায়, জীবদ্দশাতেই সেই সাক্ষাৎকারের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জীবন্মুক্তিবিশেষ (১), ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ ॥৩॥

(১) এস্থলে একপ্রকার জীবন্মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মায়াবদ্ধ জীবের মায়া-সম্বন্ধের তিরোধানই মুক্তি। তাহা দেহত্যাগের পর হইতে পারে, দেহ-স্থিতি-কালেও হইতে পারে। এস্থলে শেষোক্ত মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। জীবদ্দশায় এই মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া ইহার নাম জীবন্মুক্তি। জীবদ্দশায়ও মায়া-সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে এই মুক্তি লাভ করা যায়। মায়ার দেহ থাকা-সত্ত্বে কি প্রকারে মায়ার সম্বন্ধ ঘুচে, জীবন্মুক্তি-লক্ষণে তাহা প্রকাশ করা হই-য়াছে। জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের অভাব-রূপ যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান-প্রভাবে দেহ ও দৈহিক বস্তুতে আত্মা ও আত্মীয় (আমি ও আমার)-ভ্রান্তি সমুপস্থিত হইয়াছে। এই দেহ-দৈহিক বস্তুসকল কোথা হইতে আসিল? তাহাই বলিলেন, এ সকল 'মায়াকার্য্য'—স্থূল-সূক্ষ্মদেহ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ্ সমুদয় মায়া হইতে উৎপন্ন। যখন জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন দেহ ও দৈহিক বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ মিথ্যা বলিয়া জানা যায়; স্বরূপ—আত্মা আমি স্বরূপের পরমাশ্রয় পরমাত্মা আমার—এই জ্ঞান উদিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমাত্ম-জ্ঞান জীবাত্ম-জ্ঞানের হেতুভূত। ভক্তগণের পরমাত্ম-জ্ঞান ও জীবাত্ম-জ্ঞান মুক্তাবস্থায়ও পৃথক থাকে; সেব্য-সেবক-বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানিগণের সাধনই উভয় স্বরূপের অভেদানুসন্ধান। সাধন-পরিপাকে সেই অভেদবুদ্ধি উদিত হয়। তাহা হইলেও উভয়ে ঐকাত্ম্য সম্ভব নহে, তাদাত্ম্যই সম্ভব। একই বস্তুর খণ্ডিত অংশসমূহ মিলিয়া এক হইতে পারে,—জলবস্তুর বিভিন্ন অংশ নদীর জল সাগরের জল মিলিয়া এক হইতে পারে। লৌহ আর অগ্নি দুই ভিন্ন বস্তু, মিলিয়া এক হইতে পারে না। অগ্নি-

(পাদটীকা)

সংযোগে লৌহ অগ্নি-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু লৌহের স্বরূপতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সাগরের জলে নদীর জল মিশিয়া যাওয়া ঐকাত্ম্য। আর, লৌহের অগ্নিময় হওয়া তাদাত্ম্য। জীবের ও ব্রহ্মের শক্তিত্ব ও শক্তিমত্ব প্রভৃতি বিবিধ ভেদ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তাহাদের তাদাত্ম্য সম্ভব হইতে পারে, ঐকাত্ম্য—জীব ব্রহ্ম এক হইয়া যাওয়া কথনও সম্ভব নহে।

জীব-স্বরূপ ও ব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু নিবন্ধন, উভয়ের সাক্ষাৎকারও পৃথক। তবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জীবস্বরূপ-সাক্ষাৎকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহা সম্পন্ন করে। যেমন অগ্নি লৌহ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লৌহকে অগ্নিময় করিয়া তোলে, তেমন ব্রহ্মানুভবও জীব-স্বরূপানুভবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, মায়াতীত আনন্দময় ব্রহ্মবৎ জীব-স্বরূপকেও মায়াতীত ও আনন্দময় প্রতীত করায়। অণু-চৈতন্য, অণু-আনন্দ জীব—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া বিপুল জ্ঞান ও আনন্দ-সম্পন্ন হয়। ইহাই জীব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের সহিত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি বলিবার তাৎপর্য্য। এই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার মুক্তি।

পূর্ব্বে মুক্তি-লক্ষণে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলা হইয়াছে। সেই পরতত্ত্বের ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তিতে সেই সাক্ষাৎকারের যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিলেন। জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার নিজ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইতে পৃথগ্‌রূপে উপস্থিত হয় না। তাঁহারা নিজ স্বরূপকে ব্রহ্ম ভাবনা করেন। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের স্বরূপই ব্রহ্মভাবাপন্ন অনুভূত হয়। তাহা হইলেও যেমন জ্বলন্ত লৌহ-গোলোকের অগ্নি পৃথগ্ বস্তু এবং তাহাই দহন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ, তেমন ব্রহ্মভাবাপন্ন জীবস্বরূপে ব্রহ্ম পৃথগ্ বস্তু। তাদৃশস্বরূপানুভবে ব্রহ্মানুভবই মুক্তি ; জীব-স্বরূপানুভব নহে। তাদাত্ম্যাপন্ন উভয় সাক্ষাৎকার অপৃথগ্‌রূপে উপস্থিত হইলেও জ্ঞানিগণের নিজ স্বরূপ-সাক্ষাৎকারাভিনিবেশ থাকিলেও পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে মুক্তি-লক্ষণের পর্য্যবসান দেখাইবার নিমিত্ত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ঈদৃশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জীবদ্দশায় উপস্থিত হইলে, দেহানুসন্ধান নিবৃত্ত হয়,

সাক্ষাৎকারো জীবন্মুক্তিবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকপিলদেব-হূতি-সংবাদে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-চতুষ্টয়ে জীবন্মুক্তির লক্ষণ এই প্রকারই বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

মুক্তাশ্রয়ং যর্হিনির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃসহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্রপুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণ-প্রবাহঃ ॥
সোঽপ্যেতয়াচরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিত-সুখ-দুঃখ-বাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধ-পরাত্মকাষ্ঠঃ ॥
দেহঞ্চ তন্ন চরমস্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধো
বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং।
দৈবাদপেতমুতদৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিহিতং মদিরান্ধঃ ॥
দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়-সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ভজতে প্রতিবুদ্ধ-বস্তু ॥

শ্রীভা, ৩।২৮।৩৫—৩৮

কেবল ব্রহ্মানুভব বিদ্যমান থাকে; এই জন্য ইহা জীবন্মুক্তি। সুপক্ব নারিকেলের শস্য যেমন আবরণের সহিত সংলগ্ন থাকিলেও পৃথক্ থাকে, জীবন্মুক্তের সম্পর্কও তদ্রূপ। তাঁহারা দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত।

জীবদ্দশায় যে কেবল ব্রহ্মানুভব দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় তাহা নহে, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভব দ্বারাও মুক্তিলাভ করা যায়। এইজন্য উক্ত ব্রহ্ম-দর্শনকে জীবন্মুক্তি-বিশেষ বলিয়াছেন।

ঈদৃশমেব তন্মুক্তিলক্ষণং শ্রীকাপিলেয়ে মুক্তাশ্রয়মিত্যাদিচতু-

"মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগীর যোগমিশ্র-ভক্ত্যনুষ্ঠানে (শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে) শ্রীভগবানে প্রীতির উদয় হয়; কিন্তু মোক্ষাভিলাষ থাকাহেতু, ধ্যেয় শ্রীভগবান্ হইতে চিত্ত বিয়োজিত হইয়া পড়ে। ঐ প্রকারে চিত্ত যখন নির্বিষয় হয়, তখন তাহার কোন আশ্রয় থাকে না; কারণ, ধ্যেয়-সম্বন্ধ ব্যতীত চিত্ত কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না। সাধন-দশায় ধ্যানযোগে পরমানন্দানুভব করিয়াছে বলিয়া, শব্দাদি-বিষয়-সুখেও আকৃষ্ট হইতে পারে না; পূর্ব্বেই তাহাতে বিরক্ত হইয়াছে। সুতরাং দীপ-শিখা যেমন তৈল-বর্ত্তিকার (সলিতার) অভাবে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়, চিত্তও তদ্রূপ সহসা লয়প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থায় পুরুষ দেহাদ্যুপাধি-বিরহিত হইয়া, ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিভাগশূন্য আত্মা—পরমাত্মাকে দর্শন করেন ॥৩৫॥

ঈদৃশ যোগী সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় আবার সংসার প্রাপ্ত হয়েন না। সুপ্ত ব্যক্তির অবিদ্যা-নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়া, জাগ্রদ্দশায় সংসারপ্রাপ্তি ঘটে। যোগাভ্যাস দ্বারা যোগীর চিত্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি চরমাবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ অবিদ্যা দূর হয়। তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপভূত মহিমায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া, আত্ম-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। পূর্ব্বে আত্মাতে যে সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্ব ছিল, তাহা অবিদ্যা-সম্ভূত অহঙ্কারেই অবস্থিত দর্শন করেন। (আত্মাতে অবিদ্যা-সম্ভূত অহঙ্কার নাই বলিয়া সুখ-দুঃখের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব তাহাতে থাকে না)। ৩৬

এই প্রকার যোগীর জীবন্মুক্তাবস্থার কথা বলিতেছেন;—উক্ত চরমদশাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগী আপনার দেহই দেখিতে পায়েন না, (সুখের অনুসন্ধান ত দূরে!) দেহ আসন হইতে উত্থিত

ষ্টয়ে দর্শিতম্। তত্র হি প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ সন্ আত্মানং পরমাত্মানমীক্ষত ইতি মুক্তাশ্রয়মিত্যাদৌ স্বস্বরূপভূতে মহিম্নি অবসিতো নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সন্নুপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠ ইতি সোঽপ্যেতয়েত্যাদৌ স্বরূপং জীবব্রহ্মণোর্যাথার্থ্যমধ্যগমদিতি দেহং চেত্যাদৌ এবং প্রতিবুদ্ধবস্তুরিতি দেহোঽপীত্যাদৌ চেতি। তস্মাদস্য প্রারব্ধ-

---

হউক, বা উত্থিত হইয়া তাহাতেই থাকুক, কিম্বা সে স্থান হইতে অন্যত্র যাউক, অথবা দৈব-বশতঃ পুনর্ব্বার সে স্থান প্রাপ্ত হউক, —মদিরা-মদান্ধ ব্যক্তির যেমন পরিহিত বসনের অনুসন্ধান থাকে না, তাঁহার তেমন দেহানুসন্ধান থাকে না। কারণ, তিনি স্বরূপ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়াছেন। ৩৭

যে পর্য্যন্ত নিজারম্ভক কর্ম্ম (যে কর্ম্মের ফলভোগ জন্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে) সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত দেহ পূর্ব্বসংস্কার-বশে দৈহিক ব্যাপারসকল নির্ব্বাহ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান থাকে। সমাধি-যোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, স্বপ্নবৎ প্রতীত দেহ-পরিজনে যোগী অনুরক্ত হয়েন না। তিনি আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন।" ৩৮

উক্ত শ্লোকসমূহের যে যে স্থানে জীবন্মুক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে ;—মুক্তাশ্রয় ইত্যাদি (৩৫) শ্লোকে "দেহাদ্যুপাধি-বিরহিত হইয়া আত্মা—পরমাত্মাকে দর্শন করেন,"—এই বাক্যে ; সোঽপ্যেতয়া ইত্যাদি (৩৬) শ্লোকে "স্ব-স্বরূপভূত মহিমায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন" এই বাক্যে ; দেহঞ্চ ইত্যাদি (৩৭) শ্লোকে "স্বরূপ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়াছেন,"—এই বাক্যে ; দেহোঽপি ইত্যাদি (৩৮) শ্লোকে "তিনি আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন,"— এই বাক্যে।

কর্ম্মমাত্রাণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ। এবমেবোক্তং, তত্র কো

জীবন্মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা-কল্পিত মায়া-কার্য্য-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হয়েন; তজ্জন্য ইহাঁর অনভিনিবেশেই কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে। (১)

---

(১) জীবের সংসার-ভোগের হেতু প্রারব্ধকর্ম্ম, অপ্রারব্ধকর্ম্ম, বাসনা ও অবিদ্যা। যাহার ভোগ এখন (পাঞ্চভৌতিক দেহ-প্রাপ্তিকাল হইতে) উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। দেহ ও দৈহিক ভোগ প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল। যাহার ভোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহা অপ্রারব্ধ কর্ম্ম। বাসনা হইতে বিবিধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়। অবিদ্যা—অজ্ঞান বাসনার হেতুভূতা।

দেহস্থিতি পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ বর্ত্তমান থাকে। তৎপ্রভাবে উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম, সম্পত্তিমত্তা-নির্ধনতা, পাণ্ডিত্য মূর্খতা প্রভৃতি সংঘটিত হয়। যতদিন দেহানুসন্ধান থাকে, ততদিন দেহসম্বন্ধীয় ঐ সকল ভোগ অনুভূত হয়। আত্মদৃষ্টিপ্রভাবে দেহানুসন্ধান রহিত হইলে, অনভিনিবেশে দৈহিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। যেমন, কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইয়া দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নিজেই ঘুরিয়া থাকে, তদ্রূপ দেহাভিনিবেশ-রহিত জীবন্মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বাভ্যাসে দৈহিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, দেহাদিবন্ধনের হেতুভূত ভগবদ্বৈমুখ্য তিরোহিত হওয়ার পর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তর এই—ব্রহ্মবিদ ও পরম ভাগবত পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা ও ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সমর্থ। ইঁহারাই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্তি মাত্র যদি ইঁহাদের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জগৎ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা ও ভাগবত-ধর্ম্মোপদেশ তিরোহিত হয়। এই জন্য ভগবদিচ্ছাক্রমে তাঁহাদের প্রারব্ধাবশেষ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সাধন-নিষ্ঠা ও ভগবৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠায় করুণাকোমল শ্রীভগবানের কৃপায় অবিদ্যা, বাসনা ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিশেষ বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ-ভাষ্যকার বলেন—ব্রহ্মবিদাং দেহস্থিতি-দর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম্ম

মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি। অথাস্তিমাং ব্রহ্মসাক্ষাৎ-

জীবন্মুক্ত পুরুষ যে অনভিনিবেশে প্রারব্ধ ভোগ করেন, তাহা শ্রুতিতে উক্ত আছে—"যে অবস্থায় বিদ্বান্-ব্যক্তির সর্ব্বভূত আত্মাই হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ঘটে, সেই অবস্থায় আত্মার একত্বদর্শনকারী পুরুষের কোন শোক বা কোন মোহ থাকে না।" (১) ঈশোপনিষৎ। ৭

উপদেশাদি-প্রচারিণ্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠতীতি স্বীকার্য্যং। এবঞ্চসতি মণ্যাদি-প্রতিবন্ধ শক্তে র্বহ্নেরিব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাদাহকত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতি-রিতি। বেদান্ত ৪।১।১৫

(১) যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ।৭

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে॥ ঈশ।৬

"যিনি আত্মাতে (পরমাত্মাতে) সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করেন, তাদৃশ দর্শনে মোহ বিদূরিত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।"

এই শ্রুতি মহাভাগবতের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু, শ্রীমদ্ভাগবতে ঈদৃশব্যক্তি উত্তম ভাগবত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১।২।৪৫

শ্রীহরিনাম যোগীন্দ্র বলিলেন—যিনি সর্ব্বভূতে নিজাভিষ্ট ভগবদাবির্ভাব অনুভব করেন, এবং সর্ব্বভূতকে স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানের আশ্রিতরূপে অনুভব করেন, তিনি উত্তম-ভাগবত।

কারলক্ষণাং মুক্তিমাহ—যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥৪॥

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

যত্রেমে ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লক্ষণা জীবন্মুক্তি বর্ণন করিবার পর শ্রীসূত-গোস্বামী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লক্ষণা অন্তিমা মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন। *

"যদি এই বৈশারদী দেবী মতি মায়া উপরতা হয়, তবে নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়াছেন—মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তাহা হইতে সম্পন্ন পুরুষ স্বমহিমায় পূজিত হয়েন।" শ্রীভা—১।৩।৩৪ ॥৪॥

মহাভাগবত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবদনুভব-সম্পন্ন থাকেন। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেরও এই অবস্থা—তাঁহারাও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্রহ্মানুভব-সম্পন্ন থাকেন। এইজন্য —পরতত্ত্ব-বৈমুখ্য-জনিত অবিদ্যা-কর্ত্তৃক পরাভব, অবিদ্যাপরাভব-হেতু শোক-মোহ প্রভৃতি সংসার-দুঃখ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; ইহাই পরবর্ত্তিনী তত্র কো মোহঃ ইত্যাদি শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন।

এস্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য—"একত্বমনুপশ্যতঃ" ইহার একত্বপদে জবন্মুক্ত পুরুষ মাত্রেরই ঈশ্বরাভিন্নত্ব দর্শন অভিপ্রেত হয় নাই; যাঁহারা (জ্ঞান-যোগে) পরমাত্মার সহিত সাযুজ্যাভিলাষী, তাঁহাদের অনুভবের রীতি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিযোগে যাঁহারা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের শ্রীভগবানের সহিত সেবা-সেবক-বিভেদ বিদ্যমান থাকে; তাহা, কি সাধক-দশায়, কি জীবন্মুক্ত দশায়, কি উৎক্রান্ত দশায়—সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ভক্তগণের কখনও সেবক-ভাব তিরোহিত হয় না। তাঁহাদের সর্ব্বত্র একত্বদর্শন—উত্তম ভাগবতের লক্ষণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদনুরূপ; তাঁহারা সর্ব্বভূতে নিজেষ্ট ভগবানের স্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করেন, সর্ব্বভূতকে তাঁহার আশ্রিত অনুভব করেন। এই প্রকারে সতত শ্রীভগবদনুভব-সুখে মগ্ন থাকেন বলিয়া, দেহস্থিতি-সত্ত্বেও দৈহিক ব্যাপার সুখ-দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। ব্রহ্মবিদ্ সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবন্মুক্তি জীবদ্দশায়; আর অন্তিমামুক্তি দেহ-

এষা জীবন্মুক্তিদশায়াং স্থিতা বিশারদেন পরমেশ্বরেণ দত্তা দেবী দ্যোতমানা মতির্বিদ্যা তদ্রূপা যা মায়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-বিদ্যাবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ সা যদি উপরতা নিবৃত্তা ভবতি তদা ব্যবধানাভাসস্যাপি রাহিত্যাৎ সম্পন্নো লব্ধব্রহ্মানন্দ-সম্পত্তিরেবেতি বিদুর্মুনয়ঃ। ততশ্চ তৎসম্পত্তিলাভাৎ স্বে মহিম্নি স্বরূপসম্পত্তাবপি মহীয়তে পূজ্যতে প্রকৃষ্টপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—এই—জীবন্মুক্তি-দশায় স্থিতা, বৈশারদী—বিশারদ—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক দত্তা, দেবী—দ্যোতমানা—প্রকাশমানা, মতি—বিদ্যা, তদ্রূপা যে মায়া—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যে বিদ্যা (জ্ঞান) তাহার আবির্ভাবের দ্বারস্বরূপা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তি, তাহা যদি উপরতা—নিবৃত্তা হয়, তাহা হইলে ব্যবধানাভাসও থাকেনা বলিয়া, নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়াছেন, মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তাহা হইতে—ব্রহ্মানন্দ সম্পত্তি লাভ হেতু স্বমহিমায়—স্বরূপ-সম্পত্তিতেও পূজিত হয়েন—প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন।

[বিবৃতি—উক্ত শ্লোকের 'যদি'—এই অব্যয় পদটী অসন্দেহে সন্দেহ বচন ; যদি বেদাঃ প্রমাণং স্যুঃ—বেদ যদি প্রমাণ হয়,

---

ত্যাগের পর। উভয়বিধ মুক্তির "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণা"—এই একই বিশেষণ যোজনা (জীবন্মুক্তির বিশেষণ ৩য় অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) করিবার অভিপ্রায়—(১) উভয় প্রকারের মুক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সম্ভব হয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উভয়বিধ মুক্তির লক্ষণ ; (২) আর, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা যেমন মুক্তি লাভ করা যায়, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দ্বারাও তেমন মুক্তি লাভ করা যায়, সুতরাং ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তি হইতে ইহা পৃথক্ ;—এই দুইটী বিষয় জ্ঞাপন করা।

বলা বাহুল্য, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি পরিশেষে অন্তিমামুক্তি লাভ করেন। উদ্ধৃত শ্লোক-ব্যাখ্যায় উভয়বিধ মুক্তির তারতম্য প্রদর্শিত হইবে।

এই প্রকার। বেদ যে স্বতঃপ্রমাণ তাহা প্রসিদ্ধ আছে। 'যদি প্রমাণ হয়'—একথা বলায় প্রামাণিকত্ব যেমন দৃঢ় হইল, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে;—যদি-শব্দদ্বারা জীবন্মুক্ত পুরুষের চরম মুক্তি-কালে সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তি নিবৃত্তির নিশ্চয়তা সূচিত হইল। জীবন্মুক্তি-দশায় মায়িক দেহের স্থিতি-হেতু মায়াসম্বন্ধ সম্যক্ তিরোহিত হয় না। তবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার কি প্রকারে সম্ভব হয়? তাহার উত্তর—মায়া তমঃ-রজঃ-সত্ত্ব—ত্রিগুণময়ী। এই মায়াদ্বারা জীব আবৃত। তমোরজোগুণের আবরণ অস্বচ্ছ, সত্ত্বগুণের আবরণ স্বচ্ছ। যেমন মৃৎপাত্রে আবৃত দীপ প্রকাশ-রহিত, কাচপাত্রে আবৃত দীপ প্রকাশমান; তদ্রূপ যতক্ষণ জীবের তমোরজোগুণের আবরণ থাকে, ততক্ষণ জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন। সত্ত্বগুণের আবরণে জীব জ্ঞানবান্। তমোরজোগুণের আবরণ তিরোহিত হইলে, জীব সত্ত্ব-গুণে আবৃত থাকিলেও নিজ স্বরূপ ও পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। সাধনদ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া-নিবৃত্তি-কালে তমোরজো-গুণের আবরণ নিবৃত্ত হইলেও (ঈশ্বরেচ্ছায়) কিছুদিন যাঁহাদের স্বত্ত্বগুণের আবরণ ঘুচে না, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষের সত্ত্বগুণের এই আবরণ থাকিলেও তিনি তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন; কারণ, মায়ার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সম্বন্ধ থাকে শ্রীভগবানের সহিত। সত্ত্ব-গুণময়ী মায়া ঈশ্বরেচ্ছায় বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহাকে বৈশারদী অর্থাৎ পরমেশ্বর-দত্তা বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় মায়া প্রকাশা-ত্মিকা বলিয়া দেবী—দ্যোতমানা। এ সময় মায়া স্বরূপাবরণ ও অস্বরূপ (দেহাদিতে) আবেশ ঘটায় না বলিয়া মতি—বিদ্যা। বিদ্যা—জ্ঞানপদার্থ। মায়া স্বরূপতঃ জ্ঞান-পদার্থ নহে, ঈশ্বরানু-প্রাণিতা হইয়া জ্ঞানরূপিণী।

সত্ত্বগুণময়ী মায়া প্রকাশাত্মিকা হইলেও পরতত্ত্ব-বস্তুকে প্রকাশ

করিতে পারে না ; তাহা স্বরূপশক্তি-সহায়ে প্রকাশমান। স্বরূপশক্তি চিদ্রূপিণী—জ্ঞান-পদার্থ। জীব যখন স্বরূপশক্তির কৃপাভাজন হয়, তখন পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। স্বরূপশক্তির বহুবিধ প্রকাশ। তন্মধ্যে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহার একবিধ প্রকাশ। সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তির স্থিতিকালেও স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার আবির্ভাব সম্ভব হয় ; পরন্তু প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া জীবের হৃদয়ে বিদ্যাবৃত্তি আবির্ভূত হয়েন, এইজন্য তাহাকে বিদ্যাবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। তবে নিত্যই বিদ্যাবির্ভাবে সত্ত্বগুণময়ী মায়াবৃত্তির সহায়তা প্রয়োজন হয়, একথা যেন কেহ মনে না করেন ; ঘরে প্রবেশ করিলে আর দ্বারের সহায়তা আবশ্যক করেনা। কাচপাত্রে আবৃত বস্তু সূর্য্যরশ্মিযোগে প্রকাশ পাইতে পারে। তা'বলিয়া সকল বস্তুকেই সূর্যরশ্মিদ্বারা প্রকাশ পাইতে হইলে কাচপাত্রদ্বারা আবৃত হইতে হয় না, অনাবৃত বস্তু রশ্মি-সংযোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; আবৃত বস্তুর মধ্যে কেবল কাচপাত্রে আবৃত বস্তু প্রকাশ পায়। এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে ;—যাঁহারা মায়ামুক্ত তাঁহারা সতত স্বরূপশক্তি-যোগে প্রকাশমান। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা কেবল সত্ত্বগুণোপাধি দ্বারা আবৃত, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার সাহায্যে ঈশ্বরানুভব লাভ করেন। তখন ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান থাকিলেও তাহা বাস্তবিক ব্যবধান নহে ; সত্ত্বগুণময়ী মায়াবৃত্তি ব্যবধানাভাসের মত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্মদেহ নাশের সঙ্গে মায়ার উক্ত উপাধিও তিরোহিত হয়। তখন জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় পরমানন্দ-সম্পত্তি—ব্রহ্মানন্দ বা ভগবৎসেবা-সুখ প্রাপ্ত হয়। এই সময় জীব যেমন পরমানন্দ-সম্পত্তিলাভে কৃতার্থ হয়, তেমন স্বরূপ-সম্পত্তিতেও গৌরবান্বিত হয়। ইহার পূর্ব্বে স্বরূপ মায়াদ্বারা আবৃত ছিল।

খনিগর্ভস্থিত মণির ন্যায় স্বরূপ-সম্পত্তিসমূহও অনভিব্যক্ত ছিল। মণি খনি-গর্ভ হইতে সূর্য্যরশ্মি-সমুদ্ভাসিত ভূপৃষ্ঠে উত্তোলিত হইয়া যেমন নিজদ্যুতি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ জীব মুক্তাবস্থায় নিজ স্বরূপ-সিদ্ধ গুণসমূহ (১) দ্বারা উত্তমরূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়।

এই ব্যাখ্যার নিষ্কর্ষ—বদ্ধজীব, মায়াদ্বারা আবৃত-স্বরূপ, মুক্তজীব অনাবৃত-স্বরূপ (আত্মা)। জীবন্মুক্তি-দশায় আবরণাভাস-স্বরূপ সত্ত্বগুণোপাধি থাকে। অন্তিমামুক্তিতে তাহাও বিদূরিত হয়। সম্যক্ মায়ানিবৃত্তিতে পরমানন্দ-প্রাপ্তি। তাহার কারণ—ভগবৎ-প্রাপ্তি ব্যতীত কিছুতেই মায়া-নিবৃত্তি ঘটে না; সুতরাং যাঁহার মায়া-নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, তিনি শ্রীভগবানকে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান পরমানন্দ-বস্তু। এইজন্য মায়া-নিবৃত্তিতে পরমানন্দ-প্রাপ্তি নিশ্চিত হইয়াছে। মুক্তিতে এই পরমানন্দ-প্রাপ্তির সঙ্গে জীব-স্বরূপের গুণ সমূহও অভিব্যক্ত হয়।—ইহাই উক্ত শ্লোকের সার মর্ম্ম।] ॥ ৪ ॥

---

(১) জীবের স্বরূপ-সম্পত্তি বা স্বভাব-সিদ্ধ গুণ—জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রভৃতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডে তৎসমূহের উল্লেখ আছে; যথা,—

জ্ঞানাশ্রয়োজ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যোব্যাপ্তিশীল শ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি॥

অত্র পূর্বং তত্ত্বভগবৎপরমাত্মসন্দর্ভেষ্বেবং মূলেন শ্রুত্যাদিভিশ্চ প্রতিপাদিতম্। জীবাখ্যসমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খল্বংশ একো জীবঃ। স চ তেজোমণ্ডলস্য বহিশ্চররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্য তস্য বহিশ্চরচিৎপরমাণুঃ। তত্র তস্য ব্যাপকত্বাৎ তদেকদেশত্বমেব জীবে স্যাৎ। নিরাকারতয়া তদেকদেশত্বম্ ন বিরুদ্ধম্। তথাপি বহিশ্চরত্বং তদাশ্রয়িত্বাৎ। তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভাব্যত্বাচ্চ বহিশ্চরত্বং ব্যপদি-

---

এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে পূর্ব্বে তত্ত্ব-ভগবৎপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তি–বিশিষ্ট যে পরমতত্ত্ব, একজীব (প্রত্যেক জীব) তাঁহার অংশ। সেইজীব তেজোমণ্ডল সূর্য্যের বহিশ্চর রশ্মি-পরমাণুর মত পরমচিদেকরস তাঁহার বহিশ্চর চিৎপরমাণু। তাহাতে (জীবেশ্বরের ঈদৃশ সংস্থানে) পরমতত্ত্বের ব্যাপকত্বনিবন্ধন, জীবে তাঁহার একদেশত্বই আছে। পরতত্ত্ব নিরাকার (বিভু) বলিয়া জীবের পক্ষে তাঁহার একদেশত্ব বিরুদ্ধ নহে। জীব একদেশে অবস্থান করিলেও অন্তশ্চর নহে, পরতত্ত্বের আশ্রিত বলিয়া বহিশ্চর। পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব-নিবন্ধন, ছায়াদ্বারা রশ্মি যেমন অভিভব প্রাপ্ত হয়, মায়াকর্তৃক তদ্রূপ পরাভবের যোগ্য হইয়াছে বলিয়া, জীবকে তাঁহার বহিশ্চর বলা যায়। পরতত্ত্বের ব্যতিরেক হইতে ব্যতিরেকিতা-নিবন্ধন জীবের যে আশ্রয়িভাব,তাহাই তাহার রশ্মি-স্থানীয়ত্ব এবং পরমতত্ত্ব ও তাঁহার বহিশ্চর রশ্মিপরমাণুরূপী জীব—এই দুইয়ের বিদ্যমানতায়ও যে এক বস্তুত্ব শ্রুতি অর্থাৎ অদ্বয় পরমতত্ত্বের প্রসিদ্ধি (১) বা সাক্ষান্নির্দ্দেশ, তাহা পূর্ব্বযুক্ত্যনুসারে

---

(১) শ্রুতিঃ—বার্ত্তা। ইতি—মেদিনী। (২) সাক্ষান্নির্দ্দেশস্তু শ্রুতিঃ। ইতি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।

শ্যতে। রশ্মিস্থানীয়ত্বঞ্চ তদ্ব্যতিরেকাদ্ ব্যতিরেকিতয়া যস্তদাশ্রয়িভাবঃ, যা চ পূর্ব যুক্ত্যা বহিশ্চরত্বেঽপ্যেকবস্তুত্বশ্রুতিস্তদাদিভির্গম্যতে। শক্তিত্বঞ্চ তদ্রূপতয়ৈব তদীয়লীলোপকরণত্বাৎ। অণুত্বঞ্চ শব্দাৎ হরিচন্দনবিন্দুবৎ তস্য প্রভাবলক্ষণগুণেনৈব সর্বদেহ-

---

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা জানা যায়। বহিশ্চররূপেই জীব পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি লীলার উপকরণ বলিয়া তাঁহার শক্তি। শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি-প্রমাণে জীবের অণুত্ব জানা যায়; হরিচন্দন-বিন্দুর ন্যায় প্রভাব-লক্ষণ গুণদ্বারাই তাহার সর্ব্বদেহ-ব্যাপ্তি সম্ভব হয়।

[**বিবৃতি**—জীবকে পরমতত্ত্বের অংশ বলায় কেহ যেন মনে না করেন, জীব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ; ঈশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ অংশ মৎস্যাদি অবতার-সমূহ। জীবাখ্য সমষ্টি শক্তির অংশ ব্যষ্টি জীব। এই জীবকে সমষ্টি-শক্তি-বিশিষ্ট পরম-তত্ত্বের অংশ বলা হইয়াছে।(১)

---

(১) প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ব্যষ্টি জীব; আর সমস্ত জীবের সমবেত সত্তা সমষ্টি জীব। এ সম্বন্ধে পরমাত্ম-সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"অত্র রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়োব্যষ্টিঃ। তত্র সর্ব্বাভিমানী কশ্চিৎ সমষ্টিরিতি জ্ঞেয়ম্॥ ৩৮॥"

ব্যষ্টি জীব রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়; সর্ব্বাভিমানী কেহ সমষ্টি জীব॥ ৩৮॥

আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টি জীব; ব্রহ্মা—সমষ্টি জীব।

তৎপর জীব যে শক্তিরূপেই অংশ, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা:—

"জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশো ন তু শুদ্ধস্যেতি গময়িত্বা জীবস্য তচ্ছক্তিরূপত্বেনৈবাংশত্বমিত্যনেনৈবাংশত্বমিত্যেোদ্যঞ্জয়ন্তি * * * * ॥৩৯॥

১০ স্কন্দের ৮৭ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা—জীব, জীবশক্তি-বিশিষ্ট তোমারই অংশ;— শুদ্ধ তোমার নহে,—ইহা জানাইয়া, জীব তাঁহার শক্তি-স্বরূপ বলিয়াই অংশ, — এই হেতুই জীবকে শ্রীভগবানের অংশ বলিয়া ব্যঞ্জিত করিতেছেন ॥৩৯॥" (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। জল বলিতে যেমন জলকণা-সমূহের সমষ্টি বুঝায়, জীব নামক শক্তিও তেমন অনন্ত জীবের সমষ্টি। জলকণা যেমন জলরাশির অংশ, প্রত্যেক জীবও তেমন জীব নামক সমষ্টি শক্তির অংশ। শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়া শক্তির অভিব্যক্তি। জীবাখ্য-শক্তি অনন্তধা (১) বিভক্ত হইলেও, ঈশ্বর এক স্বরূপেই সকলের নিয়ামক (২)। শক্তির প্রতি অংশে (প্রতিজীবে) পৃথক্ পৃথক ভাবে তাঁহার নিয়ামকত্ব আছে বলিয়া প্রতি জীবকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর চিদেকরস অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ। চিৎ—জ্ঞান; ঈশ্বরের সমুদয় স্বরূপ জ্ঞানময়, তাঁহার কোন অংশে অজ্ঞান বা জড়-মায়ার সম্পর্ক-লেশও নাই। তেজোময় সূর্য্যের রশ্মিপরমাণু যেমন এক অংশ, তাহাও অণুপরিমিত তেজ—চিন্ময় ভগবানের উক্তরূপ এক অংশ যে জীব, তাহাও অণুপরিমিতচিৎ। সূর্য্যের রশ্মিপরমাণু যেমন সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে প্রকাশ পায়, জীবও তেমন ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অভিব্যক্তির বাহিরে (সত্তার বাহিরে নয়) প্রকাশ পাইতেছে। জীব নিজের ক্ষমতায় ঈশ্বরের স্বরূপে বা স্বরূপশক্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, যে স্থানে তাঁহার স্বরূপ ও স্বরূপশক্তি-কার্য্যের অনভিব্যক্তি, কর্ম্মপরবশ হইয়া তথায় বিচরণ করে। এই জন্য জীবকে বহিশ্চর

সমষ্টি-জীবস্বরূপ যে ব্রহ্মা, তাহা হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ভুবন সমূহস্থ জীব সকলের সৃষ্টি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় মহাবিষ্ণু নিখিল জীব-শক্তির আধার। এই মহাবিষ্ণু জীবাখ্য-সমষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্ব।

(১) কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ॥

(২) একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
শ্রুতিঃ।

চিৎপরমাণু বলা হইয়াছে। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জীব তদীয় স্বরূপের লীলাভূমি ও স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি-স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠাদি-ধাম প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতঃপর চিৎকণ জীব-স্বরূপের স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব বিভু—সর্ব্বব্যাপী; জীব অণু, তৎপরিমিত-স্থানভাগী; পরমতত্ত্ব অনন্ত, জীব অতি ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ। এই জন্য ঈশ্বর জীবের আশ্রয় (আধার) হইলেও ঈশ্বরের সত্তা যতদূর, জীব ততদূর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না; নিজ পরিমাণ মত স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। এই জন্য জীবে একদেশত্ব আছে, অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের একদেশভাগী।

ভিতরের বস্তুই অংশভূত হইতে পারে, বহিশ্চর জীব কিরূপে পরতত্ত্বের অংশ হয়? তাহার উত্তর—পরমতত্ত্বের সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু তাঁহার একদেশত্ব (অংশত্ব) বিরুদ্ধ নহে। এই একদেশ স্বরূপ ও স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগ। এই বহিঃ-প্রদেশও যে ঈশ্বরের সত্তাশূন্য নহে—তাহা বলা বাহুল্য; যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাহা হইলেও মায়ার অতীত চিন্ময়ধামে তিনি প্রকাশমান আছেন, মায়ার অধিকারে প্রকাশমান নহেন। পরম-তত্ত্বের অভিব্যক্তির বহির্ভাগে জীব বিচরণ করে বলিয়া বহিশ্চর, অন্তশ্চর নহে; অর্থাৎ স্বরূপাভিব্যক্তি-স্থান বৈকুণ্ঠাদিতে স্বতঃ বিচরণ করিতে সমর্থ নহে।

জীব পরমতত্ত্বের অংশ-বিশেষ হইয়াও তদীয় বহিশ্চর কেন? তাহার উত্তর—সূর্য্যের রশ্মি পরমাণু যেমন ছায়াদ্বারা অভিভূত—প্রকাশ রহিত হয়, জীবও তেমন মায়াদ্বারা অভিভূত—জ্ঞানরহিত হইয়া জ্ঞানঘন পরতত্ত্বের বহিশ্চর হইয়াছে অর্থাৎ নিজাশ্রয়ভূত পরমতত্ত্বকে অনুভব করিতে পারিতেছে না।

জীবকে পরমতত্ত্বের রশ্মিস্থানীয় বলিবার তাৎপর্য্য—সূর্য্য

প্রকাশমান থাকিলে সূর্য্যরশ্মিও প্রকাশ পায়, সূর্য্যের অস্ত-গমন-কালে সূর্য্যরশ্মিও অস্তমিত হয়;—সূর্য্যের সত্তায় রশ্মির সত্তা, সূর্য্যের অভাবে রশ্মির অভাব। তদ্রূপ ঈশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি-লীলায় অনুরত আছেন বলিয়া জীবের প্রকাশ। তিনি সৃষ্ট্যাদি-লীলা-বিরহিত হইয়া (১) অবস্থান করিলে জীবের প্রকাশাভাব ঘটে; ইহাতে বুঝা যায়, জীব পরমতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, ইহাই জীবের রশ্মিস্থানীয়ত্ব।

বহিশ্চরত্বেও একবস্তুত্ব শ্রুতি—একথার তাৎপর্য্য :— এস্থলে একবস্তুত্ব-পদে জীবেশ্বরের একবস্তুত্ব উল্লেখ অভিপ্রেত নহে; কারণ, জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব এই সম্প্রদায়ের একটী প্রমেয়। এইজন্য পরমেশ্বরের একবস্তুত্ব—অদ্বয়রূপত্ব শ্রীমদ্ভাগবত (২) ও শ্রুতি

---

(১) ব্যতিরেক শব্দের অর্থ অভাব। "পরমতত্ত্বের অভাবে জীবের অভাব" — যদিও সন্দর্ভে এই মর্ম্মের লেখা আছে, তথাপি "অভাব" অর্থ এস্থলে অভিপ্রেত নহে। কারণ, তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যও আচার্য্যের পক্ষে শ্রীভগবানের অভাব কল্পনা অসম্ভব। তাঁহারা ঈশ্বর-কোটিতে অবস্থান করেন, সতত পরমতত্ত্বানুভবে মগ্ন। শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিচরণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য, ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন। তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য প্রিয়তম শ্রীভগবানের অভাব-কল্পনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এইজন্য তদ্ব্যতিরেকাৎ পদের "সৃষ্ট্যাদি-লীলা-বিরহিত হইয়া অবস্থান করিলে" — এই অর্থ করা হইল। অন্যেও ঐরূপ কল্পনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেনা; ঐরূপ কল্পনা সকলের পক্ষেই অসঙ্গত।

সৃষ্ট্যাদি বলিতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি স্থিতি লয় বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান যখন সৃষ্ট্যাদি-লীলা-বিরহিত হইয়া অবস্থান করেন, তখন শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে তিনি নিজ পরিকরগণের সহিত বিবিধ লীলায় নিরত থাকেন।

(২) যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।—শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রভৃতির (৩) প্রতিপাদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জীব বহিশ্চর পরমাণুস্বরূপ ইহা স্বীকৃত হইলে, পরতত্ত্বের সত্তাতিরিক্ত অন্যবস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়; তাহাতে একবস্তুত্ব থাকে কিরূপে? ইহার উত্তর—এক পরমতত্ত্বই সর্ব্বমূল। তাঁহা হইতে নিখিল শক্তি ও শক্তি-কার্য্যের প্রকাশ। তাঁহার সত্তাছাড়া কাহারও সত্তা নাই, এই জন্য শাস্ত্রে একবস্তুরই প্রসিদ্ধি আছে। জীব ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও পরমতত্ত্বের শক্তি-বিশেষ এবং স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন। আর, তাঁহাতে বহুশক্তির সমাবেশ-হেতু তাঁহা হইতে ভিন্ন (৪) জীব পরমতত্ত্বের স্বরূপাতিরিক্ত হইলেও স্বতন্ত্র নহে, এস্থলে ইহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতঃপর জীবের শক্তিত্বের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের তিন শক্তি—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-ধামগত লীলা-বিস্তার করিতেছেন; আর, মায়াশক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-লীলা নিষ্পন্ন করেন। (তাহা হইলেও সৃষ্টি-প্রভৃতি

---

(৩) একমেবাদ্বিতীয়ং।—শ্রুতি।

(৪) জীবেশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত—

তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তি-ব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদ-নির্দ্দেশঃ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য-দর্শনাৎ ভেদ-নির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ। ৩৭।

এই প্রকারে জীবের শক্তিত্ব নিশ্চিত হইলে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরানুপ্রবেশ-হেতু, শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকহেতু এবং চেতনত্ব-সম্বন্ধে কোন বিশেষ না থাকায়, কোন কোন স্থলে জীবেশ্বরে অভেদ নির্দ্দেশ; আর, একই বস্তুতে বিবিধ শক্তির সমাবেশ-দর্শন হেতু, ভেদ-নির্দ্দেশও অসঙ্গত নহে।

কার্য্যে জীবেরই মুখ্যোপকরণত্ব বুঝিতে হইবে।) জীব এইরূপে লীলার উপকরণ-বিশেষ বলিয়া তাহাকে শক্তি বলা হয়।

জীব যে অণুচৈতন্যরূপ তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া, সেই জীব কিরূপে বৃহদায়তন দেহের সর্ব্বত্র সত্তার উপলব্ধি করায় তাহা বলিয়াছেন। জীব যে অণুচৈতন্য-স্বরূপ, তাহা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায়। যথা—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
শ্বেতাশ্বতর। ৫।৯

কেশাগ্রের (সূক্ষ্মতায়) শত ভাগের এক ভাগকে আবার শত ভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, জীবকে তত সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব ভগবৎ-প্রপন্ন হইলে মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।

এই পরমসূক্ষ্ম জীব দেহের একদেশ (হৃদয়)-স্থিত হইলেও তাহার যে ইচ্ছা-ক্রিয়া-অনুভবাত্মক প্রভাব আছে, তদ্দ্বারা সমস্ত দেহ—দেহের প্রতি অংশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে; তাহাতে মনে হয়, জীব—আমি সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছি। হরিচন্দন-বিন্দু যেমন দেহের এক স্থান-স্থিত হইলেও সকল দেহাহ্লাদকরূপে অনুভূত হয়, অণুচৈতন্য জীবেরও সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। (১)]

---

(১) অবিরোধশ্চন্দনবৎ। ২।৩।২৩ এই ব্রহ্মসূত্রে অণুচৈতন্যজীবের দেহ-ব্যাপ্তি নিরূপিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন-বিপ্রুষঃ॥
মাধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এই জীব অণুমাত্র হইলেও নিজদেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে; হরিচন্দনবিন্দু যেমন দেহের একস্থানে থাকিয়া সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, ইহাও তদ্রূপ।

ব্যাপ্তেঃ। সর্বং চৈতৎপরমস্যাচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদবিরুদ্ধমিতি পূর্ব্বং দৃঢ়ীকৃতমস্তি, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়েন, একদেশস্থিতস্যাগ্নে-

অনুবাদ—পরমতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তিময় (১) বলিয়া এসকল বিরুদ্ধ নহে; বক্ষ্যমাণ প্রমাণদ্বয়দ্বারা পূর্ব্বে তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। প্রমাণদ্বয় যথা—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ব্রহ্মসূত্র। ২। ১। ২৭

ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে যুক্তি-বিরোধ নাই। লোকে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, ঈশ্বরে তাহা অবিরুদ্ধরূপে বিদ্যমান আছে। "যিনি পরমাত্মা তিনি বিরুদ্ধ হইয়াও অবিরুদ্ধ, অনুরাগবান্ হইয়াও অনুরাগহীন, ইন্দ্র হইয়াও অনিন্দ্র, প্রবৃত্ত হইয়াও অপ্রবৃত্ত; তিনি প্রকৃতির অতীত।"—এইরূপ পৈঙ্গাদি-শ্রুতির শব্দমূলত্ব নিবন্ধন ঈশ্বরে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। (২) অর্থাৎ ঈশ্বরে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার কোন যুক্তি নাই; শ্রুতি বলিতেছেন—ঈশ্বরে এসকল বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, শ্রুতির শব্দ-সকলই প্রমাণ;—ঐসকল শব্দ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষ-রহিত;—সত্য। (৩)

---

(১) অচিন্ত্যং — তর্কাসহং। * * * যদ্বা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ। * * * দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বমিতি। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ১৬॥

(২) উক্ত সূত্রের মাধ্ব-ভাষ্যের মর্ম্ম।

(৩) পরমাত্মসন্দর্ভে এই সূত্র-প্রমাণে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই :— তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি, চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থ-প্রসব-লৌহ-চালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন শ্রুতেস্তু শব্দ-মুলত্বাদিতি॥৪৮॥ (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।১।২২।৫৪

"একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বহুস্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, তেমন এই জগৎ পরমব্রহ্মের শক্তি।" (১)

[বিবৃতি—জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই দুই শক্তির সম্মিলনে জগৎ রচিত। যেমন গৃহের একস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে সমস্ত গৃহে আলোক বিস্তৃত হয়, তেমন পরমেশ্বর মায়ার অতীত চিন্ময়ধামে বিহার করিলেও তদ্বহির্ভাগে জীব-শক্তি ও মায়াশক্তির অনন্ত বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি আছে; তাহাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিত। যেমন জ্যোৎস্না অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু জ্যোৎস্না অগ্নি নহে; তদ্রূপ জীব ও মায়ার জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, আবার দুই বস্তুও ঈশ্বর নহে। এই শ্লোকে ঈশ্বর অগ্নি-স্থানীয়, জগৎ জ্যোৎস্না-স্থানীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী এস্থলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্থাপন করিতেছেন।]

সুতরাং পরমাত্মা নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবে বিরাজমান হইলেও তদীয় অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন জগদাদিরূপে পরিণাম প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্য-শক্তির দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়,— চিন্তামণি সর্ব্বার্থ প্রসব করে— চিন্তামণির নিকট যাহা যাহা অভিলাষ করা যায়, সেই সেই বস্তু পাওয়া যায়; অয়স্কান্ত — চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে। এই দুই বস্তুতে যেমন অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায়, পরমেশ্বরেও তদ্রূপ অচিন্ত্য-শক্তি আছে। শ্রীবেদব্যাস শ্রুতেস্তু ইত্যাদি সূত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

(১) এই শ্লোক-প্রমাণে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা এই :—

অত্রেয়ং প্রক্রিয়া— একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ

রিত্যাদিনা চ। তত্র জীবেশ্বরযোরত্যন্তাভেদে যুগপদবিদ্যাবিদ্যা-

অনুবাদ—জীবেশ্বরের স্বরূপ-বিচার-উপলক্ষে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে, তদুভয়ের অত্যন্তাভেদ স্বীকৃত হইলে, একই সময়ে অবিদ্যা ও বিদ্যার আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয়না।

[বিবৃতি—জীব অবিদ্যা-পরবশ, ঈশ্বর জ্ঞানময়; এই দুইয়ের মধ্যে যদি কিছুমাত্র ভেদ না থাকে,—উভয় যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে একই সময়ে, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়কে অবলম্বন করিতে পারেনা। একই বস্তুতে সময়-ভেদে ধর্ম্মভেদ হইতে পারে, কিন্তু একসময়ে তাহা অসম্ভব। জীব আর ঈশ্বরে একই সময়ে ধর্ম্মভেদ দেখা যায়;—যে সময়ে জীব অবিদ্যাপ্রাপ্ত, সে সময়ে ঈশ্বর বিদ্যা-পরিসেবিত; ইহা হইতে বুঝা যায়, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্ত্তমান আছে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ সত্য। অত্যন্তাভেদ স্বীকার করিলে, এই সত্যের অপলাপ করিতে হয়;—একথা ভগবৎসন্দর্ভ প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে।]

[জীব, ঈশ্বরের তটস্থাশক্তি ও অংশ; এতদ্দারা জীবেশ্বরের

তেজইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-রশ্মি তৎপরমাণু-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে — একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানের শক্তিসমূহের স্বাভাবিকী স্থিতি এবং শক্তি ও শক্তি-মানের অভেদ প্রতিপাদনোপলক্ষে বলিতেছেন, এ বিষয়ে প্রক্রিয়া এইরূপ— একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক-অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান), স্বরূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা), জীব ও প্রধান — এই চারি রূপে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থিত তেজ যেমন মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত রশ্মি, রশ্মিপরমাণু ও প্রতিচ্ছবি-রূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ। একদেশ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে।

শ্রয়ত্বাদ্যনুপপত্তিশ্চ পূর্বং বিবৃতা। তত্ত্বমসীত্যাদৌ লক্ষণা ত্বত্যন্তাভেদে তদংশত্বে চ সমানৈব। পরমতত্ত্বস্য নিরংশত্বশ্রুতিস্তু

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নিশ্চয় করিয়া, তদ্বিষয়ে বিরোধের সমাধান করিতেছেন। বিরোধ—জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে তত্ত্বমসি বাক্যের কি গতি হইবে? তাহাতে যে জীবেশ্বরের অত্যন্তাভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে! তদুত্তরে বলিতেছেন—]

অনুবাদ—তত্ত্বমসি ইত্যাদিতে জীবেশ্বরের অত্যন্তাভেদ স্বীকার করিলে যেমন লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অর্থ বোধ হয়, জীবকে ঈশ্বরের অংশ স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা লক্ষণাদ্বারা) অর্থবোধ হইয়া থাকে। *

---

* এস্থলে চারিটী বিষয় বুঝিবার আছে — (১) তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ, (২) লক্ষণাবৃত্তি, (৩) লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা প্রতিপন্ন তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ, এবং (৪) অত্যন্তাভেদেও অংশত্বে লক্ষণার সমান অবস্থা কিরূপে? ক্রমশঃ তাহা বলা যাইতেছে—

(১) তত্ত্বমসি—ত্বং তৎ অসি—তুমি সেই হও। তৎ—পরোক্ষচৈতন্য। ত্বং—অপরোক্ষ চৈতন্য। পরোক্ষচৈতন্য—ব্রহ্ম। অপরোক্ষচৈতন্য—জীব। (৩৯ পৃষ্ঠায় সবিস্তার দ্রষ্টব্য।)

(২) লক্ষণা—মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। অলঙ্কার-কৌস্তভঃ।

মুখ্যার্থের বাধা হইলে শক্য (বাচ্য) সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য পদার্থ-বিষয়িণী যে প্রতীতি জন্মে, তাহাকে লক্ষণা বলে। গঙ্গায় ঘোষ বাস করে;— লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা এই বাক্যের অর্থ প্রতীত হয়। গঙ্গায় বাস অসম্ভব হেতু, গঙ্গাতীরে বাসই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য।

(৩) শব্দ শ্রবণ মাত্র যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহাই মুখ্যার্থ। তৎপদে যে কোন পরোক্ষ বস্তু বুঝায়, তাহা না বুঝাইয়া পরোক্ষ-চৈতন্য বুঝাইতেছে বলিয়া মুখ্যার্থ বোধ হইল; লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ নিষ্পন্ন হইল;— প্রত্যক্ষ চৈতন্য জীব তুমি পরোক্ষ চৈতন্য। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দ্বিধা প্রবর্ত্ততে। তত্র কেবলবিশেষ্যলক্ষণনির্দেশপরায়া মুখ্যৈব প্রবৃত্তিঃ; আনন্দমাত্রত্বাত্তস্য। আনন্দৈকরূপস্য তস্য স্বরূপশক্তি-বিশিষ্টস্য নির্দেশপরায়াস্তু প্রাকৃতাংশলেশরাহিত্যমাত্রে তাৎপর্য্যা-

---

[অপর বিরোধ—শ্রুতি পরমতত্ত্বকে নিরংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং জীব তাঁহার অংশ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন,] পরমতত্ত্বের নিরংশত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি দুই প্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়,—(১) পরমতত্ত্ব কেবল আনন্দবস্তু বলিয়া, কেবল বিশেষ্যলক্ষণ-নির্দ্দেশপরা শ্রুতির মুখ্যা প্রবৃত্তি। আর, (২) স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট একমাত্র আনন্দমূর্ত্তি তাঁহাকে যে শ্রুতি নিরংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাতে প্রাকৃতাংশের লেশও নাই—ইহাই তাঁহার (শ্রুতির) তাৎপর্য্য হওয়ায় সেই শ্রুতির গৌণীপ্রবৃত্তি।

[**বিবৃতি**—যে সকল শ্রুতি পরমতত্ত্বকে নিরংশ (যাহার কোন অংশ নাই) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতির দুই প্রকার অভিপ্রায়;—(১) তিনি কেবল আনন্দবস্তু—ইহা

---

(৪) যাঁহারা তত্ত্বমসি বাক্যের জীবেশ্বরের অভেদপর অর্থ করেন, তাঁহারা বলেন—পরস্পর বিরুদ্ধ পরোক্ষত্ব-অপরোক্ষত্ব ত্যাগ করিয়া ভাগলক্ষণাদ্বারা একই চৈতন্যে তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য।

প্রত্যক্ষ-চৈতন্য জীবকে পরোক্ষ-চৈতন্য পরমতত্ত্বের অংশ স্বীকার করিলেও এক চৈতন্যেই তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়। কারণ, বিভু-চৈতন্য ঈশ্বর আর অণুচৈতন্য জীবে চিদ্বস্তুগত ঐক্যই স্বীকৃত হয়।

এস্থলে বলা বাহুল্য—তাহা হইলেও স্বরূপগত, শক্তিগত, ও শক্তিকার্য্যগত ভেদের অসদ্ভাব কোনমতে হইতে পারেনা। পরমতত্ত্ব স্বরূপে অনন্ত, তাঁহার অনন্তশক্তি, শক্তিকার্য্যও অনন্ত; জীব স্বরূপে অণু, তাহার শক্তি অতি সামান্য, কার্য্যও যৎকিঞ্চিৎ। জীবেশ্বরের চিদ্বস্তুগত অভেদ সত্ত্বেও স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্যগত ভেদের কখনও অবসান হয়না, ইহা নিত্য।

দ্গৌণী প্রবৃত্তিঃ। সর্বশক্তিবিশিষ্টস্য তস্য তু সর্বাংশিত্বং গীতমেব। তদেবং তস্য রশ্মিপরমাণুস্থানীয়াংশত্বে সিদ্ধে তদ্বৎ সর্বস্যামপি দশায়াং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিস্বরূপধর্ম্মা অপি সিধ্যন্তি।

জানাইবার নিমিত্ত কোন শ্রুতি তাঁহাকে নিরংশ বলিয়াছেন। আর, (২) তিনি আনন্দবস্তু হইলেও তাহা সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত নহে; তিনি আনন্দের মূর্ত্তি;—কেবল তাহাও নহে, স্বরূপানন্দ আস্বাদনেও তিনি নিপুণ। তাহা হইলেও তাঁহাতে প্রাকৃতাংশলেশ নাই—ইহা জানাইবার জন্য কোন শ্রুতি তাঁহাকে নিরংশ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কোন অংশ নাই—এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিরংশ বলা হয় নাই। প্রথম প্রকারের শ্রুতি তাঁহার কোন অংশ স্বীকার করেন নাই বলিয়া মুখ্যভাবে অর্থাৎ অভিধাবৃত্তিতে তাঁহার অংশ নিষেধ করিয়াছেন। আর, দ্বিতীয় প্রকারের শ্রুতি স্বরূপের অংশভূত ধাম, পরিকর, লীলার অস্তিত্ব স্বীকার করতঃ তাঁহার প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি নিষেধ করায় গৌণী অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে অংশ নিষেধ করিয়াছেন।]

অনুবাদ—শ্রুতিই সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট তাঁহার সর্ব্বাংশিত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। (১)

এই প্রকারে জীব পরমতত্ত্বের রশ্মিস্থানীয় অংশ নিশ্চিত হইলে, কি সংসার-দশায়, কি জীবন্মুক্তাবস্থায়, কি মুক্তাবস্থায়—সকল অবস্থাতেই তাহার তাদৃশ (২) কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি স্বরূপ-ধর্ম্ম-

---

(১) ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫।১৪

(২) জীব যেমন সূর্য্যস্থানীয়-পরমেশ্বরের রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়, তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতিও তদনুরূপ অর্থাৎ রশ্মি-পরমাণু যেমন সূর্য্যের আশ্রিত, তাহার

তদ্বদেব চ পরমেশ্বরশক্ত্যনুগ্রহেণৈব তে কার্য্যক্ষমা ভবন্তি। তত্র তেষাং প্রকৃতিবিকারময়কর্ত্তৃত্বাদিকং তদীয়মায়াশক্তিময়ানুগ্রহেণ। অতএব তৎসম্বন্ধাৎ তেষাং সংসারঃ। স্বানুভবব্রহ্মানুভবভগবদনুভবকর্ত্তৃত্বাদিকন্তু তদীয়স্বরূপশক্ত্যনুগ্রহেণ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেদিতি শ্রুতিশ্চ তৎস্বরূপশক্তিং বিনা তদ্দর্শনাসামর্থ্যং দ্যোতয়তি। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যাদি-

---

সকলও সিদ্ধ হয়; আবার পরমেশ্বরের শক্ত্যনুগ্রহেই সেই স্বরূপ-ধর্ম্ম সকল তৎপরিমাণেই (৩) কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

তাহাতে (৪) জীবগণের প্রকৃতি-বিকারময় (৫)-কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের মায়াশক্তিময় অনুগ্রহে নিষ্পন্ন হয়। অতএব মায়া-সম্বন্ধহেতু তাহাদের সংসার-বন্ধন ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে জীব-গণের নিজ স্বরূপানুভব, ব্রহ্মানুভব এবং ভগবদনুভবের কর্ত্তৃত্বাদি তাঁহার (পরমেশ্বরের) স্বরূপশক্তিময় অনুগ্রহেই সম্ভব হয়। "যখন ইহার সকল আত্মাই হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখা যায়?" (৬)—এই শ্রুতি, পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি ব্যতীত তাহাকে দর্শন পাওয়া যায় না,—ইহাই প্রকাশ করিতেছেন।

তুলনায় অতিক্ষুদ্র জীবও তেমন পরমেশ্বরের আশ্রিত ও অতি ক্ষুদ্র; জীবের কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের আশ্রয়ে প্রকাশ পায় এবং তাহা অতি সামান্য।

(৩) জীবের পরিমাণানুরূপ অতি সামান্য।

(৪) স্বরূপধর্ম্ম-সকলের কার্য্যক্ষম হওয়া পক্ষে।

(৫) প্রকৃতির বিকার—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। এই ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্ব-সম্পর্কিত কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব।

(৬) শ্রুতি—যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন

শ্রুতেঃ। অতএব স্বরূপশক্তিসম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে তেষাং সংসার-

---

"এই ভগবান আত্মদর্শনের জন্য যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ যাহার প্রতি নিজগুণে প্রসন্ন হয়েন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। আত্মা তাঁহার সম্বন্ধেই স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন;" (কঠোপনিষৎ ১।২।২৩)—এই শ্রুতি হইতে শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তিময় অনুগ্রহ দ্বারা তাঁহার যে দর্শনলাভ ঘটে, ইহা জানা যায়। অতএব স্বরূপ-শক্তির সম্বন্ধহেতু মায়া অন্তর্হিত হইলে জীবের সংসার-দুঃখের অবসান হয়।

কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। বৃহদারণ্যক ।২।৪।১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যঃ—যত্রতু ব্রহ্মবিদ্যয়া অবিদ্যা নাশমুপগমিতা তত্রাত্মব্যতিরেকেণান্যস্যাভাবো যত্র বৈ অস্য ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বং নামরূপাদ্যাত্মন্যেব প্রবিলাপিতং আত্মৈব সংবৃত্তং যত্রৈবমাত্মৈবভূত্তত্র কেন করণেন কং দ্রষ্টব্যং কঃ পশ্যেত্তথা জিঘ্রেদ্বিজানীয়াৎ।

মর্ম্মার্থ—ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা প্রশমিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তির পক্ষে আত্মাই যখন সকল হয়েন অর্থাৎ যখন তাঁহারা আত্মা ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধি করিতে পারেন না, তখন কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে দেখিবেন? ইত্যাদি। যে অবস্থায় আত্মা-পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও অনুভব থাকেনা—যদ্দ্বারা অনুভব করা যায়, এমন নিজেন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য বস্তুরও উপলব্ধির অভাব হয়, সে সময় সর্ব্বময় পরমেশ্বরের অনুভব থাকে বলিয়া, পরমেশ্বর দ্বারা পরমেশ্বরকে অনুভব করা যায়, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পরমেশ্বর দ্বারা পরমেশ্বরকে অনুভব করা যায়—একথা বলিবার তাৎপর্য্য—স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ-লব্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বরূপ ও স্বরূপশক্তির অভিন্নতা-নিবন্ধন শক্তির কার্য্যকে স্বরূপের কার্য্য বলা হইল।

নাশঃ। যেষান্তু মতে মুক্তাবানন্দানুভবো নাস্তি, তেষাং পুমর্থতা ন সম্পদ্যতে। সতোঽপি বস্তুনঃ স্ফুরণাভাবে নিরর্থকত্বাৎ। ন চ সুখমহং স্যামিতি কস্যচিদিচ্ছা, কিন্তু সুখমহমনুভবামি ইত্যেব। ততশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ তাদৃশপুরুষার্থসাধনপ্রেরণাপি শাস্ত্রে ব্যর্থৈব

যাহাদের মতে মুক্তিতে আনন্দানুভব নাই, তাহাদের মতে মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না। কারণ, বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও স্ফুরণাভাবে তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। (১)

[**বিবৃতি**—সমস্ত জীব আনন্দাভিলাষী, এই জন্য আনন্দই পুরুষার্থবস্তু—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই আনন্দ বর্ত্তমান থাকা স্বত্ত্বেও যাহারা অনুভব করিতে পারে না, তাহারা পুরুষার্থ-বস্তু লাভ করিতে পারে না। কারণ, যাহা আছে, অনুভব-লাভে তাহার থাকা সার্থক হয়; যাহার অনুভব লাভ করা যায় না, তাহার থাকা না থাকা সমান। আনন্দের অনুভব যদি না হইল, তবে তাহা থাকিলেই বা লাভ কি? এই জন্য বলা হইল, স্ফুরণাভাবে বস্তুর বিদ্যমানতা নিরর্থক হইয়া পড়ে।]

[যদি কেহ বলে যে, আনন্দানুভবের প্রয়োজন কি? আনন্দ-স্বরূপ হইতে পারিলেই ত পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে বলিতেছেন—]

অনুবাদ—আমি সুখ হইব—এরূপ ইচ্ছা কাহারও নাই; কিন্তু আমি সুখানুভব করিব এরূপ ইচ্ছাই সকলে করে। তারপর আরও দোষের বিষয় এই হয় যে, প্রবৃত্তির অভাবহেতু অর্থাৎ

---

(১) অদ্বৈতবাদিগণের মতে আনন্দস্বরূপ হওয়াই মুক্তি। যেখানে অনুভব-কর্ত্তা ও অনুভবযোগ্য সামগ্রী থাকে, তথায় অনুভব-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণ ঈদৃশ দুই বস্তু স্বীকার করেন না। এইজন্য ইঁহাদের মতে মুক্তিতে আনন্দানুভব থাকা অসম্ভব।

স্যাৎ। তস্মাতে কেবলানন্দরূপস্যাজ্ঞানদুঃখসম্বন্ধাসম্ভবাৎ তন্নিবৃত্তিরূপশ্চ পুরুষার্থো ন ঘটতে। বিগীতং ত্বীদৃশপুরুষার্থত্বং প্রাচীনবর্হিষং প্রতি শ্রীনারদবাক্যে, দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়-

---

যাহাতে পুরুষার্থবুদ্ধি নাই, তাদৃশ পুরুষার্থ-প্রাপ্তির জন্য সাধনোপদেশ দেওয়ায় শাস্ত্র ব্যর্থ হয়।

[যাহাদের মতে মুক্তিতে আনন্দানুভব নাই] তাহাদের মতে যে জীবস্বরূপ কেবল আনন্দরূপ, তাহার অজ্ঞান ও দুঃখ সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না ; এই জন্য তাহার (অজ্ঞান ও দুঃখের) নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থও হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ পুরুষার্থের কথা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে— "দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় শ্রেয়ঃ (পুরুষার্থ)। কর্ম্মদ্বারা তদুভয় লাভ করা যায় না।" শ্রীভা ৪।২৫।৩ *

---

* সম্পূর্ণ শ্লোক—

শ্রেয়স্তং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি কর্ম্মদ্বারা আপনার কত শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করিতেছ ? দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় শ্রেয়ঃ ; কর্ম্মদ্বারা তদুভয় লাভ করা যায় না।"

কর্ম্মদ্বারা যে সুখ (স্বর্গাদি ভোগ) লাভ করা যায়, তাহাও দুঃখ-মিশ্র এবং নশ্বর-হেতু তদ্দ্বারা পরম সুখ—নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় না ; দেবর্ষি ইহাই বলিয়াছেন। দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম সুখ-প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া এস্থলে নিশ্চিত হইয়াছে। জীবের দুঃখসম্বন্ধ আছে বলিয়াই, দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে ; (জীব) যদি আনন্দরূপ হইত, তাহা হইলে তাহার দুঃখনিবৃত্তির প্রয়োজন ছিলনা।

স্তন্নেহ চেষ্যত ইতি। তস্মাদস্ত্যেবানুভবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতীতি। আত্মরতিঃ আত্মক্রীড় ইত্যাদিশ্চ। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—ভিন্নে দৃতৌ যথা বায়ুর্নৈবান্যঃ সহ বায়ুনা। ক্ষীণপুণ্যাঘবন্ধস্তু তথাত্মা ব্রহ্মণা সহ॥ ততঃ সমস্তকল্যাণসমস্তসুখসম্পদাম্। আহ্লাদমন্যমকলঙ্কমবাপ্নোতি শাশ্বতম্॥ ব্রহ্মস্বরূপস্য তথা হ্যাত্মনো নিত্যদৈব সঃ। ব্যুত্থানকালে রাজেন্দ্র আস্তে হি অ-তিরোহিতঃ॥ আদর্শস্য মলাভাবাদ্ বৈমল্যং কাশতে

সুতরাং মুক্তিতে আনন্দানুভব আছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শ্রুতিই তাহা প্রমাণ করিতেছেন। যথা,—

"এই জীব রস (আনন্দ) লাভ করিয়া আনন্দী (সুখী) হয়।" তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৭

(যিনি প্রাণের প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি) "পরমাত্মাতেই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতি থাকে।" মুণ্ডক ৩।১ ৪

এ বিষয় আরও শ্রুতি-প্রমাণ আছে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও মুক্তিতে আনন্দানুভবের উল্লেখ আছে। যথা,—"দৃতি (ভস্ত্রা) ছিন্ন হইলে যেমন বায়ুর সহিত বায়ু মিলিত হয়,—তদ্রূপ যে আত্মার পাপ-পুণ্য-বন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সে-ই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়; তারপর সমস্ত কল্যাণ ও সমস্ত সুখ-সম্পদের অন্য (অতীত) অকলঙ্ক, নিত্য আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপের তথা জীবাত্মার সেই আহ্লাদ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস-প্রাগভাব রহিত। হে রাজেন্দ্র! ব্যুত্থানকালে (মুক্তিলাভে) অ-তিরোহিত (১) সুখ থাকে। যেমন, মলাভাব

---

(১) অ-তিরোহিত—যাহা লুকাইয়া যায় নাই।

যথা । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধহেয়স্য স হ্লাদো হ্যাত্মনস্তথা ॥ তথা হেয়-গুণধ্বংশাদববোধাদয়ো গুণাঃ । প্রকাশন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে ॥ জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চ মনুজেশ্বর । আত্মনো ব্রহ্মভূতস্য নিত্যমেব চতুষ্টয়ম্ ॥ এতদদ্বৈতমাখ্যাতমেষ এব তবোদিতঃ । অয়ং বিষ্ণুরিদং ব্রহ্ম তথৈতৎ সত্যমুত্তমমিতি । অত্র জীবব্রহ্মণোরংশাংশিত্বাংশেনৈব বায়ুদৃষ্টান্তঃ । অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্বং ত্বন্যতো জ্ঞেয়ম্ । অতঃ পৃথগীশ্বরে স্বরূপভূতানুভবে চ সতি তদ্বৈমুখ্যেনানাদিনা লব্ধছিদ্রয়েশমায়য়া তদনুভবলোপাদেঃ সম্ভবাৎ কথঞ্চিৎসাম্মুখ্যেন তদনুগ্রহান্নিবৃত্তিশ্চাস্তি । আনন্দং

হইতে দর্পণের বিমলতা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা হেয় (অবিদ্যা) দগ্ধ হইলে আত্মার সেই সুখ প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ আবার হেয়গুণ আর্থাৎ মায়িকগুণ সকলের ধ্বংস-হেতু অববোধ (জ্ঞান) প্রভৃতি (স্বরূপসিদ্ধ) গুণ সকল প্রকাশ পায়। এসকল গুণের উৎপত্তি হয় না ; নিত্যই আত্মাতে বিদ্যমান আছে। হে নরাধিপ ! জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম এই চারিটী ব্রহ্মভূত আত্মার নিত্যগুণ। এই অদ্বৈত আখ্যাত (কথিত) হইল। ইহার কথাই তুমি বলিয়াছ। এই অদ্বৈত বিষ্ণু ; ইহা ব্রহ্ম ; ইহা সত্য ; ইহা উত্তম ” ইতি।

এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব-সম্বন্ধাংশে বায়ু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জীব অংশ-স্বরূপ হইলেও অন্য হইতে অর্থাৎ মায়া দ্বারা আবৃত-স্বরূপ বলিয়া, তাহার বহিরঙ্গত্ব বুঝিতে হইবে। অতএব জীবের অনাদি ঈশ্বর-বৈমুখ্য দ্বারা ছিদ্র প্রাপ্তা ঈশ্বর-মায়া-কর্ত্তৃক ঈশ্বরানুভব ও স্বরূপানুভব লোপাদি সম্ভব হেতু, পৃথগীশ্বর ও জীব-স্বরূপ অনুভূত হইলে, কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্য দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া-নিবৃত্তি ঘটে।

[**বিবৃতি**—বায়ুরাশির অংশ যেমন ভস্ত্রাস্থিত বায়ু, তেমন চিদেকরস শ্রীভগবানের অংশ চিৎকণ জীব। জীবেশ্বরের অংশাংশি-সম্বন্ধ ব্যক্ত করিবার জন্য বায়ু-দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ বায়ুর ব্যবধান ঘুচিলে বায়ু যেমন এক হইয়া যায়, পাপপুণ্যের বন্ধন তিরোহিত হইলে, জীবেশ্বর এক হইয়া যায়—এই অংশে নহে। তাহা হইতে পারেনা; কারণ, জীবেশ্বরের অণুত্ব-বিভুত্বরূপ ভেদ নিত্য—উভয়ের স্বরূপই তত্তদ্রূপ।

জীবেশ্বর উভয়ই চিৎস্বরূপ হইলেও উভয়ের ব্যবধানরূপে মায়া বর্ত্তমান আছে; তজ্জন্য জীব ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হইতে পারে না;—স্বরূপ-শক্তির কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে পড়িয়া আছে।

জীবের বহিরঙ্গত্বের মূল ঈশ্বর-বৈমুখ্য। এই বৈমুখ্য কেন, কোথায়, কখন হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহা অনাদি—ইহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বৈমুখ্য-হেতু মায়াকর্ত্তৃক অভিভূত (লুপ্তজ্ঞান) হইয়াছে; তজ্জন্য জীব ঈশ্বরকে জানে না, নিজকেও জানে না। তবে, এই জ্ঞানলোপ যে মায়ার কার্য্য, সেই মায়া ঈশ্বরের অধীন। এইজন্য ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া-নিবৃত্তি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে "পৃথগীশ্বর" বলিবার তাৎপর্য্য—জীব হইতে পৃথগীশ্বর আছেন বলিয়া, তিনি প্রসন্ন হইলে মায়া-নিবৃত্তি করাইতে পারেন; যদি পৃথগীশ্বর না থাকেন, তবে কে মায়া-নিবৃত্তি করাইবে? জীব নিজ শক্তিতে মায়াকে তাড়াইতে পারেনা; সে যে মায়াকর্ত্তৃক পরাভূত। আর মায়াইবা বিনা কারণে চলিয়া যাইবে কেন? যদি বলা যায়, সাধনদ্বারা মায়া-নিবৃত্তি ঘটিবে; তাহাও হইতে পারেনা; কারণ, যে সকল ইন্দ্রিয় (বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়) দ্বারা সাধন সম্ভব, তৎসমুদয় মায়া হইতে উৎপন্ন,—মায়ার অধীন; তাহারা মায়ার বশ্যতা ত্যাগ করিবেনা। এই জন্য বলিলেন, "স্বরূপানুভব হইলে"; স্বরূপ—"দাসভূতো হরেরেব—জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস"]

ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যাদিশ্রুতেঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীত্যত্রাপি। অন্যো ব্রহ্মভাব

—আমি কৃষ্ণদাস এই বোধ জন্মিলে নিজ প্রভুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়। ইহাই "কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্য।" ইহা হইতে মায়া-নিবৃত্তি ঘটে। জীব যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন পরম-করুণ শ্রীভগবান তৎপ্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপা মায়াকে অপসারিত করেন। এইরূপে মায়া-নিবৃত্তি-পক্ষে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-সত্তা এবং জীবের স্বরূপানুভব প্রয়োজন বলিয়া উক্তরূপ (পৃথগীশ্বরে স্বরূপানুভবে চ সতি) বাক্য যোজনা করিয়াছেন।]

অনুবাদ—পরমেশ্বর-সাম্মুখ্য হইতে তদীয় অনুগ্রহে মায়া নিবৃত্তির প্রমাণ, শ্রুতি—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্।
ন বিভেতি কদাচনেতি॥

তৈত্তিরীয়। ২।৪

"যিনি ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, তিনি কখনও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না।"

[পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যই ব্রহ্মানন্দানুভব। তাহাতে নিখিল-ভয়ের হেতুভূতা মায়া নিবৃত্তা হয়; এই জন্য ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি কখনও ভয়-প্রাপ্ত হয়েন না।]

অন্যা শ্রুতি—

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি,
ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

বৃহদারণ্যক। ৪।৪।৬

(কর্ম্মবদ্ধ জীবগণ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে; ভোগান্তে আবার কর্ম্মানুসারে ইহলোকে আগমন করে। প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সহিতই জীবের এই গমনাগমন ঘটে।

স্তথান্যো ব্রহ্মণ্যপ্যয় ইতি স্পষ্টম্। ব্রহ্মভাবানন্তরং তদপ্যয়স্য পুনরভিধানাৎ। অপ্যেতেঃ কর্ম্মতয়া ব্রহ্মনির্দ্দেশাচ্চ। ততঃ চ ব্রহ্মৈব সন্নিতি তৎসামান্যতত্তাদাত্ম্যাপত্ত্যেবাভেদনির্দেশঃ। এবং

যাঁহার কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে,—যিনি আত্মকাম *) "তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ ঊর্দ্ধে গমন করে না; তিনি ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ আত্মকাম ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" এ স্থলেও (১) ব্রহ্মভাব যেমন এক অবস্থা, ব্রহ্মে লয় (ব্রহ্মপ্রাপ্তি) তেমন অন্যাবস্থা—ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু, ব্রহ্মভাব লাভের পর আবার ব্রহ্মাপ্যয়ের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির) কথা উক্ত হইয়াছে; আর, 'অপ্যেতি' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ এই বাক্যে প্রাপ্য ব্রহ্ম কর্ম্মকারক, মুক্তজীব কর্ত্তৃকারক, প্রাপ্য ও প্রাপকরূপে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন হেতু (ব্রহ্মৈব সন্) "ব্রহ্ম হইয়াই" এ স্থলে ব্রহ্ম-সামান্য-ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি অপেক্ষায় অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

* আত্মা—আত্মৈবানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান-ঘন একরসো নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্ নাধঃ। ইতি—শঙ্করভাষ্যঃ।

আত্মকাম—একমাত্র পরতত্ত্বানুভবাভিলাষী।

(১) এই "ও" (মূলের অপি) অব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা (তস্মা দস্তোবানুভবঃ) মুক্তিতে আনন্দানুভব আছে—এই সিদ্ধান্তের পোষকরূপে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল শ্রুতি-স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকলের সহিত। অর্থাৎ যেমন ঐ সকল বাক্য মুক্তিতে আনন্দানুভবের কথা ব্যক্ত করিতেছেন, ন তস্য ইত্যাদি শ্রুতিও তেমন মুক্তিতে আনন্দানুভবের সংবাদ দিতেছেন। ব্রহ্মভাব লাভই মুক্তি; তারপর যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মানন্দানুভব।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্। ক্বচিদেকত্বশব্দেনাপি তথৈবোচ্যতে। অত্র তৎসাম্যং যথোক্তম্—নিরঞ্জনং পরমসাম্য-

[**বিবৃতি**—ব্রহ্ম-সামান্য—ব্রহ্ম-সমানতা। যাহা ব্রহ্মসামান্য তাহাই ব্রহ্মতাদাত্ম্য। পাপরাহিত্য, জরারাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, পিপাসারাহিত্য, সত্যকামত্ব ও সত্য-সঙ্কল্পত্ব—এই আটটী ব্রহ্মের সাধারণ গুণ। (১) মুক্তপুরুষ এই সকল গুণসম্পন্ন হয়েন। অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন অগ্নিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মানুভব দ্বারা মুক্ত জীবও তেমন উক্ত ধর্ম্মসকল প্রাপ্ত হয়। ইহাই "তৎসামান্য তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্তি।" মুক্তাবস্থায় এই তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি ঘটিলেও উপাস্য পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, ঈদৃশ ব্রহ্মতাদাত্ম্যাপন্ন জীব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্নই থাকেন।]

অনুবাদ—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়েন।" (২) এ স্থলেও উক্তপ্রকার অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, একত্ব প্রাপ্ত হইয়া নহে,—ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

তাদৃশ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিকে কোন স্থলে "একত্ব"-শব্দ দ্বারাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কোন স্থলে সাম্য-নির্দ্দেশও দেখা যায়। শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা শ্রুতিতে—

(১) এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-বিশোকো বিজিঘৎসোঽ-পিপাসঃ সত্যকামঃ সঙ্কল্প ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

(২) স যোহবৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি। মুণ্ডকোপনিষৎ।৩,২।৯

মুপৈতি ইত্যাদিশ্রুতৌ ; ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতা

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥
মুণ্ডক। ৩। ১। ৩

"যখন বিদ্বান্ সাধক স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ (স্বপ্রকাশ), অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা, পরম-পুরুষ, ব্রহ্মযোনি (১) পরম-ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সংসার-বন্ধনের হেতুভূত পুণ্য-পাপ উভয়ই সমূলে দগ্ধ করিয়া নির্লিপ্ত হয়েন,—সর্ব্ববিধ ক্লেশবিমুক্ত হয়েন এবং পরম-সাম্য লাভ করেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ। ১৪। ২

শ্রীভগবান শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ পরমা-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই উত্তম জ্ঞান পুনর্ব্বার বলিতেছি ; "এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জনগণ আমার স্বাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর আমাতে পাপরাহিত্য প্রভৃতি যে অষ্টগুণ নিত্য প্রকাশমান আছে, উক্ত ব্যক্তিগণে সাধন দ্বারা সে সকল গুণ আবির্ভাবিত হয় বলিয়া, তাঁহারা ঐ সকল গুণে আমার সমতাপ্রাপ্ত হয়েন। ঈদৃশ পুরুষ সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও ব্যথিত হয়েন না।"

মুক্ত জীবের ব্রহ্মসামান্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিরূপ অভেদ এবং

---

(১) ব্রহ্ম-যোনি—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পরম-স্বরূপ—শ্রীগীতোক্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ঘনীভূত-স্বরূপ কিংবা জগৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান।

ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু। উভয়ং চোক্তং স্পষ্টমেব। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতমেতি শ্রুতৌ। তত্রৈবকারেণ ন তু তদেব ভবতি, ন তু বা তদসাধর্ম্ম্যেণ পৃথগুপলভ্যত ইতি দ্যোত্যতে। স্কান্দে চ—

ব্রহ্মসাম্য অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়ই (১) নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্ট-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—"হে নচিকেতঃ! যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত হইলে তাহার (নির্ম্মল জলের) মতই হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্বানুভবসম্পন্ন মুনির আত্মা পরম-তত্ত্ব সদৃশ হয়।" কঠোপনিষৎ। ২।১।১৫

"তাদৃগেব" (তাহার মতই) এস্থলে যে 'এব' কার (ই অব্যয়) প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা শ্রুতি তৎসাদৃশ্য-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—তাহাই হয়না, কিংবা অসমান-ধর্ম্মনিবন্ধন পৃথক্ উপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ ভিন্ন বস্তুও হয়না—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

[বিবৃতি শুদ্ধ জলে আরও কিছু শুদ্ধ জল মিশিলে, পূর্ব্বে যে শুদ্ধ জল ছিল, তাহাই হয় না, তখন পরিমাণ বাড়িয়া যায়। মুক্ত জীব পরতত্ত্বানুভব লাভ করিলেও তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়েন না; "তাদৃক" পদ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক উভয় স্থলে ঐক্য-নিষেধ ও সাদৃশ্য-বিধান করিতেছে। জল যেমন বাড়িয়া যায়, মুক্তজীবও তদ্রূপ অপাপবাহিত্য প্রভৃতি গুণাষ্টক-সমন্বিত হয়েন;—জল বৃদ্ধি পায় পরিমাণে, মুক্তজীব বৃদ্ধি

---

(১) এস্থলে ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত করিলেন। সাম্য-নির্দ্দেশ দ্বারা **ভেদ** সূচনা করা হইয়াছে। সাম্য—সমতা। দুই বস্তুর মধ্যেই সাম্য সম্ভব; যেখানে কেবল একবস্তু থাকে, তথায় কে কাহার সমান হইবে? আর, অভেদ তৎসামান্য তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্তিরূপ **অভেদ**। মুক্ত জীব ও ঈশ্বরের সাম্য ও অভেদ থাকায়, ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থির হইল। এই ভেদাভেদ চিন্তার অগোচর-হেতু ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নামে প্রসিদ্ধ।

উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। এবমেবং হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং

পায়েন গুণে। যদি মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব-সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতি 'তাদৃগেব ভবতি' না বলিয়া 'তদেব ভবতি' অর্থাৎ 'তাহার মতই হয়' না বলিয়া 'তাহাই হয়' একথা বলিতেন। শুদ্ধজলে শুদ্ধজল মিলিত হইলে উভয় জলের স্বরূপগত কোন ভেদ থাকেনা,—দৃষ্টান্তগত এ সত্য দার্ষ্টান্তিকে মুক্তজীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত অভেদ অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, শুদ্ধজীবও তেমন চিৎস্বরূপ—ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। বলা বাহুল্য, 'তাদৃগেব ভবতি (তাহার মতই হয়)' দৃষ্টান্তগত এই বাক্যাংশের দার্ষ্টান্তিকে অনুবৃত্তি আসিবে। তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের আত্মা ব্রহ্মসদৃশ হয়—এই অর্থ হইতে উভয়ের সাম্য বুঝাযায়। এই সাম্য স্বতঃসিদ্ধ গুণ বা পরিমাণগত নহে, কেবল চিৎস্বরূপগত। (১)]

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও এই ভেদাভেদ বর্ণিত হইয়াছে—"জলে সিক্ত (কৃত-সেচন—নিক্ষিপ্ত) জল যেমন মিশ্রিত হয়,জল জলই হইয়া গেল ইহা বুঝা যায়; এই প্রকার মুক্তজীব পরমাত্মার সহিত

(১) গুণ বা পরিমাণের 'স্বতঃসিদ্ধ' বিশেষণ যোজনা করিবার কারণ—গুণ ও পরিমাণে জীব ও ব্রহ্মের অণুত্ব ও বিভুত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তবে ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ তদীয় স্বরূপশক্তি-সহযোগে তাঁহার লীলা আস্বাদনের জন্য সাধারণ গুণাষ্টক (পূর্ব্বোক্ত পাপরাহিত্য প্রভৃতি) সমন্বিত হয়েন; জীব-স্বরূপগত জ্ঞাতৃত্বাদিও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়; এবং বহুধা প্রকাশ পাইতে পারেন। মুক্ত জীবের গুণ-গত বৃদ্ধির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। বহুধা প্রকাশ সম্বন্ধে পরে প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। মুক্ত জীব বহুধা প্রকাশ পাইতে পারেন বলিয়াই বিভিন্ন স্থানগত লীলা যুগপৎ আস্বাদন করিতে পারেন।

পরমাত্মনা। প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাদিতি। বিম্বপ্রতিবিম্বনির্দেশশ্চ অম্বুবদগ্রহণাদিত্যাদিসূত্রদ্বয়ে গৌণ এব

তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মা হয়না, স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণ তাহার হেতু" (১)

[এই প্রকারে জীবেশ্বরের কেবলাদ্বৈত অর্থাৎ একান্ত অভেদ নিষেধপূর্ব্বক, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্থাপন করতঃ, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন-জন্য অন্য সন্দেহ নিরসন করিতেছেন।

বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে।
এবমেবাত্মকা লোকে পরাত্মসদৃশা মতাঃ।

যে প্রকার, জলে সূর্যতুল্য বহু সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার এই জগতে পরমাত্ম-সদৃশ বহু আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখা যায়।—এই শ্রুতি জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মনে হয়। তাহাতে বলিতেছেন]—বিম্বপ্রতিবিম্ব-নির্দ্দেশ—

অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্। ৩।২।১৯
বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেব।
৩।২।২০

এই সূত্রদ্বয়ে গৌণভাবে যোজিত হইয়াছে। (২)

---

(১) বিশেষণ কার্য্যান্বয়ী। স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা)-ধর্ম্ম পরমাত্মাতে সর্ব্বদা আছে; জীবাত্মাতে তাহা নাই। এই জন্য পরমাত্মায় মিলিত হইলেও জীব পরমাত্মা হয়না; কারণ, তখনও জীবাত্মায় স্বাতন্ত্র্যাভাব থাকে।

(২) সূত্রদ্বয়ের অর্থ—দূরবর্ত্তী সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্বের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য না থাকায়, জীবকে পরমাত্ম-প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের উপাধি অবিদ্যা; তাহা অন্য কিছু নহে, পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ। জল যে প্রকার সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী, অবিদ্যা

যোজিতঃ। এবমেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যত্রাপি তথৈব ভেদঃ

"এইরূপে (১) এই সম্প্রসাদ (মুক্তজীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, অভিব্যক্তি লাভ করতঃ নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ নিজরূপ প্রাপ্ত হয়।" ছান্দোগ্য। ৮।১২।৩

সে প্রকার পরমাত্মা হইতে দূরবর্ত্তিনী নহে। পরমাত্মা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তাঁহার দূরবর্ত্তী কোন বস্তু থাকিতে পারেনা। আর, পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব; পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন, এই জন্য তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারেনা। যদি কেহ বলে যে, অপরিচ্ছিন্ন আকাশের যে প্রকার প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মারও সেই প্রকার প্রতিবিম্ব হইতে পারে। তাহা হইতে পারেনা। আকাশের প্রতিবিম্ব কেহ দেখেনা; প্রতিবিম্ব দেখে আকাশগত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির অংশ-বিশেষের। তবে যে শ্রুতিতে প্রতিবিম্বের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য মুখ্যভাবে প্রতিবিম্ব-নির্দ্দেশ নহে; গৌণ ভাবে। ৩।২।১৯

অনন্তের প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রের সঙ্গতি করিতেছেন—

প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রদ্বারা এই দৃষ্টান্ত মুখ্যাবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু গুণ-বৃত্তিদ্বারা বৃদ্ধিহ্রাসভাগিত্ব বলা হইয়াছে। সাধর্ম্ম্যাংশে ইহা উপলক্ষণ মাত্র। সাধর্ম্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান। এইরূপ হইলেই উপমান উপমেয় উভয়ের সঙ্গতি হয়। পূর্ব্বসূত্রে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের মুখ্যত্ব-নিরসন করিয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করতঃ প্রকরণগত সেইভাব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ বুঝিতে হইবে,—সূর্য্য বৃদ্ধিভাক্—বৃহদায়তন, জলাদি-উপাধি-ধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্র; আর সূর্যের প্রতিবিম্ব হ্রাসভাক্—ক্ষুদ্রায়তন, জলাদি উপাধি ধর্ম্ম-সংযুক্ত ও পরতন্ত্র (সূর্য্যের অধীন)। এইরূপ পরমাত্মা বিভু, প্রকৃতিধর্ম্মে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র; আর তাঁহার অংশভূত জীব অণু, প্রকৃতি-ধর্ম্মে লিপ্ত ও পরতন্ত্র ৩।২।২০

(১) 'এবং—এইরূপে' পদের অন্বয় পূর্ব্ববর্ত্তিনী শ্রুতির সহিত। তাহা এই:— (পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিপাদিতঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশম্ ইত্যাদৌ দেবাদিভেদনাশানন্তরং ব্রহ্মাত্মনোর্ভেদং ন কোঽপ্যসন্তং করিষ্যতি, অপি তু সন্তমেব করিষ্যতীতি ব্যাখ্যাতমেব। এবমেব

[**বিবৃতি**—স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে—নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, একথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন না; তিনি নিজরূপে অর্থাৎ জীবরূপে মুক্ত্যানন্দ উপভোগ করেন, ঈশ্বর-রূপ প্রাপ্ত হইয়া নহে। যদি তাহা সম্ভব হইত, স্বেন রূপেণ বলিতেন না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-পাত্র বলিয়া, মুক্ত জীবকে সম্প্রসাদ বলা হয়।]

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও মুক্তিতে জীবেশ্বরের ভেদ উক্ত হইয়াছে—

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণোভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি॥
৬।৭।৯৪

"বিভেদ-জনক অজ্ঞান আত্যন্তিক নাশ প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ কে অসত্য করিবে?"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য—বিভেদজনক অজ্ঞান—দেবমনুষ্যাদি-জ্ঞান অর্থাৎ আমি দেবতা, আমি মনুষ্য ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া, স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হইলেও, ব্রহ্ম ও আত্মার (জীবাত্মার) ভেদ

অশরীরোবায়ুরভ্রংবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে।

বায়ু অশরীর; মেঘ, বিদ্যুৎ ও মেঘ-গর্জ্জন অশরীর; এসকল আকাশে অশরীর হইয়াই অবস্থান করে। আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া, অভিব্যক্তি লাভ করতঃ নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়।

বায়ু প্রভৃতির মত মুক্ত জীবের নিজরূপে অবস্থিতি।

টীকাকৃদ্ভিঃ সম্মতং শ্রীগোপানাং ব্রহ্মসম্পত্ত্যনন্তরমপি বৈকুণ্ঠ-দর্শনম্। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং যত্ত্বেষোপরতেত্যাদি। তদেবং

কেহই মিথ্যা করিতে পারেনা; তখনও যথার্থতঃ ভেদ বর্ত্তমান থাকিবে—পরমাত্মসন্দর্ভে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (১)

মুক্তিতে আনন্দানুভব আছে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে বিচার উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার আনুষঙ্গিক ভাবে এসকল আলোচিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দের ২৮শ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের টীকানুসারে, শ্রীগোপগণের ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভের পরই বৈকুণ্ঠ-দর্শন শ্রীধরস্বামিপাদের সম্মত। অর্থাৎ সৎ-সম্প্রদায় মাত্রেরই আদরের পাত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদরের পাত্র শ্রীধর-স্বামিপাদের মতে মুক্তিতে আনন্দ আছে, ইহা জানা যায়।

[শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত যে কেবল শাস্ত্রানুমোদিত তাহা নহে, সাধু-সম্মতও বটে;—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলিলেন,] যত্ত্বেষা ইত্যাদি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা সাধু—সঙ্গত বটে।

---

(১) বিভেদ-জনকে ইত্যাদি শ্লোকের পরমাত্মসন্দর্ভে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই :—

দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদি-লক্ষণো বিশেষতো যো ভেদস্তস্য জনকেঽপ্যজ্ঞানে নাশং গতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদাত্মনোজীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিক স্তং ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি, অপি তু সন্তং বিদ্যমানমেব সর্ব্ব এব করিষ্যন্তি। ৩৭

দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদি-লক্ষণ বিশেষরূপে ভেদ দেখা যায়, তাহার জনক অজ্ঞান। তাহা নাশপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার সকাশ হইতে আত্মা—জীবের যে ভেদ, তাহা কে অসত্য করিবে? পরন্তু সকলে ঐ ভেদ সত্য—বিদ্যমান করিবে অর্থাৎ মুক্তিতে ঐ ভেদসকলের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

ব্রহ্মসম্পত্তির্ব্যাখ্যাতা। তত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরমার্থনির্ণয়ে রহূগণং প্রতি জড়ভরতবাক্যং যথা। তত্র কেবলব্রহ্মানুভবস্যৈব পরমার্থত্বং নির্ণেতুং যজ্ঞাদ্যপূর্বস্য তাবদপরমার্থত্বং চতুর্ভিরুক্তম্— ঋগ্‌যজুঃসামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব। পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম॥ যত্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া। তৎকারণানুগমনাজ্জায়তে নৃপ মৃন্ময়ম্॥ এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ। নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী

[৪র্থ অনুচ্ছেদে মায়ার সত্ত্ব-গুণোপাধিও তিরোহিত হইলে (মুক্তিলাভ করিলে) ব্রহ্মানন্দ-সম্পত্তি লাভ করা যায় বলিয়া যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা যে অসঙ্গত নহে—এই বিচার দ্বারা দেখান হইল।]

মুক্তিতে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ব্রহ্মানন্দ। তাহা হইলে ব্রহ্মের আনন্দ-সম্পত্তি আছে, ইহা ব্যাখ্যাত হইল। তৎসম্বন্ধে (মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দানুভব-বিষয়ে) শ্রীবিষ্ণুপুরাণের পরমার্থ-নির্ণয়ের রহূগণ-প্রতি জড়ভরতের বাক্য উদাহরণ দেওয়া যায়। তাহাতে (জড়ভরত-বাক্যে) কেবল ব্রহ্মানুভবেরই পরমার্থত্ব নির্ণয় করিবার জন্য যজ্ঞাদি অপূর্ব্বের (১) অপরমার্থত্ব চারিটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

"ঋক্, যজুঃ, সামবেদ নিষ্পাদ্য যজ্ঞকর্ম্ম তোমার মতে যদি পরমার্থ হয়, তবে তদ্বিষয়ে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রাজন! মৃত্তিকা-রূপ কারণ (উপাদান) হইতে নির্ম্মিত যে ঘটাদি কার্য্য, কার্য্যে কারণের অনুগমন হেতু তাহা মৃণ্ময়ই হইয়া থাকে। এই প্রকার বিনাশী দ্রব্য সমিধ্, ঘৃত, কুশ প্রভৃতি দ্বারা যে ক্রিয়া

---

(১) অপূর্ব্ব—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট।

বিনাশিনা ॥ অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে। তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতমিতি। এতদ্দৃষ্টান্তেন পূজাদিময়ভক্তেরপি তাদৃশত্বং নানুমেয়ম্। অপূর্ববস্তুক্তৈর্নিষ্পাদ্যত্বাভাবাৎ গুণময়ং হি নিষ্পাদ্যং স্যাৎ, নাগুণময়ম্। কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যারভ্য একাদশে শ্রীভগবতৈবাগুণময়ত্বমঙ্গীকৃতম্। অতঃ

নিষ্পন্ন হয়, তাহাও বিনাশশীলা। প্রাজ্ঞগণ অবিনাশী পরমার্থই স্বীকার করেন। কর্ম্ম নাশশীল, ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, নাশশীল দ্রব্য দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়, এই জন্য জ্ঞানিগণের পুরুষার্থ হইতে পারে না।" ২।১৪।২১—২৪

বিনাশী দ্রব্যদ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহা বিনাশী,—এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পূজাদিময় ভক্তির বিনাশিত্ব অনুমান করা চলিবে না। কারণ, যজ্ঞাদি অপূর্ব্বের মত ভক্তি-নিষ্পাদ্য নহে অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার নহে। যাহা গুণময়, তাহাই নিষ্পাদ্য। যাহা গুণাতীত, তাহা কাহারও চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং-জ্ঞানং ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ছয়টী শ্লোকে (১), ভক্তি যে গুণময়ী নহেন, শ্রীভগবান্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

---

(১) কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজোবৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং ॥

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যোরাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণং ॥

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥

সাত্ত্বিক্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী।
তমস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥

(পরপৃষ্ঠা)

(পাদটীকা)

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাহশুচি ॥
সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসং।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং ॥

শ্রীভা, ১১।২৫।২৩—২৮।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞান ; বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজস ; প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মূক (বোবা) প্রভৃতির জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান তামস ; পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ।

কৈবল্য—শুদ্ধ জীব হইতে পৃথক্‌রূপে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে জানা। ত্বং-পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্ম-জ্ঞানদ্বারা কৈবল্য সম্ভব হয় না ; কারণ ত্বং-পদার্থের জ্ঞান তৎ-পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-সাপেক্ষ ; ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবাত্মজ্ঞানোদয় হইতে পারে না। সত্ত্বযুক্ত চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ-সূক্ষ্ম জীব-চৈতন্য প্রকাশ পায়। তার পর শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের চিৎস্বরূপতারূপ অভিন্নতা হেতু সেই চিত্তে ব্রহ্ম-চৈতন্য অনুভূত হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি প্রথমে নিজ সান্নিধ্যে আলোকানুভব করিয়া তার পর সূর্য্যোদয় অনুভব করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানাবির্ভাবে প্রথমে জীব-স্বরূপ জ্ঞান, তার পর ব্রহ্মানুভব। এই জ্ঞানাবির্ভাবে সত্ত্বগুণই প্রধান কারণ ; এই জন্য ইহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিলেন।

সত্ত্বাদি বিদ্যমানেও সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবগণে, এমন কি গুণ-সম্পর্করহিত মুক্ত পুরুষগণেও ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। আবার সত্ত্বাদির অভাবেও বৃত্রাসুরে ভগবজ্‌জ্ঞানের বিদ্যমানতা-হেতু মায়িকসত্ত্ব পর্য্যন্ত ভগবজ্‌জ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদাদির সঙ্গলাভের কথা শুনা যায় ; তাহাই তাঁহার ভগবজ্‌জ্ঞানোদয়ের হেতু। সুতরাং ভগবৎকৃপা-পরিমলের পাত্রভূত যে মহদ্ব্যক্তি, সেই মহৎ ব্যক্তির সঙ্গই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের কারণ। তাদৃশ মহদ্‌গণ গুণাতীত, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ গুণাতীত। অতএব মহৎসঙ্গসম্ভূত ভগবজ্‌জ্ঞান নির্গুণ। ২৩

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যূত (পাশা খেলা)-গৃহবাস তামসিক, আমার (শ্রীভগবানের) গৃহে বাস নির্গুণ। (পরপৃষ্ঠা)

স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষত্বেন তস্যাঃ ভগবৎপ্রসাদে সতি স্বয়মাবির্ভাব

অতএব ভক্তি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ। ভগবৎ-কৃপা হইলে ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূ্তা হয়েন; তাঁহার জন্ম হয় না। (১) সেই

পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানরূপা ভক্তির নির্গুণত্ব উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে ক্রিয়ারূপা ভক্তির নির্গুণত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির নির্গুণত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এই শ্লোকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-হেতু ভগবদ্গৃহে বাসরূপা-ভক্তিরও নির্গুণত্ব কীর্ত্তন করিলেন। বনবাস—বানপ্রস্থাশ্রম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে অবস্থিতি সাত্ত্বিক। গার্হস্থ্যাশ্রম অঙ্গীকার করিয়া গৃহস্থদিগের গ্রামে অবস্থিতি রাজস। দুরাচার ব্যক্তিদিগের পাশাখেলা-স্থান, শৌণ্ডিকগৃহ প্রভৃতিতে বাস তামস। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভগবদ্গৃহে বাস নির্গুণ। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমন ভগবৎ-সম্বন্ধ-মহিমায় তাহার মন্দিরও নির্গুণ। ২৪

আসক্তিরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়সুখে আবিষ্ট কর্ত্তা রাজস, স্মৃতি-বিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস এবং একমাত্র আমার শরণাগত কর্ত্তা নির্গুণ।

এই শ্লোকে যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন্ ক্রিয়া কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। শ্লোকে ক্রিয়ানুসারেই কর্ত্তার ভেদ করিয়াছেন। এই জন্য ক্রিয়াতেই তাৎপর্য্য। ২৫

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণা।

এই শ্লোকে ক্রিয়ার প্রবৃত্তির হেতুভূতা শ্রদ্ধার ভেদ নির্ণয় করিলেন। ২৬

হিতকর, পবিত্র, অনায়াসলভ্য আহার্য্য সামগ্রী সাত্ত্বিক; ভোগকালে ইন্দ্রিয়-সুখপ্রদ বস্তু রাজস; দুঃখপ্রদ অপবিত্র খাদ্য তামস এবং আমাতে নিবেদিত সামগ্রী নির্গুণ। ২৭

আত্মোত্থ-সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়-ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্য-সমুৎপন্ন সুখ তামস এবং আমার শরণাপত্তি-জনিত সুখ নির্গুণ। ২৮

(১) যে বস্তুর জন্ম আছে, তাহা অনিত্য। ভক্তির নিত্যত্ব জ্ঞাপন করিবার

এব ন জন্ম। স চাবির্ভাবোঽনন্ত এব তদীয়ফলানন্ত্যশ্রবণাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্বং তত্রোপাধির্ভবিষ্যতি। হিংসায়াং

আবির্ভাব অনন্ত; কারণ, ভক্তির অনন্তফল শ্রবণ করা যায় (১) সুতরাং যজ্ঞাদি অপূর্ব্বের অপরমার্থত্বে পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্ব উপাধি হইয়া থাকে (২)। যেমন হিংসায় পাপোৎপত্তি-অনুমানে তাহার শাস্ত্রাবিহিতত্ব বোধগম্য হয়, ইহাও তদ্রূপ।

জন্য তাহার জন্ম নিষেধ করিলেন। যাহা অনিত্য, তাহা পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না। ভক্তি ভগবৎ-পরিকরগণে নিত্যসিদ্ধা। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে গঙ্গার অবতরণের ন্যায়, নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইতে কৃপাপরম্পরায় মর্ত্ত্যজীবে ভক্তির উদয় হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তদীয় (ভক্তির) কৃপায় তাঁহার শ্রবণাদি-সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্রই স্বরূপশক্তির কার্য্য। শ্রীমন্দিরমার্জ্জন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি যে সকল আমাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃত ব্যাপার প্রতীত হয়, সে সকলও স্বরূপশক্তির প্রেরণায় সম্ভব হয়। এই জন্য মহৎকৃপা-প্রাপ্ত পুরুষ ভিন্ন সাধারণ জনের ভক্ত্যনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

(১) ভক্তি-আবির্ভাব অনন্ত বলিবার তাৎপর্য্য—কর্ম্মফল ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভক্তির কস্মিন্‌কালে অবসান ঘটে না; যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়, তিনি অনন্ত ভক্তিফল—শ্রীভগবৎ-সেবাসুখ ভোগ করেন।

(২) উপাধি—সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ। * * যথা—পর্ব্বতোধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ, ইত্যত্রার্দ্রেন্ধন-সংযোগ উপাধিঃ। তথাহি যত্র ধূমস্তত্রার্দ্রেন্ধন-সংযোগ ইতি সাধ্যব্যাপকত্বম্। যত্র বহ্নিস্তত্রার্দ্রেন্ধন-সংযোগো নাস্তি অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনাভাবাৎ ইতি সাধনাব্যাপকত্বম্। —তর্কসংগ্রহঃ।

যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক অথচ সাধনের (হেতুর) অব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলে। যথা—পর্ব্বত ধূমবান্; কারণ, তাহাতে অগ্নি আছে। এস্থলে আর্দ্র কাষ্ঠ-সংযোগ উপাধি। যেখানে ধূম, তথায় আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগ আছে,—

(পাদটীকা)

ইহা সাধ্যব্যাপকত্ব। যেখানে অগ্নি আছে, তথায়ই আর্দ্র-কাষ্ঠসংযোগ থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ; লৌহগোলকে অগ্নি থাকিলেও তাহাতে আর্দ্র-কাষ্ঠের সংযোগ নাই।

এস্থলে যেমন ধূমবত্ত্ব সাধ্য ; অগ্নি সাধন,—ধূমোৎপত্তির হেতু আর্দ্রকাষ্ঠ-সংযোগ উপাধি ; মূল প্রসঙ্গে তেমন যজ্ঞাদি অপূর্ব্বের অপরমার্থত্ব সাধ্য ; নাশিদ্রব্যে উৎপত্তি সাধন ; পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্ব উপাধি। তাহাতে উপাধির সাধ্যব্যাপকত্ব আছে, সাধন-ব্যাপকত্ব নাই। যজ্ঞাদি কর্ম্মে পরমেশ্বরের শরণাপত্তি থাকে না,—ইহাই এস্থলে পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্বরূপ উপাধির সাধ্যব্যাপকত্ব। আর ধ্বংসশীল বস্তুদ্বারা যাহা হয়, তাহাতে সর্ব্বত্র পরমেশ্বর-আশ্রয়ণাভাব থাকে না—এস্থলে ইহাই সাধন-অব্যাপকত্ব।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উপচারসমূহ ধ্বংসশীল বস্তু ভগবদর্চ্চনে ব্যবহৃত হইলে অবিনশ্বর ভক্তি সাধন করে। যেহেতু, সে সকল বস্তুদ্বারা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার অবলম্বন থাকেন—ভগবান্ ; আর সমিধ, কুশাদি যজ্ঞোপকরণ-সমূহ নশ্বর বস্তু ; সে সকল দ্বারা যে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অবলম্বন ঐ যজ্ঞকর্ম্ম। যজ্ঞকর্ম্ম গুণময় বলিয়া অবিনাশী নহে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক-প্রমাণে গুণময় বস্তুসমূহ ভগবৎসম্পর্কে গুণাতীত হয় বলিয়া, ভক্ত্যুপকরণ গন্ধপুষ্পাদি গুণময় বস্তু হইলেও ভগবৎসম্পর্কে গুণাতীত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সে সকল অবিনাশি-পুরুষার্থরূপা ভক্তি সাধন করিতে পারে।

এস্থলে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্বকে উপাধি বলিবার হেতু কি ? তাহার উত্তর—

উপাধিব্যভিচারেণ হেতৌ সাধ্যব্যভিচারানুমানম্, উপাধেঃ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ মুক্তাবলী।

উপাধিব্যভিচারদ্বারা সাধ্যব্যভিচার অনুমান করাই উপাধির প্রয়োজন। যে স্থানে আর্দ্রকাষ্ঠ-সংযোগের অভাব, তথায় ধূমবত্তার অভাব অনুমান করার জন্য ধূমবত্তার পক্ষে আর্দ্রকাষ্ঠ-সংযোগরূপ উপাধি স্বীকার প্রয়োজন হইয়াছে, তদ্রূপ

 (পরপৃষ্ঠায়)

পাপোৎপত্ত্যনুমিতাববিহিতত্ববৎ। জ্ঞানপ্রকরণে চাস্মিন্ ভক্তির্ন প্রস্তূয়ত ইতি সাধারণযজ্ঞাদিকমুপাদায়ৈব প্রবৃত্তিশ্চেয়ম্। তদেবং যজ্ঞাদিকর্ম্মাপূর্বস্য বিনাশিত্বাদপরমার্থত্বমুক্ত্বা নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি সাধনত্বেনার্থান্তরস্যৈব সাধ্যত্বাত্তাদৃশত্বমুক্তমেকেন—তদেবাফলদং কর্ম্ম পরমার্থো মতস্তব। মুক্তিসাধনভূতত্বাৎ পরমার্থো ন সাধন-

বিষ্ণুপুরাণের পরমার্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গ জ্ঞান-প্রকরণ। এই জ্ঞান-প্রকরণে ভক্তির বিষয় আলোচনা করা অভিপ্রেত ছিল না; এই জন্য সাধারণ যজ্ঞাদি-কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তজ্জন্যই যজ্ঞাদি-কর্ম্মাপূর্ব্ববিনাশি-হেতু জড়ভরত সে সকলের অপরমার্থত্ব উল্লেখ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মও সাধন-বিশেষ, চিত্তশুদ্ধিরূপ অন্য প্রয়োজন ইহার সাধ্য বিবেচনা করতঃ তাহারও অপরামর্থত্ব একটী শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন—"যদি নিষ্কাম কর্ম্মকেই পুরুষার্থ বলিতে চাও, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সেই কর্ম্ম মুক্তিরূপ ফলের সাধন, পরমার্থ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণ। ২।১৪।২৫

[বিবৃতি—কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। ফলাকাঙ্ক্ষায় যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকাম; আর, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া

পরমেশ্বরানাশ্রয়ণত্বের অভাবে যজ্ঞাদি অপূর্ব্বের অপরমার্থত্ব অনুমানের নিমিত্ত উক্ত উপাধি স্বীকার প্রয়োজন। যজ্ঞাদি অপূর্ব্ব পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হইলে, তাহা ভক্তিতে পরিণত হইয়া পরমার্থভূত হয়।]

হিংসার পাপোৎপত্তি ইত্যাদি দৃষ্টান্তে পাপোৎপত্তি সাধ্য; হিংসা সাধন; অবিহিতত্ব উপাধি। পাপোৎপত্তিতে অবিহিতত্বের যোগ আছে, হিংসায় অবিহিতত্বের যোগ নাই। কারণ, বৈদিক কর্ম্মে হিংসা বিহিত আছে। অর্থাৎ যে স্থলে অবিহিত হিংসা, তথায়ই পাপোৎপত্তি।

যে কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা নিষ্কাম। পূর্ব্বে বলিয়াছেন, অবিনাশী পুরুষার্থ প্রাজ্ঞগণের অভিমত। যজ্ঞাদি-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পরক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়; তাহা হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে "অপূর্ব্ব" উৎপন্ন হয়, এই অপূর্ব্বকে সাধারণ কথায় অদৃষ্ট বলে। অপূর্ব্ব দ্বারা কর্ম্মফল স্বর্গাদি-ভোগ উপস্থিত হয়। অপূর্ব্ব অনন্ত নহে, কর্ম্মানুরূপ। কোন কর্ম্মই অনন্তফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। কারণ, সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি কর্ম্মের সর্ব্বোত্তম ফল। তাহাও দ্বিপরার্দ্ধকাল-স্থায়ী—বিনাশী। এই জন্য অপূর্ব্বও বিনাশী। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তানুসারে অবিনাশী বস্তুর পুরুষার্থত্ব-নিবন্ধন, যজ্ঞাদিকর্ম্মাপূর্ব্বের পুরুষার্থতা স্বীকার করেন নাই। এ গেল সকাম কর্ম্মের কথা। নিষ্কাম কর্ম্মও যে পুরুষার্থ নহে, অতঃপর তাহা দেখাইলেন। সাধন নশ্বর মানবের ইন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপার-বিশেষ। নশ্বর মানব অবিনশ্বর বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন-বিশেষেই সাধন-প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, প্রয়োজন-বিরহিত হইয়া কেহ কোন চেষ্টা করে না। যে প্রয়োজনে যাহা করা হয়, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। ইহাতেও নিষ্কাম কর্ম্মের বিনাশিত্ব জানা যাইতেছে। নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গাদি-ভোগরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও চিত্ত-শুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞানলাভ। জ্ঞানের ফল মুক্তি। তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধ্য—প্রয়োজন নহে অর্থাৎ কেহ নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করে না। যাহা সাধ্য নহে, কেবল সাধনমাত্র তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকেও এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে;—নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন, এই জন্য বিনশ্বর। আর তাহা কাহারও অপেক্ষণীয় নহে, তাহাতে কাহারও প্রয়োজনবুদ্ধি নাই; অপেক্ষ্য মুক্তি। এই উভয় কারণে জড়ভরত নিষ্কাম কর্ম্মকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।]

মিতি। অত্র ভক্তেঃ সাধনভূতত্বেঽপি ন তাদৃশত্বং মন্তব্যম্। ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপতয়া সিদ্ধানামপি তদত্যাগশ্রবণাৎ। তস্মা-

অনুবাদ—যাহা সাধন, তাহা বিনশ্বর-হেতু পরমার্থ হইতে পারে না, এই প্রসঙ্গে ভক্তি সাধনভূত, তাহাকে কর্ম্মের মত বিনশ্বর ও অপরমার্থ মনে করা যায় না। যেহেতু, ভক্তি স্বরূপতঃ ভগবৎপ্রেমের বিলাসরূপা ; এই জন্য সিদ্ধগণও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনরূপা ভক্তির অনুশীলন ত্যাগ করেন না, ইহা শুনা যায়।

[আনুষঙ্গিক ভাবে সাধনরূপা ভক্তিরও পরমার্থতা সিদ্ধান্ত করিয়া কর্ম্মের অপরমার্থতা-নির্ণয়রূপ উপস্থিত প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—] তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম্মও সকাম কর্ম্মের মত পরমার্থ নহে, ইহা স্থির হইল।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে কর্ম্ম, বিনাশি দ্রব্য দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া তাহার অপরমার্থতা নির্ণয় করতঃ সেই প্রসঙ্গে গন্ধপুষ্পাদি বিনাশি দ্রব্য দ্বারা নিষ্পন্না ভক্তির পরমার্থতা নিশ্চয় করিয়াছেন। পূজাদিময়ী ভক্তি স্বরূপশক্তির কার্য্য বলিয়া প্রবৃত্তি-বৈশিষ্ট্যে ভক্তির সেই বৈশিষ্ট্য। আবার ইহা হইতে কেহ অন্যরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবৃত্তি-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া (১) পরমার্থ বুদ্ধি করিতে পারে, সেই ভ্রান্তি নিরশন করিবার নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর ভক্তির প্রবৃত্তি যে ভিন্ন প্রকারের, তাহা দেখাইয়া নিষ্কাম কর্ম্মেরও অপরমার্থতা স্থির করিলেন। নিষ্কাম কর্ম্ম মানবের ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্যরূপা। স্বরূপ-

(১) ভক্তির প্রবৃত্তি স্বসুখ-তাৎপর্য্য-বিহীনা ; (যেহেতু, আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং—ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ)। নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা-বিরহিতা। এই অংশে, কাহারও ভক্তির নিষ্কাম-কর্ম্মতুল্যতা ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। এই স্থলে সেই ভ্রান্তি নিরশন করিলেন।

দিদমপি পূর্ববজ্জ্ঞেয়ম্। নন্বু শুদ্ধজীবাত্মধ্যানস্য পরমার্থত্বং ভবেৎ। মুক্তিদশায়ামপি স্ফূর্ত্ত্যঙ্গীকারেণ তদ্রূপস্য তস্যানশ্বরত্বাৎ। তদাচ্ছাদনাদধুনা সংসার ইতি তস্যৈব সাধ্যত্বাচ্চ। তত্রোক্তমেকেন—ধ্যানং যেদাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম্। ভেদকারিপরেভ্যস্তৎপরমার্থো ন ভেদবানিতি। যদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ভবতি তদেব ব্রহ্ম, শ্রুতৌ পরমার্থত্বেন প্রতিজ্ঞাতম্। সর্ববিজ্ঞানময়ত্বঞ্চ

শক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়কে (অগ্নির লৌহকে তাদাত্ম্যাপন্ন করার মত) তাদাত্ম্যাপন্ন করিয়া সাধনভক্তি নির্ব্বাহ করে।]

অনুবাদ—[পরতত্ত্বের ধ্যানকে পরমার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জীবেশ্বরের স্বরূপগত চিদেকরসতা-নিবন্ধন কেহ কেহ বলিতে পারেন,] শুদ্ধ-জীবাত্ম-ধ্যানের পরমার্থত্ব হইতে পারে। কারণ, মুক্তিদশায়ও তাহার স্ফূর্ত্তি অঙ্গীকার করা হইয়াছে বলিয়া, শুদ্ধ জীবাত্মারূপে জীব অবিনশ্বর; আর, জীবের শুদ্ধ স্বরূপ এখন মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত আছে বলিয়া সংসারবন্ধন উপস্থিত হইয়াছে; আবার শুদ্ধজীবাত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটিলে মুক্তি, এই জন্য ঐ স্বরূপ সাধ্য। তাহার উত্তর—শ্রীবিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে; জড়ভরত রহূগণকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! যদি মনে কর, আত্মার ধ্যান পরমার্থ, তাহাও হইতে পারে না; সেই ধ্যান পরমেশ্বর হইতে ভেদকারী। পরমার্থ ভেদবান্ নহে।" ২।১৪।২৬

উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।" ছান্দোগ্য। ৬।১।৩

"যে জ্ঞান দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অনালোচিত বিষয় আলোচিত হয়, অজ্ঞাত বস্তু জানা যায়, অর্থাৎ যাহা জানিলে সকল

তস্য সর্বাত্মত্বাৎ। আত্মবিজ্ঞানং হি জ্বালাবিস্ফুলিঙ্গাদেরপি বিজ্ঞাপকং ভবতি। একস্য জীবস্য তু তদীয়জীবশক্তিলক্ষণাংশ-পরমাণুত্বমিত্যতস্তস্য তৎস্ফুরণস্য চ ভেদবতো ন পরমার্থত্বমিত্যর্থঃ। নন্বু জীবাত্মপরমাত্মনোরেকত্র স্থিতিভাবনয়াত্যন্তসংযোগে প্রাদুর্ভূতে সতি তস্যাপি সর্বাত্মতা স্যাৎ; তদভেদাপত্তেঃ; স চ

জানা যায় তাহা ব্রহ্ম;—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মই পরমার্থ রূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা; এই জন্য তাঁহার সর্ব্ববিজ্ঞানময়ত্ব সম্ভব। অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্তর্য্যামী—সকলের মূল-স্বরূপ; এইজন্য ব্রহ্ম জ্ঞানোদয় হইলে সকল জানা যায়। অগ্নির জ্ঞান যেমন অগ্নিশিখা-স্ফুলিঙ্গাদিকে জানাইয়া থাকে, তেমন পরমাত্ম-বিজ্ঞান হইতে তদীয় চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির বিচিত্র কার্য্য অবগত হওয়া যায় এবং জীবস্বরূপের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। এক জীব পরমেশ্বরের জীবশক্তি-লক্ষণ অংশ-পরমাণু, এইজন্য তাঁহার (পরমেশ্বরের)ও প্রতি জীবস্বরূপ স্ফুরণের মধ্যে ভেদ থাকা হেতু, তাহা (জীবস্বরূপ-স্ফূর্ত্তি) পরমার্থ হইতে পারে না।

[**বিবৃতি**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের একটী শক্তির (জীবশক্তির) অংশ মাত্র জীব; সুতরাং জীবস্বরূপের জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের একটী মাত্র শক্তির আংশিক জ্ঞান জন্মিলেও সমস্ত শক্তির জ্ঞান জন্মে না, শক্তিমান্ পরমেশ্বরের জ্ঞান তো দূরের কথা। কিন্তু শ্রুত্যাদি-প্রমাণদ্বারা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পরমার্থ-ভূত মুক্তিলাভ করিলে সার্ব্বজ্ঞাদি গুণসম্পন্ন হওয়া যায়। জীব-স্বরূপের জ্ঞানে তাহা অসম্ভব বলিয়া জীবস্বরূপের জ্ঞান পরমার্থ হইতে পারে না।]

অনুবাদ—[অতঃপর অন্য পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলেন] —জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র স্থিতি ভাবনা দ্বারা অত্যন্ত সংযোগ

যোগো ন বিনশ্বরঃ ; জ্ঞানানন্তরসিদ্ধত্বাৎ, তস্মাৎ তয়োর্যোগ এব পরমার্থো ভবতু। তত্রোক্তমেকেন—পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি নৈতি তদ্‌দ্রব্যতাং যত ইতি। এতৎ পরমার্থত্বং মিথ্যৈবেষ্যত ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতম্। যতো যস্মাৎ জীবলক্ষণমন্যদ্ দ্রব্যং তদ্‌দ্রব্যতাং পরমাত্মলক্ষণদ্রব্যতাং ন যাতি। তস্মান্মহাতেজঃপ্রবিষ্ট-স্বল্পতেজোবদত্যন্তসংযোগতোঽপ্য-ভেদানুপপত্তেস্তয়োর্যোগোঽপি ন পরমার্থ ইতি ভাবঃ। অথবাত্র

প্রাদুর্ভূত হইলে, জীবাত্মারও সর্ব্বাত্মতা হইতে পারে; কারণ, তাহাতে জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-প্রাপ্তি ঘটে। সেই যোগ আবার বিনশ্বর নহে; কারণ, তাহা অন্য জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ। সুতরাং জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগই পরমার্থ হউক। তাহা হইতে পারেনা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে একটী শ্লোক দ্বারা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করা হইয়াছে। জড়ভরত রহূগণকে বলিয়াছেন,—"পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ যদি পরমার্থ বলিয়া মনে কর, তাহা মিথ্যা। যাহা কোন দ্রব্য হইতে অন্য প্রকার, তাহা সেই দ্রব্যতা প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ সেই দ্রব্য-রূপে পরিণত হইতে পারে না।" ২।১৪।২৭

শ্লোক-ব্যাখ্যা—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকে পরমার্থ মনে করা মিথ্যা। শ্লোকে নিশ্চয়ার্থে "হি" অব্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তদ্দ্বারা মিথ্যার নিশ্চয়তা সূচিত হইয়াছে। এই যোগ যে পুরুষার্থ হইতে পারেনা তাহার কারণ—জীব-লক্ষণ অন্য দ্রব্য, সেই দ্রব্যতা—পরমাত্ম-লক্ষণ-দ্রব্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। সুতরাং মহাতেজে প্রবিষ্ট অত্যল্প তেজের মত পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট জীবাত্মার অত্যন্ত-সংযোগেও অভেদ প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া, জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের যোগও পরমার্থ নহে, ইহাই

যোগশব্দেনৈকত্বমেবোচ্যতে। ততশ্চৈতৎএকত্বমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। শেষং পূর্ববৎ। তদেবং পূর্বপক্ষান্ নিষিধ্য উত্তরপক্ষং স্থাপয়িতুমুপক্রান্তমেকেন—তস্মাৎ শ্রেয়াংস্যশেষানি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ। পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাচ্ছ্রূয়তাং মমেতি। শ্রেয়াংসি পরমার্থসাধনানি। পরমার্থনির্দেশস্ত্রয়েণোক্তঃ—একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্বগতোঽব্যয়ঃ। পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ। ন যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব

শ্লোকের তাৎপর্য্য। অথবা শ্লোকস্থিত "যোগ" শব্দের একত্ব অর্থও হইতে পারে। তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এই ব্যাখ্যায়ও শ্লোকের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ হইবে। অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্ব যদি পরমার্থ মনে করা হয়, তাহা মিথ্যা, তাহা হইতে পারেনা। ভিন্ন বস্তু জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্ব অসম্ভব।

এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ নিষেধ করিয়া উত্তরপক্ষ স্থাপন করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এক শ্লোকে উপক্রম করিয়াছেন,—"হে রাজন্! এসকল যে অশেষ শ্রেয়ঃ তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! অতঃপর পরমার্থ কি, সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" ২।১৪।২৮

এস্থলে পরমার্থ-সাধন-সমূহকে 'শ্রেয়ঃ' বলা হইয়াছে। তারপর তিনটী শ্লোকে পরমার্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"এক, ব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নির্গুণ প্রকৃতির পর, জন্মবৃদ্ধ্যাদি-রহিত, আত্মা সর্ব্বগত, অব্যয়, পরজ্ঞানময়, বিভু, অসৎ-নাম-জত্যাদি দ্বারা যোগবান্ নহেন, যুক্ত ছিলেন না, পার্থিব-বস্তু-যুক্ত হইবেন না; সুতরাং আত্মদেহ ও পরদেহে বিদ্যমান হইলেও একময় যে বিজ্ঞান, তাহা পরমার্থ। দ্বৈতিগণ যথার্থ দর্শন করেন না।" ২।১৪।২৯-৩১

পার্থিব যোক্ষ্যতি। তস্মাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ। বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিন ইতি। একঃ ন তু জীবা ইবানেকে। জ্বালাবিস্ফুলিঙ্গেষ্বগ্নিরিব স্বশক্তিষু স্বকার্য্যেষু (সর্বেষু) ব্যপ্নোতীতি ব্যাপী। সর্বমত ইত্যনেন জীব ইব নাখণ্ডে দেহে প্রভাবেনৈব ব্যাপীতি জ্ঞাপিতম্। জীবজ্ঞানাদপি পরং যজ্‌জ্ঞানং তন্ময়ঃ তৎপ্রকাশপ্রধানঃ। অসদ্ভিরিতি বিশেষণাৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ্যেঽপি সদ্ভিঃ স্বরূপসিদ্ধৈরেব নামাদিভির্যোগবান্ ভবতীতি বিজ্ঞাপিতম্। তস্যৈবংলক্ষণস্য পরমাত্মরূপেণাত্মপরদেহেষু আত্মনঃ পরেষামপি দেহেষু তত্তদুপাধিভেদেন পৃথক্ পৃথগিব সতোঽপি একং তদীয়ং স্বস্বরূপং তন্ময়ং তদাত্মকং যদ্বিজ্ঞানং তদনুভবঃ অসাবেব পরমার্থঃ; অনাশিত্বাৎ সাধ্যত্বাৎ সর্ববিজ্ঞানা-

---

(উক্ত শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যা) পরমাত্মা এক—জীবের মত অনেক নহেন—জ্বালা-বিস্ফুলিঙ্গ ব্যাপিয়া যেমন অগ্নি অবস্থান করে, তদ্রূপ নিজ শক্তিসমূহও নিজ কার্য্যসমূহ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, এই জন্য তিনি ব্যাপী; সর্ব্বগত-পদে প্রভাব দ্বারা সমুদয় দেহব্যাপী জীবের মত তিনি নহেন, ইহা জানান হইয়াছে। জীব-জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, তিনি সেই জ্ঞানময় অর্থাৎ সেই জ্ঞান-প্রধান। অসৎ-নামজাত্যাদি দ্বারা যুক্ত নহেন—এ স্থলে অসৎ বিশেষণ, বিশেষণ দ্বারা নাম জাতি প্রভৃতি ভগবদ্রূপে প্রকাশ্য হইলেও সে সকল সৎ—স্বরূপসিদ্ধ নামাদি-দ্বারাই তিনি যোগবান্—ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহার—এই লক্ষণবিশিষ্ট পরতত্ত্বের আপনার ও অন্য সকলের দেহে সেই সেই উপাধি-ভেদে পরমাত্মরূপে অবস্থিতি বিভিন্নের মত হইলেও তদীয় নিজস্বরূপ এক; সেই স্বরূপময়—স্বরূপাত্মক যে বিজ্ঞান—

স্তভাববত্ত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যে তু দ্বৈতিনঃ তত্তদুপাধিদৃষ্ট্যা তস্যাপি ভেদং মন্যন্তে, তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানান্তর্ভাবঞ্চ ন মন্যন্তে, তে

তাঁহার অনুভব, তাহাই পরমার্থ। এই বিজ্ঞান অবিনশ্বর, সাধ্য; এবং সর্ব্ববিজ্ঞান ইহার অন্তর্ভূত, এই জন্য ইহা পুরুষার্থ। দ্বৈতিগণ সেই সেই উপাধি দৃষ্টিতে পরমাত্মারও ভেদ মনে করে; সর্ব্ববিজ্ঞান (সকল জানা) যে তদীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, ইহা মনে করে না; তাহারা আবার অযথার্থদর্শী—ইতি।

[বিবৃতি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবস্বরূপ-জ্ঞানের পরমার্থতা নিষেধ করিয়া, পরমতত্ত্বজ্ঞানের পরমার্থতা নিশ্চয় করিলেন। জীব অণুচৈতন্য, এই জন্য অসংখ্য। জীব প্রভাবলক্ষণ-গুণদ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, স্বরূপে অণু বলিয়া স্বরূপদ্বারা সমস্ত ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। পরমতত্ত্ব স্বরূপে বিভু বলিয়া স্বরূপতঃই তিনি সর্ব্বব্যাপী; এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বগত বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—পরমতত্ত্বের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। ব্রহ্মের কোন লীলা নাই; লীলা হইতে নাম জাতি প্রভৃতির প্রকাশ; এই জন্য ব্রহ্মের কোন নাম জাতি নাই। পরমাত্মা অন্তর্য্যামী, সৃষ্ট্যাদি-লীলা-নির্ব্বাহক হইলেও ভক্ত-বিনোদন জন্য তাঁহার বিচিত্র লীলাবিষ্কার নাই। তিনি পুরুষাবতার-রূপে কারণোদকে, গর্ভোদকে ও ক্ষীরোদকে বিরাজ করেন; এই রূপ, জন্মাদি-লীলা-হেতুক অভিব্যক্ত নহে; তিনি প্রপঞ্চে কথনও আবির্ভূত হয়েন না, সুতরাং প্রাপঞ্চিক লীলাবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার কোন নাম প্রকাশিত হয় না, এই জন্য পরমাত্মার নাম-সম্বন্ধে কোন সংশয় হইতে পারে না। প্রাপঞ্চিক কোন রূপের সাদৃশ্য তাঁহাতে নাই বলিয়া জাত্যাদি সম্বন্ধেও কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। ভগবৎস্বরূপ ভক্ত-বিনোদনের নিমিত্ত

পুনরতথ্যদর্শিন এবেতি। তত্রোপাধিভেদেঽংশভেদেঽপ্যভেদো দৃষ্টান্তেন সাধিতো দ্বাভ্যাম্—বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-

---

প্রপঞ্চে লীলা প্রকাশ করেন; সেই সঙ্গে নাম ও প্রাপঞ্চিক মৎস্যাদিরূপের সাদৃশ্যহেতু জাতি প্রভৃতি তাঁহাতে সংযোজিত হয়; এই জন্য নাম জাতি প্রভৃতিকে ভগদ্রূপে প্রকাশ্য বলা হইয়াছে। এই নাম-জাত্যাদি প্রপঞ্চ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইলেও অসৎ—অনিত্য নহে। এই নাম-জাত্যাদি স্বরূপ-সিদ্ধ—স্বরূপে সতত বর্ত্তমান; জীবের নাম-জাত্যাদির মত জন্মহেতু সঞ্জাত নহে; নিত্য।

উপরে পরমতত্ত্বের যে লক্ষণ বলা হইল, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের নিজ দেহে এবং সেই জীবের পক্ষে যাহারা অন্য, সে সকলের দেহে অবস্থান করেন। এ'টী আমার দেহ, ও'টী অপরের দেহ—এইরূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও পরমাত্মা বিভিন্ন নহেন; সকলের দেহেই একমাত্র তিনি বিরাজ করেন। সর্ব্বদেহে একমাত্র পরমাত্মার বিদ্যমানতা-অনুভব পরমার্থ। এই অনুভব মায়া-নিবৃত্তির পর উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা নিত্য, এই অনুভব-লাভ সাধনের উদ্দেশ্য; এবং এই অনুভবে সমস্ত জানা যায়, এসকল কারণে ইহা পরমার্থ।

পরমাত্ম-ভেদদর্শীকে দ্বৈতী বলা হইয়াছে। তাহারা দেহোপাধি দেখিয়া মনে করে, বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অন্তর্য্যামী। আর, পরমাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা যে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ করা যায়, ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না; কেবল তাহা নহে, তাহারা আবার অযথার্থ দর্শন করে অর্থাৎ স্বরূপভূত ভগবন্নাম-জাতি প্রভৃতিকে অসৎ—প্রাকৃত মনে করে।]

অনুবাদ— শ্রীবিষ্ণুপুরাণের জড়ভরত ও রহূগণ সংবাদে দুইটী শ্লোকে উপাধি-ভেদে অংশভেদ হইলেও দৃষ্টান্ত দ্বারা অভেদ

সংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ। একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ। দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি স ইতি। তথা তস্যৈকত্বমিত্যন্বয়ঃ। রূপস্য তত্তদাকারস্য ভেদস্তু বাহ্যস্য তদীয়বহিরঙ্গচিদংশস্য জীবস্য যা কর্ম্মপ্রবৃত্তিস্ততো জাতঃ। স তু পরমাত্মা দেবাদিভেদমন্তর্য্যামিতয়ৈবাধিষ্ঠায়াস্তে তত্তদুপাধিসম্বন্ধাভাবাচ্চ নাস্ত্যেবাবরণং যস্য তথাভূতঃ সন্নিতি। তস্মাত্তস্য দেবাদিরূপতা তু স্বলীলাময্যেবেতি

সাধিত হইয়াছে—"যেমন অভেদব্যাপী এক বায়ু বেণুরন্ধ্রভেদে ষড়্জাদি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সেই মহাত্মার একত্ব তদ্রূপ। রূপভেদ বাহ্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সম্ভূত। দেবাদিরূপ অধ্যস্ত হইলেও তিনি আবৃত নহেন।" ২।১৪।৩২—৩৩

প্রথম শ্লোকের সহিত দ্বিতীয় শ্লোকের একত্ব পদের অন্বয়।

শ্লোকদ্বয়-ব্যাখ্যা।—রূপভেদ—রূপের—দেবাদি আকারের ভেদ, বাহ্যকর্ম্ম—বাহ্য—তদীয় (পরমাত্মার) বহিরঙ্গ চিদংশ জীবের যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহা হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-নিবন্ধন দেব-মনুষ্যাদি রূপভেদ। তিনি পরমাত্মা—পরমাত্মা দেবাদি বিবিধ দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু সে সকল উপাধি (দেবাদি-দেহ)-সম্বন্ধাভাব-হেতু তিনি এমন ভাবে আছেন যে, তাঁহার কোন আবরণ নাই। সুতরাং তাঁহার দেবাদিরূপতা নিজ লীলাময়ী, ইহাই তাৎপর্য্য।

[**বিবৃতি**—পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে বিভিন্ন দেহে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি দেহধর্ম্মে লিপ্ত নহেন। তাঁহার দেহসম্বন্ধ না থাকায় তিনি কখনও দেহ দ্বারা আবৃত হয়েন না; এই জন্য তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতা, স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটে

ভাবঃ। অথ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্য মুক্তিত্বমাহ—ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু। উপেত নারায়ণমাদিদেবঃ স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ৫ ॥

টীকা চ—যস্মাৎ স এবাপবর্গ ইষ্ট ইত্যেষা। অত্র নারায়ণস্যাপবর্গত্বং তৎসাক্ষাৎকৃতাবেব পর্য্যবস্যতি। তস্যা এব সংসারধ্বংসপূর্ব্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপত্বাৎ তদস্তিত্বমাত্রত্বে তাদৃশত্বাভাবাচ্চ ॥ ৭ ॥ ৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ ॥ ৫ ॥

না। জীব কর্ম্মবশে দেহবদ্ধ হয়। পরমাত্মা সৃষ্ট্যাদি লীলা নির্ব্বাহের জন্য দেবাদি-দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত; তাঁহার এই অবস্থিতি কোন পারতন্ত্র্য-নিবন্ধন নহে; এই জন্য বলিলেন, তাহার দেবাদিরূপতা নিজ লীলাময়ী।]

শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার।

অনুবাদ—[এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; তৎসঙ্গে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তির কথাও বলা হইয়াছে।] অনন্তর ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তি বর্ণিত হইতেছে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"হে দৈত্যবালকগণ! বিষয়াত্মক দৈত্যসকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আদিদেব নারায়ণের শরণ লও। তিনি নিঃসঙ্গ মুনিগণের অভীষ্ট মোক্ষ।" শ্রীভাঃ ৭।৬।১৮॥৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা। শ্রীস্বামি-টীকা—যেহেতু তিনিই অভীষ্ট মোক্ষ—ইতি।

এ স্থলে শ্রীনারায়ণকে যে মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তদীয় সাক্ষাৎকারেই পর্য্যবসিত। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সাক্ষাৎকারই মোক্ষ। কারণ, সেই সাক্ষাৎকৃতি সংসার-ধ্বংসপূর্ব্বক

তথা—সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ। অপ্যেবমার্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ॥ ৬ ॥

টীকা চ—হে ভগবন্ পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ স এব মূর্ত্তির্যস্য তস্য তব পাদপদ্মম্ আশিষো রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থফলম্। হি নিশ্চিতম্। কস্য, তথা তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ ইত্যেবং নিষ্কামতয়া অনুভজতঃ।

পরমানন্দ-প্রাপ্তিরূপা ; আর শ্রীনারায়ণের অস্তিত্ব মাত্রে তাদৃশত্বের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ কেবল আছেন বলিয়া জীবের সংসার-বন্ধ-নাশ এবং পরমানন্দ-প্রাপ্তি সম্ভব নহে; তদীয় সাক্ষাৎকার দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে ; এই জন্য সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইল।।৫।।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র এইরূপ উক্তি দেখা যায়। ধ্রুব, শ্রীধ্রুব-প্রিয়কে বলিলেন,—"হে ভগবন্! পুরুষার্থ-মূর্ত্তি আপনাকে যাঁহারা তাদৃশরূপে ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম রাজ্যাদি হইতেও পরমার্থ ফল। ইহা নিশ্চয় সত্য, তথাপি হে স্বামিন্। ধেনুগণ যেমন বৎসকে পরিপালন করে, তদ্রূপ দীন আমা-দিগকে আপনি প্রতিপালন করেন ; যেহেতু, আপনি অনুগ্রহ-কাতর।

শ্রীভাঃ ৪।৯।১৭॥৬॥

শ্রীস্বামি টীকা—হে ভগবন্! পুরুষার্থ—পরমানন্দ, তাহাই মূর্ত্তি যাঁহার, সেই আপনার পাদপদ্ম আশিস্—রাজ্যাদি সকাশ হইতে নিশ্চয়ই আশিস্—পরমার্থ ফল। তাহা কাহার? সেই প্রকারে আপনিই পুরুষার্থ, ইহা জানিয়া যাঁহারা নিষ্কামভাবে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদের। আপনি যদিও এইরূপ, তথাপি

যদ্যেবং তথাপি হে আর্য্য হে স্বামিন্ দীনান্ সকামানপ্যস্মান্নিত্যাদিকা ॥ ৪ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

স চাত্মসাক্ষাৎকারো দ্বিবিধঃ ; অন্তরাবির্ভাবলক্ষণো বহিরাবির্ভাবলক্ষণশ্চ। যথা—প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসীত্যাদৌ তেঽচক্ষতাক্ষ-

হে আর্য্য—হে স্বামিন্! দীন—সকাম আমাদিগকে আপনি পরিপালন করেন। হিতসাধন করিবার জন্য ব্যাকুল গাভী যেমন বৎসকে দুগ্ধ পান করায়, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, আপনি তদ্রূপ কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন।

[**বিবৃতি**—এস্থলে ভক্তি-মাধুর্য্যাস্বাদন দুগ্ধপান সদৃশ; আর ভক্তিবিঘ্ন হইতে রক্ষা, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা তুল্য।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানকে পুরুষার্থ-মূর্ত্তি বলায়, তাঁহাকে মোক্ষস্বরূপই বলা হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীনারায়ণকে মোক্ষ বলিয়া উল্লেখ করতঃ তদীয় সাক্ষাৎকারকে মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদ্রূপ এই শ্লোকেও শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারকে মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ॥৬॥]

ভগবৎসাক্ষাৎকার-ভেদ।

অনুবাদ—যে সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইয়াছে, সেই আত্ম-(ভগবৎ) সাক্ষাৎকার দুই প্রকার;—অন্তরাবির্ভাব-লক্ষণ ও বহিরাবির্ভাব-লক্ষণ। যথা,—শ্রীনারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছেন—"যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাব-স্থান তীর্থ হইয়া থাকে, যিনি স্বীয় যশঃ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যশঃকীর্ত্তন-সময়ে আহূতের ন্যায় আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হয়েন।" শ্রীভা, ১।৬।৩৪ (ইহা অন্তঃ-সাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত।) এবং

বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যমিত্যাদৌ চ। তত্রান্তঃসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা শ্রীরুদ্রগীতে—ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ। যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিমিতি। তত্র তেষাং পূর্বোক্তানাং সতাং ভক্তিযোগেনানু-

---

তস্যাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি
স্তেঽচক্ষতাক্ষ-বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যং ॥

শ্রীভা, ৩।১৫।৩৮

ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মুনিগণ "ব্রহ্মসমাধি-রূপ সাধনের ফল-স্বরূপ সুস্পষ্ট অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন। তাহাদের সম্মুখে তিনি পদব্রজে আগমন করিলেন ও পরিকরগণ সেবা-যোগ্য নানা বস্তু দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।" [ইহা বহিঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত।]

এই দ্বিবিধ সাক্ষাৎকার মধ্যে **অন্তঃসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা** শ্রীরুদ্রগীতে বর্ণিত হইয়াছে; যথা,— "যাহার বিশুদ্ধ চিত্ত বাহ্যিক বিষয়ে ভ্রান্ত না হয়, তমোগুহায় প্রবেশ না করে, সেই মননশীল পুরুষ উক্ত চিত্তে তোমার গতি (চেষ্টা-লীলা) দর্শন করেন।" শ্রীভা, ৪।২৪।৫৬

অন্তঃসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা-বিষয়ে এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করা যায় তাহা দেখান হইতেছে: যে বিশুদ্ধচিত্তে দর্শন লাভের কথা বলা হইল, প্রথমতঃ সেই বিশুদ্ধি কিরূপে ঘটে তাহা বলিতেছেন—এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী (৪।২৪।৫৫) শ্লোকে (১) যাঁহাদের

---

(১) অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃস্নান-বিধূতপাপ্মনাং।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥

শ্রীভা, ৪।২৪।৫৬

গৃহীতং বিশুদ্ধং যস্য চিত্তং বাহ্যেষ্বর্থেষু ভ্রান্তং ন ভবতি তমোরূপায়াং গুহায়াং চ ন বিশতি স মুনিরিত্যাদিকং চ

কথা বলা হইয়াছে, "সেই সৎ সকলের অর্থাৎ শ্রীভগবানের যশঃ এবং গঙ্গা এই দুইয়ে যথাক্রমে অন্তর্বহিঃ স্নান দ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, যাঁহাদের প্রাণিগণে দয়া আছে, যাঁহাদের চিত্ত রাগাদি-রহিত, যাঁহারা সারল্যাদি সদ্‌গুণ-মণ্ডিত সেই সাধুগণের (কৃপালব্ধ) ভক্তিযোগে অনুগৃহীত হইয়া যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ, অর্থাৎ হরিভক্তির কৃপায় যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল—এই হেতু চিত্ত বাহ্যিক বিষয়ে ভ্রান্ত না হয় এবং তমোগুহায় প্রবেশ না করে, সেই মুনি বিশুদ্ধ চিত্তে তোমার গতি দর্শন করেন।" (১)

(১) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল—

তোমার (শ্রীভগবানের) যে সকল সাধু, তাঁহাদের সঙ্গ হইতেই চিত্ত বিশেষ-রূপে শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রচুর সাধনানুষ্ঠান করিলেও যতদিন সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, ততদিন চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল—বাসনা-লেশ-রহিত হয়না ; যাঁহারা অতি তুচ্ছ বোধে মোক্ষাভিলাষ পরিহার করিয়াছেন—(তাঁহারা সাধু), সেই সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানের লীলা-লাবণ্য অনুভূত হয়। এই জন্য বিশুদ্ধ-চিত্ত কিরূপ জানাইতেছেন ; —যাঁহার চিত্ত বহিরর্থে বিভ্রম অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্মরণ-সময়ে বিষয়-ভাবনায় চঞ্চল হয় না, যাঁহার চিত্ত তমোগুহা—নিদ্রারূপ গহ্বরে প্রবেশ করে না অর্থাৎ শ্রবণ-স্মরণাদি সময়ে নিদ্রা-তন্দ্রাযুক্ত হয় না, তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ। এই চিত্তশুদ্ধির হেতু—ভক্তিযোগ। সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি মননশীল হইয়া শ্রীভগবানের গতি—চেষ্টা—লীলা-লাবণ্যাদি দর্শন করেন।

এস্থলে অভিপ্রায়—দশ নামাপরাধই ভক্ত্যপরাধ। যতদিন এ সকল অপরাধ থাকে, ততদিন ভক্তিদেবীর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। অপরাধ-সকলই লয়-বিক্ষেপের হেতু। প্রগাঢ় সাধনাভিনিবেশ বা মহৎকৃপায় অপরাধসমূহ দূরীভূত

ব্যাখ্যেয়ম্। বহিঃসাক্ষাৎকারোঽপি ব্যতিরেকেণ তত্রৈব নারদং প্রতি শ্রীভগবতোক্তম্—হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনামিতি। ন কেবলং শুদ্ধচিত্তত্বমেব যোগ্যতা। কিং তর্হি, তদ্ভক্তিবিশেষাবি-

ভক্ত্যানুগৃহীত বিশুদ্ধচিত্তে যেমন অন্তঃসাক্ষাৎকার সম্ভবপর, তাদৃশচিত্তে তেমন বহিঃসাক্ষাৎকারও সম্ভবপর, ইহা ব্যতিরেকমুখে (নিষেধ-মুখে) শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"হে নারদ! এই জন্মে জগন্মধ্যে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না; কারণ, যাহাদের কষায় দগ্ধ হয় নাই," এমন কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না।" শ্রীভা, ১।৬।২১ *

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে শুদ্ধচিত্ততাকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলেও কেবল তাহা (শুদ্ধ-

হইলে, ভক্তিদেবী প্রসন্না হয়েন; তিনি প্রসন্না হইলে কৃপা প্রকাশ করেন। তাহা হইতে লয়-বিক্ষেপ দূর হয়।

দশ নামাপরাধ---(১) সৎসকলের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু-নামাদি হইতে শিব-নামাদির পৃথকরূপে চিন্তন, (৩) গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ ইহা স্তুতিমাত্র---এইরূপ মনে করা, (৬) নামের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রকারান্তরে অর্থ-কল্পনা, (৭) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের তুল্যতা মনন, (৮) শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ, (৯) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি এবং (১০) নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি।

* এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত একটী সুন্দর ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরু-পাদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভক্তি (ভজন-ক্রিয়া), (৭) অনর্থ-নিবৃত্তি, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) রতি, (১২) প্রেম, (১৩) ভগবৎসাক্ষাৎকার ও (১৪) ভগবন্মাধুর্য্যানুভব।

ষ্কৃততদিচ্ছাময়তদীয়স্বপ্রকাশতাশক্তিপ্রকাশ এব মূলরূপা : সা, যৎপ্রকাশেন তদপি নিঃশেষং সিধ্যতি। যথান্তঃসাক্ষাৎকারে, ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি। তথা বহিঃসাক্ষাৎকারেঽপি শ্রীসঙ্কর্ষণং প্রতি চিত্রকেতুবাক্যে, ন হি ভগবন্ ন ঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয় ইতি। প্রহ্লাদং প্রতি শ্রীনৃসিংহবাক্যে, মাম-

---

চিত্ততা) ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নহে; তবে তাহা কি?—ভগবদ্ভক্তিবিশেষ দ্বারা আবিষ্কৃত শ্রীভগবানের ইচ্ছাময়-তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশই মূল যোগ্যতা; সেই শক্তি-প্রকাশে সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হয়। যথা,—অন্তঃসাক্ষাৎকারে,— শ্রীসূতোক্তি—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।
শ্রীভা, ১।২।২১

"ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ মুক্তসঙ্গ পুরুষের আত্মায় অর্থাৎ মনোমধ্যে ঈশ্বর দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

বহিঃসাক্ষাৎকারেও,—শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রতি চিত্রকেতু-বাক্য—

নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।
শ্রীভা, ৬।১৬।৪০

"হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মানবদিগের অখিল পাপক্ষয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।"

প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের বাক্য—"হে আয়ুষ্মন্! যে ব্যক্তি আমার প্রীতিসম্পাদন না করে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন

প্রণীত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং মম। দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতীতি। শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রুতদেববাক্যে চ, স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্নঃ কিং দেব করবাম তে। এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো

দুর্ল্লভ। আমাকে দর্শন করিলে, কোন মনোরথ অপূর্ণ রহিল বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে হয় না।" শ্রীভা, ৭।৯।৪২

[এই শ্লোক হইতে জানা গেল, ভগবৎসাক্ষাৎকারে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; সুতরাং চিত্তক্ষোভের অভাব ঘটে; তাহাই শুদ্ধচিত্ততার পরিচায়ক।]

শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতদেব-বাক্যে—"হে দেব! আমরা আপনার ভৃত্য। আপনার কি কার্য্য করিব—আমাদিগকে শিক্ষাদান করুন। আপনি নয়নগোচর হইলে, মানবগণের ক্লেশের অবসান ঘটে।" (১) শ্রীভা, ১০।৮৬।৩৬

[অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—জীব এই

(১) শ্রুতদেব,—শিক্ষাদান করুন—এই প্রার্থনা করিয়া তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিলেন,—আমরা আপনার ভৃত্য;—ভৃত্যের প্রভুর নিকট শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে। তারপর বলিলেন—যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাও অন্য কিছু নহে, আপনার ইচ্ছামত কোন কার্য্য; সেকার্য্যও আপনার প্রীতিসাধনের জন্য করিব। কেন শ্রীভগবানের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন, তাহা 'দেব' সম্বোধন দ্বারা প্রকাশ করিলেন;—দেব—নিজেষ্ট দেব; নিজেষ্ট-দেবের প্রীতি-সম্পাদনই ভৃত্যের কর্ত্তব্য। ইহার পর মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—সংসার-ক্লেশাভিমানী জীবের সম্পূর্ণরূপে আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিবার অবসর কোথায়? তজ্জন্য বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার দর্শনের সঙ্গেই আমার সংসার-ক্লেশাভিমান দূরীভূত হইয়াছে; এখন কেবল আপনার আজ্ঞাপালনরূপ যে পুরুষার্থ তাহাই আমার বাকী আছে। তাহা প্রদান করুন।

যন্তুনানক্ষিগোচর ইতি। তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধচিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়স্বপ্রকাশতাশক্তিতাদাত্ম্যাপন্নতয়ৈব তৎ-প্রকাশতাভিমানবন্তি স্যুঃ। তত্র ভক্তিবিশেষনাপেক্ষত্বমুক্তং,

---

পঞ্চবিধ ক্লেশ ভোগ করে। এই সকল ক্লেশে জীবের চিত্ত বিক্ষুব্ধ—মলিন। ভগবৎসাক্ষাৎকারে এ সকল ক্লেশের নিবৃত্তি বলায়, তাহাতে চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়, ইহা জানা গেল।]

এসকল শ্লোক-প্রমাণে, শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি-প্রকাশে সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি ঘটে—ইহা সিদ্ধ হইলে, ভগবৎসাক্ষাৎকার-যোগ্য পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল, তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়াই শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান করে।

[অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় মনে হয়, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে; তিনি নিজের স্বপ্রকাশতাশক্তি দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হয়েন। তখন ইন্দ্রিয়সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া, সে সকল দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি—এইরূপ মনে হয়। লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও তেমন ভগবৎসাক্ষাৎকারে সমর্থ নহে, অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন দহনে সমর্থ হয়, শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ও তেমন তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়।]

তদ্ভক্তি-বিশেষাবিষ্কৃত তদিচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশই ভগবৎসাক্ষাৎকারের মুখ্য যোগ্যতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[এ স্থলে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশের দুইটী হেতু নির্দ্দেশ করিলেন—ভক্তিবিশেষ ও শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয় ইত্যাদৌ। তদিচ্ছাময়েত্যাদ্যুদাহরণং চ, ব্রহ্মভগবতোরবিশেষতয়ৈব দৃশ্যতে। যথা সত্যব্রতং প্রতি শ্রীমৎস্য-দেববাক্যে;—মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি। তথৈব হি ব্রহ্মাণং

ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ পায় বলিয়া তাহাতে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে; আর তাহা হইলেও যখন শ্রীভগবান্ যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তাহার নিকট ঐ শক্তি প্রকাশ পায়; এই জন্য তাঁহার ইচ্ছা, ঐ শক্তি-প্রকাশের অপর হেতু। ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।]

স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষার কথা—"শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা, শ্রুতগৃহীতা ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন;" (শ্রীভা, ১।২।১২) এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (১)

আর, তদীয় ইচ্ছাময় ইত্যাদির উদাহরণ—ব্রহ্ম ও ভগবানের অবিশেষ অর্থাৎ একই তত্ত্বরূপে বর্ণনায় দেখা যায়। যথা,—সত্যব্রতের প্রতি মৎস্যদেবের বাক্যে—"আমার মহিমা পরম-ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত; তুমি সম্যক্ প্রশ্ন করিয়াছ, এই জন্য আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত তাহা অনুভব করিবে।" (২) শ্রীভা, ৮। ২৪। ২৩

---

(১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীমৎস্য-দেবের ইচ্ছায় সত্যব্রতের হৃদয়ে পরম-ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা "আমার অনুগ্রহে" ইত্যাদি উক্তি হইতে জানা যায়। ব্রহ্ম ও ভগবান্ উভয়ই অদ্বয়জ্ঞান—স্বপ্রকাশবস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রকাশে যাহা

প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে ;—মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনমিতি। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ;—নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। ত্বামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি।

ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে, শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ও শ্রুতিতে সেই (ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে, এই) অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মার প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা,—"আমার লোক (স্থান—শ্রীবৈকুণ্ঠ) দর্শন আমার ইচ্ছারই প্রভাব অর্থাৎ তোমাকে ইহা দর্শন করাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে জন্যই তুমি দেখিতে পাইলে।" শ্রীভা, ২।৯।২২

নারায়ণাধ্যাত্মে—"ভগবান নিত্য অব্যক্ত হইলেও (ভক্তগণ) তদীয় নিজশক্তি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। সেই শক্তি ভিন্ন কমল-নয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?"

(ভগবদিচ্ছা) হেতু, ভগবৎ-প্রকাশেও তাহাই হেতু। এইজন্য সন্দর্ভে ব্রহ্ম ও ভগবানকে অবিশেষরূপে গণ্য করার কথা বলিয়াছেন।

এই শ্লোকের মর্ম্ম—আত্মারামগণের সঙ্গ-প্রভাবে সত্যব্রতের ব্রহ্মানুভব ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ; শ্রীভগবান ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু,—তিনি ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। এই জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মানুভব করাইয়াছেন। প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—আমার মহিমা—ঐশ্বর্য্য,—আমার ব্যাপক-নির্ব্বিশেষ-স্বরূপই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত। তাহাকে আমার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ আমার একটী ধর্ম্ম বলিতেছি কেন, শুন ;—তোমার সম্মুখে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে মৎস্যরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, এই রূপেই আমার সম্যক্ প্রকাশ। ব্রহ্ম এইরূপেরই মহিমা। আমি না দেখাইলে কেহই আমার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্যাদি দেখিতে পায়না। এইজন্য আমি অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রকাশ করি। যদিও ব্রহ্মানুভব আমার অনুভবেরই অন্তর্ভুক্ত, এইজন্য পৃথক্ ব্রহ্মানুভবের কোন অপেক্ষা নাই, তথাপি ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাক্ষাৎ-আমার অনুভব-সময়ে 'কেবল ব্রহ্মানুভব' অভিব্যক্ত হয়না। যদি তোমার 'কেবল ব্রহ্মানুভবে' কথঞ্চিৎ ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে, আমার অনুগ্রহে সে অভীষ্টও পূর্ণ হইবে।

শ্রুতৌ চ ;—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি। ততস্তৎকরণশুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎশক্তিপ্রতিফলনার্থমেব জ্ঞেয়া। এবমপি ভক্ত্যা তং দৃষ্টবতি মুচুকুন্দাদৌ যা মৃগয়াপাপাদ্যস্তিতা শ্রীভগবতা কীর্ত্তিতা, সা তু প্রেমবর্দ্ধিন্যা ঝটিতিভগবদপ্রাপ্তিশঙ্কাজন্মনস্তদুৎকণ্ঠায়া বর্দ্ধনার্থং বিভীষিকয়ৈব কৃতা। যত্তু তদীয়স্নিগ্ধানাং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদীনাং নরক-দর্শনং তৎ

শ্রুতিতে—"যাঁহাকে এই ভগবান্ নিজ দর্শনের জন্য বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা (ভগবান্) তাঁহার নিকট নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।" কঠ। ১।২।২৩

[এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবদিচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তি-প্রকাশই যদি তদীয় সাক্ষাৎকারের হেতু হয়, তাহা হইলে দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয়শুদ্ধির কি প্রয়োজন আছে? তাহাতে বলিতেছেন—] সেই শক্তির প্রতিফলন জন্য দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয়শুদ্ধির অপেক্ষা আছে, মনে করিতে হইবে।

[আবার প্রশ্ন হইতে পারে—আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারী মুচুকুন্দ-প্রভৃতিতে মৃগয়া-পাপাদি বর্ত্তমান আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কেন? তাহার উত্তর—] শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তির প্রতিফলন-নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-শুদ্ধির প্রয়োজন হইলেও, ভক্তি-বলে ভগবদ্দর্শনকারী মুচুকুন্দ-প্রভৃতিতে যে মৃগয়া পাপাদির অস্তিত্বের কথা শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ঝটিতি ভগবদ্-অপ্রাপ্তির আশঙ্কা উৎপন্ন করিয়া, তাঁহার (মুচুকুন্দের) প্রেম-বর্দ্ধিনী উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ভয় দেখাইয়াছেন; বাস্তবিক তাঁহার পাপলেশও ছিলনা। আর, শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতির যে নরক-দর্শনের (মহাভারতে) প্রসিদ্ধি

খলু ইন্দ্রমায়াময়মেবেতি স্বর্গারোহণপর্ব্বণ্যেব ব্যক্তমস্তি। * বিষ্ণুধর্ম্মে তৃতীয়জন্মনি দত্ততিলধেনোরপি বিপ্রস্য প্রসঙ্গমাত্রেণ নরকানামপি স্বর্গতুল্যরূপতাপ্রাপ্তিবর্ণনাৎ। শ্রীভাগবতেন তু তদপি নাঙ্গীক্রিয়তে; তদনুপাখ্যানাৎ প্রত্যুতাব্যবহিতভগবৎপ্রাপ্তি-বর্ণনাচ্চ। অথ যদবতারাদাবশুদ্ধচিত্তানামপি তৎসাক্ষাৎকারঃ শ্রূয়তে, তৎ খলু তদাভাস এব জ্ঞেয়ঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য

আছে, তাহা কিন্তু যথার্থ নরক-দর্শন নহে, ইন্দ্র-মায়াময়;—ইহা মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বেই বর্ণিত আছে। ইন্দ্রমায়াদ্বারা স্বর্গে নরক-দর্শন অসম্ভব নহে; কারণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে, কোন ব্রাহ্মণ তৃতীয় জন্মে তিল-ধেনু দান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রসঙ্গমাত্রে নরকসমূহেরও স্বর্গতুল্যরূপতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু তাহাও (শ্রীযুধিষ্ঠির-মহারাজের স্বর্গে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক-দর্শনও; অঙ্গীকার করেন নাই; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপাখ্যান বর্ণিত হয় নাই; অধিকন্তু, স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

[শুদ্ধেন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রতিফলন দ্বারা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা জন্মে—এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে আর একটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; অবতার-সময়ে অশুদ্ধচিত্ত সাধারণ জন সকলেরও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের কথা শুনা যায়। তাহা হইলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়-শুদ্ধির অপেক্ষা রহিল কোথায়? অতঃপর এই সংশয় ছেদনের জন্য বলিলেন—] অবতারাদিতে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের যে ভগবৎসাক্ষাৎকারের কথা শুনা যায়, তাহা সাক্ষাৎকারের আভাস

---

* তৎ খলু লোকবিভীষিকার্থং স্বদৃষ্ট্যানেকনারকনিস্তারণার্থঞ্চ স্বাচ্ছন্দ্যে-নৈবাচরিতমিতি জ্ঞেয়মিতি পাঠান্তরম্।

যোগমায়াসমাবৃত ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দন ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। অদর্শনঞ্চানবতারসময়ে ব্যাপক-

(ছায়া) ভিন্ন আর কিছু নহে। কারণ, "যোগমায়া-সমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হইনা"—এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-বচন (১) এবং "যোগিগণ ভক্তিদ্বারা জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়া থাকেন, ভক্তির অভাব থাকিলে কেহ তাঁহার দর্শন পায় না; —ক্রোধ ও পরশ্রীকাতরতা হেতু শ্রীভগবদ্দর্শনে সমর্থ হয় না," এই পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন-প্রমাণে বুঝা যায়, অশুদ্ধচিত্ত জনগণ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

অদর্শন—অবতার-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের দর্শনাভাব। আর শ্রীভগবান্ পরমানন্দ হইলেও

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকটবিহার-সময়ে ভক্ত অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি—একথা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিত্যবিজ্ঞান সুখঘন, অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-কর্ম্মা আমি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হই, সকলের অর্থাৎ অভক্ত-গণের নিকট নহে। কারণ, আমি যোগমায়া-সমাবৃত; অর্থাৎ মদ্বিমুখজনের বিমোহকারিণী যোগ (শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসের নাম যোগ।—শ্রীধরস্বামী)-যুক্তা মায়াদ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন-পরিসর। মায়াবিমোহিত লোকসকল অচিন্ত্য-প্রভাবশালী, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-বন্দিত আমাকে জানে না। আমি জন্মরহিত। আমার স্বরূপস্থিত সার্ব্বজ্ঞ্যাদির কখনও ব্যভিচার ঘটেনা। শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্য।

স্যাপি দর্শনাভাবঃ। অবতারসময়ে তু পরমানন্দেঽপি দুঃখদত্বং মনোরমেঽপি ভীষণত্বং সর্বসুহৃদ্যপি দুহৃর্ত্ত্বমিত্যাদিবিপরীতদর্শনমেব। তদপ্রকাশে যোগমায়াপ্রকাশে চ মূলং কারণং তদ্ভক্তাপরাধাদিময়পুরুষচিত্তাস্বাচ্ছ্যম্। যৎ খলু তদানীন্তনে তস্য সার্বত্রিক প্রকাশেঽপি বজ্রলেপায়তে। অতএব মুক্তিহির্ত্বেত্যাদিলক্ষণস্যাব্যাপ্তের্ন তস্য সাক্ষাৎকারাভাসস্য মুক্তিসংজ্ঞত্বমপি। অতএব

অবতার-সময়ে তাঁহাতে দুঃখদত্ব, মনোরম হইলেও ভীষণত্ব, সর্ব্বসুহৃদ্ হইলেও শত্রুত্ব উপলব্ধি প্রভৃতি বিপরীত দর্শন।

অনবতারকালে সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানের অপ্রকাশে, আর অবতার-সময়ে যোগমায়া দ্বারা অপ্রকাশে মূল কারণ ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধাদিময় জীবচিত্তের অস্বচ্ছতা। তাহা শ্রীভগবানের তৎকালীন সার্ব্বত্রিক প্রকাশেও বজ্রলেপের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ বজ্র—হীরক অতি কঠিন পদার্থ, তদ্দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে সেই বস্তুকে যেমন অন্য কোন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ যাহার চিত্ত বৈষ্ণবাপরাধ-মালিন্যে আবৃত, শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইলেও তাহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি পায়েননা।

পূর্ব্বে মুক্তিলক্ষণ-বিচারে "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—অন্যথারূপ অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ভাব নিবৃত্ত হওয়ার পর স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি,"—এই বাক্যের স্বরূপ-ব্যবস্থিতির অর্থ করা হইয়াছে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। উপরে যে সাক্ষাৎকারাভাসের কথা বলা হইল, তাহাতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না। এই জন্য অবতার-সময়ে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের যে ভগবদ্দর্শন মিলে, তাহাতে মুক্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি (অভাব) হেতু সাক্ষাৎকারাভাসের মুক্তি-সংজ্ঞা হইতে পারে না।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তচ্চ রূপমিত্যাদিগদ্যেন যদ্যপি শিশুপালস্য তদ্দর্শন-মুক্তং, তথাপি নির্দোষদর্শনং ত্বন্তকাল এব উক্তম্, 'আত্মবিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতমপগত-দ্বেষাদিদোষে ভগবন্তমদ্রাক্ষীদিত্যনেন। এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো-যদ্ভবানক্ষিগোচর ইত্যাদিকং চ নৃষু যে স্বচ্ছচিত্তা যে চ তদ্ভক্তো-পরাধেতরদোষমলিনচিত্তাস্তেষাং ক্লেশনাশস্য তদাত্বাপেক্ষয়া যে

অতএব—সাক্ষাৎকারাভাসের মুক্তি-সংজ্ঞা হয় না বলিয়া, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "তচ্চরূপং" ইত্যাদি গদ্যে (১) যদিও শিশু-পালের শ্রীভগবদ্দর্শন উক্ত হইয়াছে, তথাপি অন্তঃকালেই তাঁহার নির্দ্দোষদর্শনের কথা পরবর্ত্তী গদ্যে বর্ণিত হইয়াছে;— "শিশুপালের দ্বেষাদি দোষ দূরীভূত হইলে, নিজ বিনাশের জন্য শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্রের কিরণসমূহে উজ্জ্বল অক্ষয়তেজঃস্বরূপ, পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়াছিল।" ৪।১৫।৯

"আপনি নয়নগোচর হইলে, মানবগণের ক্লেশের অবসান হয়,"— (শ্রীভা, ১০।৮৬।৩৬) —ইত্যাদি শ্রুত-দেবোক্তি, মানবগণ-

---

(১) তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বল-পীত-বস্ত্র-ধার্য্যমল-কিরীটকেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদারপীবর-চতুর্ব্বাহু-শঙ্খ-চক্র-গদাসিধরম্, অতি-প্রৌঢ়-বৈরানু-ভাবাৎ অটনভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষবস্থান্তরেষু নৈবাপ যথাবস্থাত্ম-চেতসঃ॥ ৪।১৫।৮

প্রবল বৈরভাব-নিবন্ধন শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি অবস্থাসমূহেও ভগবানের রূপ অপসৃত হইত না। সে রূপ, প্রফুল্ল-পদ্মদলসদৃশ অমলনেত্রধারী, অত্যুজ্জ্বল পীত-বস্ত্রধারী, অমলকেয়ূর-কিরীট ও কটক দ্বারা উপশোভিত, দীর্ঘ-পুষ্ট বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র গদা ও অসিধারী।

ত্বন্মাদৃশাস্তেষাং তন্নাশস্যোন্মুখতাপেক্ষয়ৈব। তেভ্যঃ স্ববীক্ষণ-বিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্নিতি শ্রবণাৎ.

মধ্যে যাঁহারা স্বচ্ছচিত্ত, যাঁহারা ভক্তাপরাধ (১) ভিন্ন অন্য দোষে মলিন-চিত্ত, তাঁহাদের ক্লেশনাশের তাৎকালিকত্ব, আর যাঁহারা এতদ্ভিন্ন অন্য দোষে (ভক্তাপরাধ-দোষে) মলিন-চিত্ত, তাঁহাদের ক্লেশ-নাশের উন্মুখতা (কেবলমাত্র আরম্ভ) অপেক্ষায় প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহাদের ভক্তাপরাধ নাই, তাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের সঙ্গেই নিখিল-ক্লেশবিমুক্ত হয়েন; আর, যাঁহাদের ভক্ত বা শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ আছে, সাক্ষাৎ-কারের সঙ্গে তাঁহাদের ক্লেশ-নাশ আরম্ভ হয়; যতদিন অপরাধ থাকে, ততদিন ক্লেশও থাকে; তবে, যে পরিমাণে অপরাধ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে ক্লেশ নষ্ট হইয়া থাকে।

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণ-বিনষ্ট-তমিস্র দৃগ্‌ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থ দৃশঞ্চ যচ্ছন্।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্।

শ্রীভা, ১০।৮৬।১৫

শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় গমন-সময়ে নানা দেশের জনগণকে দর্শন দিয়াছেন; তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ দর্শনদান দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-দৃষ্টি-বিনাশপূর্ব্বক, ক্ষেম (মঙ্গল) ও অর্থদৃষ্টি দান করতঃ দিগন্ত-ধবলকারী অশুভনাশক নিজ যশঃ শ্রবণ করিতে করিতে দেবতা

(১) বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, বিদ্বেষ করা, তাঁহাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ, তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করা এবং বৈষ্ণবগণকে অভিনন্দন না করা—এই ছয়টী বৈষ্ণবাপরাধ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যনুসারাচ্চ। তে চাসচ্ছচিত্তা দ্বিবিধাঃ; ভগবদ্বহির্মুখা ভগবদ্বিদ্বেষিণঃ চ। তদ্বহির্মুখাশ্চ দ্বিবিধাঃ; লব্ধে তদ্দর্শনেঽপি বিষয়াদ্যভিনিবেশবন্তস্তদবজ্ঞাতারশ্চ। যথা তদবতারসময়ে সাধারণদেবমনুষ্যাদয়ঃ। যথা চ কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্যেত্যাদি-

ও ঋষিগণের সহিত বিদেহ (মিথিলা) নগরে প্রবেশ করিলেন।"(১) এই শ্লোক এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্ত গদ্যানুসারে ক্লেশনাশের উক্তরূপ দ্বৈবিধ্য প্রতীত হয়।

ভক্ত্যাপরাধাদি-দোষে মলিনচিত্ত জীব দুই প্রকার—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ও ভগবদ্বিদ্বেষী। বহির্ম্মুখ আবার দুই প্রকার—ভগবদ্দর্শন-লাভেও বিষয়াদ্যভিনিবেশ-বিশিষ্ট ও ভগবদবজ্ঞাতা। যথা,—ভগবদবতার-সময়ে সাধারণ দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি প্রথম প্রকারের (বিষয়াদ্যভিনিবিষ্ট) বহির্ম্মুখ, আর "মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয়

(১) পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে সাধারণ জনসকল অজ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা কিরূপে দর্শন করিল? ইহার উত্তরে বলিলেন—স্ববীক্ষণ (নিজদর্শন)—স্বকর্ত্তৃকা কৃপাদৃষ্টি, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যে কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা উহারা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল;—তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়াছিল। সেই দৃষ্টিদ্বারা তাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ক্ষেমদান—পুনর্ব্বার সেই অজ্ঞান উপস্থিত হইবার আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজভক্তি-যোগ দান করিয়াছিলেন। অর্থদৃষ্টি—ভগবৎস্বরূপ-ভূত পরমার্থ-প্রকাশক চিচ্ছক্তি; তাহা ভক্তিরূপা। সেই ভক্ত্যনুগৃহীত নয়নে তাহারা ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানচক্ষুরুন্মেষ করেন, তিনি গুরু; শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতের (ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য) সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন, এইজন্য তিনি ত্রিলোক-গুরু। বৈধ দীক্ষা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। শ্রীভগবানের যশঃকীর্ত্তন দশদিক্ নির্ম্মল করে, এইজন্য তাঁহাকে দিগন্ত-ধবলকারী বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মিথিলাগমন-সময়ে আকাশগামী দেবগণ ও নরগণ ক্রমশঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

দুর্ব্বচসো মহেন্দ্রাদয়ঃ। যত উক্তং শ্রুতিভিঃ—দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথানিতি।

করিয়া" (২) ইত্যাদি দুরুক্তিকারী ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের (ভগবদবজ্ঞাতা) বহির্ম্মুখ।

উক্ত দ্বিবিধ জনগণ যে বহির্ম্মুখ, তাহা শ্রুতিস্তব ও ভগবদুক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,— "নিত্যসুখস্বরূপ পরমাত্মা আপনাতে যাঁহারা একবার মনোনিবেশ করিতে পারেন, বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি পুরুষসার-হরণকারী গৃহাদিসম্ভূত কুৎসিত সুখে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না।" শ্রীভা, ১০.৮৭।৩১

[একবার মাত্র মনোনিবেশ করিতে পারিলেই যদি গৃহসুখে বিরতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্দর্শনের পরও যাহাদের বিষয়াভিনিবেশ থাকে, তাহারা বহির্ম্মুখ—ইহা ব্যতিরেক মুখে উক্ত শ্লোক প্রমাণ করিতেছেন। এই শ্লোক প্রথম প্রকারের বহির্ম্মুখগণ সম্বন্ধে প্রমাণ।]

[ইন্দ্র-যাগ ভঙ্গ করায়, কুপিত ইন্দ্র সপ্তাহ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে ঝড়বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন। এই প্রভাবে ভীত হইয়া ইন্দ্র স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে

---

(২) অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাং
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেব-হেলনং॥ শ্রীভাঃ ১০।২৫।৩

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযাগে বিরত হইলে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—বনবাসী গোপদিগের ধনমদের কি আশ্চর্য্য-মাহাত্ম্য! তাহারা একটী মানুষ—কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবতা-আমার অবজ্ঞা করিল।

মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীভগবতা চ—মামৈশ্বর্য্যমদান্ধো হি দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য বাঞ্ছাম্যনুগ্রহমিতি।

প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—] "ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তিগণ দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না ; যাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্পদ্ভ্রষ্ট করিয়া থাকি।" শ্রীভাঃ, ১০।২৭।১৪ (১)

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকে ইন্দ্র ভগবদবজ্ঞাতা বহির্ম্মুখরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়াও দর্শনফলে বঞ্চিত রহিয়াছেন ;—দর্শনের ফল কর্ম্মক্ষয়, কচিৎ জীবন্মুক্তপুরুষে অনভিনিবেশে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রের ভোগ সে জাতীয় নহে, তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বর্গীয় বিষয়ভোগের জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; কর্ম্মভোগ ক্ষয়ের জন্য কোন প্রার্থনা করেন নাই, বিষয়সুখের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণচরণসান্নিধ্য-প্রাপ্তির জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই ; ইহাতে তাঁহার বহির্ম্মুখতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তি ভগবৎসেবাভিলাষী, বহির্ম্মুখ বিষয়-সুখাভিলাষী।

---

(১) ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব। ঐশ্বর্য্য ও ধনাদি সম্পদ্-মদে অন্ধ—একেবারে জ্ঞান-রহিত ব্যক্তিগণ দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায়না। দণ্ডপাণি-পদে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—আমার উপাসক সম্বন্ধে গোপবেশোচিত সুন্দর যষ্টি হস্তে ধারণ করি বলিয়া আমি দণ্ডপাণি ; কেবল তাহা নহে, সেইরূপে আমি তোমার মত ভক্তদ্রোহীর পক্ষে যথার্থ দণ্ডপাণি—শাসনকর্ত্তা। এই বলিয়া, ইন্দ্রের ভয় দূর করিবার জন্য বলিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ বাঞ্ছা করি, তাহার ঐশ্বর্য্যের হেতুভূত ধনাদি হরণ করি। তুমি তাহা সহ্য করিতে পারিবেনা, এইজন্য তোমাকে ঐশ্বর্য্যচ্যুত করিবনা, কিন্তু যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যহরণ করিলাম। বৈষ্ণবতোষণী।

শ্রীগোপানাস্তু বিষয়সম্বন্ধো ন স্বার্থঃ, কিন্তু তৎসেবোপযোগার্থ এব। যথা, যদ্ধমার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ইতি।

যতদিন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার না ঘটে, ততদিন জীবের স্বভাব-দোষেই বহির্ম্মুখতা থাকে। সাক্ষাৎকারের পর বহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া ভগবদুন্মুখতা হওয়াই স্বাভাবিক; যে স্থলে ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয়, তথায় সাক্ষাৎকারের স্থলে সাক্ষাৎকারাভাস অনুমিত হইয়া থাকে। ভক্তাপরাধ কঠিনতম আবরণের মত থাকিয়া দর্শনের বিঘ্ন জন্মায়। ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞা অপরাধ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহার বহির্ম্মুখতা ঘুচে নাই।]

[এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, বিষয়-সম্বন্ধ যদি বহির্ম্মুখতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর গোপগণের বিষয়-সম্বন্ধ ছিল কেন? তাঁহারা শুধু অন্তর্ম্মুখ নহেন, পরম অন্তরঙ্গও বটেন। তাহার উত্তর—] শ্রীগোপগণের বিষয়-সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে নহে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত। (১) ব্রহ্মস্তবে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন —"ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় এ সমুদয় আপনার জন্য।" —শ্রীভা, ১০।১৪।৩৩ (২)

---

(১) ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যে বিষয়-সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রাকৃত নহে; ব্রজের সমুদয় বস্তু আনন্দ-চিন্ময়।

(২) ব্রজবাসিগণের গৃহাদি প্রত্যেক বস্তু স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য (বৈষ্ণবতোষণী)। অর্থাৎ ভক্তগণ, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা— এই ভক্ত্যঙ্গযাজন করিবার জন্য নিজ সুখসাধন-মানসে সংগৃহীত গৃহাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। ব্রজবাসিগণের গৃহাদি এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণার্পিত নহে। তাঁহারা নিজসুখ-সাধন-মানসে কখনও গৃহাদি সংগ্রহ করেন নাই; আর সাধক-গণের মত উপদেশবলে—কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন নাই;

কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা ইতি। কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধস ইতি চ। শ্রীযাদবপাণ্ডবানাং স্বার্থ ইবাপি

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও এইরূপ বর্ণনা আছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা গোপগণের "আত্মা, সুহৃৎ (পিতা মাতা প্রভৃতি), ধন, স্ত্রী, ঐহিক পারত্রিক সুখ—সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল।"

শ্রীভা, ১০।১৬।১০

"কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণে গোপগণের সর্ব্ব বিষয় অর্পিত হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।৬৫।৫ (১)

যাহারা নিজ সুখের জন্য বিষয়-সম্বন্ধ রাখে, শ্রীযাদব ও পাণ্ডবগণের বিষয়-সম্বন্ধ তাহাদের মত হইলেও, তাহাতে (বিষয়-সম্বন্ধে) নিজ সুখাভাস মাত্র ছিল, নিজ সুখানুসন্ধান ছিলনা; শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যেই তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—শ্রীযাদবগণের—

বিষয়ী ব্যক্তি যেমন নিজ সুখের জন্য উক্ত বস্তুসকল সংগ্রহ করে, ব্রজবাসিগণ তেমন স্বভাবতঃ (নিজ হইতেই—কাহারও প্রেরণায় নহে) শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য সে সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের আবেশ বিষয়ে নহে, শ্রীকৃষ্ণে।

(১) শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ সর্ব্বাকর্ষক, তাহাতে আবার কমলনয়ন—অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দ্বারাও সর্ব্বাকর্ষক। কৃষ্ণ-শব্দদ্বারা সকলের পক্ষে তিনি আনন্দস্বরূপ, আর কমলনয়ন-শব্দদ্বারা তিনি সর্ব্বতাপহারী—ইহা ব্যঞ্জিত হইল। এমন কৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের নিখিল-বিষয় পূর্ব্বেই অর্পিত হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-সময়ে (শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলে) স্বভাবতঃই সে সকল বিষয়ে তাঁহাদের অনভিরুচি হইলেও, তাঁহার পুনরাগমন-আশায় তাঁহারা গৃহাদি রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ-বিয়োগ, কোন অবস্থায়ই শ্রীগোপগণের নিজের জন্য বিষয়-সম্বন্ধ ছিল না—উক্ত প্রমাণদ্বয় (১০।১৬।১০ ও ১০।৬৫।৫ শ্লোক) দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল।

তৎসম্বন্ধস্তদাভাস এব। যথোক্তম্—শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতস ইতি। কিন্তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজাঃ। অধিজহ্রু র্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ইতি। অতঃ, এবং গৃহেষু সক্তানাং

"শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি ক্রিয়ায় আপনাকে জানিতেন না।" (১)

শ্রীভা, ১০।৯০।২২

শ্রীপাণ্ডবগণের.—শ্রীসূত শৌনকাদিকে বলিয়াছেন—"হে দ্বিজগণ! শ্রীযুধিষ্ঠির যে বিষয়-ভোগে নিস্পৃহ ছিলেন, তাহা দেবগণেরও প্রার্থনীয় ছিল। তিনি কৃষ্ণগত-চিত্ত ছিলেন। এইজন্য ঐ সকল কি তাঁহার আমোদ জন্মাইতে পারে? ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্নে থাকে, গন্ধ-মাল্যাদি উপভোগ তাহার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেনা; যুধিষ্ঠির মহারাজের মনও শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল, এইজন্য সে সকল বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র প্রীতি ছিলনা।" শ্রীভা, ১।১২।৬

---

(১) শয়নাদি-বিষয়-সুখভোগে রত থাকিয়াও যাদবগণ আপনাকে জানিতেন না, অর্থাৎ আমি অমুক, এই সুখ-ভোগ করিতেছি—ইত্যাকার অনুসন্ধানও তাঁহাদের ছিল না, শ্রীভগবৎ-প্রেরণায়ই তাঁহারা সকল করিতেন; কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত। অনুসন্ধানাত্মিকাবৃত্তি চিত্ত। তাহাই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। এই জন্য স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না।

ক্রীড়া—পাশাখেলা প্রভৃতি।

শ্লোকস্থিত আদি (ভোজনাদি) পদে স্ত্রীবিলাস প্রভৃতি বুঝাইতেছে। তাহাতেও তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্তি নাই; নিজেন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে তাঁহাদের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি নাই; তাহারও মূলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা বর্ত্তমান।

প্রমত্তানাং তদীহয়া: ইত্যাদিকং জহল্লক্ষণয়া তদুপলক্ষিতান্ ধৃতরাষ্ট্রাদীনপেক্ষ্যোক্তম্। অতএবানন্তরং বিদুরস্তদভিপ্রেত্যে-ত্যাদৌ তেন ধৃতরাষ্ট্রস্যৈব শিক্ষা, নতু তেষামপি। ক্বচিচ্চ লীলা-

---

উপরোক্ত শ্লোকে পাণ্ডবগণের বিষয়াভিনিবেশ নিষিদ্ধ হইলেও, "এইরূপে তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে আসক্ত হইয়া গৃহ-ব্যাপারে প্রমত্ত হইলে, অজ্ঞাতসারে অতি দুস্তর কাল তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিল; অর্থাৎ তাঁহাদের আয়ুঃশেষ হইল," (শ্রীভা, ১।১৩।১৪) —এই শ্লোকে তাঁহাদের বিষয়াসক্তি বর্ণিত হইয়াছে, কেহ এইরূপ সংশয় উত্থাপন করিতে পারেন। তাহাতে বলিলেন—উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির বিষয়াসক্তি স্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, জহল্লক্ষণাদ্বারা (১) তাঁহাদের উপলক্ষে এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতির গৃহাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য তৎপরবর্ত্তী—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্॥
শ্রীভা, ১।১৩।১৫

"বিদুর তাঁহাদের আয়ু-শেষ জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, রাজন্! শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন, কি মহাভয় উপস্থিত হইল!"—এই শ্লোকে শ্রীবিদুর কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের শিক্ষাদান উক্ত হইয়াছে, পাণ্ডবগণের নহে।

---

(১) মুখ্যার্থবাদে যদ্দ্বারা বাচ্যসম্বন্ধীয় অন্য অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে। "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে," এই বাক্যে গঙ্গায় বাসের অসম্ভাবনা হেতু, তীরে বাস প্রতীত হইতেছে। এস্থলে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই লক্ষণা জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা-ভেদে ত্রিবিধা। গঙ্গায় ঘোষ বাস করে—এস্থলে গঙ্গায় বাসরূপ অর্থ ত্যক্ত হওয়ায় জহৎস্বার্থা। কুন্ত প্রবেশ করিতেছে—এস্থলে কুন্তাস্ত্র-বিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ-প্রতীতি হেতু, কুন্তাস্ত্রের

শক্তিরেব স্বয়ং তল্লীলামাধুর্য্যপোষায় প্রতিকূলেষ্বনুকূলেষু চাত্মোপকরণেষু তাদৃশশক্তিং বিন্যস্য তাদৃশতৎপ্রিয়জনানামপি বিষয়াবেশাদ্যাভাসং সংপাদয়তি। যথা পূতনাবর্ণনে—বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসামিতি। তদাভাসত্ববিবক্ষয়া চ মনোহরন্তীং মনোহরেবাচরন্তীমিতি শ্লিষ্টমুক্তম্।

কোন স্থলে লীলাশক্তিই স্বয়ং সেই (আরব্ধ) লীলার মাধুর্য্য পোষণের জন্য আপনার প্রতিকূল অনুকূল উপকরণে লীলোপযোগিনী শক্তি বিন্যস্ত করিয়া শ্রীগোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জনগণের বিষয়াবেশাদির আভাস (ছায়া) সম্পাদন করেন। যথা পূতনা-বর্ণনে—"সে মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষে ব্রজবাসিগণের মনোহারিণী হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০ ৬।৫

চিন্ময় বিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রেমবান্ ব্রজবাসিগণের মায়াময়ী নারীর কটাক্ষে কামোদ্রেক-হেতু চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে, লীলাশক্তির প্রেরণায় তাহার আভাস মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল,—এই অভিপ্রায়ে মনোহরন্তী—মনোহরার মত আচরণ-কারিণী—ঈদৃশ শ্লিষ্ট (১) উক্ত হইয়াছে।

প্রবেশ ত্যক্ত হয় নাই বলিয়া, অজহৎস্বার্থা। রথ গমন করিতেছে—জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা।

উক্ত শ্লোকে শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গে গৃহাসক্তি বর্ণিত হইলেও প্রমাণান্তরে তাহার অসম্ভাবনা, গঙ্গায় বাসের অসম্ভাবনার মত প্রতীত হওয়ায়, তীরে বাসের মত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিতে গৃহাসক্তি প্রতীতি করাইতেছে।

(১) শ্লিষ্ট—শ্লেষযুক্ত,—ভিন্নার্থ যাহাতে আছে, এমন এক রূপান্বিত বাক্য। শ্লিষ্ট বাক্যের লক্ষণ—শ্লিষ্টমিষ্টমবিস্পষ্টমেকরূপান্বিতং বচঃ। সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্।

তদ্দত্তশক্তিত্বঞ্চ তস্যাস্তত্রৈব সূচিতম্। ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু। কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হীত্যনেন। তথৈবেদং ঘটতে—অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিমিতি। শ্রিয়ং প্রাকৃতসম্পদধিষ্ঠাত্রীং পতিং যং কঞ্চিত্তদুচিতপ্রাচীনপুণ্যভাজমিত্যর্থঃ। পূর্ববদেব তাং

পূতনার তদ্দত্ত-শক্তিত্ব অর্থাৎ লীলাশক্তি যে পূতনাকে শক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা পূতনা-মোক্ষণাধ্যায়ে (শ্রীভা, ১০৬অ) বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বারা সূচিত হইয়াছে,—"যজ্ঞাদি-কর্ম্মস্থলের যেখানে সাত্বত (ভক্ত)-পতি শ্রীভগবানের শ্রবণাদি থাকেনা, তথায়ই রাক্ষসীগণ দৌরাত্ম্য করিতে পারে" শ্রীভা, ১০।৬।২ [এই শ্লোকে দেখা যায়, যে স্থানে ভগবৎ-কথা হয়, তথায়ই রাক্ষসী যাইতে পারেনা, আর যে গোকুলে স্বয়ং ভগবান্ আছেন, সে স্থানেই পূতনা যাইতে সমর্থা হইল। নিশ্চয়ই ইহার মূলে কোন রহস্য আছে। তাহা লীলাশক্তির সহায়তা,—নিখিল লোকের উল্লাসময়ী সেই লীলা-সম্পাদনের জন্য পূতনার গোকুলে আসিবার শক্তি না থাকিলেও লীলা-শক্তি তাহাকে গোকুলে আসিবার শক্তি দিয়াছিলেন।]

আর, লীলা-শক্তির সহায়তায় ইহাও সম্ভব হইয়াছিল যে, "পূতনার হস্তে কমল থাকায়, গোপীগণ তাহাকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ভাবিয়া, মনে করিয়াছিলেন, পতি-দর্শনার্থে তাহার আগমন হইয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৬।৫—এস্থলে লক্ষ্মী—প্রাকৃত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পতি—সেই সম্পত্তি-লাভের যোগ্য প্রাচীন পুণ্যভাজন কোন ব্যক্তি। লীলা-শক্তির সহায়তা ভিন্ন কদাকার রাক্ষসীর লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ ভগবৎ-পরিকরগণের নিকট।

তীক্ষ্ণচিত্তামিত্যাদৌ তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে জননী অতিষ্ঠতামিত্যুক্তম্। এবমেব ক্বচিত্তাদৃশানামপি মায়াভিভবাভাসো মন্তব্যঃ। যথা, প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনীত্যাদিষু শ্রীবল-

"পূতনার সপ্রতিভ মনোহর চেষ্টার কথা বলিয়া যে, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—পূতনার প্রভায় অভিভূতা শ্রীযশোদা-রোহিণী তাহার দিকে চাহিয়া দাড়াইয়াছিলেন" (নিবারণ করিতে পারেন নাই) শ্রীভা, ১৫।৬।৮, এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় অভিভবাভাস উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূতনা-কর্ত্তৃক গোপগণের মনোহরণ যেমন সেই ব্যাপারের আভাস, এস্থলে শ্রীযশোদা-রোহিণীর অভিভব তেমন যথার্থ অভিভব নহে, তাহার আভাস মাত্র।

এই প্রকারেই (লীলা-শক্তি-প্রদত্ত শক্তি-প্রভাবে) কোন স্থলে তাদৃশ ব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাঁহাদের প্রতি কখনও মায়া প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থা নহে, সেই ভগবৎ-পরিকরগণেরও মায়াদ্বারা অভিভবাভাস মনে করা যায়। যথা—"এই মায়া প্রায় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া বলিয়াই বোধ হয়, অন্যা মায়া নহে; যেহেতু, ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে," (শ্রীভা, ১০।১৩।৩৪) * ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবলদেব প্রভৃতির মায়াদ্বারা অভিভবাভাস মনে করা যায়।

*ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমা দর্শনে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বয়স্য ও গোবৎসগণকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সে সকল বয়স্য ও বৎসের রূপ ধরিয়া প্রায় এক বৎসরকাল পূর্ব্বের ন্যায় সখা-সঙ্গে বৎস-চারণ করেন। শ্রীবলদেব ইহা অবগত ছিলেন না, বৎসর পূর্ণ হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে একদিন গোপগণের নিজ নিজ পুত্রে, গাভীসকলের নিজ নিজ বৎসে নিরতিশয় প্রীতি দেখিয়া শ্রীবলদেব বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে এই প্রকার প্রীতি সম্ভব নহে। তবে কি আমি কোন

দেবাদীনাম্। যথা দৈত্যজন্মনি জয়বিজয়য়োঃ। অত্র পূর্বেষাং স্বল্প এব তদাভাসঃ। তয়োস্তু সম্যগিতি বিশেষঃ। তৎপ্রেমাদীনামনাবরণাদাবরণাচ্চ। তত্র তয়োর্বৈরভাবপ্রাপ্তৌ খলু মুনিকৃতত্বং ন স্যাৎ। মতস্তু মে ইত্যুক্তে ভগবদিচ্ছায়াস্তৎকারণত্বেন

অপর দৃষ্টান্ত—দৈত্য-জন্মে জয়বিজয়ের অভিভবাভাস। তন্মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্টান্তস্থিত শ্রীবলদেব প্রভৃতির সেই আভাস অতি অল্পই ছিল, আর জয়বিজয়ের ছিল সম্যক্; এই মাত্র বিশেষ। ভগবৎ-প্রেমাদির অনাবরণ ও আবরণ হেতু উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে সেই বৈশিষ্ট্য সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীবলদেবাদির প্রেমাদি আবৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের অভিভবাভাস অতি সামান্য; আর জয়-বিজয়ের প্রেমাদি আবৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের অভিভবাভাস সম্যক। সেই অভিভবাভাসে জয়বিজয়ের বৈরভাব (ভগবদ্বিদ্বেষ)-প্রাপ্তিপক্ষে—মুনি (চতুঃসন)গণের অভিশাপ হেতু নহে, "কিন্তু আমার অভিমত (১)" এই বাক্যে

মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এরূপ দেখিতেছি?' এই বিতর্ক সময়েই তিনি 'এ মায়া' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

এ স্থলে বলা বাহুল্য, তখন গোপবালক ও গোবৎসরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা ব্রজবাসীর কাছে শ্রীকৃষ্ণতুল্য প্রীত্যাস্পদ হইয়াছিলেন।

(১) ভগবাননুগাবাহ যাতং মাভৈষ্টমস্তু শম্।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ॥ শ্রীভা, ৩।১৬।২৯

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়কে সনকাদি মুনিগণ ভগবদ্দ্বেষী অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দিলে "শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দানের জন্য কহিলেন, তোমরা এখান হইতে গমন কর; ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার মতানুসারে তোমাদের এই অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।"

স্থাপিতত্বাৎ। নাপি সা তদীয়বৈরভাবায় সম্পদ্যতে স্বেচ্ছাময়-স্যেত্যাদিভ্যঃ। ত্রৈবর্গিকায়াসবিধামস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য

ভগবদিচ্ছাকে তাহার কারণরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। জয়-বিজয়ের বৈরভাব-প্রাপ্তি শ্রীভগবানের বৈরভাব নিষ্পন্ন করে নাই, অর্থাৎ নরলোকে যেমন কেহ কাহারও শত্রু হইলে সেও তাহার শত্রু হয়, তেমন জয়বিজয় শ্রীভগবানের প্রতি বৈরভাব প্রকাশ করায়, তিনি তাঁহাদের প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করেন নাই। "স্বেচ্ছাময়" ইত্যাদি (১) ব্রহ্মস্তব হইতে তাহা জানা যায়। আর বৃত্রাসুর যে বলিয়াছেন—"হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু নিজ ভক্তজনের ধর্ম্ম অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ-বিষয়ক আয়াসের উপশম বিধান করেন" (শ্রীভা,

(১) অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥

শ্রীভা, ১০।১৪।২

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে আপনার মহিমা দেখাইবার জন্য নিজ বয়স্যাদিরূপ অংশ হইতে নারায়ণ-মূর্ত্তিসকল প্রকটিত করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন,—"আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যে বপুঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে—বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। ঐ রূপ স্বেচ্ছাময়। আমি—ব্রহ্মা বা অন্য কেহ এই রূপেরই (বয়স্যাদিরূপ অংশ হইতে প্রকটিত নারায়ণ-রূপের) মহিমা জানিতে অসমর্থ। তখন আত্মসুখানুভূতিস্বরূপ মূলাবতারী আপনার এই (শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন) রূপের মহিমা নিরুদ্ধমন দ্বারা কেহ কি জানিতে পারে? কোন মতেই সে সম্ভাবনা করা যায় না।"

জয়-বিজয় অসুর (হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু), রাক্ষস (রাবণ, কুম্ভকর্ণ) ও অসুরভাবাক্রান্ত মনুষ্য-যোনিতে (শিশুপাল, দন্তবক্র) জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবদ্বেষ প্রচার করিলে, শ্রীভগবান বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া,

শক্রেত্যাদিভিঃ কৈমুত্যাপাতাচ্চ। যথা চোক্তম্—তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদা ইতি। না চ তয়োরেব

৬।১১।২১) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে কৈমুত্য (১) উপস্থিত হইতেছে, তদ্দ্বারাও জয়বিজয়ের বৈরভাব-প্রাপ্তি-হেতু যে শ্রীভগবান্ তাহাদের প্রতি বৈরভাব-সম্পন্ন হয়েন নাই, ইহা জানা যায়।

সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ যে জয়বিজয়ের পতনের হেতু হইতে পারেনা তাহা, দেবকী-গর্ভস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া দেবগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়। তাঁহারা

তাঁহাদের প্রতি যে বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বৈরভাব দর্শনে সমুদ্ভূত হয় নাই। শ্রীভগবান স্বেচ্ছাময়। অন্য কোন কার্য্য তাঁহার ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। 'স্বতন্ত্রভাবে নিজেচ্ছায় বিচিত্র লীলা-কৌতুক নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি ঐ ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বীররস—যুদ্ধকৌতুকানুভব-ইচ্ছাই তাহার মূল।

(১) কৈমুত্য—কৈমুত্যন্যায়।

কৈমুত্যন্যায়ের শব্দকল্পদ্রুমধৃত লক্ষণ ন্যায়ঃ—যুক্তিমূলক-দৃষ্টান্তবিশেষঃ—যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তবিশেষকে ন্যায় বলে। কৈমুত্যন্যায়ঃ যদ্ভারবহনং দুর্ব্বলস্যাপি সাধ্যং তদ্ভারবহনং সুতরাং সবলস্য সাধ্যং।—যে ভার বহনে দুর্ব্বল ব্যক্তি সমর্থ, সুতরাং সে ভারবহনে সবল ব্যক্তি সমর্থ (তাহা কি বলিতে হইবে?)

উদ্ধৃত বৃত্রাসুর-বাক্যে কৈমুত্যন্যায়ানুসারে এ স্থলে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) ভক্তিবিঘ্নকারক জানিয়া শ্রীভগবান্ তাহাতে ভক্তের অরুচি জন্মাইয়া দেন। সাধকভক্তের প্রতিই যদি তাঁহার এই অনুগ্রহ সম্ভবা হয়, তবে পার্ষদ ভক্ত জয়-বিজয় অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া যখন ভক্তিবিঘাতক বৈর-ভাবসম্পন্ন হইলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করিয় কি বৈরভাব প্রকাশ করিতে পারেন? এ স্থলে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রকাশ সম্ভব। কেবল ইচ্ছা করিয়াই যুদ্ধকৌতুক অস্বাদন করিবার জন্য তিনি বৈরভাব অঙ্গীকার করিয়াছি

বলিয়াছেন—"হে মাধব! মুক্তাভিমানি জ্ঞানিগণ যেরূপ বিঘ্নে অভিভূত হয়েন, যাঁহারা আপনার চরণাশ্রিত, আপনাতে সৌহৃদ্য-বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও সেইরূপ পথভ্রষ্ট হয়েননা।"(১)

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়িবদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

শ্রীভা, ১০।২।২৭

"হে মাধব! * * * হয়েন না। হে প্রভো! তাঁহারা আপনা কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয় হয়েন এবং বিঘ্নসমূহের অধীশ্বরগণের মস্তকোপরি বিচরণ করেন।"

যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে পরমপদ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করে, তাহারা যদি শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মাবজ্ঞা-অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে তাহা হইতেও পতিত হয়, এক শ্লোকে ইহা প্রকাশ করিয়া তৎপরবর্ত্তি-শ্লোকে ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীভগবদ্ভক্তগণ আত্মতত্ত্বাদি-জ্ঞানাভাবে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে, কি কথঞ্চিৎ পাতক-পাতেও পতিত হয়েন না। যাঁহারা কোন সময়ে শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও পথভ্রষ্ট হয়েন না, অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যে সাধনাবলম্বন করিয়াছেন, কখনও সেই সাধন-ভ্রষ্ট হয়েন না; আর লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে যে বঞ্চিত হয়েন না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। পরন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানে সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিশ্চল প্রেম-সম্পন্ন হয়েন। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকেন।

হে মাধব!—মা—লক্ষ্মী, হে লক্ষ্মীকান্ত! এই সম্বোধনের তাৎপর্য্য—যাঁহারা লক্ষ্মীকান্তের নিজজন, স্বতঃই তাঁহাদের সর্ব্বসম্পদ্ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অথবা মধুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মাধব সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পরমকারুণ্য অভিপ্রেত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমকরুণ বলিয়াই তিনি জন্মাদি-রহিত সর্ব্বেশ্বর হইয়াও মধুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্পত্ত্যভাবে বা শ্রীভগবানের ঔদাসীন্যে ভক্তের পতনাশঙ্কা নাই, সম্বোধনের অর্থদ্বয় ইহাই প্রতীতি করাইতেছে।

[পরপৃষ্ঠা]

স্বাপরাধভোগশীঘ্রনিস্তারার্থমপি তাদৃশীচ্ছাজাতা ইতি বাচ্যম্। তাদৃশৈঃ পরমভক্তৈর্হি ভক্তিং বিনা সালোক্যাদিকমপি নাঙ্গীক্রিয়তে

আর, জয়বিজয়েরও শীঘ্র নিজাপরাধ ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৈরভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, ইহাও বলা যায় না। তাদৃশ (১) পরমভক্তগণ ভক্তি ভিন্ন সালোক্যাদি মুক্তিকেও অঙ্গীকার করেন না; যদি ভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা

হে প্রভো!—হে সর্বশক্তিযুক্ত! প্রভুর প্রভাবে ভক্তগণের সর্বসম্পদ্-সিদ্ধি সম্ভবপর।

তথাশব্দে (ভগবদবজ্ঞা-অপরাধী জ্ঞানীর) পতন-সাদৃশ্য অর্থ হইতে পারে, কিম্বা অবজ্ঞা-সাদৃশ্য—অর্থও হইতে পারে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত কোন ব্যক্তি ভজনের আরম্ভমাত্র করিয়াছেন বলিয়া, (এ অবস্থায় ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী) মুক্তাভিমানী পুরুষের মত তদীয় পাদপদ্মের অবজ্ঞা করিলেও তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই। কিন্তু নিশ্চল প্রেম-সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

ভক্তের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য মহা বিঘ্নসমূহের অধিপতিবর্গ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেনা, অধিকন্তু তিনি সে সকলকে সোপানের মত করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠপদ আরোহণ করেন।

ভক্তগণের ভক্তি-বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অনুতাপ জন্মে; তাহাতে শ্রীভগবানের মহতী কৃপার উদয় হয়। এইজন্য বিঘ্নসকলও ভক্তির অভীষ্টসিদ্ধির সোপান হইয়া যায়। —বৈষ্ণব-তোষণী।

(১) তাদৃশ—জয়-বিজয়ের মত। সাধকদেহেই ভক্তগণ নির্ধূত-কষায় অর্থাৎ বাসনালেশাভাস-রহিত হয়েন। তৎপর চিন্ময় পার্ষদ-দেহ—যাহা কেবল ভগবৎ-সেবোপযোগী, তাহার নিকট যে বাসনা-গন্ধও উপস্থিত হইতে পারেনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পার্ষদগণ ভক্তি-সুখে মগ্ন। অন্য ভক্তই যখন ভক্তিছাড়া আর কিছু বাঞ্ছা করিতে পারিল না, তখন পার্ষদ-ভক্তগণ কিরূপে অন্য বাসনা—বৈরভাব—বাঞ্ছা করিতে পারেন? ভক্তি—আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং—আনুকূল্য সহকৃত কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি; আনুকূল্য ভক্তির জীবন।

[পরপৃষ্ঠা]

তৎসদ্ভাবে নিরয়োঽপ্যঙ্গীক্রিয়ত ইতি। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপীত্যাদেঃ। কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাদিত্যাদেশ্চ।

হইলে তাঁহারা নরকও অঙ্গীকার করেন। নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের প্রতি শ্রীসনকাদির উক্তি—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈ স্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসীবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রি-শোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥

শ্রীভা. ৩। ১৫।৪৮-৪৯

বৈরভাব প্রাতিকূল্যময় অনুশীলন। তাহা ভক্তি—তথা ভক্তস্বভাবের একান্ত বিরোধী। যদি কেহ বলেন যে, জয় বিজয়ের চিরন্তন বৈরভাব বাঞ্ছা না হইতে পারে,—তাঁহারা ভক্তি-সুখে মগ্ন ছিলেন, মুনি-শাপে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপযোনি ভ্রমণে বাধ্য হইলেন, এমতাবস্থায় সত্বর সেই শাপমুক্ত হইয়া আবার সেবা-সুখে মগ্ন হইবার জন্য তাঁহাদের বৈর-ভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা হইয়াছিল। এরূপ বলা যাইতে পারেনা, যাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া স্বস্তি নাই—যাঁহার জন্য কোটী জীবন বিসর্জ্জনও তুচ্ছ, তাদৃশ প্রিয়তমের হৃদয়ে কি কেহ অস্ত্রাঘাত করিতে পারে?—নিজের মঙ্গলের জন্য কি কেহ প্রাণাধিক পুত্রের হৃদয়রক্ত উৎসর্গ করিতে পারে? ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। পার্ষদ ভক্তগণের পক্ষে শ্রীভগবান্ কোটিপুত্র, কোটিপ্রিয়া হইতেও অধিক প্রিয়তম। তাঁহারা সত্বর নিজ অমঙ্গল শান্তির জন্য কখনও কি বৈরভাব-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার বক্ষে গদাঘাত, শ্রীঅঙ্গে খড়্গাঘাত করিতে পারেন? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যে ভক্তিদ্বারা তদীয় আনুকূল্য সম্ভব, সেই ভক্তির জন্য তাঁহারা সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিতেও প্রস্তুত থাকেন।

অতএবাভ্যামপি তথৈব প্রার্থিতম্—মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎ-

"হে প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র, এইজন্য কীর্ত্তন-যোগ্য ও তীর্থস্বরূপ। তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশলব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ যে মোক্ষ, তাহাকেও আদর করেন না, অন্য—ইন্দ্রাদি-পদের কথা আর কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি-পদে তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহিত আছে।"

"যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অশুভকর্ম্মফলে আমাদের যথেষ্ট নরকবাস হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। (১)

(১) ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদির পূর্ব্বে জীব-ব্রহ্মে অভেদ-বুদ্ধি ছিল। বৈকুণ্ঠে আগমনের পর স্বরূপানন্দ-শক্তির বিলাস দর্শন করিয়া বিচিত্র-বুদ্ধি হইলেন; এখন জীবেশ্বরের সেবক-সেব্য-ভেদাত্মিকা ভক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য নাত্যন্তিকং ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির সুখাতিশয্য বর্ণন করিলেন।

ভগবৎসাক্ষাৎকারের কথা আর কি বলিব? তাঁহার দর্শন ভিন্ন কেবল তাঁহার কথা—কীর্ত্তনের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক। যাঁহারা কথারসজ্ঞ, তাঁহারাই কুশল; অন্যজন অকুশল। এই প্রকারে ভক্তিমাহাত্ম্য-খ্যাপনে তাঁহাদের অভিপ্রায়।—সারার্থদর্শিনী।

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর উপস্থিত (বর্ত্তমানে কৃত) কর্ম্মফলের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না (৪।১।১৩ ব্রহ্মসূত্র দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলেও, ভক্তদ্রোহাপরাধ হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতি নাই। সনকাদি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ হইলেও পরমভাগবত জয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া, বহুল নরক-ভোগকারক দারুণ অপরাধভাগী হইয়াছিলেন; তাহাও ক্ষমা করায় জয়-বিজয়ের পরম মহত্ত্ব সূচিত হইল। তারপর, অপরাধ-ভয়ে

স্মৃতিস্মো মোহো ভবেদ্দিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধ ইত্যনেন। ন চ

অতএব—নরকে গেলে যদি ভক্তির বিঘ্ন না ঘটে, তবে ভক্তগণ নরকবাসও অঙ্গীকার করেন—এই হেতু, জয়-বিজয়ও তদ্রূপ প্রার্থনাই করিয়াছেন—(তাঁহারা মুনিগণের নিকট নিবেদন করিলেন,) "আমরা নীচ হইতে নীচতর পাপ-যোনিতে ভ্রমণ করিলেও, আপনাদের করুণায় যে অনুতাপলেশ উপস্থিত হইল, তৎপ্রভাবে আমাদের ভগবৎস্মৃতির প্রতিবন্ধক মোহ যেন উপস্থিত না হয়।" শ্রীভা, ৩।১৫।৩৬

তাঁহারা (সনকাদি) বলিলেন, যদি আমাদের নিশ্চয়ই নরক-ভোগ করিতে হয়, তাহাও এই অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি হইবে না। অপিচ, নরকভয়ে আমরা ভীতও নহি। কিন্তু এই অপরাধের ভয়ঙ্কর কুফল যে আপনাতে (শ্রীভগবানে) পরাঙ্মুখীভাব, তাহা যেন আমাদের উপস্থিত না হয়—মুনিগণ শ্রীভগবানের কাছে সকাতরে ইহাই প্রার্থনা করিলেন। তজ্জন্যই "যদি আমাদের" ইত্যাদি বাক্যে নরকবাসেও ভগবৎস্মৃতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীভগবচ্চরণকমলে ভ্রমরের মত চিত্তের রতি প্রার্থনা করিয়াছেন ; তাহা শ্রীভগবচ্চরণের মাধুর্য্যাস্বাদন অপেক্ষায়, ব্রহ্মানুভব অপেক্ষায় নহে। নিরপরাধ না হইলে, তাঁহাদের প্রার্থনারূপ ভগবৎস্মৃতি সম্ভব নহে—তাহা জানিয়াও যে তাঁহারা তাদৃশ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার অভিসন্ধি—শ্রীভগবানের নিকট সেই অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করা। শ্রীভগবান্ ভক্তাপরাধ (ভক্তের কাছে কেহ অপরাধ করিলে, তাহা) ক্ষমা করেন না ; এ স্থলে কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপু-জয়ী মুনিগণের চিত্তে ভগবদিচ্ছা মাত্রেই ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা বাস্তবিক অপরাধী নহেন। তাহাদিগে অপরাধাভাস ছিল, এই জন্য তিনি তাহা ক্ষমা করিতে পারেন,—এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এই শ্লোকে মুনিগণ এই অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা কেবল ভক্তির অভিলাষী। কৈবল্যে জীবেশ্বরের অভেদজ্ঞান সম্ভাবনা-হেতু, তাহা ভক্তিবিরোধী। নরকে সে আশঙ্কা নাই ; সুতরাং ভক্তির অবিরোধী বলিয়া কৈবল্য হইতে নরকও আমাদের পক্ষে ভাল—বাঞ্ছনীয়। —ক্রমসন্দর্ভ।

তয়োর্বাস্তববৈরভাবে সতি ভক্তান্তরাণামপি সুখং স্যাদিতি বাচ্যম্। ভক্তিস্বভাবভক্তসৌহৃদবিরোধাদেব। তস্মাত্তয়োর্বৈরভাবাভাসত্ব এব শ্রীভগবতস্তয়োরন্যেষাং ভক্তানামপি রসোদয়ঃ স্যাদিতি স্থিতম্। তত এবমর্থাপত্তিলব্ধং সর্বভক্তসুখদশ্রীভগবদভিমত-যুদ্ধকৌতুকাদিসম্পাদনার্থং বৈরভাবাত্মকমায়িকোপাধিং স্বাভাবি-

---

যদি তাঁহাদের বৈরভাব যথার্থ হইত, তাহা হইলে অন্য ভক্তগণেরও তাহাতে সুখ হইতে পারে—এ কথা বলা যায় না। কারণ, তাহাতে ভক্তির স্বভাব যে ভক্তসৌহৃদ, তাহার বিরোধ ঘটে।

[**বিবৃতি**—যাঁহার ভক্তি লাভ হয়, ভক্তির গুণেই ভক্তগণের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহার অভিরুচি হয়। বন্ধুর কুশল-লাভে সুখোদয় হয়, এই জন্য ভক্তের কুশল-বার্ত্তা শুনিলেই ভক্তের উল্লাস। শ্রীভগবানে বৈরভাবসম্পন্ন হওয়ার মত ভক্তগণের অকুশল আর কিছু নাই, পরম ভক্ত জয় বিজয়ের তাদৃশ অকুশল ঘটনায় কোন ভক্তের সুখোদয় হইতে পারে না।]

অনুবাদ—সুতরাং তাঁহাদের বৈরভাবাভাসই ছিল, এই জন্য শ্রীভগবান্ এবং জয়-বিজয় ভিন্ন অন্য ভক্তগণেরও রসোদয় হইয়াছিল, ইহা স্থির হইল।

এই সিদ্ধান্তরূপ অর্থাপত্তি (১) প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়, জয় বিজয় সর্ব্বভক্ত-সুখদ, শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক-সম্পাদনের জন্য

---

(১) অনুপপদ্যমানার্থ-দর্শনেনোপপাদকার্থান্তর-কল্পনং অর্থাপত্তিঃ।

—বেদান্তস্যমন্তকঃ।

অনুপপদ্যমান অর্থান্তর দর্শন করিয়া উপপাদক অর্থান্তর কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। [পরপৃষ্ঠা]

কাণিমাদিসিদ্ধিকেন শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্ববিগ্রহেণ প্রবিশ্য স্বসান্নিধ্যেন চেতনাকৃত্য চ বিলায় স্থিতায়া অপি ভক্তিবাসনায়াঃ প্রভাবেন তত্রানাবিষ্টাবেব তিষ্ঠতঃ। অতো বৈরভাবজস্মরণেন বৈরভাবোঽপগত ইত্যুভয়মপি বাহ্যম্। এতদভিপ্রেত্যৈব শ্রীবৈকুণ্ঠে-

বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহে স্বাভাবিক অণিমাদি-সিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া, নিজ নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তিবাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট (দেহধর্ম্মে লিপ্ত) না হইয়া অবস্থান করেন। অতএব বৈরভাবসম্ভূত ভগবৎস্মরণ দ্বারা তাঁহাদের বৈরভাব দূরীভূত হইয়াছিল, এই দুই-ই বাহ্যিক।

[**বিবৃতি**—বৈরভাবাত্মক মায়িক-দেহ-সম্বন্ধ-হেতু তাঁহাদের বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের যুদ্ধ-কৌতুক নির্ব্বাহের পর সেই দেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিত্য-পার্ষদ, এই জন্য প্রেমবান্। প্রেমপূর্ণ চিত্তে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে; বাহ্যিক দেহ-সম্বন্ধে সেই ভাব-সহকৃত স্মরণ এবং সেই ভাবের বিলয়, এই হেতু তদুভয় বাহ্যিক।]

অনুবাদ—তাঁহাদের অন্তরে বৈরভাব ছিল না, সুতরাং

স্থূল শরীর এই দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করেনা ইত্যাদি অর্থাপত্তি প্রমাণের দৃষ্টান্ত। এস্থলে দিবাভাগে অভুক্ত দেবদত্তের স্থূলতা অসম্ভব প্রতিপন্ন হইয়া, তাহার রাত্রিভোজন প্রতীতি করাইতেছে।

যেন বিনা যদনুপপন্নং তৎতত্র উপপাদ্যম্। যস্য অনুপপত্তিঃ তৎতত্র উপপাদকম্।—বেদান্ত-পরিভাষা।

যাহার অভাব হইলে যে বিষয় হইতে পারেনা, সেই বিষয়কে উপপাদ্য, আর যাহার অভাব, তাহাকে উপপাদক বলে। রাত্রি-ভোজন ব্যতীত দিবসে অভোক্তার স্থূলত্ব দেখিয়া রাত্রি-ভোজন-সম্ভাবনা করিতে হয়। এস্থলে স্থূলত্ব উপপাদ্য, রাত্রিভোজন উপপাদক।

নাপ্যুক্রম্—যাতং মাভৈষ্টমস্তু শমিতি। তথাহি হিরণ্যাক্ষযুদ্ধ পরানুষক্তমিত্যাদিপদ্যে টীকা—প্রচণ্ডমন্যুত্বম্ অধিক্ষেপাদিকং চানুকরণমাত্রং দৈত্যবাক্যভীতানাং দেবানাং ভয়নিবৃত্তয়ে। বস্তুতস্তেন তথানুক্তত্বেন কোপাদিহেত্বভাবাদিত্যেষা। করালেত্যাদিপদ্যে চ—ইবেতি বস্তুতঃ ক্রোধাভাব ইত্যেষা। তদেবং স্যমন্তকোপাখ্যানমহাকালপুরোপাখ্যানমৌষলোপাখ্যানাদৌ শ্রীবলদেবার্জুন-

---

তাঁহাদের অন্তর হইতে দূরও হয় নাই, এই অভিপ্রায়ে শ্রীবৈকুণ্ঠদেব বলিয়াছেন—"তোমরা এ স্থান হইতে গমন কর, তোমাদের ভয় নাই, মঙ্গল হইবে।" শ্রী ভা, ৩।১৬।২৯ *

বৈরভাব-সহকৃত স্মরণ এবং তৎপ্রভাবে সেই ভাবের বিলয় যেমন বাহ্যিক, তদ্রূপ শ্রীভগবানেরও তাঁহাদের প্রতি বৈরভাব-প্রদর্শন বাহ্যিক; শ্রীধর-স্বামিপাদের ব্যাখ্যা হইতে ইহা জানা যায়। তিনি "পরানুষক্ত" ইত্যাদি (শ্রীভা, ৩।১৮।৯) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি প্রভৃতি অনুকরণ মাত্র। দৈত্যবাক্যে ভীত দেবগণের ভীতি দূর করিবার জন্য (শ্রীভগবান্) তাহা করিয়াছেন"—ইতি। আর, "করাল" ইত্যাদি (শ্রীভা, ৩।১৯।৭) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, শ্লোকস্থিত "ইব" শব্দদ্বারা বাস্তবিক ক্রোধাভাব বুঝায়। (১)

ভগবৎপরিকরগণ সকলেই অপ্রাকৃত-বিগ্রহ। তাঁহাদের কাহাকেই মায়িক-গুণ-সম্ভূত ক্রোধাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

---

* সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১) করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব।
অভিদ্রুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যহনদ্ধরিম্॥

নারদাদীনাং ক্রোধাদ্যাবেশোঽপি তদাভাসত্বলেশেনৈব সঙ্গময়িতব্যঃ। তত্র শ্রীবলদেবার্জ্জুনাদীনাং শ্রীভগবন্মতাজ্ঞানেন শ্রীনারদাদীনান্তু তজ্‌জ্ঞানেনেতি বিবেকঃ; কোপিতা মুনয়ঃ

তবে যে স্যমন্তকোপাখ্যান, মহাকাল-পুরোপাখ্যান, মৌষলোপাখ্যান প্রভৃতিতে শ্রীবলদেব, অর্জ্জুন-নারদ-প্রভৃতিতে ক্রোধাদির আবেশ দেখা যায়, তাহাও যথার্থ নহে, ক্রোধাদির আভাস মাত্র—এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। তন্মধ্যে শ্রীবলদেব-অর্জ্জুনাদির (১) ক্রোধাদ্যাভাস শ্রীভগবদভিপ্রায় না জানা হেতু, আর শ্রীনারদ-প্রভৃতির ক্রোধাদ্যাভাস তাঁহার অভিপ্রায় জানা-হেতু—এই মাত্র প্রভেদ। শ্রীভগবদভিপ্রায় জানিয়াই যে শ্রীনারদাদি ক্রোধাভাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব-উক্তিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে—

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, দ্বারকা-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় শুনিয়া শ্রীঅর্জ্জুন ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং নিজে ব্রাহ্মণের ভাবিসন্তান রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র অন্তর্হৃত হইল, কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে জানিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী হইয়া মহাবিষ্ণুই ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছেন। মহাকাল-পুরোপাখ্যানে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্যের নিকট হইতে সত্রাজিৎ নৃপতি স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হয়েন। শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া সেই মণি অপহরণ করে। পরে, অক্রূরকে সেই মণি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মিথিলার নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। শতধন্বাকে বধ করিয়া তাহার নিকট মণিপ্রাপ্ত হয়েন নাই—শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলিলে শ্রীবলরাম তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া কোপিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫৭ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শেপুর্ভগবন্মতকোবিদা ইতি তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যাৎ। তস্মাদ্ যেষাং লিঙ্গান্তরেণ নিশ্চাত এব সাক্ষাৎকারো গম্যতে তেষামস্বচ্ছান্তঃকরণত্বং প্রতীয়মানমপি তদাভাস এব। যেষান্তু ন গম্যতে বিষয়াবেশাদিকঞ্চ দৃশ্যতে, তেষাং সাক্ষাৎকারাভাস এবেতি

পুর্য্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভি র্যদুভোজ কুমারকৈঃ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ॥

শ্রীভা, ৩।৩।২৪

একদা যদু ও ভোজবংশের কুমারেরা "দ্বারকা-পুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের কোপোৎপাদন করিলেন (১) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় (ব্রহ্মশাপচ্ছলে যাদবগণের অন্তর্দ্ধান) অবগত ছিলেন, এই জন্য অভিশাপ প্রদান করিলেন।"

সুতরাং (নিত্যমুক্ত পার্ষদগণেও লীলা-সৌষ্ঠবের জন্য ক্রোধাদ্যাভাসের অভিব্যক্তি নিবন্ধন, বাহ্যিক ক্রোধাদি দর্শনে চিত্তের অস্বচ্ছতা অনুমান করা যায় না, এই জন্য) অন্য লক্ষণ দ্বারা যাঁহাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার নিশ্চিত হয়, তাঁহাদের চিত্তের অস্বচ্ছতা প্রতীয়মান হইলেও, তাহা বাস্তবিক অস্বচ্ছতা নহে; তাহার আভাস মাত্র, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর, অন্য লক্ষণ দ্বারা যাহাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার অবগত হওয়া যায় না, বিষয়াবেশাদি দেখা যায়, তাহাদের সাক্ষাৎকারাভাসই নির্ণীত

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারকতীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। নারদাদি ঋষিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুলসম্ভূত দুর্ব্বিনীত বালকগণ জাম্ববতীপুত্র সাম্বকে স্ত্রী-বেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সম্মুখে উপস্থিত করে। ইহাতে নারদাদি কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

নির্ণীতম্। তদেবমস্বচ্ছচিত্তেষু বহির্মুখাঃ পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তীত্যুক্তম্। তদ্বিদ্বেষিণশ্চ দ্বিবিধাঃ। একে সৌন্দর্য্যাদিকং গৃহ্নন্তি, তথাপি তন্মাধুর্য্যাগ্রহণাত্তত্রৈবারুচ্যা দ্বিষন্তি। যথা কাল-যবনাদয়ঃ। অন্যে তু বৈকৃত্যমেব প্রতিয়ন্তি, ততো দ্বিষন্তি চ। যথা মল্লাদয়ঃ। তদেবং পূর্বোক্তরয়োশ্চতুর্ষ্বপি ভেদেষু সদোষ-

---

হইয়া থাকে। এই জন্য অস্বচ্ছচিত্তগণ-মধ্যে বহির্ম্মুখগণ "দেখিয়াও দেখেনা"—এইরূপ বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অস্বচ্ছচিত্ত দ্বিবিধ—বহির্ম্মুখ ও ভগবদ্বি-দ্বেষী। বহির্ম্মুখের বিষয় বিবৃত হইল। অধুনা ভগবদ্বিদ্বেষি-গণের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ভগবদ্বিদ্বেষীও আবার দ্বিবিধ। এক প্রকারের বিদ্বেষী শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যাদি গ্রহণ করে, তথাপি তাঁহার মাধুর্য্য গ্রহণ করে না বলিয়া অরুচি-হেতু বিদ্বেষ করে। যথা,—কাল-যবন প্রভৃতি। অন্য প্রকারের বিদ্বেষী সৌন্দর্য্যাদি গ্রহণ করিতে পারে না, বৈকৃত্য (১) প্রত্যয় করে। এই জন্য তাহারা দ্বেষ করিয়া থাকে। যথা,—কংস-রঙ্গস্থল-স্থিত মল্লাদি।

অস্বচ্ছচিত্ত—ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও ভগবদ্বিদ্বেষী-ভেদে দ্বিবিধ। আবার ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়াদ্যভিনিবেশবান্ ও ভগবদবজ্ঞাতা ভেদে দ্বিবিধ। সেই প্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী—অরুচি-হেতু দ্বেষ-পরায়ণ ও বৈকৃত্য প্রত্যয়-হেতু দ্বেষপরায়ণ ভেদে—দ্বিবিধ। সাকল্যে অস্বচ্ছচিত্ত চতুর্ব্বিধ। এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির ভগবদনুভব জিহ্বাদোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তির মিছরি আস্বাদনের মত।

---

(১) বৈকৃত্য—মাধুর্য্যাদিরাহিত্য। কংস-রঙ্গস্থলে চানূরাদি মল্লের সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক পরমানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রকঠোর মহামল্লরূপে দর্শন।

জিহ্বাঃ খণ্ডাশিনো দৃষ্টান্তাঃ। একে হি পিত্তবাতজজিহ্বাদোষবন্তস্তদাস্বাদং ন গৃহ্নন্তি, কিন্তু সর্বাদরমবধায় নাবজানন্তি। অন্যে ত্বভিমানিনোঽবজানন্ত্যপি। অথাপরে মধুররসাস্পদমিতি গৃহ্নন্তি, কিন্তু তিক্তাম্লাদিরসপ্রিয়াস্তমেব রসং দ্বিষন্তি। অবরে চ তিক্ততয়ৈব তদ্‌গৃহ্নন্তি, দ্বিষন্তি চেতি। সর্বেষাং চৈষাং নিজ-

---

এক প্রকারের পিত্তবাতজ-জিহ্বাদোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, মিছরির আস্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু সকলের আদর দেখিয়া অবজ্ঞা করে না। প্রথম অস্বচ্ছচিত্ত (বিষয়াদ্যভিনিবেশবান্) ইহাদের মত। ভগবদবতার-সময়ে সাধারণ দেব-মনুষ্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অন্য প্রকারের পিত্তবাতজ-জিহ্বাদোষ বিষিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আস্বাদন গ্রহণ করে না, অধিকন্তু তাহারা অহঙ্কারী, এইজন্য অবজ্ঞাও করে। দ্বিতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত (ভগবদবজ্ঞাতা) ইহাদের মত। শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞাকারী ইন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অপর প্রকারের জিহ্বাদোব-বিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরি মধুর আস্বাদ সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু তিক্ত অম্ল প্রভৃতি রস ভালবাসে বলিয়া মধুর-রস মিছরির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। তৃতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত (অরুচি-হেতু দ্বেষপরায়ণ) ইহাদের মত। কাল-যবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরিকে তিক্ত বলিয়া গ্রহণ করে ও বিদ্বেষ করে। চতুর্থ প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত (বৈকৃত্য-প্রত্যয় হেতু দ্বেষপরায়ণ) ইহাদের মত। মল্লাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দোষস্য ব্যবধানখণ্ডগ্রহণবত্তদাভাসত্বম্। তেষাং ভগবৎস্বভাবানুভবশ্চ যুক্ত এব। জ্ঞানভক্তিশুদ্ধপ্রীত্যভাবেন সচ্চিদানন্দত্বপারমৈশ্বর্য্যপরমমাধুর্য্যলক্ষণানাং তৎস্বভাবানাং গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। তদগ্রহণেঽপি কালান্তরে নিস্তারঃ খণ্ডসেবনবদেব জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং বিষ্ণুপুরাণে গদ্যেন, ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্নিত্যাদিনা অপগত-

---

উক্ত চতুর্ব্বিধ জিহ্বা-দোষী ব্যক্তি যেমন জিহ্বাদোষ-ব্যবধানে মিছরি গ্রহণ করে, তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিও ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জিহ্বাদোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মিছরির যথার্থ আস্বাদ পায় না, অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিরও তেমন যথার্থ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাহাদের ভগবৎস্বভাব অনুভূতির অভাব সঙ্গত বটে। কারণ, জ্ঞানভক্তি দ্বারা শুদ্ধা যে প্রীতি, তাহার অভাবে সচ্চিদানন্দত্ব, পারমৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্য লক্ষণ ভগবৎস্বভাবসমূহ * গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। মিছরি সেবন করিতে করিতে যেমন ক্রমশঃ জিহ্বাদোষ দূর হইলে মিষ্টস্বাদ বোধ জন্মে, তেমন অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি (ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া) তাঁহার স্বভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও কালান্তরে নিস্তার লাভ করে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের গদ্য এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছেন—

---

* ভগবাংস্তাবদসাধারণ-স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যতত্ত্ববিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দম্, ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভুতা, মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিকং রূপগুণ-লীলাদি-সৌষ্ঠবং। বৈষ্ণবতোষণী। শ্রীভা, ১০।১২।১০

অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যতত্ত্ব-বিশেষ ভগবান্। স্বরূপ—পরমানন্দ। ঐশ্বর্য্য—অসমোর্দ্ধ, অনন্ত, স্বাভাবিক প্রভুতা। মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণ-লীলাদির চারুতা।

দ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষাদিত্যন্তেন। তস্মাৎ স্বচ্ছচিত্তানামেব সাক্ষাৎকারঃ, স এব চ মুক্তিসংজ্ঞ ইতি স্থিতম্। তস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদপ্যুৎকর্ষস্তু ভগবৎসন্দর্ভে সনকাদিবৈকুণ্ঠদর্শনপ্রস্তাবে শ্রীনারদব্যাসসংবাদাদিময়ব্রহ্মভগবত্তারতম্যপ্রকরণে চ দর্শিত এব। যত্র তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদিকং জিজ্ঞাসিতমধীতং চেত্যাদিকঞ্চ বচন-

শিশুপালের "দ্বেষাদি-দোষ অপগত হইলে ভগবানকে দর্শন করিলেন।" ৪।১৫৯

সুতরাং স্বচ্ছচিত্তগণের যে ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহারই নাম মুক্তি—ইহা স্থির হইল।

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব ভগবৎ-সন্দর্ভে সনকাদির বৈকুণ্ঠ-দর্শন-প্রস্তাবে এবং শ্রীনারদ-ব্যাস সংবাদাদিময় ব্রহ্মভগবৎ-তারতম্য-প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে; যাহাতে "তস্যারবিন্দনয়নস্য" ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ" ইত্যাদি বচনসমূহ প্রবলতম প্রমাণ। (১)

(১) সনকাদির বৈকুণ্ঠদর্শন শ্রীভা, ৩।১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা আত্মারাম পুরুষ—ব্রহ্মানুভব-সুখে মগ্ন ছিলেন; তথাপি ভগবৎসাক্ষাৎকারে তাঁহারা সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছেন—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩

তস্যেতি। টীকাচ—স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ। তস্য

(পাদটীকা)

পদারবিন্দকিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তোযো বায়ুঃ, স্ব-বিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ, অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দ-সেবিনামপি, সংক্ষোভং চিত্তেঽতি-হর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্ ইত্যেষা। অত্র পদয়োররবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অরবিন্দতুলস্যৌচ তদানীং বনমালাস্থিতে এব জ্ঞেয়ে। অস্তু তাবদ্ভগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধি-সম্বন্ধিনো বায়োরপীতি ভাবঃ। ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥৮৫॥

শ্লোকানুবাদ—"কমল-নয়ন শ্রীহরির চরণস্থিত কমল-কেশরমিশ্রা তুলসীর সুগন্ধযুক্ত বায়ু,অক্ষরসেবী সনকাদির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চিত্ততনুর ক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল।"

সন্দর্ভানুবাদ—উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা—"এই শ্লোকে স্বরূপানন্দ হইতেও তাঁহাদের ভজনানন্দের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার চরণকমল-কিঞ্জল্ক—কেশরসমূহের সহিত মিশ্রিত যে তুলসী, তাহার সুগন্ধযুক্ত যে বায়ু, স্ববিবর—নাসাছিদ্র দ্বারা (সেই বায়ু প্রবেশ করিয়া) অক্ষরসেবী—ব্রহ্মানন্দ-সেবিগণেরও চিত্তে অতি হর্ষ, দেহে রোমাঞ্চরূপ অতি সংক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল।" এ স্থলে চরণযুগলে স্থিত পদ্মকেশর-মিশ্রিত তুলসী এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেই পদ্ম ও তুলসী শ্রীহরির বনমালাস্থিত বুঝিতে হইবে। শ্রীহরির স্বরূপভূত অঙ্গোপাঙ্গ যে ব্রহ্মানন্দসেবী মুনিগণের সংক্ষোভ উপস্থিত করিতেছেন, তাহার কথা আর কি বলিব? সেই অঙ্গ-উপাঙ্গের সঙ্গ করিতেছে যে তুলসী, তাহার সম্পর্কিত বায়ু পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিত্ততনুর সংক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছে।

শ্রীনারদ-ব্যাসসংবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ভগবৎ-সন্দর্ভের ৮৭ অনুচ্ছেদে ভগবৎস্বরূপের পরমত্ব প্রদর্শন জন্য তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীনারদ উবাচ—

জিজ্ঞাসিতমধিতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
অথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ-ইব প্রভো॥ ১।৫।৩

শ্রীনারদ ব্যাসকে বলিলেন—"প্রভো! সনাতন পরমব্রহ্ম তোমাকর্ত্তৃক

(পাদটীকা)

বিচারিত হইয়াছে ; তুমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ। তথাপি আপনাকে অকৃতার্থ মনে করিয়া কেন শোক করিতেছ ?"

ইহার উত্তরে শ্রীবেদব্যাস তিনটী শ্লোকে বলিয়াছেন—"আপনি যাহা বলিলেন, সে সকল আমার আছে বটে, তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হইতেছেনা। আপনি স্বচ্ছন্দভাবে সৰ্ব্বত্র গমন করিতেছেন ; আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, আপনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

তাহার উত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্।

"ভগবান্ বাসুদেব ! তোমাকে মনে মনে নমস্কার করি। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণকে নমস্কার। এই মূর্ত্তি-অভিধানে মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি ও তদতিরিক্ত-রহিত যজ্ঞ-পুরুষকে যিনি পূজা করেন, সেই পুরুষ সম্যগ্‌দর্শন।"

তস্মাদ্ভক্তিরেব সম্যগ্‌দর্শনহেতুরিত্যুপসংহরতি দ্বাভ্যাম্—নম ইতি। মন্ত্র-মূর্ত্তিং-মন্ত্রোক্তমূর্ত্তিং মন্ত্রোঽপি মূর্ত্তির্যস্যেতি বা। অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্তব্যতিরিক্ত-মূর্ত্তিশূন্যং, প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিতং বা, মূর্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্নবিগ্রহতে পৃথক্ত্বেন মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতং বা। স পুমান্ সম্যগ্‌দর্শনঃ। সাক্ষাচ্ছ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাদিতি। ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥৮৭॥

"সেই পুরুষই সম্যগ্‌দর্শন (সম্যগ্‌ হইয়াছে দর্শন যাহার)। কারণ তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।"

এস্থলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত বেদ-ব্যাস ভগবৎসাক্ষাৎকারাভাবে অতৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ বাক্য-ভঙ্গিতে তাহা (ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারকে) অসম্পূর্ণ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলিয়া প্রকাশ করতঃ ভগবৎসাক্ষাৎ-কারকে সম্যক্ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

জাতং প্রবলতমম্। তথৈব শ্রীধ্রুবেনোক্তম্—যা নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদি। শ্রীভাগবতবক্তৃতাৎপর্য্যঞ্চ তত্রৈব স্বসুখনিভৃত-

---

শ্রীধ্রুবও সেই প্রকার বলিয়াছেন—

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাংবিমানাৎ॥

শ্রীভা, ৪।৯।১০

"হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া অথবা আপনার জন (ভক্ত) গণের কথা (১) শ্রবণ করিয়া মানবগণ যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, স্বরূপ-সুখ-পূর্ণ ব্রহ্মেও (ব্রহ্মানুভবেও) সে আনন্দ নাই! সুতরাং কালের অসিদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গ হইতে পতিত জনগণের (২) যে সে সুখ-সম্ভাবনা নাই, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।"

শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেও ভগবৎসাক্ষাৎকারেই তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

স্ব-সুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ
প্যজিত-রুচির-লীলাকৃষ্ট-সারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়াযস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল-বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

শ্রীভা, ১২।১২।৫২

---

(১) ভক্তই শ্রীভগবানের জন—নিজ জন। তাঁহারা শ্রীভগবানের কথা—তাঁহার যশ কীর্ত্তন করেন। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদ ইত্যাদি।

(২) কালবশে অর্থাৎ ব্রহ্মদিবাবসানে স্বর্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বর্গীয় সুখ অনিত্য, তাহা বলা বাহুল্য। ভগবদ্ধ্যান ও ভগবৎকথা শ্রবণের সুখ নিত্য; চির বর্দ্ধনশীল।

চেতাস্তদ্‌বুদস্তান্যভাব ইত্যাদিনা দর্শিতম্‌। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদিনা তদেবাঙ্গীকৃতম্‌। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদস্য ভগবৎসাক্ষাৎকারকৃতসর্বাঘধূননপূর্বকব্রহ্মসাক্ষাৎ-

শ্রীসূত বলিয়াছেন—"স্বরূপসুখে পূর্ণহৃদয় (আত্মারাম), তজ্জন্য অন্য সর্ব্বত্র বিরক্ত যে শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাসমূহে তাঁহার (আত্মারামতা-জনিত) স্থৈর্য্য আকৃষ্ট হইলে, তিনি তত্ত্ব-প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন। এমন যে সর্ব্বামঙ্গল-ধ্বংসকারী ব্যাসপুত্র, তাঁহাকে নমস্কার করি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ১৮।৫৪

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা-ব্যক্তি শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না; সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়েন। এইরূপ হইয়া আমাতে পরমাভক্তি লাভ করেন।" (১)

অতএব—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব

(১) ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে এই ভক্তিফল কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥ ১৮।৫৫

শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন—"স্বরূপতঃ গুণতঃ আমি যেরূপ হই, বিভূতি হইতে আমি যেমন হই, সেই পরাভক্তি দ্বারা তাদৃশ আমাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে। যথার্থরূপে আমাকে জানিয়া তৎপর আমাতে (আমার ধামে) প্রবেশ করে।"

এস্থলে শ্রীভগবান্‌, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর পরাভক্তি লাভ, তারপর ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রকাশ করিলেন।

কারানন্তরভগবৎ-সাক্ষাৎকারবিশেষাত্মকনির্বৃতিং পরমাভীষ্টত্বেনাহ —স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ। তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ ॥৭॥
স্পষ্টম্ ॥৭॥৯॥ শ্রীনারদঃ ॥৭॥
ঈদৃশেঽপি ভগবৎসাক্ষাৎকারে বহিঃসাক্ষাৎকারস্যোৎকর্ষমাহ

হেতু, শ্রীপ্রহ্লাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার দ্বারা সকল অশুভ নিঃশেষ ধ্বংস পূর্ব্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ভগবৎসাক্ষাৎকার-বিশেষাত্মক আনন্দকে পরমানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"শ্রীনৃসিংহদেবের করস্পর্শে প্রহ্লাদের নিখিল অশুভ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিলেন। পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত, হৃদয় প্রেমার্দ্র এবং নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইল। শ্রীভা, ৭।৯।৬

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পরমপুরুষার্থত্বেন দধৌ, সাধনত্বেন ইত্যর্থঃ।— পরমপুরুষার্থ মনে করিয়াই ধারণ করিয়াছেন, সাধন বলিয়া নহে।" ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রহ্লাদ পূর্ব্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন নাই, শ্রীভগবচ্চরণ হৃদয়ে ধারণকেই পরমপুরুষার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন; এইজন্য তৎপ্রাপ্তিতে কৃতকৃতার্থ হইয়া পুলকাদি-বিভূষিত হইলেন। যদি ভগবচ্চরণ হৃদয়ে ধারণকে সাধন মনে করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে পুরুষার্থ মনে করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মদর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন, ভগবচ্চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুলকাদি বিভূষিত হইবার অবকাশ থাকিত না।] ॥৭॥

বহিঃসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব।

অনুবাদ—[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্তঃসাক্ষাৎকার ও

—গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনম্ । মনসা যোগপক্কেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ ॥৭॥

টীকা চ—যস্য তব শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনং মনসাপি গৃহীত্বা প্রাপ্য প্রাকৃতা অপ্যজাদয়ো ভবন্তি স ভগবান্ মেঽক্ষিগোচরো জাতো-ঽস্তি কিমতঃ পরং বরেণেত্যর্থ ইত্যেষা । অত্র যৎপাদপাংশু-

---

বহিঃসাক্ষাৎকার-ভেদে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ। উভয় বিধ] ভগবৎসাক্ষাৎকার এইরূপ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে শ্রেষ্ঠ) হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণ ঋষিকে বলিয়াছেন — "যাহার শ্রীমচ্চরণকমল যোগপক্কমন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাদি হইয়াছেন, সেই আপনি নয়নগোচর হইয়াছেন।" শ্রীভা, ১২।৯।৫৮॥

এই শ্লোকের শ্রীস্বামি-টীকা—"যে তোমার শ্রীমচ্চরণকমল দর্শন—মন-দ্বারাও প্রাপ্ত হইয়া (ধ্যান-যোগে অবলোকন করিয়া) প্রাকৃত জনও (মায়াপরবশ জীবও) ব্রহ্মাদি হইয়াছেন, সেই ভগবান্ আমার নয়নগোচর হইয়াছেন। ইহার পর আর বরে কি প্রয়োজন ? ইতি।

এ সম্বন্ধে "যৎপাদ-পাংশু (১) ইত্যাদি শ্লোকও অনুসন্ধান করা যায়। অর্থাৎ ঐ শ্লোকেও বহিঃসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক—

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ ।
সএব যাদৃগ্ বিষয়ঃ স্বয়ংস্থিতঃ কিংবর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাং ॥

যোগিগণ বহু জন্ম পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রাদি ব্রত দ্বারা সংযতচিত্ত হইয়াও যাঁহার চরণরেণু লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসীর

র্বহুজন্মকৃচ্ছ্রত ইত্যাদিকমপ্যনুসন্ধেয়ম্। অতএব প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদং প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসীত্যেবং ভাববানপি। গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোহভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালস ইত্যুক্তম্ ॥১২॥৮॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনারায়ণর্ষিম্ ॥৮॥

অথৈতস্যাং ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণায়াং মুক্তৌ জীবদবস্থামাহ —অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥৯॥

অতএব — বহিঃসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন, "প্রগায়তঃ" (২) ইত্যাদি ভাববান্ হইলেও "হে কুরুবংশধর! গোবিন্দ-বাহু দ্বারা পরিরক্ষিত দ্বারকায় কৃষ্ণ-দর্শন-লালস নারদ বারংবার বাস করিয়াছিলেন,"—এইরূপ উক্ত হইয়াছেন ॥৮॥

ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তি ঃ

অনন্তর এই ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তিতে জীবদবস্থা সম্বন্ধে ভগবান্ উবদ্ধকে বলিয়াছেন—"অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত ও

দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের ভাগ্যের বিচিত্র উৎসবের কথা আর কি বলিব?" শ্রীভা, ১০।১২।১১

(২) শ্রীনারদ বেদ-ব্যাসকে বলিয়াছেন—"যাঁহার চরণের আবির্ভাব-স্থান তীর্থ হইয়া থাকে, যিনি স্বীয় যশ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যশ-কীর্ত্তন-সময়ে আহূতের ন্যায় আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।"
শ্রীভা, ১।৬।৩৪

এই শ্লোকে দেবর্ষি নারদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃসাক্ষাৎকারের অতিশয় সুলভতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলেও তিনি বহিঃসাক্ষাৎকারের লোভে দ্বারকায় বাস করিতেন। ইহা হইতে বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ প্রমাণিত হইতেছে।

ভগবন্তং বিনা কিঞ্চনান্যদুপাদেয়ত্বেন নাস্তীত্যকিঞ্চনস্য। তত্র হেতুঃ ময়েতি। অকিঞ্চনত্বেনৈব হেতুনা বিশেষণত্রয়ং, দান্তস্যেতি। অন্যত্র হেয়োপাদেয়রাহিত্যাৎ সমচেতসঃ। সর্ব্বত্র তস্যৈব সাক্ষাৎকারাৎ সর্ব্বা ইত্যুক্তম্ ॥১১॥১৪॥শ্রীভগবান্ ॥৯॥

তত্রোৎক্রান্তাবস্থা চ শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ ঈশত্তম তেঽঙ্‌ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গমরণং হ্বয়সে কদা ন্বিত্যাদৌ জ্ঞেয়া। সৈবাস্তিমা

সন্তুষ্টমনাঃ ব্যক্তির সকলদিক্ আমা কর্ত্তৃক সুখময় হয়।”

শ্রীভা, ১৪।১৪।১৬।৯।

শ্লোকব্যাখ্যা—ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছু যাহার উপাদেয় নহে, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনতা হেতু দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত এই বিশেষণত্রয় প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য বস্তুতে প্রীতি নাই, এই জন্য বহিরিন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুতে বিরক্তি আছে বলিয়া দান্ত। আর, বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। অন্যত্র হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি নাই বলিয়া সমচিত্ত। সর্ব্বত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার উপলব্ধি করেন, এইজন্য সকলদিক্ সুখময় হয়।৯।

পঞ্চবিধা মুক্তি।

আর, ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তিতে উৎক্রান্তাবস্থার (দেহ ত্যাগের পরাবস্থার) কথা শ্রীপ্রহ্লাদের স্তুতি হইতে জানা-যায় যথা,—“হে কমনীয়তম! তুমি প্রীত হইয়া মুক্তিস্বরূপ আশ্রয় যে তোমার চরণ, সেই চরণসান্নিধ্যে কখন আমাকে আহ্বান করিবে?” শ্রীভা, ৭।৯ ৬ (১)

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক—

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ-বৎসল দুঃসহোগ্র

সংসারচক্র কদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।

মুক্তিশ্চ পঞ্চধা, সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যসাযুজ্যভেদেন। তত্র সালোক্যং সমানলোকত্বং শ্রীবৈকুণ্ঠবাসঃ। সার্ষ্টিস্তত্রৈব সমানৈশ্বর্য্যমপি ভবতীতি। সারূপ্যং তত্রৈব সমানরূপতাপি প্রাপ্যতে ইতি। সামীপ্যং সমীপগমনাধিকারিত্বম্। সাযুজ্যং কেষাঞ্চিত্তু ভগবচ্ছ্রীবিগ্রহ এব প্রবেশো ভবতীতি। সালোক্যাদিশব্দানাং মুক্ত্যাদিশব্দসামানাধিকরণ্যঞ্চ সালোক্যাদিত্বপ্রাধান্যেন। তত্র

সেই অন্তিমা মুক্তি সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, ও সাযুজ্য-ভেদে পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে সালোক্য—সমান-লোক-প্রাপ্তি,—শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাস। সার্ষ্টি—শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গেই শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ। সারূপ্য--শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গেই শ্রীভগবানের সমান-রূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপ প্রভৃতি ধারণ। সামীপ্য—শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার। সাযুজ্য—কাহারও কাহারও ভগবচ্ছ্রী-বিগ্রহেই প্রবেশলাভ ঘটে। (২)

সালোক্যাদিত্বের প্রাধান্য-হেতু সালোক্যাদি-শব্দের মুক্তিশব্দ সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ সালোক্য-শব্দ ও

বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গ-শরণং হ্বয়সে কদানু॥

(২) সার্ষ্টিতে সমানৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি বলিলেও সমগ্র ঐশ্বর্য্য কোন মুক্ত পুরুষই প্রাপ্ত হয়েন না। সারূপ্যে সমানরূপতা লাভ করিলেও কোন মুক্ত পুরুষই সমুদয় ভগবল্লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও শ্রীকরচরণ-গত অসাধারণ চিহ্নসকল শ্রীভগবানেরই নিজস্ব।

পূর্ব্বে ব্রহ্ম-সাযুজ্য-লক্ষণা মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই মুক্তি ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপা। ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণা মুক্তিতে কেহ কেহ শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশের ইচ্ছা করেন; তাঁহারা শ্রীভগবানে সাযুজ্যলাভ করেন। সাযুজ্য—মিলন।

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যমাত্রে প্রায়োঽন্তঃকরণসাক্ষাৎকারঃ। সামীপ্যে প্রায়ো বহিঃ। সাযুজ্যে চান্তর এব। তথাপি প্রকট-স্ফূর্ত্তিলক্ষণং তৎ সুষুপ্তিবদনতিপ্রকটস্ফূর্ত্তিলক্ষণাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাদ্ভিদ্যতে। উৎক্রান্তমুক্ত্যবস্থায়ামপি বিশেষস্ফূর্ত্তিঃ শ্রুতাবেব সম্মতা, স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্‌ভবতি সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি। এষা চ পঞ্চবিধাপি গুণাতীতৈব। নির্গুণায়াং ভূমবিদ্যায়ামেব, স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি ইত্যাদিনা তদ্বিধস্য মুক্তস্য স্বেচ্ছয়া নানাবিধরূপপ্রাকট্যশ্রবণাৎ, ন যত্র

মুক্তিশব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। মুক্তিতে সালোক্যাদির কোন না কোন অবস্থা লাভ করা যায়। এই জন্য সালোক্যাদি বলিলে মুক্তি-বিশেষ বুঝায়।

সালোক্যাদি পঞ্চবিধ-মুক্তি মধ্যে সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যমাত্রে প্রায় অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার। সামীপ্যে প্রায় বহিঃসাক্ষাৎ-কার। আর, সাযুজ্যে অন্তঃসাক্ষাৎকারই ঘটে। উৎক্রান্ত মুক্তিদশাতেও বিশেষ স্ফূর্ত্তি শ্রুতি-সম্মতা।—

"সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ এইরূপ দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া আত্মাতেই রতিযুক্ত,আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতে মিথুন-ভাবাপন্ন, আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হয়েন। তিনি সমুদয় লোকে (ভুবনে) স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারেন।" ছান্দোগ্য।৭।২৫।২

এই পঞ্চবিধা মুক্তিই গুণাতীতা, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদের গুণাতীতা ভূমবিদ্যায় "আত্মদর্শী একধা হয়েন, দ্বিধা হয়েন, ত্রিধা হয়েন" (৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ নানাবিধ রূপ প্রকট করিতে

মায়েত্যাদৌ বৈকুণ্ঠস্য মায়াতীতত্বশ্রবণাৎ। অত্রাবৃত্তিরাহিত্যং চাঙ্গীকৃতম্। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদিত্যনেন ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি

পারেন, ইহা শুনা যায়। আর, "যেখানে মায়া নাই" (১) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠের মায়াতীতত্ব শুনা যায়।

[**বিবৃতি**—গুণাতীতা ভূমবিদ্যায় মুক্তি-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মুক্তি যে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত তাহা বুঝা যায়। কারণ, গুণাতীত ভূমবিদ্যাপ্রকরণে গুণময় বস্তুর মহিমা কীর্ত্তন অসম্ভব।

আর, এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন প্রকারের মুক্ত্যানন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহাও উক্ত শ্রুতিতে অভিপ্রেত হইয়াছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়া নাই—এই প্রমাণে মুক্তি যে মায়াতীত ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তর—যেস্থানে মায়া নাই, তথায় মায়িক বস্তু থাকিতে পারে না। মায়াতীত শ্রীবৈকুণ্ঠ মুক্তি-স্থান, এই হেতু মুক্তি মায়াতীতা।]

মুক্তপুরুষের অনাবৃত্তি।

অনুবাদ— মুক্তি লাভের পর আর আবৃত্তি (কর্ম্মাধীন জন্ম) হয় না; তাহা শাস্ত্রে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা,—ব্রহ্ম-সূত্রে—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২॥

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক :—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥শ্রীভা, ২।৯।১০

যে স্থানে রজোগুণ, তমোগুণ এবং রজস্তমমিশ্র সত্ত্ব নাই (আছে শুদ্ধসত্ত্ব), কাল-বিক্রম নাই, এমন কি যেখানে মায়া নাই, মায়িক অন্য বস্তুর কথা আর

শ্রুতেঃ। তথোক্তং হিরণ্যকশিপূপদ্রুতদেবৈঃ—তস্মৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাস্তে হরিরীশ্বরঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলা ইতি। শ্রীকপিলদেবেন চ— ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিরিতি। তথৈব

ভগবদুপাসনা দ্বারা তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যিনি তাঁহার ধামে গমন করেন, তাঁহার আবৃত্তি অর্থাৎ পতন হয় না; তিনি সর্ব্বদা শ্রীভগবৎ-সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। (১)

ছান্দোগ্যোপনিষদে—"সে আর ফিরিয়া আসেনা।" (উপসংহার মন্ত্র)

শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেবগণ সেই প্রকার বলিয়াছেন—"যথায় ঈশ্বর হরি বিরাজ করিতেছেন, যেস্থানে গমন করিয়া শান্ত অমল সন্ন্যাসিগণ আর প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, সেই দিককে নমস্কার।" শ্রীভা, ৭।৪।২২

শ্রীকপিল-দেব জননী দেব-হূতিকে বলিয়াছেন—"হে শান্তরূপে! মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও ভোগ-হীন হয়না, আমার কাল-চক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করেনা।" শ্রীভা, ৩।২৫।৩৮ (২)

কি বলিব? আর, যেখানে দেবাসুরার্চ্চিত শ্রীহরির অনুচরগণ অবস্থান করেন, * * * * [তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপভূত ধাম।]

(১) শ্রুতি—এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ছান্দোগ্য।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোক—

ন কর্হিচিন্মৎপরা শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নোমেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। (পরপৃষ্ঠা)

—আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি, যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতি, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বত-

---

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদুক্তিতেও তাহা (শ্রীভগবদ্ধামগত পুরুষের অনাবৃত্তি) দেখা যায়। যথা—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক সহ সমুদয় স্বর্গাদি লোক অনিত্য। যাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পাইলেই পুনর্জ্জন্ম হয় না।" ৮।১৬

"যেস্থানে গেলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাঁহা আমার পরমধাম।" ১৫।৬ (২)

"ঈশ্বরের প্রসাদে পরম শান্তি (নিখিল ক্লেশ-নাশ) এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।" ১৮।৬২ (৩)

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

হে শান্তরূপে! কিম্বা শান্ত—শুদ্ধসত্ত্ব, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও ভোগহীন হয়না; (সুতরাং ভোগ্যাভাবে অথবা ভোগক্ষয়ে তাহাদের স্থানান্তরে গমনাশঙ্কা নাই) আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করেনা, (সুতরাং কাল-পরিণামবশে নরলোক-বাসীকে যেমন লোকান্তরে যাইতে হয়, এরূপ তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হয়না।) তাহার কারণ, আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা (জীবনাশ্রয়), সুত—পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ, সখা—সখার ন্যায় বিশ্বাস-ভাজন, গুরু—গুরুতুল্য হিতোপদেষ্টা, সুহৃদ—বন্ধুর ন্যায় হিতকারী এবং অভীষ্ট-দেবতা;—এই প্রকারে যাহারা আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজন করে, সেই ভক্তগণ (বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণ) কখনও কালগ্রাসে-পতিত হয়না।

(২) ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

(৩) তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

মিতি চ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ দৃশ্যাঃ। পাদ্মস্থষ্টিখণ্ডে চ—আব্রহ্ম-সদনাদেব দোষাঃ সন্তি মহীপতে। অতএব হি নেচ্ছন্তি স্বর্গ-প্রাপ্তিং মনীষিণঃ। আব্রহ্মসদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুভ্রং সনাতনং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ। ন তত্র মূঢ়া গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ। দম্ভলোভভয়দ্রোহক্রোধমোহৈ-রভিদ্রুতাঃ। নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। ধ্যানযোগরতাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ। ইতি। তত্রৈব সুবাহুনৃপবাক্যম্—ধ্যানযোগেন দেবেশং যক্ষ্যিয়ে কমলাপ্রিয়ম্। ভবপ্রলয়নির্মুক্তং বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যহমিতি। সালোক্যাদীনা-

---

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে—

"হে মহীপতে! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তই দোষ-সমূহ আছে। এই জন্য মহানুভব ব্যক্তিগণ স্বর্গপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করেন না। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে সেই বিষ্ণুর পরম স্থান। তাহা শুভ্র, নিত্য, জ্যোতির্ম্ময় ও পরম ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা (মনীষিগণ) জানেন। বিষয়াত্মক (বিষয়াবিষ্টচিত্ত) মূঢ়ব্যক্তি — যাহারা দম্ভ, লোভ, ভয়, দ্রোহ (শত্রুতা), ক্রোধ ও মোহদ্বারা উপদ্রুত, তাহারা তথায় যাইতে পারে না। নির্ম্মম (দেহ-দৈহিক বস্তুতে মমতা-রহিত) নিরভিমান নির্দ্বন্দ্ব) শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয়ে অবিচলিত (সংযতেন্দ্রিয়, ধ্যানযোগরত সাধুগণই তথায় যাইয়া থাকেন।"

সেই পাদ্ম-সৃষ্টিখণ্ডেই সুবাহুনৃপবাক্য — "ধ্যানযোগ দ্বারা দেবেশ কমলাপ্রিয় (শ্রীহরি)কে পূজা করিব। সৃষ্টি-প্রলয়-রহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিব।"

সালোক্যাদি মুক্তিতে যে পতন-ভয় নাই, অতঃপর তাহা প্রদর্শিত হইবে।

মবিচ্যুতত্বং দর্শয়িষ্যতে:চ। মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতমিত্যা-দিষু তদিতরত্রৈব কালবিপ্লুতত্বাঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ কচিদাবৃত্তি-শ্রবণন্তু প্রপঞ্চান্তর্গততদ্ধামস্থাপেক্ষয়া কাদাচিৎকতল্লীলাকৌতুকা-পেক্ষয়া চ মন্তব্যম্। পশ্চাত্তু নিত্যসালোক্যমেব যথা ভবি-ষ্যোত্তরে—এবং কৌন্তেয় কুরুতে যোঽরণ্যদ্বাদশীং নরঃ। স দেহান্তে বিমানস্থো দিব্যকন্যাসমাবৃতঃ। যাতি জ্ঞাতিসমাযুক্তঃ

শ্রীবৈকুণ্ঠদেব দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—"ভক্তগণ আমার সেবা দ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও অভিলাষ করেন না; কাল-প্রভাবে বিনাশী অন্য ব্রহ্ম-পদ প্রভৃতিতে তাহাদের অভিরুচি কিরূপে সম্ভবপর হয়?" শ্রীভা, ৯।৪।৬৭—এই শ্লোক প্রভৃতিতে সালোক্যাদি মুক্তিভিন্ন অন্যত্র কাল-বিনাশিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং কোন কোন স্থলে যে মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি-অপেক্ষায় বা কখন কখন ভগবল্লীলা-কৌতুকাপেক্ষায় মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ মথুরা, অযোধ্যা প্রভৃতি যে সকল ভগবদ্ধাম এই জগৎ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, সে সকল ধামে বিহার করিবার জন্য ভগবৎপরিকরগণ সময় সময় পরমব্যোম স্থিত ভগবদ্ধাম হইতে আসিয়া থাকেন। আর, জয়-বিজয়ের মত কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক নির্ব্বাহের জন্য প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। তাহা হইলেও চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না; পশ্চাৎ নিত্য সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন। যথা,—ভবিষ্যোত্তরে—"হে কৌন্তেয়! যে মানব এই প্রকারে অরণ্য-দ্বাদশীর অনুষ্ঠান করে, সে দেহান্তে বিমানস্থ, দিব্য-কন্যাসমাবৃত এবং জ্ঞাতি-সমাযুক্ত হইয়া হরির পুর শ্বেতদ্বীপে গমন করে। তথা হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া তাঁহারা মহাবীর্য্য ও নৃপ-পূজিত

শ্বেতদ্বীপং হরেঃ পুরম্। যত্র লোকা পীতবস্ত্রা ইত্যাদি। তিষ্ঠন্তি বিষ্ণুসামান্যে যাবদাভূতসংপ্লবম্। তস্মাদেত্য মহাবীর্য্যাঃ পৃথিব্যাং নৃপ পূজিতাঃ। মর্ত্ত্যলোকে কীর্ত্তিমন্তঃ সম্ভবন্তি নরোত্তমাঃ। ততো যান্তি পরং স্থানং মোক্ষমার্গং শিবং সুখম্। যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন সংসারে ভ্রমন্তি চেতি। যথা চ জয়বিজয়বৃত্তে। তত্র সালোক্যোদাহরণে। তৎসাধকদশায়ামপি নৈর্গুণ্যাবেশ উক্তঃ, সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদৌ নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি।

হয়েন। মর্ত্ত্যলোকে সেই নরোত্তমগণ কীর্ত্তিমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তারপর, যে স্থানে গমন করিলে শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, সংসার-ভ্রমণ করিতে হয়না, সেই শিব, সুখ পরম স্থান মোক্ষমার্গে গমন করে।"

জয়-বিজয়ের বৃত্তান্ত তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত;—তাঁহারা ভগবল্লীলা-কৌতুক (বীর-রসোচিত যুদ্ধাদি) নির্ব্বাহের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপর শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন। (১) ভবিষ্যোত্তরে সালোক্যোদাহরণে প্রপঞ্চে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর মুক্তপুরুষের পুনর্ব্বার নিত্য সালোক্য-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে।

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারার্থীর সাধনাবস্থায়ও নৈর্গুণ্যাবেশ উক্ত হইয়াছে,— "আসক্তিরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়-সুখে আবিষ্টকর্ত্তা রাজস, স্মৃতি-বিভ্রষ্টকর্ত্তা তামস, কেবল আমার শরণাগত-কর্ত্তা নির্গুণ।" ১১।২৫।২৫

---

(১) বৈরানুবন্ধেন তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনঃ হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতু বিষ্ণুপার্ষদৌ॥
শ্রীভা, ৭।১।৪৬

উৎক্রান্তমুক্তিদশায়াস্তু তেষাং ভগবৎতুল্যত্বমেবাহ—বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥১০॥

নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণেত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণ ভাগবতাখ্যেন। বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্ত্তয়ঃ তত্র বর্ত্তন্তে তাসামেকয়া সহ মুক্তস্যৈকস্য মূর্ত্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যেষামিত্যুক্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১০ ॥

সালোক্য মুক্তি।

উৎক্রান্ত-মুক্তি-দশায় তাঁহাদের ভগবৎতুল্যত্ব উক্ত হইয়াছে—শ্রীব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছেন—"যাঁহারা (অনিমিত্ত-নিমিত্ত) নিষ্কাম-ধর্ম্মে হরিকে আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি-সকল যথায় বাস করেন, (সনকাদি ঋষিগণ সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন।)" শ্রীভা, ৩।১৫।১৪॥১০॥

শ্লোকার্থঃ—নিমিত্ত—ফল, তাহা নিমিত্ত—প্রবর্ত্তক নহে যাহাতে, তাহা অনিমিত্ত-নিমিত্ত—নিষ্কাম। ধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি — বৈকুণ্ঠ — ভগবান্, তাঁহার জ্যোতির অংশভূতা—বৈকুণ্ঠ-লোকের শোভারূপা যে অনন্ত-মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সহিত শ্রীভগবান্ এক মুক্ত পুরুষের মূর্ত্তি করেন। এইজন্য শ্রীস্বামিপাদ (ঐ শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি যাহাদের॥" ১০॥ (১)

(১) এস্থলে মুক্তপুরুষের পার্ষদদেহ-প্রাপ্তির রহস্য প্রকাশ করিলেন। সাধন-ভক্তি দ্বারা পার্ষদ-দেহের সৃষ্টি হয়, একথা বলা যায় না; যাহার উৎপত্তি

(পাদটীকা)

আছে, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে মুক্তির নিত্যতা নিশ্চিত হইয়াছে; পার্ষদগণ মুক্তপুরুষ, একথা বলা বাহুল্য। পার্ষদদেহ অনিত্য হইলে তদ্দ্বারা মুক্তি-সুখ উপভোগ অসম্ভব।

ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী অনন্ত-মূর্ত্তি চিরকাল বর্ত্তমান আছে। এসকল মূর্ত্তি শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূত অর্থাৎ অনন্ত-মূর্ত্তির এক একটী তাঁহার জ্যোতির এক অংশ, সুতরাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় অপ্রাকৃত—চিন্ময়। এই অনন্তমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠ-লোকের শোভারূপে বিরাজ করিতেছে। এই সকল মূর্ত্তি পার্ষদদেহ। যখন কোন জীব উৎক্রান্ত (অন্তিমা) মুক্তি লাভ করেন, তখন ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজ রুচি অনুরূপ ঐসকল মূর্ত্তির একটী তিনি প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি। এই সমুদয় পার্ষদদেহ নিত্য; যেহেতু, মুক্ত-জীবের সহিত যোগের পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে তাহা আছে, পরেও অনন্তকাল থাকিবে। অনন্তজীবের প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের দাস; প্রত্যেকেরই শ্রীভগবৎ-সেবোপ-যোগী দেহ শ্রীভগবদ্ধামে আছে। ভক্তি-প্রসাদে ভগবৎসেবার যোগ্যতা লাভ করিলে ভগবৎকৃপায় সেই দেহ-প্রাপ্তি ঘটে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরুচরণ হইতে যে সিদ্ধ-প্রণালী পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ দেহের পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। কেহ যেন উহাকে কল্পিত মনে না করেন; উহা নিত্য,—সত্য। শ্রীভগবল্লোকস্থিত উক্ত অনন্ত মূর্ত্তি-মধ্যে শ্রীভগবান্ যাহাকে যে মূর্ত্তিতে অঙ্গীকার করিবেন, শ্রীগুরুদেব ধ্যান-প্রভাবে তাহা অবগত হইয়া সেই মূর্ত্তিই তাহার সিদ্ধদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই দেহাভিমানে শ্রীভগবল্লীলা স্মরণ ও শ্রীগুরুকৃপা-নির্দ্দিষ্ট (শ্রীভগবানের) মানস-সেবা সম্পাদনের সঙ্গে মায়িক দেহাবেশ ক্রমশঃ ঘুচিয়া সেই দেহাবেশ ঘটে। তারপর জড়দেহ ভঙ্গ হইলে পার্ষদদেহ পাওয়া যায়।

এ স্থলে পার্ষদদেহের নিত্যত্ব সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণা করা যাইতেছে। মূলে অতঃপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া পার্ষদদেহের নিত্যত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

যে বস্তুর সহিত যোগ সম্ভাবিত হয়, কালান্তরে তাহার সহিত বিয়োগ অসম্ভাবিত নহে। এই জন্য কেহ মনে করিতে পারেন, 'পার্ষদদেহ যোগ' যখন

(পাদটীকা)

বলা হইয়াছে, তখন কোন সময়ে কি ঐ দেহ বিয়োগের আশঙ্কা করা যায় না? তাহার উত্তর—না, কখনও পার্ষদদেহ বিয়োগের সম্ভাবনা নাই। সেই দেহ বিয়োগ—আবৃত্তি,—ভগবদ্ধাম হইতে পতন। ইতঃপূর্ব্বে বহু প্রমাণ দ্বারা মুক্ত-পুরুষের অনাবৃত্তি নিশ্চিত হইয়াছে। অপরন্তু, জয়-বিজয় দেহান্তরে প্রবেশ করিলেও, তাঁহাদের পার্ষদদেহ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহারা সেই দেহ সহিতই স্বাভাবিক অণিমাদি সিদ্ধিবলে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই কথা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেহ অস্বরূপভূত—জড়, কর্ম্মাধীন। এই জন্য এই দেহের বিয়োগ ঘটে। পার্ষদদেহ স্বরূপভূত এবং ভক্তি দ্বারা লভ্য। জীবস্বরূপ চিন্ময়, পার্ষদ-দেহও চিন্ময়; চিদানন্দময়ী ভক্তি-সমুদ্বুদ্ধা-ভগবৎকৃপা দ্বারা উভয়ের মিলন সাধিত হয়, ইহাই পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি। পূর্ব্বে ভক্তির নিত্যতা স্থাপন করা হইয়াছে। তৎসঞ্জাতা ভগবৎকৃপা কখনও অনিত্যা হইতে পারে না; তাহাও নিত্যা। জীবস্বরূপ ও পার্ষদদেহের নিত্যতার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমুদয় নিত্যবস্তুর সমাবেশ যাহাতে আছে, তাহা নশ্বর হইতে পারে না। পার্ষদ-দেহ-ভঙ্গ, জীবস্বরূপের ধ্বংস, ভগবৎকৃপাকর্ষণে ভক্তির অসামর্থ্য এবং ভগবৎ-কৃপার অভাব কদাচিৎ সম্ভব নহে, এই জন্য কখনও পার্ষদদেহ বিনষ্ট হইতে পারে না। অন্য প্রকারেও পার্ষদদেহ প্রাপ্তির নিত্যতা জানা যায়। পূর্ব্বে ভক্তি ও ভক্তিফলের নিত্যতা স্থাপন করা হইয়াছে; পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি ভক্তিফল। এই জন্যও তাহার বিনাশ নাই।

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কাল-পরিণাম আছে—সর্ব্বত্র দেহবিয়োগ নিশ্চিত; সকল স্থান হইতে অন্যত্র গতি নিশ্চিতা; কিন্তু "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যে শ্রীভগবদ্ধামের স্বভাব-বিশেষ উক্ত হইয়াছে, তথায় একবার যাইতে পারিলে, আর বিচ্যুতি নাই। সুতরাং যে জীবের পূর্ব্বে পার্ষদদেহ ছিল না, সে মুক্তাবস্থায় তাহা লাভ করিলেও কদাচ পার্ষদত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না; ধামের প্রভাব-বিশেষ হইতেও ইহার সম্ভাবনা করা যায়।

কেহ যেন মনে না করেন, সমুদয় ভগবৎপরিকরই এইরূপে পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। সাধনসিদ্ধ পরিকরের কথা, অর্থাৎ জীব কিরূপে

যথৈবাহ—প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥১১॥

হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসীতি যা তনুঃ শ্রীভগ-

উৎক্রান্ত-মুক্তিদশায় ভগবত্তুল্যরূপতা প্রাপ্তির অপর প্রমাণ শ্রীনারদের উক্তি। তিনি শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন—"শুদ্ধা-ভাগবতী তনুপ্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে, আমার আরব্ধ কর্ম্ম-নির্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হয়।" শ্রীভা, ১।৬।২৯।১১॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—

সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥
শ্রীভা, ১।৬।২৫

পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হয়, এ স্থলে কেবল তাহাই বলা হইয়াছে। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নহে। ভগবৎবিগ্রহের ন্যায় তাঁহারা নিত্য তদীয় পার্ষদবিগ্রহে বিরাজ করিতেছেন। যেমন—শ্রীবৃন্দাবনীয়-লীলায় শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজরূপে নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান, তাঁহারাও নিজ নিজ রূপে তথায় নিত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

এ স্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্যা। শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিচরণ মুক্ত-জীবের প্রাপ্তব্য মূর্ত্তিগুলিকে "বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে অভিপ্রায়-বিশেষ আছে, ঐ সকল মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠের শোভা-বিশেষ সম্পাদন করিতেছে, সে সমুদয় হইতে ভগবৎসেবাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। তাহার সহিত মুক্তজীবের যোগ সাধিত হইলে ভগবৎসেবা সম্পন্ন হয়। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহাদিগকে প্রাণহীন মূর্ত্তির মত বলা যায়। তবে ভগবজ্জ্যোতির অংশভূত বলিয়া তাহাতে নিশ্চয় বৈশিষ্ট্য আছে। অপিচ, উক্ত মূর্ত্তিগুলি বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা বলিয়া, যে সকল পরিকর নিয়ত ভগবদ্ধামে আছেন, তাঁহাদের নিকট বিসদৃশ বোধ হয় না॥

বতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশজ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাং তন্তুং প্রতি শ্রীভগবতৈব ময়ি প্রযুজ্যমানে নীয়মানে আরব্ধং যৎ কর্ম্ম তন্নির্বাণং সমাপ্তং যস্য স পাঞ্চভৌতিকো ন্যপতদিতি। প্রাক্তনলিঙ্গশরীরভঙ্গোঽপি লক্ষিতঃ। তাদৃশভগবন্নিষ্ঠে প্রারব্ধকর্ম্মপর্য্যন্তমেব তৎস্থিতেঃ। ইত্থমেব টীকা চ—অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাদি সূচিতং ভবতীত্যেষা ॥ ১ ॥৬॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥১১॥

"তুমি যে অল্পকাল সাধুসেবা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমাতে তোমার দৃঢ়া মতি হইয়াছে। তুমি এই নিন্দ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে।" এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে তনুপ্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবতী—ভগবদংশ যে জ্যোতি, সেই জ্যোতির অংশভূতা; শুদ্ধা—প্রকৃতি-স্পর্শশূন্যা। সেই তনুর প্রতি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃকই আমি (শ্রীনারদ) প্রযুজ্যমান—নীয়মান হইলে, আরব্ধ যে কর্ম্ম, তাহা যাহার সমাপ্ত হইয়াছে, সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল। ইহাদ্বারা প্রাচীন লিঙ্গ-শরীর-ভঙ্গও লক্ষিত হইল। কারণ, তাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্যান্তই লিঙ্গ-শরীরের স্থিতি। (এই শ্লোকের) শ্রীস্বামিপাদের টীকাও এই প্রকারই দেখা যায়—"ইহা দ্বারা (শ্রীনারদ-বাক্য-প্রমাণে ; পার্ষদ-তনুসমূহের অকর্ম্মারব্ধত্ব, শুদ্ধত্ব, নিত্যত্ব ইত্যাদি সূচিত হইয়াছে—ইতি"।

[বিবৃতি—দেবর্ষি নারদ যখন দাসীপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১।৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তখন তিনি শৈশবকালে শ্রীহরিভক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা করেন। অল্পকাল সেই ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছিলেন ; সেই সেবাফলে ব্রাহ্মণগণের কৃপায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর—তখন তিনি পাঁচ

বৎসরের বালক, এই সময়—শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের আকুল পিপাসা লইয়া গৃহত্যাগ করেন। এক বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন; সেই সময় তাঁহার ভগবৎসাক্ষাৎকার মিলে; তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে "তুমি" ইত্যাদি (শ্রীভা. ১৬।১৪) বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকে নিন্দ্যলোক পৃথিবী পরিত্যাগের পর পার্ষদ-দেহ-প্রাপ্তির আশ্বাস তিনিই দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা উৎক্রান্ত মুক্তি। শ্রীনারদ যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা পরবর্ত্তী "শুদ্ধা" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১৬।২৯) শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ষদ-তনু শ্রীভগবজ্জ্যোতির অংশভূত হেতু তাহা স্বরূপশক্তির কার্য্য জ্যোতির্ম্ময় (প্রকাশাত্মক); আর, তাহাতে যে মায়া-স্পর্শ-লেশের আশঙ্কা নাই, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য "শুদ্ধা" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিন শ্রীভগবানের মুখ্যা-শক্তি। ইহার মধ্যে চিচ্ছক্তি ভগবৎ-সেবাপরায়ণা—একমাত্র ভগবৎ প্রীতি-সম্পাদনে এই শক্তি ব্যাপৃতা। এই শক্তি ভগবৎস্বরূপা-বলম্বনে অবস্থান করেন বলিয়া, স্বরূপশক্তি নামেও প্রসিদ্ধা। পার্ষদ-তনু ইহার পরিণতি-বিশেষ; এই জন্য তাহা সম্যক্‌রূপে ভগবৎ-সেবার উপযোগী,— ভগবৎ-সেবাই সেই দেহের একমাত্র ধর্ম্ম। সুতরাং মুক্তপুরুষ এই দেহ-সম্পন্ন হইয়া সতত সেবাসুখে মগ্ন থাকেন। কদাপি দেহধর্ম্ম তাঁহার সেবাসুখে বিঘ্ন উপস্থিত করে না।

ভগবৎসেবার সাধনরূপে এই পার্ষদ-তনু ভগবদ্ধামে বিরাজ করে বলিয়াই ইতঃপূর্ব্বে ইহাকে তত্রত্য শোভারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চিত ধান্য-তণ্ডুলাদি তাহার সুখ-সমৃদ্ধির হেতু হইয়া থাকে, মুক্তপুরুষের সহিত অযুক্ত, ভগবজ্জ্যোতি মধ্যে অবস্থিত অনন্ত-মূর্ত্তিও তেমন শ্রীভগবানের সুখের হেতু-ভূতই

হইয়া থাকে। সে সকল নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যরাশির মত শ্রীভগবদ্ধামকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে নাই; আর শ্রীভগবজ্জ্যোতির অংশ ও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অন্যের দুষ্প্রেক্ষ্যও বটে। তবে যাহাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাঁহারা শ্রীভগবজ্জ্যোতি দর্শনে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, ঐ মূর্ত্তিসমূহের দর্শনেও সেই আনন্দই প্রাপ্ত হয়েন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় "প্রাচীন লিঙ্গ-শরীর" বলিবার তাৎপর্য্য—মৃত্যু জীবের স্থূলশরীর ধ্বংস করে; সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর ধ্বংস করিতে পারে না। জীব ঐ শরীরাবলম্বনে লোকান্তর গমন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। সূক্ষ্ম শরীরে অসংখ্য কর্ম্ম-সংস্কার নিবদ্ধ আছে। প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার লইয়া জীব স্থূলশরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং স্থূল-দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও সূক্ষ্মদেহ ছিল, এইজন্য প্রাচীন লিঙ্গ-শরীর বলা হইয়াছে।

জীব যতদিন মায়ার অধিকারে থাকে, ততদিন লিঙ্গ-শরীরে আবদ্ধ থাকে। পূর্ব্বে ক্রম-মুক্তি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির আবরণ-ভেদ-সময়ে লিঙ্গ-শরীর ধ্বংস হয়। সদ্যোমুক্ত ব্যক্তির স্থূলদেহ-ত্যাগের সঙ্গেই লিঙ্গ-শরীর ধ্বংস হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকৃতির আবরণ পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীরের ভার বহন করিতে হয় না; তিনি এই পৃথিবীতে স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) শরীরও ত্যাগ করিয়া পার্ষদদেহ লাভ করতঃ ভগবদ্ধামে গমন করেন।

সাধারণতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগকাল পর্য্যন্ত স্থূলদেহের স্থিতি। স্থূলদেহনাশে প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত হয়; সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া যে অসংখ্য অপ্রারব্ধ কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য বারংবার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি-হেতু তাঁহাদের অপ্রারব্ধ অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। এই জন্য ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রারব্ধ ভোগ পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীরের স্থিতি বলা হইয়াছে।

এতাং মূর্ত্তিমুদ্দিশ্যৈবাহ—যং ধর্ম্মকামার্থেত্যাদৌ রাত্যপি দেহমব্যয়মিতি ॥ ১২ ॥

টীকা চ দেহমব্যয়ং রাতীত্যেষা ॥ ৮ ॥ ৩ ॥ শ্রীগজেন্দ্রঃ ॥১২॥

তদেতত্তাণ্ডিনাং শ্রুতাবপ্যুক্তম্—অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় ধূত্বা

শ্রীস্বামিপাদ যে বলিয়াছেন, "ইহাদ্বারা পার্ষদ-তনুসকলের অকর্ম্মারব্ধত্ব, নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব সূচিত হইল;" তাহার মর্ম্ম—প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ের পর পার্ষদতনু-প্রাপ্তি-হেতু, তাহার সহিত কর্ম্ম-সম্পর্কলেশও নাই; এইজন্য পার্ষদ-তনু কর্ম্মারব্ধ নহে। শ্রীনারদের পার্ষদদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহা বিদ্যমান ছিল, হিত্বাবদ্য ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য প্রমাণে তাহা জানা যায়; আর, কদাপি এই দেহ নাশের আশঙ্কা নাই, এইজন্য তাহা নিত্য। কর্ম্ম অশুদ্ধ, কর্ম্ম-সঙ্গেই জীব অপবিত্র, পার্ষদদেহ কর্ম্ম-সম্পর্কশূন্য এবং ভগবদংশ-সম্ভূত-হেতু শুদ্ধ।] ॥১১॥

এইমূর্ত্তি উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীগজেন্দ্র বলিয়াছেন—

যং ধর্ম্ম-কামার্থ-বিমুক্তকামা ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥

শ্রীভা, ৮৷৩৷১৯

"ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যাঁহাকে ভজন করিয়া অভীষ্ট-গতি প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহা নহে—অন্য কল্যাণ এবং অব্যয় দেহও প্রাপ্ত হয়, সেই পরমদয়ালু আমার মুক্তি সাধন করুন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অব্যয় দেহ দান করেন।"

[এস্থলেও তিনি "অব্যয়" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পার্ষদদেহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।] ১২ ॥

পার্ষদদেহের নিত্যত্ব সুনিশ্চিত; তজ্জন্য তাণ্ডিনী-শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"রোমরাজি কম্পিত করিয়া অশ্ব যেমন শ্রম এবং শরীরস্থিত

শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসংভবানীতি। ক্বচিৎ প্রাকৃত্যাপ মূর্ত্তিরচিন্ত্যয়া ভগবচ্ছক্ত্যা তাদৃশত্বমাপদ্যতে। যথোক্তং শ্রীধ্রুবমুদ্দিশ্য বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি। তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রদিতি টীকা চ। তথা সার্ষ্টিশ্চ দর্শিতা ভক্তিসন্দর্ভে, মর্ত্ত্যো

ধূলিসকল দূর করে, তেমন কর্ম্মারব্ধ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকর্ম্মারব্ধ শরীর-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মলোকে সমবেত হইব।"

কোনস্থলে প্রাকৃত দেহও অচিন্ত্য ভগচ্ছক্তি-প্রভাবে চিন্ময় পার্ষদ-দেহে পরিণত হয়। যথা,—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) রূপ ধারণ করিলেন।" (১)

শ্রীস্বামিটীকায়ও তদ্রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—"সেই রূপই হিরণ্ময়—প্রকাশ-বহুল হইল।" অর্থাৎ শ্রীধ্রুবের যে প্রাকৃত নরদেহ ছিল, বিষ্ণুপদে গমন-সময়ে তাহাই জ্যোতির্ম্ময়-দেহে পরিণত হইয়াছিল।

সার্ষ্টি মুক্তি।

এ স্থলে যেরূপ সালোক্যমুক্তি প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ ভক্তি-সন্দর্ভে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক বিচার উপলক্ষে সার্ষ্টি-মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

শ্রীভা, ১১।২৯।৩২

(১) পরীত্যাভ্যর্চ্চ ধিষ্ণ্যাগ্রং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥ ৪।১২।২৩

শ্রীধ্রুবকে বিষ্ণুপদে লইয়া যাইবার জন্য দুইজন বিষ্ণু-পার্ষদ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে, ধ্রুব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণু-পার্ষদদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। তারপর হিরণ্ময় রূপ ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মেত্যাদৌ ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ইত্যনেন। শ্রুতিশ্চাত্র স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ ইত্যাদিকা। আপ্নোতি স্বারাজ্যং সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি তস্য সর্ব্বেষু

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন আমার বিশিষ্ট অভিপ্রায়-সাধনে যোগ্য হয়; এবং তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য (সার্ষ্টি) প্রাপ্তির যোগ্য হয়।"

এই সার্ষ্টি-মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি—

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্। ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

"সেই মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মলোকে যাইয়া স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে জাত এই শরীর স্মরণ না করিয়াই যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যানযোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন।" (১)

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। তৈত্তিরীয়। ১ম বল্লী। ৬ষ্ঠ আনুবাক্।
"মুক্ত পুরুষ অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য লাভ করেন।"

সর্ব্বেঽস্মৈদেবা বলিমাহরন্তি। তৈত্তিরীয়। ১ম বল্লী। ৫ম অনুবাক্।

"ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মুক্তপুরুষের নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করেন।"

তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি।

ছান্দোগ্য। ৭।২৫।২

---

(১) এই শ্রুতি মুক্তপুরুষের সঙ্কল্পমাত্র সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি বর্ণন করিলেন। সঙ্কল্পমাত্র তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু যে সমীপবর্ত্তী হয়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৮ম প্রপাঠকের ২য় খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

লোকেষু কামচারো ভবতীত্যাদিকা সর্বেশ্বর ইত্যাদিকা চ। কিন্তু জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিত্যাদিন্যায়েন সৃষ্টিস্থিত্যাদিসামর্থ্যং তস্য ন ভবতি কুতো বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যাদিকম্। উক্তঞ্চ, অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে

"মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দ গতি হয়। অর্থাৎ তিনি সকল লোকে যথেচ্ছভাবে গমন করিতে পারেন।"

মুক্ত পুরুষের পরমাত্মভাব প্রতিপাদন (১) করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

এষ সর্ব্বেশ্বরঃ। বৃহদারণ্যক। ৪অ। ৪র্থ ব্রাহ্মণ। "ইনি সর্ব্বেশ্বর।" (২)

যদিও এ সকল শ্রুতি মুক্তপুরুষের পরমেশ্বরতুল্য ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ। বেদান্ত।৪।৪।১৭

"নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি-স্থিতি নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য; তদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্তজীবের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব। কেননা, শ্রুতিতে ভূত-সকলের সৃষ্টি-প্রকরণে জগদ্ব্যাপার-কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মপক্ষে পঠিত হইয়াছে; মুক্তজীবের তাহাতে সান্নিধ্য নাই অর্থাৎ মুক্তজীবের তাহাতে উল্লেখ নাই।"—এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে জানা যায় মুক্তজীবের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার বৈকুণ্ঠাধিপত্যাদির সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীবসুদেব-দেবকীকে বলিয়াছেন—

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ॥—শ্রীভা, ১০।৩।৩৩

(১) স এষ কাম কর্ম্মাবিদ্যানাম্নাত্মধর্ম্মত্ব-প্রতিপাদনদ্বারেণ মোক্ষতঃ পরমাত্মভাবমাপাদিতঃ পর এবাত্মং নান্যঃ ইত্যেষঃ। শাঙ্করভাষ্যঃ।

(২) সর্ব্বেশ্বরতা-শক্তিবলে কর্ম্মের উপর অসামান্য সামর্থ্য-প্রকাশ করিতে পারেন; এইজন্য মুক্তপুরুষ সাধু বা অসাধু কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয়েন না।

ইত্যাদি। ততো ভাক্তমেব সমানৈশ্বর্য্যম্। অত এবাণিমাদি-প্রাপ্তিরপ্যংশেনৈব জ্ঞেয়া। শ্রীভগবৎপ্রসাদলব্ধসংপত্তেশ্চাবিনশ্বরত্বমাহ দ্বয়েনৈব। যে মে স্বধর্মনিরতস্য তপঃসমাধিবিদ্যাত্মযোগ-

তোমরা (অংশে) সুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা করতঃ আমার মত পুত্র-প্রাপ্তি-বর প্রার্থনা করিয়াছিলে; "সচ্চরিত্র, মহত্ত্ব, কারুণ্যাদি গুণে আমার সমান কেহ নাই দেখিয়া, আমিই পৃশ্নিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ তোমাদের পুত্র হই।"

উক্ত ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীভাগবতীয় শ্লোক-প্রমাণে দেখা যায়, শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য অন্য কাহারও থাকা অসম্ভব। সুতরাং সার্ষ্টি-মুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ। অতএব সার্ষ্টি-মুক্তিতে অণিমাদি (১) ঐশ্বর্য্যেরও আংশিক প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

উক্ত মুক্তিতে যে সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহার মূল ভগবৎ-কৃপা। ভগবৎ-কৃপায় যে সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহা অন্য সম্পত্তির মত নশ্বর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোকে এই সম্পত্তির অবিনশ্বরত্ব বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীকর্দ্দম ঋষি দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"আমি স্বধর্ম্ম-নিরত

(১) অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্র-কামবসায়িতা—এই অষ্টৈশ্বর্য্য।

অণিমা—শরীরকে অণুর মত করিবার শক্তি; ইহাদ্বারা পাষাণের ভিতরও প্রবেশ করা যায়। লঘিমা—যতটুকু ইচ্ছা হাল্‌কা হইবার ক্ষমতা। মহিমা—যত ইচ্ছা বড় হইবার ক্ষমতা। প্রকাম্য—দূরস্থ বস্তুকে নিকটে আনয়নের শক্তি। বশিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত করিবার শক্তি। ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থসমূহের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি। যত্রকামবসায়িতা—ভূত বা ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা, সেরূপ করিবার শক্তি।

বিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ। তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্ দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্। অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভবিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য। সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্নিজধর্মদোহান্ দিব্যান্নরৈর্দুরধিগান্নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ১৩ ॥

থাকিয়া, তপস্যা, সমাধি, বিদ্যা ও আত্মযোগ দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপ ভয়-শোক-রহিত যে দিব্য ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি নিরন্তর আমার সেবা করিয়া সে সকল ভোগ আয়ত্ত করিয়াছ। তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিতেছি, তদ্বারা ঐ সমস্ত দর্শন কর।" (১)

"অন্যান্য অনেক ভোগ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল অতি তুচ্ছ, উরুক্রম ভগবানের ভ্রূভঙ্গী মাত্রে সে সকল হইতে মনোরথ বিচলিত হয়। তুমি সিদ্ধ হইয়াছ; নিজ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা যে সকল দিব্য-ভোগ অর্জ্জন করিয়াছ, সে সকল ভোগ কর। ঐ সকল ভোগ মানব-দিগের দুষ্প্রাপ্য। রাজগণ সামাদি-উপায় দ্বারাও সে সকল ভোগ প্রাপ্ত হয়না।" (২) শ্রীভা, ৩২৩৷৬-৭॥১৩॥

---

(১) প্রথমে স্বধর্ম—স্বধর্মানুষ্ঠান-প্রধান পূজা; তারপর তপস্যা; তারপর সমাধি—একাগ্রতা; তারপর বিদ্যা—অনুভব; তারপর আত্মযোগ—ভগবানের সহিত সংযোগ; এ সকল দ্বারা প্রাপ্ত ভগবৎ-প্রসাদ। স্বধর্মানুষ্ঠানাদির ফলে ভগবৎ-প্রাপ্তি-হেতু ভগবৎ-প্রীত্যর্থে সে সকল সাধন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যাইতেছে। ক্রমসন্দর্ভ।

ভগবৎ-প্রসাদ-স্বরূপ যে সকল দিব্য ভোগ উপস্থিত হয়, সে সকল শোক ও ভয় রহিত বলায় সে সমস্তের অবিনশ্বরত্ব জানা যাইতেছে।

(২) অন্য ভোগসকল বিনশ্বর। সে সকল ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নহে, মায়া-রচিত। এই জন্য শ্রীভগবানের ভ্রূভঙ্গি মাত্রে—মহাপ্রলয়ে সমুদয় বিনষ্ট হয়। এস্থলে দেবগণের স্বর্গীয় ভোগসকলের তুচ্ছত্ব প্রতিপন্ন হইল। [পরপৃষ্ঠা]

তপশ্চ সমাধিশ্চ বিদ্যা চ উপাসনা তাসু য আত্মযোগশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। অন্যে পুনর্ভোগাঃ কিমুরুক্রমসম্বন্ধিনঃ। অপি তু নেত্যর্থঃ। অতএব ভগবতো ভ্রুব ইত্যাদি ॥৩॥২৩॥ শ্রীকর্দমো দেবহূতিম্ ॥১৩॥

তদেবং সারূপ্যমপি জ্ঞেয়ম্। যথা—গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ। প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৪ ॥ স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥ ৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥১৪॥

শ্লোকার্থ—তপস্যা, সমাধি, বিদ্যা ও উপাসনা তৎসমুদয়ে যে আত্মযোগ—চিত্তের একাগ্রতা, তাহা হইতে যে দিব্য ভোগসমূহ উপস্থিত হয়, সে সমুদয় ব্যতীত অন্য ভোগসকল কি ভগবৎ-সম্বন্ধীয়? না, কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে। অতএব শ্রীভগবানের ভ্রূভঙ্গি মাত্রে সে সকল হইতে মনোরথ বিচলিত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভ্রূভঙ্গি মাত্রে বিনষ্ট হয় বলিয়া সে সমুদয় পুরুষার্থ হইতে পারেনা ॥১৩॥

সারূপ্য মুক্তি ।

সারূপ্য-মুক্তিও এইরূপ জানিবে। যথা—

"গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞান-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভুজ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইল।" (১) শ্রীভা, ৮।৪।৪॥১৪॥

রাজগণ সাম-দান-ভেদ-দণ্ড চতুর্বিধ রাজনীতি পরিচালন করিয়া পার্থিব বিচিত্র ভোগ-সকল সংগ্রহ করে, কিন্তু সে সকল ভোগ ভগবৎ-প্রসাদ-লব্ধ ভোগের কাছে অতি তুচ্ছ। রাজার পার্থিব ভোগ ভয়-শোক-সঙ্কুল—বিনশ্বর; ভগবৎ-প্রসাদ-লব্ধ ভোগ ভয়-শোক-রহিত—অবিনশ্বর।

(১) সার্ষ্টি-মুক্তিতে যেমন সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও মুক্তজীবের শ্রীভগবান্ হইতে ন্যূনতা স্বীকৃত হইয়াছে, সারূপ্য মুক্তিতেও তদ্রূপ ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীভগবানের রূপ হইতে সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির রূপে কি ন্যূনতা আছে, তাহা ৯ম অনুচ্ছেদের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে।

সামীপ্যমপ্যুদাহৃতং ভগবৎসন্দর্ভে কর্দমনির্যাণবর্ণনয়া। মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জান ইত্যারভ্য মধ্যে চ লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধন ইত্যুক্ত্বা সর্বান্তে ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিমিত্যেবমুক্ত-

সামীপ্য মুক্তিঃ

ভগবৎ-সন্দর্ভে কর্দ্দম-নির্য্যান-বর্ণনায় সামীপ্য-মুক্তি উদাহৃত হইয়াছে। তাহাতে "ব্রহ্মে মনসংযোগ করিলেন" এই আরম্ভ করিয়া, মধ্যে "আত্মলাভ পূর্ব্বক বন্ধন মুক্ত হইয়া" একথা বলিবার পর, সর্ব্ব শেষে "ভগবদ্ভক্তি-যোগে ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,"—এই প্রকার রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। (১)

(১) মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে॥
নিরহংকৃতি নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ সদৃক্।
প্রত্যক্‌প্রশান্তধী র্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তি-যোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ॥

শ্রীভা, ৩।২৪।৪২-৪৬

শ্রীকর্দ্দমঋষি—যে ব্রহ্ম সদসৎ (কার্য্যকারণ) হইতে ভিন্ন, গুণসকলের প্রকাশক অথচ প্রাকৃত গুণাতীত এবং অব্যভিচারিণী সাধন-ভক্তি দ্বারা নিরন্তর যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই—ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

অতএব তিনি দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি ও মমতাশূন্য হইলেন। (ইহাতে তাঁহার মন প্রভৃতিরও অভাব সিদ্ধ হইতেছে।) সুতরাং শীতোত্তাপাদিতে অনাকুল

পাদটীকা।

এবং ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবে কেবল ব্রহ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান অন্তর্মুখী—বিক্ষেপ-রহিত ছিল; এইজন্য তিনি তরঙ্গরহিত-সাগরের মত অক্ষুব্ধ রহিলেন।

(এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্র-ভক্তিসাধন-প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইলেও কর্দ্দম ঋষির যে ভক্তি-সংস্কার ছিল, তৎপ্রভাবে প্রাপ্ত প্রেমাদিদ্বারা ব্রহ্মানুভব হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ভগবদনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন—)

সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেবে প্রেমভক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় অপ্রাকৃত অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি বন্ধমুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে প্রাকৃত অহঙ্কারাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, তারপর প্রেম-ভক্তির আবির্ভাবে প্রেমানন্দাত্মক শুদ্ধসত্ত্বময় অহঙ্কারাদি লাভ করিয়াছিলেন—পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে আশঙ্ক হইতে পারে, প্রাকৃত অহঙ্কারাদি কি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল? কিম্বা অপ্রাকৃত অহঙ্কারাদি প্রাকৃত অহঙ্কারাদির মত বন্ধনের হেতু হইয়াছিল? তাহাতে বলিলেন—মুক্তবন্ধন। প্রাকৃত অহঙ্কারাদি প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই এবং যে অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সকল বন্ধনের হেতুনহে, মুক্তি-সুখভোগের হেতুভূত।

শ্রীকর্দ্দমঋষি লব্ধাত্মা, মুক্তবন্ধন হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎ-কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন তিনি সর্ব্বভূতে আত্মা—পরমাত্মা—সর্ব্বান্তর্য্যামী তৃতীয়পুরুষ ক্ষীরোদশায়ীকে দর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহাকেই আবার ভগবান—নিজেষ্টদেব শুক্ল-চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিতেন। সেই প্রকার আত্মার—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ীতে অর্থাৎ একস্থানে থাকিয়াই যোগজ-নেত্রদ্বারা মহাবিষ্ণুর লোমকূপগত শতকোটী ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতেন।

তারপর তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎপ্রাপ্তি-বর্ণন করিতেছেন,—শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর তুচ্ছতাবোধ-হেতু, যিনি সে সকলে ইচ্ছাদ্বেষ রহিত ছিলেন, এবং তজ্জন্য যিনি সর্ব্বত্র সমচিত্ত ছিলেন, সেই কর্দ্দমঋষি ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা ভাগবতী গতি অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদত্ব-লক্ষণা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[পরপৃষ্ঠা]

রীত্যা। অথ সাযুজ্যম্। অঘাসুরাদিদৃষ্টান্তেন সাধকানামপি

[**বিবৃতি**—এস্থলে পাঁচটী শ্লোকে প্রথমে কর্দ্দমের ব্রহ্মানুভব, তারপর পরমাত্মানুভব, তারপর ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রাপ্তির ক্রমানুসারে ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। মনোব্রহ্মণি ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মানুভব, আত্মানং ইত্যাদি শ্লোকে পরমাত্মানুভব এবং ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন ইত্যাদি শ্লোকে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি যে সামীপ্য-মুক্তি তাহা কিসে বুঝা যায়? তাহার উত্তর—সালোক্যাদি-মুক্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়, তাঁহার ভাগবতী গতি-প্রাপ্তি বর্ণনার পূর্ব্বে পার্ষদত্ব-স্ফূর্ত্তি এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্—ত্রিবিধ স্বরূপের অন্তঃ-সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য); তারপর ভাগবতী গতি প্রাপ্তি বলায়, তাহা যে বহিঃসাক্ষাৎকারময় সামীপ্য মুক্তি—ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে।]

সাযুজ্য-মুক্তি।

অনুবাদ—অনন্তর সাযুজ্য-মুক্তি বর্ণিত হইতেছে। অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে (১) সাধকগণেরও সাযুজ্য-মুক্তির রীতি বুঝিতে

অথবা, মা—লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সম—নারায়ণ (সহস্রনাম-ভাষ্য।) তাঁহাতে চিত্ত যাহার, তিনি সমচিত্ত। অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তি চিত্ত; যিনি প্রেমোৎকণ্ঠায় সর্ব্বত্র শ্রীহরির অনুসন্ধান করেন, তিনি 'সর্ব্বত্র সমচিত্ত'। তাদৃশ কর্দ্দমঋষি প্রেমভক্তি-যোগে ভাগবতী গতি পাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১) অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনের জন্য কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃহৎ অজগর-বপুঃ ধারণ করতঃ যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। সখাগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৎসসকলও সে সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল।

[পরপৃষ্ঠা]

গম্যম্। সালোক্যাদিবৎস্বাভিমতত্বাভাবাৎ স্পষ্টোদাহরণং শ্রীমতা ভাগবতেন ন কৃতমিতি। অস্য ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানং ক্বচিদিচ্ছয়া তদনুগ্রহেণ তদীয়তচ্ছক্তি-লেশপ্রাপ্ত্যৈব যথাযুক্তং বহিস্তদ্দত্তাপ্রাকৃততদ্ভোগোচ্ছিষ্টলেশ-

---

হইবে। সালোক্যাদির মত সাযুজ্য-মুক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে, শ্রীমদ্ভাগবত তাহার স্পষ্ট উদাহরণ প্রদান করেন নাই। ভগবল্লক্ষণ আনন্দে নিমগ্ন আছেন—এইরূপ স্ফূর্ত্তিই সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রধান সুখানুভব। কোথাও বা ইচ্ছানুসারে ভগবদনুগ্রহে, তাঁহার ভোগশক্তিলেশ প্রাপ্ত হইয়াই কেহ কেহ বাহিরে যোগ্যতানুরূপ ভগবদ্দত্ত অপ্রাকৃত তদীয় ভোগোচ্ছিষ্ট-লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহাতেও আবার তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানকে অনুভব করিতে পারেন না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি স্বীকার করা হয় নাই; ব্রহ্মসূত্রে জগদ্ব্যাপারাদিতে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাযুজ্য-মুক্তিতে ভগবল্লক্ষণ-আনন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তি এবং ভগবচ্ছক্তিলেশ-প্রাপ্তি দ্বারা উক্তরূপ ভোগলেশানুভবের কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সর্পকবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিজেও তাহাতে প্রবেশ করিলেন! তারপর সখাগণসহ শ্রীঅঙ্গ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অঘাসুর রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; তখন অঘাসুরের আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের মুখ হইতে গোবৎস ও সখাগণের সহিত বাহির হইয়া আসিলে ঐ জ্যোতি তাঁহার শ্রীচরণে বিলীন হইল। এই প্রকার বিলীন হওয়ার নাম সাযুজ্য-মুক্তি।

মেবানুভবতীত্যেকে। তত্র চ ন তু তমেব সর্বমেব চানুভবতী-ত্যভ্যুপগম্যম্। সর্বথা তৎপ্রাপ্তেরনভ্যুপগতত্বাৎ। জগদ্ব্যাপারাদিনিষেধেন। ইদমেবোক্তং, যদৈনং মুক্তো নু প্রবিশতি মোদতে চ কামাংশ্চৈবানুভবতীতি বৃহৎশ্রুতৌ। ব্রহ্মাভিসম্পাদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিমাধ্যন্দিনায়নশ্রুতৌ। আদত্তে হরিহস্তেন ইত্যাদিকমপি তচ্ছক্তিলেশপ্রাপ্ত্যাদ্যভিপ্রায়ে-

---

"মুক্ত ব্যক্তি ভগবানে প্রবেশ করে, আমোদ প্রমোদ করে এবং কামসকলও অনুভব করিয়া থাকে।" বৃহচ্ছ্রুতি।

"মুক্ত-পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করে, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করে, ব্রহ্মদ্বারা এসকল অনুভব করিয়া থাকে। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি।

স্মৃতিতে আছে—"মুক্ত ব্যক্তি হরির হস্তদ্বারা গ্রহণ করে, হরির চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করে, হরির চরণদ্বারা গমন করে। মুক্তের অবস্থিতি এইরূপ।" মুক্ত ব্যক্তির ভগবচ্ছক্তি-লেশপ্রাপ্ত্যাদি-অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে এসকল বলা হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীভগবৎসেবা-তাৎপর্য্যময়ী-ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়। সালোক্যাদি-মুক্তিতে ভগবৎসেবার সম্ভাবনা আছে, এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে সে সকল মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সাযুজ্য-মুক্তিতে সেবা-সম্ভাবনা নাই বলিয়া, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে ; এই জন্য তাহাতে উহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নাই। অঘাসুর, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকার লয় পাইয়াছে, তাহাই সাযুজ্য-মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গতঃ এই প্রকারে সাযুজ্য-বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাযুজ্য-মুক্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময় ; শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিবিশেষই অন্তঃসাক্ষাৎকার। সাযুজ্য-মুক্তির সেই

স্ফূর্ত্তি—ভগবানই যে আনন্দের লক্ষণ অর্থাৎ যে আনন্দ ভগবান-স্বরূপে অভিব্যক্ত, সেই আনন্দে ডুবিয়া আছি—এইরূপ মনে হওয়া। তাহাতে স্বরূপগত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এবং স্বরূপ-বৈভব—ধাম, পরিকর, লীলার কোন অনুভূতি থাকে না। সাযুজ্য-মুক্তিতে উক্ত স্ফূর্ত্তিরই প্রাধান্য। কোথাও কিঞ্চিৎ ভোগও থাকে। সেই ভোগ—শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে তাঁহার কৃপায় তিনি যে শক্তিদ্বারা স্বরূপ-শক্তির বিকারভূত চিদানন্দ রসময় দ্রব্যসকল ভোগ করেন, কোন কোন মুক্তপুরুষ সেই শক্তির লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন করিতে পারে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, পার্ষদগণের মত অপ্রাকৃত রূপরসাদি ভোগ করিবার উপযোগী ইহাদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় থাকে না। ইহারা চিৎকণ নিজস্বরূপ মাত্র অবলম্বন করিয়া সাযুজ্য লাভ করেন।

সাযুজ্যপ্রাপ্ত পুরুষের উক্ত প্রকারের কিঞ্চিৎ ভোগপ্রাপ্তি ভবিষ্যৎ-পুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে—

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লেশতঃ ক্বচিৎ।
বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥

মাধ্বভাষ্যধৃত।

"মুক্তপুরুষেরা পরপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারে না।"

এই বহিঃস্থিত ভোগ বহিরঙ্গা মায়ার বিকার নহে, ভগবদ্বিগ্রহের বাহিরে স্বরূপ-শক্তির পরিণতি-বিশেষরূপ অপ্রাকৃত উপভোগ্য দ্রব্য-সমূহ।

এস্থলে আর একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য—সাযুজ্যপ্রাপ্ত পুরুষ-দিগের লীলা-বিষয়ে অনুভূতি থাকে না বলিয়া, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে লীন

থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত তদীয় বিহারাদি তাঁহাদের অনুভূতির অতীত থাকে।

এই সন্দর্ভের ৫ম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "তদেবং তস্য রশ্মি-পরমাণু-স্থানীয়াংশত্বে সিদ্ধে তদ্বৎ সর্ব্বস্থামপি দশায়াং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম্মা অপি সিধ্যন্তি।"অর্থাৎ সকল অবস্থায় জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি স্বরূপ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, সাযুজ্য-প্রাপ্ত পুরুষেরও যখন কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অব্যাহত থাকে, তখন ভগবানের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির ন্যায় তদীয় বিগ্রহে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বাংশে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয়না কেন? তাহার উত্তর—ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিলে তাহারা তাঁহার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় না, তদবস্থায়ও অণুচৈতন্য জীবস্বরূপ অবিকৃত থাকে। সুতরাং তখন স্বরূপধর্ম্মও তদনুরূপ অতি অল্পই থাকে। অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করিয়া জীব ভগবান্ হইয়া যায়না, জীব জীবই থাকে—যায় তাহার মায়াসম্পর্ক; জীবের শক্তি ভগবানের শক্তির বিপুলতা প্রাপ্ত হয় না, পূর্ব্বের মতই থাকে। সেই শক্তি ভগবল্লক্ষণ আনন্দ-নিমগ্নতা-স্ফূর্ত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। "নিমগ্ন" শব্দপ্রয়োগ করিয়াই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ অন্যকিছু অনুভব করিবার সামর্থ্যাভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর, উক্তরূপে (জীবস্বরূপগত) শক্তির বিপুলতা প্রাপ্তি অঙ্গীকার করিলেও অনন্তশক্তি শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্বাদির মত অণুশক্তি জীবের কর্ত্তৃত্বাদি নিতান্ত অসম্ভব। পূর্ব্বে যে মুক্তপুরুষের বিপুল শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের স্বরূপগত নহে, শ্রীভগবানের দেওয়া। এস্থলেও তদীয় শক্তি-লেশ-প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে। মুক্তিসমূহ মধ্যে সাযুজ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভক্তগণ—

নরক বাঞ্ছে তবু সাযুজ্য না লয়। শ্রীচৈঃ চঃ।

ইহা ভক্তের অনাদৃত; ভগবৎসেবা-সম্ভাবনা ইহাতে নাই। এই জন্য ভগবচ্ছক্তির যথেষ্ট আনুকূল্য লাভে সাযুজ্যপ্রাপ্ত পুরুষেরা বঞ্চিত।

গৈবোক্তম্। ক্বচিদিচ্ছয়া লীলার্থং বহিরপি নিষ্কাসয়তি পার্ষদত্বেন চ সংযোজয়তি। যথা শিশুপালদন্তবক্রৌ লব্ধসাযুজ্যাবপি পুনঃ পার্ষদতামেব প্রাপ্তৌ। বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ইতি তাবুদ্দিশ্য শ্রীনারদবাক্যাৎ। তত্রৈষাং সালোক্যাদীনামনবচ্ছিন্নভগবৎপ্রাপ্তিরূপতয়া তৎসাক্ষাৎকারবিশেষত্বেন ব্রহ্মকৈবল্যাদাধিক্যং প্রাচীনবচনৈঃ সুতরামেব সিদ্ধম্। অতএব ক্রম-

---

ভগবানের ইচ্ছায় ইঁহারা কদাচিৎ সেই শক্তির লেশ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন।]

অনুবাদ—কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমে সাযুজ্যমুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন, পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করেন। যথা,—শিশুপাল, দন্তবক্র। ইহারা সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করে। "সেই দুইজন বৈরানুবন্ধজনিত তীব্র ধ্যান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার হরিপার্শ্বে নীত হইয়া বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিল।" (শ্রীভা, ৭।১।৪৩)—এই শ্রীনারদ-বাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

মুক্তির তারতম্য ঃ

পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার মধ্যে সালোক্যাদির অনবচ্ছিন্ন ভগবৎ প্রাপ্তিরূপতা হেতু, ভগবৎসাক্ষাৎকার-রূপ বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্রহ্মকৈবল্য হইতে এসকল মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচীন বচন (১) সমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ক্রমমুক্তির মত ক্রম-ভগবৎপ্রাপ্তিও

---

(১) প্রাচীন বচন—তত্র ব্রহ্মাখ্যাস্পষ্টবিশেষ ইত্যাদি। (৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তস্য ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। (৭ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

মুক্তিবৎ ক্রমভগবৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনন্তরভাবিত্বমপি ক্বচি শ্রূয়তে। যথা শ্রীমতোঽজামিলস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তৌ—স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ। প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি। ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি। যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ। উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ। হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্। সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ ১৫॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর সম্ভব হয় বলিয়া কোথাও শুনা যায়। যথা—শ্রীমান্ অজামিলের সিদ্ধি প্রাপ্তি—বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। "তথায় এক দেবমন্দিরে আসন কল্পনা করিয়া যোগধারণা করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরে আত্মাতে মনঃ সংযোগ করিলেন। তারপর আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির আসক্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া, সমাধি দ্বারা অনুভবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ (আনন্দসত্তা মাত্র) ব্রহ্মে যোজিত করিলেন। যখন সেই ব্রহ্মে বুদ্ধিস্থৈর্য্য লাভ করিল, তখন অজামিল পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ (বিষ্ণুদূত) গণকে দর্শন করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পর সেই তীর্থে—গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদগণের স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। মহাপুরুষ শ্রীহরির কিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া যেখানে ভগবান্ শ্রীপতি বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।"

শ্রীভাঃ, ৬।২।৩৫—৩৭॥১৫॥

স্পষ্টম্ । এবং সদ্যো ভগবৎপ্রাপ্তাবপ্যাধিক্যমবগতম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫ ॥

সালোক্যাদিষু চ সামীপ্যস্যাধিক্যং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্বাৎ। তস্যৈব হ্যাধিক্যং দর্শিতম্ । তদেবং মুক্তিঃদর্শিতা । তত্র শ্রীবিষ্ণু-

এই প্রকারে সদ্যো ভগবৎপ্রাপ্তিতেও ব্রহ্মকৈবল্য হইতে আধিক্য জানা গেল ।

[**বিবৃতি**—উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে অজামিলের ক্রম-ভগবৎ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর ভগবৎপ্রাপ্তি কথিত হওয়ায়, ব্রহ্মকৈবল্য হইতে ক্রম-ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্ব জানা গিয়াছে ।

সদ্যোভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে জানা গেল, তাহা বলা যাইতেছে—পূর্ব্বে অস্পষ্ট-বিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ও স্পষ্ট-বিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-ভেদে দ্বিবিধ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট-বিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব (১ম অনুচ্ছেদে) প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ভগবৎসাক্ষাৎকারই স্পষ্ট-বিশেষ-পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। সদ্যো ভগবৎপ্রাপ্তি উহারই অবান্তর ভেদ বলিয়া সেস্থলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীত হইয়াছে । আর, সদ্যোভগবৎপ্রাপ্তি ও ক্রম-ভগবৎপ্রাপ্তিতে প্রাপ্তব্যের কোন ইতরবিশেষ না থাকায়, এস্থলে অজামিলের দৃষ্টান্তে ক্রম-ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল ।] ॥১৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অন্তঃসাক্ষাৎকার হইতে বহিঃ-সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (৮ম অনুচ্ছেদে)। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ-মুক্তি মধ্যে সামীপ্য-মুক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারময়। এস্থলে তাহারই আধিক্য দর্শিত হইল। তাহা হইলে, এইরূপে মুক্তি প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ সাধারণতঃ মুক্তি-লক্ষণ, মুক্তি-সমূহের অবান্তর

ধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—কল্পানাং জীবসাম্যে হি মুক্তির্নৈবোপপদ্যতে। কদাচিদপি ধর্মজ্ঞ তত্র পৃচ্ছামি কারণম্। একৈকস্মিন্নরে মুক্তিং কল্পে কল্পে গতে দ্বিজ। অভবিষ্যজ্জগচ্ছূন্যং কালস্যাদেরভাবতঃ। অথ শ্রীমার্কণ্ডেয়স্যোত্তরম্—জীবস্যান্যস্য সর্গেণ নরে মুক্তিমুপাগতে। অচিন্ত্যশক্তির্ভগবান্ জগৎ পূরয়তে সদা। ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ। সৃজ্যন্তে চ মহাকল্পে তদ্বিধাশ্চাপরে জনা ইতি। অত্র ক্বচিদপি কল্পে কেষাঞ্চিদপি জীবানামনুদ্বুদ্ধকর্মত্বেন সুষুপ্তবৎ প্রকৃতাবপি লীনা-

---

ভেদ, বিভিন্ন প্রকার মুক্তির লক্ষণ, বিভিন্ন প্রকার মুক্তির তারতম্য এবং তদুপলক্ষে সামীপ্য-মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হওয়ায় মুক্তি-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিবৃত হইল।

মুক্তি-সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্ন :—"সকল কল্পে যদি সমসংখ্যক জীব থাকে, তাহা হইলে কখনও মুক্তি প্রতিপন্ন হয় না। হে ধর্মজ্ঞ! তাহাতে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রতিকল্পে একটী করিয়া মানব মুক্তি পাইলেও এতদিনে জগৎ শূন্য হইত। কারণ, কালের আদি নাই। অর্থাৎ কালের আদি নাই বলিয়া অসংখ্য কল্প অতিবাহিত হইয়াছে; যত সংখ্যক জীব লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, তত সংখ্যক কল্প অতিবাহিত হইয়াছে—একথা বলিলেও কাহার আপত্তি করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং প্রতিকল্পে একটী করিয়া মানব মুক্তি পাইলেও এতদিনে জগৎ শূন্য হইয়া পড়িতে পারে।"

অনন্তর শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"মানব মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ অন্য জীব সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদা জগৎ পূর্ণ করেন। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। মহাকল্পে ভগবান্ সেই প্রকার অপর জনসকল সৃষ্টি করেন।"

কোনও কল্পে যদি অনন্তব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণের কাহারও কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ

ধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—কল্পানাং জীবসাম্যে হি মুক্তির্নৈবোপপদ্যতে। কদাচিদপি ধর্মজ্ঞ তত্র পৃচ্ছামি কারণম্। একৈকস্মিন্নরে মুক্তিং কল্পে কল্পে গতে দ্বিজ। অভবিষ্যজ্জগচ্ছূন্যং কালস্যাদেরভাবতঃ। অথ শ্রীমার্কণ্ডেয়স্যোত্তরম্—জীবস্যান্যস্য সর্গেণ নরে মুক্তিমুপাগতে। অচিন্ত্যশক্তির্ভগবান্ জগৎ পূরয়তে সদা। ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ। সৃজ্যন্তে চ মহাকল্পে তদ্বিধাশ্চাপরে জনা ইতি। তত্র ক্বচিদপি কল্পে কেষাঞ্চিদপি জীবানামনুদ্বুদ্ধকর্মত্বেন সুষুপ্তবৎ প্রকৃতাবপি লীনা-

---

ভেদ, বিভিন্ন প্রকার মুক্তির লক্ষণ, বিভিন্ন প্রকার মুক্তির তারতম্য এবং তদুপলক্ষে সামীপ্য-মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হওয়ায় মুক্তি-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিবৃত হইল।

মুক্তি-সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—"সকল কল্পে যদি সমসংখ্যক জীব থাকে, তাহা হইলে কখনও মুক্তি প্রতিপন্ন হয় না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহাতে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রতিকল্পে একটী করিয়া মানব মুক্তি পাইলেও এতদিনে জগৎ শূন্য হইত। কারণ, কালের আদি নাই। অর্থাৎ কালের আদি নাই বলিয়া অসংখ্য কল্প অতিবাহিত হইয়াছে; যত সংখ্যক জীব লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, তত সংখ্যক কল্প অতিবাহিত হইয়াছে—একথা বলিলেও কাহার আপত্তি করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং প্রতিকল্পে একটী করিয়া মানব মুক্তি পাইলেও এতদিনে জগৎ শূন্য হইয়া পড়িতে পারে।"

অনন্তর শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"মানব মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ অন্য জীব সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদা জগৎ পূর্ণ করেন। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। মহাকল্পে ভগবান্ সেই প্রকার অপর জনসকল সৃষ্টি করেন।"

কোনও কল্পে যদি অনন্তব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণের কাহারও কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ

নাগনন্তব্রহ্মাণ্ডগতানামিবানন্তানামেকস্যোপাধিসৃষ্ট্যা ব্রহ্মাণ্ড-প্রবেশনং সর্গ ইতি জ্ঞেয়ম্। অপূর্বসৃষ্টৌ সাদিত্বে কৃতহান্য-

---

না হয়, সকলে সুষুপ্ত-সদৃশ প্রকৃতিতেও লীন থাকে, তথাপি তাহাদের মত অনন্তজনের মধ্যে একের উপাধি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশই সৃষ্টি-কার্য্য বুঝিতে হইবে। যে সৃষ্টির পূর্ব্ব নাই অর্থাৎ অনাদি, সেই সৃষ্টি যদি আদি-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহা করা হইয়াছে তাহার হানি, আর যাহা করা হয় নাই, তাহার উপস্থিতি সম্ভব হয়।

[**বিবৃতি**—প্রলয়কালে সমুদয় জীব স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মত নিজ নিজ কর্ম্ম সহ প্রকৃতিতে লীন থাকে। যখন তাহাদের কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হয় অর্থাৎ ক্রিয়া-বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবার যোগ্য হয়, তখন সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিতে প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রচুর পুণ্য-বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কোন কল্পে অনন্ত জীবগণের মধ্যে কাহারও যদি ব্রহ্মা হইবার যোগ্য কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এস্থলে তাহা বলিতেছেন। অনন্ত জীবগণের মত অনন্ত ব্রহ্মার উপাধি—ব্রহ্মার শরীরাদি, প্রকৃতিতে লীন আছে; তাহার একজনের উপাধি সৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবান্ তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন; তাহাই সে কল্পের সৃষ্টি। কোন কল্পে সৃষ্টিযোগ্য জীব যদি না থাকে, তাহা হইলেও সে কল্পে সৃষ্টিকার্য্য বন্ধ থাকে না; শ্রীভগবান্ অংশে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, অন্য জীব সৃষ্টি না হইলেও সেই কল্পে ইহাকে লইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাহা হইতে জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ হয়, তিনি পরমব্রহ্ম। এই বাক্যে সৃষ্ট্যাদি ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যদবধি শ্রীভগবান্ আছেন, তাবৎকালই সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপার চলিয়া

কৃতাভ্যাগমঃ স্যাৎ। অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতেরাধিক্যং বিব্রিয়তে। তত্র যদ্যপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সন্ত্যেব তথাপি কেষাঞ্চিত্তেষাং স্বস্য দুঃখহানৌ সামীপ্যাদিলক্ষণসম্পত্তাবপি তাৎপর্য্যং ন তু শ্রীভগবত্যেবেতি তেষু ন্যূনতা। তত্র কৈবল্যৈক-প্রয়োজনমিতি যদুক্তং তস্য চার্থস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিঃ। তথৈব সর্ববেদান্তেত্যাদিপ্রাক্তনপাদত্রয়স্য বিশ্রান্তিস্তত্ত্বভগবৎসন্দর্ভাভ্যাং শ্রীভগবত্যেব দর্শিতা। তত্রৈব তত্ত্বপদার্থস্য পূর্ণত্বস্থাপনাৎ।

আসিতেছে। শ্রীভগবানের আদি নাই, সুতরাং জগৎ স্মৃষ্টিরও পূর্ব্বাবস্থা নাই; প্রতিকল্পেই সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। এখন যদি বলা হয়, জগৎ সৃষ্টির আদি আছে, তাহা হইলে এমন এক সময়ের কল্পনা করিতে হয়, যাহার পূর্ব্বে জগৎ সৃষ্টি ছিল না। তাহা স্বীকার করিলে, সে সময়ে যে শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার অভাব স্বীকার করিতে হয়; আর, সৃষ্টির যে আদি নাই, সেই আদি কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে তাহাতে দুইটী দোষ স্বীকার করিতে হয়।]

মুক্তি-সমূহ হইতে ভগবৎ-প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব।

অনুবাদ—অনন্তর মুক্তি-সমূহ হইতে ভগবৎ-প্রীতির আধিক্য বিবৃত হইতেছে। যদিও ভগবৎ-প্রীতি ভিন্ন মুক্তি নাই, তথাপি তাঁহাদের (মুমুক্ষুগণের) মধ্যে কাহারও কাহারও তাহাতে নিজের দুঃখহানি এবং সামীপ্যাদি-লক্ষণ সম্পত্তিতেও তাৎপর্য্য থাকে; শ্রীভগবানে তাঁহাদের তাৎপর্য্য নাই। তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৈবল্য একমাত্র প্রয়োজন" এ যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থের ভগবৎ-প্রীতিতেই বিশ্রান্তি। আর,

"সর্ব্ববেদান্তসারং" ইত্যাদি পূর্ব্ববতন পাদত্রয়ের যে শ্রীভগবানেই বিশ্রান্তি, তাহা তত্ত্ব-ভগবৎসন্দর্ভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

[**বিবৃতি**—যদি ভগবৎ-প্রীতি ভিন্ন মুক্তি-সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেহ কেহ যে ভগবৎ-প্রীতি না চাহিয়া মুক্তি চাহেন, তাহার কারণ কি ? তাহার উত্তরে বলিলেন—কাহারও কাহারও নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি অভিলাষ থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তিও বাঞ্ছা করেন ; পরম-সুখস্বরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তিতে তাঁহাদের কোন আগ্রহ থাকে না। যাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁহারা প্রীতি অভিলাষ করেন। কারণ, প্রীতিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যাঁহারা দুঃখ-নিবৃত্তি জন্য মুক্ত্যাভিলাষী, তাঁহারাও প্রীতির অপেক্ষা না করিয়া পারেন না। যেহেতু, পরতত্ত্ব-বস্তু-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব ; তাহা সুখস্বরূপ। সুখে সকলের স্বাভাবিক প্রীতি আছে। কেবল বস্তুস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রীতি অল্প। আর, যাঁহারা ভগবৎ-প্রাপ্ত্যাভিলাষী তাঁহারা কেবল তদীয় স্বরূপ নহে, স্বরূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লীলা-মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন। স্বরূপ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ হইয়াও চিরবর্দ্ধনশীল ; লীলাপ্রবাহ অনাদি হইলেও, নিত্যনবায়মান। এইজন্য তাহাদের প্রেম চিরবর্দ্ধনশীল, বাস্তবিক তাহা অপরিমেয়।

---

(১) পূর্ণাবির্ভাবত্বেন অখণ্ড-তত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। —ভগবৎসন্দর্ভ।৩

পূর্ণাবির্ভাব-হেতু ভগবান্ অখণ্ড তত্ত্বস্বরূপ। তত্ত্বশব্দে পরম-সুখ-স্বরূপ বস্তু বুঝায় :—

তত্ত্বমিতি পরম-পুরুষার্থতা-দ্যোতনয়া পরম-সুখস্বরূপত্বং তস্য বোধ্যতে।
তত্ত্বসন্দর্ভ।৫১

তত্ত্বশব্দ দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর পরমপুরুষার্থতা দ্যোতনা করিয়া পরমসুখ-রূপত্ব বুঝাইতেছে।

শ্রীভগবানের পরমসুখরূপত্ব এই সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তথৈতৎপূর্ব্বমপি হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরমিতি পদ্যা-র্দ্ধেন গ্রন্থস্বভাববর্ণনে তৎপ্রীতেরেব মুখ্যত্বং দর্শিতম্। হরিলীলা-কথাব্রাত এবামৃতং সন্তঃ আত্মারামা এব সুরা ইতি। ইত্থং

মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন —সর্ব্ববেদান্তসার ইত্যাদি পদে (১) কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তিই শ্রীমদ্ভাগ-বতের প্রয়োজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; পুরুষার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থের যাহা প্রয়োজন, তাহাই সর্ব্বাধিক। তাহা যদি হয়, তবে মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য-সম্ভাবনা কোথায়? এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিবার জন্য, উক্ত শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেন।

কৈবল্যশব্দের অর্থ—ভগবৎপ্রীতিতে পর্য্যবসিত। শ্লোকের চারি-পাদ থাকে, শেষ পাদে কৈবল্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। আর তিনপাদে—সর্ব্ববেদান্তসার, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণ, যে অদ্বিতীয় বস্তু বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কৈবল্য নহে; শ্রীভগবানেই ঐ পাদত্রয়ের অর্থের পর্য্যবসান,—শ্রীভগবানকেই তত্তৎরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।]

অনুবাদ—সর্ব্ববেদান্ত-সার ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে "হরিলীলা কথাসমূহরূপ অমৃতদ্বারা সাধুরূপ দেবতাগণকে শ্রীমদ্ভাগবত আনন্দিত করিয়াছেন।" শ্রীভা, ১২।১৩।৯—এই পদ্যার্দ্ধদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বভাববর্ণনে ভগবৎপ্রীতিরই মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (২) হরিলীলা

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) হরিলীলা-কথা সমূহদ্বারা সাধুসমূহকে আনন্দিত করিতেছেন,—এই কথা দ্বারা ভগবৎপ্রীতির মুখ্যত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন, একথা না বলিয়া ঐরূপ বলায়, ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত, ইহা জানা যাইতেছে। তাহার উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রীতি। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ-প্রীতির মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে হরিকথাকে অমৃত, সাধুগণকে দেবতা বলায়, শ্রীমদ্ভাগবতের মোহিনী-

সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যেতিপ্রসদ্ধেঃ। পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য ইত্যাদেশ্চ। অতঃ কৈবল্যশব্দশ্চ তত্তদনুসারেণ ব্যাখ্যাতব্যঃ। তথা হি,যদি তত্র কৈবল্যশব্দেন শুদ্ধত্বং বক্তব্যং তদা তৎপ্রীত্যেক-তাৎপর্য্যা এব পরমশুদ্ধা ইতি তস্যামেব তাৎপর্য্যম্। পূর্বং ভক্তি-সন্দর্ভেঽপি শুদ্ধশব্দেনৈকান্তিকভক্ত এব প্রতিপাদিতঃ। তদুক্তমন্যস্য সদোষত্বকথনেন। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম ইত্যত্র। টীকা চ—প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত ইত্যেষা। অত্র

কথাই অমৃত, সৎসমূহ—আত্মারামগণই দেবতা। সৎ বলিতে যে আত্মারাম-পুরুষ বুঝায়, তাহা "এই প্রকারে সৎগণের যিনি ব্রহ্মসুখানুভূতি-স্বরূপ" (শ্রীভা ১০।১২।১১)—এই শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে। "গুণাতীত ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত" (শ্রীভা, ২।১।৯) ইত্যাদি শ্লোকেও আত্মরামতা সতের লক্ষণরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব সে সকল শ্লোকের অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া কৈবল্য-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেইপ্রকার ব্যাখ্যা—যদি তাহাতে (ব্যাখ্যায়) কৈবল্যশব্দদ্বারা শুদ্ধত্ব বক্তব্য হয়, তাহা হইলে ভগবৎপ্রীতিতে যাঁহাদের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাঁহারা পরমশুদ্ধ; এইহেতু প্রীতিতেই কৈবল্য-শব্দের তাৎপর্য্য রহিল। ইতঃপূর্ব্বে ভক্তিসন্দর্ভেও শুদ্ধ-শব্দদ্বারা একান্তি-ভক্ত প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যাহার দোষ আছে, সে অশুদ্ধ। একান্তি-ভক্ত ভিন্ন অন্য সকলকে—"শ্রীমদ্ভাগবতে কৈতব (কপট) রহিত পরমধর্ম্ম নিরূপিত আছে" (শ্রীভা, ১।১।২)—এই শ্লোকে —সদোষ বলিয়াছেন; ইহা হইতে একান্তি-ভক্তের পরমশুদ্ধত্ব জানা যাইতেছে। এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদ-টীকাও তাহা

রূপত্ব ধ্বনিত হইতেছে। মোহিনী যেমন অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া, দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতও অসুরবুদ্ধি মানবগণকে বঞ্চনা করিয়া সাধু-গণকে হরিকথামৃত পান করাইয়াছেন।

ভগবদ্ধর্মে মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবম্। তাৎপর্য্যান্তরাদিত্যর্থঃ। যদি চ তত্র কৈবল্যশব্দেন ভগবানেবোক্তস্তৎস্বভাবো বা, তথাপি প্রীতিগতানেব। কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু ন স্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেতেতি ন্যায়েন তদেকানুশীলনমাত্রতাৎপর্য্যাৎ প্রীতাবেব বিশ্রান্তিঃ। অতএব কৈবল্যাৎ মোক্ষাদ-

প্রকাশ করিতেছেন—"প্রশব্দদ্বারা (প্র + উজ্ঝিত = প্রোজ্ঝিত) মোক্ষাভিলাষও নিরস্ত হইয়াছে ইতি।" এই ভগবদ্ধর্ম্মে মোক্ষাভিলাষও কৈতব। কারণ, মোক্ষবাসনাও ভগবৎ-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে ভিন্ন; ভগবৎ-প্রীতিতেই ভগবদ্ধর্ম্মের একমাত্র তাৎপর্য্য। যদিও তাহাতে (স্কন্দপুরাণ ও দত্তাত্রেয়-শিক্ষার শ্লোক-প্রমাণে) কৈবল্য-শব্দে শ্রীভগবান্ বা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইয়াছে (১) তথাপি ভগবৎ-প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেই তিনি বা তাঁহার **স্বভাব—কৈবল্য; (সকলের পক্ষে নহে)।**

"যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, **যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার** চরণ-সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহ দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজাশুভকর্ম্মসমূহদ্বারা আমাদের যথেষ্ট নরক-বাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই;" (২)—এই ন্যায়ানুসারে (৩) কেবল ভগবদনুশীলনে কৈবল্যের তাৎপর্য্যহেতু, কৈবল্য-শব্দার্থের প্রীতিতেই পরিসমাপ্তি। যেহেতু, কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াও উক্তশ্লোকে সনকাদি মুনিগণ যে ভগবদনুশীলন প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কেবল প্রীতিমান্ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

(১) স্কন্দপুরাণ ও দত্তাত্রেয়-শিক্ষার শ্লোক ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের প্রতি শ্রীসনকাদির উক্তি।

(৩) ন্যায়—যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষ।

প্যৈকঃ শ্রেষ্ঠো যো ভগবৎপ্রীতিলক্ষণোঽর্থস্তৎপ্রয়োজনমিতি ব্যাখ্যান্তরম্। বস্তুতস্তূক্তন্যায়েন কৈবল্যাদিশব্দাঃ শুদ্ধভক্তি-বাচকতাপ্রধানা এব। তথৈবাহ গদ্যাভ্যাম্—যথাবর্ণবিধান-মপবর্গশ্চ ভবতি ইতি। যোঽসৌ ভগবতি সর্বাত্মন্যনাত্ম্যেঽনি-রুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ। যদা হি মহাপুরুষপুরুষ-প্রসঙ্গ ইতি চ ॥ ১৬ ॥

অতএব—কৈবল্য-প্রাপ্তিতে অতৃপ্তি প্রকাশ করিয়া মহানুভব সনকাদি ভগবৎ-প্রীতি প্রার্থনা করিলেন বলিয়া উক্ত "কৈবল্যৈক-প্রয়োজন" পদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা এইঃ—কৈবল্য—মোক্ষ হইতে এক—শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎ-প্রীতি-লক্ষণ অর্থ, তাহা প্রয়োজন যাহার (তাহা কৈবল্যৈক-প্রয়োজন)।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে ২য় অনুচ্ছেদে কৈবল্যৈক-প্রয়োজন-পদের অর্থ করিয়াছেন, কেবল—শুদ্ধ, তাহার ভাব কৈবল্য ; তাহা একমাত্র প্রয়োজন—পরমপুরুষার্থ-রূপে প্রতিপাদ্য যাহার। সে স্থলে পরতত্ত্ব-জ্ঞানেরই শুদ্ধত্বপ্রতিপাদন করিয়া পরতত্ত্বানুভবে উক্ত পদের তাৎ-পর্য্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এস্থলে **অন্য প্রকার** ব্যাখ্যা করিয়া, সেই অনুভবের বৈশিষ্ট্য (প্রিয়তালক্ষণ **ধর্ম্মের** অনুভব) স্থাপন করিলেন।]

অনুবাদ—বাস্তবিক কৈবল্যাদি **শব্দ প্রধানতঃ** ভক্তিবাচক। শ্রীমদ্ভাগবতে গদ্যদ্বয়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে ঃ— "যেমন বর্ণবিধান, তদনুরূপ অপবর্গ (মোক্ষ) লাভ হয়।" ৫।১৯।১৮

"যখন নানাগতি নিমিত্ত যে অবিদ্যা-গ্রন্থি, তাহার রন্ধনদ্বারে প্রবিষ্ট রূপে বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়, তখন সর্ব্বভূতাত্মা, অনিরুক্ত, অনিল-য়ন, পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অনন্য-নিমিত্ত ভক্তিযোগ-লক্ষণ অপ-বর্গ হয়।" ৫।১৯।২০॥১৬॥

যস্য বর্ণস্য যদ্বিধানং ভগবদর্পিতস্বস্বধর্ম্মানুষ্ঠানং, তদনুক্রমেণাপবর্গশ্চ ভবতি। তস্যাপবর্গস্য স্বরূপমাহ, দ্বিতীয়েন, যোঽসাবিতি। আত্মনি ভবমাত্ম্যং রাগাদি, তদ্রহিতে। স হি ভক্তসুখার্থমেব প্রযততে, ন তু পৃথক্ স্বসুখার্থম্। যথা হি ভক্তস্তৎসুখার্থমেবেতি। অনিরুক্তে স্বরূপতো গুণতশ্চ বাচামগোচরে। অনিলয়নে নিলয়নমন্তর্দ্ধানং তদ্রহিতে সদৈব প্রকাশমান ইত্যর্থঃ। অনন্যনিমিত্তো মোক্ষাদ্যুপাধিরহিতো যো ভক্তিযোগঃ স এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ। তত্রাপবর্গশব্দস্য প্রবৃত্তিং ঘটয়তি, নানাগতীনাং নিমিত্তং যোঽবিদ্যাগ্রন্থিস্তস্য রন্ধনম্ অপ-

---

উদ্ধৃত গদ্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা—যে বর্ণের যে বিধান—ভগবদর্পিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার অনুরূপ মোক্ষ হয়। সেই অপবর্গের স্বরূপ বলিলেন—অনাত্ম্য—আত্মাতে (মনে) যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আত্ম্য—রাগাদি; যিনি রাগাদি-রহিত তিনি অনাত্ম্য (ভগবান্)। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি তিনি রাগাদি-রহিত হয়েন, তবে ভক্তবিনোদনের জন্য নানা চেষ্টা করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি ভক্তসুখের জন্যই চেষ্টা করেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজ সুখের জন্য নহে। ভক্ত যেমন তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেন, তিনিও সেই প্রকার তাঁহাদের জন্য যত্ন করেন। অনিরুক্ত—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয় প্রকারে যিনি বাক্যের অতীত অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ ও গুণ কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, তিনি অনিরুক্ত। অনিলয়ন—নিলয়ন—অন্তর্দ্ধান, তাহা রহিত অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রকাশমান। অনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগ-লক্ষণ—অনন্যনিমিত্ত—মোক্ষাদি-রহিত যে ভক্তিযোগ, তাহাই লক্ষণ-স্বরূপ যাহার, তাহা অনন্যনিমিত্ত-লক্ষণ ভক্তিযোগ। তাহাতে অপবর্গ-শব্দের প্রবৃত্তি ঘটাইতেছেন—নানাগতি-নিমিত্ত যে অবিদ্যা-গ্রন্থি,

বর্জ্জনং ছেদনমিতি যাবৎ, তদ্দ্বারেণ যোঽসাপবর্গ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। অপবৃজ্যতে যেনেতি নিরুক্ত্যা ইতি ভাবঃ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ—বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ ইতি। তথা স্কান্দে রেবাখণ্ডে—নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে ইতি। শ্রীরুক্মিণী-সান্ত্বনে শ্রীভগবতাপ্যেবমভিপ্রেতং তাং প্রতি—সন্তি হ্যেকান্ত-ভক্তায়াস্তবেত্যুক্ত্বা, মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং বাঞ্ছন্তি যে

তাহার বন্ধন—অপবর্জ্জন—ছেদন, সেই দ্বারে (সেই হেতু) যে ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপবর্গ-শব্দে কথিত হয়। যাহা কর্তৃক অপ বর্জ্জিত হয়—এই অর্থে অবিদ্যাছেদনকারী ভক্তিযোগকে অপবর্গ বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে "বিষ্ণুর অনুচরত্বকে (বিষ্ণুসেবা—হরি-ভক্তিকে) মনীষিগণ মোক্ষ বলিয়া থাকেন"—এই বাক্যে ভক্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। তদ্রূপ স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডেও "হে জনার্দ্দন! হে বিষ্ণো! হে হরে! তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহাই মুক্তি। যেহেতু, মুক্তগণই তোমার ভক্ত।"

শ্রীরুক্মিণী-সান্ত্বনা-প্রসঙ্গে (১) শ্রীভগবানও তাঁহার প্রতি এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—"হে কল্যাণি! আমাতে একান্ত ভক্তিমতী তোমার সকলই সর্ব্বদা আছে, (শ্রীভা, ১০।৬০।৪৮)" —এ কথা বলিবার পর, বলিয়াছেন—"অপবর্গ-সম্পত্তি যাহাতে আছে, সেই আমাকে প্রসন্ন করিয়া, যাহারা সম্পত্তি বাঞ্ছা করে, সম্পত্তির পতি

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসে শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণহারা হইবেন ভাবিয়া ব্যাকুলিতা হইলে, তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করেন। তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

সম্পাদ এব তৎপতিমিতি। অতএব কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগ ইত্যত্র টীকাকারৈরপ্যুক্তম্—কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ

আমাকে বাঞ্ছা করে না, তাহারা মন্দভাগ্য। যেহেতু, শব্দ-স্পর্শাদিরূপ বিষয়-সুখ-ভোগ নরকেও আছে।" শ্রীভা, ১০।৬০।৫১

[**বিবৃতি**—এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ একান্ত ভক্তের সর্ব্বদা সকল আছে বলিয়া, আপনাতে অপবর্গযুক্ত সম্পত্তির বিদ্যমানতা প্রকাশ করতঃ, তাহাই যে ভক্তের সম্পদ্ ইহা জ্ঞাপন করিলেন। কারণ, তিনিও ভক্তের বশীভূত। তাহা হইলে, তাঁহাতে যে অপবর্গ-সম্পত্তি আছে, ভক্তগণ তাহার অধিকারী। ভক্তের সম্পদ্ ভক্তি, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তিহীন মোক্ষে ভক্তের আদর নাই। যদি এ স্থলে অপবর্গ-শব্দে মোক্ষ অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে বলিয়া, তিনি ভক্তকে উল্লসিত করিতে পারিতেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি-অর্থেই অপবর্গ-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাতে অপবর্গযুক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত সম্পত্তি আছে, ইহাতেই ভক্তের উল্লাস।

কেবল সম্পত্তি (বিষয়-সুখভোগ) যে ভক্তের কখনও বাঞ্ছিত বস্তু হইতে পারে না, তাহা, নরকেও বিষয়সুখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। ভক্তিযুক্ত সম্পত্তি শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, তাহাই ভক্তের বাঞ্ছিত। ইহা হইতে ভক্তির উল্লাস।]

অনুবাদ—অতএব "কৈবল্য-সম্মত পথ ভক্তিযোগ," (শ্রীভা, ২।৩।১২)—এস্থলে টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"কৈবল্যই সম্মত পন্থা যে ভক্তিযোগে"—ইতি। পন্থা—ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূতও

পন্থা যো ভক্তিযোগ ইতি। পন্থা ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতোঽপী-ত্যর্থঃ। স খলু কদা স্যাত্তত্রাহ, যদা হীতি ॥ ৫ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৬ ॥

তদেবম্ অত্র সর্গো বিসর্গশ্চেত্যাদিষু দশস্বেতন্মহাপুরাণ-প্রতিপাদ্যেষু অর্থেষু মুক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিঃ। পোষণেঽপি

বটে। অর্থাৎ যে কৈবল্যের কথা বলা হইল, তাহা সম্মত অভিলষিত এবং তাহা ভগবৎপ্রাপ্তিরও উপায়, সেই কৈবল্য কি?—তাহা আর কিছু নহে, ভক্তিযোগ।

[কৈবল্য-শব্দের শুদ্ধ ভক্তিবাচকতা প্রদর্শনের জন্য পঞ্চম স্কন্দের গদ্য উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহার ব্যাখ্যায় কৈবল্য বলিতে ভক্তিযোগ বুঝায়, ইহা প্রদর্শন জন্য পাদ্মোত্তরখণ্ড, স্কান্দরেবাখণ্ড ও শ্রীরুক্মিণী-সান্ত্বনা-প্রসঙ্গের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীস্বামিপাদের সম্মতি আছে, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিলেন। এইরূপে সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা স্থাপন করিবার পর, উদ্ধৃত গদ্যের অবশিষ্টাংশের অর্থ করিতেছেন—] সেই ভক্তিযোগ-লক্ষণ অপবর্গ কখন হয়?—যখন প্রকৃষ্টরূপে বিষ্ণুভক্তের সঙ্গ হয়, তখন ॥১৬॥

কৈবল্য-শব্দের অর্থ যখন প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হইল, তখন—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধোমুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ শ্রীভা, ২।১০।১

"সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়"—মহাপুরাণে প্রতিপাদ্য এই দশটী অর্থমধ্যে যে মুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্থও প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে যে মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রেমভক্তি। আর, যে পোষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও প্রেমভক্তি মুখ্য

তদেব মুখ্যং প্রয়োজনম্। পোষণশব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে। তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্বপ্রীতিদান এব। তদুক্তং, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি। তথৈবান্যত্রাপি শ্রীপৃথুং প্রতি বরঞ্চ মৎকঞ্চন মানবেন্দ্র বৃণীষ্বেত্যুক্তে। যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতমিতি তদ্বাক্যানন্তরং

প্রয়োজন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-পোষণ-শব্দে কথিত হয়। নিজ-প্রীতিদানেই সেই অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই কথিত হইয়াছে, শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—"মুকুন্দ, ভজনশীলগণকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু কখন প্রেমভক্তি দান করেন না।" শ্রীভা, ৫।৬।১৮

তদ্রূপ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। শ্রীপৃথুকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বরঞ্চ মানবেন্দ্র বৃণীষ্বতেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী॥

শ্রীভা, ৪।২০।১৫

"হে মানবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার গুরু-পাদাশ্রয় হইতে প্রাপ্ত পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণ ও উত্তমস্বভাবদ্বারা বশীভূত হইয়াছি; আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি যজ্ঞ, তপঃ অথবা যোগদ্বারা সুলভ নহি; ভক্তি-প্রভাবে যাঁহারা সমচিত্ত, আমি তাহাদের মধ্যেই অবস্থান করি।"

তারপর শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন—

তন্মায়য়াস্ম জন ঈশ খণ্ডিতো যদন্যদাসাস্তৃঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতম্॥

শ্রীভা, ৪।২০।২৮

তস্মাহ—রাজন্মযি ভক্তিরস্তু তে ইতি ॥ ১৭ ॥

ভক্তিঃ প্রীতিলক্ষণা ॥ ৪ ॥ ২০ ॥ শ্রীবিষ্ণুঃ ॥ ১৭ ॥

"হে ঈশ! অজ্ঞ জীবগণ আপনার মায়াদ্বারা সত্যস্বরূপ আপনা হইতে পৃথক্‌কৃত; যেহেতু অন্য বস্তু পুত্রাদি প্রার্থনা করে। পিতা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বালকের হিত-চেষ্টা করেন, আপনিও স্বয়ং তেমন আমাদের হিত-চেষ্টা করেন।"

তাঁহার বাক্যের পর শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছেন—"রাজন্! আমাতে তোমার ভক্তি হউক।" শ্রীভা, ৪।২০।২৮॥১৭॥

এস্থলে শ্রীভগবান যে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রীতি-লক্ষণা ভক্তি।

[বিবৃতি—পূর্ব্বে মাঠর-শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণে ভক্তিই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পৃথু-মহারাজের সেই সাক্ষাৎকারদ্বারা তিনি যে পূর্ব্বেই ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং এস্থলে ভক্তিশব্দে ভক্তির পরিপাকরূপা প্রেমভক্তিই বুঝাইতেছে। শ্রীভগবানের বাক্যে, তিনি যে পৃথু মহা-রাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন তাহা জানা যাইতেছে। আর, হে ঈশ ইত্যাদি পৃথুবাক্যে তিনি যে স্বভাবতঃ জীবের হিতাভিলাষী, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে তিনি যে ভক্তানুগ্রহে ব্যগ্র ইহা সহজে বুঝা যায়। এমতাবস্থায় তিনি পৃথু-মহারাজের প্রতি যে পরম কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "আমাতে তোমার ভক্তি হউক।" সেই ভক্তি ভগবৎ-প্রীতি। সুতরাং প্রীতি-দানেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহের পর্য্যবসান।]

॥১৭॥

এবমেব শ্রীভাগবতগ্রন্থশ্রবণফলত্বেনাপি সৈব পরমপুরুষার্থতয়া নির্ণীতাস্তি তত্ত্বসন্দর্ভে সংক্ষেপতাৎপর্য্যে। শ্রীব্যাসসমাধিনা

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ।

মহাপুরাণের দশ লক্ষণের মধ্যে মুক্তি-নামক যে নবম লক্ষণের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ভগবৎপ্রীতি—এ স্থলে তাহা দেখান হইল ; এইরূপ তত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষেপ-তাৎপর্য্যে শ্রীভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণের ফলরূপেও শ্রীভগবৎপ্রীতিই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে (১)। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীব্যাস-সমাধি দ্বারা এবং শ্রীশুকের হৃদয়ের (নিষ্ঠা) দ্বারা সেই প্রকার (ভগবৎপ্রীতির পরম-পুরুষার্থতা) নির্ণয়ই বিহিত হইয়াছে। যথা,—

শ্রীব্যাস-সমাধি—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥
শ্রীভা, ১৷৭৷৭

(অধোক্ষজে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি ঘটে, ইহা সমাধিতে অবগত হইয়া ব্যাসদেব অজ্ঞান লোকদিগের হিতার্থে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা গ্রন্থন করিলেন ;) "যাহা শ্রবণ করিলে জীবের পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।" (২)

---

(১) তথা প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশ তদাসক্তি-জনকং প্রেমসুখম্। তত্ত্বসন্দর্ভ।২৯ অনু।

রুচির-লীলাবিশিষ্ট শ্রীমান্ অজিতে (শ্রীকৃষ্ণে) আসক্তি-জনক প্রেমসুখ, প্রয়োজন-নামক পুরুষার্থ।

(২) শ্রীভাগবতের 'প্রয়োজন' স্পষ্টরূপে এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

[পরপৃষ্ঠা]

শ্রীশুকহৃদয়েন চ তথৈব নির্ণয়ো বিহিতঃ। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়া মিত্যাদিষু স্বসুখনিভৃতচেতা ইত্যাদৌ চ। প্রতিজ্ঞা চেদৃশ্যৈব,

---

শ্রীশুকের হৃদয়-নিষ্ঠা—

স্বসুখ-নিভৃত-চেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিত-রুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া য স্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

শ্রীভা, ১২।১৩।৫২

শ্রীসূত বলিয়াছেন—"ব্রহ্মানন্দে পূর্ণচিত্ত, তজ্জন্য অন্য বস্তু মাত্রে মনোবৃত্তি-রহিত, শ্রীকৃষ্ণের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ যে ঋষি

আর শ্রীবেদব্যাস সমাধি-যোগে যে পূর্ণ পুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন,তিনি শ্রীকৃষ্ণ—ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থফল-নির্দ্দেশদ্বারা সমাধিতে তাঁহার (পূর্ণপুরুষ, মায়া, জীবের মায়া মোহ ও মায়ামোহচ্ছেদকারিণী ভক্তি ভিন্ন) অপর অনুভবের কথা এই শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। যে ভক্তির উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রেমভক্তি ; কারণ, 'শ্রূয়মাণায়াং' পদে তাহা শ্রবণরূপা সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্য—ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার উৎপত্তি বলিতে আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। যেহেতু তাহা নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

উৎপত্তি—যে বস্তু নাই তাহার সৃষ্টি। আবির্ভাব—যাহা আছে, কিন্তু অপ্রকাশিত, তাহার প্রকাশ।

প্রেমাবির্ভাবের আনুষঙ্গিক গুণ বলিলেন—শোক-মোহ-ভয়-নাশ ; কেবল যে শোকমোহ-ভয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, তাহাদের সংস্কার বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে পূর্ণপুরুষ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাকেই পরমপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার আকার কি ?—তিনি কৃষ্ণ—তমাল-শ্যামল-কান্তি যশোদা-নন্দন। —ক্রমসন্দর্ভ।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবেত্যাদৌ কিং বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্য-

কৃপা করিয়া ভগবচ্চরিত্র-প্রধান, অখিল-বৃজিনঘ্ন, পরমার্থ-প্রকাশক শ্রীভাগবত-পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি।" (১)

[**বিবৃতি**—শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব,—ইহা যে ব্যাসদেব সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা "যস্যাং বৈ" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টতঃ বর্ণিত আছে।

শ্রীশুকদেব জন্ম-মাত্র বনে গমন করিয়া ব্রহ্ম-সমাধি-মগ্ন হইয়াছিলেন; শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য্য অনুভব করেন। তখন সমাধি ত্যাগ করিয়া সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। জীবকে সেই লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবৎপ্রীতিই লীলা-মাধুর্য্যানুভবের একমাত্র

(১) এই শ্লোকে শ্রীসূত-গোস্বামী গুরু শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়নিষ্ঠা পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মানন্দানুভবে মগ্ন ছিলেন বলিয়া অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ-বিরহিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলা অত্যন্ত বল প্রকাশ করিয়া তাঁহার রসানুভব-সামর্থ্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই লীলারস তাঁহার সমাধি-ভঙ্গকারী বিঘ্ন হয় নাই। তাহা হইলেও তিনি পুনর্ব্বার সমাধির জন্য যত্ন প্রকাশ করেন নাই; কৃপা করিয়া অন্যকে লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত লীলার রসবস্তু-প্রকাশক এবং অখিলবৃজিন-নাশকারী। অখিলবৃজিন-শব্দে শ্রীশুকদেব যে প্রকার লীলা-সুখে মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই প্রকার লীলাসুখে মগ্ন হইবার পক্ষে প্রতিকূল এবং উদাসীন যত কিছু আছে, সে সকল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত প্রেমাবির্ভাবের অন্তরায়-রূপ যাবতীয় অনর্থ-নাশপূর্ব্বক প্রেমাবির্ভাব করাইয়া ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণলীলা-সুখসাগরে মগ্ন করেন।

বরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদিতি। অতএব চতুঃ-

হেতু। শ্রীশুকদেবের ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ করিয়া লীলা-মাধুর্য্যে নিমজ্জনই তাঁহার মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। তিনি ভগবৎপ্রীতি লাভ করিয়াই ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ করেন। সেই প্রীতি-লাভের মূল, শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোক শ্রবণ (১)। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল যে শ্রীভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব—ইহা শ্রীশুকের হৃদয়ের ভাব হইতে জানা যাইতেছে।]

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞাও এইরূপ—ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ ইত্যাদি শ্লোকে "অপর সাধ্যবস্তু-সমূহে কি প্রয়োজন? কৃতি ব্যক্তি কর্তৃক ঈশ্বর হৃদয়ে সদ্য অবরুদ্ধ হয়েন, (আর) শুশ্রূষুর হৃদয়ে সে সময় হইতে (সর্ব্বদা)। *

---

(১) তত্ত্বসন্দর্ভে—ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ.............প্রোক্তঃ। ৪৯ অনু।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছানুসারে মায়ার নিবৃত্তি ঘটে—একথা জানিয়াছিলেন। তারপর তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শ্রীবেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিলে, শ্রীশুকদেব অন্তরেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া মায়ানিবৃত্তি বোধ করিলেন। তাহাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করতঃ নির্জ্জনে গমন করিলেন। শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র উপায় মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণা-তিশয়-প্রকাশময় (শ্রীমদ্ভাগবতের) কতিপয় শ্লোক (অহো বকী ইত্যাদি—৩।২।২৩, নৌমীড্যতে ইত্যাদি—১০।১৪।১, বর্হাপীড় ইত্যাদি—১০।২১।৫, জয়তি ইত্যাদি—১০।৩১।১) কোন প্রকারে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার চিত্তকে আক্ষেপযুক্ত করতঃ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করান।

* অপরৈর্মোক্ষপর্য্যন্ত-কামনারহিতেশ্বরারাধনা-লক্ষণ-ধর্ম্ম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি-রুক্তৈরহুক্তৈর্ব্বা সাধ্যৈরত্র কিংবা ক্রিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো, য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিত্তত্তৎসাধনানুক্রম-লব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণমেব

[**বিবৃতি**—প্রতিজ্ঞা সাধ্য-নির্দ্দেশঃ (গৌতম-সূত্র)— সাধ্য-নির্দ্দেশকে প্রতিজ্ঞা কহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তাহা এই বাক্যে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত শুনিবার যখন ইচ্ছা হয়, তখন হইতে হৃদয়ে ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ হয়েন—এই কথা দ্বারা প্রেমাবির্ভাব সূচিত হইতেছে। কারণ, তিনি প্রেমবশ—ইহা "প্রণয়-রজ্জু দ্বারা শ্রীভগবানের চরণ-কমল ধৃত" (শ্রীভা, ১১।২।৫৩) এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রেম ভিন্ন অন্য কোন সাধন তাঁহাকে রোধ করিতে পারে না—এ কথা "ন রোধয়তি মাং যোগ ইত্যাদি—আমাকে যোগ রোধ করিতে পারে না ইত্যাদি (শ্রীভা, ১১।১২।১)" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। সুতরাং অন্য সাধন যাঁহাকে রোধ করিতে পারে না, যিনি কেবল প্রেমরজ্জু দ্বারা রুদ্ধ হয়েন, তাঁহার রোধ যে প্রেমকৃত তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ ইত্যাদি "কিম্বা পরৈঃ—অপর সাধ্যে কি প্রয়োজন ?" এ কথা প্রকাশ করিয়া **শ্রীমদ্ভাগবত অন্য সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ যাহাতে শ্রীভগবান অবরুদ্ধ—বশীভূত হয়েন, তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছেন।** তাহা যে প্রেম, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং প্রেমের **পরম-পুরুষার্থতা** প্রদর্শন শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত ইহা জানা গেল।]

ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে। স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি।

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অপর—মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনারহিত ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণ ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি উক্ত অনুক্ত সাধ্যসমূহ দ্বারা এস্থলে কি মাহাত্ম্য উৎপন্ন হইবে ? (শ্রীমদ্ভাগবতের ফলের কাছে সে সকল অতি তুচ্ছ।) যেহেতু, যে ঈশ্বর কৃতি—কোনরূপে সে সকল সাধনানুক্রম-প্রাপ্ত ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ যে ব্যক্তি, তৎকর্ত্তৃক সদ্য—সে সময় ব্যাপিয়াই হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন, (শ্রীমদ্-ভাগবতের বৈশিষ্ট্য এই যে,) ইহাতে শ্রবণেচ্ছু কর্ত্তৃকই সেই ঈশ্বর তখন হইতে

শ্লোক্যাং রহস্যশব্দেন সেবোক্তা। সৈব চ তৃতীয়শ্লোকার্থত্বেন ভগবৎসন্দর্ভে বিস্পষ্টীকৃতাস্তি। তদেবং শ্রীমৎপ্রীতেরেবাপবর্গত্বং

অনুবাদ—অতএব—প্রেমের পরম-পুরুষার্থতা-নির্ণয় শ্রীমদ্-ভাগবতের অভিপ্রেত বলিয়া, চতুঃশ্লোকীতে "রহস্য" শব্দে প্রেমভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমভক্তি তাহার (চতুঃশ্লোকীর) তৃতীয় শ্লোকের অর্থরূপে ভগবৎসন্দর্ভে বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। (১)

সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনোপলক্ষে কোন ব্যক্তি যখন ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হয়েন, ঈশ্বর কেবল তখন তাঁহার হৃদয়ে স্থিরভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, আর কাহারও যখন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছা হয়, তখন হইতে সর্ব্বকাল তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবান্ স্থিরভাবে অবস্থান করেন।

(১) চতুঃশ্লোকী—শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ১
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ ২
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথাতেষু নতেষ্বহম্॥ ৩
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ৪

শ্রীভা, ২।৯।৩০—৩৫

শ্রীকৃষ্ণ পরমভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য নিজশাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্য

(পাদটীকা)

তাহার প্রতিপাদ্য, মুখ্যতম বস্তুচতুষ্টয় ছয়টী শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানং ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তাহার অঙ্গ—এই বস্তু চতুষ্টয়ের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞান—ভগবত্ত্ব-জ্ঞান। বিজ্ঞান—ভগবদনুভব। রহস্য—প্রেম-ভক্তি। তাহার অঙ্গ—সাধন-ভক্তি। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে সাধ্যদ্বয়—বিজ্ঞান ও রহস্যের আবির্ভাব নিমিত্ত ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তারপর চারিশ্লোকে জ্ঞানাদির উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতাৎপর্য্য নিহিত আছে বলিয়া শ্লোক চারিটী চতুঃশ্লোকী-ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধ। যথা—মহান্তি ইত্যাদি শ্লোক তাহাতে তৃতীয়। ভগবৎ-সন্দর্ভে তাহার ব্যাখ্যা—

যথা মহাভূতানি ভূতেষ্বপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতান্যপি অনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি। তথা লোকাতীত-বৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাঽপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেষু নতেষু-প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদিস্থিতোঽহং ভামি। অত্র মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ,তস্যতু প্রকাশভেদেনেতি—ভেদেঽপি প্রবেশাপ্রবেশ-সাম্যেন দৃষ্টান্তঃ। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নাম রহস্যমিতি সূচিতম্।

*　　*　　*　　*

যদ্বা তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চান্তঃস্থিতানি চ ভান্তি তদ্বদ্ভক্তেষু অহমন্তর্ম্মনোবৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ স্ফুরামিতিচ। ভক্তেষু সর্ব্বথাঽনন্যবৃত্তিতাহেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যঞ্জিতম্।

*　　*　　*　　*

অপিচ রহস্যং নাম হ্যেতদেব যৎ পরম-দুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজন-দৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে। যথা চিন্তামণিঃ সম্পূটাদিনা। অতএব পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্ চ। তদেব পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি। অস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারত্বং মহত্ত্বঞ্চ। মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদিষু বহুত্রব্যক্তম্। স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যামর্জ্জুনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতম্। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ ইত্যাদিনা সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনাচ। ইদমেব রহস্যম্ শ্রীনারদায় স্বয়ং ব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতম্। ইদং ভাগবতং নাম

পাদটীকা।

যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু। যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তি র্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ইতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি ॥১০৬॥

যেমন দেব-মনুষ্যাদি জীবগণে অপ্রবিষ্ট আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বাহিরে অবস্থান করিলেও অনুপ্রবিষ্ট—অন্তঃস্থিত হইয়া প্রকাশ পায়, তেমন লোকাতীত বৈকুণ্ঠে স্থিতি-হেতু অপ্রবিষ্ট যে আমি, মায়াত্যাগ ও মদনুভব-লক্ষণ-গুণে বিখ্যাত প্রণতজনে সেই আমি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাই। এস্থলে মহাভূত সকলের অংশ-ভেদে প্রবেশাপ্রবেশ, আর শ্রীভগবানের প্রকাশ-ভেদে প্রবেশাপ্রবেশ। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকে এই পার্থক্য থাকিলেও উভয়ত্র প্রবেশাপ্রবেশ-সাম্য থাকা হেতু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রণত-জনগণের তাদৃশ ভগবদ্বশীকারিণী প্রেম-ভক্তিই রহস্য—ইহা সূচিত হইতেছে।

* * * *

অথবা যেরূপ মহাভূত সকল জীবগণের বহিঃস্থিত ও অন্তঃস্থিতরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আমি ভক্তগণের অন্তরে—মনোবৃত্তিসমূহে, বাহিরে—বহিরিন্দ্রিয়-সমূহে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকি। ভক্তগণে সর্ব্বপ্রকারে অনন্যবৃত্তিতার হেতুভূত স্বপ্রকাশ-প্রেম-নামক আনন্দাত্মক কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমার রহস্য—ইহা বুঝিতে হইবে।

আরও, তাহাই রহস্য, যে পরম দুর্লভ বস্তু দুষ্ট ও উদাসীন লোকের দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়। যেমন চিন্তামণি, কোটরাদিতে লুকাইয়া রাখা হয়; এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ঋষিগণ পরোক্ষবাদী, পরোক্ষ আমার প্রিয়" (শ্রীভা, ১১।২১।৩৫)। তাহাই গোপন করা হয়, যাহা অদেয়, বিরল-প্রচার ও মহদ্বস্তু। "মুক্তিদান করেন, কখন ভক্তি দেন না" (শ্রীভা, ৫।৬।১৮) ইত্যাদি বহুস্থানে প্রেমের অদেয়ত্ব, বিরল-প্রচারত্ব ও মহত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই (অন্য কাহারও দ্বারা নহে) স্পষ্ট বাক্যে (প্রেরণাদ্বারা নহে) পরমভক্ত অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে "সর্ব্বগুহ্যতম তাহাতে আবার আমার পরমবাক্য শ্রবণ কর" (শ্রীগীতা ১৮।) ইত্যাদি শ্লোকে এবং "সুগোপ্য হইলেও বলিতেছি" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। এই রহস্য শ্রীনারদকে বুঝাইতে স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে, যথা—

পরমভগবদনুগ্রহময়ত্বং শ্রীভাগবতশ্রবণফলত্বং পুরুষার্থেষু তস্যাঃ পরমত্বসাধনায় দর্শিতম্। তথৈব শ্রীনারদ আক্ষেপদ্বারা শিক্ষিতবাংশ্চ তৎসংহিতামাবির্ভাবয়িষ্যন্তং শ্রীব্যাসম্। যথাহ—যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ। ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ১৮ ॥

চশব্দোঽপ্যর্থে। মহিমানুবর্ণনং তৎপ্রীত্যুদ্বোধনং ভবেদিত্যাশয়েনৈবমুক্তম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদঃ ॥ ১৮ ॥

তাহা হইলে, এইরূপে পুরুষার্থসমূহের মধ্যে ভগবৎপ্রীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সাধন করিবার জন্য তাহারই অপবর্গত্ব, পরম-ভগবদনুগ্রহময়ত্ব এবং শ্রীভাগবত-শ্রবণ-ফলত্ব (শ্রীভাগবত শ্রবণের ফলে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব হয়—ইহা) প্রদর্শিত হইল। পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব-কর্ত্তা শ্রীবেদব্যাসকে শ্রীনারদ আক্ষেপ দ্বারা সেই প্রকার শিক্ষাদান করিয়াছেন। যথা—শ্রীব্যাস প্রতি শ্রীনারদোক্তি—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মাদি পুরুষার্থও যেমন বর্ণন করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেই প্রকার বর্ণন কর নাই। শ্রীভা, ১।৫।৯ *

শ্লোকে যে "চ" (ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা) শব্দ আছে, তাহা অপি অর্থে

ইহার নাম ভাগবত, ইহা বিভূতি-সকলের সংগ্রহ-স্বরূপ। তুমি ইহা বিস্তার কর। যে প্রকারে বর্ণন করিলে মানবগণের সর্ব্বাত্মা অখিলাধার হরিতে ভক্তি হয়; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বর্ণন করিও।" (শ্রীভা, ২।৮।৫০—৫১) সুতরাং জ্ঞানং ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ রহস্য শব্দের যে ভক্তি অর্থ করিয়াছেন; তাহা সুন্দর হইয়াছে। ভগবৎ সন্দর্ভ।১০৬।

* আক্ষেপ এইরূপ :—বাসুদেবের মহিমার নিকট যে ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ, তুমি তাহাও বর্ণন করিয়াছ; অথচ সেই সর্ব্বোত্তম বাসুদেব-মহিমা কীর্ত্তন কর নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

তথান্যেষামপবর্গাণামপি তয়া তিরস্কৃতৌ মুক্তকণ্ঠা এব শব্দা উদাহার্য্যাঃ। সা চ তিরস্কৃতিঃ ক্বচিত্তৎস্বরূপেণ ক্রিয়তে, ক্বচিত্তৎপরিকরদ্বারা চ। তত্র তৎস্বরূপেণ তিরস্কৃতিমাহ গদ্যেন—যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং

প্রযুক্ত হইয়াছে। [তাহার সার্থকতা—বাসুদেবের মহিমার কাছে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ, এই জন্য তাহাই সর্ব্বপ্রধানরূপে কীর্ত্তন করা উচিত। কিন্তু তাহা ত দূরে, ধর্ম্মাদিকে যেমন ভাবে বর্ণন করিয়াছ, সেই প্রকারও বাসুদেবের মহিমা বর্ণন কর নাই।]

শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণন করিলে, তদ্বিষয়িনী প্রীতির উদ্বোধন হয়, এই অভিপ্রায়েই দেবর্ষি উহা বলিয়াছেন।

[দেবর্ষির উপদেশে শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। ভগবৎপ্রীতির উদ্বোধন সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। তাহা হইলে, শ্রীমদ্ভাগবত-আবির্ভাবের মূলীভূত উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি।] ॥১৮॥

ভগবৎপ্রীতি দ্বারা মোক্ষের তিরস্কৃতি।

ভগবৎপ্রীতি পরমপুরুষার্থ বলিয়া যেমন নির্ণীত হইয়াছে, তেমন আবার তদ্দারা অন্যান্য অপবর্গের তিরস্কার-বিষয়ে যে সকল শব্দ একবারে মুক্তকণ্ঠ, সে সকল উদাহৃত হইতেছে। সেই তিরস্কার কোন স্থলে তাহার (ভগবৎপ্রীতির) স্বরূপ দ্বারা, কোন স্থলে বা তাঁহার (শ্রীভগবানের) পরিকর দ্বারা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে তদীয় **স্বরূপ দ্বারা তিরস্কৃতি** শ্রীমদ্ভাগবতীয় গদ্যে উক্ত হইয়াছে,—"যাহাতে (যে ভক্তিতে) পণ্ডিতগণ বিবিধ পাপরূপ সংসারতাপে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত আত্মাকে বারংবার স্নান করাইয়া তদ্দারাই (ভক্তিদ্বারাই) পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, সেই আনন্দে

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্বার্থা ইতি ॥ ১৭ ॥

যস্যাং পূর্বগদ্যোক্তলক্ষণায়াং ভক্তৌ। মুক্ত্যাদিসম্পদাং ভক্তিসম্পদনুচরীত্বাৎ পরিসমাপ্তসর্বার্থত্বম্। তথোক্তং শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়-শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতা ইতি। অত এবানাদরোঽপি। যথোক্তং শ্রীবৃত্রং প্রতি মহেন্দ্রেণ—যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে। বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈরিতি ॥ ৬ ॥ ১২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহারা বিনা-প্রার্থনায় ভগবদনুগ্রহে সমাগত পরমপুরুষার্থ মোক্ষকেও আদর করেন না; কারণ, তাঁহারা ভগবানের পুরুষ (শ্রীহরির নিজজন); এই জন্য সকল পুরুষার্থই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ৫।৬।১৭

ব্যাখ্যা—যাহাতে—পূর্ব্বোক্ত (৫।৬।১৬) গদ্যে যে লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই লক্ষণান্বিতা ভক্তিতে। মুক্তি প্রভৃতি সম্পত্তি ভক্তি-সম্পত্তির অনুচরী অর্থাৎ যেমন অধিশ্বরী যেখানে গমন করেন, অনু-চরী (দাসী) বিনা আহ্বানে তথায় উপস্থিত হয়, তেমন যিনি ভক্তি-লাভ করেন, তিনি না চাহিলেও মুক্তি প্রভৃতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। এইজন্য ভক্তিলাভে সর্ব্ব-মনোরথ পরিসমাপ্ত হয়—অন্য কোন বস্তুর প্রতি অভিলাষ থাকে না। নারদ-পঞ্চরাত্রে সেই প্রকার উক্তি আছে—"হরিভক্তি মহাদেবী মুক্তি-প্রভৃতি সিদ্ধি সকল, আশ্চর্য্য রকমের ভুক্তি (ভোগ) সকল, দাসীর ন্যায় তাহার অনুগামিনী।" অতএব মুক্তি প্রভৃতির প্রতি অনাদরও দেখা যাইতেছে। বৃত্রের প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে তাহা যথারীতি বর্ণিত আছে,—"পরম মঙ্গলের অধীশ্বর ভগ-বান শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি আছে, সে ব্যক্তি অমৃত-সাগরে বিহার

অথ তৎপরিকরেষু তদায়কার্য্যদ্বারা যথা। তত্র তদীয়গুণকথানুশীলনদ্বারা তামাহুঃ—দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ। ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥২০॥

আত্মতত্ত্বং তাদৃশসচ্চিদানন্দমূর্ত্তিত্বাদিকং নিজযাথাত্ম্যম্। নিগমোঽনুভাবনা, আত্ততনোঃ প্রকটিত-স্বমূর্ত্তেঃ। পরি বর্জনার্থঃ। চরিতমহামৃতাব্ধেঃ পরিবর্ত্তেনাভ্যাসেন বর্জ্জিতশ্রমাঃ। চরণসরোজহংসানাং শ্রীশুকদেবাদীনাং যানি কুলানি শিষ্যোপশিষ্যপরম্পরাঃ তেষাং সঙ্গেন বিসৃষ্টমাত্রগৃহা অপি যদ্যপবর্গং ন পরিলষন্তি,

---

করিতেছে; ক্ষুদ্র গর্ত্তস্থিত জলের মত স্বর্গাদিতে তাহার আর কি প্রয়োজন?" শ্রীভা, ৬।১২।৮॥১৯॥

অনন্তর ভগবৎ-পরিকরগণে তদীয় কার্য্য দ্বারা মোক্ষতিরস্কৃতির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতেছে। যথা,—শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব নিগমের নিমিত্ত আত্ততনুর চরিত্ররূপ মহা অমৃত-সমুদ্রে পরিবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা পরিশ্রমণ, সেই আপনার চরণ-কমল-হংসকুলের সঙ্গপ্রভাবে কোন ব্যক্তি মুক্তিতেও অভিলাষ করেন না।" শ্রীভা ১০।৮৭।১৭॥২০॥

শ্লোকার্থ—আত্মতত্ত্ব—তাদৃশ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিত্ব প্রভৃতি নিজের স্বরূপধর্ম্ম যেমন, ঠিক তেমন ভাবে তাহা নিগম নিমিত্ত—অনুভব করাইবার জন্য, আত্ততনু—যিনি নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, সেই আপনার চরিত্ররূপ মহা-অমৃত-সাগরে পরিবর্ত্তন—বারংবার অবগাহন করিয়া যাঁহারা পরিশ্রমণ—শ্রমবিরহিত হইয়াছেন, ভবদীয় চরণ-কমলের হংস সেই শ্রীশুক-দেবাদির কুল—যে শিষ্য-পরম্পরা তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে যাঁহারা গৃহাদি-সুখ উপেক্ষা করিয়াছে, তাঁহারাও

তদা চরণসরোজহংসাদয়স্তু কিমুতেত্যর্থঃ ॥১০॥৮৭॥ শ্রুতয়ঃ ॥২০॥

তদীয়পাদসেবাতদীয়গুণকথাদ্বারা মুক্তিবিশেষস্য তিরস্কৃতি-র্ভক্তিসন্দর্ভে দর্শিতাস্তি শ্রীকপিলদেববাক্যেন, নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিদিত্যাদিনা। একাত্মতাং ব্রহ্মসাযুজ্যং ভগবৎসাযুজ্য-

যদি সর্ব্বতোভাবে মুক্তি বাঞ্ছা পরিহার করেন, তাহা হইলে আপনার চরণ-কমলের হংসগণ যে তাহা বাঞ্ছা করেন না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্লোকস্থিত পরিশ্রমণ শব্দের পরি-উপসর্গের অর্থ—বর্জ্জন ॥২০॥

শ্রীভগবানের পাদসেবা ও তদীয় গুণকথা দ্বারা মুক্তি-বিশেষের তিরস্কৃতি ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীকপিল-দেবের বাক্য দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি
ন্মৎপাদ-সেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥

শ্রীভা, ৩।২৫।৩১

শ্রীকপিল-দেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন—"যাঁহারা আমার পাদ-সেবায় অনুরক্ত, যাঁহারা আমাকেই অভিলাষ করেন, যাঁহারা পরস্পর অনুরাগের সহিত আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আদর প্রকাশ করেন, এবম্বিধ কোন কোন ভাগবত-পুরুষ আমার একাত্মতা অভিলাষ করেন না।"

একাত্মতা—ব্রহ্মসাযুজ্য। কেবল তাহা নহে, একাত্মতা-পদে ভগ-বৎ-সাযুজ্যও বুঝাইতেছে। (১)

(১) ব্রহ্মানুভব হইতে ভগবদনুভবে সুখ অধিক। প্রথমে একাত্মতাপদের ব্রহ্ম-সাযুজ্য অর্থ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন না। ব্রহ্মসাযুজ্যে অনিচ্ছা থাকিলেও

মপি। এবং সেবাদ্বারা মুক্তিবিশেষাণাঞ্চ শ্রীবিষ্ণুবাক্যেন মৎ-সেবয়া প্রতীতস্ত ইত্যাদিনা, শ্রীকপিলদেববাক্যেন চ সালোক্য-সার্ষ্টীত্যাদিনা। অথ পুরুষার্থান্তরবন্মুক্তিরপি হেয়ৈবেতি বক্তুং

এই প্রকার সেবা দ্বারা মুক্তি-বিশেষের তিরস্কৃতির আরও প্রমাণ আছে। দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

শ্রীভা, ৯।৪।৪৯

"আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ তাহা অভিলাষ করেন না; সুতরাং কালবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রভৃতিতে তাঁহাদের অভিলাষ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীকপিল-দেব-বাক্যে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীভা, ৩।২৯।১১

"আমার ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না।"

অনন্তর অন্যান্য পুরুষার্থের ন্যায় মুক্তিরও তুচ্ছতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ দ্বারা সাধ্য হইলেও মুক্তির তির-

---

কাহারও আনন্দপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন ভগবৎ-সাযুজ্যে অভিলাষ থাকিতে পারে, কেহ এইরূপ বুঝিয়া লইবেন আশঙ্কায় বলিলেন, "ভগবৎ-সাযুজ্যমপি;"—সাযুজ্য-মুক্তি হইতে ভক্তিসুখ প্রচুর; যাঁহারা ভগবৎ-পাদ-সেবা বা কথা-কীর্ত্তন-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে ব্রহ্ম-সাযুজ্যও তুচ্ছ, ভগবৎ-সাযুজ্যও; তাঁহারা বাঞ্ছা করেন না।

তৈরপি সাধ্যং তস্যাস্তিরস্কৃতির্নির্দ্দিশ্যতে। তত্র ভক্তেঃ স্বরূপেণ মুক্তিসামান্যস্য তিরস্কৃতিরুদাহৃতৈবাস্তি ভক্তিসন্দর্ভাদৌ, ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ইত্যাদিনা। নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয় ইতি চান্যত্র। অথ কার্য্যদ্বারেষু তত্রাপতিতমহাসুখদুঃখান্তরতিরস্কারিতদাসক্তিদ্বারা তামাহ—নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥২৭॥

স্কৃতি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে ভক্তি স্বরূপদ্বারা সাধারণ মুক্তির তিরস্কার ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতিতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বারা উদাহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তাহ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

শ্রীভা, ১১।২০।৩৪

"আমি কৈবল্য মুক্তি দিলেও আমার একান্ত ভক্ত, ধীর সাধুগণ কিছুমাত্র বাঞ্ছা করেন না।" অন্যত্রও মার্কণ্ডেয়-সম্বন্ধে শ্রীভগবান শিব বলিয়াছেন—

"এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন, ইনি কোন প্রকার কল্যাণ—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত অভিলাষ করেন নাই।" শ্রীভা, ১২।১০।৬

অতঃপর কার্য্যকে (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে) দ্বার করিয়া ভগবৎ-পরিজনে আগত হইয়াছে যে ভক্তিকৃত-সুখ-দুঃখ ভিন্ন অন্য মহাসুখ এবং মহা দুঃখ, সে সমুদয়ের পরাস্তকারিণী ভগবদাসক্তি দ্বারা মোক্ষ-তিরস্কৃতি বলা হইতেছে। শ্রীরুদ্র পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

"নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথাও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহারা

স্বর্গাদীনাং তুল্যহেয়ত্বাৎ তেষু তুল্যভগবদেকপুরুষার্থত্বাচ্চ তুল্যদর্শিনঃ ॥৬॥১৭॥ শ্রীরুদ্রো দেবীম্ ॥২১॥

তদীয়পাদসেবাপরমোৎকণ্ঠাদ্বারা তামাহ—কৌ ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ। তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ২২ ॥

স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ (প্রয়োজন-সার্থকতা) দর্শন করেন।”

শ্রীভা, ৬।১৭।২৩॥২১॥

স্বর্গাদির তুল্য হেয়ত্ব এবং সে সকলে তুল্য—একমাত্র ভগবানে পুরুষার্থ-বুদ্ধি-হেতু সর্ব্বত্র তুল্য দর্শন করেন।

[**বিবৃতি**—ভক্তিলাভের পর ভক্তি-সম্পর্কিত সুখ-দুঃখ ভিন্ন অন্য মহাসুখ-দুঃখ ভগবদাসক্তি দ্বারা তুচ্ছ হয়। ভক্তি দ্বারা ভগবদনুভব-জনিত সুখ এবং তদীয় বিরহস্ফূর্ত্তি-জনিত দুঃখ ভক্তি-সম্পর্কিত। এই সুখ-দুঃখ ভক্তের পরম-পুরুষার্থ। ভক্তগণ বিচ্ছেদ-সময়ে অন্তরে ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া তাহাকেও পুরুষার্থ বলা হইল। কদাচিৎ ভক্তের পূর্ব্বসংস্কার বা সকামব্যক্তির সংসর্গে স্বর্গ বা অপবর্গ বাঞ্ছা হইলে, স্বর্গ বা অপবর্গ লাভ করেন; আর মহদবজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধে নরক-গতিও প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানে আসক্ত-চিত্ত থাকেন বলিয়া ঐ সকল সুখ-দুঃখে তাহাদের অভিনিবেশ থাকে না;—মোক্ষ-সুখে উল্লসিত হয়েন না, নারকীয় দুঃখেও ব্যথিত হয়েন না। শ্রীভগবানে পুরুষার্থ-বুদ্ধি থাকায় কেবল তাঁহাতেই অভিনিবেশ থাকে, অন্য সকলে তুচ্ছ-বুদ্ধি সঞ্জাত হয়।] ॥২১॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের পাদসেবার পরমোৎকণ্ঠা দ্বারা মোক্ষের তিরস্কৃতি শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—

হে ঈশ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২২

সর্বাত্মার্পণকারি-ভজনীয়-বিষয়কাভিলাষদ্বারা তামাহ—ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মব্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ২৩ ॥

টীকা চ—রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যম্। অপুনর্ভবং মোক্ষমপি। মদ্বিনা মাং হিত্বান্যন্নেচ্ছসি, অহমেব তস্য প্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ, ইত্যেষা। সার্বভৌমং শ্রীপ্রিয়ব্রতাদীনামিব মহারাজ্যম্। পারমেষ্ঠ্যাদিচতুষ্টয়স্যানুক্রমশ্চাধোঽধোবিবক্ষয়া ন্যূনত্ববিবক্ষয়া চ। তত-

---

"হে ঈশ! যাঁহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবা করেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন পুরুষার্থ দুর্লভ নহে; তথাপি আমি সে সকল প্রার্থনা করিনা; আপনার পদারবিন্দ সেবা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

শ্রীভা, ৩।৪।১৫।২২॥

সর্ব্বাত্ম-সমর্পণকারীর ভজনীয় (শ্রীহরি)-বিষয়ক অভিলাষ দ্বারা মোক্ষ-তিরস্কৃতি—শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমাতে অর্পিতাত্মা পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি, মোক্ষ (অপুনর্ভব) অন্য কিছুই বাঞ্ছা করেন না।" শ্রীভা,

১১।১৪।১৩॥২৩॥

শ্রীধর-স্বামিটীকা—রসাধিপত্য—পাতাল প্রভৃতির প্রভুত্ব। অন্য দূরে থাকুক আমাভিন্ন—আমাকে (শ্রীভগবানকে) ছাড়িয়া মোক্ষও অভিলাষ করেন না, আমি তাঁহার প্রিয়তম। ইতি।

সার্ব্বভৌম—প্রিয়ব্রত প্রভৃতির মত মহারাজ্য। ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম ও রসাধিপত্য—এই চারিটী পর পর উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য—যথাক্রমে সে সকলের অধোভাগে স্থিতি এবং ক্রমশঃ ন্যূনতা

শেচাত্তরোত্তরং কৈমুত্যমপি। যোগসিদ্ধ্যাদিদ্বয়ন্তু সার্বত্রিকমিতি পশ্চাদ্বিন্যস্তম্। অনয়োস্তূত্তরশ্রৈষ্ঠ্যম্ ॥১১।১৪॥ শ্রীভগবান্ ॥২৩॥

তথৈবাহ—ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ২৪ ॥

নাকপৃষ্ঠং ধ্রুবপদম্। অত্র চতুষ্টয়ে পূর্ববৎ ন্যূনত্ববিবক্ষয়া কৈমুত্যম্। ধ্রুবপদস্য শ্রৈষ্ঠ্যং বিষ্ণুপদসন্নিহিতত্বাৎ ॥৬।১১॥ শ্রীবৃত্রঃ ॥২৪ ॥

গাঢ়তৎপ্রপত্তিদ্বারাহুঃ—ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ সার্বভৌমং ন পার-

প্রকাশ করা। তাহাতে উত্তরোত্তর কৈমুত্যও অভিপ্রেত হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মলোক যখন বাঞ্ছা করেন না, তখন ইন্দ্রলোকের কথা আর কি বলিব? ইত্যাদি, যোগসিদ্ধি ও মুক্তি সর্ববত্রই অনভিপ্রেত; এইজন্য শ্লোকের শেষভাগে তদুভয় বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যোগসিদ্ধি হইতে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ ॥২৩॥

শ্রীবৃত্রাসুরও শ্রীভগবানকে সেই প্রকার বলিয়াছেন—"হে নিখিল-সৌভাগ্য-নিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গপৃষ্ঠ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" শ্রীভা, ৬।১১।২৩॥২৪॥

স্বর্গপৃষ্ঠ—ধ্রুবপদ। স্বর্গপৃষ্ঠাদি যে চারি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল স্থানের ন্যূনতা প্রকাশ অভিপ্রেত হইয়াছে। ধ্রুবপদ হইতে ব্রহ্মপদ ন্যূন, তাহা হইতে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ন্যূন ইত্যাদি। বিষ্ণুপদের সন্নিহিত বলিয়া ধ্রুবপদ ব্রহ্মপদ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥২৪॥

গাঢ় ভগবৎপ্রপত্তি (শরণাগতি) দ্বারা মোক্ষতিরস্কৃতির উদাহরণ—নাগপত্নীগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—"আপনার চরণরেণুর

মেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র নাকপৃষ্ঠ্যমপি ন বাঞ্ছন্তি, কিমুত সার্বভৌমম্। পারমেষ্ঠ্যমপি ন বাঞ্ছন্তি, কিমুত রসাধিপত্যমিতি পূর্বার্দ্ধে যোজ্যম্। উত্তরার্দ্ধে বাশব্দেঽপ্যর্থে। পাদরজঃশব্দেন ভক্তিবিশেষজ্ঞাপনয়া গাঢ়প্রপত্তির্জ্ঞাপ্যতে॥ ১০ ॥ ১৬ ॥ নাগপত্ন্যঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ॥ ২৫ ॥

গুণগানদ্বারাহ—তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিমৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ। ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন

শরণাগত ব্যক্তিগণ, স্বর্গপৃষ্ঠ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও বাঞ্ছা করেন না। শ্রীভা, ১০।১৬।৩৩॥২৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—স্বর্গপৃষ্ঠও বাঞ্ছা করেন না, তাহা হইতে তুচ্ছ সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের কথা আর কি বলিব ? ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন না, রসাতলের আধিপত্যের কথা আর কি বলিব ?—শ্লোকের পূর্ববার্দ্ধের এইরূপ যোজনা (অর্থ-সঙ্গতি) করিতে হইবে। শেষার্দ্ধের (অপুনর্ভবং বা) 'বা' শব্দ 'অপি'-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাদরজঃ শব্দদ্বারা ভক্তি-বিশেষ প্রদর্শন করিয়া প্রগাঢ়-শরণাপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ! অর্থাৎ এস্থলে বক্তব্য—শ্রীভগবানের শরণাগতি ; তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশেষ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিলেন, চরণরেণুর শরণাগতি। এইরূপে ভক্তিবিশেষ-সহকৃত শরণাপত্তির কথা বলায় তাহার গাঢ়তা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥২৫॥

শ্রীভগবানের গুণগান দ্বারা মোক্ষ-তিরস্কৃতি—শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্য-বালকগণকে বলিয়াছেন—"আদ্য, অনন্ত তুষ্ট হইলে, কি অলভ্য থাকে ? গুণ-পরিণাম-হেতু দৈববশতঃ বিনাযত্নে যে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়,

সারংজুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥ ২৬ ॥

অগুণেন মোক্ষেণ। সারংজুষাং তন্মাধুর্য্যাস্বাদিনাং সতাম্ ॥ ৭ ॥ ৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদো দৈত্যবালকান্ ॥ ২৬ ॥

গুণশ্রবণদ্বারাহ—বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্বুধঃ কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্। যে নারকানামপি সন্তি দেহিনাং তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ। ন কাময়ে নাথ তদপ্যং ক্বচিন্নয়াত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ। মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ২৭ ॥

সে সকলেই বা আমাদের কি? আর জ্ঞানিগণের বাঞ্ছিত মোক্ষেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? যেহেতু, আমরা ওঁহার চরণযুগলের সার নিষেবন করি এবং সর্ব্বাধিক রূপে তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন করি।" শ্রীভা ৭।৬।২৩॥২৬॥

শ্লোকস্থিত অগুণ—মোক্ষ; যেহেতু, তাহা মায়িক গুণাতীত। সার-নিষেবী চরণযুগলের মাধুর্য্য-আস্বাদনকারী সাধুগণ ॥২৬॥

শ্রীভগবানের গুণ-শ্রবণদ্বারা মোক্ষ-তিরস্কৃতি—শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—"হে বিভো! আপনি আমাকে বর গ্রহণ করিতে কিরূপে আজ্ঞা করিলেন? ব্রহ্মাদি দেবগণ বরদাতা, আপনি তাঁহাদিগেরও ঈশ্বর; আপনার নিকট কি বিজ্ঞ ব্যক্তি দেহাভিমানি-দিগের ভোগ্যবর প্রার্থনা করিতে পারেন? ঐ সকল ভোগ নারকীও পাইয়া থাকে। হে ঈশ! কৈবল্য-পতে! ঐ সকল বরে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! আমি তাহাও—মোক্ষও চাই না। কারণ, উক্ত বর-সমূহে সাধু-পুরুষদিগের হৃদয়-মধ্য হইতে মুখদ্বারা নিঃসৃত আপনার চরণ-কমলের মকরন্দ (যশ শ্রবণ করিবার) পাইবার আশা নাই। যাহাতে সাধুমুখ-নিঃসৃত আপনার যশ প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিতে পারি,

তদপি কৈবল্যমপি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥ পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ২৭ ॥

তদীয়নিজসেবকতাপ্রাপ্তিকামনাদ্বারাহ—যো দুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্। নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্‌সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥২৮॥

য আর্ষভেয়ো ভরতঃ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৮ ॥

লোকপালতামাত্রলক্ষণতৎসেবাভিমানদ্বারাপ্যাহ—প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং

তজ্জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দান করুন, ইহাই আমার বর।" শ্রীভা, ৪।২০।২০—২১॥২৭॥

তাহাও—মোক্ষও ॥২৭॥

শ্রীভগবানের নিজ-সেবকতা-প্রাপ্তি-কামনাদ্বারা মোক্ষ-তিরস্কৃতি—"ঋষভদেবের পুত্র ভরত দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, পত্নী, ধন, জন, এমন কি দেবশ্রেষ্ঠগণের প্রার্থনীয়া লক্ষ্মী—যিনি ভরতের দয়া-লাভের জন্য দীনভাবে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাতে পর্য্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। (ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;) যে সকল মহাপুরুষ মধুসূদনের সেবায় অনুরক্ত-চিত্ত, তাঁহাদের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ। শ্রীভা, ৫।১৪।৪৩ ॥২৮॥

(শ্লোকস্থ) আর্ষভেয়—ঋষভদেবের পুত্র ভরত ॥২৮॥

(সাক্ষাৎসেবার কথা আর কি বলিব?) লোকপালতা-মাত্র-লক্ষণ ভগবৎ-সেবাভিমানদ্বারাও মোক্ষতিরস্কৃতি—ইন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন—"হে পরম! দৈত্যগণ আমাদের যজ্ঞ সকল হরণ করিয়াছিল। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আপনি পুনরায় সে সকল আনয়ন করিয়াছেন। ঐ সকল যজ্ঞভাগ আপনারই বটে; যেহেতু সর্ব্বান্তর্য্যামী আপনিই আমাদের অন্তর্য্যামিরূপে যজ্ঞভোক্তা। অথবা আপনার সেবকবর্গ-আমাদিগকে দৈত্যভয়-মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার নিকটে আনিলেন। হে

স্বদ্গৃহং প্রত্যবোধি। কালগ্রস্তং ক্রিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে মুক্তিস্তেষাং ন হি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥২৯॥

স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ মহেন্দ্রঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ২৯ ॥

অথ কারণেষু মহাভাগবতসঙ্গদ্বারাহ—ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৩০॥

টীকা চ তৎপাদমূলে প্রবিষ্টস্য কৃতান্তভয়াভাবঃ কিয়ানয়ং লাভঃ, যাবতা তদ্ভক্তসঙ্গ এব সকলপুরুষার্থশ্রেণি শিরসি নরীনর্ত্তীত্যাদি ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥ শ্রীরুদ্রঃ প্রেচতসঃ ॥ ৩০ ॥

নাথ! আমাদের হৃদয়-কমল আপনার গৃহস্বরূপ। তাহা এতদিন দৈত্যাক্রান্ত ছিল—ভয়হেতু সর্ব্বদা দৈত্যগণ স্মৃতিপথে উদিত হইত। এখন সেই ভয় দূর করিয়া আপনি উহাকে বিকশিত করিলেন। (আপনার সেবক-আমাদিকে পুনর্ব্বার নিকটে রাখিলেন, আর আমাদের হৃদয় হইতে দৈত্যভয় দূর করিলেন—এই দুইটীই আমাদের পরমোপকার) হে নরসিংহ! কালগ্রস্ত—কালক্রমে ধ্বংস-শীল ত্রৈলোক্য-ঐশ্বর্য্যদান অকিঞ্চিৎকর। যাহারা আপনার সেবা করেন, তাঁহারা মুক্তিকেও বহু মনে করেন না, অপর পদার্থের কথা আর কি বলিব?” শ্রীভা, ৭।৮।৩৯॥২৯॥

ভক্তির কারণ-সমূহ-মধ্যে মহাভাগতসঙ্গদ্বারা মোক্ষতিরস্কৃতি—শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—“ভগবৎসঙ্গীর ক্ষণার্দ্ধসঙ্গের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষকে তুল্য গণনা করা যায় না, মরণ-ধর্ম্মশীল মানবগণের রাজ্যাদি-সম্পত্তির কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ সে সকল অতি তুচ্ছ; এস্থলে সে সকলের কথাও তোলা যায় না।” শ্রীভা, ৪।২৪।৫৪॥৩০॥

শ্রীস্বামি-টীকা—যখন ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই সকল-পুরুষার্থ-শ্রেণীর মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করিতেছে, তখন ভগবৎ-পাদমূলে প্রবিষ্ট ব্যক্তির যমভয়াভাবে বেশী লাভের কথা আর কি আছে? ৩০॥

তথৈবাহঃ—যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। তাবদ্ভগবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে। তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গীত্যাদি ॥ ৩১ ॥

তদ্বহির্মুখতাপ্রাপ্ত্যাশঙ্কয়া তৎপরিহারকারণং প্রার্থয়ন্তে, যাবদিতি। নৈতাবত্ত্বং তৎসঙ্গস্য কিন্ত্বপারমহিমত্বমেবেত্যাহুঃ, তুলয়ামেবেতি। অতো যাবদিত্যাদিকং প্রেম্ণৈব ভগবচ্চরণসামীপ্যপ্রাপ্ত্যাশয়োক্তং, ন সামীপ্যাদিমুক্তিসম্পত্ত্যাশয়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪॥৩০॥ প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥৩১॥

প্রচেতাগণ শ্রীমদষ্টভুজ-পুরুষকে (শ্রীভগবানকে) সেই প্রকার বলিয়াছেন—"যাবৎ আমরা তোমার মায়ায় স্পৃষ্ট হইয়া কর্ম্মসমূহ দ্বারা সংসারে ভ্রমণ করি, তাবৎ যেন জন্মে জন্মে তোমার সঙ্গিগণের সঙ্গ লাভ করিতে পারি।"

ভগবৎসঙ্গীর লব (লেশ) মাত্র সঙ্গের সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা করি না, ইহাতে মানবগণের অন্যান্য সম্পদের কথা আর কি বলিব ? (সে সকল অতি তুচ্ছ।)" ৪।৩০।৩৩॥৩১॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-প্রাপ্তির আশঙ্কায় (প্রথম শ্লোকের) বহির্ম্মুখতা-পরিহারের কারণ (—উপায় যাহা, তাহা) প্রার্থনা করিলেন। বহির্ম্মুখতা পরিহার পর্য্যন্তই ভক্তসঙ্গের ফল নহে, পরন্তু ইহার অনন্ত মহিমা ; দ্বিতীয় শ্লোকে সেই মহিমার কথা বলিয়াছেন। অতএব প্রেমবশতঃ ভগবচ্চরণ-সামীপ্য-প্রাপ্ত্যভিপ্রায়েই যাবৎ ইত্যাদি বলিয়াছেন, সামীপ্য-মুক্ত্যভিলাষে বলেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—যাবৎ সংসারে ভ্রমণ করেন, তাবৎ ভক্তসঙ্গ প্রার্থনা করায়, কেহ মনে করিতে পারেন, সামীপ্য-মুক্তিই প্রচেতাগণের অভিপ্রেতা,—ভক্ত সঙ্গ করিতে করিতে পরিশেষে সামীপ্য লাভ

অন্যত্রাপীদৃশোঽর্থো দৃশ্যতে। তত্র তচ্ছাস্ত্রস্য পরমফলত্বে যথা মাধ্বভাষ্যধৃতং বৃহত্তন্ত্রম্—যথা শ্রীর্নিত্যমুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা। উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো হরের্ভবেদিতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ—ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধির্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ। বিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা। হরেরুপাসনা চাত্র সদৈব সুখরূপিণা। ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র সা যত

করিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন;—এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তি তাঁহাদের বাঞ্ছিতা নহে। প্রেম বশতঃ প্রিয়তম শ্রীভগবানের সান্নিধ্য-প্রাপ্তি তাঁহাদের অভিলষণীয়া] ॥৩১॥

মুক্ত পুরুষের হরি-ভজন।

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য গ্রন্থেও এই প্রকার অর্থ (প্রেম বশতঃ মুক্ত পুরুষের ভগবদ্ভজন) দেখা যায়। সেই অর্থে অন্য শাস্ত্রের পরম-ফলরূপে ভক্তির উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত, মাধ্বভাষ্যধৃত বৃহত্তন্ত্র যথা,—লক্ষ্মী নিত্যমুক্তা, তাঁহার নিখিল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তিনি যেমন সতত বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, হরির অন্য ভক্তগণও সেরূপ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যমুক্ত পার্ষদ এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বমনোরথ হইলেও কেবল প্রেমবশতঃ শ্রীহরি-সেবা করেন।" (১)

মাধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-বচন—"মুক্তগণের কদাচিৎ হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং হ্রাসবৃদ্ধির কারণাভাব হইতেও তাহা অনুমিত হয়। পরন্তু মুক্তাবস্থায় হরির উপাসনা সুখ-রূপিণী। তাহা (উপাসনা) সাধন-ভূতা নহে, যেহেতু এস্থলে তাহা সিদ্ধি।" (২)

(১) বেদান্তদর্শন ৩।৩।৪১ সূত্রের মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।
(২) বেদান্তদর্শন ৪।৪।২১ সূত্রের মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ইতি। তদুত্থাপিতা সৌপর্ণশ্রুতিশ্চ—সর্ব্বদৈতমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তির্মুক্তা অপি হ্যেতমুপাসতে ইতি। তদীয়ভারততাৎপর্য্যে চ শ্রুত্যন্তরাভিধানম্—মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণীতি। এব এবার্থঃ, শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়েঽপি দৃশ্যতে, যথা—এবং দীক্ষাঙ্কুরেদ্যস্তু পুরুষো বীতকল্মষঃ। স লোকে বর্ত্তমানোঽপি জীবন্মুক্তঃ প্রমোদতে। উদিতাকৃতিরানন্দঃ সর্ব্বত্র সমদর্শকঃ। পূর্ণাহন্তাময়ী সাক্ষাদ্ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা॥ অন্যত্র হানোপাদানবুদ্ধিরহিতত্বাৎ সমদর্শিত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র মুনয় উচুঃ—কথং ভক্তির্ভবেৎ প্রেম্না জীবন্মুক্তস্য নারদ। জীবন্মুক্তশরীরাণাং

মাধ্বভাষ্যধৃত সৌপর্ণ-শ্রুতিও তাহা প্রকাশ করিতেছেন—"সর্ব্বদা ইহার উপাসনা করিবে, যাবৎ মুক্তিলাভ হয়, তাবৎ উপাসনা করিবে; মুক্ত পুরুষেরাও উপাসনা করেন।" (১)

শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভারত-তাৎপর্য্যে অন্য শ্রুতির স্পষ্টোক্তি—"ভক্তি মুক্তগণেরও পরমানন্দরূপিণী।"

এই অর্থ শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রেও দেখা যায়, যথা—"যে নিষ্পাপ পুরুষ এই প্রকার দীক্ষাচরণ করে, সে এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করে। সে ব্যক্তি দিব্যরূপ, সুখী এবং সর্ব্বত্র সমদর্শক হয়। তাহার পূর্ণ অহন্তাময়ী প্রেমলক্ষণা সাক্ষাদ্ভক্তির উদয় হয়।"

অন্যবস্তুতে হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধি থাকেনা বলিয়া সে ব্যক্তি সমদর্শক।

এস্থলে মুনিগণ বলিয়াছেন—"হে নারদ! মুক্তপুরুষের প্রেমভক্তি (২) কিরূপে হয়? যেহেতু জীবন্মুক্ত পুরুষের চিৎসত্তা; তাহাদের

---

(১) বেদান্তদর্শন ৪।১।১২ সূত্রের মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(২) মূলের প্রেম্নাপদে প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া। তাহাতে অর্থ হইতেছে প্রেমাভিন্ন ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি।

চিৎসত্তানিঃস্পৃহা যতঃ। বিরক্তেঃ কারণং ভক্তিঃ সা তু মুক্তেস্তু সাধনম্। নারদ উবাচ—ভদ্রমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ মুক্তিস্তুর্য্যা পরাৎপরা। নিরহং যত্র চিৎসত্তা তুর্য্যা সা মুক্তিরুচ্যতে। পূর্ণাহন্তামযী ভক্তিস্তুর্য্যাতীতা নিগদ্যতে। কৃষ্ণধামময়ং ব্রহ্ম ক্বচিৎ কুত্রাপি

কোন স্পৃহা থাকেনা। ভক্তি বিরক্তির কারণ, তাহা কিন্তু মুক্তির সাধন।”

তদুত্তরে নারদ বলিয়াছেন—“আপনারা উত্তম কহিয়াছেন; পুরাষার্থ-সমূহের মধ্যে তুর্য্যা মুক্তি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা। যাহাতে চিত্তসত্তা অহং (মায়িকগুণময় অভিমান) বর্জ্জিত হয়, তাহাকে তুর্য্যা মুক্তি বলে। পূর্ণ অহন্তাময়ী ভক্তি তুর্য্যাতীতা বলিয়া কথিতা হয়েন।

কৃষ্ণধাম (জ্যোতিঃ) ময় ব্রহ্ম ক্বচিৎ কোনস্থানে প্রকাশ পায়। নির্বীজেন্দ্রিয়-গত আত্মাস্থ কেবল ও সুখ। আর, কৃষ্ণ পরিপূর্ণাত্মা, সর্ব্বত্র সুখরূপ (মূর্ত্তিমানসুখ)। ভক্তিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দর্শন করা যায়। ইতি।”

[**বিবৃতি**—জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহস্থিতি পূর্ব্বে নিশ্চিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল তাঁহাদের চিৎসত্তার কথা বলিবার তাৎপর্য্য—দেহ থাকিলেও দেহাভিনিবেশ থাকেনা, অভিনিবেশ থাকে চিৎসত্তা—আত্মায়, এইজন্য তাঁহাদের চিৎসত্তা বলা হইয়াছে। যাবৎ কোন বাসনালেশ থাকে, তাবৎ মুক্তির সম্ভাবনা নাই; এইজন্য জীবন্মুক্ত নিস্পৃহ। যাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, এমন জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রেমভক্তি লাভ হয় কিরূপে? আকাঙ্ক্ষা থাকিলেইত বাঞ্ছিত বস্তু পাওয়া যায়।—মুনিগণের এই একটী প্রশ্ন। তাঁহাদের সন্দেহ, ভক্তি হইতে বিষয়-বৈরাগ্য এবং অন্যত্র বিরক্তি না জন্মিলে মুক্তি অসম্ভব; এই ভক্তি মুক্তির সাধন। সাধ্য-মুক্তি হইতে সাধন-ভক্তির আবির্ভাব ঘটে কিরূপে?

দেবর্ষি নারদ উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাদের প্রশ্নকে

ভাসতে। নির্বীজেন্দ্রিয়গং তত্ত্ব আত্মস্থং কেবলং সুখম্।
কৃষ্ণস্তু পরিপূর্ণাত্মা সর্বত্র সুখরূপকঃ। ভক্তিবৃত্তিকৃতাভ্যাসাত্তৎ-

অভিনন্দিত করিলেন। তারপর বলিলেন—জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়েই মায়িক অভিমান বর্ত্তমান থাকে। মুক্তি মায়িক অভিমান-বিরহিতা, উক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীতা, এইজন্য তাহাকে তুর্য্যা—চতুর্থী বলা হইয়াছে। মুক্তি ধর্ম্মাদি-পুরুষার্থ হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরাৎপরা—শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। মায়িকাভিমান থাকেনা, শুদ্ধ-জীবস্বরূপের অনুভূতি থাকে, এইজন্য মুক্তিতে নিরহং চিৎসত্তা বলা হইয়াছে। মুক্তজীব শুদ্ধ-চিৎসত্তামাত্রে অবস্থান করেন, আর প্রেম-ভক্তিসম্পন্ন-পুরুষ চিন্ময়-পার্ষদদেহে বিরাজ করেন। তখন শ্রীহরিদাস-অভিমান—'দাসভূতোহরেরেব'—যেমন জীব, ঠিক তেমন অভিমান প্রাপ্ত হয় বলিয়া, প্রেমভক্তিকে পূর্ণ অহন্তাময়ী বলিয়াছেন। স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ-বর্জ্জনের পর শুদ্ধ-স্বরূপ জীবের পার্ষদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া, মুক্তির পর ভক্তি লাভ সঙ্গত হইল। এই ভক্তি ভগবৎ-সেবারূপা (ইতঃপূর্ব্বে পাদটীকায় তাহা দেখান হইয়াছে।) বদ্ধজীব সেবা-রূপা-ভক্তি লাভ করিতে পারে না, মুক্তজীব পার্ষদদেহে সেই সেবা প্রাপ্ত হয়েন। চিৎসত্তামাত্রাবলম্বন-রূপা মুক্তি—ব্রহ্ম-সাজুয্য। তাদৃশ মুক্ত্যধিকারী জীবন্মুক্তের কথাই এস্থলে বলা হই-য়াছে। কারণ, অতঃপর শ্রীনারদ ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে মুক্তি আর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তি—মুক্তি ও ভক্তির এই প্রকার পার্থক্য অভিপ্রেত হইয়াছে।

ব্রহ্ম—কৃষ্ণধামময় (১), ধাম—জ্যোতিঃ; শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডল-স্থানীয়,

(১) যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।

 [পরপৃষ্ঠা]

ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিস্বরূপ। (১) ব্রহ্মের প্রকাশ সর্ব্বত্র নহে, বৈকুণ্ঠের বাহিরে প্রকৃতির পরপারে ব্রহ্মধাম বিরাজমান। (২) সেই ব্রহ্ম

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৪০

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি, তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥

শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ২পঃ।

(১) দ্বয়োরেকরূপত্বেঽপি বিশিষ্টতয়া আবির্ভাবাৎ গোবিন্দস্য ধর্ম্মিরূপত্বম-বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ ব্রহ্মণোধর্ম্মরূপত্বং, ততঃ পূর্ব্বস্য মণ্ডলস্থানীয়ত্বমিতিভাবঃ।

—ব্রহ্মসংহিতা টীকা।

গোবিন্দ ও ব্রহ্ম একরূপ (পরমানন্দ) হইলেও বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া শ্রীগোবিন্দের ধর্ম্মিরূপত্ব, আর নির্ব্বিশেষাবির্ভাব-হেতু ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপত্ব, তাহা হইতে পূর্ব্ব—শ্রীগোবিন্দের মণ্ডলস্থানীয়ত্ব জানা যাইতেছে।

(২) বৈকুণ্ঠের বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার, প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাঁহা, নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

শ্রীচৈঃ চৈঃ, আদি ৫ম পঃ।

নির্বীজ-ইন্দ্রিয়গ। ইন্দ্রিয়—জ্ঞান-সাধন। তাহার বীজ—কারণ, মায়ার রজঃ ও সত্ত্বগুণ। (১) তাহা হইলে নির্বীজ-ইন্দ্রিয়-শব্দের অর্থ হইতেছে গুণাতীত ইন্দ্রিয়—জ্ঞানলাভের উপায়। এখন, গুণাতীত ইন্দ্রিয় কি তাহা বুঝা দরকার। মুনিগণ মুক্ত-পুরুষদের চিৎসত্তা-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সত্তাতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নাই। তাহা হইলে তাঁহাদের স্বরূপস্থিত জ্ঞানাশ্রয়তা-গুণই (২) ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন; স্বরূপ-মাত্রাবশেষ জীব যদ্দ্বারা নিজ স্বরূপানুভব করে, সেই স্বরূপসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-শক্তিদ্বারাই ব্রহ্মানুভবও লাভ করেন, তাহাই নির্বীজ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভের গুণাতীত উপায়। ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর; জীবের স্বরূপসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-শক্তিদ্বারাই মুক্ত-পুরুষেরা তদীয় অনুভব লাভ করেন।

ব্রহ্ম—আত্মস্থ,—নিজস্বভাবে বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ যেমন ভক্তবাৎসল্যাদি গুণযোগে বিবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়াছেন এবং নানাপ্রকার লীলা প্রকাশ করিতেছেন, ব্রহ্মে তাদৃশ কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নাই, সর্ব্বদা স্বরূপমাত্রে বিরাজ করিতেছেন।

কেবল সুখ—সুখের সত্তামাত্র। শ্রীকৃষ্ণপরিপূর্ণাত্মা—স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ বিগ্রহ। ব্রহ্ম কেবল-সুখ। শ্রীকৃষ্ণ সুখরূপ,—আনন্দমূর্ত্তি। সে রূপের কোনকালে কোথাও ব্যভিচার নাই।

ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণে যে তারতম্য দেখান হইল, তদ্দ্বারা মুক্তপুরুষ কি প্রকারে ভক্তিলাভ করেন, তাহা জানা গেল। ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য ইহার স্পষ্ট প্রমাণ—

(১) রজোগুণ হইতে দশেন্দ্রিয়, সত্ত্বগুণ হইতে অন্তরিন্দ্রিয় মন উৎপন্ন।

(২) জীবের স্বরূপধর্ম্ম-সমূহের বৃত্তান্ত ৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষণাদ্গোচরীকৃত ইতি। তাদৃগর্থত্বেনৈবাদ্বৈতবাদগুরুভিরপি সম্মতা শ্রীনৃসিংহতাপনী চ—যং বৈ সর্বে বেদা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। যথা মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথম্ভূতগুণোহরিঃ॥

শ্রীভা, ১৷৭৷১০

"অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, আত্মারামমুনিগণ উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; এমনই হরির গুণ।"]

অনুবাদ—মুক্ত-পুরুষও ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া মুক্তি হইতে যে ভক্তি গরীয়সী—অদ্বৈতবাদের উপদেষ্টা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও শ্রীনৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহ-তাপনীর উক্তি—"যাঁহাকে সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু (মোক্ষাভিলাষী) ও ব্রহ্মবাদিগণ নমস্কার করেন।" ২৷৫৷১৬ ইহার শাঙ্করভাষ্য—"যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য পাইয়াছেন, এমন মুক্তজীবও ভক্তির কৃপায় দেহ পাইয়া ভগবানকে ভজন করেন।" (১)

---

(১) ৺মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত নৃসিংহ-তাপনী ভাষ্যের পাঠ—"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তীত্যনুসঙ্গঃ।"

শ্রুতির "আনমন্তি" পদের অর্থ ভজন্তে না হইয়া "নমন্তি" হওয়াই সমীচীন। বিশেষতঃ ইহা—

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥

এই অনুষ্টুপ নৃসিংহ-মন্ত্রের 'নমামি' পদের অর্থ, তাহাতেও 'নমন্তি' অর্থই পোষিত হইতেছে।

ইহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে, শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে; তাঁহার মত মহাপুরুষের এইরূপ

ভজন্ত ইতি হি তদ্ভাষ্যম্। ব্রহ্মণা বদিতং স্থিরীভবিতুং শীল-মেষামিতি ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা ইতি। বদ স্থৈর্য্যে ইতি স্মরণাৎ। শ্রীগীতোপনিষদশ্চ—তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যত

তারপর, শ্রুতির ব্রহ্মবাদিপদের আচার্য্য-কৃত "মুক্ত" অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইল, তাহা দেখাইতেছেন—ইহারা ব্রহ্মকর্ত্তৃক স্থিরীভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এইজন্য ব্রহ্মবাদী—মুক্ত। যেহেতু, বদ-ধাতুর স্থৈর্য্য অর্থ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। [এখানে স্মৃতি-অর্থে পাণিনি-ব্যাকরণ। ঋষিকৃত শাস্ত্রকে স্মৃতি বলে।]

শ্রীগীতোপনিষদও তাহা (মুক্তপুরুষের ভগবদ্ভক্তির কথা) প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ-ভক্তমধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ জ্ঞানী উৎকৃষ্ট।"৭।১৭

[**বিবৃতি**—জ্ঞানীপদের শ্রীস্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন—আত্মবিৎ; শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অর্থ—"বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ।" এই উভয় অর্থ হইতে জ্ঞানীপদে জীবন্মুক্ত বুঝাইতেছে। শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ দৃষ্টান্তস্বরূপে লিখিয়াছেন—"শুকাদিঃ।" সুতরাং জ্ঞানী—জীবন্মুক্ত, এই অর্থ সমী-

---

প্রবৃত্তি হইতে পারেনা। বিশেষতঃ ইহাতে কোন ইষ্টাপত্তি নাই, যে নিমিত্ত তাদৃশ পাঠ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। ভজন-বিষয়ক প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হইলে, নমস্তি পদে বন্দনাঙ্গভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। সুতরাং "ভজন্তি" পাঠ যে শ্রীমজ্জীব-গোস্বামীর কল্পিত নহে, ইহা নিশ্চিত। প্রাচীনকালে লিপিকর-প্রমাদে বহু গ্রন্থেই পাঠান্তর যোজিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী যে গ্রন্থ হইতে ভাষ্যোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত পাঠই লিপিবদ্ধ ছিল।

আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আকর গ্রন্থ হইতে 'ভগবন্তং ভজন্তে' পাঠ পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, কৃপা করিয়া জানাইলে, যদি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়,তবে তখন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করা যাইবে।

ইতি। অথ তস্যাঃ পরমভগবদনুগ্রহপ্রাপ্যত্বে নারদপঞ্চরাত্রীয়-জিতন্তেস্তোত্রং যথা—মোক্ষসালোক্যসারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর। ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রতেতি। পুরুষার্থান্তর-তিরস্কারে হয়শীর্ষীয়শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবঃ—ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর। প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে। পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ। ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্। যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশ-

---

চীন হইতেছে। শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জ্ঞানিগণের দেহাদ্যাভিমানের অভাবহেতু চিত্ত-বিক্ষেপের অভাব-নিবন্ধন, তাঁহাদের নিত্য-যুক্তত্ব ও একান্ত-ভক্তত্ব সম্ভব হইতেছে। এই ব্যাখ্যানুসারে জ্ঞানীপদে মুক্তজীব অর্থ হওয়া অসঙ্গত নহে, ইহা বোধগম্য হইতেছে। তাহা হইলে, মুক্তপুরুষও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রমাণেও সিদ্ধ হইল, এই সকল প্রমাণ হইতে—মুক্তি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত হইল।]

অনুবাদ—অনন্তর, ভক্তি যে শ্রীভগবানের অত্যন্ত কৃপায় লাভ করা যায়, তাহার প্রমাণ নারদপঞ্চরাত্রীয় জিতন্তে-স্তোত্র—"হে ধরাধর! সালোক্য, সারূপ্য প্রভৃতি মোক্ষ প্রার্থনা করি না; হে মহাভাগ! হে সুব্রত! আপনার কারুণ্য বাঞ্ছা করি।"

অন্য পুরুষার্থ তিরস্কার বিষয়ে হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের শ্রীনারায়ণ-ব্যূহ-স্তব—হে বরদেশ্বর! তোমার চরণকমলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রার্থনা করি না, সর্ব্বতোভাবে দাস্যই কামনা করি। বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই, ভক্তি-বর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রহ্লাদকে আমি নমস্কার করি। স্বচ্ছন্দরূপে

ৱ্রথেস্তু যঃ। নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নম ইতি। পুনর্জিতন্তেস্তোত্রঞ্চ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। তৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মমেতি। ন চ তাদৃশভগবৎ-প্রীত্যা তত্তৎপুরুষার্থতিরস্কারোঽদ্ভুত ইব। যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইতি ভক্তি-স্বাভাবিকভূতকারুণ্যগুণেনাপ্যসৌ শ্রূয়তে। যথাহ—ন কাম-য়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা। আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাপ্ত হইলেও যিনি দশরথ-নন্দন বিষ্ণু হইতে দাস্য ভিন্ন মোক্ষ অভিলাষ করেন নাই, সেই হনুমানকে নমস্কার করি।"

আবার জিতন্তেস্তোত্র—"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমার কথনও ইচ্ছা নাই; তোমার চরণের অধোভাগে আমার জীবাতু দান কর।"

তাদৃশ ভগবৎপ্রীতিদ্বারা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ পুরুষার্থের তিরস্কার কোন অদ্ভুত ব্যাপারের মত নহে; কারণ, "যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত শ্রীভগবানাদি দেবগণ তাঁহাতে বশীভূত হইয়া অবস্থান করেন।" শ্রীভা, ৫।১৮।১২

[সুতরাং নিখিলসদ্গুণশালী ভক্তের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি পুরু-ষার্থের অনাদর অসম্ভব নহে। ভক্তগণ ভগবদ্দত্তগুণে অত্যন্ত উদার হয়েন। অতএব] ভক্তির স্বভাব-সম্ভূত যে জীবে-দয়াগুণ, তদ্দ্বারাও মোক্ষ-তিরস্কৃতি শুনা যায়—যথা—রন্তিদেব বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরের নিকট অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত গতি কিম্বা মুক্তি কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই—আমি যেন মায়ামুগ্ধ জীবগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমস্ত দেহীর দুঃখপ্রাপ্ত হই, যাহাতে সকলের দুঃখ দূরীভূত হইবে।" শ্রীভা, ৯।২১।১৮॥৩২॥

স্পষ্টম্। ন চাত্র যথা দয়াবীরস্যাস্য দয়ামাত্রেণান্য-পরিত্যাগো ন তু সারাসারত্বজ্ঞানেন, তথা উপস্থিতমহার্থপরিত্যাগি-ত্বাদ্দানবীরাণাং তেষামপি ভগবৎপ্রীতিজেনোৎসাহমাত্রেণেত্যা-শঙ্ক্যম্। সর্বতত্ত্বানুভবিনাং পরমার্থৈকনিষ্ঠাগ্রহাণাং শ্রীশুক-দেবাদীনামপি তত্রোদাহৃতত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেব ভগবৎপ্রীতেঃ সর্বস্মাদপ্যপবর্গাদুপাদেয়ত্বম্ ॥ ৯ ॥ ২১ ॥ রন্তিদেবঃ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ—এই শ্লোকে যেমন দয়াবীর রন্তিদেব কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই অন্য সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সারা-সারত্ব বিচার করিয়া নহে,তেমন উপস্থিত-পুরুষার্থ-পরিত্যাগহেতু দানবীর ভক্তগণেরও ভগবৎপ্রীতিজনিত উৎসাহ মাত্রেই মোক্ষেরপ্রতি উপেক্ষা—এই আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বতত্ত্বানুভব-নিপুণ পার-মার্থিক-নিষ্ঠাসম্পন্ন (১) শ্রীশুকদেব প্রভৃতিরও তাহাতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

[যদি অল্পজ্ঞ বা পারমার্থিক-নিষ্ঠাবিহীন ব্যক্তিগণের মুখে মোক্ষের তিরস্কার শুনা যাইত তাহা হইলে, উহা অজ্ঞের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা যাইত, অথবা মোহগ্রস্ত বিষয়ীর মোক্ষে অনাদরের মত ঐ তিরস্কার তিরস্কর্ত্তার দোষের বিষয়ই হইত। তাদৃশ শ্রীশুকদেবাদি তিরস্কর্ত্তা বলিয়া উহা অমূলক নহে, উহার দৃঢ় ভিত্তি আছে।] সুতরাং সমুদয় মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৩২॥

---

(১) মূলে যে পারমার্থিক-নিষ্ঠাগ্রহ পদ আছে তাহার অর্থ—পারমার্থিক নিষ্ঠায় যাহাদের আগ্রহ আছে তাহারা, অথবা পারমার্থিক নিষ্ঠা, গ্রহ যাহাদের অর্থাৎ গ্রহপ্রাপ্ত পুরুষ যেমন তাহার বশীভূত হয়, সেইরূপ যাঁহারা পারমার্থিক নিষ্ঠার বশীভূত, অন্য বস্তুতে তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। সর্ব্বতত্ত্বা-নুভবী ও পরমার্থৈক-নিষ্ঠাগ্রহ ব্যক্তিগণ অবিচারে কোন কার্য্য করেন না। তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য বিচার-সঙ্গত।

অত এবান্যেষামপি বৈদিকানাং সাধনানাং সৈব মুখ্যং ফলমিতি নির্দিশতি—পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈ র্যোগৈঃ সমাধিনা। রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকা চ—ন চ মৎপ্রীতেরপ্যধিকং কিঞ্চিদস্তি ইত্যাহুঃ, পূর্ত্তাদিভীরাদ্ধং সিদ্ধং যৎ নিঃশ্রেয়সং ফলং, তৎ মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতমিত্যেষা। অন্যত্তু ফলমতত্ত্ববিদাং মতমিতি ভাবঃ। তত্র তেষাং সাধনত্বঞ্চ ভক্তিদ্বারেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং কথং

অতএব অন্যান্য বৈদিক-সাধনেরও ভগবৎপ্রীতিই মুখ্যফল – ইহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীগর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—"পূর্ত্ত (জলাশয়-খননাদি), তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধিদ্বারা যে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহা আমাতে প্রীতি (ভগবৎপ্রীতি);—ইহা তত্ত্ববিদ্-গণের মত।" শ্রীভা, ৩।৯।৪০॥৩৩॥

শ্রীস্বামি-টীকা—আমার প্রীতি হইতে অধিক আর কিছু নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, পূর্ত্তাদির যে নিঃশ্রেয়স—ফল, তাহা মদ্বিষ-য়িণী প্রীতি, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের মত—ইতি। অন্য যে সকল ফল (স্বর্গাদি) সিদ্ধির কথা আছে, সে সকল অতত্ত্বজ্ঞদিগের সম্মত—ইহাই তাৎপর্য্য। তাহাতে পূর্ত্তাদির ভক্তি দ্বারাই সাধনত্ব বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—সাধন-ভক্তি দ্বারা প্রেম-ভক্তির আবির্ভাব সম্ভব। পূর্ত্তাদি কর্ম্ম এবং যোগের ফল ভগবৎপ্রীতি—একথা বলায় কেহ মনে করিতে পারেন, কর্ম্মাদিও ভক্তির সাধন। তাহা নহে। কর্ম্মাদি যদি ভক্তির সাহচর্য্য লাভ করে, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রীতির আবি-র্ভাব-সাধনে সমর্থ হয়। সে সকল সাধনের অবলম্বন-রূপা ভক্তি দ্বারা প্রেম সাধ্য হয়েন—প্রেমের আবির্ভাব হয়।]

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণের মত কেন এইরূপ, পরবর্ত্তী শ্লোকে

তত্ত্ববিদাং মতং তত্রাহ—অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি। অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদি র্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আত্মনাং রশ্মিস্থানীয়ানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা মণ্ডলস্থানীয়ঃ পরমাত্মাহম্। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনামিতি চ বক্ষ্যতে। অতঃ প্রেয়সামাত্মনামপি প্রেষ্ঠঃ সন্ নিরবদ্যঃ। যেষামাত্মনাং কৃতে দেহাদিরর্থোহপি প্রিয়ো ভবতি। কুর্য্যাৎ সর্ব এব কর্ত্তুমর্হতীত্যর্থঃ। ততো মদজ্ঞানদোষেণৈব ন করোতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ ৯॥ শ্রীগর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণম্ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অতএব শুদ্ধপ্রীতিমত এব সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—রজোভিঃ

তাহা বলিয়াছেন—"হে বিধাতঃ! আমি আত্মাসমূহের আত্মা—অতি প্রিয়। যাহাদের জন্য দেহাদি প্রিয় হইয়া থাকে, সে সকলের মধ্যে আমি প্রিয়তম। অতএব আমার প্রতি রতি কর্ত্তব্য।"

শ্রীভা,৩।৯।৪১।৩৯॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আত্মা-সমূহের রশ্মি (সূর্য্যরশ্মি)-স্থানীয় শুদ্ধ জীবগণেরও আত্মা—মণ্ডল (সূর্য্যমণ্ডল)-স্থানীয় পরমাত্মা আমি। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—"তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলিয়া জান।" (শ্রীভা, ১০।১৪।৫৩)

এই বাক্য-প্রমাণে আত্মা-শব্দের পরমাত্মা অর্থ সঙ্গত হইতেছে। অতএব অতিপ্রিয় আত্মা (জীবাত্মা)-সমূহের প্রিয়তম হইয়া পরমাত্মা নিরবদ্য—নির্দ্দোষ। সেই আত্মা-সমূহের জন্যই দেহাদি বস্তুও প্রিয় হয়। "আমার প্রতি রতি কর্ত্তব্য"—ইহার অভিপ্রায়, আমি নিরবদ্য প্রিয় বলিয়া সকলে আমাকে ভালবাসিতে পারে, কেবল আমার সম্বন্ধে অজ্ঞতা-দোষ থাকায় তাহা করিতে পারে না ॥৩৪॥

প্রীতিমানের শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব—অপবর্গসমূহের মধ্যে প্রীতির পরমোৎকর্ষ হেতু, শুদ্ধ-

সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ। প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ৩৫॥

শ্রেয়ঃ পরলোকসুখসাধনং ধর্ম্মাদি। মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবতি। জীবন্মুক্তস্য চ যস্য ভগবদাদ্যপরাধো দৈবান্ন স্যাৎ স এব সিধ্যতি তল্লক্ষণামন্তিমাং মুক্তিং প্রাপ্নোতি। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ। জীব-

---

প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছেন—"পৃথিবীর রজঃ অর্থাৎ পরমাণুর মত জীবের সংখ্যা অসংখ্য। তন্মধ্যে মনুষ্যাদি অল্প কতিপয় জীব শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধে চেষ্টা করে।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহাদের মধ্যেও অল্প ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী হয়েন। সহস্র সহস্র মোক্ষাভিলাষীর মধ্যে কেহ মুক্তিলাভ করেন এবং সিদ্ধ হয়েন।

হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধ মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি দুর্ল্লভ।" শ্রীভা, ৬।১৪।৩-৪॥৩৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—শ্রেয়ঃ—পরলোকের সুখ-সাধন ধর্ম্ম প্রভৃতি। মুক্তি—জীবন্মুক্তি। যে জীবন্মুক্তের শ্রীভগবান্ প্রভৃতির কাছে অপরাধ দৈবাৎ না ঘটে, তিনিই সিদ্ধ হয়েন অর্থাৎ সালোক্যাদি-লক্ষণবিশিষ্টা অন্তিমা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত অপরাধে জীবন্মুক্তও অধোগতি লাভ করে, তাহা ভক্তি-সন্দর্ভে প্রদর্শিত নিম্নলিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়। দেবতা ও ঋষিগণ দেবকী-গর্ভস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"অতিকষ্টে জীবন্মুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়া

স্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ। নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ইত্যাদিভক্তিসন্দর্ভ-দর্শিতপ্রমাণেভ্যঃ। তত্র জীবন্মুক্তানাং সিদ্ধমুক্তানাঞ্চ যাঃ কোটয়স্তাস্বপি নায়ং সুখাপো ভগবান্ ইত্যাদিঃ। মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যত্র চ নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্লভ এব; যতঃ স এব প্রশান্তাত্মা প্রকৃষ্টভগবত্তত্ত্বনিষ্ঠাবরিষ্ঠ ইত্যর্থঃ; শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবতা স্বয়ং ব্যাখ্যাতত্বাৎ ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥ রাজা শ্রীশুকম্ ॥৩৫॥

যাহারা আপনার চরণ অনাদর করে, তাহাদের অধোগতি হয়।” (শ্রীভা, ১০।২।২৬) [বাসনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট বচন] “যদি অচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত আবার সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়।” [রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তর-বচন] “জগদীশ্বরের গমন-সময়ে যে ব্যক্তি অনুগমন না করে, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার কর্ম্ম-সমূহ দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্ম-রাক্ষস হয়।”

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্তিলাভ করে, তাহাতে জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধ মুক্তগণের যে কোটি সংখ্যা, তন্মধ্যেও “এই গোপিকা-সুত ভগবান্ সুখলভ্য নহেন” (শ্রীভা, ১০।৯।১৬), এবং “মুক্তি দান করেন, কখন ভক্তিযোগ দেন না” (শ্রীভা, ৫।৬।১৮)—এই বাক্যদ্বয়-প্রমাণে নারায়ণ-পরায়ণ পরম দুর্ল্লভই বটেন। যেহেতু, তিনিই প্রশান্তাত্মা—নিরতিশয় ভগবত্তত্ত্ব-নিষ্ঠাদ্বারা শ্রেষ্ঠ। [প্রশান্তাত্মা পদের ভগবত্তত্ত্ব-নিষ্ঠ অর্থ করিবার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহার প্রকৃষ্ট শম আছে তিনি প্রশান্ত।] শ্রীভগবান্ স্বয়ং শম-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“আমাতে যে বুদ্ধির নিষ্ঠা, তাহাই শম” ॥৩৫॥

অতএব, প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈগুর্ণ্যস্থা-রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেরিত্যাদিত্রয়েণাত্মারামশ্রেষ্ঠানাং

অতএব—ভগবৎ-প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন—

প্রায়েণ মুনয়োরাজন্নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈগুর্ণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুর্ণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

শ্রীভা, ২।১।৭—৯

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধি-নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণাতীত ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁহারাও হরির গুণানুবাদে (কীর্ত্তনে) রতি করেন।

এই ভাগবত-নামক পুরাণ পরম-ব্রহ্মতুল্য। দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে (১) পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট আমি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি।

হে রাজর্ষে! আমি নিগুর্ণ ব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলাম, তাহাতেও উত্তম শ্রীভগবানের লীলা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল; সেই জন্য আমি এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করি।" —এই শ্লোকত্রয়ে আত্মারাম-শ্রেষ্ঠগণের ভক্তি-প্রদর্শন করিয়া, যাহাদের ভক্তি নাই, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন।

---

(১) মূলের দ্বাপরাদৌ—দ্বাপর আদিতে যাহার—এই অর্থে প্রযুক্ত। সুতরাং তাহাতে দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ অর্থ হইতেছে।

ভক্তিং প্রদর্শ্য, তদভাববতাং নিন্দা, তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
শ্রীভা, ২।৩।২৪

শ্রীশৌনক শ্রীসূত-গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"হরিনাম কীর্ত্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে, আর বিকার হইলেও যদি নেত্রে জল এবং গাত্র রোমাঞ্চিত না হয়, তবে সে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন।" (১)

(১) সেই হৃদয় লৌহময়,—বারংবার হরিনাম কীর্ত্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিক্রিয়া উপস্থিত না হয়। বিক্রিয়া-লক্ষণ নয়নে জল ও রোমাঞ্চ। বহু নাম গ্রহণে চিত্তদ্রব না হওয়া, নামাপরাধের চিহ্ন। আবার, অশ্রুপুলককেও চিত্ত-দ্রবের লক্ষণ বলা যায় না; যেহেতু, শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—"স্বভাবতঃ পিচ্ছিল-চিত্ত ব্যক্তি, এবং যাহারা অশ্রুপুলকাদির উদ্গম অভ্যাস করে, সত্ত্বাভাস-ব্যতীতও এইরূপ কোন কোন ব্যক্তির অশ্রুপুলক দেখা যায়।" তদ্রূপ আবার অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তে হরিনাম-সমূহদ্বারা চিত্ত দ্রব হইলেও বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়না। সুতরাং উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত:—যখন বিকার হয়, তখনও যে হৃদয়ে বিক্রিয়া না ঘটে, সে হৃদয় লৌহের মত কঠিন। সেই বিকার কি, তাহা বলিতেছেন — নয়নে জল ইত্যাদি। তাহা হইলে, বাহিরে অশ্রুপুলক বর্ত্তমান থাকিলেও যে হৃদয়ে বিক্রিয়া উপস্থিত না হয়, সে হৃদয় উক্তরূপ। হৃদয়বিক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ—"ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নামগানে রুচি,ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনে আসক্তি ও ভগবদ্‌বসতি-স্থানে (শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে) প্রীতি; যাঁহার রতি উৎ-পন্ন হয়, তাঁহাতে এ সকল লক্ষণ দেখা যায়।" অশ্রুপুলক প্রভৃতি সাধারণ চিহ্ন। তাৎপর্য্য এই—মাৎসর্য্য-বিহীন উত্তমাধিকারিগণ নাম গ্রহণ করিলেই মাধুর্য্যানুভব করিতে পারেন; তাহা হইলে হৃদয়ে বিক্রিয়া এবং বিক্রিয়াব্যঞ্জক ক্ষান্তি প্রভৃতির সহিত অশ্রুপুলক প্রভৃতি দেখা দেয়। কনিষ্ঠাধিকারী সমৎসর সাপরাধ ব্যক্তিগণ বহু নাম গ্রহণ করিলেও ভগবন্মাধুর্য্যানুভবের অভাবহেতু চিত্ত বিক্রিয়াযুক্ত হয়

ইত্যাদিনা। অত এবাহ—তথাপি ক্রমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্। সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধিং শুদ্ধভক্তিবাসনারূপাম্ ॥ ৭ ॥ ১৩ ॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ শ্রীপ্রহ্লাদম্ ॥ ৩ ॥

অতএব—প্রীতিমান্ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, শ্রীদত্তাত্রেয় শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—"শ্রীভগবান্ হৃদয়স্থ হইয়া তোমার অজ্ঞান বিদূরিত করিলেও হে রাজন্! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিলে, তৎসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তোমার নিকট তাহা বলিতেছি। যে নিজের শুদ্ধি অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে তোমার সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য।" শ্রী ভা, ৭।১৩।২০॥৩৬॥

এস্থলে "শুদ্ধি" পদে শুদ্ধভক্তি-বাসনারূপ শুদ্ধি বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—পরমহংস শ্রীদত্তাত্রেয় অজাগর-ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে লোকাপেক্ষা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত সম্ভাষা করিয়া দেখাইলেন, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও শুদ্ধ-ভক্তিলাভের জন্য ভক্ত-সম্ভাষা কর্ত্তব্য। ইহাতে মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যেহেতু, শুদ্ধা-ভক্তিই ভগবৎপ্রীতি। ৩৬॥]

না, আর বিক্রিয়াব্যঞ্জক ক্ষান্ত্যাদিও উপস্থিত হয় না। অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও হৃদয় লোহের মত কঠিন বলিয়া তাহাদেরই নিন্দা বুঝাইতেছে। সাধুসঙ্গদ্বারা ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি,রুচিপ্রভৃতির অভ্যুদয়ের পর তাঁহাদেরও কালে চিত্ত দ্রব হইলে চিত্তের সে কাঠিন্য দূরীভূত হয়। আর যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও কঠিনতা দূরীভূত হয়না অর্থাৎ ক্ষান্ত্যাদিলক্ষণ প্রকাশ পায়না, তাহাদিগের সেই কাঠিন্য দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মতই বটে। সারার্থদর্শিনী।

অতএব—বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রোদিত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ৩৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥

তথা—নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্‌ঘ্রিরেণুভিঃ ॥৩৮ ॥

নিরপেক্ষং নিষ্কিঞ্চনভক্তম্ অতএব শান্তং ক্ষোভরহিতমত-এবান্যত্র নির্বৈরং সমদর্শনঞ্চ হেয়োপাদেয়ভাবনারহিতং মুনিং শ্রীনারদাদিমনুব্রজামি। যতস্তস্য তাদৃশনিষ্কপটভক্তিময়সাধুত্ব-দর্শনেন মমাপি তত্র ভক্তিবিশেষো জায়তে, কথং গোপনীয়

অনুবাদ—অতএব—ভগবদ্ভক্তের সহিত সম্ভাষণায় শুদ্ধা-ভক্তির আবির্ভাব হয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ, চিত্ত দ্রবীভূত, যিনি বারংবার রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, এমন মদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভুবন পবিত্র করেন।" ১০।১৪।২৪॥৩৭॥

তদ্রূপ, তিনিই বলিয়াছেন—"নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদৃষ্টি মুনির নিয়ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলিসমূহ দ্বারা পবিত্র হই।" শ্রীভা, ১১।১৪।১৫॥৩৮॥

শ্লোকার্থ—নিরপেক্ষ—নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, অতএব শান্ত—ক্ষোভ-রহিত,—এই জন্য অন্যত্র বৈরভাব-বর্জ্জিত, সমদৃষ্টি—হেয়-উপাদেয়-ভাবনারহিত, মুনি—শ্রীনারদ প্রভৃতি; আমি ইঁহাদেরই পশ্চাদ্‌গমন করি। যেহেতু, শ্রীনারদাদির তাদৃশ অকপট ভক্তিময় সাধুতা দর্শনে আমারও তাহাতে যে ভক্তিবিশেষ জন্মে, এ কথা আর কিরূপে গোপন করিব? এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ, "চরণ-রেণুসমূহ দ্বারা পবিত্র হই"—

ইত্যাহ, পুংযেতি। মদ্ভক্ত্যনিকৃতিদোষাৎ পবিত্রিতঃ স্যামিতিভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ১১॥১৪॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

অতএবাহ—গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈ র্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্য শ্রীপ্রহ্লাদস্য ॥৭॥ ৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মাৎ প্রীতেরেব পুরুষার্থশ্রেষ্ঠত্বং সিদ্ধম্। যথাহুর্গদ্যেন—

এ কথা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য—আমাকে তাঁহারা যে অহৈতুকী-ভক্তি করেন, আমি তাহার প্রতিদান করিতে পারি না, এই দোষ হইতে পবিত্র হইব মনে করিয়া ভক্তের পশ্চাদগমন পূর্ব্বক চরণধূলায় ভূষিত হই ॥৩৭।৩৮॥ (১)

অতএব শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—"ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিকী রতি ছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? আমি তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনা মাত্র করিলাম।" ৭।৪।২৬॥৩৯

এই সকল শ্লোক-প্রমাণে শুদ্ধ-প্রীতিমান্ পুরুষের উৎকর্ষ জানা গেল। সুতরাং প্রীতিরই পুরুষার্থ-শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল। শ্রীভাগবতীয় গদ্যেও তাহা কথিত হইয়াছে। যথা—দেবগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে বলিয়াছেন, "হে মধুমথন! আপনি সৎস্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর।

---

(১) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় একটী সুন্দর কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—"বাস্তবিক পক্ষে ভক্তের চরণ-ধূলি গ্রহণ ভিন্ন ভক্তি হয় না, ভক্তি ভিন্ন আমার মাধুর্য্যরসানুভব হয় না—আমি এইরূপ নিয়ম করিয়াছি। অতএব আমিও ভক্তের মত (ভক্তপদধূলি-গ্রহণপ্রাপ্তা) ভক্তিদ্বারা আমার পরিপূর্ণ মাধুর্য্য-সরোবরে নিমগ্ন হইব। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের তাৎপর্য্য।

অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃদপি লীঢ়য়া স্বমনসি নিঃস্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টশ্রুতবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ কথমু হ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্ত ইতি ॥ ৪০ ॥

সকৃদপীতি চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিদিতিবদত্রাপি সূচিতম্। আত্মা ত্বমেব প্রিয়ঃ সুহৃচ্চ যেষাং তে ॥৬॥ ৯ ॥ দেবাঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥

অতএব এ সকল একান্তী পরম ভাগবত আপনার পাদপদ্মের নিরন্তর সেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন ? যেহেতু, ইহাঁরা পুরুষার্থ-বিচারে নিপুণ। এই জন্য আত্মা (নিরুপাধি-প্রিয়তম) আপনাকে তাঁহারা প্রিয় ও সুহৃদ্ মনে করেন ; সুতরাং তাঁহারা সাধু অর্থাৎ রাগাদি-শূন্য। কারণ, আপনার মহিমা অমৃতের সমুদ্র ; তাহার একবিন্দু একবার মাত্র আস্বাদিত হইলে, মনোমধ্যে নিরন্তর যে প্রেমানন্দ প্রবাহিত হয়, তাহাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগে যে কিঞ্চিৎ সুখাভাস পাওয়া যায়, তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। যাঁহারা সেই আস্বাদ পাইয়াছেন, সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ্ সর্ব্বান্তর্য্যামী আপনাতে তাঁহাদের চিত্ত অনুরক্ত ও আনন্দিত। নিরন্তর আপনার চরণকমল সেবা করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।”

শ্রীভা, ৬।৯।৩৬॥৪০॥

মূল শ্লোকের “সকৃদপি” (একবার মাত্র) পদদ্বয় “চিত্ত ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করিলে কখনও তাহা হইতে উত্থিত হয় না”—এই বাক্যের মত, এ স্থলেও শ্রীভগবানের মহিমামৃত-সাগরে চিত্তের চিরতরে নিমজ্জন

অতএবাহ—তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা। ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্। স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ৪১ ॥ স্পষ্টম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদঃ ॥৪১ ॥

তথা—ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্। ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে ॥ ৪২॥

সূচনা করিতেছে; অর্থাৎ ব্রহ্মসুখে যেমন চিত্ত ডুবিয়া থাকে, শ্রীভগবানের কিঞ্চিৎ মহিমা একবারমাত্র অনুভব করিলেও চিত্ত তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আত্মপ্রিয় সুহৃদ্—আত্মা শ্রীভগবান্ আপনিই প্রিয় এবং সুহৃদ্ যাঁহাদের, সেই সাধুগণ ॥৪০॥

শুদ্ধভক্তের প্রার্থনীয় কি ?

অতএব শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থিত স্থাবর (বৃক্ষযোনি) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই জন্য যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিষয়-সুখ প্রাচীন কর্ম্মবশতঃ যথাকালে বিনা চেষ্টায় দুঃখের মত সর্ব্বত্র লাভ করা যায়।

মুকুন্দসেবিজন কোন কারণে কুযোনিগত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় সংসার ভ্রমণ করেন না; কারণ, তাঁহার ভগবদ্ভক্তিরসে আগ্রহ থাকায় মুকুন্দের চরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ তাহা আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।" ১।৫।১৮—১৯॥৪১॥

শ্রীপৃথুমহারাজও শ্রীবিষ্ণুকে তদ্রূপ বলিয়াছেন—"হে ভগবন্! আপনি দীন-বৎসল, মায়াগুণের কার্য্য আপনাতে নাই; অতএব সাধুগণ অনন্তর আপনাকে ভজন করেন। আপনার চরণকমলের স্মরণ ভিন্ন সাধুগণের অন্য কোন অভিসন্ধি দেখিতেছি না।" ৪।২০।২৬॥৪২॥

টীকা চ—যতস্ত্বং দীনবৎসলঃ অতএব সাধবো নিষ্কামা অথ জ্ঞানানন্তরমপি ত্বাং ভজন্তি। কথম্ভূতম্; মায়াগুণানাং বিভ্রমো বিলাসঃ তস্যোদয়ঃ কার্য্যং স নিরস্তো যস্মিন্ তম্। তে কিমর্থং ভজন্তি, তত্রাহ, ভবৎপদানুস্মরণাদ্বিনা অন্যত্তেষাং ফলং ন বিদ্মহে; ইত্যেষা ॥ ৪।২০ ॥ পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ৪২ ॥

তস্মাত্তদ্ভক্তানাং তৎপ্রীতিমনোরথ এবোপাদেয়ঃ। তদন্যস্তু সর্ব্বোঽপি হেয় ইত্যাহ—সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণো-রুমানিতঃ। লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ। কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীস্বামি-টীকা—যেহেতু, আপনি দীন-বৎসল, সাধু,—নিষ্কাম ব্যক্তিগণ অনন্তর জ্ঞানোদয়ের পরও আপনাকে ভজন করেন। কি প্রকার আপনি ?—মায়াগুণ-সমূহের বিভ্রম—বিলাস, তাহার উদয়—কার্য্য; মায়াগুণের কার্য্য নাই যাহাতে সেই আপাকে সাধুগণ কিজন্য ভজন করেন ? তাহাতে বলিলেন—আপনার চরণ-স্মরণ ভিন্ন তাঁহা-দের অন্য কোন ফলের কথা জানি না, অর্থাৎ তাঁহাদের অন্য কোন ফলাভিসন্ধি নাই ॥৪২॥

সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণের ভগবৎ-প্রীতি বাঞ্ছাই-আদরণীয়, তদ্ভিন্ন অন্য সকল তুচ্ছ,—শ্রীশুক ইহাই বলিয়াছেন—"হে রাজন্! অক্রূর পথে আসিতে আসিতে যে যে মনোবাঞ্ছা করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে সুখে উপবিষ্ট হইয়া সে সকল পাইলেন। ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে ? তথাপি ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ কিছুমাত্র বাঞ্ছা করেন না।" শ্রীভা, ১০।৩৯।১॥৪৩॥

সোঽক্রূরঃ। যান্, কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ। কিংবাথাপার্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবমিত্যাদি-ভক্তিবাসনাময়ান্, ন তু মুক্ত্যাদিকমপি। কথং ন প্রার্থিতং তত্রাহ, কিমলভ্যমিতি ॥ ১০ ॥ ৩৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪৩ ॥

যথৈবাহ—পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু। মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥৪৪॥

সৃষ্টিং জন্ম। অন্যত্র তু সর্বত্র মৈত্রী অবিষমা দৃষ্টিরস্তু।

শ্লোক-ব্যাখ্যা—অক্রূর যে যে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, সে সকল—"আমি কি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি ? কোন্ শ্রেষ্ঠ তপস্যা করিয়াছি ? আর, যোগ্যপাত্রে এমন দানইবা কি করিয়াছি ? যাহার ফলে অদ্য কেশবকে দর্শন করিব, "(শ্রীভা, ১০।৩৮।২)—এই শ্লোক হইতে কতিপয় শ্লোকে বর্ণিত অক্রূরের মনোরথ। তাঁহার মনোরথসকল ভক্তি-বাসনাময়, মুক্তিপ্রভৃতি-ময় নহে। কেন তিনি অন্য কিছু প্রার্থনা করেন নাই ? তাহার উত্তর—ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কিছু অলভ্য থাকে না। অর্থাৎ তিনি প্রসন্ন হইলে সকল যখন অনায়াসে পাওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসন্নতা ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক ॥৪৩॥

ভগবৎ-প্রীতি-বাঞ্ছা ছাড়া ভক্তগণের আর কিছু আদরণীয় নহে, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তিতে তাহা ব্যক্ত আছে। তিনি ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইয়া প্রায়োপবেশন-ব্রত অঙ্গীকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন—"আমি যে যে জন্মই প্রাপ্ত হইনা কেন, তাহাতে তাহাতেই যেন আমার ভগবান্ অনন্তে ভক্তি, যে সকল সাধু ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সমাগম এবং সর্ব্বত্র মৈত্রী হয় ;

ব্রাহ্মণেষু ত্বাদরবিশেষোঽস্তিত্যাহ, নম ইতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ রাজা ॥ ৪৪ ॥

অতএবাহ—ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়োঃ রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ। বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লব্ধ-মনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

যদৃচ্ছয়া অনায়াসেনৈব লব্ধা মনঃসমৃদ্ধির্যেষাং তে। স্বতো ভক্তিমাহাত্ম্যবলেন সর্বপুরুষার্থপ্রতীক্ষিতকৃপাদৃষ্টিলেশা অপীত্যর্থঃ।

হে দ্বিজগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।”

শ্রীভা, ১।১৯।১৪॥৪৪॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কেবল সাধুসমাগম প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া যে অন্যের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা-বুদ্ধি ছিল তাহা নহে, অন্য সকলস্থলে মৈত্রী—অবিষমা দৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন। আর, ব্রাহ্মণে আদর বিশেষ আছে, এইজন্য “দ্বিজগণকে প্রণাম করিতেছি” বলিলেন ॥৪৪॥

ভগবৎ-প্রীতিই ভক্তগণের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, এইজন্য মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিয়াছেন—“হে বৎস! যাঁহারা তোমার মত মুকুন্দ-চরণ-কমলের রজঃ সেবা করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের দাস্য ভিন্ন নিজের কোন পুরুষার্থ বাঞ্ছা করেন না। যদৃচ্ছাক্রমে যাহা লব্ধ হয়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনের সমৃদ্ধি থাকে অর্থাৎ অনায়াসে সামান্য যাহা জোটে, তাহাতেই তাঁহারা নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন—তাঁহাদের মনে কোন অভাব-বোধ থাকে না। শ্রীভা, ৪।৯।৩৫॥৪৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—যদৃচ্ছা—অনায়াসে লব্ধ মনের সমৃদ্ধি (১) যাঁহাদের তাঁহারা, এবং ভক্তিলেশ-মাহাত্ম্যে সমস্ত পুরুষার্থ স্বতঃই যাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি-লেশ প্রতীক্ষা করে তাঁহারা,—কোন পুরুষার্থ বাঞ্ছা করেন

---

(১) সমৃদ্ধি অণিমাদি-লক্ষণা বা সার্ষ্ট্যাদি-লক্ষণা। ক্রমসন্দর্ভ।

এতদনুসারেণ নৈচ্ছন্মুক্তিপতেমুর্ক্তিং তেন তাপমুপেয়িবানিত্যত্র শ্রীধ্রুবমুদ্দিশ্য পূর্বোক্তেঽপি পদ্যে মুক্তিশব্দেন দাস্যমেব বাচ্যম্। তদুক্তং বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ইতি ॥ ৪ ॥ ৯ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

এতদেবান্যনিন্দাশুদ্ধভক্তস্তবাভ্যাং দ্রঢ়য়তি গদ্যপঞ্চকেন—যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃত্য স্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ো বরুণপাশৈশ্চ সম্প্রতি মুক্তো গিরিদর্য্যাং চাপবিদ্ধ ইতি

না—এই অনুসারে শ্রীধ্রুবকে উদ্দেশ্য করিয়া পূর্ব্বে (১) শ্রীমৈত্রেয় ঋষি যে বলিয়াছেন—"মুক্তিপতি ভগবানের কাছে মুক্তি-ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন নাই, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।"—এই বাক্যে মুক্তি-শব্দে দাস্য বলাই অভিপ্রেত, সাযুজ্যাদি নহে, পাদ্মোত্তরখণ্ডে মুক্তির তদ্রূপ অর্থই করা হইয়াছে—"মনীষিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন" ॥৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে অন্যনিন্দা ও শুদ্ধভক্তের স্তব করিয়া পাঁচটী গদ্যে ইহাই দৃঢ় করিয়াছেন। যথা—শ্রীশুকদেব কহিলেন—ভগবান্ অন্য উপায় না পাইয়া, যাচ্ঞাচ্ছলে বলিরাজার অধিকৃত ত্রিভুবন অপহরণ করিলেন, তাঁহার শরীর মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেও তিনি নিবৃত্ত হয়েন নাই,—বরুণ-পাশ দ্বারা সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিয়া বলিকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি (বলিরাজা) বলিয়াছেন—।৩০।

(১) এস্থলে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বলিলেন, ভক্তগণ কোন পুরুষার্থ বাঞ্ছা করেন না; পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ধ্রুব মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। উভয় বাক্যে বিরোধ দেখা যায়। অতএব তাহার সমাধান করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত মুক্তি-শব্দে হরিদাস্য বলাই শ্রীমৈত্রেয় ঋষির অভিপ্রায়, ইহাই তাহার মর্ম্ম।

হোবাচ। নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণাত্মানমযাচত আত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যম্। অতিগম্ভীর-রয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিমিতং কিয়ল্লোকত্রয়মিদম্। যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বং পিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি। ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি। তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীনভগ-বদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ৪৬ ॥

আহা! কি দুঃখের বিষয়!! বিজ্ঞ ইন্দ্র,—বৃহস্পতি যাঁহার অত্যন্ত সহায়, যিনি তাঁহাকেই মন্ত্রণা-কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই; তিনি সেই উপেন্দ্রকে (বামন-দেবকে) পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বামনদেবকে প্রার্থনা না করিয়া স্বয়ং উপেন্দ্রের দ্বারাই আমার নিকট ত্রিভুবন যাচ্ঞা করিলেন, নিজে তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিলেন না ।৩১।

অতি গম্ভীর বেগশালী কালের নিকট মন্বন্তর পরিবৃত অর্থাৎ মন্বন্তর পরিমিত কালস্থায়ী ত্রিভুবন অতি তুচ্ছ। ।৩২।

আমার পিতামহ (প্রহ্লাদ) সেই ভগবানের অনুদাস্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইলে ভগবান্ তাহাকে নিজপিত্র্যপদ এবং অকুতোভয়-পদ দিতে চাহিলেও সে সকল ভগবান্ হইতে ভিন্ন, এই বিবেচনায় তিনি গ্রহণ করেন নাই। ।৩৩।

আমার মত যাহার রাগাদি পরিক্ষীণ হয় নাই, যে ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত, এমন কেইবা সেই মহানুভবের পন্থানুসরণ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে?" ৩৪। শ্রীভা, ৫।২৪।৩০-৩৪॥৪৬॥

টীকা, চ—তস্মৈকান্তভক্তিং সপ্রপঞ্চমাহেত্যাদিকা। যত্তদতি-প্রসিদ্ধম্। ইতি এতদুবাচ শ্রীবলিঃ। তম্ উপেন্দ্রং (প্রতি)। অতিহায় পুরুষার্থত্বেনানভিলষ্য। স্বয়মুপেন্দ্রেণৈব দ্বারভূতেন আত্মানং মাং পরমক্ষুদ্রং (প্রতি পরমক্ষুদ্রং) লোকত্রয়মযাচত। অনুদাস্যং নয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বমিত্যনেন তদ্দাসদাস্যম্। স্বং পিত্র্যং ত্রৈলোক্যরাজ্যম্। যদুত অকুতোভয়ং পদং মোক্ষম্। তন্নতু বব্রে। কথং, ভগবতঃ পরমন্যদিদমিতি কৃত্বা। (তদংশাভাস) তদংশমাত্রাত্মকত্বাত্তয়োঃ। কদৈবং ব্যবহৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ, ভগবতেতি ॥ ৫ ॥ ২৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—সুতল-নিবাসী বলিরাজার একান্ত-ভক্তি সবিস্তার বলিলেন ইত্যাদি শ্রীস্বামি-টীকাও ভক্তের নিকট ভগবৎপ্রীতির উপাদেয়তা দৃঢ় করিয়াছে। সেই ভক্তি অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের (৩০শৎ গদ্যের শেষে) "ইতিহোবাচ" বাক্যের অর্থ—শ্রীবলি ইহা বলিয়াছেন ; সেই উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষার্থরূপে প্রার্থনা না করিয়া, স্বয়ং উপেন্দ্রের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র আমার নিকট লোকত্রয় যাচ্ঞা করিলেন।

অনুদাস্য (৩৩)—"আমাকে আপনার ভৃত্যগণের কাছে নিয়া যান (৭।৯।২৩)," এই শ্রীপ্রহ্লাদের প্রার্থনানুসারে শ্রীভগবদ্দাসের দাসত্ব। নিজ পিত্র্যপদ—হিরণ্যকশিপুর অধিকৃত ত্রৈলোক্য-রাজ্য,অকুতোভয় পদ-মোক্ষ। তাহাও প্রার্থনা করেন নাই ; কারণ, উহা শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন, ত্রৈলোক্য-রাজ্য ও মোক্ষপদ শ্রীভগবানের অংশাভাসের মত অংশ-স্বরূপ, এই জন্য সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপ্রহ্লাদ তদুভয় প্রার্থনা করেন নাই। (১) কখন তিনি এরূপ করিয়াছিলেন ? তাহাতে

---

(১) ত্রৈলোক্য-রাজ্য মায়ার বিকার। তাহা যে শ্রীভগবানের অংশ—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ।"—এই শ্রীগীতাবচন হইতে জানা

অত এবান্যসুখদুঃখনৈরপেক্ষ্যেণৈব শুদ্ধত্বং ভক্তানামিতি সিদ্ধম্। তদুক্তং, নারায়ণপরাঃ সর্বে ইত্যাদি। শ্রীভগবানপি

বলিলেন—শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাকে তদুভয় দিবার জন্য উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

অতএব অন্য সুখ-দুঃখের প্রতি ভক্তগণের নিরপেক্ষতা দ্বারাই তাঁহাদের শুদ্ধত্ব (১) সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরুদ্র পার্ব্বতীকে তাহাই বলিয়াছেন। "নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথাও ভয়প্রাপ্ত হয়েন না; তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ (প্রয়োজন-সার্থকতা) দর্শন করেন।" শ্রীভা, ৬।১৭।২৩

যায়। জগৎ শ্রীভগবানের অংশ হইলেও মায়ার বিকার বলিয়া তাহা তদীয় সাক্ষাৎ অংশ নহে। মুক্তিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হইলেও সেই ব্রহ্ম "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি সংজ্ঞিতং" (শ্রীভা, ৮।২৪।২৩) এই শ্রীমৎস্যদেব-বচন-প্রমাণে ব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অংশ নহে; তদীয় বৈভবাংশ। বহিরঙ্গা শক্তি-মায়া ও বৈভবাংশ ব্রহ্মে বহু ব্যবধান থাকিলেও উক্ত কারণে ত্রৈলোক্যরাজ্য ও ব্রহ্মানুভবরূপ মুক্তি উভয়কে ভগবানের অংশের ছায়ার মত তাহার অংশাত্মক বলিয়াছেন। শ্রীমৎস্যাদি ভগবৎস্বরূপ তাঁহার সাক্ষাৎ অংশ।

(১) সুখের উৎফুল্লতা আর দুঃখের অবসাদ উভয়ই চিত্তকে বিচলিত করে; উভয়ের সংস্পর্শেই জীব অশুদ্ধ হয়। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, শ্রীভগবানই শুদ্ধ। তদীয় স্মৃতিই জীবের শুদ্ধি, বিস্মৃতি—অশুদ্ধি। সুখ দুঃখ উভয়ের সংস্পর্শে ভগবৎস্মৃতির বিঘ্ন ঘটে বলিয়া, যতদিন তদুভয়ে অভিনিবেশ থাকে, ততদিন জীব অশুদ্ধ। ভক্তগণ মায়িক সুখ-দুঃখে উদাসীন—তাঁহাদের অভিনিবেশ থাকে না। শ্রীভগবানে তাঁহাদের প্রগাঢ় অভিনিবেশ থাকে বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধ। শ্রীভগবানের সংযোগ-বিয়োগ-স্ফূর্ত্তিতে তাঁহাদের যে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়, তদুভয় নিমেষে নিমেষে নূতন হইতে নূতনতররূপে তাঁহার (শ্রীভগবানের) অনুভব উপস্থিত করে বলিয়া সেই সুখ-দুঃখ অশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

তথাবিধানুকম্প্যানাং সর্বমন্যদ্দূরীকরোতি। যথোক্তং স্বয়মেব ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহমিতি। যথাহ—ত্রৈবর্গ-কায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র। অতোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ৪৭ ॥

পুরুষস্য স্বাত্যন্তিকভক্তস্য যদি কথঞ্চিৎ ত্রৈবর্গিকায়াস আপ-তিতি তদা স্বয়মেব তদ্বিঘাতং বিধত্ত ইত্যর্থঃ। অকিঞ্চনস্তু গোচরো বিষয়ো যস্যেত্যনেন মোক্ষায়াসস্যাপি বিঘাতবিধানং ব্যঞ্জিতম্ ॥

শ্রীভগবানও তাদৃশ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদিগের অন্য সকল সুখ-দুঃখ দূরীভূত করেন। তিনি নিজেই এ কথা বলিয়াছেন "হে ব্রহ্মন্! যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, আমি তাহার অর্থ হরণ করি। কারণ, ধনদ্বারা মত্ততা জন্মে। ধনবান্ ব্যক্তি মানী হইয়া লোকসকলকে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে।" শ্রীভা, ৮।২২।২৪

শ্রীমান্ বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে তেমন কথাই বলিয়াছেন—"হে ইন্দ্র, আমাদের প্রভু শ্রীহরি পুরুষের (নিজভক্তগণের) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ক আয়াসের উপশম বিধান করেন। আয়াসের উপশম দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা অনুমান করা যায়, অকিঞ্চনগণ সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতিশয় দুর্লভ।"

শ্রীভা ৬।১১।২১॥৪৭॥

শ্লোকব্যাখ্যা—পুরুষের—নিজের অত্যন্তভক্তের, যদি কোনরূপে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) বিষয়ে আয়াস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নিজেই তাহার উপশম বিধান করেন, ইহাই শ্লোকের মর্ম্ম। সেই ভগবৎপ্রসাদ "অকিঞ্চনগোচর—অকিঞ্চন গোচর—বিষয় যাহার। অর্থাৎ অকিঞ্চনের জন্যই ভগবৎপ্রসাদ আবির্ভূত হয়। ইহা দ্বারা মোক্ষবিষয়ে আয়াসের উপশম-বিধান ব্যঞ্জিত হইল। [যেহেতু,

অকিঞ্চনশব্দস্য শুদ্ধভক্তার্থত্বং হি ভক্তিসন্দর্ভে দর্শিতম্ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥ শ্রীমান্ বৃত্রঃ শক্রম্ ॥ ৪৭ ॥

তদেবং সতি তাদৃশানামপি যদি কদাচিদন্যৎ প্রার্থনং দৃশ্যতে তদা তৎপ্রীতিসেবোপযোগিতয়ৈব ন তু স্বার্থত্বেন তদিতি মন্তব্যম্। যথা—যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ। পারমেষ্ঠ্য-

---

যাহার মোক্ষের জন্য আগ্রহ আছে, সে ব্যক্তি অকিঞ্চন হইতে পারে না। অকিঞ্চন না হইলে ভগবৎপ্রসাদের বিষয়ও হইতে পারে না। সুতরাং যাহার সম্বন্ধে ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মোক্ষাভিলাষও তিরোহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদিও বৃত্রাসুর ত্রৈবর্গিক আয়াসের উপশান্তির কথা বলিয়াছেন, তথাপি ব্যঞ্জনাবৃত্তি হইতে এইরূপে ভগবৎকৃপায় মোক্ষাভিলাষ দূরীভূত হওয়ার কথাও জানা যাইতেছে। ত্রৈবর্গিক-আয়াস-শান্তির কথা শুনিয়া কাহারও সংশয় হইতে পারে, ভগবৎকৃপা বুঝি মোক্ষাভিলাষ পোষণ করে, সেই সন্দেহ নিরসন জন্য এই ব্যাখ্যা করিলেন।] অকিঞ্চন শব্দে যে শুদ্ধভক্ত বুঝায়, ইহা ভক্তিসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৪৭॥

শুদ্ধভক্তের অন্যবাঞ্ছার সমাধান।

শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্তগণের চতুর্ব্বর্গ-বিষয়ক অভিলাষ দূর করেন, ইহা স্থির হইল। তাহা হইলে তাদৃশ ভক্তগণের কখনও যদি অন্য প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবানের প্রীতিসেবা-উপযোগিরূপে উপস্থিত হয়, নিজসুখ-সম্পাদন জন্য নহে—এরূপ মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন কোন ভক্ত কদাচিৎ শ্রীভগবানকে প্রেমভরে যথেষ্ট সেবা করিবার জন্য সম্পদাদি প্রার্থনা করেন, নিজে ভোগ করিবার জন্য নহে। যথা—শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"পারমেষ্ঠ্যাভিলাষী পাণ্ডব নৃপতি যুধিষ্ঠির, রাজসূয়-যজ্ঞদ্বারা আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি তদ্বিষয়ে অনুমোদন করুন।" শ্রীভা—১০।৭০।৩২

কামো নৃপতিস্তদ্ভবানন্নুমোদতামিতি। পরমেষ্ঠিশব্দেনাত্র শ্রীদ্বারকা-পতিরুচ্যতে। যথা পৃথুকোপাখ্যানে—তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিন ইতি। ততঃ পারমেষ্ঠ্যশব্দেন দ্বারকৈশ্বর্য্যমুচ্যতে। ততশ্চ পারমেষ্ঠ্যকাম ইতি তৎসমানৈশ্বর্য্যং কাময়মান ইত্যর্থঃ। তৎকামনা চ দ্বারকাবদিন্দ্রপ্রস্থেঽপি শ্রীকৃষ্ণনিবাসনযোগ্যসম্পত্তি-

পারমেষ্ঠ্য-পদে সাধারণ ব্রহ্মলোকের (সত্যলোকের) সম্পত্তি বুঝাইলেও এস্থলে কিন্তু সে অর্থ নহে; এস্থলে পরমেষ্ঠি শব্দে শ্রীদ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ কথিত হইয়াছেন। পৃথুকোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ পরমেষ্ঠি-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন; যথা—"তখন কৃষ্ণপ্রেমবতী শ্রীরুক্মিণী পরমেষ্ঠির হস্ত ধারণ করিলেন। শ্রীভা, ১০।৮১।৮ (১) তদনুসারে পারমেষ্ঠ্য শব্দে দ্বারকার ঐশ্বর্য্য কথিত হইয়াছে। সুতরাং পারমেষ্ঠ্য-কাম দ্বারকার সমান ঐশ্বর্য্যাভিলাষী। সেই অভিলাষের উদ্দেশ্য দ্বারকার ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থেও শ্রীকৃষ্ণের বসতি-যোগ্য সম্পত্তি সিদ্ধি করা, অন্য কিছু নহে।

[অর্থাৎ দ্বারকার বিপুল বৈভব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পরিসেবিত, তাদৃশ বৈভবলাভ করিতে না পারিলে প্রাণের সাধ মিটাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করা চলে না—শ্রীযুধিষ্ঠির এইরূপ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য সম্পত্তি কামনা করিয়াছিলেন। নিজে ভোগ করিবার জন্য নহে।]

(১) শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম-নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। পত্নীর একান্ত আগ্রহে ধনলাভের জন্য দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করেন। যাইবার সময় তাঁহার পত্নী ভিক্ষা করিয়া চারি মুষ্টি চিড়া সংগ্রহ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ তাহা জীর্ণ বস্ত্রে বন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে সেই উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহল-সহকারে তাহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, একমুষ্টি ভোজন করিয়া আর একমুষ্টি ভোজন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য হাত ধরিলেন।

সিদ্ধ্যর্থৈব জ্ঞেয়া, নান্যথা। তানুদ্দিশ্যৈব, কিন্তে কামা সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজাঃ। অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ইত্যাদ্যুক্তেঃ। শ্রীভগবৎপ্রসাদত ইহৈব চ তথৈব তৎপ্রাপ্তিরপি তস্য দৃশ্যতে—সভায়াং ময়কুপ্তায়াং কাপি ধর্ম্মসুতোঽধিরাট্। বৃতোঽনুজৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা। আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব। পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিরিত্যত্র। অত্র স্বচক্ষুষেতি বিশেষণমপি তেষামনন্যকামত্বায়োপজীব্যম্। যথা চক্ষুষ্মতা জনেনান্ধজনাগোচরসম্পত্তিবিশেষশ্চক্ষুরর্থমেব কাম্যতে, কদাচিন্নেত্রমুদ্রণাদৌ তু স সর্ব্বোঽপি

শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি শুদ্ধভক্তগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীসূত বলিয়াছেন—"হে মুনিগণ! দেবগণের বাঞ্ছনীয় রাজ্য-সম্পদাদিও শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারে নাই। ক্ষুধিত ব্যক্তির যেমন অন্ন ভিন্ন স্রক্‌চন্দনাদি অন্য ভোগ্য বস্তুতে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।" শ্রীভাগ, ১।১২।৬

শ্রীযুধিষ্ঠির মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাভিলাষে যে সম্পদ্ বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, শ্রীভগবৎকৃপায় ইহলোকেই তাঁহার সেই সম্পত্তি-প্রাপ্তি দেখা যায়—"ময়দানব-কল্পিত পরমাদ্ভুত সভায় ধর্ম্মসুত সম্রাট যুধিষ্ঠির অনুজগণ ও স্বচক্ষু-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আবৃত, বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, এবং পারমেষ্ঠ্য-সম্পত্তি কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইয়া মহেন্দ্রের ন্যায় সুবর্ণাসনে উপবিষ্ট আছেন।" শ্রীভা, ১০।৭৫।২৩

এস্থলে স্বচক্ষু (শ্রীকৃষ্ণের) বিশেষণ ও শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি শুদ্ধভক্তগণ যে অন্যাভিলাষ-শূন্য, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। যেমন চক্ষুষ্মান্ জন চক্ষুর জন্যই অন্ধজনের অগোচর সম্পত্তি-বিশেষ অভিলাষ করে, কদাচিৎ নেত্র-মুদ্রাদি করিলে সে সকল বৃথা হয়, কৃষ্ণনাথ (শ্রীকৃষ্ণই

বৃথৈব, তথা কৃষ্ণনাথৈরপী তিভ বঃ। তথোক্তং শ্রীমৎপাণ্ডবানুদ্দিশ্য শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি মুনিভিঃ, ন বা ইত্যাদৌ যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামা ইতি। অতএব ত্বন্তু-ব নন্তু:গাদতামিতি শ্রীনারদবাক্যানুসারেণ পরমৈকান্তিষু শ্রীভগবানপি

যাঁহাদের একমাত্র গতি) শুদ্ধভক্তগণের অবস্থাও তদ্রূপ; (১) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই কদাচিৎ সম্পত্তি অভিলাষ করেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় না লাগিলে সব সম্পদ্ তাঁহারা ব্যর্থ মনে করেন।

শ্রীমান্ পাণ্ডবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি মুনিগণ তদ্রূপ বলিয়াছেন—

ন বা ইদং ইত্যাদি শ্লোকে, "হে রাজর্ষিবর্য্য! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব-গমনের জন্য রাজকিরীট-সেবিত সিংহাসন পর্য্যন্ত সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আপনাদিগের ইহা বিচিত্র নহে।" শ্রীভা, ১।১৯।১৮

অতএব শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিবার পর "তাহা আপনি অনুমোদন করুন" এই নারদ-বাক্যানুসারে পরম একান্তি (২) ভক্তগণের সেবাযোগ্য-বিষয় সংকল্প শ্রীভগবানও অনুমোদন করেন, ইহা প্রতীত হইতেছে।

(১) স্বচক্ষু-বিশেষণের সার্থকতা অন্যরূপেও প্রদর্শিত হইয়াছে—চক্ষু যেমন দৃষ্টিদ্বারা হিতাহিত জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের হিতাহিত জ্ঞাপক। শ্রীস্বামী। শ্রীযুধিষ্ঠিরের চক্ষুর্দ্বয় যে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত আছে, কিংবা আপনাতে—শ্রীযুধিষ্ঠিরে যে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর্দ্বয় অর্পিত আছে—অথবা যেমন চক্ষুর্বিনা তাদৃশী সম্পদ্ সুখকরী হয় না, তেমন শ্রীকৃষ্ণবিনা সেই সম্পদ্ সুখকরী নহে।

—বৈষ্ণব-তোষণী।

(২) একান্তিতার লক্ষণ গরুড়পুরাণে—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবপরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তে ভাগবত-চেতসঃ॥

(পরপৃষ্ঠা)

তদনুমোদতে। অন্যত্র চ তথৈব স্বয়মাহ—যান্ যান্ কাময়সে দেবী ময্যকামায় কামিনি। সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা।॥ ৪৮ ॥

ন বিদ্যতে কামো যত্রেতি বিগ্রহেণ শুদ্ধপ্রীতিময়ভক্তিলক্ষণোঽর্থঃ খল্বত্রাকাম ইত্যুচ্যতে। অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ ভক্তিমাত্র-কাম ইব। তথোক্তং ভক্তিলক্ষণং বদতা শ্রীপ্রহ্লাদেন ভৃত্যলক্ষণ-

---

অন্যত্রও শ্রীভগবান্ শ্রীরুক্মিণীদেবীকে তদ্রূপ বলিয়াছেন—"হে কামিনি! অকামের নিমিত্ত আমার কাছে যে যে কাম্যবস্তু কামনা করিতেছ, হে কল্যাণি! আমাতে একান্ত ভক্তিমতী তোমার সে সকল সততই আছে।" শ্রীভা, ১০।৬০।৪৮॥৪৮॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—নাই কাম যাহাতে—এই ব্যাসবাক্যানুসারে এ স্থলে অকাম-শব্দে শুদ্ধ-প্রীতিময় ভক্তিলক্ষণ পুরুষার্থ অভিহিত হইয়াছে। "অকাম, সর্ব্বকাম ইত্যাদি (শ্রীভা, ২।৩।১০) শ্লোকের অকাম-শব্দে যেমন "ভক্তিমাত্র অভিলাষী" (২) অর্থ করা হইয়াছে, এ স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তলক্ষণ বলিবার সময় শ্রীপ্রহ্লাদ সেরূপ বলিয়াছেন—

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥

শ্রীভা, ৭।১০।৩

"হে প্রভো! ভৃত্যলক্ষণ ভক্তের অসাধারণ ধর্ম্ম জগতে জানাইবার জন্য ভক্তগণকে সংসারের বীজ হৃদয়গ্রন্থিবৎ কামসকলে প্রেরণ করেন। শ্রীভা, ৭।১০।৩

একান্তভাবে সর্ব্বদা দেবদেব হরির শরণাপন্ন বলিয়া সেই ভক্তগণ একান্তী-নামে অভিহিত, তাহারাই ভগবদ্গতচিত্ত।

(২) অকামঃ—একান্তভক্তঃ। শ্রীস্বামী।

জিজ্ঞাসুরিত্যাদৌ। তস্মাদকামায় প্রীতিসেবাসম্পত্ত্যর্থং যান্ যানর্থান্ কাময়সে হে দেবি তে তব নিত্যলক্ষ্মীদেবীরূপশ্রেয়সীত্বাৎ নিত্যং সন্ত্যেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। তত্রৈকান্তভক্তায়া ইতি স্বার্থকামনা-নিষেধঃ। কামিনীতি মদেককামিনীত্যর্থঃ। কল্যাণীতি তাদৃশ-সেবাসম্পত্তেরবিঘ্নত্বং দর্শয়তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীভগবান্ রুক্মিণীম্ ॥ ৪৮ ॥

এবং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামা ইত্যত্র তৎসামীপ্যকামমাপি ব্যাখ্যেয়া তৎপ্রীতিবিশেষাতিশয়বতাং হি তেষাং তৎকৃতার্ত্তি-

---

[ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কিছুর অভিলাষী নহেন; ইহাই ভক্তের সাধারণ লক্ষণ; জগৎকে একথা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে বরদ্বারা প্রলুব্ধ করেন; ভক্তগণ তাঁহার প্রলোভনেও অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া দেখান যে, তাঁহারা অন্যাভিলাষী নহেন; কেবলমাত্র ভক্তির অভিলাষী।]

সুতরাং এস্থলেও (শ্রীরুক্মিণী-প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও) 'অকামের নিমিত্ত—প্রীতিসেবা-সম্পত্তির জন্য যে যে বস্তু কামনা কর, হে দেবি! তুমি নিত্য লক্ষ্মীদেবীরূপ শ্রেয়সী বলিয়া নিত্যই সে সকল তোমার আছে;' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাকে (শ্রীরুক্মিণীদেবীকে) একান্ত-ভক্তিমতী বলায়, নিজ সুখসাধন-জন্য তাঁহার কামনা নিষেধ করিয়াছেন। কামিনী—একমাত্র আমাতে অভিলাষবিশিষ্টা। কল্যাণী-পদে তাঁহার তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণসেবার সামগ্রীরূপ-সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নতা প্রদর্শন করিলেন ॥৪৮॥

আর শ্রীপরীক্ষিৎ-প্রতি মুনিগণের উক্তি (১।১৯।১৮) "যে পাণ্ডব-গণ শ্রীকৃষ্ণ-পার্শ্বগমনের জন্য রাজ-কিরীট-সেবিত সিংহাসন সদ্যঃ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন;" এস্থলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সামীপ্য-কামনাও ব্যাখ্যা

ভরেণৈব তৎস্ফূর্ত্তাবপ্যতৃপ্তৌ সত্যাং তৎসামীপ্যপ্রাপ্তেশ্চ তৎপ্রাপ্তিবিঘাতকসংসারবন্ধনত্রোটনস্য চ প্রার্থনং দৃশ্যতে। পিতৃমাতৃপ্রীত্যৈকসুখিনাং বিদূরবদ্ধানাং বালকানামিব। যথাহ—

করিতে হইবে (১)। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই প্রীতি-জনিত আর্ত্তিভরেই তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার সামীপ্য-প্রাপ্তি এবং সামীপ্য-প্রাপ্তির বিঘ্নকর সংসার-বন্ধন-ছেদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মাতা-পিতার স্নেহে একমাত্র সুখী বিদূরবদ্ধ বালকগণ যেমন তাহাদের সান্নিধ্য-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, উঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

[**বিবৃতি**—স্ফূর্ত্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়ী। প্রিয়তমের

(১) যক্ষ্যতি ত্বাং ইত্যাদি (শ্রীভা, ১৷১২৷৬) শ্লোকে শুদ্ধভক্তগণে শ্রীভগবৎ-সেবানুরোধে পার্থিব সম্পদ-অভিলাষের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। এস্থলে প্রীতিপারবশ্যহেতু তাঁহাদের সামীপ্য-মুক্তিরও অভিলাষ হইতে পারে—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বগমনাভিলাষী হইয়াছিলেন, ইহা শ্লোকে স্পষ্ট ব্যক্ত থাকিলেও "সামীপ্য-কামনাও ব্যাখ্যা করিতে হইবে" — এস্থলে অপি (ও) অব্যয়ের সার্থকতা সতত শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে থাকিতে হইলে সামীপ্য-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য জানিয়া, তাঁহারা—যে সামীপ্য-মুক্তিতে তৎসান্নিধ্যে থাকা যায়, সেই সামীপ্য-বাঞ্ছা করিয়াছিলেন ; তাঁহারা কেবল তাঁহার নিকট উপস্থিতি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন না, সামীপ্য-মুক্তি প্রাপ্তজন যেমন সর্ব্বদা ভগবৎ-সমীপে বাস করেন, তাঁহারাও সেই প্রকারে সর্ব্বদা তাঁহার কাছে সামীপ্য-মুক্তিও অভিলাষ করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তের মুক্তি-বাসনা না থাকিলেও এস্থলে সে বাসনার উদ্রেক তাঁহাদের শুদ্ধত্বের হানি করিতে পারে না। মুমুক্ষু জীব নিজ দুঃখ-নাশের জন্য মুক্তি কামনা করেন, এই জন্য তাহা ভক্তির অনুকূল নহে। আর পাণ্ডবগণের সামীপ্য-মুক্তি-বাসনা ভক্তিসম্ভূতা বলিয়া তাহা ভক্তিরই বিলাস-বিশেষ।

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসলদুঃসহোগ্রসংসারচক্রকদনাদ্‌গ্রসতাং প্রণীতঃ।

অনুভূতির জন্য অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় উভয়ই ব্যাকুল। স্ফূর্ত্তিতে অন্তরিন্দ্রিয় তৃপ্ত থাকিলেও বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা অধীর করিয়া তোলে। পূর্ব্বে বিভিন্ন-মুক্তি-লক্ষণ-বিচারে বহিঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ী সামীপ্য-মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি সতত শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকারের বিরাম ছিল না। সসাগরা ধরিত্রীর বিপুল ঐশ্বর্য্য-ভোগকালে তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহারা বহিঃসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বহু মুক্তপুরুষ অন্তঃসাক্ষাৎকারে পরিতৃপ্ত; তাঁহারা তাহাতেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিকে সে আনন্দেও তৃপ্ত করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহাদের প্রেমোৎকর্ষের পরিচয়ক।

দৃষ্টান্তদ্বারা এ বিষয়টি বুঝাইলেন,—মাতাপিতার স্নেহে বালকগণের একমাত্র সুখের নিধান। সেই স্নেহ পাইয়া অত্যন্ত সুখী বালকগণ দৈবাৎ যদি বহু দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহারা মাতাপিতার নিকট আসিবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির ব্যাকুলতাও তদ্রূপ। অন্য জন সংসারদুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সামীপ্য-মুক্তি বাঞ্ছা করে, তাঁহাদের সে দুঃখের লেশমাত্রও ছিলনা; পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য আনন্দ-সমুদ্রে তাঁহারা নিমজ্জিত ছিলেন। তথাপি প্রীতিবশে বহিঃসাক্ষাৎকারের জন্য সামীপ্য-মুক্তি অভিলাষ করিয়াছেন। এই সামীপ্য-কামনা তাঁহাদের শুদ্ধাভক্তির গৌরব ঘোষণা করিতেছে।]

অনুবাদ—ভক্তগণ কখনও যদি মুক্তির বাঞ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাহাও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াই;—ইহা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে ব্যক্ত আছে। তিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন—"হে দীন-

বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥ ৪৯ ॥

ত্বদ্বহির্মুখব্যাপারময়ত্বাদ্দুঃসহম্ অনুশীলয়িতুম্ অশক্যম্। ত্বদ্ভক্তি-বিরোধিব্যাপারময়ত্বাদুগ্রং ভয়ানকং যৎ সংসারচক্রং তস্মাদ্ যৎ কদনং লোকানাং মনোদৌস্থ্যং তস্মাদহং ত্রস্তোঽস্মি তদভিমুখীভবিতুং ন পারয় ইত্যর্থঃ। এবমেব বক্ষ্যতে—শ্রীনারদ উবাচ। ভক্তি-যোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ। মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান

বৎসল! দুঃসহ, উগ্রসংসার-চক্রকদন হইতে আমি সন্তস্ত্র হইয়াছি। তাহাতে আবার গ্রাসকারিগণ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। হে কমনীয়-তম! আপনি প্রীত হইয়া অপবর্গভূত-আশ্রয় আপনার পদমূলে কখন আহ্বান করিবেন?" শ্রীভা, ৭।৯।১৫॥৪৯॥

শ্লোকব্যাখ্যা — দুঃসহ — ভগবদ্বহির্ম্মুখ-ব্যাপারময় বলিয়া যাহার অনুশীলন অসম্ভব, ভগবদ্ভক্তি-বিরোধিব্যাপারময় বলিয়া উগ্র—ভয়ানক যে সংসারচক্র, তাহা হইতে যে কদন—লোক সকলের মনোদুঃখ, তাহাতে আমি ব্যাকুল হইয়াছি, এইজন্য আপনার অভিমুখী হইতে পারিতেছি না।

এস্থলে যে ব্যাখ্যা করা হইল, পরে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহা-রাজকে তদ্রূপই বলিয়াছেন,—শ্রীনারদ বলিলেন (১) "নৃসিংহদেব যে যে বর দিতে চাহিলেন, বালক প্রহ্লাদ সে সকলকে ভক্তিযোগের অন্তরায় জানিয়া, "প্রভু, অত্র আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেছেন"—এই বিচার করতঃ ঈষদ্ধাস্য সহকারে হৃষীকেশকে কহিলেন—"আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত। আবার এসকল বর দিতে

---

(১) প্রহ্লাদ-চরিত্র শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-সমীপে শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

উবাচ হ। শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ॥ মা মা প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিত ইত্যনেন। যদ্যপ্যেবং ক্লেশ্তোঽস্মি তথাপ্যহো গ্রসতাং ভগবদ্বিরোধিত্বেন মাদৃশসর্ব্বংগিলানামেষামসুরাণাং মধ্যে স্বকর্ম্মভির্বদ্ধঃ সন্ প্রণীতো নিক্ষিপ্তোঽস্মি। ততস্তব বিরহদূনতয়া ইদং যাচে। কদা নু প্রীতঃ সন্ অপবর্গভূতম্ অরণং শরণং তবাঙ্ঘ্রিমূলং ত্বৎসমীপং প্রতি মামাহ্বাস্যসীতি ॥ ৭ ॥৯ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ৪৯ ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণে তস্য শ্রীমৎপ্রহ্লাদস্য কেবলপ্রীতিবরযাচ্ঞাপি নানেন বিরুদ্ধা। যথা—নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি। যা

চাহিয়া কামের প্রতি আমাকে প্রলুব্ধ করিবেন না; আমি কাম-সঙ্গ হইতে ভীত, তাহাতে বিরক্ত এবং মোক্ষাভিলাষে আপনার শরণাপন্ন।" শ্রীভা, ৭।১০।১—২

(শ্লোকার্থের অবশিষ্টাংশ) যদিও আমি (প্রহ্লাদ) এই প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি, তথাপি, আহা কি দুঃখের বিষয়! গ্রাসকারী—ভগবদ্বিদ্বেষদ্বারা আমার মত সকলকে যাহারা গ্রাস করে, এমন অসুরগণ-মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, কখন মুক্তিস্বরূপ শরণ—আশ্রয় আপনার পদমূলে—আপনার সমীপে আমাকে আহ্বান করিবেন? ৪৯ ॥

শ্রীভগবৎসেবায় মুক্তির সার্থকতা।

অতএব বিষ্ণুপুরাণে সেই শ্রীমৎপ্রহ্লাদের কেবল-প্রীতি-বর-প্রার্থনা এই অনুসারে বিরুদ্ধ নহে। যথা,—"হে প্রভু! সহস্র সহস্র যোনি মধ্যে যাহাতে যাহাতে জন্মগ্রহণ করি, সকল জন্মেই যেন, হে অচ্যুত!

প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু। কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যত্ত্বয়ি। ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ীতি। তত্র শ্রীমৎপরমেশ্বরবাক্যমপি তথৈব—যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্। তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পরমাপ্স্যসীতি। যথা যেন প্রকারেণ তথা তেন প্রকারেণৈব

তোমাতে অবিচলা ভক্তি থাকে। অবিবেকিগণের বিষয়ের প্রতি যে লক্ষণ-বিশিষ্টা ক্ষয়-রহিতা প্রীতি বর্ত্তমান থাকে, নিরন্তর তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেই লক্ষণান্বিতা ক্ষয়-রহিতা প্রীতি যেন দূরীভূত না হয়। হে ভগবন্! 'তোমার কৃপায় তোমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি হইবে,'—এই বর দ্বারা যে আমি তৃপ্ত হইয়াছি, সেই আমার হৃদয় হইতে যেন উক্ত প্রীতি অপসৃত না হয়। সমস্ত জগতের মূল তোমাতে যাঁহার ভক্তি স্থির থাকে, ধর্ম্ম, অর্থ, কামে তাঁহার কি প্রয়োজন? মুক্তিই তাঁহার করতলগতা।" সে স্থলে শ্রীভগবানের উক্তিও তদনুরূপ—"তোমার ভক্তি-সমন্বিত চিত্ত আমাতে যেমন স্থির, তেমন আমার অনুগ্রহে তুমি শ্রেষ্ঠ-মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।" তাৎপর্য্য—শ্রীপ্রহ্লাদের যে প্রকার নিশ্চলভাবে চিত্তের স্থিতি, তাঁহার মুক্তি-প্রাপ্তিও তদনুরূপ সর্ব্বোত্তম। এইজন্য বলিলেন শ্রেষ্ঠা—আমার (শ্রীভগবানের) চরণ-সেবাযোগ্য মহতী। কারণ, যাঁহাদের মন সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদের কাছে মুক্তি তুচ্ছ।

[**বিবৃতি**—প্রহ্লাদ শ্রীভগবৎসেবায় অনুরক্ত-চিত্ত। সেবা ছাড়া তাঁহার অন্য অভিলাষ নাই। তাঁহাকে সেবাহীন মুক্তি দিলে পরিহাস করা হয় মাত্র; এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।" সেবা-বিরহিতা মুক্তি ভক্তের কাছে তুচ্ছ, সেবাযুক্তা মুক্তি

পরং মদীয়চরণসেবোচিতত্বেন মহদিত্যর্থঃ। সেবানুরক্তমনসাম-ভবোঽপি ফল্গুরিত্যুক্তত্বাৎ। তথা বক্ষ্যমাণাভিপ্রায়েণৈবৈতদাহ—

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্। অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥ ৫০ ॥

সুতপোনাম্না নিজাংশেনাহম্ অনন্তমন্যত্র মুক্তিদমপি তল্লক্ষণ-প্রজাপ্রয়োজনক এবাপূজয়ম্। ন তু মোক্ষায়াপূজয়ম্। যতো দেবে তস্মিন্ তদ্দর্শনোত্থিতা যা মায়া কৃপা পুত্রভাবস্তেন মোহিতঃ। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। কিলেতি

আদরণীয়া। 'প্রহ্লাদ তুমি যে সেবাভিলাষী, সেই সেবাযুক্তা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে'—ইহাই শ্রীভগবানের বক্তব্য। সেবা-সম্পর্কে ভক্তগণ মুক্তিকে আদর করেন, এইজন্য তাহা মহতী। সেজন্য শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন, তোমার চিত্ত যেমন ভক্তি সমন্বিত, যে মুক্তি পাইবে তাহাও ভক্তি-সমন্বিতা।]

অনুবাদ—যাঁহারা সেবানুরক্ত তাঁহাদের কাছে মুক্তি অসার, ইহা নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীবসুদেবও বলিয়াছেন। শ্রীনারদের প্রতি তাঁহার উক্তি—"আমি পূর্ব্বে পৃথিবীতে পুত্রার্থী হইয়া মুক্তিদাতা অনন্তকে পূজা করিয়াছি; দেব-মায়ায় মোহিত হইয়া, মুক্তির জন্য তাঁহাকে পূজা করি নাই।" শ্রীভা, ১১।২।৭॥৫০॥

এই বাক্য-নিহিত অভিপ্রায়—সুতপানামক নিজ অংশে আমি (বসুদেব), অনন্ত—যিনি অন্যত্র মুক্তিদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে তাঁহার মত পুত্রাভিলাষেই পূজা করিয়াছি; মোক্ষের জন্য তাঁহার পূজা করি নাই। কারণ, দেব শ্রীকৃষ্ণে, তাঁহার দর্শনোত্থিতা যে মায়া—কৃপা—পুত্রভাব, তদ্দারা মোহিত। মায়াশব্দের কৃপা অর্থ বিশ্বপ্রকাশ-অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে, এইজন্য সেই অর্থ স্বকপোলকল্পিত

সূতীগৃহে শ্রীকৃষ্ণবাক্যমপি প্রমাণীকৃতম্‌। অথ যথা বিচিত্র-ব্যসনাদিত্যাদিতদ্বাক্যান্তরেষু চ, ব্যসনং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদহেতুঃ, ভয়ং

নহে। উক্ত শ্লোকস্থিত "কিল" অব্যয়দ্বারা সূতিকাগৃহে শ্রীভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত হইল। (১)

[সেবানুরক্ত ভক্তগণ মোক্ষকে অসার মনে করেন, একথা শ্রীকৃষ্ণের পিতা হইয়া বসুদেব মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমর্থন করিলেও, তাঁহার অন্যান্য বাক্য হইতে যথেষ্ট সন্দেহ হইতে পারে। এইরূপ প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিবার জন্য সে সকল বাক্যের সমাধান করিতেছেন।] তারপর শ্রীবসুদেব মহাশয় বলিয়াছেন—

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতো ভয়াৎ।
মুচ্যে মহঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত॥
শ্রীভা, ১১।২।৮

"হে সুব্রত! বিবিধ দুঃখ ও সর্ব্বব্যাপী ভয় হইতে যাহাতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা শিক্ষাদান করুন।" এই বাক্যের বিবিধ দুঃখ—কৃষ্ণবিচ্ছেদ হেতু, ভয়—ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ভবিষ্যতে যে কৃষ্ণবিচ্ছেদ হইবে সে আশঙ্কা। তাহাতে উত্তর, শ্রীনারদোদাহৃত এই বাক্য—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্‌।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥
শ্রীভা, ১১।২।৩১

---

(১) শ্রীভা, ১০।৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যা, তৎকর্ত্তৃক বরদান এবং তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। 'প্রমাণিত' শব্দদ্বারা সেই ভগবদ্বাক্যসমূহে যে ইতঃপূর্ব্বে সন্দেহের অবকাশ ছিল, তাহা নহে; তাঁহাদের তপস্যাদি-সম্বন্ধে ভগবদ্বাক্য যেমন প্রমাণ, ইহাও তদ্রূপ প্রমাণ, এই বাক্য ভগবদ্বাক্যের পোষক—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভাবিতদ্বিচ্ছেদশঙ্কেতি ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র মন্যেঽকুতশ্চিদিত্যাদি-শ্রীনারদোদাহৃতবাক্যমুত্তরং গম্যম্। অত্র হি বিশ্বশব্দাদুক্তভয়-নিবর্ত্তনপি প্রতিপদ্যামহে। সংবাদান্তে ত্বমপ্যেতানিত্যাদিদ্বয়ং চাতিদেশেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিগমকমেব তয়োরিতি ॥ ১১ ॥ ॥ ২ ॥ শ্রীমদানকদুন্দুভিঃ শ্রীনারদম্ ॥ ৫০ ॥

"হে সুব্রত! বিবিধ দুঃখ ও সর্ব্বব্যাপী ভয় হইতে যাহাতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা শিক্ষাদান করুন।" এই বাক্যের বিবিধ-দুঃখ—কৃষ্ণবিচ্ছেদ হেতু, ভয়—ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ভবিষ্যতে যে কৃষ্ণবিচ্ছেদ হইবে, সে আশঙ্কা। তাহাতে উত্তর, শ্রীনারদোদাহৃত এই বাক্য—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥

শ্রীভা, ১১।২।৩১

"অসৎ—দেহ কুটুম্বাদিতে আত্মা ও আত্মীয় ভাবনা হেতু উদ্বিগ্নচিত্ত মনুষ্যগণের সর্ব্বব্যাপী ভয় উপস্থিত হইয়াছে। সতত অচ্যুতের চরণ-কমল উসাসনা করিলে এসংসারে কিছু হইতে ভয় থাকেনা।"

এস্থলে ভয়ের যে সর্ব্বব্যাপী (বিশ্বাত্মনা) বিশেষণ যোজিত আছে, সে শব্দদ্বারা উক্ত ভয় (ভাবি-শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদশঙ্ক) নিবৃত্তিও আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি।

শ্রীবসুদেব-নারদ-সংবাদের শেষভাগে—

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শুভান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্॥
যুবয়োঃ খলু দম্পত্যো র্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্‌যদ্বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥

 শ্রীভা, ১১।৫।৪১-৪২

তদেবং তেষাং তত্তৎপ্রার্থনমপি তৎপ্রীতিবিলাস এব। অত্রেদং তত্ত্বম্ ;—একান্তিনস্তাবদ্দ্বিবিধাঃ, অজাতজাতপ্রীতিত্বভেদেন। জাতপ্রীতয়শ্চ ত্রিবিধাঃ ; একে তদীয়ানুভবমাত্রনিষ্ঠাঃ শান্তভক্তাদয়ঃ, অন্যে তদীয়দর্শনসেবনাদিরসময়াঃ পরিকরবিশেষাভিমানিনঃ, স্বয়ং পরিকরবিশেষাশ্চ। তত্র তেষু অজাতপ্রীতিভিঃ

"হে মহাভাগ! তুমি নিষ্ঠা-সহকারে এ সকল শুভ ভাগবদ্ধর্ম্ম যাজনে নিঃসঙ্গ হইয়া কি সাধক-ভক্তবৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে? একথা বলা যায় না। যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি তোমাদের (শ্রীবসুদেব-দৈবকীর) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের উভয়ের যশে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।" এই দুই শ্লোক অতিদেশ দ্বারা (১) শ্রীবসুদেব-দেবকীর সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি প্রতীতি করাইতেছে ॥৫০॥

অভীষ্ট সেবা-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

সুতরাং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবসুদেব প্রভৃতির মত শুদ্ধ-ভক্তগণের সম্পদ্, মুক্তি প্রভৃতি প্রার্থনা শ্রীভগবৎ-প্রীতির বিলাসই বটে। এ বিষয়ে ইহাই তত্ত্ব :—একান্তিভক্ত দ্বিবিধ—অজাত-প্রীতি ও জাত-প্রীতি। জাত-প্রীতি-ভক্ত আবার ত্রিবিধ—ভগবদনুভব-মাত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন শান্ত-ভক্ত প্রভৃতি, তাঁহার দর্শন-সেবনাদি রসময় পরিকর-বিশেষাভিমানী ও স্বয়ং পরিকর-বিশেষ। তাহাতে (একান্তিভক্ত-গণ মধ্যে) অজাত-প্রীতি-ভক্তগণের সর্ব্ব-পুরুষার্থরূপে ভগবৎ-প্রীতি প্রার্থনীয়া। আর, জাত-প্রীতি-ভক্তগণ-মধ্যে শান্তভক্ত প্রভৃতি কখনও

---

(১) অতিদেশ—অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপণম্। অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপণের নাম অতিদেশ। মলমাসতত্ত্বে অতিদেশ সম্বন্ধীয় কারিকা—

প্রাকৃতাৎ কর্ম্মণোযস্মাৎ তৎসমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মোঽতিদিশ্যতে যেন অতিদেশঃ স উচ্যতে॥

সর্ব্বপুরুষার্থত্বেন তৎপ্রীতিরেব প্রার্থনীয়া। অথ জাতপ্রীতিষু শান্তভক্তাদয়স্তু কদাচিদ্দর্শনাদিকং বা প্রার্থয়ন্তে সেবাদিকং বিনৈব; তদ্বাসনায়া অভাবাৎ। সকৃদপি কৃপাদৃষ্ট্যাদিলাভেন তৃপ্তাশ্চ ভবন্তি; নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গবিলোকনাদেতি শ্রীকর্দম-বর্ণনাৎ। অতএব তৎসামীপ্যাদিকেঽপি তেষামনাগ্রহঃ। যে তু

বা সেবাদি ব্যতীত কেবল দর্শনাদি প্রার্থনা করেন; কারণ, তাঁহাদের সেবাভিলাষ নাই। তাঁহারা একবার (শ্রীভগবানের) কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলেও তৃপ্ত হয়েন। শ্রীকর্দ্দম সম্বন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ।

তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষ-শ্রবণেন চ॥

শ্রীভা, ৩।২১।৪৫

শ্রীকর্দ্দম মুনি "ভগবানের স্নিগ্ধ দৃষ্টিলাভ এবং তাঁহার বাক্যরূপ চন্দ্রের অমৃত শ্রবণ (পান) করিয়াছিলেন, এইজন্য তপস্যায় কৃশ হইলেও তাঁহাকে অতিশয় ক্ষীণ বোধ হয় নাই।"

[**বিবৃতি**—দর্শন দান করিয়া শ্রীভগবান্ কর্দ্দম ঋষির নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলে বিচ্ছেদ-জনিত সন্তাপে তাহার অতিশয় ক্ষীণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই; পরন্তু দর্শনলাভের পূর্ব্বে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃশ হইলেও দর্শন ও বাক্য শ্রবণ-জনিত তৃপ্তি তাঁহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি সর্ব্বদা দর্শন এবং সাক্ষাৎ সেবাভিলাষী ছিলেন না; একবার মাত্র দর্শনেই তিনি কৃতার্থ। বলা বাহুল্য, বাহিরে একবার মাত্র দর্শন করিলেও সতত তাহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার বর্ত্তমান থাকে।]

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা একবার মাত্র কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলে কৃতার্থ হয়েন, ভগবৎ-সামীপ্য প্রভৃতিতে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। শ্রীভগবানের পরিকর-বিশেষাভিমানী ভক্তগণ যখন দাস্য-সখ্যাদি প্রীতি-

তৎপরিকরবিশেষাভিমানিনস্তে খলু তত্তৎপ্রীতিবিশেষোৎকণ্ঠিতো যদা ভবন্তি তদা তত্তৎসেবাবিশেষেচ্ছয়া প্রার্থয়ন্ত এব তৎসামীপ্যাদিকম্। তৎপ্রার্থনা চ প্রীতিবিলাসরূপৈব। পুষ্ণাতি চ তামিতি গুণ এব। যদা চ তেষাং দৈন্যেন তৎপ্রাপ্ত্যসংভাবনা জায়তে তদাপি চ তৎপ্রীত্যবিচ্ছেদমাত্রং প্রার্থয়ন্তে। সোঽপি চ গুণ এব। যত্তু কেবলসংসারমোক্ষতৎসামীপ্যানন্দবিশেষপ্রার্থনং প্রীতিবিকারতাশূন্যং তৎ, পুনঃ সর্বথা কেষাঞ্চিদপ্যেকান্তিনাং নাভিরুচিতম্। অতএব সর্বং মদ্ভক্তিযোগেনেত্যাদৌ

বিশেষে উৎকন্ঠিত হয়েন, তখন দাসাদির যোগ্য সেবাবিশেষাভিলাষে তাঁহারা শ্রীভগবানের সামীপ্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনা প্রীতিরই বিলাসরূপা তাহাতে সংশয় নাই; [মুমুক্ষুর প্রার্থনার মত নিশ্চয়ই স্বসুখ-তাৎপর্য্যময়ী নহে।] সেই প্রার্থনা প্রীতিকেই পোষণ করে, এইজন্য তাহা গুণই বটে। আবার যখন দৈন্য হেতু তাঁহারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসম্ভাবনা বোধ করেন, তখনও তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির যেন বিচ্ছেদ না ঘটে এই প্রার্থনা করেন। তাহাও তাঁহাদের গুণই বটে।

আর, কেবল সংসার-মুক্তি ও কেবল ভগবৎ-সামীপ্যানন্দ প্রাপ্তির জন্য যে প্রার্থনা, তাহা প্রীতি-বিকারতা-শূন্য অর্থাৎ সেই প্রার্থনায় ভগবৎ-প্রীতির সম্পর্ক নাই; আবার তাহা সর্ব্বতোভাবে কোন একান্তী ভক্তের রুচিকরও হয়না। অতএব "সকলই আমার ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে লাভ করে"। (১)—এস্থলে যে ভক্তিযোগে স্বর্গাদি নিখিল পুরুষার্থবস্তু প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ভগবৎ-সেবার উপযোগিরূপেই—বুঝিতে হইবে। এইরূপ শ্রীকপিলদেবোক্তি—

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১ম অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

কথঞ্চিদ্ভক্ত্যুপযোগিত্বেনৈবেতি। এবং সালোক্যসার্ষ্টীত্যাদৌ তেষাং মধ্যে সেবনং বিনা যত্তন্ন গৃহ্ণন্তি কিন্তু সেবনোপযোগ্যেব গৃহ্ণন্তি ইতি কথ্যতে, তত্রৈকত্বলক্ষণং সাযুজ্যন্তু স্বরূপত এব তদ্বিনাভূতম্। অন্যত্তু বাসনাভেদেন। সারূপ্যস্য চ সেবোপকারিত্বং শোভাবিশেষেণ। শ্রীবৈকুণ্ঠেঽপি তদীয়নিত্যসেবকানাং তথৈব তাদৃশত্বম্। লোকেঽপি কিশোরবিদগ্ধক্ষিতিপতিপুত্রৈঃ সমানরূপবয়স্কাঃ সেবকাঃ সংগৃহীতা দৃশ্যন্তে শ্লাঘ্যন্তে চ

"সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ-মুক্তি দিলেও আমার সেবাভিন্ন ভক্তগণ অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।" (শ্রীভা, ৩।২৯।২৩) যে মুক্তি সেবা-বিরহিতা, ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না, কিন্তু সেবোপযোগিনী যে মুক্তি তাহা গ্রহণ করেন, ইহাই কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবেশ্বরের একত্ব-লক্ষণ যে সাযুজ্যমুক্তি, স্বরূপতঃই তাহা সেবা-বর্জ্জিতা। অর্থাৎ সেব্যসেবকরূপে দুইজন যেখানে বর্ত্তমান থাকে, তথায় সেবার সম্ভাবনা করা যায়, যেখানে সেই দ্বিত্বের অভাব তথায় কোনমতেই সেবার কল্পনা করা যায়না,—যেখানে কেবল একজন থাকে, তথায় কে কার সেবা করিবে? ভক্তগণ বাসনানুসারে ভগবৎ-সেবোপযোগিনী অন্য মুক্তি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভগবদ্ধামে থাকিয়া তাঁহার সেবার জন্য সালোক্য, মহাসমারোহে তাঁহার সেবা করিবার জন্য সার্ষ্টি, এবং সতত কাছে থাকিয়া সেবা করিবার জন্য সামীপ্য গ্রহণ করেন।

[প্রশ্ন হইতে পারে, সালোক্যাদি ত্রিবিধ-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা জানা গেল। সারূপ্য-মুক্তির প্রয়োজন কি? সমানরূপতা লাভ না করিলেও ত সেবা করা যায়। ইহাতে বলিতেছেন,—] শোভাবিশেষ দ্বারাই সারূপ্যের সেবোপকারিতা। শ্রীবৈকুণ্ঠেও শ্রীভগবানের নিত্য সেবকগণ শোভা-বিশেষ দ্বারাই তাঁহার সদৃশ। লোক-মধ্যেও দেখা যায়

লোকৈঃ। তস্মাদ্‌যথা তথা শ্রীমৎপ্রীতেরেব পুরুষার্থত্বমিত্যায়াতম্। তে প্রীত্যেকপুরুষার্থিনোঽপি ভাববিশেষেণান্যদ্বাঞ্ছন্তু ন বাঞ্ছন্তু বা স্বস্বভক্তিজাত্যনুরূপা ভক্তিপরিকরাঃ পদার্থাঃ সংসার-

কিশোর বিজ্ঞ রাজকুমার সমান রূপ-বয়সবিশিষ্ট সেবক সংগ্রহ করেন; লোকেও এইরূপ সেবকই প্রশংসা করে। সুতরাং যেখানে সেখানেই শ্রীমৎ-প্রীতিরই(১) পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইতেছে। প্রীতিই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ তাঁহারা ভাববিশেষে অন্য বাঞ্ছা করেন বা নাই করেন, নিজ নিজ ভক্তির জাতি-অনুসারে ভক্তি-পরিকর পদার্থ-সমূহ সংসার ধ্বংস পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া থাকে। কখনও ইহার ব্যভিচার ঘটেনা।

[**বিবৃতি**—সেবার জন্য সাক্ষাদ্‌ভাবে সারূপ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা না গেলেও তাহা সেবার উপকারী; তদ্দ্বারা সেবা-সৌষ্ঠব রক্ষিত হয়, উহা সেবার পুষ্টি-সাধন করে। কিশোর, বিজ্ঞ রাজকুমার বৃদ্ধ, অজ্ঞ, কদাকার সেবকের সেবা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; পক্ষান্তরে অনুল্লাস ও বিরক্তি বোধ করেন। সমবয়স্ক, সুচতুর, সুরূপ-কিশোর ভৃত্যের সেবায় যথেষ্ট আনন্দানুভব করেন; লোকেও প্রশংসা করে—যেমন প্রভু, তেমন সেবক বটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, চিরকিশোর রসিক-শেখর, নিখিলসুন্দর-শিরোমণির তাদৃশ সেবক থাকাই বাঞ্ছনীয়। সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিলে তাদৃশ সেবক হওয়া যায়, এই জন্য সারূপ্য-মুক্তির সেবোপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

শুদ্ধ ভক্তগণের প্রীতিই একমাত্র পুরুষার্থ, এই জন্য নিজ নিজ ভাবানুসারে কোন কোন ভক্ত সেবোপযোগী সালোক্যাদি বাঞ্ছা করেন, কেহ বা করেন না; কিন্তু ভগবৎসেবার জন্য ভক্তের এসকলের প্রয়োজন আছে। যেমন সালোক্য—ভগদ্ধামপ্রাপ্ত না হইলে তাঁহার সেবা করিবে কিরূপে?

(১) শ্রীমৎ-বিশেষণ শ্রীভগবৎ-প্রীতির গৌরব সূচনার্থ প্রযুক্ত।

ধ্বংসপূর্বকমুদয়ন্ত এব। ন তে কদাচিদ্ব্যভিচরন্তি চ। তদেতদুক্তম্—অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি। পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নহাসারুণলোচনানি। রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং

যাঁহারা চাহেন তাঁহারা পায়েন ; আর, যাঁহারা চাহেন না তাঁহারা ভক্তির সঙ্গে সেবার জন্য যে যে বস্তু পাওয়া প্রয়োজন, তাঁহাদের সংসার-ধ্বংসের পর সে সকল আপনিই উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, অন্য সাধারণের মত সংসারক্ষয় তাঁহাদের লক্ষ্য না হইলেও অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে সংসারক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সেবা প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভক্তগণ কখনও সেবাযোগ্য সামগ্রীর অভাব বোধ করেন না। প্রয়োজন মাত্র বিনা প্রযত্নে সকল উপস্থিত হয়।]

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"নিষ্কামা, ভাগবতী-ভক্তি, মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। জঠরাগ্নি যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, সেই ভক্তিও তেমন সত্বর লিঙ্গ (সূক্ষ্ম)-শরীরকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

কোন কোন অসাধারণ ভক্তি-রসিক—যাহারা আমার পাদসেবায় অনুরক্ত, যাহারা একমাত্র আমাকেই অভিলাষ করে, এবং যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আসক্তিযুক্ত চিত্তে আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আদর প্রকাশ করে, তাহারা আমার সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তিও বাঞ্ছা করে না।

হে মাতঃ! আমার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন, নয়ন অরুণ বর্ণ, যাহারা সেই দিব্য বরপ্রদ মূর্ত্তিসকল দর্শন

বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি। তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিত-বামসূক্তৈঃ। হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে। অথো বিভূতিং মম মায়য়াচিতামৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনু-প্রবৃত্তম্। শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নু-বতে নু লোকে। ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা

করে, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া অভীষ্ট (শ্রীভগবানের রূপ গুণাদি) কীর্ত্তন করে।

মনোহর মুখ-নেত্রাদি অবয়বযুক্ত আমার মূর্ত্তিসকলের উদার বিলাস, হাস্যসমন্বিত দৃষ্টি ও মনোহর বাক্যসমূহ দ্বারা যাহাদের মন ও ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা মুক্তি বাঞ্ছা না করিলেও আমার ভক্তি স্বয়ং পার্ষদত্ব লক্ষণাগতি (অণ্বীগতি) প্রদান করে।

পার্ষদত্ব লাভের পর, ভক্ত-বিষয়ে আমার যে কৃপা, তৎপ্রভাবে ভোগ-সম্পত্তি, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য এবং ভগবৎসম্বন্ধিনী সার্ষ্টি-নামক সম্পত্তি (শ্রীভগবানের তুল্য সার্ষ্টি মুক্তিলভ্য ঐশ্বর্য্য) স্বয়ং উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ এই সকল ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না, তথাপি বৈকুণ্ঠলোকে সে সকল ভোগ করেন।

অবিকৃতরূপ-বৈকুণ্ঠে সেই লোকবাসী আমার একান্ত ভক্তগণ কখনও ভোগহীন হয় না; আমার কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করে না; আমিই যাহাদের আত্মীয়ের ন্যায় প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহ-ভাজন, গুরুসদৃশ হিতোপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজনীয়;—এই সকল প্রকারে সর্ব্বতোভাবে যাহারা আমাকে ভজন করে, আমার কালচক্র হইতে তাহাদের ভয়ের আশঙ্কা কোথায়?" শ্রীভা, ৩।২৫।২৯—৩৫

গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি। অর্থাং দুজ্ঞের্য়াং পার্ষদলক্ষণামিত্যর্থঃ। তদেবং তৎক্রতুন্যায়েন চ শুদ্ধভক্তানামন্যা গতির্নাস্ত্যেব। শ্রুতিশ্চ—যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতীতি। ক্রতুরত্র সঙ্কল্প ইতি ভাষ্যকারাঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে ইতি। অন্যচ্চ—যদ্-যথা যথোপাসতে তদেব ভবন্তীতি। শ্রীভগবৎপ্রতিজ্ঞা চ—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি। তথৈব ব্রহ্ম-

---

বৈদর্শনীয় ইত্যাদি (৩৩শং) শ্লোকে যে "অন্যীগতি" শব্দ আছে তাহার অর্থ—দুজ্ঞের্য়া পার্ষদত্ব-লক্ষণা গতি।

সুতরাং তৎক্রতু-ন্যায়ে (যেমন কর্ম্ম তেমন ফল—এই ন্যায়ানুসারে) শুদ্ধ ভক্তগণের অন্যগতি নাই, ইহা নিশ্চিত হইল। অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণ কেবল শ্রীভগবৎসেবাভিলাষী, তাঁহারা তাহা পাইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রুতিও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—এ জগতে পুরুষ যে প্রকার সঙ্কল্প (ক্রতু) করেন, মরণের পর সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়েন।" (ছান্দোগ্য ৩।৪।১) এ স্থলে ভাষ্যকার ক্রতু-শব্দের সঙ্কল্প অর্থ করিয়াছেন (১)।

অন্য শ্রুতি—"সেই জীব যেমন কামনাপরায়ণ হয়, তেমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদন করে; যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়।" বৃহদারণ্যক।৪।৪।৫

অন্যপ্রকার শ্রুতি—"যে যেমন উপাসনা করে সে তেমন হয়।"

এ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা—"যাহারা যে ভাবে আমাকে

---

(১) ক্রতুর্নিশ্চয়োহধ্যবসায়শ্চ—ইতি।

ছান্দোগ্য—শাঙ্কর-ভাষ্যঃ।

বৈবর্ত্তে—যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা ইতি। তত্র শ্রীব্রজদেবীনাং সা গতিঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সঙ্গমিতৈবাস্তি। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইত্যাদিবলেন বচনান্তরাণামর্থান্তরস্থাপনেন চ। তথৈব তাঃ প্রতি স্বয়মভ্যুপগচ্ছতি—সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি। ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ কথিতা

উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।”
শ্রীগীতা ৪।১১

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও সেই প্রকার উক্তি আছে—“যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।”

তাহাতে (ভজনানুরূপ প্রাপ্তি সম্বন্ধে) শ্রীব্রজদেবীগণের তাদৃশী-গতি (কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি)—“আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা হইতে নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (পার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে; আমার প্রতি আপনাদের যে স্নেহ (প্রেম) আছে, ইহা বড়ই মঙ্গলের বিষয়; এই স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক;” (শ্রীভা,১০।৮২।৩১) —এই শ্লোকবলে এবং অন্যান্য বচনের অর্থান্তর-স্থাপনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন—“হে সাধ্বীগণ! আপনারা (আমার সুখোৎপাদনের জন্য) আমার অর্চ্চনার সঙ্কল্প করিয়াছেন, লজ্জা-প্রযুক্ত আপনারা না বলিলেও আমি তাহা অবগত হইয়াছি। উহা আমার অনুমোদিত। তাহা সত্য হইবার যোগ্য। যাহাদের চিত্ত আমাতে আবিষ্ট, তাহা-দের কামনা কামে (বিষয়-ভোগে) পর্য্যবসিত হয় না। যে ধানা

ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ৫১ ॥

মদর্চনং পতিভাবময়মদারাধনাত্মকো ভবতীনাং সংকল্পো বিদিতোঽনুমোদিতশ্চ সন্ সত্যঃ সর্বদা তাদৃশমদর্চনাব্যভিচারী ভবিতুমর্হতি যুজ্যত এব। স চ পরমপ্রেমবতীনাং নান্যবৎ ফলান্তরাপেক্ষঃ, কিন্তু স্বয়মেবাস্বাদ্যঃ। যতঃ, ন ময্যাবেশিত-ধিয়ামিতি। ময্যাবেশিতধিয়ামেকান্তভক্তমাত্রাণাং কামো মদর্চনা-ত্মকঃ সঙ্কল্পঃ কামায় ফলান্তরাভিলাষায় ন কল্পতে, কিন্তু স্বয়মেবা-স্বাদ্যো ভবতীর্থঃ। তত্রার্থান্তরন্যাসঃ, ভর্জিতাঃ ইতি। প্রায়

ভাজার পর পুনরায় ক্কাথিত (পুনর্ব্বার সিদ্ধ) হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ।”

শ্রীভা, ১০।২২।১৯-২০॥৫১॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আমার অর্চ্চন—পতিভাবময় আমার আরাধনাত্মক আপনাদের সঙ্কল্প, আমার বিদিত ও অনুমোদিত হইয়া, সত্য—সর্ব্বদা তাদৃশ আমার অর্চ্চনা অব্যভিচারী হইবার যোগ্য হয়। তাহা (সেই সঙ্কল্প) পরম-প্রেমবতী আপনাদের অন্যের মত ফলান্তরের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু স্বয়ংই আস্বাদ্য হয়। যেহেতু, ‘যাহারা আমাতে আবিষ্ট-চিত্ত, তাহাদের কামনা কামে পর্য্যবসিত হয় না। আমাতে আবিষ্ট-চিত্ত একান্ত-ভক্ত-মাত্রের কামনা—মদর্চ্চনাত্মক সঙ্কল্প কামে—ফলান্তরাভিলাষে পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু স্বয়ং আস্বাদ্য হইয়া থাকে। তাহাতে “ভর্জ্জিতা” পদ প্রয়োগ করায় অর্থান্তর-ন্যাস হইয়াছে (১)। শ্লোকস্থিত “প্রায়” অব্যয় বিতর্কে প্রযুক্ত ; তদ্দ্বারা “ভর্জ্জিত

---

(১) যস্মিন্ বিশেষঃ সামান্যং সমর্থ্যতে পরেণ যৎ।
সাধর্ম্ম্যাদথ বৈধর্ম্ম্যাৎ স ন্যাসোঽর্থান্তরস্য হি ॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভ।

[পরপৃষ্ঠা]

ইতি বিতর্কে। ধানা ভৃষ্টযবাঃ। তাঃ স্বরূপত এব ভর্জিতাঃ পুনঃ স্বাদবিশেষার্থং ঘৃতেন বা ভর্জিতা গুড়াদিভিঃ ক্বথিতাশ্চ সত্যো বীজায় বীজত্বায় নেশতে ন কল্পন্তে। যববত্তাভিরন্যযবফলনং নেষ্যতে, কিন্তু তা এবাস্বাদ্যস্তু ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তাদৃশমদর্চনমেব ভবতীনাং পরমফলমিতি ভাবঃ। যচ্চ বিষয়মহিম্না শান্তিরেবাসাং ভবিষ্যতীতি শাস্ত্রানামুৎপ্রেক্ষিতং, তচ্চ তাভিঃ স্বয়মেবানু-

---

ও ক্বাথিত যবের কথন কি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়?—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ভাজা যবকেই ধানা বলা হইয়াছে; (ধান্যকে নহে।) সে সকল স্বরূপতঃই ভাজা, কিংবা আবার স্বাদ-বিশেষের জন্য ঘৃত দ্বারা ভাজা, তারপর গুড়াদি দ্বারা ক্বাথিত (পাক করা) হইলে বীজত্ব লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না—সে সমুদয় দ্বারা যবের মত অন্য যব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সে সকল নিজেই আস্বাদ্য হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং তাদৃশ আমার অর্চ্চনাই আপানাদের পরম ফল। অর্থাৎ যেমন ভাজা যব হইতে অন্য যব উৎপন্ন হয় না—তাহাই আস্বাদ্য হয়, তেমন শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অন্য ফল উৎপন্ন হইবে না, সেই অর্চ্চনাই সর্ব্বোত্তম ফল।

আর, বিষয়-মহিমায় (উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমায়) ইঁহাদের শান্তি

সাধর্ম্ম্যেই হউক আর বৈধর্ম্ম্যেই হউক যে স্থানে সামান্য দ্বারা বিশেষ কিংবা বিশেষ দ্বারা সামান্য সমর্থিত হয়, তথায় অর্থান্তর-ন্যাস-নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে।

এস্থলে সাধর্ম্ম্যে সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইয়াছে। ফলান্তর অনুৎপাদন সাধর্ম্ম্য। সামান্য ভর্জ্জিত যব, বিশেষ শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন।

ভূয়ান্যবিষয়ত্বেনৈব স্থাপিতম্। সুরতবর্দ্ধনমিত্যাদিপদ্যে তদধরামৃতবিশেষণেন ইতররাগবিস্মারণমিত্যনেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ত্বে তু

হইবে—এই প্রকার শান্ত ভক্তগণের যে উৎপ্রেক্ষা (১) করা হইয়াছে, তাহা শ্রীব্রজদেবীগণই স্বয়ং অনুভব করিয়া সুরতবর্দ্ধন ইত্যাদি পদ্যে (২) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অধরামৃতে ইতর-রাগ-বিস্মারণ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা অন্য বিষয়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদনের বিষয় হওয়ায় সুরতবর্দ্ধন ইত্যাদি শ্লোকে আস্বাদনে অশান্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনাকেই তাহার পরম ফল বলায় তাহা শান্ত ভক্তগণের ধ্যানের শান্তির মত (৩) সম্ভাবিত হইল বলিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য বলিলেন, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার ফল যে কেমন, তাহা তাঁহাদের বাক্যে ব্যক্ত আছে; তাঁহারা নিজেরা

---

(১) উৎপ্রেক্ষা—সম্ভাবনোপমানেনোপমেয়োৎকর্ষহেতুকা—উৎপ্রেক্ষা।
অলঙ্কার-কৌস্তুভ।

উপমেয়ের উৎকর্ষের নিমিত্ত উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা, তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। এ স্থলে উপমেয়—শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন-জনিত আনন্দ। উপমান—শান্ত ভক্তের ধ্যানানন্দ।

(২) সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥
শ্রীভা, ১০।৩১।১৪

(গোপী-গীতে) শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—হে বীর! তোমার অধরই অমৃত। তাহা সুরত—প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত করে, শোক—তোমার অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখানুভব ধ্বংস করে, শব্দায়মান বেণু দ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত অর্থাৎ বেণু দ্বারা সুন্দর গায়ক এবং মানবগণের সার্ব্বভৌমাদি-সুখেচ্ছা বিস্মরণ করায়। আমাদিগকে সেই অধরামৃত বিতরণ কর।

(৩) শান্ত ভক্তগণের ধ্যানই ধ্যানের ফল।

তদশান্তিরেব দর্শিতা, স্মরত্তবর্দ্ধনমিত্যনেন ॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবান্ ব্রজকুমারীঃ ॥ ৫১ ॥

তথা শ্রীপট্টমহীষ্যাদীনাং শ্রীযাদবাদীনাঞ্চ গতিস্তথৈব সঙ্গমিতাস্তি। এতে হি যাদবা সর্বে মদ্গণা এব ভামিনীত্যাদি, রেমে

আস্বাদন করিয়া তাহাতে শান্তিলাভের কথা না বলিয়া অশান্তির কথাই বলিয়াছেন ; শান্ত ভক্তের ইষ্টানুভবের ফল শান্তি, কিন্তু এস্থলে ব্রজসুন্দরীগণের অনুরাগময়ী প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় তাঁহারা যতই তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছেন, ততই আস্বাদনের আরও প্রবলাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। শান্ত-ভক্তগণের অন্য বিষয়ে যেমন আসক্তি তিরোহিত হয়, শ্রীব্রজদেবীগণ যে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করিয়াছেন, তাহাও তেমন অন্য সর্ব্বত্র আসক্তি ত্যাগ করায়। ভেদ থাকে শান্তি আর অশান্তি। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনে যাঁহার যত অশান্তি তাঁহার প্রেম তত গরীয়ান্। প্রসঙ্গতঃ শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য এই বিচার-পরিপাটী আশ্রয় করা হইয়াছে। ॥৫১॥]

শুদ্ধ ভক্তগণের অন্য গতি নাই, তাঁহারা শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির মত দ্বারকার শ্রীপট্টমহিষী ও শ্রীযাদবাদির শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্র-বচনসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে—

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎ-প্রিয়া দেবি মত্তুল্য-গুণশালিনঃ ॥

"হে ভামিনি! এই যাদবসকল আমারই নিজগণ। হে দেবি! ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্য কৃন্নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো যথেতরো গার্হমেধিকাং শ্চরন্॥
১০।৫৯।৩২

"যেমন সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্ম আচরণ করে, তেমন নিজ কামে নিমগ্ন হইয়া অচিন্ত্যশক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ, মহিষীগণের সাম্যাতিশয়-রহিত গৃহসমূহে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করতঃ, সেই রমা (লক্ষ্মী)-গণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।" (১)

"জয়তি জনিনবাস" ইত্যাদি শ্লোকের সুস্পষ্ট অর্থ দ্বারাও যাদববর্গ এবং দ্বারকা-মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি অর্থাৎ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থিতি জানা যায়। যথা,—

জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ-স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্ন-সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর-বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥
শ্রীভা, ১০।৯০।২৪

(১) এই শ্লোকে শ্রীদ্বারকা-মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি—তাঁহার সহিত বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

মহিষীগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহে প্রকাশ-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্ত্তিতে অনপায়ী অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিয়া রমাগণ অর্থাৎ স্বরূপশক্তির নানা বৃত্তিরূপা তাঁহাদের সহিত রমণ করেন। এই জন্য তাঁহার আত্মারামতা ও পূর্ণকামতার হানি হয় নাই। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—যদি তাঁহারা স্বরূপভূতা হয়েন, তাঁহাদিগেতে শ্রীকৃষ্ণের আত্মভাব থাকে, তাহা হইলে রস-নিষ্পত্তি হয় কিরূপে? পৃথক্ স্বরূপ নায়ক-নায়িকাদ্বয় রসের আলম্বন। যাঁহাদের

"যিনি নিখিল-জীবগণের আশ্রয়, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহার এই খ্যাতি আছে, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার পরিষৎ, স্বীয় বাহুসকল দ্বারা যিনি অধর্ম্ম নিরসন করিয়া স্থাবর-জঙ্গমের দুঃখ নাশ করেন, যিনি সুস্মিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজপুর-বনিতার কামদেব বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" (১

প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আত্মভাব আছে, তাঁহাদের সহিত অভেদ-সম্ভাবনা হেতু রস-নিষ্পত্তি হইতে পারে না। তাহার উত্তর—তিনি নিজ কামে নিমগ্ন; নিজ কাম, প্রাকৃত কাম নহে, স্বজন-বিশেষে যে প্রেম-বিশেষ, তাহাই তাঁহার নিজ-কাম; তিনি তাহাতে নিমগ্ন। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও লীলার জন্য মহিষীগণ পৃথক্‌রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহারা ভেদবৃত্তি-প্রধানা এবং হ্লাদিনী-নামক স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ-স্বরূপা, প্রেমময়ী। তাঁহাদিগেতে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষময় প্রেম-রসের চমৎকার-বৈশিষ্ট্য জন্মিতে পারে। তাঁহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদের গৃহাদি প্রাপঞ্চিক বস্তুর মত নহে, সাম্যাতিশয়-রহিত - বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠে এক রমার সহিত, আর দ্বারকায় বহু রমার সহিত বিহার করেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাতে বলি-লেন, শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-শক্তিময়; সেই শক্তি-প্রভাবে তিনি উহা করিতে পারেন। সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিলেও, যে যে সময় প্রেয়সীগণের সহিত অবস্থিতির উপযুক্ত, সে সে সময়েই অবস্থান করেন, বুঝিতে হইবে।

বৈষ্ণব-তোষণী।

(১) এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন এই ধামত্রয়ে পরি-করবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য-স্থিতি বর্ণন করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৩২৯—৩৩৬ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের সবিস্তার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত হইল।

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ, পরিকরগণের সহিত বিহার করেন—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অপ্রকট-প্রকাশেও যে তিনি পরিকরবর্গের সহিত বিহার করেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব যখন শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের

(পাদটীকা)

সভায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অপ্রকট অবস্থা; "জয়তি" —বর্ত্তমানকালীয় ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্লোকের অর্থ—যদুবরগণ পরিষৎ—সভ্যরূপী যাঁহার, তিনি যদুবর-পরিষৎ। দেবকী-জন্মবাদ—দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, কিংবা দেবকীতে জন্ম, একথা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, তিনি দেবকী-জন্মবাদ। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। এস্থলে "যদুবর-পরিষৎ" এই বিশেষণ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, লোহিত-উষ্ণীষধারিগণ বিচরণ করিতেছে—একথা বলিলে যেমন লোহিত-উষ্ণীষ-বিশিষ্টরূপে বিচরণ বুঝায়, সে প্রকার যদুবর-পরিষৎ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্ত্তিত হইতেছে।

যদুবর-পরিষৎ শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদবগণেরও জয় কীর্ত্তন করা শ্রীশুক-মুনির অভিপ্রায়। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্য-বিদ্যমান থাকেন, তবে দেবকীতে জন্ম—এই প্রসিদ্ধি কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহাতে বলিলেন—স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্—নিজ বাহুসকল দ্বারা অর্থাৎ ভুজযুগল দ্বারা এবং চারি-চতুর্ভুজ দ্বারা অধর্ম্ম অর্থাৎ অধর্ম্মবহুল রাজন্যবৃন্দকে বিনষ্ট করিবার জন্য মনুষ্যলোকে দেবকীনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়েন। এস্থলে ভুজযুগল এবং চারিচতুর্ভুজ বলিবার তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে কেবল দ্বিভুজরূপে, দ্বারকা ও মথুরায় কখন দ্বিভুজ, কখন চতুর্ভুজরূপে অসুর সংহার করিয়াছিলেন; তাহাতে আবার দ্বারকা ও মথুরায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকট ছিলেন, এই জন্য চারিচতুর্ভুজ বলা হইয়াছে। অথবা তিনি কি প্রকারে জয়যুক্ত আছেন? তদুত্তরে বলিলেন—"স্বৈর্দোর্ভিঃ" কালত্রয়-গত ভক্তগণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বাহুস্বরূপ; তাঁহাদের দ্বারা অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপরাশি নাশ করিয়া জয়যুক্ত আছেন।

দেবকী-জন্মবাদ—একথার অন্য অর্থও হইতে পারে। কিজন্য তাঁহার দেবকীতে জন্মের বাদ ঘটিয়াছিল? উত্তর—তিনি "স্থিরচর-বৃজিনঘ্ন"

স্ফুটার্থদর্শনেন, লীলান্তরস্যৈন্দ্রজালিকত্বাৎ, কূর্ম্মপুরাণগতয়া চাৎ-

[যাদববর্গ ও শ্রীদ্বারকা-মহিষীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? শ্রীমদ্ভাগবতের মৌষল-লীলায় তাঁহাদের ধ্বংস (১) বর্ণিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিবার জন্য বলিলেন —] সেই লীলা যথার্থ নহে, ইন্দ্রজালের মত মায়িক

তিনি নিজ অভিব্যক্তি (আবির্ভাব) দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমসকলের সংসার দুঃখ নাশ করেন, এইজন্য তিনি দেবকীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অথবা, তিনি কি ভাবে জয়যুক্ত হয়েন ? উত্তর—যদুপুর ও ব্রজবাসী স্থাবর-জঙ্গম-সকলের নিজ চরণের বিচ্ছেদ-হন্তা হইয়া তিনি জয়যুক্ত আছেন। তাঁহাদের সহিত নিত্য বিহার ব্যতীত তাঁহাদের সেই দুঃখ নাশ সম্ভবপর নয়। নিত্য বিহার প্রতিপাদনের জন্য বলিলেন, "জননিবাসঃ।" জন-শব্দ স্বজন-বাচক। তিনি ভক্তের হৃদয়ে সপরিকর দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন-বিহারি-রূপে প্রকাশমান আছেন ; বিদ্বদনুভবই তাহাতে প্রমাণ।

যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহার জয়, তাহা বলা হইল। তিনি স্বয়ং কিরূপে জয়যুক্ত, তাহা জানাইবার জন্য বলিলেন—ব্রজবনিতা এবং মথুরা-দ্বারকা-পুরবনিতাগণের কাম-লক্ষণ যে দেব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তদ্রূপে বিরাজমান। অর্থাৎ অন্যত্র হৃদয়ে কামদেবের উদয়ে নায়ক-নায়িকার আসঙ্গ-লিপ্সা জন্মে ; ব্রজপুর-বনিতাগণের হৃদয়ে অন্য (প্রাকৃত) কামদেবের প্রবেশাধিকার নাই, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের হৃদয়ে কামদেব-স্বরূপ ;—অন্যত্র কাম যে কার্য্য করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণই সেই কার্য্য করেন ; কামরূপী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আপনার উদ্দীপন করিয়া জয়যুক্ত আছেন। এস্থলে ব্রজপুর-বনিতাগণের হৃদয়স্থ কাম (প্রেম) এবং সেই কামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অভেদ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁহাদের কাম-ভাবেরও অপ্রাকৃতত্ব এবং পরমানন্দ-স্বরূপতা দ্বারা পরমপুরুষার্থ-বস্তুতা জ্ঞাপন করিলেন। বনিতা-শব্দে শ্রীকৃষ্ণানুরাগবতী দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন-বিলাসিনীগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অত্যন্ত অনুরাগবতী রমণীকেই বনিতা বলা হয়।

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্দের ১ম ও ৩০শৎ অধ্যায়ে মৌষল-লীলা বর্ণিত হইয়াছে ; নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। (পরপৃষ্ঠা)

সীতাহরণপ্রত্যাখ্যায়িমায়িকসীতাহরণাখ্যানতুল্যত্বস্থাপনায় চ, তথৈব

এবং কূর্ম্মপুরাণে যেমন সাক্ষাৎ সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত নিষেধ করিয়া মায়া-সীতা-হরণ-আখ্যান (১) বর্ণন করিয়াছেন, তেমন শ্রীমদ্ভাগবতেও মায়া-

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, অসিতকণ্ব প্রভৃতি মুনিগণ যজ্ঞান্তে যখন নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুল-সম্ভূত দুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী-পুত্র পরমসুন্দর সাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই গর্ভবতী রমণী পুত্র কি কন্যা সন্তান প্রসব করিবেন—আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ বালকগণের এই দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ইনি তোমাদের কুশলনাশন মুষল প্রসব করিবেন।" তারপর বালকগণ সাম্বের উদরবস্ত্র মোচন করিয়া দেখিল, তথায় সত্যই মুষল রহিয়াছে। তাহারা ভীতচিত্তে তাহ লইয়া উগ্রসেনের নিকট গমন করিল। তিনি সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া অবশিষ্ট খণ্ড সহ সমুদ্র-সলিলে নিক্ষিপ্ত করাইলেন। নিক্ষেপমাত্র এক মৎস্য আসিয়া লৌহখণ্ড গ্রাস করিল, চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে সঞ্চিত হইলে, তাহা হইতে এরকা তৃণ উৎপন্ন হয়। জালে ঐ মৎস্য ধৃত হইলে; লৌহখণ্ড নিষ্কাশিত হয়; তদ্দ্বারা জরানামক ব্যাধ শরের অগ্রভাগ (ফলা) প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-পরিকরগণ সঙ্গে প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় যাদবগণ মৈরেয় মধু পান করিয়া মত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা মহাযুদ্ধ করিবার পর, সেই এরকাতৃণ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। যাদবগণের নিধনের পর শ্রীবলদেব মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজরূপ পরিগ্রহ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন; দূর হইতে তাহার অরুণ চরণকে মৃগ মনে করিয়া জরা-ব্যাধ উক্ত শর নিক্ষেপ করিল, শ্রীকৃষ্ণ-লীলার-অবসান হইল। এই লীলা মায়িক।

(১) বৃহদগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে যে, রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। যথা,—

তদীয় (নিত্য) গণবিশেষাণাং পাণ্ডবানামপি গতির্ব্যাখ্যেয়া। তত্র শ্রীমদর্জুনস্য যথা—এবং চিন্তয়তোজিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্ সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ। বাসুদেবাঙ্‌ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা। ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষকষায়ধিষণোঽর্জুনঃ। গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধণি। কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং

কল্পিত যাদবগণের ধ্বংস বর্ণিত হইয়াছে; এই জন্য তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার সঙ্গত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যগণ (পরিকর) পাণ্ডবগণেরও গতি তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা অপ্রকট-সময়েও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমদর্জ্জুনের গতি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"এই প্রকারে প্রগাঢ় স্নেহ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে অর্জ্জুনের বুদ্ধি শান্তা ও বিমলা হইয়াছিল।

বাসুদেবের নিরন্তর ধ্যানহেতু ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইল, তদ্দ্বারা অর্জ্জুনের বুদ্ধির অশেষ কষায় বিনষ্ট হইল।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট যে জ্ঞান (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়) কীর্ত্তন করিয়াছেন, কাল-কর্ম্ম-তমো বশতঃ যাহা আবৃত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রহ্ম-সম্পাত্তি দ্বারা তিনি শোক-রহিত এবং দ্বৈত-সংশয়-রহিত হই-

---

সীতয়ারাধিতো বহ্নিঃ ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥

"সীতা কর্তৃক আরাধিত অগ্নিদেব ছায়া-সীতার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছিল, শ্রীরাম-প্রেয়সী সীতা অগ্নিপুরীতে গমন করিয়াছিলেন।"

এস্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন, লঙ্কা-বিজয়ের পর, অগ্নি-পরীক্ষার সময় যথার্থ সীতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ। বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ। লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৫২ ॥

শান্তা চেতসি চক্ষুষীব ভগবদাবির্ভাবেন দুঃখরহিতা, অতএব বিমলা তদ্বৃত্তিভূতা যে কালুষ্যবিশেষাস্তৈরপি রহিতা। বাসুদেবেত্যাদিনোত্তরপদ্যদ্বয়েন তস্যৈব বিবরণম্। তত্রানুধ্যানং পূর্বোক্তা চিন্তৈব। কষায়ঃ পূর্বোক্তং মলমেব। গীতং মামেবৈষ্যসীত্যন্তম্। কালো ভগবল্লীলেচ্ছাময়ঃ। কর্ম্ম তল্লীলা। তমস্তল্লীলাবেশেন তদননুসন্ধানম্। অধ্যগমৎ তন্মহাবিচ্ছেদস্য তস্যান্তেঽপি তথা তৎপ্রাপ্তেঃ পুনর্মামেবৈষ্যসীত্যেতদ্বাক্যং যথার্থ-

---

লেন; প্রকৃতি-লয়ে নৈর্গুণ্য ও অলিঙ্গ হেতু তিনি অসম্ভব হইলেন।"

শ্রীভা, ১।১৫।৭—৩০

শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা—শান্তা—চাক্ষুষ দর্শনের মত চিত্তে সুস্পষ্ট ভগবদাবির্ভাব হেতু দুঃখ-রহিতা। অতএব বিমলা—দুঃখের বৃত্তিভূতা যে মলিনতা, সেই মলিনতা-রহিতা। বাসুদেবের ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে দুঃখ-রাহিত্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে অনুধ্যান (নিরন্তর ধ্যান)—পূর্ব্ব (২৭শ) শ্লোকোক্তা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা। কষায়—কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখের বৃত্তিভূতা মনের মলিনতা। কীর্ত্তন (গীত)—মামেবৈষ্যসি শ্লোক ১৮।৬৫) পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কাল-ভগবল্লীলেচ্ছাময়। কর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণের লীলা। তমঃ— শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভিনিবেশ হেতু (শ্রীগীতায় উপদিষ্ট) জ্ঞানের অননুসন্ধান। পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন;—মৌষল-লীলান্তে যে সুদারুণ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরেও পূর্ব্বের (প্রকট-লীলার) ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি নিবন্ধন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "আমাকেই প্রাপ্ত হইবে" (১৮।৩৫)—এই শ্রীকৃষ্ণ-বচন আবার যথার্থরূপে অনুভব করিলেন। তারপর তিনি কৃতার্থ হইলেন, একথা "ব্রহ্ম-সম্পত্তি

ত্বেনানুভূতবান্ । ততশ্চ কৃতার্থোঽভবদিত্যাহ, বিশোক ইত্যাদি । ব্রহ্মসম্পত্ত্যা শ্রীমন্নরাকারপরব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ। সংছিন্ন ইয়ং মম চেতসি স্ফূর্ত্তিরেব সাক্ষাৎকারস্ত্বন্য ইতি দ্বৈতে সংশয়ো যেন সঃ। তদা ভগবৎপ্রাপ্তৌ নান্যবজ্জন্মান্তরপ্রাপ্তিকালসন্ধিরপ্যন্তরায়োঽভবদিত্যাহ, লীনেতি। লীনা পলায়িতা প্রকৃতির্গুণকারণং যস্মাদেবম্ভূতং যন্নৈর্গুণ্যং তস্মাদ্ধেতোঃ গুণতৎকারণাতীতত্বাদিত্যর্থঃ। তথৈব অলিঙ্গত্বাৎ প্রাকৃতশরীররহিতত্বাচ্চ। অসম্ভবো জন্মান্তররহিতঃ। তস্মাদনন্তরং চক্ষুষ্যাবির্ভবতীত্যেব

দ্বারা তিনি শোকরহিত" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্পত্তি নরাকার-পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার। দ্বৈত-সংশয়—উক্ত সাক্ষাৎকারের পর, 'ইহা আমার চিত্তে স্ফূর্ত্তি মাত্র, সাক্ষাৎকার নহে; সাক্ষাৎকার ইহা হইতে ভিন্ন'—এইরূপ দ্বিধা। [ব্রহ্ম-সম্পত্তিরূপ সাক্ষাৎকারে সেই দ্বিধা খণ্ডিত হইয়াছিল।] সেই সময় (অর্জ্জুনের) ভগবৎপ্রাপ্তিতে অন্যের মত জন্মান্তর-প্রাপ্তিকাল সন্ধি ও অন্তরায় হয় নাই। এই জন্য বলিলেন, প্রকৃতি লয় নৈর্গুণ্য—লীনা—পলায়িতা, প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের কারণ। এই প্রকারে গুণ-কারণের বিলয় হেতু, ত্রিগুণ ও গুণ কারণ প্রকৃতির অতীত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ আবার, অলিঙ্গ—প্রাকৃত-শরীর-রহিত হইয়াছিলেন, এই জন্য অসম্ভব—জন্মান্তর-রহিত হইয়াছিলেন। তাহার পর চাক্ষুষ আবির্ভাব ঘটে,—ইহাই বিশেষ; শ্লোকসকলের অর্থ এইরূপ।

[**বিবৃতি**—মৌষল-লীলা দ্বারা যদুকুল ধ্বংস হইবার সময় অর্জ্জুন দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনায় শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুকুল-ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বর্ণন করিলেন। তার পর প্রগাঢ়

প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবিলম্বে সাক্ষাদ্দর্শনের মত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত যে দারুণ শোকাবেগ ছিল, তাহা দূর হইল।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে" (শ্রীগীতা ১৮।৬৫); —অর্জ্জুন এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলিবার কারণ কাল, কর্ম্ম ও তমঃ। এই কাল, যে কাল দ্বারা জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে সে কাল নহে; ভগবল্লীলেচ্ছাময় কাল। মায়াপরবশ জীবের উপর কাল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ; ভগবৎপরিকরগণের উপর তাহার কোন অধিকার নাই। মায়াপরবশ জীব দীর্ঘকাল পরে কোন বিষয় ভুলিয়া যাইতে পারে; এই ভুলের হেতু কাল। ভগবৎপরিকরগণের উপর কালের কোন অধিকার না থাকায় কালবশে তাঁহাদের ভ্রান্তি অসম্ভব; তবে শ্রীভগবান্, কোন লীলা নির্ব্বাহের জন্য পরিকরগণকে কোন বিষয় ভুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলে, সেই লীলা নির্ব্বাহ হওয়া পর্য্যন্ত তাহা তাঁহাদের মনে হয় না; ইহাই ভগবদিচ্ছাময় কাল। এই কাল-প্রভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্জ্জুন তৎপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাসূচক অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্ম, জড় কর্ম্ম নহে; শ্রীকৃষ্ণের লীলা। মায়াবশ জীব কর্ম্মাধীন; কর্ম্মে ব্যস্ততা-নিবন্ধন তাহাদের কোন বিষয়ে বিস্মৃতি সম্ভব হয়। ভগবৎপার্ষদগণ কর্ম্মবন্ধ-বিমুক্ত বলিয়া তাঁহাদের তাদৃশ বিস্মৃতি অসম্ভব। তবে ভগল্লীলা-বিশেষে প্রগাঢ় অভিনিবেশ হেতু তাঁহাদের কোন বিষয়ে বিস্মৃতি সম্ভবপর হয়। অর্জ্জুনের বিস্মৃতি এই প্রকারের। উক্ত তমঃ, মায়িক অজ্ঞান অর্থাৎ মোহ নহে; লীলাভিনিবেশ হেতু অননুসন্ধান। মায়াপরবশ জীবের অজ্ঞানবশতঃ কোন বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিতে পারে;

পার্ষদগণে অজ্ঞানের লেশও নাই, এই জন্য অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাদের বিস্মৃতি অসম্ভব। শ্রীভগবানের কোন লীলায় প্রগাঢ় অভিনিবেশ হেতু অন্য যে বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকে না, সেই বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটে। এ স্থলে অননুসন্ধানই তমঃ-শব্দে উক্ত হইয়াছে। মৌষল-লীলাবসানে সুতীব্র উৎকণ্ঠা—দারুণ শোক উৎপন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় মিলনের আনন্দ বড় উপভোগ্য; প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নাই, অথচ পাইবার জন্য সুতীব্র উৎকণ্ঠায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; এ অবস্থায় মিলন! এ আনন্দের কি পরিমাণ আছে? প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে এ আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ "আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, সে সকল লীলাতে আবেশ এবং শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, পরে তাহা ভাবেন নাই বলিয়া ঐ কথা (নিশ্চয় প্রাপ্তির কথা) ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তার পর শোকে বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে উক্তরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেন; তখন অর্জ্জুনের মনে হইল, "অহো! প্রাণসখাই ত বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইব; এই যে তাহাকে পাইলাম!!!" তার পর অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারে পরিণত হইয়াছিল।

সাধারণ জীবের লোকান্তরিত প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে। ইহলোক ত্যাগ ও জন্মান্তর লাভ, এই সন্ধিক্ষণেও অন্ততঃ অন্যকে প্রিয়বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অর্জ্জুনের কিন্তু তাহাও হয় নাই। অর্জ্জুনের জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় নাই, তাঁহার পার্ষদদেহ—নিত্য; এই দেহেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই জন্য তাঁহার জন্মান্তর-প্রাপ্তি-কাল-সন্ধিরূপ অল্প সময়ও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় হয় নাই,—প্রকট-লীলায়

বিশেষ ইতি ভাবঃ। অতঃ কলিং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদ্বচনঞ্চাগ্রে—যস্ত্বং দূরং গতে কৃষ্ণে সহ গাণ্ডীবধন্বনেতি। এবং যেহধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জহু র্ভগবৎপার্শ্বকামা ইতি শ্রীমুনিবৃন্দবাক্যঞ্চ। তস্মাৎ সর্বেষাং পাণ্ডবানাং তদীয়ানাঞ্চ সৈব গতিঃ ব্যাখ্যেয়া। শ্রীবিদুরাদীনাং যমলোকাদিগতিশ্চ তত্তদংশেনৈব

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বিলম্ব বা বিঘ্ন ঘটে নাই। তখন তাঁহার লীলাবশে সংঘটিত সাধারণ জীবাভিমান ঘুচিয়া পার্ষদাভিমান উপস্থিত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি গুণাতীত, মায়াতীত, তথা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের অতীত হইয়াছিলেন। পার্ষদগণ জন্ম-মরণ-রহিত; এই জন্য তাঁহাকে জন্মান্তর-রহিত বলা হইয়াছে।

অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের পর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-স্ফূর্ত্তি নহে, বহিঃসাক্ষাৎকার; আমরা বন্ধু-বান্ধবকে যেমন দেখি, তেমন দেখা।]

অনুবাদ—অর্জ্জুনের এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-নিবন্ধন, ইহার পরে কলিকে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনের সহিত দূরে গমন করিয়াছেন (১) জানিয়াই কি তুই নির্জ্জন স্থানে নিরপরাধগণকে প্রহার করিতেছিস্? তুই বড় অপরাধী, বধের যোগ্য" (শ্রীভা, ১।১৭।৬); এবং মুনিগণ পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যাঁহারা ভগবৎপার্শ্ব-গমনের জন্য রাজকিরীট-সেবিত সিংহাসন সদ্য ত্যাগ করিয়াছেন" (শ্রীভা, ১।১৯।৪৭)। সুতরাং সমস্ত পাণ্ডবের এবং তাঁহাদের নিজ-জনগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই অন্তিমা-গতি—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

শ্রীবিদুর প্রভৃতির প্রকট-লীলাবসানে যমলোকাদিতে গতি, যমাদি-অংশে—নিজ নিজ অধিকার-পালনের জন্য লীলাদ্বারা কায়ব্যূহে নিষ্পন্ন

---

(১) দূরে—দ্বারকার অপ্রকট-লীলায়।

স্বস্বাধিকারপালনার্থং লীলয়া কায়ব্যূহেনেতি জ্ঞেয়ম্ । তদিত্থমেব

হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত মহাভারতের বিরোধ থাকিতে পারে না।

[**বিবৃতি**—শ্রীবিদুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ। প্রকট-লীলাবসানে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়। কিন্তু মহাভারতে অন্যপ্রকার বর্ণনা আছে,—বিদুর যমলোকে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গিয়াছেন ইত্যাদি। এস্থলে সমাধান—শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা-সময়ে অংশাবতারসকল তাঁহাতে মিলিত হয়েন, আবার অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের সময় তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদগণে দেবগণ-অংশে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের সময় বিভিন্ন দেবাংশসকল পার্ষদগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। দেবগণের উপর জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার ন্যস্ত আছে; নির্দ্দিষ্টকাল তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অপ্রকট বা পার্ষদগণের অপ্রকট-সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অবশিষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অধিকার পালন করিবার জন্য যাইতে হইয়াছে। এই জন্য বিদুর যমলোকে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন, ইত্যাদি। তাহাতেও বিদুর প্রভৃতি স্বয়ংরূপে যমলোকাদিতে গমন করেন নাই; লীলাতে কায়ব্যূহ আবিষ্কার করিয়া তদ্দ্বারা যমাদি-অংশে যমলোকাদিতে গমন করিয়াছেন; আর, স্বয়ংরূপে তাঁহারা ভগদ্ধামেই গমন করিয়াছেন। কায়ব্যূহ স্বয়ংরূপ হইতে আকৃতিতে অভিন্ন বলিয়া, অন্যের মনে হইয়াছিল, বিদুরাদিই যমলোকাদিতে গমন করিয়াছেন। এ স্থলে এ কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন, ইঁহারা অন্যের অলক্ষিত ভাবেই

শ্রীভাগবতভারতয়োরবিরোধঃ স্যাদিতি ॥২॥১৫॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৫২ ॥

অথ শ্রীপরীক্ষিতো গতিশ্চ, স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্‌যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ। জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজ-পাদমূলমিত্যনেন দর্শিতা। এবমেবাহুঃ—সর্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ কলেবরং যাবদসৌ বিহায়। লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৫৩ ॥

অপ্রকট ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া—শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার সহিত মহাভারতের বর্ণনার কোন বিরোধ নাই।] ॥৫২॥

অনুবাদ—অতন্তর শ্রীপরীক্ষিতের গতি সম্বন্ধে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন—"সেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ শুকদেব কথিত জ্ঞান (শ্রীমদ্ভাগবত) দ্বারা অপবর্গ (মোক্ষ) নামে প্রসিদ্ধ শ্রীহরির পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীভা, ১।১৮।১৬ এই শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজের প্রায়োপবেশন-বৃত্তান্ত-শ্রবণে সমাগত মুনিগণ (১) তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন—"যাবৎ এই পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ দেহত্যাগ করিয়া সত্য, শোকশূন্য পরমলোক প্রাপ্ত না হয়েন, তাবৎ আমরা সকলে এ স্থলে অবস্থান করিব।" শ্রীভা, ১।১৯।১৯॥৫৩॥

---

(১) শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজ মৃগয়ায় গমনের পর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শমীক-মুনির আশ্রমে গমন করেন। মুনি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। এইজন্য তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুপিত পরীক্ষিৎ-মহারাজ মুনির গলে মৃতসর্প অর্পণ করেন। মুনি-পুত্র শৃঙ্গী এ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাপ দেন,—সপ্তমদিবসে তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইবে। এই শাপের কথা শুনিবার পর, পরীক্ষিৎ রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করতঃ নিরম্বু উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; সে সময় মুনিগণ তথায় আসিয়াছিলেন।

লোকশব্দেন চাত্র নান্যল্লক্ষ্যতে। ভগবৎপার্শ্বকাম! ইতি তেষামেবোক্তিস্বারস্যাৎ। শ্রীভাগবতপ্রধান ইতি চ। তস্মাদন্তে চেদ্‌ব্রহ্মকৈবল্যং মন্যেত, তথাপি ক্রমভগবৎপ্রাপ্তিরীত্যা তদনন্তরং ভগবৎপ্রাপ্তিস্ত্ববশ্যং মন্যেতৈব। যথাজামিলস্য দর্শিতম্‌ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ শ্রীমুনয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—এস্থলে লোক-শব্দে অন্য কিছু লক্ষ্য করা হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইয়াছেন। "শ্রীপরীক্ষিৎ ভগবৎপার্শ্ব-গমনাভিলাষী" মুনিগণ পূর্ব্বে (১।১৯।১৮) এ কথা বলিয়াছেন; এই উক্তির অর্থ-সঙ্গতি হইতে ঐ প্রকার প্রতীতি হয়; আর তাঁহারা উঁহাকে ভাগবত-প্রধান বলিয়াছেন; উত্তম ভাগবতের অন্য গতি কখনও হইতে পারে না বলিয়াও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি নিশ্চিত হইতেছে। তাহা হইতেই (মুনিগণের উক্তির অর্থসঙ্গতি হইতে) শেষে লোকান্তরপ্রাপ্তি মনে না করিয়া যদি ব্রহ্মকৈবল্য মনে করা যায়, তাহা হইলেও ক্রম-ভগবৎ-প্রাপ্তির রীতি অনুসারে তাহার পর অবশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি মনে করিতে হইবে। অজামিলের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ভগবৎপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, এ স্থলেও তদ্রূপ হইয়াছিল (১) ॥৫৩॥

---

(১) শ্রীশুকদেবের শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্‌।
প্রবিষ্টোব্রহ্মনির্ব্বাণং অভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥

শ্রীভা, ১২।৬।৫

"হে ভগবন্‌! তক্ষকাদি মৃত্যু-হেতুকে আমার ভয় নাই। আপনার প্রদর্শিত ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে আমি প্রবেশ করিয়াছি।"

এই শ্লোকে ব্রহ্মকৈবল্য-প্রাপ্তির কথা পরীক্ষিৎ নিজেই বলিয়াছেন—তাহা

(পাদটীকা)

আবার তক্ষক-দংশনের পূর্ব্বে। যদি তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ইহলোকে থাকিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অসম্ভব হইত। ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও চিরকাল সে অবস্থায় ছিলেন না, পরে পার্ষদরূপে (দ্বারকায় অপ্রকট-প্রকাশে গমন করিয়া) শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর ভগবৎপ্রাপ্তির কথা অজামিলের ভগবৎপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরীক্ষিতের ভগবৎপ্রাপ্তির ক্রমও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অজামিলের ভগবৎপ্রাপ্তির ক্রম—

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥
যর্হ্যপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ॥
হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥
সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষ-কিঙ্করৈঃ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ শ্রীভা, ৬।২।৩৬---৩৮

বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে অজামিলের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় এক মন্দিরে আসন কল্পনা করিয়া যোগ ধারণ করিলেন। তারপর "আত্মাকে দেহাদির সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সমাধিদ্বারা অনুভবাত্মক ভগবৎরূপে (সত্তামাত্র ব্রহ্মে) যোজিত করিলেন।" এই শ্লোকে অজামিলের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। তারপর "যখন সেই ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থৈর্য্য লাভ করিল, তখন অজামিল পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ (বিষ্ণু-দূত)-গণকে দর্শন করিয়া মস্তকদ্বারা বন্দনা করিলেন।" অনন্তর "তাঁহাদের দর্শনের পর অজামিল, সেই তীর্থে গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদগণের স্বরূপলাভ করিলেন।" অতঃপর ভগবৎ-প্রাপ্তি—"মহাপুরুষ শ্রীহরির কিঙ্করগণের সহিত সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া যেখানে ভগবান্ শ্রীপতি বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।"

এই কয় শ্লোকে ব্রহ্মনির্ব্বাণের পর শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

অথ সম্পাদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে ইত্যত্রাপি পূর্ববদেব সমাধানম্। কিংবা নিষ্কলব্রহ্মশব্দেন মায়াতীতো নরাকৃতিপরব্রহ্মভূতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবোচ্যতে। তস্মিন্ সম্পাদ্যমানতা তৎসঙ্গতিরেব। তথাহ—অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্। তদ্ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধাস্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥

বিশুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিই যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে—

সম্পাদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভূবস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥

শ্রীভা, ১।৯।৪১

"ভীষ্মদেবকে নিরুপাধি ব্রহ্মে মিলিত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমাগত ব্যক্তিসকল দিবাবসানে পক্ষিগণের মত নীরব হইলেন," এই শ্লোকে পরম-ভাগবত ভীষ্মদেবের নিরাকার-ব্রহ্মে লয় বর্ণিত হইয়াছে; তাহার সমাধান কি? তদুত্তরে বলিলেন—এ স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে। অর্থাৎ এই ব্রহ্মকৈবল্যের পর, ক্রম-ভগবৎপ্রাপ্তির রীতি অনুসারে ভীষ্মদেবের ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কিংবা, নিরুপাধি ব্রহ্ম-শব্দে মায়াতীত নরাকৃতি পরমব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই উক্ত হইয়াছেন। তাহাতে লয়—সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি। শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্য-বালকগণের নিকট ভগবৎপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সুখ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—"অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত) শ্রীহরির আশ্রয়-গ্রহণই রাগাদি-দূষিত পুরুষের সংসার-নাশের উপায় এবং তাহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সুখ বলিয়া জানেন; অতএব তোমরা হৃদয়ে বর্ত্তমান ঈশ্বরকে হৃদয়ে ভজন কর।"

শ্রীভা, ৭।৭।৩০॥৫৪॥

হৃদয়ে বর্ত্তমানং হৃদি ভজধ্বম্ ॥ ৭ ॥ ৭ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুর-বালকান্ ॥ ৫৪ ॥

সা চ কৃষ্ণসংগতিস্তস্য প্রাপঞ্চিকাগোচরতয়াপি কৃষ্ণরূপেণৈবানন্তধামপ্রকাশমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রকাশান্তরে সম্ভবেৎ। অন্যথা

হৃদয়ে অন্তর্য্যামি-রূপে বিরাজমান ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্মরণরূপ ভজনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন ॥৫৪॥

সেই কৃষ্ণ-সঙ্গতি (প্রাপ্তি) প্রাপঞ্চিক-লোকের অগোচরে হইলেও কৃষ্ণরূপে অনন্তধামে প্রকাশমান সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে সম্ভব হয়। অন্যথায় "অর্জ্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণে আমার অহৈতুকী-রতি হউক" (১)—ভীষ্মদেবের এই সঙ্কল্পানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় না।

[**বিবৃতি**—ভীষ্মদেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় হইতে পারে—যখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়েন নাই বা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোনরূপে অবস্থান করিয়াছেন বলিয়াও প্রমাণ নাই; শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন এজগতে, ভীষ্মদেব ছাড়িয়া গেলেন এ জগত, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল কিরূপে? বলা

---

(১) ত্রিভুবন-কমনং তমালবর্ণং
রবিকর-গৌর-বরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥
শ্রীভা, ১।৯।৩০

ঊর্দ্ধ মধ্য অধোলোকের অভিলাষ যাহাতে এমন বপু যিনি প্রকটন করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গের বর্ণ তমালের মত, যিনি প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের মত পীতবসন পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমল অলকাকুলে আবৃত, সেই অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণে আমার ফলাভিসন্ধি রহিতা রতি হউক।

বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ইতি সঙ্কল্পানুরূপা ফলপ্রাপ্তি-র্বিরুধ্যেত। অথ শ্রীপৃথোর্গতিরপি শ্রীপরীক্ষিদ্বদেব ব্যাখ্যেয়া। তস্যাপি ব্রহ্মধারণানন্তরং ব্রহ্মকৈবল্যবিলক্ষণাং শ্রীকৃষ্ণলোক-প্রাপ্তিমেব তদ্ভার্য্যায়া অর্চ্চিষো গতিদর্শনয়া সূচয়ন্তি—অহো ইয়ং

বাহুল্য, পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে এরূপ সংশয় জন্মিতে পারেনা; শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলায় গমনের পর তাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করেন, সেই প্রকটলীলায় প্রবেশের পর তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনুমান করা যায়। সন্দেহ ভীষ্মদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধেই। এই সংশয়-চ্ছেদনের জন্যই বলিলেন, ভীষ্মদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি লোক-লোচনের অগোচরে স্থিত কৃষ্ণধামেই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে প্রকটবিহার করিলেও তখন সেই ধামেও প্রকাশমান ছিলেন। এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অনন্তধামে প্রকাশ পায়েন। ভীষ্মদেব অপ্রকটলীলায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশান্তরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভীষ্মদেবের সঙ্কল্প ছিল, অর্জ্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি। শ্রুতি বলেন, "যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেত্যভবতি—পুরুষ ইহলোকে যেমন সঙ্কল্প করে, পরলোকে তেমন প্রাপ্তি ঘটে।" তদনু-সারে ভীষ্মদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া তাহাতে সংশয় হইতেছিল; এইজন্য ক্রম-ভগবৎপ্রাপ্তি রীতিতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের পর তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যখ্যা করিলেন।]

অনুবাদ—পৃথুমহারাজের গতিও শ্রীপরীক্ষিতের মতই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাঁহারও ব্রহ্মধারণার পর পরব্রহ্মকৈবল্য হইতে বিল-ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণলোক-প্রাপ্তিই তদীয় ভার্য্যা অর্চ্চির গতিদর্শন দ্বারা সূচিত হইতেছে। দেবীগণ পরস্পর অর্চ্চির গতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বধূর্ধন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্। সর্বাত্মনা পতিং ভেজে যজ্ঞেশং শ্রীবধূরিব। সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্দ্ধমনুবৈণ্যং পৃথুং সতী। পশ্যতাস্মানতীত্যার্চ্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্ম্মণা ॥ ৫৫ ॥

টীকা চ—ত্রয়োবিংশে সভার্য্যস্য বনে নিত্যসমাধিতঃ। বিমানমধিরুহ্যাথ বৈকুণ্ঠগতিরীর্য্যত ইত্যেষা ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥ দেব্যঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভরতস্যান্তে ভক্তিনিষ্ঠায়া এব সূচিতত্বাৎ নান্যা গতিশ্চিন্ত্যা। যথা তমুদ্দিশ্য তত্রাপীত্যাদিগদ্যে—ভগবতঃ কর্মবন্ধনবিধ্বংসন-

---

"অহো! এই বধূ অর্চ্চি অতি ধন্যা; ইনি যজ্ঞেশ্বর (শ্রীহরি)-পত্নী লক্ষ্মীর মত সর্ব্বান্তঃকরণে ভূপতিগণের পতি আপন পতি পৃথুকে ভজন করিয়াছেন। সেই দুর্ব্বিভাব্য নিজ কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতেছেন!" শ্রীভা, ৪।২৩।২১॥৫৫॥

[এই শ্লোকে বর্ণিত ঊর্দ্ধগতি যে ভগদ্ধাম-প্রাপ্তি, তাহা ত্রয়োবিংশ-অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীস্বামিটীকা হইতে জানা যায়] সেই টীকা—"ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভার্য্যা সহ বনে গমন করিয়া নিত্য সমাধি দ্বারা রথে আরোহণপূর্ব্বক পৃথুর বৈকুণ্ঠ-গমন বর্ণিত হইয়াছে" ॥৫৫॥

শ্রীভরতের (১) শেষে ভক্তিনিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার

---

(১) শ্রীভরতের চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ঋষভদেবের পুত্র। তাঁহার নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। তিনি যুবা-বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিরত হয়েন। দৈবযোগে এক মৃগ-শিশুতে আসক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। ফলে, হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তার পরজন্মেও ভরত-নামে ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি সর্ব্বত্র উদাসীন হইয়া জড়বৎ অবস্থান করেন;

[পরপৃষ্ঠা]

শ্রবণস্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদিত্যাদি ॥ ৫৬ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৫৬ ॥

রহূগণমহিমানমুদ্দিশ্য চ—এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাব-ইতি ॥ ৫৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৫৭ ॥

যো দুস্ত্যজেত্যাদৌ মধুদ্বিট্‌সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুরিতি চ ॥ ৫৮ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্য গতি চিন্তা করা যায় না। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া "তত্রাপি" ইত্যাদি গদ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "ভগবানের যে চরণকমল-যুগলের শ্রবণ, স্মরণ ও গুণবর্ণনে কর্ম্মবন্ধ বিধ্বংস হয়, মনোমধ্যে তাহা ধারণ করিলেন।" শ্রীভা, ৫।৭।৩॥৫৬॥

রহূগণের মহিমা উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "হে নৃপ! ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার এই মহিমা।"

[শ্রীস্বামি-টীকা—ভগবদাশ্রিত—ভরত,তাঁহার আশ্রিত—রহূগণ। মহিমা—সদ্যঃ দেহাভিমান-ত্যাগ। অর্থাৎ যে ভরতের সঙ্গপ্রভাবে রহূগণ-রাজার সদ্য দেহাভিমান ছুটিয়াছিল, তাঁহার ভক্তির মহিমা বর্ণনাতীত।] শ্রীভা,৫।১৩।২৬॥৫৭॥

যে দুস্ত্যজ ইত্যাদি গদ্যে—"যাঁহারা ভগবান্ মধুসূদনের সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ।" ৫।১৪।৪৩।৫৮॥

এই জন্য জড়ভরত-নামে ইনি প্রসিদ্ধ হয়েন। ইনি রহূগণকে পরমার্থ-বিষয়ক শিক্ষাদান করেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আপাততঃ জ্ঞানী বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক তিনি ভক্ত; তিনি ভক্তোচিত-গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে তাহাই প্রদর্শিত হইল।

অতো বিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তা জ্ঞানিভরতাদ্যাঃ কল্পভেদেনান্যে এব জ্ঞেয়াঃ। তদেবমন্যেষামপি মহাভক্তানাং প্রীতেরুদাসীনা গতির্ন ভবত্যেব। কিমুত বিরুদ্ধা। তদনুকূলা সম্পত্তিশ্চাপ্রার্থিতৈব

[শ্রীভরত-মহাশয়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল বচন উদ্ধৃত হইল, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিনিষ্ঠা দেখা যায়। ভক্তের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ। শ্রীভগবান্ সেবানুরাগী ভক্তকে তাহাই দিয়া থাকেন। সুতরাং ভরত-মহাশয়ের ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।]

[শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভরতকে ভক্তরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণাদিতে তাঁহাকে জ্ঞানিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এই বিরোধ দেখা যায় কেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য বলিলেন, প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভরতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার কথা বর্ণিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ভরত ভক্তিনিষ্ঠ।] অতএব বিষ্ণুপুরাণাদিতে জ্ঞানী ভরতাদির কথা উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভরত ছিলেন ভক্ত। আর, বিষ্ণুপুরাণে যে ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তিনি ছিলেন জ্ঞানী। অন্যান্য ভক্ত-চরিত্রেও যদি এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, একই নামে অভিহিত বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত বিভিন্ন ভক্তের চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্র ভ্রান্ত নহেন।]

[শ্রীপরীক্ষিৎ, ভীষ্ম, ভরত প্রভৃতির গতি-সম্বন্ধে যে সংশয় ছিল, তাহাও অমূলক প্রতিপন্ন হইল। পরম ভক্তগণ কুত্রাপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্রম-ভগবৎ-প্রাপ্তিতে পর্য্যবসিত, বুঝিতে হইবে। তাঁহারা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ মনে করেননা। ভগবৎ-প্রীতিতেই

ভবতীতি স্থিতম্। প্রীতিমতাঞ্চায়মতিশয়ঃ। যদি ভগবতা সা ন দীয়তে তদা তেনাদানেনাপি প্রীতেরুল্লাস এব ভবতি। যদি বা দীয়তে তদা তেনাপীতি। যথা—অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ। ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মে ভূরি নাদদৎ ॥ ৫৭ ॥

চরম-পুরুষার্থ মনে করেন। তাঁহারা তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। ইহ-লোক ত্যাগের সময় তাঁহাদের অন্য প্রকারের গতি জানা গেলেও পরিণামে তাঁহারা প্রীতি-রাজ্যে উপস্থিত হয়েন। যাঁহারা চির-কাল প্রীতির সাধন করিয়াছেন, যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রীতির বিরুদ্ধ, অন্তিমে তাঁহাদের সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি কিছুতেই সমীচীন হইতে পারে না। যাঁহাদের অন্য-গতির আশঙ্কা ছিল, তাঁহাদেরও চরমগতি ভগবৎ-প্রাপ্তি, এস্থলে তাহা দেখান হইল।]

অনুবাদ—তাহা হইলে,অন্য মহাভক্তগণেরও প্রীতির উদাসীন-গতি হইতে পারে না, তদ্বিরুদ্ধগতির কথা আর কি বলিব? মহাভক্তগণ না চাহিলেও তাঁহাদের নিকট প্রীতির অনুকূল সম্পত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রীতিমান ভক্তগণের ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য—যদি ভগবান সেই সম্পত্তি দান না করেন, তাহা হইলে সেই না দেওয়ার নিমিত্তও প্রীতির উল্লাস হইয়া থাকে; আর যদি তিনি তাদৃশ সম্পত্তি দান করেন, তবে সেই দেওয়ার জন্যও তাঁহাদের প্রীতির উল্লাস। শ্রীদাম-বিপ্রের চরিত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ধন দান করেন নাই মনে করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"এ ব্যক্তি নির্ধন; ধন পাইলে অতিশয় মত্ত হইয়া পড়িবে, আমাকে আর স্মরণ করিবে না—এই মনে করিয়াই পরম-কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অল্প ধনও দান করেন নাই।"

শ্রীভা, ১০।৮১।১৬॥৫৭॥

অভূর্য্যপি। যথা চ, নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ। মহাবিভূতেরবলোকতেঽন্যন্নৈবোপপদ্যেত যদূত্তম-স্যেত্যনন্তরং, নন্বব্রুবাণো দিশতে সমক্ষম্ ইত্যাদিকং কিঞ্চিৎ করোত্যুর্ব্বপি যৎ স্বদত্তমিত্যাদিকং চোক্ত্বা তদ্গুণোদ্দীপিত-প্রীতিরাহ—তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। মহানুভাবেন গুণালয়েন বিসজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥৬০॥

নিরুপাধিকোপকারময়ং সৌহৃদম্। সহবিহারিতাদিময়ং

তারপর যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতুল সম্পত্তি দিয়াছেন, তখন বলিলেন—"আমি দুর্ভাগ্যশালী, অতি দরিদ্র, আমার এই সম্পত্তি লাভের হেতু মহৈশ্বর্য্যশালী যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ভিন্ন আর কিছু নহে।"

ইহার পর—

"আমার সখা শ্রাকৃষ্ণ কিছু না বলিয়াই মেঘের মত অসাক্ষাতে যাচ্ঞাকারীকে প্রচুর দান করেন; যেহেতু তিনি ইহ-পরলোকে ভক্ত-গণকে বহু উপভোগ্য ভোগ করাইয়া থাকেন।

নিজদত্ত বস্তু প্রচুর হইলেও তিনি অল্প মনে করেন। আর সুহৃদ্দত্ত বস্তু অতি তুচ্ছ হইলেও বহু করিয়া মনে করেন; মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ আমা কর্ত্তৃক নীত এক মুষ্টি চিপিটক (চিড়া) প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের গুণে শ্রীদাম-বিপ্রের কৃষ্ণপ্রীতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বলিলেন—

"জন্মে জন্মে তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য হউক। মহানুভব গুণালয় শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সঙ্গ-প্রাপ্ত আমার তদীয়-গণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হউক।" শ্রীভা, ১০।৮১।২৬—২৯॥৬০॥

উক্ত (২৯শ২) শ্লোকের ব্যাখ্যা—সৌহার্দ্দ্য—নিরুপাধিক (প্রত্যুপ-

তদেব সখ্যম্। মৈত্রী স্নিগ্ধত্বম্। দাস্যং সেবকত্বমাত্রমপি স্যাৎ। দ্বন্দ্বৈক্যম্। মহানুভাবেন তেনৈব। অতএব সা সম্পত্তিরপি ভগবৎসেবার্থমেব তেন নিযুক্তেত্যায়াতম্ ॥১০॥৮১॥ শ্রীদামবিপ্রঃ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

তদেবং ভগবৎপ্রীতেরেব পরমপুরুষার্থতা স্থাপিতা। অথ তস্যাঃ স্বরূপলক্ষণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদেনাতিদেশদ্বারা দর্শিতম্—যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ

কারের আশা রহিত) উপকারময়। সখ্য—যাহাতে এক সঙ্গে বিহারাদি করা যায়, তাহাই সখ্য। মৈত্রী—স্নিগ্ধতা। দাস্য—সেবকতা মাত্র। সৌহার্দ্দ্যাদির মত শ্রীকৃষ্ণ-দাস্যও তাঁহার (শ্রীদাম-বিপ্রের) প্রার্থনীয়। শ্লোকে সৌহৃদ্—সখ্য—মৈত্রী—দাস্য এই পদ-চতুষ্টয়ের দ্বন্দ্বসমাসে একপদী-ভাব হইয়াছে। শ্রীদাম-বিপ্রের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না; তিনি মহানুভব—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিতই সৌহার্দ্দ্যাদি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই জন্য সেই সম্পত্তিও শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা প্রতীত হইতেছে ॥৬০॥

ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ।

(স্বরূপ-লক্ষণ)

এই প্রকারে ভগবৎপ্রীতির পরম-পুরুষার্থতা স্থাপিত হইল। সেই প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদকর্ত্তৃক অতিদেশ (১) দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—"অবিবেকিগণের (বিষয়াসক্ত লোকদিগের) বিষয়ভোগে যে অবিচলিত প্রীতি থাকে, নিরন্তর তোমার স্মরণপরায়ণ আমার হৃদয় হইতে সেই প্রীতি যেন অন্তর্হিত না হয়।" ১।২০।২৯।

(১) অতিদেশ—অন্যধর্ম্মের অন্যত্রারোপণ। এ স্থলে বিষয়-প্রীতির ধর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিতে আরোপিত হইয়াছে।

সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পত্বিতি। যা যল্লক্ষণা সা তল্লক্ষণা ইত্যর্থঃ। ন তু যা সৈবেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণৈক্যাৎ। তথাপি পূর্ব্বস্যা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন উত্তরস্যাঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন ভেদাৎ। এতদুক্তং ভবতি—প্রীতিশব্দেন খলু মুৎপ্রমদহর্ষানন্দাদিপর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে। ভাবহার্দ সৌহৃদাদিপর্য্যায়া প্রিয়তা চোচ্যতে। তত্র উল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্। তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসময়জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা।

যাহা অর্থাৎ অবিবেকীর বিষয়-প্রীতি যেরূপ লক্ষণবিশিষ্টা, তাহা অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির সেইরূপ লক্ষণ; পরে উভয়বিধ প্রীতির এক প্রকার লক্ষণ বলা হইবে। এই হেতু কিন্তু যাহা বিষয়প্রীতি তাহা ভগবৎপ্রীতি হইতে পারে না; কারণ যদিও উভয় প্রীতির লক্ষণে ঐক্য আছে, তথাপি বিষয়প্রীতি মায়াশক্তিবৃত্তিময়ী, আর ভগবৎপ্রীতি স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ী: এই জন্য উভয়ে ভেদ আছে।

এস্থলে ইহাই বর্ণিত হইতেছে,—প্রীতি-শব্দে দুইটী বস্তু অভিহিত হয়; একটী হইল সুখ—যাহার পর্য্যায় বা বাচক-শব্দ মুৎ, প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ প্রভৃতি। আর অপরটী হইল প্রিয়তা—যাহার পর্য্যায় বা বাচক-শব্দ ভাব, হার্দ্দ, সৌহৃদ প্রভৃতি। তন্মধ্যে উল্লাসাত্মক জ্ঞানবিশেষের নাম সুখ; আর, বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয় তদনুগত ভাবে বিষয়কে পাইবার জন্য যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং সেই স্পৃহাজন্য বিষয়ানুভব-হেতু যে উল্লাসময় জ্ঞান-বিশেষ উদিত হয়, তাহাকে প্রিয়তা বলে। অতএব প্রিয়তার ভিতরে সুখধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও সুখ হইতে তাহার (প্রিয়তার) বৈশিষ্ট্য আছে। সুখের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ) দুঃখ, প্রিয়তার প্রতিযোগী দ্বেষ। সুখ কেবল উল্লাসাত্মক বলিয়া তাহার আশ্রয় আছে, বিষয় নাই। এই প্রকার সুখ-প্রতিযোগী দুঃখেরও আশ্রয় আছে, বিষয়

অত এবাস্যাং সুখত্বেঽপি পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যম্। তয়োঃ প্রতিযোগিনৌ চ ক্রমেণ দুঃখদ্বেষৌ। অতঃ সুখস্য উল্লাসমাত্রাত্মকত্বাদাশ্রয় এব বিদ্যতে ন তু বিষয়ঃ। এবং তৎপ্রতিযোগিনো

নাই। কিন্তু প্রিয়তার আনুকূল্যাত্মকত্ব-হেতু তাহার (আশ্রয় ত আছেই) বিষয়ও আছে। এইরূপ প্রিয়তা-প্রতিযোগী প্রাতিকূল্যাত্মক দ্বেষেরও বিষয় আছে।

[**বিবৃতি**—বিষয়-আশ্রয়-ভেদে প্রীতির দুইটী আলম্বন। যাহার উদ্দেশ্যে প্রীতির আবির্ভাব তাঁহাকে বিষয়, আর যিনি প্রীতি করেন, তাঁহাকে প্রীতির আশ্রয় বলে। কৃষ্ণপ্রীতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, ভক্তগণ আশ্রয়।

মায়াশক্তির বৃত্তিময়ী বৈষয়িক প্রীতি বা সুখ হইতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিময়ী ভগবৎপ্রীতি বা প্রিয়তার উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত তাহার লক্ষণ বলিলেন। প্রিয়তার মধ্যে সুখের ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি সুখকে প্রিয়তা বলা যাইবে না। যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত সুখের স্বরূপ বা জীবন হইল একমাত্র নিজের উল্লাস। প্রিয়তার ভিতরেও উল্লাস আছে বটে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে নহে; উহা প্রীতির বিষয় বা প্রিয়জনের আনুকূল্য অর্থাৎ উল্লাসের অনুগত ভাবেই প্রকাশ পায়। অতএব প্রিয়জনের আনুকূল্যই প্রিয়তার জীবন, নিজের উল্লাস নহে।

তিনটী বিশেষণ দ্বারা তাহার বৈশিষ্ট্য জানাইলেন। উহার মধ্যে "বিষয়ানুকূল্যাত্মকঃ"—এইটী প্রিয়তার স্বরূপ-লক্ষণ; অপর দুইটী "তদানুকূল্যানুগত-তৎস্পৃহা" ও "তদনুভবহেতুকোল্লাসময়-জ্ঞানবিশেষঃ", তাহার তটস্থ লক্ষণ। একমাত্র বিষয়ের (প্রিয়জনের) আনুকূল্য বা সুখই প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ। সুতরাং প্রিয়জনের যাহাতে সুখ হয়, তদনুরূপ ভাবে বা তাহার অবিরোধে প্রিয়জনকে

দুঃখস্য চ। প্রিয়তায়াস্ত্বানুকূল্যস্পৃহাত্মকত্বাদ্বিষয়শ্চ বিদ্যতে। এবং প্রাতিকূল্যাত্মকস্য তৎপ্রতিযোগিনো দ্বেষস্য চ। তত্র সুখদুঃখয়োরাশ্রয়ৌ সুষ্ঠুদুষ্ঠুকর্ম্মাণৌ জীবৌ। প্রিয়তা-দ্বেষয়োরাশ্রয়ৌ প্রীয়মাণদ্বিষন্তৌ। বিষয়ৌ চ তৎপ্রিয়-দ্বেষ্যৌ। তত্র প্রীত্যর্থানাং ক্রিয়াণাং বিষয়স্যাধিকরণত্বমেব

লাভ করিবার নিমিত্ত বাঞ্ছা হয়, কিন্তু প্রিয়জনের প্রতিকূলে বা নিজ-সুখের জন্য নহে; যেহেতু নিজ সুখবিধান প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। এই জন্য প্রিয়জনকে পাইতে যদি তাহার সুখের কোন বাধা জন্মে, তবে সে অবস্থায় প্রিয়জনের সঙ্গলাভ বা সাক্ষাৎকারের নিমিত্তও বাঞ্ছা হয় না। এই অবস্থায় অন্তরে অন্তরে প্রিয়জনের অনুভব বা তাহার অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হইতে থাকে। তাহাতে মনে হয়, যেন প্রিয়জনের সঙ্গই পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে নানা প্রকারে সুখাস্বাদন করান হইতেছে এবং সেই হেতু (প্রিয়জনকে সুখী করিয়া) নিজেরও সুখ বা উল্লাস হইতেছে; এই উল্লাসময় জ্ঞান বা বোধ-বিশেষের নাম প্রিয়তা। ইহাতে বুঝা গেল, প্রিয়তায় নিজ সুখাভিলাষ না থাকিলেও সুখলাভ ঘটিয়া থাকে।

সুখের মূলে কাহারও আনুকূল্য-স্পৃহা থাকে না, প্রিয়তার মূলে থাকে প্রিয়জনের আনুকূল্য-স্পৃহা—ইহাই হইল সুখ, আর প্রিয়তার পার্থক্য। সুখে অন্যের আনুকূল্য-সম্বন্ধ না থাকায় সুখের বিষয় নাই, আর অন্যের আনুকূল্য-সম্পর্ক ছাড়া প্রিয়তা জন্মে না বলিয়া প্রিয়তার বিষয় আছে।]

অনুবাদ—সুখের আশ্রয় সুকর্ম্মান্বিত জীব; আর দুঃখের আশ্রয় দুষ্কর্ম্মান্বিত জীব। প্রিয়তার আশ্রয়—প্রিয়মান,—প্রীতি-কর্ত্তা; দ্বেষের আশ্রয় — দ্বেষকারী। প্রিয়তার বিষয় — প্রিয়,— যাহাকে ভালবাসা যায়; দ্বেষের বিষয় — দ্বেষ্য, — শত্রু। তন্মধ্যে

দাপ্ত্যর্থবৎ। দ্বেষার্থানান্ত বিষয়স্য কর্ম্মত্বং হন্ত্যর্থবৎ। এতদুক্তং ভবতি—কর্ত্তুরীপ্সিততমং খলু কর্ম্ম। ঈপ্সিততমত্বঞ্চ যা ক্রিয়ারভ্যতে সাক্ষাত্তয়ৈব সাধয়িতুমিষ্টতমত্বম্। সাধনঞ্চোৎপাদ্যত্বেন বিকার্য্যত্বেন সংস্কার্য্যত্বেন প্রাপ্যত্বেন চ সম্পাদনমিতি চতুর্বিধম্। তস্মাদন্তর্ভূতণ্যর্থো যো ধাতুঃ স এব সকর্ম্মকঃ স্যাৎ নান্যঃ। যথা ঘটং করোতীত্যুক্তে ঘট উৎপদ্যতে তমুৎপাদয়তীতি গম্যতে,

---

প্রীত্যর্থক-ক্রিয়া সকলের দীপ্তি-অর্থের মত বিষয়ের অধিকরণত্ব অর্থাৎ কোন বস্তুর দীপ্তি বুঝাইতে যেমন বলা হয়, অমুক বস্তুতে দীপ্তি আছে, তেমন যে যে ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি অর্থ প্রকাশ করা হয়, সেই ক্রিয়াসকল প্রীতির বিষয়ের অধিকরণ-ভাব প্রকাশ করে। [যথা,—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের প্রীতি আছে। এস্থলে প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে অধিকরণ-ভাব দেখা যাইতেছে।] আর, দ্বেষার্থক ক্রিয়া সকলের "হনন করা" অর্থের মত বিষয়ের কর্ম্মত্ব অর্থাৎ হন্তি—হনন করা এই ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইবার জন্য হনন-যোগ্যে কর্ম্মত্ব বিন্যাস করিতে হয়,—'অমুককে হনন করা হইবে' এইরূপ প্রয়োগ করিতে হয়, তেমন যে যে ক্রিয়াদ্বারা দ্বেষার্থ প্রকাশ করা হয়, সে সকল ক্রিয়া দ্বেষের বিষয়ের—যাহার প্রতি দ্বেষ থাকে তাহার কর্ম্ম-ভাব প্রকাশ করে, [যথা—কংস শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করে।] যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিততম তাহাই কর্ম্ম—এইরূপ বলা হয়। যে ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়, সাক্ষাৎ সেই ক্রিয়াদ্বারা সাধন করিবার নিমিত্ত বাঞ্ছিত বস্তু-বিশেষ ঈপ্সিততম। ঐ সাধন আবার উৎপাদ্যরূপে সম্পাদন, বিকার্য্য-রূপে সম্পাদন, সংস্কার্য্যরূপে সম্পাদন ও প্রাপ্যরূপে সম্পাদন ভেদে চতুর্ব্বিধ। সুতরাং যে ধাতুতে ণিজন্ত বা ণ্যন্তের (প্রেরণার) অর্থ অন্তর্ভূত থাকে, সেই ধাতুই সকর্ম্মক; অন্য ধাতু নহে। যথা,—"ঘট প্রস্তুত করিতেছে" —একথা বলিলে, ঘট উৎপন্ন হইতেছে, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিতেছে—ইহা বুঝায়; "তণ্ডুল পাক হইতেছে" বলিলে,

তণ্ডুলং পচতীতি তণ্ডুলো বিক্লিদ্যতি তং বিক্লেদয়তীত্যাদি। সত্তাদীপ্ত্যাদীনান্তু ন তাদৃশত্বং গম্যত ইত্যকর্ম্মকত্বমেবেতি। ন চ প্রীতের্জ্ঞানরূপত্বেন সকর্ম্মকত্বমাশঙ্ক্যম্। চেততিপ্রভৃতীনাং তদ্বিনাভাবদর্শনাৎ। অতো ব্রহ্মজ্ঞানবৎ ভূতরূপোঽয়মর্থো ন চ যজ্ঞাদিজ্ঞানবদ্ভব্যরূপো বিধিসাপেক্ষ ইতি সিদ্ধম্। তদেবং প্রীতিশব্দস্য সুখপর্য্যায়ত্বে প্রিয়তাপর্য্যায়ত্বে চ স্থিতে যা প্রীতি-রবিবেকানামিত্যত্র তূত্তরত্বমেব স্পষ্টম্। ন পূর্ব্বত্বম্। পূর্ব্বত্বে সতি বিষয়েম্বনুভূয়মানেষু যা প্রীতিঃ সুখমিত্যর্থঃ। উত্তরত্বে তু বিষয়েষু যা প্রীতিঃ প্রিয়তেত্যর্থঃ। ততশ্চানুভূয়মানে-

---

তণ্ডুল গলিতেছে,এবং তণ্ডুলকে গলাইতেছে বুঝায়। সত্তা,দীপ্তি প্রভৃতির কিন্তু তাদৃশ (কর্ম্মত্ব-জ্ঞাপক) অর্থ জানা যায় না, এই হেতু এসকল ধাতু অকর্ম্মক। আবার, প্রীতি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তাহার সকর্ম্মকত্ব আশঙ্কা করা যায় না ; যেহেতু, চেতনা প্রভৃতি অর্থবিশিষ্ট ধাতু-সকলে (জ্ঞানার্থক হইলেও) সকর্ম্মকত্বের অভাব দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান যেমন পূর্ব্ব হইতে স্বতঃসিদ্ধ, প্রিয়তা-পর্য্যায়-জ্ঞান-বিশেষও তেমন আবহমানকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধরূপে বিরাজমান আছে ; যজ্ঞাদি-জ্ঞানের মত জন্য (উৎপাদ্য) রূপে নিষ্পন্ন হইবে, এইরূপ বিধি-সাপেক্ষ অর্থ নহে,—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। তাহা হইলে প্রীতি-শব্দের সুখ-পর্য্যায়ত্ব ও প্রিয়তা-পর্য্যায়ত্ব সিদ্ধ হওয়ায় "অবিবেকিগণের বিষয়-সমূহে যে প্রীতি"—এস্থলে শেষ অর্থ—প্রিয়তা-পর্য্যায়ত্বই স্পষ্ট আছে, পূর্ব্ব-পর্য্যায়ত্ব নহে। অর্থাৎ বিষ্ণু-পুরাণের উক্তশ্লোকে প্রীতি-শব্দ প্রিয়তা-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সুখ-অর্থে নহে। শেষ অর্থে "বিষয়-সমূহে যে প্রীতি"—প্রিয়তা—এই অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং অনুভূয়মান বিষয় সকলে অধ্যাহার কল্পনা করিতে গেলে কষ্ট

ম্বিত্যধ্যাহারকল্পনয়া ক্লিষ্টা প্রতিপত্তিরিতি। তদেবং পুত্রাদি-বিষয়কপ্রীতেস্তদানুকূল্যাত্মকত্বেন ভগবৎপ্রীতেরপি তথাভূতত্বেন

কল্পনার আশ্রয় করা হয়। তাহা হইলে পুত্রাদি বিষয়-সমূহে যে প্রীতি, তাহার স্বরূপ তাহাদের আনুকূল্য প্রভৃতি; ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপও সেই প্রকার—শ্রীভগবানের আনুকূল্য প্রভৃতি।

[**বিবৃতি**—বিষ্ণু-পুরাণীয় শ্লোকে যে প্রীতি শব্দ আছে, তাহার সুখ-অর্থ হইতে পারে, প্রিয়তা-অর্থও হইতে পারে; এস্থলে কোন্ অর্থ অভিপ্রেত, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য এই বিচার আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমে প্রিয়তা আর সুখের পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তারপর বিষ্ণু-পুরাণীয় শ্লোকে প্রিয়তা-অর্থেই যে প্রীতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই অর্থ দৃঢ় করিবার জন্য প্রিয়তা ও সুখের বিপরীত দ্বেষ ও দুঃখের মধ্যেও যে পার্থক্য আছে তাহা দেখাইলেন।

প্রীতির বিষয় আশ্রয় উভয় আছে; সুখের কেবল আশ্রয় আছে, বিষয় নাই।

প্রিয়জনের আনুকূল্যই যে প্রীতির জীবন, ইহা প্রীতার্থক ক্রিয়ার বিষয়ের অধিকরণত্ব দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। আশ্রয়-শব্দটী শুনিলে তাহাতেই অধিকরণভাব আছে মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রীত্যর্থক ক্রিয়া সকলের বিষয়ালম্বনেই অধিকরণভাব। তাহা না হইয়া আশ্রয়া-লম্বনের অধিকরণত্ব সম্ভব হইলে, সুখের মত বিষয়ালম্বনের কোন অপেক্ষা না করিয়াই প্রীতির উদয় সম্ভব হইত। যেমন—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের প্রীতি আছে; এস্থলে বিষয়ের অধিকরণত্ব-নিবন্ধন, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া ভক্তের প্রীতি থাকিতে পারেনা। যদি আশ্রয়ালম্বন ভক্তে প্রীত্যর্থক ক্রিয়ার অধিকরণ-ভাব থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া সেই প্রীতি থাকা অসম্ভব হইতনা। তাহা হইলে সুখের মত

প্রীতির বিষয়ালম্বন থাকা নিরর্থক হইত; কিন্তু তাহা নহে; সুতরাং সুখ হইতে প্রীতির বিশেষত্ব আছে।

প্রীতির নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্যও প্রীত্যর্থক ক্রিয়া সকলের বিষয়ে অধিকরণ-ভাব দেখাইয়াছেন; তাহার পোষকতার নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়ার বিষয়ালম্বনে কর্ম্মভাব, সে সকল ক্রিয়ার প্রতিপাদ্যের উৎপাদ্যরূপে নিষ্পত্তি দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বিষ্ণু-পুরাণে যে বিষয়-প্রীতির সাদৃশ্যদ্বারা ভগবৎপ্রীতি বুঝাইয়াছেন, অতঃপর সেই বিষয় কি তাহা বলিলেন। বিষয় বলিলে পুত্রাদি বুঝায়, তাহা সকলেই বুঝেন; পুত্রাদি বিষয়ে প্রীতির লক্ষণ কি, তাহাও সকলে জানেন, এইজন্য তৎসম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। পুত্রাদিতে প্রীতি তাঁহাদের আনুকূল্যাদিময়—একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া, প্রিয়তার লক্ষণ কিরূপে তাহাতে পর্য্যবসিত, তাহা দেখা যাউক। সেই দৃষ্টান্ত এই:—

কেহ দূরদেশে পঁচিশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে। পাঁচটী টাকা নিজ খরচের জন্য রাখিয়া বাকী বিশ টাকা বাড়ীতে পাঠান। নিজে খুব কষ্ট করিয়াই দিন পাত করেন। ইহাতে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, "নিজে এত কষ্ট ভোগ করিয়া বাড়ীতে বিশ টাকা পাঠান, তাহাতে আপনার সুখ কি?" ইহাতে সে লোকটী উত্তর করিবেন—বাড়ীতে বিশ টাকা পাঠাই ব'লেই খোকা যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারে; তাহাতে সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে। এ সংবাদ আমি যখন পাই, তখন আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে; তাই আমি বিদেশে থাকিয়া দুঃখ বোধ করি না। (এই পর্য্যন্ত 'বিষয়ানুকূল্যাত্মকঃ' পদের অর্থ)। যদি আমি বাড়ীতে থাকিতাম, তবে কে উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইত? আর যদি এখানে লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে এখানে খোকার

সমানলক্ষণত্বমেব। তত্র পূর্ব্বস্যা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ত্বম্ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যাদিনা শ্রীগীতোপনিষদাদৌ ব্যক্তমস্তি।

কষ্টের অবধি থাকিত না। তাই আমি যে দূরে আছি, তাহাতে কষ্ট মনে করি না, তাহাকেও আমার কাছে আনিতে চাই না; (এই পর্য্যন্ত 'আনুকূল্যানুগত তৎস্পৃহার' অর্থ)। আমি এখানে থাকিয়া যখন বাড়ীর পত্রে খোকার কুশল-সংবাদ পাই, তখন মনে হয়, বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া ক্রোড়ে লইয়া কত লালন করিতেছি! তাহাতে খোকার কত আনন্দ হইতেছে !! এসকল ভাবিয়া আমার আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। (এই পর্য্যন্ত 'তদনুভবহেতুকোল্লাসময়-জ্ঞান-বিশেষঃ' এর অর্থ।)

ভগবৎ-প্রীতিতেও এই প্রকার একমাত্র তদীয়-সুখ-তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সুখের অনুকূলে তাঁহাকে চাওয়া এবং তাঁহাকে সুখী অনুভব করিয়া উল্লাস বর্ত্তমান থাকে।]

অনুবাদ—বিষয়-প্রীতি আর ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ সমান হইতেছে। তাহাতে বিষয়প্রীতি মায়াশক্তি-বৃত্তিময়ী, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ গীতা ১৩।৭

"ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা, ধৈর্য্য—বিকার যুক্ত এ সকল পদার্থ ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়।"

[**বিবৃতি**—মায়িক-দেহাদি পদার্থ গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র, আর আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। সুখ সেই ক্ষেত্র-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাও মায়িক। মায়ার সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি। পূর্ব্বে বিষয়-প্রীতিই সুখ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা মায়া-শক্তি-বৃত্তিময়ী।]

উত্তরস্যাস্তু স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ত্বমস্তিকে দর্শয়িষ্যামঃ। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং যা যল্লক্ষণা সা তল্লক্ষণা ইতি। ইয়মেব ভগবৎ-প্রীতির্ভক্তিশব্দেনাপ্যুচ্যতে পরমেশ্বরনিষ্ঠত্বাৎ পিত্রাদিগুরুবিষয়ক-প্রীতিবৎ। অতএব তদব্যবহিতপূর্বপদ্যে ভক্তিশব্দেনৈবোপাদায় প্রার্থিতাসৌ, নাথ যোনিসহস্রেষ্বিত্যাদৌ। অত্র যা প্রার্থিতা, সৈব হি স্বরূপনির্দেশপূর্বকমুত্তরশ্লোকেন যা প্রীতিরিত্যাদিনা

অনুবাদ—ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ-শক্তিময়ত্ব এই সন্দর্ভের শেষভাগে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং বিষয়-প্রীতির যে লক্ষণ, ভগবৎ প্রীতিরও সে লক্ষণ (যাহা বিষয়-প্রীতি, তাহা ভগবৎ-প্রীতি নহে ;)— এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; তাহা সঙ্গত বটে।

[পূজ্যজন-নিষ্ঠ প্রিয়তা ভক্তিশব্দে অভিহিত হয়। এইজন্য পিত্রাদি-নিষ্ঠ-প্রিয়তা ভক্তি নামে প্রসিদ্ধা।] পিত্রাদি গুরুজনে প্রিয়তার মত ভগবৎ-প্রীতি ভক্তিশব্দেও কথিতা হয় ; কারণ, তাহা পরমেশ্বর-নিষ্ঠা। অতএব "যা প্রীতি" ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তি-শ্লোকে ভক্তিশব্দেই তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—

নাথ যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ। ১।২০।১৮

"হে নাথ! হে অচ্যুত! সহস্র সহস্র যোনি মধ্যে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই জন্মেই যেন তোমাতে আমার অবিচলা ভক্তি থাকে।"

এই শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তি-শ্লোকে স্বরূপ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক স্পষ্টভাবে "যা প্রীতি" ইত্যাদি বাক্যে প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব ভক্তি প্রার্থনারূপ এক কথার বারংবার উল্লেখ হেতু, এস্থলে পুনরুক্তি দোষও ঘটে নাই।

বিবিচ্য প্রার্থিতা। অতএব ন পৌনরুক্ত্যমপি। অতো দ্বয়োরৈক্যাদেব শ্রীমৎপরমেশ্বরেণাপ্যনুগৃহ্নতা তয়োরেকয়োক্ত্যৈবানুভাষিতম্—ভক্তির্ময়ি তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতীতি। তয়োর্ভেদেতু তদ্বৎ প্রীতিরপ্যনুভাষ্যেত। অতএব হে মাপ লক্ষ্মীপতে সা বিষয়প্রীতির্মম হৃদয়াৎ সর্পতু পলায়তামিতি বিরক্তিপ্রার্থনাময়োঽর্থোঽপি ন সঙ্গচ্ছতে, তস্যা অপ্যণুভাষণাভাবাৎ নাপসর্পত্বিতি প্রসিদ্ধপাঠান্তরবিরোধাচ্চ। ততস্তদুক্তেরপি তৎপ্রীতিপর্য্যায়ত্বে স্থিতেঽপি প্রীণাতিবন্ন ভজতিঃ সর্বপ্রত্যয়ান্ত এব, প্রাতিং বদতি,

---

শ্রীপ্রহ্লাদ এক শ্লোকে প্রীতি,অপর শ্লোকে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে, শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার প্রার্থনায় উত্তর দেন, তখন প্রীতি ও ভক্তি উভয়ের উল্লেখ না করিয়া একটীর (ভক্তির) উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্যে একটীর উক্তি হইতেও ভক্তি ও প্রীতির ঐক্য প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীভগবানের উক্তি—"আমার প্রতি তোমার ভক্তিত আছেই, আবার জন্মে জন্মেও এইরূপ ভক্তি থাকিবে।"

বিষ্ণু-পুরাণ। ১।১৮।২০

প্রীতি আর ভক্তিতে যদি পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ ভক্তির মত প্রীতিরও উল্লেখ করিতেন।

কেহ কেহ "নাপসর্পতু" স্থলে 'মাপসর্পতু' পাঠ করিয়া অর্থ করেন—হে মা—প—লক্ষ্মীপতে! সেই বিষয়-প্রীতি আমার হৃদয় হইতে অপসরণ অর্থাৎ পলায়ন করুক।" শ্লোক-ব্যাখ্যায় "সেই প্রীতি" শব্দে ভগবৎ-প্রীতি অর্থ নিষ্পন্ন হওয়ায়, এইরূপ বিরক্তি প্রার্থনাময় অর্থ সঙ্গত হয় না; তাহার (উক্ত অর্থের অসঙ্গতির) অন্য হেতুও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ তাহার (বিষয়-প্রীতির) উল্লেখ করেন নাই এবং উক্ত ব্যাখ্যা নাপসর্পতু এই প্রসিদ্ধ পাঠান্তরের বিরুদ্ধ হয়।

প্রয়োগাদর্শনাৎ। * প্রয়োগস্তু ক্তিন্-ক্ত-প্রত্যয়ান্ত এব দৃশ্যতে। যদা চ প্রীত্যর্থবৃত্তিস্তদা প্রীণাতিবদকর্মক এব ভবতীতি। তদেবং বিষয়প্রীতিদৃষ্টান্তেন শ্রীভগবদ্বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগতস্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষস্তৎপ্রীতিরিতি লক্ষিতম্। বিষয়মাধুর্য্যানুভববৎ ভগবন্মাধুর্য্যানুভবস্তু ততোঽন্যঃ। অতএব ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ-প্রবোধ ইতি ভেদেনাম্নাতম্। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং-

এইরূপে ভক্তি ও ভগবৎ-প্রীতি উভয়-শব্দ একার্থ-বাচক নিশ্চিত হইলেও প্রীতি-অর্থে প্রী-ধাতুর মত ভক্তি-অর্থে ভজ্-ধাতু সকল প্রত্যয়ান্ত হয় না। কারণ, প্রীতিকে বলিতেছে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। উক্ত অর্থে ভজ্ধাতু ক্তি আর ক্ত প্রত্যয়ান্তই দেখা যায়। যখন ভজ্ধাতু প্রীতি অর্থ প্রকাশ করে, "প্রীতি করা"—অর্থে প্রযুক্ত প্রী-ধাতুর মত তাহা অকর্ম্মকই হইয়া থাকে।

[ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এসকল বিচারের পর সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—] তাহা হইলে বিষয়-প্রীতির দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীভগবদ্বিষয়ানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত অভিলাষাদিময় জ্ঞান-বিশেষ ভগবৎ-প্রীতি, ইহা লক্ষিত হইয়াছে। বিষয়-মাধুর্য্যানুভব যেমন বিষয়-প্রীতি হইতে ভিন্ন, ভগবৎ-প্রীতিও ভগবন্মাধুর্য্যানুভব হইতে ভিন্না; অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভব প্রীতি নহে, প্রীতি উক্ত প্রকারের জ্ঞান-বিশেষ। এই জন্য ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবদনুভব—এইরূপ পৃথক্ ভাবে উক্ত হইয়াছে (১)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

* প্রীতিং দৃষ্ট্বা বদতি প্রয়োগাদর্শনাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(১) ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃপুষ্টিঃক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

শ্রীকবিনামক যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন— যেমন ভোজনকালে

বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপেতি চ। অথৈনাং ভগবৎপ্রীতিং সাক্ষাদেব লক্ষয়তি সার্দ্ধেন—দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্। সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥৬১॥

পূর্বং শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীত্যুক্তম্। অত্র যদ্যপি রতিভক্ত্যোর্দ্ধয়োরপি তারতম্যমাত্রভেদয়োঃ প্রীতিত্বমেব, তথাপি প্রীত্যতিশয়লক্ষণায়াং প্রেমাখ্যায়াং ভক্তৌ তদতিস্ফুটং স্যাদিতি

"হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! শুদ্ধাভক্তিদ্বারা এইরূপ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।" ১১।৫৪

শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের যা প্রীতিঃ ইত্যাদি শ্লোকে বিষয়-প্রীতির যে লক্ষণ ভগবৎ-প্রীতিরও সেই লক্ষণ, এইরূপ পরোক্ষভাবে ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেড় শ্লোকে শ্রীকপিলদেব এই ভগবৎ-প্রীতিব লক্ষণ সাক্ষাদ্ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"গুণলিঙ্গ, আনুশ্রবিক কর্ম্মদেবগণের মধ্যে সত্ত্বেই একাগ্রচিত্ত পুরুষের যে বৃত্তি, সেই অনিমিত্তা স্বাভাবিকী ভাগবতী-ভক্তি, সিদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠা।" ৩।২৫।২৯ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।" (শ্রীভা, ৩।২৫।২০) এই শ্লোকে যদিও কেবল তারতম্য-হেতু ভেদ-বিশিষ্ট রতি ও ভক্তি (১) উভয়েরই প্রীতিত্ব

প্রতি গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমন হরিভজনশীল ব্যক্তির প্রেম, পরমেশ্বরানুভব এবং তন্নিবন্ধন সংসারের প্রতি বিরক্তি—এই তিন এককালে সম্পন্ন হইতে থাকে।

(১) রতি ও প্রেমভক্তির ভেদ ৮৪ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

কৃত্বা ভক্তিপদেন তামুপাদায় লক্ষয়তি। অর্থশ্চায়ম্—গুণলিঙ্গানাং গুণত্রয়োপাধীনাম্। আনুশ্রবিকং শ্রুতিপুরাণাদিগম্যং কর্ম্ম চরিতং যেষাং তে তথোক্তাঃ। তেষাং দেবানাং শ্রীবিষ্ণুব্রহ্মাশিবানাং মধ্যে সত্ত্বে সান্নিধ্যমাত্রেণ সত্ত্বগুণোপকারকে স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-শুদ্ধসত্ত্বাত্মকে বা শ্রীবিষ্ণৌ। এতচ্চোপলক্ষণম্। শ্রীভগ-বদাদ্যাবির্ভাবেষ্বেকস্মিন্নপীত্যর্থঃ। এবকারেণ নেতরত্র, ন চ তত্রাপি চেতরত্রাপি চ। একমনসঃ পুরুষস্য যা বৃত্তিস্তদানুকূল্যা-দ্যাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ। অনিমিত্তা ফলাভিসন্ধিশূন্যা। স্বাভাবিকী স্বরসত এব বিষয়সৌন্দর্য্যাদয়াত্মনৈব জায়মানা, ন চ বলাদাপাদ্য-

---

বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি প্রীতির প্রাচুর্য্যই যাহার লক্ষণ, সেই প্রেমাখ্য ভক্তিতে তাহা (প্রীতিত্ব) অতিস্পষ্ট লক্ষিত হয়, ইহা নিশ্চয় করতঃ ভক্তিপদে তাহাকে (প্রেমভক্তিকে) গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকে ভগবৎ-প্রীতি বা প্রেমভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন।

(শ্লোকের অর্থ) গুণলিঙ্গ—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ যাঁহাদের উপাধি, তাঁহারা গুণলিঙ্গ। আনুশ্রবিক কর্ম্ম—শ্রুতি-পুরাণাদিদ্বারা যাঁহাদের কর্ম্ম—চরিত্র জানা যায়, তাঁহারা আনুশ্রবিক-কর্ম্ম। সেই দেবগণ—শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব; এ তিনের মধ্যে সত্ত্বে – সান্নিধ্য-মাত্রদ্বারা সত্ত্ব-গুণোপকারকে কিম্বা স্বরূপশক্তি—শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক শ্রীবিষ্ণুতে;—শ্রীবিষ্ণু এস্থলে উপলক্ষণ, শ্রীভগবান্ প্রভৃতি আবির্ভাব-সমূহমধ্যে কোন এক স্বরূপে, 'এব' কার (সত্ত্বে 'ই' র—ই অব্যয়) দ্বারা অন্য স্বরূপে নহে কিংবা সে স্বরূপ আর অন্য স্বরূপ উভয়ত্র নহে, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতে একাগ্রচিত্ত পুরুষের যে বৃত্তি—তাঁহার (শ্রীভগবানের) আনুকূল্যাদি স্বরূপ-জ্ঞান-বিশেষ, অনিমিত্তা — ফলাভিসন্ধি-শূন্যা (নিষ্কামা), স্বাভাবিকী—কেবল বিষয়-সৌন্দর্য্য হইতে নিজেই সমুৎপন্না,

মানা। সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ। প্রীতিসম্বন্ধাদেবান্যস্যা ভক্তেঃ স্বাভাবিকত্বং স্যাৎ। তস্মাদ্‌বৃত্তিশব্দেন প্রীতিরেবাত্র মুখ্যত্বেন গ্রাহ্যেতি। সা চ সিদ্ধের্মোক্ষাদ্গরীয়সী ইতি। সালোক্যসার্ষ্টীত্যাদিশ্রবণাৎ। অতএব জ্ঞানসাধ্যস্যাপি তিরস্কারপ্রসিদ্ধেৰ্জ্ঞানমাত্রতিরস্কারার্থং সিদ্ধের্জ্ঞানাদিতি ব্যাখ্যানমসদৃশম্। অত্র মোক্ষাদ্গরীয়স্ত্বেন তস্যা বৃত্তের্গুণাতীতত্বং ততোঽপি ঘনপরমানন্দত্বং শ্রীভগবৎপ্রসাদ-বিশেষেণৈব মনস্যুদিতত্বং তত্রাপি তত্তাদাত্ম্যেনৈব তদ্বৃত্তিব্যপদেশ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৬১ ॥

কিন্তু বলপূর্ব্বক নিষ্পান্না নহে যে ভক্তি, তাহা ভাগবতী ভক্তি অর্থাৎ প্রীতি। প্রীতি-সম্বন্ধেই অন্য ভক্তির স্বাভাবিকত্ব হইয়া থাকে। তাহা হইলে বৃত্তি-শব্দে এস্থলে প্রীতিই মুখ্যভাবে গৃহীত হইতেছে। সেই প্রেমভক্তি সিদ্ধি—মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠা। "যেহেতু, ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এসকল মুক্তি দিতে চাহিলেও আমার সেবা ভিন্ন তাহারা আর কিছু গ্রহণ করেনা" (শ্রীভা, ৩।২৯।১১) এই কপিলদেবোক্তিতে মুক্তি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ শ্রবণ করা যায়।

অতএব জ্ঞানদ্বারা সাধ্য যে মোক্ষ, তাহারও তিরস্কৃতির এই প্রসিদ্ধি হইতে, কেবল জ্ঞান তিরস্কারের জন্য শ্লোকস্থিত "সিদ্ধি" শব্দের জ্ঞান অর্থ করার অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হইতেছে। মোক্ষ হইতে সেই বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহার গুণাতীতত্ব, তাহা হইতেও ঘনপরমানন্দত্ব, শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষে মনে তাহার উদয়, তাহাতেও মনের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভাব হেতু, তাহা বৃত্তি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিষয়-প্রীতির লক্ষণদ্বারা ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ পরিচয় করান হইয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার লক্ষণ বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দেড় শ্লোকে শ্রীকপিলদেব সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রীতির লক্ষণ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া যে ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্ব্বেও একটী শ্লোকে তিনি সেই ভক্তি-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কেবল ভক্তির উল্লেখ করেন নাই,—শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি (১)—তিনের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা-শব্দ কখনও প্রীতি-বোধক হইতে পারেনা, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু, আনুকূল্যই প্রীতির জীবন, শ্রদ্ধা হইলেই আনুকূল্যের প্রবৃত্তি জন্মেনা— যাহাকে শ্রদ্ধা করি,তাঁহারই আনুকূল্য করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না, যাহাকে ভালবাসি, ভক্তি করি তাঁহার আনুকূল্য করিবার ইচ্ছা হয়। রতি ও ভক্তি-শব্দ প্রীতিজ্ঞাপক হইতে পারে। রতি ও ভক্তি উভয়ই আনুকূল্যাত্মক হইলেও, রতি হইতে ভক্তিতে আনুকূল্যাদির আধিক্য হেতু, এস্থলে প্রীতি বুঝাইবার জন্য ভক্তি-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। পরিপূর্ণ আনুকূল্যাদিময়ী ভক্তির গ্রহণে ঈষদূন আনুকূল্যাদিময়ী রতি গৃহীতা হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। এস্থলে ভক্তিশব্দে সাধন-ভক্তি অভিপ্রেত হয় নাই, প্রেমভক্তিই অভিপ্রেত হইয়াছে।

দেবানাং ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যায় গুণ-লিঙ্গপদে গুণাবতার-ত্রয় বুঝাইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে; গুণত্রয় অবলম্বন করিয়া ইঁহারা জগদ্ব্যাপার—পালন, সৃজন, সংহার-কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। এই সকল গুণ-কার্য্য তাঁহাদের পরিচায়ক বলিয়া, গুণসকল তাঁহাদের উপাধি অর্থাৎ পরিচয়ের চিহ্ন। গুণাবতার

---

(১) সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
শ্রীভাঃ, ৩।২৫।২২

শ্রীকপিলদেব জননী-দেবহূতিকে বলিয়াছেন — প্রকৃষ্টরূপে সাধুসঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথাসকল উপস্থিত হয়। সে সকল কথা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, সেবা (শ্রবণাদি) করিলে মুক্তির পথ-স্বরূপ ভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয়।

ত্রয়ের চরিত্র শ্রুতি-পুরাণ-প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায়; শাস্ত্রে তাঁহাদের যে ত্রিগুণ-কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত আছে, সেই বর্ণনাদ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। সেই গুণাবতার-ত্রয়—শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব। বিষ্ণু সত্ত্বগুণদ্বারা জগৎ পালন করেন। ব্রহ্মা রজোগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করেন। শিব তমোগুণ অবলম্বন করিয়া জগৎ সংহার করেন। ব্রহ্মা ও শিবের মায়িক গুণের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে; তাঁহারা গুণলিপ্ত। বিষ্ণু গুণলিপ্ত নহেন, তিনি গুণাতীত। তিনি সত্ত্বগুণের সন্নিধানে অবস্থান করতঃ সেই গুণকে ক্রিয়াশীল করিয়া পালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক (১)। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক বলিয়া শ্লোকে সত্ত্বপদে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

---

(১) শ্রীভগবানের অনন্ত-শক্তি মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন শক্তি প্রধান। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা। স্বরূপে ও স্বরূপের অভিব্যক্তি স্থানে এই শক্তির প্রকাশ-নিবন্ধন, ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বলা হয়। মায়াশক্তি স্বরূপে বা স্বরূপের অভিব্যক্তিস্থলে উপস্থিত হইতে পারেনা, এইজন্য তাহা বহিরঙ্গা। জীবশক্তি মায়াতীতা হইয়াও মায়াকর্ত্তৃক পরাভূত বলিয়া স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, এইজন্য তাহার নাম তটস্থা-শক্তি।

স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সন্ধিনী—সত্তাত্মিকা; সম্বিৎ—জ্ঞানাত্মিকা; হ্লাদিনী—আনন্দাত্মিকা।

শ্রীবিষ্ণু জ্ঞানময়। মায়ার সত্ত্বগুণ প্রকাশ-বহুল বলিয়া জ্ঞানাত্মক বটে; তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সত্ত্বগুণময় নহেন। শ্রীবিষ্ণুকে জ্ঞানময় বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় তাহা সম্বিৎ। এই সম্বিতে প্রকাশ-বাহুল্যের পরাকাষ্ঠা, আবরণের লেশমাত্রও নাই (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সত্ত্বগুণে কিঞ্চিৎ আবরণ আছে), এই জন্য ইহা শুদ্ধসত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ। কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুকে সত্ত্বগুণময় বলেন, তাহাদের সেই ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য সত্ত্বের স্বরূপ-শক্তির বিকারভূত ইত্যাদি বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন।

এস্থলে শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক শ্রীবিষ্ণু উপলক্ষণ। সেই উপলক্ষণে শ্রীভগবান্ প্রভৃতি আবির্ভাবসমূহের কোন এক আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ প্রভৃতি বলিতে কেহ যেন পরতত্ত্বের আবির্ভাব ত্রয়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ না বুঝেন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মাতে কাহারও প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ ভগবান্। ব্রহ্মে পরমানন্দ-স্বরূপতা আছে; পরমাত্মায় পরমানন্দ-স্বরূপতা ও অসমোর্দ্ধ প্রভুতারূপ ঐশ্বর্য্য আছে; আর. ভগবানে তদুভয় ত আছেই, তদ্ভিন্ন সর্ব্বমনোহরতা-প্রধান রূপ, গুণ, লীলাদি সৌষ্ঠব-রূপ-মাধুর্য্যও আছে। পরে বলিয়াছেন, বিষয়-সৌন্দর্য্যই স্বাভাবিকী ভক্তির হেতু। এই সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—মাধুর্য্য ছাড়া আর কিছু নহে। ব্যাখ্যায় শ্রীভগবান্ প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ভগবান্ বলিতে স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ যে তত্ত্ব-বিশেষ বুঝায়, তাহা—শ্রীমৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি ভগবদাবির্ভাব-সমূহ; কিম্বা ভগবান্ শব্দের চরম অভিধেয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তথা অন্যান্য ভগবদবতার শ্রীমৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি।

শ্লোকে আছে "সত্ত্ব এব" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুতে যে বৃত্তি, তাহাকে ভক্তি বলা যায়। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য—শ্রীবিষ্ণু ছাড়া অন্যত্র—শ্রীব্রহ্মা শিবে যে বৃত্তি, তাহাকে ভক্তি বলা যায় না; পক্ষান্তরে বিষ্ণুতে বৃত্তি আছে, ব্রহ্মাশিবেও বৃত্তি আছে, তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না, কেবল শ্রীবিষ্ণুতে যে বৃত্তি, তাহাকেই ভক্তি বলা যায়। এস্থলে বৃত্তি শব্দের অর্থ — ভগবদানুকূল্যাত্মক জ্ঞান-বিশেষ। আনুকূল্য—শ্রীভগবানের রুচিকর চেষ্টা;—যে যে কার্য্যদ্বারা ভগবান্ সুখী হয়েন, সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ, সেই জ্ঞান-কেই এস্থলে বৃত্তি বলা হইয়াছে। এইরূপ বৃত্তি যদি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির হয়, তবে তাহা ভক্তি-নামে অভিহিতা হইবে না; একমনাঃ—

একাগ্রচিত্ত,—একমাত্র শ্রীহরিতে যাহার মন, এমন ব্যক্তির উক্ত বৃত্তিই ভক্তি। তাহা ভজনীয় শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যানুভব হইতে আপনি উপস্থিত হয়; বলপূর্ব্বক এই ভক্তির আবির্ভাব করাইতে পারা যায় না। এমন বৃত্তিই ভাগবতী—ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রীতি। অন্য ভক্তি —সাধন-ভক্তি ও ভাব-ভক্তির সহিত প্রেম-ভক্তির কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তদুভয়েরও স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

আনুকূল্যাত্মক যে জ্ঞান-বিশেষকে বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা প্রযত্ন-সিদ্ধ হইতে পারে না; প্রেমভক্তির স্বাভাবিকতা আর অন্য ভক্তির তৎসম্বন্ধে স্বাভাবিকতা-নিবন্ধন, প্রীতিতেই স্বাভাবিকতার মুখ্যত্ব আছে; তজ্জন্য এস্থলে বৃত্তি-শব্দে প্রীতিকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধন-ভক্তি ও ভাব-ভক্তিতে বৃত্তি-শব্দের গৌণত্ব বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধি—মোক্ষ, তাহা হইতে ভগবৎ-প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, জ্ঞান হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিলেন, জ্ঞানের ফল মুক্তি; সেই মুক্তি হইতেই যদি ভগবৎপ্রীতি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাহা যে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলেও কেহ যদি ভক্তি হইতে মোক্ষের তিরস্কৃতি—তুচ্ছতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া সিদ্ধি-শব্দের জ্ঞান অর্থ করেন, তবে শ্রীকপিল-দেবের বাক্যে সৌসাদৃশ্য থাকেনা;—পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, আমার সেবায় পূর্ণমনোরথ ভক্তগণ স্বতঃ উপস্থিত সালোক্যাদিকেও অভিলাষ করেন না, তাহাতে ভক্তির নিকট মুক্তির যে তুচ্ছতা প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে সিদ্ধিপদে মুক্তি-অর্থ না করিয়া জ্ঞান অর্থ করিলে, সেই অর্থের সহিত সঙ্গতি থাকেনা। তাহাতে ভক্তির কাছে মুক্তি তুচ্ছ নহে, জ্ঞানই তুচ্ছ এইরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় পূর্ব্ববাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে।

মায়ার গুণসম্বন্ধ থাকিলে যে মোক্ষ লাভ করা যায়না, এস্থলে সেই মোক্ষ হইতে ভগবৎ-প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করায়, প্রেমভক্তি

অথ তদেব গুণাতীতত্বাদিকং দর্শয়িতুং পুনঃ প্রক্রিয়া। তত্র তস্যা ভগবৎসম্বন্ধিজ্ঞানরূপত্বেন তৎসম্বন্ধিস্বরূপত্বেন চ গুণাতীতত্বং শ্রীভগবতৈব দর্শিতম্—কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নিগুর্ণং স্মৃতম্ ইতি। সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহ-

---

নামক বৃত্তির গুণাতীতত্ব, এবং মোক্ষ হইতে গাঢ় পরমানন্দরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। গুণাতীত বস্তু হইলেও সত্ত্বগুণের বিকারভূত মনে শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেই সেই বৃত্তির উদয় সম্ভব হয়। মনের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানবিশেষ প্রকাশ পায়, এইজন্য তাহা বৃত্তি-শব্দে অভিহিত হয়।] ॥৬১॥

ভগবৎপ্রীতির গুণাতীতত্বাদি।

অনন্তর ভগবৎপ্রীতির গুণাতীতত্বাদি প্রদর্শন করাইবার জন্য পুনর্ব্বার এই বিচার-পরিপাটী অবলম্বন করা যাইতেছে। তাহাতে সেই প্রীতি ভগবৎ-সম্বন্ধি-জ্ঞানরূপা ও তৎ-সম্বন্ধি-সুখরূপা বলিয়া তাহার গুণাতীতত্ব শ্রীভগবানই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "কৈবল্য (১) সাত্ত্বিক জ্ঞান; বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজস; প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মূক (বোবা) প্রভৃতির জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান তামস; পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ।" শ্রীভা, ১১।২৫।২৩

"আত্মোত্থসুখ সাত্ত্বিক; বিষয়-ভোগ-জনিত সুখ রাজস; মোহ-দৈন্য-সমুৎপন্ন-সুখ তামস এবং আমার শরণাপত্তি-জনিত সুখ নির্গুণ।"

শ্রীভা, ১১।২৫।২৮

---

(১) কেবলস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধ-জীবভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্।

শুদ্ধজীব হইতে ভিন্নরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানার নাম কৈবল্য। ক্রমসন্দর্ভ।

দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়মিতি চ। এবমেব চ প্রহ্লাদস্য সর্বাঘধূননব্রহ্মানুভবানন্তরং পরমপ্রেমোদয়ো দর্শিতঃ। তথাস্যাঃ স্বাভাবিকানিমিত্ততদ্ভক্তিরূপত্বেন চ নির্গুণত্বং সিদ্ধমস্তি। মদ্-

---

আর, এই প্রকারেই যাহাতে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মানুভবের পর প্রহ্লাদের পরম-প্রেমোদয় প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

তদ্রূপ স্বাভাবিকী অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিরূপতাহেতু শ্রীকপিল-দেব-বাক্যে ভগবৎ-প্রীতির নির্গুণত্ব সিদ্ধ আছে ;—

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৯।৬ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের ব্রহ্মানুভবের পর পরম-প্রেমোদয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৫ পৃষ্ঠায় সেই শ্লোক ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

বৃহন্নারসিংহ-পুরাণেও উক্ত প্রকারের বর্ণনা দেখা যায়। প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন্! আপনাতে আমার ঈদৃশী ভক্তি হইল কিরূপে? আর, আমি আপনার এত প্রিয় হইলাম কিরূপে? তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহ-বলিলেন, বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে অবন্তীনগর-নিবাসী বসুশর্ম্মা-নামক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলে। তোমার মাতাপিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তুমি নিতান্ত পাপ-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্যপানে রত ও বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকিতে। একদিবস বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। তাহাতে তুমি সে দিবস উপবাস ও রাত্রি-জাগরণ কর। সেদিন নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ছিল; উক্ত কারণে তোমার ব্রতপালন করা হয়। তাহার ফলে তুমি আমাতে প্রবেশ করিয়াছিলে; অধুনা কার্য্য-সাধনার্থ আমার শরীর হইতে পৃথক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। কার্য্যান্তে আবার আমার কাছে গমন করিবে। সেই ব্রত-প্রভাবে তোমার উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে।

এস্থলে প্রথমে যে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মানুভব। তারপর হিরণ্যকশিপুর পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার প্রেমোদয় বর্ণিত হইয়াছে।

দৈন্যোত্থং নিগুর্ণং মদপাশ্রয়মিতি চ। এবমেব চ প্রহ্লাদস্য সর্বাঘধূননব্রহ্মানুভবানন্তরং পরমপ্রেমোদয়ো দর্শিতঃ। তথাস্যাঃ স্বাভাবিকানিমিত্ততদ্ভক্তিরূপত্বেন চ নিগুর্ণত্বং সিদ্ধমস্তি। মদ্-

---

আর, এই প্রকারেই যাহাতে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মানুভবের পর প্রহ্লাদের পরম-প্রেমোদয় প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

তদ্রূপ স্বাভাবিকী অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিরূপতাহেতু শ্রীকপিল-দেব-বাক্যে ভগবৎ-প্রীতির নিগুর্ণত্ব সিদ্ধ আছে ;—

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৯।৬ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের ব্রহ্মানুভবের পর পরম-প্রেমোদয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৫ পৃষ্ঠায় সেই শ্লোক ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

বৃহন্নারসিংহ-পুরাণেও উক্ত প্রকারের বর্ণনা দেখা যায়। প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন্! আপনাতে আমার ঈদৃশী ভক্তি হইল কিরূপে? আর, আমি আপনার এত প্রিয় হইলাম কিরূপে? তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহ বলিলেন, বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে অবন্তীনগর-নিবাসী বসুশর্ম্মা-নামক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলে। তোমার মাতাপিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তুমি নিতান্ত পাপ-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্যপানে রত ও বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকিতে। একদিবস বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। তাহাতে তুমি সে দিবস উপবাস ও রাত্রি-জাগরণ কর। সেদিন নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ছিল ; উক্ত কারণে তোমার ব্রতপালন করা হয়। তাহার ফলে তুমি আমাতে প্রবেশ করিয়াছিলে ; অধুনা কার্য্য-সাধনার্থ আমার শরীর হইতে পৃথক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। কার্য্যান্তে আবার আমার কাছে গমন করিবে। সেই ব্রত-প্রভাবে তোমার উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে।

এস্থলে প্রথমে যে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মানুভব। তারপর হিরণ্যকশিপুর পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার প্রেমোদয় বর্ণিত হইয়াছে।

গুণ-শ্রুতিমাত্রেণেত্যাদি-শ্রীকপিলদেববাক্যেন। এতদনন্তরঞ্চ

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

শ্রীভা, ৩।২৯।১০

তিনি জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাতে সমুদ্রগামি-গঙ্গাসলিলের মত মনের অবিচ্ছিন্না গতি, নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ ;—যে ভক্তি পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা।" (১)

(১) শ্রীকপিলদেব প্রথমে সগুণভক্তি বর্ণন করিয়া, পরে নির্গুণাভক্তি বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই ভগবৎপ্রীতি। শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম :—যে ভক্তির উৎকর্ষ-জ্ঞানের জন্য ভক্তিভেদ নিরূপিত হইয়াছে, সেই ভক্তিতে ভক্তি করার ইচ্ছা ছাড়া অন্য অভিলাষ নাই বলিয়া তাহা নিষ্কামা, নির্গুণা, কেবলা ও স্বরূপ-সিদ্ধা ; ইহাই নিরূপিত হইতেছে। এই ভক্তি অকিঞ্চনা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা ; ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলা হয়। উক্ত দুইটী শ্লোকে সেই ভক্তির (প্রেম-ভক্তির) বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্ব-গুহাশয়—প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতির অতীত যে স্থান, তাহাতে যিনি নিশ্চলরূপে অবস্থান করেন, তিনি সর্ব্ব-গুহাশয় ; আমি (শ্রীভগবান্) তদ্রূপে সর্ব্বান্তর্য্যামী। কেবল আমার গুণ শ্রবণ করিয়াই—অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে, এমনভাবে আমাতে যে মনের গতি, তাহা যদি আবার অবিচ্ছিন্না—অন্য বিষয় দ্বারা খণ্ডিতা—না হয়, তবে সেই মনোগতি নির্গুণ-ভক্তি-যোগের লক্ষণ—স্বরূপ। অবিচ্ছিন্না গতি কিদৃশী ?—সাগর-গামি-গঙ্গা-সলিলের মত।

[পরপৃষ্ঠা]

সালোক্যেত্যাদিপদ্যে সর্বাভ্যোঽপি মুক্তিভ্যঃ পরমানন্দরূপত্বং দর্শিতম্। অন্যেষু চ তস্যাঃ পরমপুরুষার্থতানির্ণয়বাক্যেষু

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের পরে সালোক্য ইত্যাদি (১) পদ্যে সমস্ত মুক্তি হইতেও ভগবৎ-প্রীতির পরমানন্দ-রূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে। (ভগবৎ-প্রীতির) পরম-পুরুষার্থতা-নির্ণায়ক অন্য বাক্য-সমূহে তাহার পরমানন্দ-রূপতা সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

তাহাতে (ভগবৎ-প্রীতির পরম-পুরুষার্থতা-নির্ণায়ক বাক্যসমূহে) "যথা বর্ণবিধান" ইত্যাদি গদ্যে অপবর্গত্ব নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎ-প্রীতির

এস্থলে যে ভক্তির কথা বলা হইল, তাহাতে মায়িক গুণ-সম্পর্ক থাকার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, ইহাতে অন্য উদ্দেশ্যের অভাব এবং অন্যত্র মনোগতির অভাব থাকায়, দ্বিধাও অসম্ভব অর্থাৎ সগুণ-প্রেম-ভক্তি ও নিগু‍র্ণ-প্রেম-ভক্তি-ভেদে দুই প্রকারের প্রেমভক্তি হইতে পারে না; প্রেম-ভক্তি সর্ব্বত্রই গুণাতীতা। কেবল সাধন-ভক্তিতেই গুণ-সংযোগ থাকিতে পারে। প্রেমভক্তি গুণাতীতা, ইহা জানাইবার জন্য দুইটী বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন, অহৈতুকী —ফলানুসন্ধান-রহিতা এবং অব্যবহিতা —স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া সাক্ষা-দ্রূপা। আরোপসিদ্ধা ভক্তি যেমন ব্যবধানাত্মিকা, ইহা তেমন নহে। ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-লীলাশ্রবণাদি রূপা ভক্তি স্বরূপসিদ্ধা; আর ভগব-দর্পিত কর্ম্মাদি অরোপসিদ্ধা ভক্তি। আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে অন্য অভিসন্ধি থাকে বলিয়া তাহা ব্যবধানাত্মিকা; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তিতে অন্য অভিসন্ধি থাকেনা, ইহা ভগবৎ-সেবারূপা বলিয়া সাক্ষাদ্রূপা।

ভগবদর্পিত কর্ম্মাদি স্বরূপে ভক্তি নহে, স্বরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান; শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে তাহাদিগকে ভক্তি বলা হয়। এইজন্য এই ভক্তি আরোপসিদ্ধা। আর, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি স্বরূপতঃ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া ঐ ভক্তির নাম স্বরূপসিদ্ধা।

(১) সালোক্যাদি সম্পূর্ণ শ্লোক এবং অনুবাদ ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ভগবৎপ্রীতি পরমানন্দ-স্বরূপা বলিয়াই ভক্তগণ মোক্ষানন্দ অগ্রাহ্য করেন।

পরিতস্তদেব ব্যক্তম্। তত্র যথা বর্ণবিধানমিত্যাদিগদ্যে তস্যা অপবর্গত্বনির্দেশেন গুণাতীতত্বং নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। মুক্তিং দদাতি কর্হিচিদিত্যাদৌ মুক্তিদানমতিক্রম্যাপি ভগবৎ-প্রসাদবিশেষ-

---

গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

"মুক্তি দান করেন, কখন ভক্তি দান করেন না" ইত্যাদি শ্লোকে (২) মুক্তিদানকে অতিক্রম করিয়াও ভগবৎ-প্রসাদময়তা-হেতু প্রীতির পরমানন্দ-রূপতা, গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

(১) যথা বর্ণবিধানং ইত্যাদি গদ্য ও তাহার অনুবাদ ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অপবর্গ—মোক্ষ। মুক্তি গুণাতীতা ও নিত্যা। পূর্ব্বে (২০৯ পৃষ্ঠায়) ভগবৎ-প্রীতিকে মুক্তিবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সুতরাং তাহারও গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

(২) রাজন্ পতিগুর্রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥
শ্রীভা, ৫।৬।১৮

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারজকে বলিয়াছেন, "হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের এবং যাদবদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ, কুলের নিয়ন্তা, অধিক কি কদাচিৎ দৌত্যাদি-কার্য্যেও পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এ সৌভাগ্যলাভ আর কাহারও ঘটে নাই; এই মুকুন্দ ভজনশীলগণকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখন প্রেমভক্তি-দান করেন না।"

কখন ভক্তিযোগ দেন না একথার অর্থ—কখনও প্রেমভক্তি দেন না—নহে; অর্থ—কখন দেন, কখন দেননা। কিন্তু সকল সময়েই মুক্তি-দান করেন, এই জন্য বলিলেন মুক্তিদান করেন। ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তিযোগ মুক্তি হইতে মহার্ঘ; যাঁহারা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাভাজন তাঁহারা ভক্তিযোগ লাভ করেন; সাধারণ

ময়ত্বেন তত্ত্রয়ম্। বরান্ বিভো ইত্যাদিদ্বয়েঽপি কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনামিত্যত্রোগুণবিকারত্বং তত এব নিত্যত্বম্। ন কাময়ে নাথেত্যাদৌ ততোঽপ্যানন্দাতিশয়ো দর্শিতঃ। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়ামিত্যাদৌ পরমার্থবস্তুপ্রতিপাদকশ্রীভাগবতস্য ফলত্বেনাপি

বরান্ বিভো ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েও 'গুণ-বিক্রিয়াত্মনাং' পদে ভক্তির গুণ-বিকার-রাহিত্য-হেতু নিত্যত্ব এবং ন কাময়ে নাথ ইত্যাদি শ্লোকে মুক্তি হইতে ভক্তিতে আনন্দাতিশয় প্রদর্শিত হইয়াছে। (১)

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥

শ্রীভা, ১।৭।৭

"শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বত-সংহিতা শ্রবণ করিলে, জীবগণের পরম-

কৃপাভাজনগণকে মুক্তিই দান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মুক্তিতে যে উপাদেয়তা আছে, ভক্তিযোগে তাহা প্রচুররূপে বর্ত্তমান আছে। আনন্দময়ী মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতিতে অধিক আনন্দ আছে বলিয়া তাহা আনন্দ-স্বরূপা। মুক্তিই যখন গুণাতীতা ও নিত্যা, তখন তাহা হইতে উত্তম ভক্তিযোগের গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ই হইতে পারেনা।

(১) ২৩৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদের সহিত শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকদ্বয়ে জীবগণের গুণবিকারময় ভোগ্য প্রার্থনা না করিয়া ভক্তি প্রার্থনা করায় ভক্তির গুণাতীতত্ব বুঝা যায়। আর, কৈবল্য (মুক্তি) অভিলাষ করি না বলিয়া, ভক্তি প্রার্থনা করায়, মুক্তি হইতে ভক্তিতে (ভগবৎ-প্রীতিতে) যে আনন্দ প্রচুর তাহা প্রতীত হইতেছে।

গুণবিকারময়-বস্তুসকল উৎপত্তিশালী। বিকার বলিতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি— উৎপত্তি বুঝায়। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। গুণাতীতা ভক্তির উৎপত্তির অভাব হেতু, বিনাশেরও অভাব, এই জন্য তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

তত্রৈয়ম্। তত্রৈবাত্মারামাণামপি তৎসুখশ্রবণেন তদ্দার্ঢ্যম্। মায়াতীতবৈকুণ্ঠাদিবৈভবগতানাং তৎপার্ষদানাং তচ্ছ্রবণেন তু কিমুত। তথৈব তুষ্টে চ তত্রেত্যাদৌ কিন্ত্বেগুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধা

পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ, ভয়-নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয়।" এই শ্লোকে পরমবস্তু-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের পরম-ফলরূপেও নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

[**বিবৃতি**——উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের পরমফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম বস্তু প্রতিপন্ন করাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত। সেই গ্রন্থই যখন ভক্তিকে পরম-ফলরূপে কীর্ত্তন করিলেন, তখন তাহা (ভক্তি) সর্ব্বোত্তম বস্তু বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। যে বস্তু যত সুখদ, সে বস্তু তত উত্তম। ভক্তি সর্ব্বোত্তমা বলিয়া তাহা যে পরমানন্দ-স্বরূপা, ইহা প্রতীত হইতেছে। গুণময় বস্তুসকলের বিকার আছে। বিকারশীল বস্তু সর্ব্বোত্তম হইতে পারে না। সুতরাং ভক্তির সর্ব্বোত্তমতা তাহার গুণাতীতত্বের পরিচায়ক, এবং তাহা হইতে উহার নিত্যত্ব জানা যাইতেছে।]

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতেই আত্মারামগণের ভক্তিসুখ শ্রবণ হেতু, ভক্তির পরমানন্দরূপতা, গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব দৃঢ় হইতেছে। তাহা হইলে মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাদি-বৈভবপ্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদগণের ভক্তিসুখ শ্রবণে, ভক্তির পরমানন্দ-রূপতাদি যে সুদৃঢ় হইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তদ্রূপ তুষ্টে চ তত্র ইত্যাদি-শ্লোকের (১) গুণ-পরিণাম

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"আদ্য, অনন্ত তুষ্ট হইলে কি অলভ্য থাকে? গুণ-পরিণাম-হেতু দৈববশতঃ বিনাযত্নে যে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সে সকলেইবা আমাদের কি? আর জ্ঞানিগণের প্রার্থনীয় অগুণ (গুণাতীত) মোক্ষেইবা আমাদের কি প্রয়োজন? যেহেতু, আমরা তাঁহার চরণযুগলের সার নিষেবণ করি এবং সর্ব্বাধিকরূপে তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন করি।"

ধর্মাদয় ইত্যুক্ত্বা গুণাতীতত্বং কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেনেত্যুক্ত্বা মোক্ষাদপি পরমানন্দরূপত্বং দর্শিতম্। প্রত্যানীতা ইত্যত্রান্যস্য কালগ্রস্তত্বমুক্ত্বা মুক্তেস্তস্যাশ্চাকালগ্রস্তত্বেন সাম্যেঽপি তস্যা আনন্দাধিক্যমুক্তম্। এবং নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তীত্যাদৌ মৎসেবয়া প্রতীতন্ত ইত্যাদৌ যা নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদি শ্রীধ্রুববাক্যেঽপি

হেতু ইত্যাদি-বাক্যে ভক্তির গুণাতীতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণ-যুগলের মাধুর্য্য আস্বাদনকারী সাধুগণ গুণপরিণাম-ভূত বস্তু বাঞ্ছা করেন না, তবে ভক্তি বাঞ্ছা করেন—একথা বলায় ভক্তির গুণাতীতত্ব জানা যাইতেছে। আর অগুণ ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষ হইতে ভক্তির পরমানন্দরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ আনন্দময় মোক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি প্রার্থনা করায়, প্রেমভক্তি যে মোক্ষ হইতে প্রচুর আনন্দময়ী, তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে।

প্রত্যানীতা ইত্যাদি শ্লোকে (১) ইন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট ত্রৈলোক্য-ঐশ্বর্য্য-সমূহকে কালগ্রস্ত বলিয়া, মুক্তি ও ভক্তি উভয় কাল-গ্রস্ত না হইলেও ভক্তির আনন্দ-প্রাচুর্য্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি" ইত্যাদি (২), "মৎসেবয়া প্রতীতং তে" ইত্যাদি (৩) শ্লোকে এবং "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং" ইত্যাদি (৪) শ্রীধ্রুব-বাক্যেও এইপ্রকার অর্থ যোজনা করা যায়। অর্থাৎ উক্ত শ্লোক-ত্রয়েও মোক্ষ হইতে ভক্তির আনন্দ-প্রাচুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৪) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোজ্যম্। সর্বমেতৎ যস্যামেব কবয় ইত্যাদিগদ্যে ব্যক্তমস্তি। তত্রৈব তয়া পরয়া নির্বৃত্ত্যেত্যনেন সাক্ষাদেব তস্যা মোক্ষাদপি পরমত্বমানন্দৈকরূপত্বঞ্চ নিগদেনৈবোক্তমস্তি। কিং বহুনা পরমানন্দৈকরূপস্য সর্বানন্দকদম্বাবলম্বস্য শ্রীভগবতোঽপ্যানন্দচমৎকারিতা তস্যাঃ প্রীতেঃ শ্রূয়তে। যথোক্তং, প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতি-

---

ভক্তির পরমানন্দ-রূপত্ব, গুণাতীতত্ব, নিত্যত্ব—সকলই নিম্নোদ্ধৃত গদ্যে ব্যক্ত আছে—যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধ-বৃজিন-সংসার-পরিতাপোপতপ্য-মানমনুসবনং স্নাপয়ন্ত স্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমং পুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নৈবাদ্রিয়ন্তে, ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তা-সর্ব্বার্থাঃ। শ্রীভাগ, ৫।৮।১৭

"পণ্ডিতগণ নানাবিধ অনর্থরূপ সংসার-সন্তাপে সতত পরিতপ্ত আত্মাকে যে ভক্তিরূপ অমৃত-প্রবাহে অবিরত স্নান করাইয়া, পরমানন্দ-হেতু চরম ও পরম মোক্ষ স্বয়ং আগত হইলেও আদর করেন না। কারণ, তাঁহারা (ভক্তগণ) ভগবানের নিজ জন বলিয়া সম্যক্‌রূপে সকল পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

উক্ত গদ্যে "পরমানন্দ" পদে সাক্ষাৎ-ভাবেই তাহার (ভক্তির) পরমানন্দ-রূপতা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যিনি কেবল স্বয়ং আনন্দস্বরূপ এবং নিখিল আনন্দ-সমূহের অবলম্বন, সেই শ্রীভগবানেরও প্রেম-ভক্তি হইতে আনন্দ-চমৎকারিতার কথা শুনা যায়। যথা,—

যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ সহবিশ্বজীবঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য॥

শ্রীভা, ৫।১৫।১৩

"যে ভগবান্ প্রীত হইলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, তৃণ

মগাদশ্রয়স্যেতি। যথা চাহ—অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥

যথা হ্যস্বতন্ত্রো জীবঃ পরাধীনো ভবতি, তথৈবাহং স্বতন্ত্রোঽপি ভক্তপরাধীন ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ, ভক্তাখ্যৈঃ সাধুভির্মুক্তা-পর্য্যন্তকৈতবরহিতৈর্গ্রস্তং ভক্ত্যা পরমবশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ, ভক্তজনেষু প্রিয়ঃ তৎপ্রীতিলাভেনাতিপ্রীতিমান্। ভগবদানন্দঃ খলু দ্বিধা; স্বরূপানন্দঃ স্বরূপশক্ত্যানন্দশ্চ। অন্তিমশ্চ দ্বিধা; মানসানন্দ ঐশ্বর্য্যানন্দশ্চ। তত্রানেন তদীয়েষু মানসানন্দেষু ভক্ত্যানন্দস্য সাম্রাজ্যং দর্শিতম্॥ স্বরূপানন্দেষু

প্রভৃতি আব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সকলে তৎক্ষণাৎ প্রীতিলাভ করে, সেই প্রীতি-স্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গয়রাজার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করিতেন।”

আর, শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—“হে দ্বিজ! ভক্তজন-প্রিয় আমি অস্বতন্ত্রের মত ভক্তপরাধীন; সাধু-ভক্তগণ-কর্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়।” শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥৬২॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—যেমন অস্বতন্ত্র জীব পরাধীন হয়, সেই প্রকার পরম-স্বতন্ত্র (স্বাধীন) আমি ভক্ত-পরাধীন। তাহার হেতু, ভক্ত-নামে প্রসিদ্ধ সাধু—যাঁহারা মুক্তি-বাসনা-পর্য্যন্ত যাবতীয় কৈতব (কপট)-রহিত, তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত—তাঁহাদের ভক্তি দ্বারা আমার হৃদয় অত্যন্ত বশীভূত। তাহার হেতু, আমি ভক্তজন-সকলে প্রিয়—ভক্তগণের ভালবাসা পাইলে আমি বড় সুখী হই।

ভগবানের আনন্দ দুই প্রকার—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্তির আনন্দ। স্বরূপশক্ত্যানন্দ আবার দুই প্রকার—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ। তন্মধ্যে এই শ্লোকে শ্রীভগবানের মানসানন্দ-সমূহে ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য প্রদর্শিত হইল।

[**বিবৃতি**—ঈশ্বর নিরপেক্ষ-তত্ত্ব—তিনি স্বতঃপূর্ণ, স্বপ্রকাশ ও আশ্রয়; কাহারও কাছে কিছুর প্রত্যাশা রাখেন না; এইজন্য তাঁহাকে কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হয়না। সেই কারণে তিনি স্বাধীন। জীব সাপেক্ষ-তত্ত্ব—স্বতঃ অপূর্ণ, ঈশ্বর-শক্তিতে প্রকাশমান্ ও আশ্রিত; এইজন্য জীবকে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অপেক্ষা রাখিতে হয়। সেই কারণে জীব পরাধীন। উক্তরূপে স্বাধীন হইলেও শ্রীভগবান্, জীবের মত ভক্তপরাধীন হয়েন। তবে এই পরাধীনতা অন্য-অপেক্ষা-হেতুক নহে, তিনি ভালবাসা অভিলাষ করেন বলিয়া, ভক্তের ভালবাসার অধীন হয়েন। তাহাতে তিনি এতই বশীভূত হয়েন যে, তাঁহার সমুদয় মনোবৃত্তি ভক্তের অধীন হইয়া পড়ে। তবে, তিনি সকল ভক্তের প্রীতিতে এইরূপ বশীভূত হয়েন না; যে সকল ভক্ত মুক্তি-বাসনা-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রেম-পরবশ হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন, তাঁহাদের প্রেমেই তিনি বশীভূত।

এই প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-ভূতা,—হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিদ্রূপা। শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি ত্রিধা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। হ্লাদিনী—আনন্দশক্তি, সন্ধিনী—সত্তাশক্তি। সম্বিৎ-জ্ঞানশক্তি। ভক্তি গাঢ়-আনন্দের সহিত মিলিত জ্ঞান। কোন বস্তুকে জানাই জ্ঞান। যে বস্তুকে জানা যায়, তাহা যদি আপনার একান্ত অভীষ্ট হয়, তবে সেই জানার সহিত আনন্দ বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইলে শ্রীভগবানকে একান্ত আপনার বলিয়া জানা এবং এইরূপ অনুভব-হেতুক যে আনন্দ, তাহাই ভক্তির স্বরূপ।

শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ বলিয়া জীবের শক্তিতে তাঁহাকে এইরূপে জানা এবং জানিয়া সুখ পাওয়া সম্ভবপর নহে। স্বরূপশক্তি-দ্বারাই তদীয় ঈদৃশ অনুভব এবং তজ্জনিত আনন্দ লাভ করা যায়। সেই স্বরূপ-শক্তি—সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। এইজন্য ভক্তি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা।

ঐশ্বর্য্যানন্দেষু চাহ পদ্যাভ্যাম্—নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥৬৩॥

শ্রীভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ—আনন্দমূর্ত্তি বলিয়া, স্বরূপ হইতে তিনি এক প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা তাঁহার স্বরূপানন্দ। স্বরূপ-শক্তি হইতে তাঁহার ধাম, পরিকর, লীলা এসকলের আবির্ভাব। এসকল হইতে শ্রীভগবান্ যে আনন্দ-লাভ করেন, তাহা স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। ধাম, পরিকর, লীলার আনন্ত্যনিবন্ধন তাঁহার যে স্বচ্ছন্দতা, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দ। আর, কারুণ্যাদি গুণ প্রকটন করিয়া তিনি যে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করেন, তাহা তাঁহার মানসানন্দ। কারুণ্যাদি মনোবৃত্তি অনেক, এইজন্য মানসানন্দ বহুবিধ। এ সকল মনোবৃত্তি স্বরূপ-শক্তির পরিণতি-বিশেষ বলিয়া, মানসানন্দকে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বলা হইয়াছে। পরিকর গণের (ভক্তের) ভক্তিতে তিনি যেরূপ মন-প্রসাদ লাভ করেন, আর কিছুতে তেমন নহে। কারণ, যে হ্লাদিনী-শক্তি-দ্বারা তিনি আনন্দিত হয়েন, ভক্তি তাহার সার-স্বরূপা। এইজন্য তাঁহার যাবতীয় মানসানন্দ ভক্ত্যানন্দের অধীন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান। শ্রীভগবানের হৃদয় ভক্তির অধীন; এইজন্য সাধুভক্তগণ তাঁহার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে, একথা বলিলেন। হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে বলায়, ভক্তির কাছে ভগবানের মনের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা বুঝা গেল। তাহা হইলে শ্রীভগবানের মানসানন্দের উপর, ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য জানা গেল। বাকী রহিয়াছে স্বরূপানন্দ ও (স্বরূপশক্ত্যানন্দ-মধ্যে) ঐশ্বর্য্যানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য প্রদর্শন।]

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ দুইটী শ্লোকদ্বারা (১) স্বরূপানন্দ-সমূহে ও ঐশ্বর্য্যানন্দ-সমূহে ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যের কথা বলিয়াছেন।

(১) দুইটী শ্লোকের একটী দুর্ব্বাসার প্রতি, অপরটী শ্রীউদ্ধবের প্রতি।

নাশাসে ন স্পৃহয়ামি ॥ ৯ ॥ ৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুর্দুর্ব্বাসসম্ ॥৬২॥৬৩

তত্রৈব ভক্তশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমদুদ্ধবং লক্ষীকৃত্যাহ—ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ৬৪ ॥

যথা ভক্তত্বাতিশয়দ্বারা ভবান্ মে প্রিয়তমঃ তথাত্মযোনির্ব্রহ্মা পুত্রত্বদ্বারা ন প্রিয়তমঃ। ন চ শঙ্করো গুণাবতারত্বদ্বারা। ন চ সঙ্কর্ষণো ভ্রাতৃত্বদ্বারা। ন চ শ্রীর্জায়াত্বব্যবহারদ্বারা। ন চাত্মা পরমানন্দঘনরূপতাদ্বারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৬৪ ॥

যথা—দুর্ব্বাসার প্রতি (একটী শ্লোক)—"হে ব্রহ্মন্! আমি যাঁহাদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত নিজকে ও নিজের আত্যন্তিকী সম্পৎকে আমি অভিলাষ করিনা।" শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৪ ॥

[নিজকে অভিলাষ করিনা বলায় স্বরূপানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য কথিত হইয়াছে। আর নিজের আত্যন্তিকী সম্পৎকে অভিলাষ করিনা বলায়, ঐশ্বর্য্যানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যও কথিত হইল।] ॥৬৩॥

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট স্বরূপানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—(অপর শ্লোক) "আপনি আমার যে প্রকার প্রিয়তম, আত্মযোনি, শিব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমন কি নিজ স্বরূপও তেমন প্রিয়তম নহে।" শ্রীভা, ১১।১৪।১৫॥৬৪॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আপনি পরম-ভক্ত বলিয়া আমার যেমন প্রিয়তম, আত্মযোনি—ব্রহ্মা পুত্রত্ব দ্বারা সেই প্রকার প্রিয়তম নহেন; শঙ্কর গুণাবতার হইলেও সেপ্রকার প্রিয়তম নহেন; সঙ্কর্ষণ (শ্রীবলরাম) ভ্রাতা হইলেও সেপ্রকার প্রিয়তম নহেন; অধিক আর কি বলিব? আমার পরমানন্দ-মূর্ত্তিও সেইপ্রকার প্রিয়তম নহে ॥৬৪॥

অথ শ্রুতৌ চ ভক্তিরেবৈতং নয়তি ভক্তিরেবৈতং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রূয়তে। তস্মাদেবং বিবিচ্যতে। যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি সা কিংলক্ষণা স্যাদিতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়মায়িকানন্দরূপা,

মাঠর-শ্রুতিতেও ভক্ত্যানন্দের অতিশয়ত্ব শুনা যায়, যথা—"ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকেন; শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।"

এসকল প্রমাণ হইতে ভক্তিতে যে প্রচুর আনন্দ বর্ত্তমান, তাহা নিশ্চিত হইল। তাহা হইলে, যে ভক্তি নিজানন্দ দ্বারা ভগবানকে এই প্রকার উন্মাদিত করে, সেই ভক্তি কি লক্ষণবিশিষ্টা তাহা বিবেচনা করা দরকার। তাহা সাংখ্যমতাবলম্বীর প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িক আনন্দের (১) মত হইতে পারে না; কারণ, শ্রীভগবান্ কখনও মায়া-

(১) সাংখ্যবাদী দ্বিবিধ; সেশ্বর ও নিরীশ্বর। এস্থলে নিরীশ্বর সাংখ্য-মতাবলম্বীর কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতিকেই পুরুষের আনন্দের হেতুভূতা মনে করেন। সাংখ্য-মতে মুক্ত পুরুষের অবস্থা এইরূপ—

রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥৬৩॥

*　　*　　*　　*

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাং।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ সুস্থঃ ॥৬৫॥

সাংখ্য-কারিকা।

ধর্ম্ম বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই সপ্তরূপ দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে আপনি বদ্ধ করেন; আবার সেই প্রকৃতিই পুরুষার্থের নিমিত্ত একরূপ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আপনাকে বিমুক্ত করেন ॥৬৩॥

পুরুষ দ্রষ্টার ন্যায় অবস্থিত হইয়া সুস্থভাবে সেই জ্ঞান দ্বারা, প্রয়োজন-

ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্বশ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্বিশেষ-বাদিনামিব ভগবৎস্বরূপানন্দরূপা, অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাত্তস্য। ত্বত্তো হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা

পরবশ হয়েননা, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়; আর, তিনি স্বতঃ তৃপ্ত অর্থাৎ তিনি পূর্ণ আপনাতেই তৃপ্ত। ভগবৎ-স্বরূপানন্দরূপা ভক্তি নির্ব্বিশেষবাদিগণের ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দের মতও নহে; তাহা হইলে উহার স্বরূপানন্দ হইতে আধিক্য (১) প্রতিপন্ন হয় না। অত-এব তাহা যে জীবের স্বরূপানন্দরূপা নহে, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সে আনন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহা হইলে, "হে ভগবন্! আপ-নার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী (আহ্লাদকরী), সন্ধিনী (সত্তা) ও সম্বিৎ (বিদ্যা)—এই ত্রিবিধ-শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থান করিতেছেন। মন-প্রসাদকারিণী সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিতে তাপ-করী তামসী এবং তাপ ও প্রসাদ উভয়-মিশ্রা রাজসী, এই ত্রিবিধ

সিদ্ধি হেতু,—সপ্তরূপ নিবৃত্ত হইয়াছে যে নিবৃত্ত-প্রসবা-প্রকৃতির, তাহাকে দর্শন করে।

এস্থলে প্রকৃতির একরূপ বলিয়া যে জ্ঞানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিক-জ্ঞান। এই জ্ঞানহেতু যে আনন্দ, তাহা সত্ত্বময়। সকল দার্শ-নিকের মতেই মুক্তিতে আনন্দের পরাকাষ্ঠা। এইজন্য এস্থলে মুক্ত্যানন্দের কথা বলা হইল। সাংখ্যবাদিগণের মতে মায়িক আনন্দের উপর কোন আনন্দ নাই। এইজন্য শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ সাংখ্য-মতাবলম্বীর প্রাকৃত সত্ত্বময় আনন্দ বলিয়াছেন।

(১) নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের ব্রহ্মানন্দ—স্বরূপানুভব-জনিত। তাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না বলিয়া, তাঁহাদের আনন্দ কোন শক্তি-কার্য্য নহে। স্বরূপানন্দ সতত স্বরূপে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে; সুতরাং কোন অবস্থায় তাহার আধিক্য সম্ভব হয় না।

ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্যতদীয়-স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষীভবতি। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ম্। শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন

শক্তি প্রাকৃত-সত্ত্বাদি-গুণাতীত আপনাতে নাই;” (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯)—এই শ্রীধ্রুবোক্তি-অনুসারে, যে ভক্তি দ্বারা ভগবান্ অভূত-পূর্ব্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন, সেই ভক্তি হ্লাদিনী-নাম্নী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা হয়েন, অবশেষে ইহাই স্থির হইতেছে। এই ভক্তি সেই সেই আনন্দ অন্যকেও অনুভব করাইয়া থাকেন।

অনন্তর, সেই হ্লাদিনী শক্তিও সর্ব্বদা শ্রীভগবানে বিরাজ করেন বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন হইতে পারে না—এই সংশয়-নিরসনের জন্য এই প্রকার বিবেচনা করা যায়,—শ্রুতার্থের অন্যথার অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) অর্থাপত্তি-প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া (১), সেই হ্লাদিনীরই কোন সর্ব্বাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎপ্রীতি নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করেন। অতএব সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও শ্রীমদ্ভক্তগণে অতিশয় প্রীত হয়েন।

---

(১) ১৫২ পৃষ্ঠায় অর্থাপত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। তাহাতে বলা হইয়াছে, অনুপপাদ্যমান অর্থ দর্শন করিয়া উপপাদক-অর্থান্তর কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। যাহা দ্বারা যে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার অভাবেও সেই কার্য্য-নিষ্পত্তি দেখিয়া তাহার অন্য হেতু অনুমানই অর্থাপত্তি প্রমাণ। যেমন,—দেবদত্ত দিবসে

শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতোঃ পরস্পরমাবেশমাহ—সাধবো হৃদয়ং মহ্যং

অতএব প্রীতি-সুখহেতুক ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পরে আবেশের কথা শ্রীবৈকুণ্ঠদেব দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—"সাধুগণ আমার

ভোজন করেনা অথচ সে স্থূল—ইহাতে তাহার রাত্রি-ভোজন কল্পিত হইতেছে। রাত্রিভোজন-কল্পনা অর্থাপত্তি-প্রমাণ। এস্থলে যে স্থূলত্বের কথা শুনা গেল, তাহা "শ্রুতার্থ," দিবা-ভোজনাভাবে তাহার অন্যথা হওয়া সঙ্গত; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, ইহা (এই অন্যথা না ঘটা) অন্যথার অনুপপত্তি। অন্যথা না হওয়ায় অর্থাপত্তি-প্রমাণ—রাত্রিভোজন-কল্পনা স্বীকৃত হইল।

উপস্থিত প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী দ্বারা তাঁহার আনন্দাতিশয্যের অসম্ভাবনা থাকিলেও, আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহাতে অর্থাপত্তি-প্রমাণের কার্য্য দেখা যাইতেছে; হ্লাদিনী-শক্তি ছাড়া অন্য কেহ তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না, অথচ হ্লাদিনী দ্বারা যে আনন্দ-প্রাপ্তি অসম্ভব, তিনি সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন; এই আনন্দ-প্রাপ্তির অন্য কারণ স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই কারণ আর কিছু নহে, দেবদত্তের রাত্রি-ভোজনের মত সেই হ্লাদিনী-শক্তি অন্যরূপে তাঁহাকে প্রচুর আনন্দ দান করেন, অর্থাপত্তি-প্রমাণ দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহা এই—হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি-বিশেষ ভক্তহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া প্রীতি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে বুঝা যায়। কোন বেণুবাদকের বংশীধ্বনি দ্বারা সে নিজে মুগ্ধ হয়, অন্যকেও মুগ্ধ করে। বংশীধ্বনি ফুৎকার-বায়ুর কার্য্য ছাড়া আর কিছু নহে। ফুৎকার-বায়ুর কাহাকেও মুগ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু যখন বেণুরন্ধ্র দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হয়। এই প্রকার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী যখন ভক্ত-সহযোগে অভিব্যক্তি-বিশেষ লাভ করেন, তখন তাহা যে ভগবানের শক্তি তাঁহাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিতে পারেন। ভক্তদ্বারে হ্লাদিনীর এই অভিব্যক্তিতে আনন্দের পরাকাষ্ঠা থাকায় ইহাকে সর্ব্বাতিশায়িনী বৃত্তি বলা হইয়াছে।

সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৫ ॥

ত্বহং মম। হৃদয়েন স্বস্য সামানাধিকরণ্যে বীজমাহ, মদন্যদিতি। অত্যন্তাবেশেনৈকতাপত্ত্যা জ্বলল্লোহাদাবগ্নিব্যপদেশ-

হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়; সাধুগণ আমা ছাড়া অন্য কাহাকে জানে না, আমিও সাধুগণ ছাড়া অন্য কাহাকে কিছুমাত্র জানি না।"

শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥৬৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—সাধু-হৃদয়ের সহিত আপনার (শ্রীভগবানের) সামনাধিকরণ্যের (১) কারণ বলিলেন—তাহারা আমা ছাড়া অন্য কাহাকে জানে না, আমিও সাধুগণ ছাড়া অন্য কাহাকে জানি না। অত্যন্ত আবেশ দ্বারা একতা-প্রাপ্তি-হেতু জ্বলন্ত লৌহ প্রভৃতিকে অগ্নিরূপে বর্ণন করার মত এস্থলেও অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—আপনার হৃদয়ের সহিত সাধুর এবং সাধুর হৃদয়ের সহিত আপনার হৃদয়ের অভেদ নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য—সাধুর হৃদয়ে যেমন শ্রীভগবান্ ছাড়া আর কিছুর স্থান নাই, শ্রীভগবানের হৃদয়েও সাধু ছাড়া আর কাহারও স্থান নাই। যদি বলিতেন, আমার হৃদয়ে সাধু থাকে, সাধুর হৃদয়ে আমি থাকি, তাহা হইলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যেরও স্থান আছে—এইরূপ অনুমান করিবার অবকাশ ছিল; যেমন—এ ঘরে আমি আছি বলিলে, অন্যের থাকা নিষিদ্ধ হয় না, উক্ত স্থলেও সেইরূপ বোধগম্য হইত। তাহা নিষেধ করিয়া উভয় উভয়ের ষোল আনা হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য অভেদ-নির্দ্দেশ করিলেন। অভেদ-নির্দ্দেশ করিলেও একত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই। জ্বলন্ত লৌহ অগ্নিময় হইলেও—তাহার প্রতি

(২) সামানাধিকরণ্য—একত্রে স্থিতি।

বদত্রাপ্যভেদনির্দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ ৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুর্হর্বাসসম্ ॥৬৫॥

তেনৈব পরস্পরং বশবর্ত্তিত্বমাহ—অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা। বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকা চ—হে অজিত অন্যৈরজিতোঽপি ভবান্ সাধুভির্ভক্তৈর্জিতঃ স্বাধীন এব কৃতঃ। যতো ভবানতিকরুণঃ। তেঽপি চ

পরমাণুতে অগ্নি-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও, লৌহ-অগ্নি কাহারও স্বরূপের হানি ঘটে না, স্বরূপগত পার্থক্য বর্ত্তমান থাকে; এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। তবে নিরন্তর প্রীতি-সহকারে চিন্তন-হেতু উভয় উভয়ের হৃদয় ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, অন্য বস্তুর স্মৃতি দূরে থাকুক স্মৃতিস্থান হৃদয়েরও অনুসন্ধান থাকে না, থাকে ভক্ত ভগবান্ পরস্পরে পরস্পরের তন্ময়তা।

স্বতন্ত্র স্বতঃপূর্ণ শ্রীভগবান্ কেবল প্রীতি-সুখে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তে একান্ত আবিষ্ট হয়েন,—আত্মহারা হইয়া যায়েন। ইহাই প্রেম-ভক্তির আনন্দাতিশয্যের পরিচায়ক।] ॥৬৫॥

অত্যন্ত আবেশ দ্বারাই ভক্ত ভগবান্ উভয় উভয়ের বশবর্ত্তী হয়েন, ইহা সঙ্কর্ষণকে শ্রীচিত্রকেতু বলিয়াছেন—"হে অজিত! আপনি সমবুদ্ধি, জিতাত্মা ভক্তগণ-কর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন; যেহেতু, আপনি অতি করুণ, আর, আপনা কর্ত্তৃক তাঁহারাও পরাজিত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা আপনাকে নিষ্কাম ভাবে ভজন করিলেও, আপনি তাহাদিগকে আত্মদান করেন।" শ্রীভা, ৬।১৬।৩০॥৬৬॥

শ্রীস্বামি-টীকা—হে অজিত! অন্য কর্ত্তৃক আপনি অপরাজিত হইলেও, ভক্তগণ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন,—তাঁহারা আপনাকে নিজেদেরই অধীন করিয়াছেন। যেহেতু, আপনি অতি করুণ। তাঁহারাও

নিষ্কামা অপি ভবতা বিজিতাঃ। যো ভবান্ অকামাত্মনামাত্মানমেব দদাতীত্যেষা। হরিভক্তিসুধোদয়ে চ প্রহ্লাদং প্রতি শ্রীমুখবাক্যম্—সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব। অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্। নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে। সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ। অজিতোঽপি জিতোঽহন্তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ। ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্। একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ-

---

নিষ্কাম হইলেও আপনাকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন, যে আপনি নিষ্কামভাবে ভজনশীলগণকে আত্মদান করেন। ইতি

[এস্থলে বিশেষ কথা এই যে, সর্ব্বত্র ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে পরাজয় করিয়াছেন একথা শুনা যায়; কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে পরাজয় করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা কিছু চাহেন না, তাঁহারাও তোমাকে চাহেন একথা জানা গেল।]

হরিভক্তি-সুধোদয়ে ভগবান্ শ্রীমুখে প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—"হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করাতে তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ কর। ভক্তগণের এই প্রকার সগৌরব ব্যবহার আমার প্রিয় নহে। তুমি স্বাধীন ভাবে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ কর। নিঃশঙ্ক প্রণয়সহকারে ভক্ত আমাকে দর্শন করে ও কথা বলে। আমি পূর্ণমনোরথ হইলেও তাহা আমার নিকট নূতন হইতে নূতন প্রিয় বোধ হয়। নিত্য মুক্ত হইলেও আমি ভক্তের কাছে স্নেহ-রজ্জুসমূহ দ্বারা বদ্ধ। অজিত হইলেও আমি ভক্তের কাছে পরাজিত হই, আমি অন্যের বশীভূত না হইলেও ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বন্ধুজনে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতেই রতিবিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার, সে ব্যক্তিই

সুহৃদিতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং, ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি। কিন্তর্হি স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি। যথাচ শ্রীমতী গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥

তদেবং তস্যাঃ স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তটস্থলক্ষণমপ্যাহ—স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্ ॥ ৬৭ ॥

আমার; আমাদের উভয়ের আর অন্য বান্ধব নাই।" ইতি

১৪অ, ২৭—৩০

সুতরাং ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তি মায়াদিময়ী নহে—এ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা সাধু (সঙ্গত)। তাহা হইলে উহা কি বস্তু?—তাহা স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, শ্রীভগবানও যে আনন্দপরাধীন হয়েন; গোপালতাপনী শ্রুতি এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত আছেন।" উত্তরতাপনী ।৭৯॥৬৬॥

ভগবৎ-প্রীতির তটস্থ লক্ষণ।

এই প্রকারে ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ উক্ত হইল, এখন তাহার তটস্থ-লক্ষণ বলা যাইতেছে। নিমি-মহারাজের প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বর তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"ভক্তগণ সর্ব্বপাপনাশন হরিকে স্মরণ করিয়া, পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া, সাধনভক্তি সঞ্জাতা প্রীতি-ভক্তিদ্বারা পুলকিত তনু ধারণ করেন।" শ্রীভা, ১১।৩।৩২

[**বিবৃতি**—শ্রীহরি-কথা শ্রবণাদি-সময়ে অশ্রুপুলকাদির উদ্গম, ভগবৎ-প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ।] ৬৭ ॥

তথা—কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকা চ—রোমহর্ষাদিকং বিনা কথং ভক্তির্গম্যতে ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেদিত্যেষা ॥ ১১ ॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥৬৮॥

তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্য্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্য্যঞ্চ। অতএবানিমিত্তা

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ বলিয়াছেন—"চিত্তের দ্রবতা ভিন্ন রোমহর্ষ হয় কিরূপে? রোমহর্ষ ভিন্ন আনন্দাশ্রু-কলা প্রকাশ পায় কিরূপে? আর, আনন্দাশ্রু-কলা ভিন্ন আশয়-শুদ্ধি হয় কিরূপে?" শ্রীভা, ১১।১৪।২২॥৬৮॥

শ্রীস্বামি-টীকা—রোমহর্ষ, চিত্তের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্রু-কলা-ব্যতিরেকে ভক্তির আবির্ভাব কিরূপে জানা যাইবে? আর ভক্তিভিন্ন আশয় (চিত্ত) শুদ্ধ হইবে কিরূপে? ইতি ॥৬৮॥

তাহাহইলে প্রীতির লক্ষণ হইতেছে চিত্তদ্রবতা; তাহার লক্ষণ রোমাঞ্চাদি। চিত্তদ্রবতা বা রোমহর্ষাদি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত হইলে যদি আশয় (চিত্ত) শুদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে ভক্তির (ভগবৎ-প্রীতির) সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই, ইহা জ্ঞাপিত হইল। আশয়-শুদ্ধি বলিতে অন্য তাৎপর্য্য (অন্যাভিলাষ) পরিত্যাগ এবং প্রীতি-তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীকপিলদেব ভগবৎ-প্রীতির অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী (১) এই দুইটী বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন।

---

(১) ৬২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্। যথাহাক্রূরমুদ্দিশ্য—দেহংভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং শুচং ভিয়ম্। সন্দেশাদ্‌যো হরেলিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকা চ—নন্বু কিমর্থমেবং ব্যলুঠত। নাস্তি প্রেমসংরম্ভে

প্রীতির আবির্ভাবে আশয়শুদ্ধি হইলে, অন্য-তাৎপর্য্যের অভাব ঘটে, আর প্রীতি-তাৎপর্য্য বর্ত্তমান থাকে—ইহা অক্রূরকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন।

[কংস অক্রূরকে আজ্ঞা করিল,—ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরের শোভাদর্শন করাইবার ছল করিয়া রামকৃষ্ণ দুই বালককে শীঘ্র লইয়া আইস। কংসের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অক্রূর রথে আরোহণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। ভাবি-শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দের সম্ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পথে জল্পনা ও বারংবার তাঁহার মাধুর্য্য-স্মরণ করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত-গমন-সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-দর্শন পাইলেন। সেই দর্শনে যে আনন্দ জন্মিল, তাহাতে অক্রূরের সম্ভ্রম (আনন্দ-ব্যগ্রতা) বর্দ্ধিত হইল, প্রেমপুলকে তাঁহার অঙ্গ ব্যাপ্ত হইল এবং অশ্রু-কলায় তাঁহার নয়ন-দ্বয় আকুল হইয়া উঠিল। রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া "অহো! আমার কি সৌভাগ্য!! আজ আমার দুর্ল্লভ লাভ হইল," বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, ইহা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—]

"হরির মূর্ত্তির দর্শন ও শ্রবণাদিদ্বারা দম্ভ, ভয় ও শোক বর্জ্জনপূর্ব্বক অক্রূর যে অবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেহধারিগণের তাহাই পরমার্থ।" শ্রীভা, ১০।৩৮।২৬

শ্রীস্বামি-টীকা—কি জন্য অক্রূর এই প্রকার বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন? প্রেম-বৈয়গ্র্য দেখাইলে ত কোন ফলের সম্ভাবনা নাই—এই

ফলোদ্দেশ ইত্যাহ, দেহংভৃত্তামিতি। দেহভাজামেতাবানেব পুরুষার্থঃ। কংসস্য সন্দেশমারভ্য হরেঃ লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদি-ভির্যোঽহয়ম্ অক্রূরস্য বর্ণিত ইত্যেষা। অত্র দম্ভং শুচং ভয়ং হিত্বা যো'হয়ং জাত ইতি যোজনিকয়া চেবং গম্যতে। যথাক্রূরস্য তত্র দম্ভো নাসীৎ ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুত ইত্যাদিচিন্তনাৎ।

প্রশ্নাশঙ্কায় বলিলেন, দেহধারিগণের ইহাই পুরুষার্থ। কংসের আদেশ শ্রবণ আরম্ভ করিয়া হরির মূর্ত্তি দর্শন শ্রবণাদি-হেতু অক্রূরের যে যে প্রেম-বৈয়গ্র্য বর্ণিত হইল, দেহ-ধারি-গণের পক্ষে তাহাই পুরুষার্থ। ইতি

[শ্রীস্বামি-টীকার অর্থ—যদি কেহ প্রশ্ন করে, শ্রীঅক্রূরমহাশয় শ্রীব্রজের রজে এই প্রকার গড়াগড়ি দিয়াছিলেন কেন ? তাহার উত্তর এই যে, উহা অক্রূরমহাশয়ের প্রেমবিহ্বলতার পরিচায়ক। প্রেম-বিহ্বলতায় কোন ফলোদ্দেশ থাকেনা ; তাহাই নিখিল-সাধ্য-মুকুটমণি অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ। দেহধারি-মাত্রের এতাবৎ পর্য্যন্তই পুরুষার্থ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় ধনুর্যজ্ঞে নেওয়ার জন্য যখন কংস অক্রূরকে আজ্ঞা করিয়াছিল, তখন হইতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখের কথা শ্রবণাদি পর্য্যন্ত অক্রূরের যে যে প্রেমবিহ্বলতার কথা শ্রীমদ্ভা-গবতে বর্ণিত আছে, সে সকল অবস্থা-প্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ]

[অক্রূরের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অন্য-তাৎপর্য্য শূন্যতা প্রতিপন্ন করিয়া, তাহাই পরমপুরুষার্থ প্রমাণ করিবার জন্য বিচার করিতেছেন।]

এস্থলে "দম্ভশোক ও ভয়শূন্য হইয়া অক্রূর যাহা করিয়াছিলেন'—এইরূপ পদ যোজনা করিলে, নিম্নলিখিতরূপ অর্থ প্রতীত হয় যে, যেমন তাহাতে অক্রূরমহাশয়ের দম্ভ ছিলনা, যেহেতু তিনি পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছেন—"অচ্যুত আমাতে শত্রু-বুদ্ধি করিবেন না" সেই প্রকার তাহা যদি অন্তরের অন্য-সুখ-তাৎপর্য্য-লক্ষণ দম্ভ না হয় ; আর কংস-

তত্রান্তঃসুখান্তরতাৎপর্য্যলক্ষণো যদি দম্ভো ন স্যাৎ, যথা চ কংসপ্রতাপিতো যো বন্ধুবর্গঃ, তৎপ্রতাপয়িতব্যশ্চ যঃ, তস্য তস্য হেতোর্নিজকুলরক্ষাবতীর্ণশ্রীকৃষ্ণপুরতো ব্যঞ্জনীয়ঃ শোকো ভীশ্চ তাদৃশাবেশে হেতুর্নাসীৎ, তদ্দর্শনাহ্লাদেত্যাদ্যুক্তেঃ, প্রেমবিভিন্নধৈর্য্য ইতিতৃতীয়োক্তেশ্চ। তথা যদি নিজদুঃখহানিতাৎপর্য্যং ন স্যাৎ, তদাক্রূরস্য যোঽয়ং প্রেমাবেশো জাতঃ, স ইয়ান্ এতাবানপি দেহিনামর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ স্যাৎ, কিমুত ততোঽপি ভূয়ানিতি ॥ ১০ ॥ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৬৯ ॥

কর্ত্তৃক যে বন্ধুবর্গ (শ্রীবসুদেবাদি) উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, যাঁহারা উৎপীড়িত হইবেন বলিয়া আশঙ্কা আছে,—এই দ্বিবিধ বন্ধুবর্গের জন্য নিজকুল-রক্ষার্থে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণাগ্রে ব্যঞ্জনীয় শোক ভয় "তাঁহার দর্শনানন্দ" ইত্যাদি এবং "প্রেমে অধীর" ইত্যাদি উক্তি-প্রমাণে যেমন উক্ত আবেশের হেতু নহে, তেমন নিজ দুঃখহানি যদি তাহার তাৎপর্য্য না হয়, তাহা হইলে অক্রূরের যে প্রেমাবেশ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা দেহধারিগণের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে। সুতরাং তাহা হইতে অধিক প্রেমাবেশ যে পরমপুরুষার্থ, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে, কিম্বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অশ্রু-পুলকাদির উদ্গম প্রেমভক্তির তটস্থ-লক্ষণ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ এস্থলে উপস্থিত করিয়াছেন। অক্রূরের তৎকালীন চেষ্টা অন্য তাৎপর্য্য-বিহীনা এবং প্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী, তাহাই দেখাইলেন।

অক্রূর শ্রীবৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদচিহ্নাঙ্কিত ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। এই চেষ্টা দম্ভ, শোক ও ভয়-বর্জ্জিতা।

অক্রূরের এই চেষ্টাকে প্রেমচেষ্টা অর্থাৎ তাঁহার চেষ্টা প্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী একথা বলিবার পক্ষে তিনটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে (১) উহা অক্রূরের দম্ভ,(২) তাঁহার অন্তরের অন্য-সুখ-তাৎপর্য্য-লক্ষণ দম্ভ এবং (৩) নিজ-দুঃখহানি-অভিলাষে তাদৃশ চেষ্টা-প্রকাশ। যদি জানা যায়, ঐ সকল কারণের কোনটীই তাঁহার চেষ্টার মূল নহে, তবে সেই চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়। ক্রমশঃ উক্ত আপত্তি-ত্রয় খণ্ডন করা হইয়াছে।

(১) দম্ভ—কপটতা। অক্রূর কপটভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাহারও কপট ব্যবহার করিবার সাধ্য নাই। মনের ভাব যে জানিতে অক্ষম, তাহার কাছে কপটতা প্রকাশ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই ভিতর বাহির সতত দেখিতেছেন—অক্রূর ইহা জানিতেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে কাপট্য প্রকাশ অসম্ভব। অক্রূর যে শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমা অবগত ছিলেন, তাহা তদীয় স্বগতোক্তি-শ্লোকে ব্যক্ত আছে—

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা॥

শ্রীভা, ১০।৩৮।১৭

"যদিও আমি কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাইতেছি, অতএব তাহার দূত, তথাপি ভগবান্ অচ্যুত আমাতে শত্রুবুদ্ধি করিবেন না। যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অন্তর্য্যামী; অতএব নির্ম্মল-চক্ষু অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানযোগে আমার অন্তর বাহিরের এসকল চেষ্টা তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

(২) অক্রূরের চেষ্টা হৃদয়ের অন্য-সুখতাৎপর্য্য-লক্ষণ কপটতা নহে। তাঁহার সেই অন্য সুখ—অক্রূরের বন্ধুবর্গের কেহ কেহ কংস-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, কাহারও কাহারও উৎপীড়িত হইবার

আশঙ্কা আছে; এমতাবস্থায় তাঁহার নিজকুল (যদুবংশ) রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই জন্য অক্রূরের হৃদয়ে উল্লাস। আর, তাহাতে উৎপীড়ক কংসের নিধনে শ্রীকৃষ্ণকে সত্বর প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বাহিরে শোক ও ভয় প্রকাশ; এইরূপ কপটতাও তাঁহার উক্তরূপ আবেশের হেতু নহে, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়।

শ্রীশুকদেব অক্রূরের প্রেমচেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন—

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসংভ্রমঃ প্রেম্নোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো॥

শ্রীভা, ১০।৩৮।২৫

"শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শনে অক্রূরের যে আনন্দ জন্মিল, তাহাতে অক্রূরের সম্ভ্রম (আনন্দজনিত ব্যগ্রতা) বর্দ্ধিত হইল, প্রেম-হেতু তাঁহার গাত্রলোমসকল উত্থিত হইল, অশ্রুকলায় নয়নযুগল আকুল হইল; অতএব তিনি রথ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া 'অহো! আমার কি সৌভাগ্য!! আজ আমি পরমদুর্ল্লভ বস্তু পাইলাম, এ সকল আমার প্রভুর শ্রীচরণধূলি'—এ কথা বলিতে বলিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।"

অক্রূর-সম্বন্ধে বিদুর উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ।

শ্রীভা, ৩।১।৩১

"যে অক্রূর নন্দগ্রাম-প্রবেশ-সময়ে প্রেমে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলিসমূহে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।" আর (৩) অক্রূর প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তাদৃশ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকায়, তিনি নিজ দুঃখহানির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কোনরূপ চেষ্টা প্রকাশ করেন নাই, ইহাও জানা গেল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে এবং তাঁহার কথা শ্রবণে অক্রূরের

লৌকিকশুদ্ধপ্রীতিনিদর্শনেনাপি স্বয়ং তথৈব দ্রঢ়য়তি—মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বাত্মানং তদ্ধি নান্যথা ॥ ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥৭০॥

যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রেমের কার্য্য। অতএব এ সকল প্রেমের তটস্থ-লক্ষণ। প্রীতির অন্য তাৎপর্য্যরাহিত্যও এ স্থলে প্রতিপন্ন হইল।

অক্রূরের যে প্রেমাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, মহানুভব শ্রীশুক-দেবের মতে তাহাই যদি পরমপুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে কোথাও যদি অধিকতর প্রেমাবেশ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা যে পরম-পুরুষার্থ এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।] ॥৬৯॥

প্রীতিতেই যে প্রেম-চেষ্টার তাৎপর্য্য, তাহা লৌকিক শুদ্ধ প্রীতির নিদর্শন দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি ব্রজদেবী-গণকে বলিয়াছেন,—

"হে সখীগণ! যাহারা উপকার ও প্রত্যুপকারের জন্য পরস্পরকে ভজন করে, তাহারা অন্যকে ভজন করে না, আপনাকেই ভজন করে; কারণ, তাহাদের সেই চেষ্টা কেবল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত; তাহাতে সৌহৃদ্য নাই, ইহার অন্যথা হয় না।

হে সুন্দরীগণ! যাহারা ভজন করে না—এমন লোকদিগকে দুই প্রকারের লোক ভজন করে—একপ্রকার দয়ালু, অপর প্রকার মাতা-পিতার মত স্নেহশীল ব্যক্তি। ঐ কর্ম্ম দ্বারা দয়ালু ব্যক্তি ধর্ম্ম, স্নেহ-শীল ব্যক্তি সৌহৃদ্য লাভ করেন।" শ্রীভা, ১০।৩২।১৬—১৭

[**বিবৃতি**—যে প্রীতিতে অন্য কিছুর মিশ্রণ নাই—স্বার্থাভি-সন্ধি নাই, তাহা শুদ্ধ প্রীতি। ভালবাসার নিমিত্ত ভালবাসা; স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে ভালবাসা, তাহা ভালবাসা নহে। নিজ অভিষ্ট-সিদ্ধির

স্পষ্টম্ ॥

ততোঽপি স্বপ্রীতের্বৈশিষ্ট্যমাহ—নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে। যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ৭১ ॥

জন্য যে স্থানে পরস্পরের ভালবাসা দেখা যায়, সেখানে কেহই কাহাকে ভালবাসে না, উভয়ে নিজকেই ভালবাসে। অন্যের দ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য কেবল ভালবাসার ভাণ করে। এইরূপ ভাণ করিয়া উভয়ে উভয়ের যে আনুকূল্য করে, তাহাতে প্রীতিও নাই, ধর্ম্মও নাই।

দয়ালু ব্যক্তিরা ধর্ম্মলাভের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের আনুকূল্য করে, আর স্নেহশীল ব্যক্তিগণ প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহভাজন জনগণের আনুকূল্য করে। সুতরাং যে স্থলে স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ নাই, অথচ পরস্পরে পরস্পরের আনুকূল্য করিতেছে, তথায় প্রীতি বর্ত্তমান আছে। এইজন্য প্রীতি অন্য-তাৎপর্য্য-বর্জ্জিতা; প্রীতিতেই প্রীতির তাৎপর্য্যাবসান। মানবের শুদ্ধ প্রীতিতেই এই লক্ষণ বর্ত্তমান আছে।] ॥৭০॥

অনুবাদ—তারপর লৌকিক শুদ্ধা প্রীতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজেই ব্রজদেবীগণকে বলিয়াছেন—"হে সখীগণ! আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যেই কেহ নহি; যাহারা আমাকে ভজন করে, আমি যে তাহাদিগকে ভজন করি না, তাহার হেতু, ভজনকারিগণ যেন আমাকে নিরন্তর চিন্তা করে, আমার এই অভিপ্রায়। যেমন ধনহীন ধনলাভ করিয়া তাহা হারাইলে নিরন্তর সেই ধনের চিন্তা করে, অন্য কিছু জানিতে পারে না, আমিও ভজনকারিগণকে তদ্রূপ করিবার জন্য তাহাদিগকে ভজন করি না।" শ্রীভা, ১০।৩২।১৮॥৭১॥

ভজন্ত্যভজত ইত্যত্র ন করুণাদীনাং দয়নীয়াদিকর্ত্তৃকপ্রীত্যা-স্বাদাপেক্ষা। তথা দয়নীয়াদীনাং করুণাদিবিষয়া যা প্রীতিঃ সা করুণাদিভজনজীবনা স্যাদিত্যায়াতি। অত্র তু শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভক্তেষু স্বপ্রেমাতিশয়োদয়ে প্রযত্নঃ। তদুদয়ে চ সতি তদাস্বাদান্তক্ত-বিষয়কপ্রেমচমৎকারাতিশয়ো ন স্যাদিতি তদ্ভক্তানাঞ্চ তৎকৃতৌ-দাসীন্যেঽপি প্রেম্নোরেব বৃদ্ধিঃ স্যাদিতি বৈশিষ্ট্যমাগতম্ ॥ ১০ ॥
॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান্ ব্রজদেবীঃ ॥ ৭১ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—"যাহারা ভজন করে না, তাহাদিগকে যাহারা ভজন করে"—এস্থলে কৃপালু প্রভৃতির কৃপাযোগ্যাদি কর্ত্তৃক প্রীত্যাস্বাদের অপেক্ষা নাই। তদ্রূপ কৃপালু প্রভৃতিকে বিষয় করিয়া কৃপা-যোগ্যা-দির যে প্রীতি প্রকাশিত হয়, কৃপালু প্রভৃতি তাহাদিগকে যে ভজন করে, সেই ভজনই ঐ প্রীতির জীবন। আর, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্তগণে নিজ বিষয়ক প্রীতি যাহাতে অধিক প্রকাশিত হয়, তৎসম্বন্ধে আগ্রহ। তাহার উদয় হইলে, তাহার আস্বাদন দ্বারা ভক্ত-বিষয়ক প্রেমের চমৎকারাতিশয় সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবান্ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও প্রেমেরই বৃদ্ধি হয়—এই বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে।

[**বিবৃতি**—দীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু ব্যক্তি যখন প্রীতি প্রকাশ করেন, তখন কৃপালুর এই অপেক্ষা থাকে না যে, কৃপাযোগ্য ব্যক্তি আমার এই প্রীতি আস্বাদন করুক। তিনি কৃপা প্রকাশ করিয়াই সুখী হয়েন। অপরদিকে দীনব্যক্তির কৃপালুব্যক্তির প্রতি যে প্রীতি থাকে, তাহার মূল কৃপালুর আনুকূল্য। তিনি যে পরিমাণ আনুকূল্য করিবেন, দয়াযোগ্য ব্যক্তি তাহাকে সেই পরিমাণে প্রীতি করিবে। যদি তিনি আনুকূল্য না করেন, তবে দীনব্যক্তি তাঁহাকে প্রীতি করিবে না। এস্থলে দয়ালুর

প্রীতি আস্বাদ করাইবার ইচ্ছা থাকেনা, সুতরাং নিজ-বিষয়ক প্রীতি বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছাও তাঁহার থাকে না ; আর দয়াযোগ্য ব্যক্তির থাকে না —আনুকূল্যাভাবেও দয়ালুর প্রতি প্রীতি। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের এই চেষ্টাই থাকে যে, ভক্তগণ তাঁহাকে যে প্রীতি করেন, সেই প্রীতি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য ভক্তগণে প্রেমের আবির্ভাবমাত্র, তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য ভক্তের নিকট উপস্থিত হয়েন না ; যখন প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন আস্বাদন করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করেন।

ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমন ভক্তগণকে প্রীতি করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তগণ আশ্রয়াবলম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়ালম্বন, ভক্ত বিষয়ালম্বন। ভক্ত যে প্রেমের বিষয়ালম্বন, তাহা ভক্ত-বিষয়ক প্রেম।

ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব মাত্র শ্রীকৃষ্ণ যদি আস্বাদন করেন—তবে, ভক্ত-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি যে কত চমৎকার তাহা বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। ভক্তের হৃদয়স্থিত প্রেমরস আস্বাদনের জন্য তিনি অত্যন্ত লোলুপ, অত্যন্ত ব্যগ্র। তথাপি পরাবধি-প্রাপ্ত প্রেমরস আস্বাদনের জন্য বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা করেন, যাহাতে সেই প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার চেষ্টা করেন। ইহাই ভক্ত-বিষয়ক প্রেমের চমৎকারিতা। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা এবিষয় বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক—কেহ সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষরোপণ করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন। যখন ফল ধরিল, তখনই আস্বাদন করিলেন না ; সে সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন আম্র সুপক্ক হইল, তখন ভোজন করিলেন। এস্থলে আম্রের ফলনমাত্র আস্বাদন করিলেন না বলিয়া তাঁহার আম্রফলে অনাদর প্রকাশ পায় নাই, খুব আদর আছে বলিয়াই তিনি উপযুক্ত

সা চ শুদ্ধা প্রীতিঃ শ্রীমতো বৃত্রস্য দৃশ্যতে। যথা—অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ। ন নাকপৃষ্ঠমিত্যাদি। অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে

সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ও তেমন। ভক্ত-বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি আছে বলিয়াই ভক্তকে প্রচুর প্রেম-সমৃদ্ধিমন্ত করিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন ঔদাসীন্যের মত চেষ্টা প্রকাশ করেন, তখনও ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দরিদ্র প্রাপ্তনিধি হারাইলে যেমন সর্ব্বদা তচ্চিন্তায় বিভোর থাকে, তেমন ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যে ভক্ত তাঁহার চিন্তায় বিহ্বল থাকেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যেও ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃপালুর ঔদাসীন্যে দয়নীয় ব্যক্তির প্রীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যে ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পায়; ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রীতির বিশেষত্ব।] ॥ ৭১ ॥

শ্রীমান্ বৃত্রাসুরে সেই শুদ্ধা প্রীতি দেখা যায়; তিনি শ্রীভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—"হে হরে! আপনার চরণযুগল যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, আমি সেই হরিদাসগণের অনুদাস হই, পরেও হইব। আমার মন প্রাণনাথ আপনার গুণ স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তন করুক, শরীর আপনারই কর্ম্ম করুক।

হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ, কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

হে কমল-নয়ন! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেমন মাতার, ক্ষুধার্ত্ত গো-বৎস যেমন স্তন্যের, বিষণ্ণা প্রিয়া যেমন বিদেশগত প্রিয়ের দর্শন

ত্বাম্। মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেম্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ৭২ ॥

অজাতেতি। অত্রাজাতপক্ষা ইত্যনেনানন্যাশ্রয়ত্বং তদনুগমনাসমর্থত্বঞ্চ। তথা তৎসহিতেন মাতরমিত্যনেন অনন্যস্বাভাবিকদয়ালুত্বং তদীয়দয়াধিক্যঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। তেন তেন চ মাতরি তেষামপি প্রীত্যতিশয়ো দর্শিতঃ। ততস্তৎসাম্যেন তদ্বদাত্মনোঽপি ভগবতি প্রীত্যাধিক্যহেতুকা দিদৃক্ষা ব্যঞ্জিতা। তথাপি তন্মাত্রা যদ্বস্ত্বন্তরমুপক্রিয়তে তদেব তেষামুপজীব্যমাস্বাদ্যঞ্চেতি কেবল-

---

অভিলাষ করে, আমার মনও তেমন আপনাকে দেখিতে উৎকণ্ঠিত।

আমি নিজ কর্ম্মসমূহ-দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সখ্য হউক। আপনার মায়াপরবশ আমার চিত্ত—দেহ, পুত্র, পত্নী, গৃহে আসক্ত আছে। আর যেন ঐ সকলে আসক্ত না হয়। শ্রীভা, ১১।২২—২৫ ॥ ৭২ ॥

শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা—অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ বলায়—যে পক্ষিশাবকগণের পাখা উঠে নাই, তাহাদের মাতা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই এবং মাতার সঙ্গে যাইবারও তাহাদের সামর্থ্য নাই ;—ইহা যেমন ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তদ্রূপ সে সঙ্গে পক্ষিশাবক-জননীর উল্লেখ করায় অন্যজনে স্বভাবতঃ যে দয়া থাকা অসম্ভব, তাহাতে সেই দয়ার স্থিতি এবং অজাত-পক্ষশাবক বলিয়া তাহাদের প্রতি উহার দয়ার আধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। পক্ষি-শাবকগণের একমাত্র নির্ভরতা ও অক্ষমতা আর তাহাদের মাতার অসাধারণ (তাহাদের প্রতি) দয়ার আধিক্য-হেতু, মাতার প্রতি তাহাদের নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবৃত্রাসুর সেই কারণে—আপনার অবস্থা অজাতপক্ষ-পক্ষিশাবকের মত,

তন্নিষ্ঠত্বাভাবাদপরিতোষেণ দৃষ্টান্তান্তরমাহ, স্তন্যমিতি। অত্র দিদৃক্ষাযোজনার্থং মাতরমিত্যেবানুবর্ত্তয়িতব্যে স্তন্যমিত্যুক্তিস্তস্যা-স্তৈস্তদংশপ্রাচুর্য্যভাবনয়া। বস্তুতস্তস্য তদীয়শরীরাংশতয়া চ তদভেদ-বিবক্ষার্থা। ততস্তন্যং স্তন্যরূপতদংশময়ীং মাতরমিত্যেব লব্ধে তাদৃশী মাতৈব তৈরুপজীব্যতে আস্বাদ্যতে চেতি পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্। তথা বৎসতরা অত্যন্তবালবৎসাস্তত এব স্বামিবন্ধতয়া

শ্রীভগবানের দয়া পক্ষিশাবকগণের জননীর দয়ার মত বলিয়া, তাহাদের মাতৃদর্শনেচ্ছার মত আপনারও প্রীত্যাধিক্যহেতুই ভগবানকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, একথা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভগবদ্দর্শন-ব্যাকুলতা অজাতপক্ষ-পক্ষিশাবকগণের মাতৃদর্শন-ব্যাকুলতার মত হইলেও, তাহাদের মাতা, তাহা হইতে ভিন্ন যে বস্তু (কীটাদি) দ্বারা তাহাদের উপকার করে, সেই বস্তুই তাহাদের উপজীব্য ও আস্বাদ্য। এই জন্য তাহাদের দর্শনেচ্ছা কেবল সেই মাতৃনিষ্ঠা নহে, অর্থাৎ তাহারা কেবল মাতাকে দর্শন করিতে অভিলাষী নহে, অন্য খাদ্যবস্তুরও অভিলাষ আছে। তজ্জন্য এই দৃষ্টান্তে অপরিতুষ্ট হইয়া, অন্য দৃষ্টান্ত বলিলেন— "ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যেমন স্তন্যের।" এস্থলে শ্রীবৃত্রাসুরের ভগবদ্দর্শনেচ্ছা কিরূপ, তাহা জানাইবার জন্য গোবৎসগণের মাতৃ-দর্শনেচ্ছার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা সমীচীন হইলেও "স্তন্যের" উল্লেখ,—বৎসগণ কেবল গাভীর সেই অংশই (স্তন্যই) ভাবনা করে—এই অভিপ্রায়ে। বাস্তবিক-পক্ষে স্তন্য গাভীর শরীরের অংশ-বিশেষ-হেতু, স্তন্যের সহিত গাভীর অভেদ মনে করিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং স্তন্য-শব্দে এস্থলে স্তন্যরূপ সেই অংশ যাহাতে আছে, গোবৎসের সেই মাতা—এই অর্থ বুঝাইলে, সেই মাতাই তাহাদের উপজীব্য এবং আস্বাদ্য নিশ্চিত হইল। ইহাতে পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইতে এই দৃষ্টান্তের শ্রেষ্ঠত্ব

তদনুগতাবসমর্থা ইতি সাধারণ্যেপি বহুসময়াতিক্রমাৎ ক্ষুধার্ত্তৌ ইত্যনেন পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যম্। তথা গোজাতেঃ স্নেহাতিশয়-স্বাভাব্যেন চ তদনুসন্ধেয়ম্। অথ তথাপ্যন্তরদৃষ্টান্তে স্তন্যগবোঃ কার্য্যকারণভাবেন ভেদং বিতর্ক্য দৃষ্টান্তদ্বয়েহপ্যজাতপক্ষত্বাদি-বিশেষণৈরায়ত্যাং তাদৃশপ্রীতেরস্থিরতাং চালোক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ, প্রিয়মিতি। সৎস্বপি বাচকান্তরেষু তয়োঃ প্রিয়শব্দেনৈব নির্দ্দেশাৎ স্বাভাবিকাব্যভিচারিপ্রীতিমত্তাবেব তৌ গৃহীতৌ। যত্র বার্দ্ধক্যে বাল্যেহপি সহমরণাদিকং দৃশ্যতে তত্তাদৃশী কাপি প্রিয়া যথা

প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে আবার বৎসতর—অত্যন্ত শিশুবৎস, তজ্জন্য গোপালক তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে (১) বলিয়া মাতার সঙ্গেও যাইতে পারে নাই। এইরূপে সাধারণতঃই বহুসময় অতীত হওয়ায়, ক্ষুধায় কাতর; এই হেতু পক্ষি-শাবকের মাতৃদর্শনেচ্ছা হইতে গোবৎসের মাতৃ-দর্শনেচ্ছার বিশেষত্ব আছে। গোজাতি স্বভাবতঃই অন্য প্রাণী হইতে অধিক স্নেহশীল, এই দৃষ্টান্তের বিশেষত্বের ইহাও একটী হেতু। এই সকল কারণে শেষোক্ত দৃষ্টান্তের বিশেষত্ব থাকিলেও স্তন্য ও গাভীর কার্য্যকারণ-রূপ ভেদ বিবেচনা করিয়া, দৃষ্টান্তদ্বয়ে অজাতপক্ষ ও ক্ষুধার্ত্ত বিশেষণ থাকা হেতু, উভয়ত্র প্রীতির অস্থিরতা অবলোকন করতঃ অতঃপর অন্য দৃষ্টান্ত বলিলেন—বিষণ্ণা প্রিয়া যেমন বিদেশগত প্রিয়ের ইত্যাদি। অন্য বহুশব্দ থাকিলেও প্রিয়াপ্রিয় উভয়ের প্রিয়শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ-হেতু, স্বাভাবিক অব্যভিচারী প্রীতি সম্পন্ন দুইজনই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে—যাহাতে বার্দ্ধক্যে হউক আর বাল্যেই হউক, সহমরণাদি দেখা যায়। সুতরাং তাদৃশ কোনও প্রিয়া যেমন তাদৃশ প্রিয় বিদেশগত

(১) গাভীকে মাঠে চরাইতে নেওয়ার সময় কোন কোন স্থানে বৎসকে বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজন আছে।

তাদৃশং প্রিয়ং ব্যুষিতং, বিদূরপ্রোষিতং সন্তমনন্যোপজীবিত্বেন বিষণ্ণা সতী দিদৃক্ষতে লোচনদ্বারা তদাস্বাদায় ভৃশমুৎকণ্ঠতে, তথা মম মনোঽপি ত্বামিত্যর্থঃ। অত্র দার্ষ্টান্তিকেঽপি স্বকর্ত্তৃকত্বমনুক্ত্বা মনঃকর্ত্তৃকত্বোল্লেখেনাবুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবৃত্তিপ্রাপ্তৌ প্রীতেঃ স্বাভাবিকত্বেনাব্যভিচারিত্বং ব্যক্তম্। তথারবিন্দাক্ষেতি মনসো ভ্রমরতুল্যতাসূচনেন ভগবতঃ পরমমধুরিমোল্লেখেন চ তস্যৈবোপজীব্যত্বমাস্বাদ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অথ তদ্দর্শনভাগ্যং স্বস্যাসম্ভাবয়ন্নিদমপি মম স্যাদিতি সবাষ্পমাহ, মমোত্তমেতি। তদেতচ্ছুদ্ধপ্রেমোদ্গারসম্ব-

---

হইলে, একমাত্র সেই প্রিয়গত-জীবনা বলিয়া, বিষণ্ণা হইয়া তাহার দর্শন ইচ্ছা করে—লোচনদ্বারা তাহাকে আস্বাদন করিবার জন্য উৎকন্ঠিত হয়, আমার (বৃত্রাসুরের) মনও শ্রীহরি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্থলে অজাতপক্ষ-পক্ষিশাবক, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস ও প্রিয়া কর্ত্তৃক দর্শন-ব্যাকুলতার কথা বলিয়া, দার্ষ্টান্তিকেও দর্শনেচ্ছার কর্ত্তৃত্ব আপনাতে না রাখিয়া মনের কর্ত্তৃত্ব উল্লেখ করিবার হেতু, বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্তি-প্রাপ্তিতে প্রীতির স্বাভাবিকত্ব-নিবন্ধন অব্যভিচারিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। "তদ্রূপ কমল-নয়ন" এই সম্বোধন হইতে মনের ভ্রমর-তুল্যতা সূচনা করিয়া, শ্রীভগবানের পরম-মাধুরিমা উল্লেখ করতঃ, তাহারই (মাধুরিমারই) উপজীব্যত্ব ও আস্বাদ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর, শ্রীভগবদ্দর্শন আপনার পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া "আমার অন্ততঃ ইহা হউক" সজলনয়নে একথা বলিয়া, পরে বলিলেন, "আমি নিজ-কর্ম্ম সমুদায় দ্বারা ইত্যাদি।"

শ্রীমান্ বৃত্রাসুরের এ সকল বাক্যে বিশুদ্ধ প্রেম উদগীর্ণ হইয়াছে বলিয়াই শ্রীমান্ বৃত্রে বধ-বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী বিশেষ প্রসঙ্গ।

ত্বেনৈব শ্রীমদ্বৃত্রবধোঽসৌ বিলক্ষণত্বাচ্ছ্রীভাগবতলক্ষণেষু পুরাণান্তরেষু গণ্যতে, বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥ ১১ ॥ শ্রীবৃত্রঃ ॥ ৭২ ॥

এইজন্য অন্যান্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণসমূহ মধ্যে ইহা একটী লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যথা,—মৎস্যপুরাণে "বৃত্রাসুর-বধ-প্রসঙ্গ-যুক্ত-গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধ।"

[**বিবৃতি**—শ্রীবৃত্রাসুরের শুদ্ধাপ্রীতির পরিচয় দিবার জন্য যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে শ্লোকে তাঁহার ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উদ্দেশ্য—এই শ্লোক তাঁহার প্রেমের সবিশেষ পরিচায়ক।

এস্থলে যে পাঁচটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী মধুর—প্রেমসুধা-তরঙ্গিণীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস। ইহার প্রত্যেকটী ভক্তের প্রাণকে প্রেমাপ্লুত করিয়া তোলে। প্রথমেই কি মধুর সম্বোধন—হে প্রাণনাথ! 'জীবনে মরণে জনমে জনমে' তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার জীবন-সম্বল—তুমিই আমার প্রাণের একমাত্র আশ্রয়—আমার প্রাণ কেবল তোমার দিকেই চাহিয়া আছে। আর,আমি অযোগ্য, অধম; তোমার দাস হইবার যোগ্য নহি। তোমার যে সকল দাস সকল ছাড়িয়া কেবল তোমার চরণ-সেবা করে, যাঁহারা তোমার সে সকল দাসকে সেবা করেন, আমি তাঁহাদের দাস হই। ভবিষ্যতেও তাঁহাদেরই দাস হইব। তাঁহাদের সেবা করিয়া কি কিছু চাহিব? না, না; আমি আর কিছু চাইনা, চাই শুধু তোমাকে; তোমাকে ছাড়িয়া ধ্রুবলোক চাই না, ব্রহ্মলোক চাই না, এ ব্রহ্মাণ্ডের মায়ার রাজ্যের কোন সম্পদ চাই না, মায়ার পর-পারের সম্পদ—মুক্তি, তাহাও চাই না—চাই শুধু তোমাকে। হে আমার সুন্দর! আমার মন তোমাকে দেখিবার জন্যই ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা কেমন?—নিবেদন করিতেছি, অজাত-

পক্ষ পক্ষী মাতৃদর্শনের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস মাতৃস্তন্য দর্শনের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, প্রিয়-বিচ্ছেদ-বিধুরা প্রিয়া বিদেশগত প্রিয়-দর্শনের জন্য যেমন ব্যাকুলিতা হয়, আমার মন তোমার দর্শনের জন্য তেমন ব্যাকুল। মন এই পরম দুর্লভ-লাভে লোভী হইলে কি হইবে? তোমার দর্শন বহু-সৌভাগ্য-সাপেক্ষ, এ দুষ্কৃতিজনের সে সৌভাগ্য কোথায়? তোমার দর্শন পাইব—এ আশা করা আমার উচিত নহে, এ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—হে প্রাণ-নাথ! আমি ত তোমার দাসানুদাস হই, আমায় এই কৃপা কর, আমি জন্মে জন্মে যেন তোমার ভক্তের সঙ্গে প্রীতি করিতে পারি, আমি তোমার কাছে কর্ম্মক্ষয় প্রার্থনা করিনা, আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিব; দুঃখময় জন্ম-মরণও বারণ করিতে প্রার্থনা করি না, কর্ম্মফলে সংসারচক্রে—নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সতত যেন তোমার ভক্তকে আপনার বলিয়া মনে করি; মায়ার কুহকে যাহাদিগকে আপনার বলিয়া মনে করিলে তোমায় ভুলিতে হয়, হে প্রভো! হে প্রাণবল্লভ! সেই স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিতে যেন আমার আসক্তি না হয়। তুমি আমার আমি তোমার, সতত হৃদয়ে যেন এ কথা জাগে।

শ্রীভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমান্ বৃত্রাসুর এই প্রকার প্রেমো-চ্ছ্বাস-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এ সকল বাক্য তাঁহার বুক-ভরা হরি-প্রেমের বহিঃপ্রাকট্য মাত্র। ভগবৎপ্রেমের উৎকর্ষখ্যাপনই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য অভিপ্রায়। শ্রীবৃত্রবধ-প্রসঙ্গে প্রেমের এবংবিধ প্রাকট্য নিবন্ধন ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ-বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ অজাতপক্ষ ইত্যাদি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতঃপর তাহার অনুসরণ করা যাইতেছে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার ভগবদ্দর্শন-ব্যাকুলতা পরিস্ফুট করিবার জন্য অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের যে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে

পক্ষি-মাতা যে বস্তু দিয়া অজাতপক্ষ পক্ষীর উপকার করে, সেই খাদ্য-সামগ্রী তাহার জীবন-রক্ষার উপায় এবং আস্বাদনের সামগ্রী। পক্ষি-শাবক সেই বস্তুরই জন্য মায়ের পথ চাহিয়া থাকে—কেবল মায়ের জন্য নহে। শ্রীমান্ বৃত্রের আস্বাদ্য ও উপজীব্য শ্রীভগবান্—তিনি কেবল শ্রীভগবানকে চাহেন, আর কোন বস্তুর জন্য তাঁহাকে চাহেন না। এই জন্য প্রথম দৃষ্টান্তে অতৃপ্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত গো-বৎসের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন।

বৎসের উপজীব্য ও আস্বাদ্য স্তন্য, গাভী হইতে উৎপন্ন। গাভী কারণ, স্তন্য কার্য্য। এ স্থলেও বাঞ্ছিত বস্তুর সহিত উপজীব্য ও আস্বাদ্য বস্তুর ভেদ আছে; শ্রীবৃত্রাসুরের বাঞ্ছিত বস্তু সেরূপ নহে। তজ্জন্য এই দৃষ্টান্তেও তৃপ্ত হইলেন না। দৃষ্টান্তদ্বয়ে আরও দোষ আছে, পাখা উঠিলে পক্ষিশাবক মাতাকে চাহে না; ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে, স্তন্য ত্যাগ করিলে বৎস মাতাকে চাহে না; তিনি ত সর্ব্বদাই শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। এই জন্যও উভয়-দৃষ্টান্তে অতৃপ্ত হইয়া অন্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন,—প্রিয়ার প্রিয়দর্শন ইচ্ছা। পত্নী-পতি, স্ত্রী-স্বামী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না করিয়া প্রিয়া আর প্রিয় শব্দ উল্লেখ করিবার অভিপ্রায়, দুই জনের প্রতি দুইজন স্বভাবতঃই প্রীতিমান্, সম্বন্ধের জন্য নহে; তাহাদের প্রীতির কখনও ব্যভিচার-সম্ভাবনা নাই। তাহাদের প্রীতি এত গভীর যে, প্রিয়ের জন্য প্রিয়া বাল্য-বয়সে হউক, বার্দ্ধক্যেই হউক সহমরণে যাইতে প্রস্তুত আছে। এমন প্রিয়ার প্রিয় বিদেশে গেলে, বিচ্ছেদাভিভূতা প্রিয়া তাহার দর্শনের জন্য যেমন অধীর হয়, শ্রীবৃত্রাসুরের মন শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইয়াছে। এ দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন। প্রিয়ার উপজীব্য বা আস্বাদ্য অন্য কিছু নহে, কেবল সেই প্রিয়। বৃত্রাসুরেরও তদ্রূপ।

তস্মাৎ কেবলতন্মাধুর্য্যতাৎপর্য্যত্বেনৈব প্রীতিত্বে সিদ্ধে তাৎপর্য্যান্তরাদৌ সতি প্রীতেরসম্যগাবির্ভাব ইতি সিদ্ধম্। স চ দ্বিবিধঃ; তদাভাসস্যৈবোদয়ঃ ঈষদুদ্গমশ্চ। অন্ত্যশ্চ দ্বিবিধঃ; কদাচিদুদ্ভবত্তচ্ছবিমাত্রত্বং তস্যা এবোদয়াবস্থা চ। তত্র যত্রান্যতাৎপর্য্যং তত্র তদাভাসত্বম্। যত্র প্রীতিতাৎপর্য্যাভাবস্তত্র

তাঁহার মন শ্রীভগবানের কাছে আর কিছু চাহে না, কেবল তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চাহে। তিনি মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য, কমল-নয়ন সম্বোধনে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবানকে বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহার প্রাণ চাহিতেছে, এ চাওয়া চিরন্তন—সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নহে,—এ কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলিলেন, "আমার মন তোমাকে চাহিতেছে।" প্রীতির বিষয়ে যে সকল গুণ থাকা উচিত, শ্রীভগবানে সে সকল গুণের একত্র সমাবেশ আছে জানিয়া, বিশেষ বিবেচনাসহকারে মনের এই প্রবৃত্তি হইয়াছে, তিনি এ কথাও প্রকাশ করিলেন।] ॥৭২॥

প্রীত্যাবির্ভাবের ক্রম।

সুতরাং কেবল শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনেই প্রীতির তাৎপর্য্য সিদ্ধ হওয়ায়, যে স্থলে অন্য তাৎপর্য্য প্রভৃতি থাকে, তথায় প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব সিদ্ধ (নিশ্চিত) হইতেছে। সে অসম্পূর্ণ আবির্ভাব দুই প্রকার—প্রীত্যাভাসের উদয় ও ঈষদ্ উদ্গম। প্রীতির ঈষদ্ উদ্গম আবার দুই প্রকার—প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব এবং প্রীতিরই উদয়-অবস্থা। তন্মধ্যে (প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাবে) যে স্থানে অন্য তাৎপর্য্য দেখা যায়, তথায় প্রীতির আভাস। যে স্থানে প্রীতি-তাৎপর্য্যের অভাব (অথচ অন্য তাৎপর্য্য নাই), তথায় প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব। আর, যে স্থলে প্রীতিতেই তাৎপর্য্য আছে, দৈবাৎ অন্যাসক্তি ঘটিয়াছে, তথায় প্রীতির উদয়াবস্থা।

কদাচিদুদ্ভবত্তচ্ছবিমাত্রত্বম্। যত্র তত্তাৎপর্য্যমন্যাসঙ্গস্তু দৈবাৎ তত্র তস্যা উদয়াবস্থা চ। অন্যাসঙ্গস্য গৌণত্বম্। তচ্চ দ্বিবিধম্; নষ্টপ্রায়ত্বমাভাসমাত্রত্বঞ্চ। তয়োঃ পূর্বত্র তস্যাঃ প্রথমোদয়াবস্থা। উত্তরত্র প্রকটোদয়াবস্থা। তস্মাৎ প্রথমোদয়পর্য্যন্ত এবাসম্যগাবির্ভাবঃ। প্রকটোদয়স্য তু সম্যক্ত্বমেব। যত্র ত্বন্যাসঙ্গ এব ন বিদ্যতে তত্র দর্শিতপ্রভাবনামান আবির্ভাবা জ্ঞেয়াঃ। তত্র প্রকটোদয়মারভ্যৈব ভক্ত্যাখ্যেঽপবর্গে জীবন্মুক্তাঃ। প্রাপ্তায়াং ভগবৎপার্ষদতায়াং পরমমুক্তাঃ। নিত্যপার্ষদাস্তু নিত্যমুক্তা জ্ঞেয়াঃ। তত্রাভাসমাহ—এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রব-

---

এ স্থলে প্রীতির মুখ্যত্ব, আর অন্যাসক্তির গৌণত্ব বুঝিতে হইবে। সেই অন্যাসক্তিও দুই প্রকার—নষ্ট-প্রায় অন্যাসক্তি ও অন্যাসক্তির আভাসমাত্রত্ব। এ দুই অবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত স্থলে প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থা, শেষোক্ত স্থলে (প্রীতির) প্রকটোদয়াবস্থা। সুতরাং প্রথমোদয় পর্য্যন্তই প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব; প্রকটোদয়াবস্থাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ আবির্ভাব। (ভগবৎপ্রীতিতে) যে স্থলে অন্যাসক্তি নাই, তথায় দর্শিত-প্রভাব-নামক আবির্ভাব-সমূহ জানিতে হইবে, অর্থাৎ সে সকল আবির্ভাব দর্শিত-প্রভাব-নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ভক্তি-নামক অপবর্গে প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থা হইতে তৎপরবর্ত্তী সকল অবস্থাতেই সাধক-ভক্তগণ জীবন্মুক্ত; যাঁহারা পার্ষদতাপ্রাপ্ত, তাঁহারা পরমমুক্ত; আর পার্ষদগণ নিত্যমুক্ত। (এই ত্রিবিধ ভক্তে প্রীতির দর্শিত-প্রভাব-নামক আবির্ভাবের স্থিতি।)

প্রীতির দ্বিবিধ অসম্পূর্ণ আবির্ভাব-মধ্যে, প্রীত্যাভাসের কথা শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"যোগি-ব্যক্তি ইহাদ্বারা ভগবান্ হরিতে প্রেমলাভ করে; ভক্তিবশতঃ তাহার হৃদয় দ্রবীভূত

দ্র্‌দয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-স্তস্মাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৭৩ ॥

এবং পূর্বোক্তযোগমিশ্রভক্ত্যনুষ্ঠানেন হরৌ প্রতিলব্ধভাবো ভবতি। তত্র লিঙ্গং ভক্ত্যেত্যাদি। ভক্ত্যা স্মরণাদিনা। অপি এবমপি লব্ধধ্যেয়মধুরত্বস্য ভাবেন তাদৃশতাপন্নং চ তস্য চিত্তং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে বিমুক্তমপি ভবতি। যেন যোগাঙ্গতয়া ভক্তিরনুষ্ঠিতা তস্মাৎ কৈবল্যেচ্ছা কৈতবদোষাদেবেতি ভাবঃ। যথোক্তং, ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম ইত্যত্র প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি। অত এব বড়িশশব্দেন কাঠিন্যম্ অরসবিত্বং কৌটিল্যং

হয়, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয় এবং সে ব্যক্তি ঔৎসুক্যজনিত আনন্দ-সংপ্লবে নিমজ্জিত হয়। তাহার সেই চিত্ত-বড়িশও বিযুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ধারণে শিথিল-প্রযত্ন হয়।" শ্রীভা, ৩।২৮।৩৪॥৭৩॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—ইহা দ্বারা—পূর্বোক্ত যোগনিষ্ঠ-ভক্ত্যনুষ্ঠান দ্বারা হরিতে প্রেম-লাভ করেন। প্রেম-প্রাপ্তির লক্ষণ—ভক্তিবশতঃ ইত্যাদি। ভক্তি—স্মরণাদি। শ্লোকে অপি (ও) অব্যয় যোজনার উদ্দেশ্য—যে যোগি-ব্যক্তি ধ্যেয় শ্রীহরির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেমে যাঁহার তাদৃশতা (হৃদয় দ্রব, নেত্রাশ্রু প্রভৃতি অবস্থা) প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাঁহার চিত্তও ক্রমশঃ বিযুক্ত হয় — বিমুক্তও হইয়া থাকে। যেহেতু, সেই ব্যক্তি যোগাঙ্গরূপেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সুতরাং কৈবল্যেচ্ছা-রূপ কপট তাঁহাতে ছিল, এই জন্য চিত্ত বিযুক্ত হয়। শ্রীস্বামিপাদ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরম ইত্যাদি শ্লোকের (১) টীকায় লিখিয়াছেন—"প্র শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিকেও কৈতব বলা হইয়াছে।" অতএব বড়িশ-শব্দে কাঠিন্য, কৌটিল্য, অরসিকত্ব,

---

(১) শ্রীভা, ১।১।২ শ্লোক।

দাম্ভিকত্বং স্বার্থমাত্রসাধনত্বং চ ব্যঞ্জিতম্। শুদ্ধভক্তাস্তু ন কদাচিত্তথা তং ধ্যেয়ং ত্যজন্তি। যথোক্তং রাজ্ঞা—ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বং শরণং যথা ইতি।

দাম্ভিকত্ব, কেবল স্বার্থ-সাধন-তৎপরত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্ত কখনও ধ্যেয় পরম-মধুর শ্রীহরিকে তদ্রূপ ত্যাগ করেন না।

[**বিবৃতি**—এস্থলে প্রীত্যাভাস—প্রীতির ছায়া কেমন, তাহা বলা হইয়াছে। ছায়াতে কায়ার সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহা বাস্তবিক কায়া নহে। প্রীত্যাভাসে প্রীতির সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহা যথার্থ প্রীতি নহে. প্রীতির চিহ্ন চিত্তদ্রব, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান, সমাধি—এই আটটী যোগাঙ্গ। কোন কোন যোগী যোগাঙ্গ-ধ্যানের স্থলে শ্রীভগবানের রূপ স্মরণ করেন। মূল শ্লোকে যে ভক্তি-শব্দ আছে, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাহার অর্থ করিয়াছেন, স্মরণাদি। এইরূপ অর্থ করিবার হেতু-বিশেষ আছে;— ভক্তি বলিতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আত্ম-নিবেদন সাধারণতঃ এই নববিধা ভক্তি বুঝায়। ভক্তি-মার্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সর্ব্বাধিক মহিমা ঘোষিত হইলেও, যোগিগণের ধ্যানে রুচি থাকা হেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাঁহারা আদর প্রকাশ করেন না, ধ্যানের সাদৃশ্য থাকা হেতু স্মরণাঙ্গ ভক্তিতেই তাঁহাদের সবিশেষ আদর থাকে; এইজন্য ভক্তি-অর্থ—স্মরণাদি লিখিয়াছেন।

শ্রীহরি-স্মরণ-প্রভাবে চিত্তদ্রব, অশ্রু, পুলকাদি আবির্ভূত হইলেও তাহা প্রেম-ভক্তির লক্ষণ নহে, প্রেমের ছায়া মাত্র। প্রেমের আবির্ভাব হইলে শ্রীহরিতে চিত্তের প্রগাঢ় আবেশ ঘটে,—তখন মন সকল ছাড়িয়া তাঁহার মাধুর্য্য সুধা-বারিধিতে নিমজ্জিত থাকে, কিছুতেই তাহা হইতে

অপসারিত হইতে পারেনা। যোগি-ব্যক্তি শ্রীহরির মাধুর্য্যানুভব করিয়া উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও তাঁহার মন ক্রমশঃ শ্রীহরি হইতে সরিয়া যায়। তাহার কারণ, যোগি-ব্যক্তি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া স্মরণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি, যোগাঙ্গরূপেই সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; ভক্তির ফল ভক্তি—প্রেম-ভক্তি, তাহার ফল—শ্রীভগবন্মাধুর্য্যানুভব, ইহার পর আর কিছু বাঞ্ছনীয় না থাকায় ভক্তগণ মাধুর্য্যানুভবে নিমগ্ন থাকেন ; যোগীর যোগাঙ্গরূপে ভক্ত্যনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল কৈবল্য-প্রাপ্তি ; ইহাও কপটতা—সর্ব্বত্র বৈরাগ্য এবং স্মরণাদি-পরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও মনে আছে মোক্ষাভিলাষ ; চিত্ত এই দোষে জড়িত আছে বলিয়া শ্রীভগবন্মাধুর্য্যে নিমগ্ন থাকিতে পারেনা, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সমাধি-প্রাপ্ত হয়।

যোগীর এবংবিধ চিত্তকে বড়িশ বলিয়াছেন। বড়িশে মাংসখণ্ড কিম্বা অন্য কোন মৎস্য-খাদ্য গাঁথিয়া জলে ফেলা হয় ; খাদ্য-লোভে মৎস্য ঐ বড়িশে আটক হয়। বড়িশ লৌহনির্ম্মিত, মৎস্য-খাদ্য তাহার মুখে থাকিলেও কোন আস্বাদ পায়না, বক্র, আহার-লোভে আনিয়া মৎস্যকে আটক করে বলিয়া কপট, মৎস্যকে আটকাইয়া তাহার প্রাণ-বধ করে বলিয়া স্বার্থ-সাধন-পটু। উক্ত যোগীর চিত্তেও এ সকল দোষ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহাকে বড়িশ বলা হইয়াছে। তাহা কঠিন ধ্যেয় শ্রীহরিতে স্নেহশূন্য, অরসিক—শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যাস্বাদনে বিমুখ, কুটিল—সাধনের লক্ষ্য গোপন-কারক, দাম্ভিক—কাপট্য-যুক্ত—করিতেছে যোগ-সাধন, দেখাইতেছে ভক্তির সাধন। স্বার্থ-পর—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেই চেষ্টাশীল, অথচ যাঁহাকে স্মরণ করিয়া মুক্তি পাইল, তাঁহার প্রতি একেবারে উদাসীন। এ সকল কারণে যোগিগণ শ্রীহরি-স্মরণ-দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনকরিয়া শেষে তাঁহাকেও ত্যাগ করেন ; ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করেন না।]

শ্রীনারদেন চ—ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ-সংসৃতিম্। স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জন ইতি। যো রসগ্রহঃ স তু ন ত্যজতীত্যনেনান্যেষাং লৌহ-পাষাণাদিতুল্যত্বং সূচিতম্। ন তু ভগবানপি ততোঽন্যথা কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—শুদ্ধভক্তগণ যে ধ্যেয় শ্রীভগবানকে ত্যাগ করেননা তাহার বহু প্রমাণ আছে। যথা,—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছেন, "প্রবাস হইতে আগত পথিক যেমন নিজগৃহ পরিত্যাগ করেনা, রাগ-দ্বেষাদি নিখিল ক্লেশমুক্ত শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও তেমন শ্রীকৃষ্ণপাদমূল ত্যাগ করেন না।" শ্রীভা, ২।৮।৬

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"মুকুন্দ-সেবিজন অন্যের মত কোন মতেই সংসৃতি (অন্যত্র গতি) প্রাপ্ত হয়েন না; কারণ, রসগ্রহ হওয়ায় মুকুন্দচরণালিঙ্গন স্মরণ করিয়া, তাহা আর পবিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।" শ্রীভা, ১।৫।১৯

যিনি রসগ্রহ (১) তিনি ত্যাগ করেন না—ইহা দ্বারা যাহারা রস-গ্রহ নহে, তাহাদের লৌহ-পাষাণাদি-তুল্যত্ব সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ জীব উদ্ভিদ সকলেই রস-গ্রহণ করে, করেনা কেবল লৌহপাষাণাদি প্রাণহীন পদার্থসকল। এ সকল বস্তু যেমন প্রাকৃত রস গ্রহণ করেনা, যে সকল যোগীর চিত্ত লৌহাদির মত কঠিন, তাঁহাদের চিত্ত তেমন রসময় শ্রীহরিকে গ্রহণ করেনা—পাইয়াও ত্যাগ করে। এই জন্যই মূল শ্লোকে তাঁহাদের চিত্তকে লৌহময় বড়িশের সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করাইয়াছে।

যে কারণে রসগ্রহ-জন শ্রীভগবানের চরণকমল ত্যাগ করেন না, সেই কারণে শ্রীভগবানও তাহার অন্যথা করেন না, অর্থাৎ তিনিও রসগ্রহজন (ভক্ত)কে ত্যাগ করে না; শ্রীচরণ আশ্রয় দিয়া রাখেন।

(১) রসে রসনীয়ে গ্রহ আগ্রহো যস্য।—রসনীয় শ্রীভগবানে যাহার আগ্রহ আছে, তিনি রসগ্রহ।

যদুক্তং শ্রীব্রহ্মণা—ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসামিতি। আবির্হোত্রেণ চ—বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদিত্যাদি। অতএব পূর্বত্র স্বপুংসামিত্যত্র স্বেতি বিশেষণম্। তদেবমাভাসোদাহরণে শ্রীকপিলদেবস্যৈক

যেহেতু, শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—"হে নাথ! যাঁহারা পরম-ভক্তিসহকারে তোমার চরণকমল সর্ব্বপুরুষার্থসার বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা তোমার স্বপুরুষ—নিজজন। তুমি তাঁহাদের হৃদয়-পদ্ম হইতে কখনও দূরগত হও না অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশমান থাক।" শ্রী.ভা, ৩।৯।৫ শ্রীঅবিহোত্র যোগীন্দ্রও এইরূপ বলিয়াছেন—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরি রবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত-প্রধান-উক্তঃ॥

শ্রীভা, ১১।২।৫৩

"যাঁহার নাম অবশভাবে উচ্চারিত হইলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়, সেই হরি যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, প্রেম-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি উত্তম-ভাগবত বলিয়া কথিত হয়েন।" এই হেতু (শুদ্ধভক্তগণ ধ্যেয় শ্রীভগবচ্চরণ ত্যাগ না করায় ভগবান্ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন না বলিয়া) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে স্ব-পুরুষ শব্দে স্ব—বিশেষণ যোজনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত উত্তম ভাগবতগণকে তিনি পরিত্যাগ করেন না, এই নিমিত্ত তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজজন বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

[শ্রীপরীক্ষিৎ ও শ্রীনারদ-বাক্য-প্রমাণে বুঝা গেল, যাঁহাদের প্রেম-ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহারা কখনও শ্রীভগবানকে ছাড়িতে পারেন না। যোগিব্যক্তি ইত্যাদি শ্লোকে প্রেমাবির্ভাবের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবানকে ত্যাগ করার কথা থাকায়, তাহা প্রেম নহে, প্রীত্যাভাস—ইহা নিশ্চিত হইয়াছে।]

বাক্যং, ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ইত্যাদিকমপি জ্ঞেয়ম্। তথাহি, অস্য পূর্বত্র শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি ভক্তিমাত্রং দর্শিতম্। উত্তরত্র তস্যা লক্ষণে পৃষ্টে তল্লক্ষণং বদতানেন ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীতি নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিদিতি চ মোক্ষনিরপেক্ষতয়েব তস্য মুখ্যাভিধেয়ত্বমুক্তম্। জরয়ত্যাশু যা কোষমিতি চ মায়াকোষ-

---

এই প্রকার প্রীত্যাভাসের উদাহরণ শ্রীকপিল-দেবের বাক্যেই দেখা যায়। যথা,—

ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াৎ দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ॥

শ্রীভা, ৩।২৫।২৩

"ভক্তি-সহকারে পুরুষ আমার সৃষ্ট্যাদি লীলা চিন্তা করিতে করিতে দৃষ্টশ্রুত অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত সুখ হইতে বিরক্ত হয়। তদনন্তর ভক্তি-প্রধান যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া চিত্ত-বশীকরণে যত্নশীল হয়।"

এই শ্লোকের পূর্ব্বে—"শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে আবির্ভূত হয়"—এই শ্লোকে (১) ভক্তিমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা, শুদ্ধা সকল প্রকার ভক্তিই সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরে ভক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার লক্ষণ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, "ভাগবতী ভক্তি মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা" (২) এবং "কোন কোন ভক্তি-রসিক * * * আমার সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিও বাঞ্ছা করে না." (৩)—এই দুই শ্লোকে শ্রীকপিলদেব মোক্ষ-নিরপেক্ষতাই ভক্তি-লক্ষণের মুখ্য অভিধেয় (প্রধান প্রতিপাদ্য) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৬১ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।
(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৮৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।
(৩) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধ্বংসনস্য তু তদানুষঙ্গিকগুণত্বমুক্তম্। অত্র ভক্ত্যা পুমানিত্যাদৌ তু তাদৃশ্যা অপি তস্যা ভক্তের্জ্ঞানাদিসাহায্যেনৈব মোক্ষমাত্র-সাধকত্বমুক্ত্বা গৌণাভিধেয়ত্বমুক্তম্। তস্মাদত্রাপি তস্যা ভক্তেরাভাস এব প্রথমতো দর্শিতঃ। এবং, দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্বে ঈক্ষণাহ্লাদবিক্লবাঃ। দণ্ডবৎ পতিতা রাজন্ শনৈরুত্থায় তুষ্টুবু-

---

[**বিবৃতি**—অন্যান্য সাধনের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভক্তির উদ্দেশ্য মুক্তি নহে। ভক্তি স্বয়ংই মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা এবং ভক্তি-রসিক মুক্তি বাঞ্ছা করে না বলায়, ভক্তিতে মুক্তির অপেক্ষা নাই, অন্যান্য সাধনে মুক্তির অপেক্ষা আছে, জানা গেল। তাহা হইলে মুক্তি-নিরপেক্ষতা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে ভক্তির পরিচয় লাভ করা যায়; সেই কারণে মুক্তি-নিরপেক্ষতাকে ভক্তি-লক্ষণের মুখ্য অভিধেয় বলিয়াছেন।]

অনুবাদ—কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে ভাগবতী-ভক্তি ইত্যাদি শ্লোকে "ভক্তি লিঙ্গ-শরীরকে সত্বর দগ্ধ করিয়া ফেলে," এই বাক্যে ভক্তিলক্ষণ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া মায়াকোষ-ধ্বংসের কথা বলিলেন কেন? মায়াকোষ-ধ্বংসই ত মুক্তি। তাহার উত্তরে বলিলেন, মায়াকোষ-ধ্বংসকে ভক্তির আনুষঙ্গিক গুণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যে ভক্তিকে মোক্ষনিরপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ স্থলে ভক্ত্যাপুমান্ ইত্যাদি শ্লোকে সেই ভক্তির জ্ঞানাদির সহায়তায় মোক্ষ-মাত্র-সাধকতা বলিয়া ভক্তি-লক্ষণের গৌণ-অভিধেয়ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তি বলিতে প্রধানরূপে যাহা বুঝায়, এ স্থলে তাহা বলা হয় নাই। সুতরাং এ স্থলেও * (ভক্ত্যা পুমান্ ইত্যাদি শ্লোকেও) সেই ভক্তির আভাস প্রথমতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ "হে রাজন্! শ্রীভগবানকে দর্শন করতঃ দেবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; অনন্তর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া স্তব করিলেন;" (শ্রীভা, ৬৷৯৷২৭)—এই শ্লোকে দেবগণের

রিত্যত্রাপি বৃত্রাখ্যশত্রুনাশস্বারাজ্যপ্রাপ্তিতাৎপর্য্যবতাং দেবানাং ভক্ত্যাভাসত্বমুদাহার্য্যম্ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ কদাচিদুদ্ভবত্তচ্ছবিমাত্রত্বমাহ—সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৭৪ ॥

রাগো রঞ্জনমাত্রম্। ন তু তদ্গুণমাধুরীযাথার্থ্যজ্ঞানেন সাক্ষাৎ প্রীতিঃ। অতএব তত্র তাৎপর্য্যাভাবাৎ সকৃদপীত্যুক্তম্।

ভক্ত্যাভাস বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্রনামক শত্রুনাশের পর স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তিতেই দেবগণের তাৎপর্য্য ছিল, শ্রীহরির মাধুর্য্যতৎপর হইয়া তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই ॥৭৩॥

[প্রীত্যাভাস ও ঈষদুদ্গম এই দ্বিবিধ অসম্পূর্ণ প্রীত্যাবির্ভাবের মধ্যে প্রীত্যাভাসের কথা বলা হইল। এখন ঈষদুদ্গমের কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব এবং প্রীতির উদয়াবস্থা-ভেদে দ্বিবিধ।]

অনন্তর প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভবের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতেছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণগুণানুরাগি মন একবার মাত্র তাঁহার চরণকমল-যুগলে নিবেশিত করেন, তাঁহারা যম কিংবা পাশধারী যমকিঙ্করগণকে দেখেন না। কারণ, তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত (শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলে মনোনিবেশ করায়) অনুষ্ঠিত হইয়াছে।" শ্রীভা, ৬।১।১৭॥৭৪॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—এ স্থলে রাগ—রঞ্জন মাত্র, শ্রীকৃষ্ণগুণমাধুরীর যাথার্থ্য জ্ঞান হেতু সাক্ষাৎ প্রীতি নহে; তথাপি অজামিল প্রভৃতি

---

* অপি (ও) অব্যয়ের সমুচ্চয় "এবং হরৌ" ইত্যাদি (৩।২৮।৩৪) শ্লোকের সহিত। অর্থাৎ সেই শ্লোকে প্রীত্যাভাস বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকেও তাহাই বর্ণিত হইল। (পূঃ পৃঃ পাদটীকা।)

তথাপ্যস্ত্যজামিলাদিভ্যো বিশেষ ইত্যাহ, ন তে যমমিত্যাদি ॥৬॥ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৪ ॥

হইতে বিশেষ আছে ; এই জন্য বলিলেন, তাঁহারা "যম ও পাশ-হস্ত কিঙ্করগণকে দেখেন না।"

[বিবৃতি—গুণানুরাগী পদে যে রাগ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ করিয়াছেন—রঞ্জন। রাগ-শব্দ প্রীতি ও রঞ্জন-বাচক হইলেও, এস্থলে প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, রঞ্জন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রঞ্জন—রং করা। কোন বস্তুর উপর রং করা হইলে, রং সেই বস্তুর মাত্র উপরে লাগে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না।

এস্থলে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ তাঁহাদের মনকে সামান্য স্পর্শ করিয়াছে মাত্র—তাঁহারা গুণের সন্ধান পাইয়াছেন, উপলব্ধি করিতে পারেন নাই (১)। মনের সহিত শ্রীকৃষ্ণগুণের এতাদৃশ সম্পর্ককে রাগ—রঞ্জন মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণ যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহারা নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়েন না। এস্থলে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা তাদৃশ স্মরণ-পরায়ণ নহেন বলিয়াই, তাহাদের সম্বন্ধে "একবার মাত্র" স্মরণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রেমের স্বভাবই হইল, অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উপস্থিত করা। এস্থলে একবার মাত্র স্মরণের কথা বলায় প্রেমের তাদৃশ আবির্ভাব যে ঘটে নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে। তবে প্রেম ভিন্ন একবারও শ্রীকৃষ্ণচরণে মনঃসন্নিবেশ ঘটিতে পারে না বলিয়া, যখন মনঃ-সন্নিবেশ ঘটে তৎকালের জন্য প্রেমের কথঞ্চিৎ আবির্ভাব নিশ্চিত। এইজন্য ইহা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত।

(১) তস্য গুণেষু রাগমাত্রমস্তি ন তু জ্ঞানমিতি—শ্রীস্বামী।
রাগমাত্রং যৎকিঞ্চিদ্রাগঃ, জ্ঞানং যাথার্থ্যেনানুভব ইতি। —ক্রমসন্দর্ভঃ।

যাঁহারা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবেরও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা অজামিল প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রমাণ —যম বা যমকিঙ্কর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অজামিল যমকিঙ্কর-গণ কর্ত্তৃক বন্ধী হইয়াছিলেন।

অজামিল প্রভৃতি বলায় তাদৃশ পাতকী হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন অভিপ্রেত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল পাতকী বলিয়া স্বীকৃত হয়েন নাই। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতং।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥
শ্রীভা, ৬।২।১৩

"এ ব্যক্তিকে পাপমার্গে লইয়া যাইওনা। ইহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। যেহেতু, এ ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে নারায়ণের নাম সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্র-বর্ত্তী লিখিয়াছেন—"পুত্র-নামকরণ-সময়ে প্রথম নাম-প্রভাবেই তাঁহার সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন নূতন সমুদয় নামাপরাধ-শূন্যতা জানা যাইতেছে। * * * পাপ-সত্ত্বে ম্রিয়মাণের জিহ্বায় নামের আবির্ভাব কিরূপে হইতে পারে?" তাহা হইলে ঈদৃশ নিরপরাধ অথচ সঙ্কেতাদিদ্বারা শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন-কারী ব্যক্তি হইতে উক্তবিধ শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুরাগি-ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা স্থির হইল।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে, অজামিল যদি নিষ্পাপই হয়েন তবে, যম-কিঙ্করগণ তাঁহাকে কেন বন্ধী করিয়াছিল? তাহার উত্তর— তাহাদের এই কার্য্য অজ্ঞত্ব-প্রসূত ও অসঙ্গত, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রসিদ্ধ আছে। তবে অজামিলের মত ব্যক্তির কাছে যমাদি যাইতে পারেন, কিন্তু উক্তবিধ শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুরাগি-গণের কাছে তাঁহারা ভ্রম-ক্রমেও যাইতে সমর্থ হয়েন না,—"ভক্ত্যাভাসসদ্ভাবেন যমাদীনাং

অথ প্রথমোদয়াবস্থামাহ—যত্রানুরক্তাঃ সহসেব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্। ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্ত্যং পারমহংস্যং ভাগবতপরমহংসত্বম্। তস্যানুষঙ্গিকো গুণঃ, যস্মিন্নিতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৭৫ ॥

তদ্দৃষ্টিপথেঽপি গন্তুমশক্যত্বান্মহাপ্রভাবরূপং দর্শিতং—তাঁহারা ভক্ত; তাঁহাদের ভক্ত্যানুষ্ঠান বর্ত্তমান থাকায় যমাদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে যাইতে সমর্থ হয়েন না; ইহাতে তাঁহাদের মহাপ্রভাব দর্শিত হইল।" ক্রম-সন্দর্ভ। শ্রীভা, ৬।১।১৭] ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থার কথা বলা যাইতেছে। শ্রীসূত বলিয়াছেন—"শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই দেহাদি বস্তুস্থিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, যে অবস্থায় মাৎসর্য্যাদির অভাব-নিবন্ধন ভগবন্নিষ্ঠা স্বভাব-সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে।" শ্রীভা, ১।১৮।২২ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ—পারমহংস্যের পরাকাষ্ঠা—ভাগবৎ-পরমহংসত্ব। তাহার আনুষঙ্গিক গুণ—(শ্লোকোক্ত) যে অবস্থায় ইত্যাদি।

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকে যে দেহাদ্যাসক্তি পরিহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থার পরিচায়ক। শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—"বাসুদেব আমাতে যাবত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ দেহ-সম্বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না," (সবিস্তার ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। প্রীতির মুখ্যফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও তদীয় মাধুর্য্যানুভব, একথা এই গ্রন্থে অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নাই, অথচ শ্রীঋষভদেব-বাক্য-প্রমাণে প্রীতির অবান্তর-ফল দেহাসক্তি-পরিহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়

প্রকটোদয়াবস্থাং শ্রীপ্রিয়ব্রতমধিকৃত্যাহ—প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে। গৃহে রমত যন্মূলঃ কর্ম্মবন্ধঃ পরাভব ইত্যাদেঃ। সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ দারাগারসুতাদিষু। সক্তস্য যৎ সিদ্ধিরভূঃ কৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতেত্যন্তস্য রাজপ্রশ্নস্যানন্তরেণ গদ্যেন—বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দ-

---

ইহা প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থা। তাহাতেও ভগবন্নিষ্ঠা বর্ত্তমান থাকায় উহাই সাধকগণের পারমহংস্যাশ্রমের পরাকাষ্ঠা—সর্ব্বোচ্চাবস্থা প্রাপ্তি। যেহেতু, অধ্যাত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-বিশেষকে পরমহংস বলা হয় (১)। আত্ম-নিষ্ঠা হইতে ভগবন্নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু দেহাদ্যাসক্তি-রহিত (২) ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষ পরমহংসগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।] ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রিয়ব্রত-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছেন, "হে মুনে! প্রিয়ব্রত যে কেবল আত্মারাম ছিলেন তাহা নহে, তিনি ভাগবত। তিনি কিরূপে গৃহসুখে রত হইয়াছিলেন? এই গৃহস্থাশ্রমই যে কর্ম্ম-বন্ধ এবং আত্মজ্ঞানাবরণের মূল।

* * * * *

হে ব্রহ্মন্! প্রিয়ব্রত স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদিতে আসক্ত ছিলেন; তিনি সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অবিচলা মতি হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!" অর্থাৎ গৃহাসক্ত ব্যক্তির কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ ও শ্রীকৃষ্ণে অচলাভক্তি হইয়াছিল, তাহা বলুন।

শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত গদ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে মহারাজ! যথার্থ বলিয়াছেন; পুণ্যশ্লোক

---

(১) জীবন্মুক্তি-বিবেক-গ্রন্থে পরমহংসের এইরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে।

(২) দেহাসক্তি-ত্যাগই যথার্থ-সন্ন্যাস।

রস আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংসদয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়-বিহতাং স্বাং শিবতমাংপদবীং ন প্রায়েণ হি হিন্বন্তি ইতি ॥৭৬॥

টীকা চ—অঙ্গীকৃত্য পরিহরতি। বাঢ়ম্ অভিনিবেশাদিকং নাস্তীতি সত্যমেব। তথাপি বিঘ্নবশেন তেষাং প্রবৃত্তিঃ পূর্বা-ভ্যাসবলেন পুনর্নিবৃত্তিশ্চ সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ, ভগবত ইত্যাদিকা। অত এবোক্তং পৃথুং প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা। দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদা ইতি। অগস্ত্যস্য চেন্দ্রদ্যুম্নে স্বাবমাননয়া ন কোপঃ, কিন্তু বৈষ্ণবোচিতমহদাদরচর্য্যায়া পরিত্যাগে

শ্রীভগবানের শ্রীমচ্চরণকমলের মকরন্দ আস্বাদনে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভাগবত-পরমহংসগণের প্রিয়তম শ্রীভগবানের কথাকেই পরমমঙ্গল-পদবী (ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়) জ্ঞান করেন। ঐ পদবী কদাচিৎ কোন প্রকার বিঘ্নদ্বারা প্রতিহতা হইলেও, তাঁহারা পরিত্যাগ করেন না।" শ্রীভা, ৫।১১-৫ ॥ ৭৬ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—শ্রীস্বামি-টীকা—শ্রীপরীক্ষিৎ যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া (শ্রীপ্রিয়ব্রতসম্বন্ধে গৃহাসক্তি প্রভৃতি) পরিহার করিতেছেন। তাঁহার যে অভিনিবেশাদি নাই—ইহা সত্য, তথাপি বিঘ্নবশে সে সকলের প্রবৃত্তি এবং পূর্ব্বাভ্যাসবলে নিবৃত্তি সঙ্গত হয়—ইতি।

অতএব—বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করেন না বলিয়াই পৃথুর প্রতি শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—"সম্পদই উপস্থিত হউক, আর বিপদই উপস্থিত হউক, ভক্তগণ বিকার-প্রাপ্ত (ভজন হইতে বিচলিত) হয়েন না ; আমাতে সৌহৃদ্য-বদ্ধ হইয়া থাকেন।" শ্রীভা, ৪।২০।১১

[যদি সম্পদ বা বিপদে ভক্তগণ বিচলিত না হয়েন, তাহা হইলে শ্রীঅগস্ত্যমুনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিলেন কেন ? এস্থলে ত অগস্ত্যের

ক্রোধের বশবর্ত্তিতারূপ বিকার-প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। এ বিরোধ সমাধানের জন্য বলিতেছেন—] নিজের অপমান-হেতু ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অগস্ত্যের অভিশাপ কোপ নহে, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত মহতের আদর পরিচর্য্যার অভাব দেখিয়া শিক্ষার জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিতে হইবে (১)।

---

(১) ইন্দ্রদ্যুম্ন পাণ্ড্যদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি মলয়াচলে গমন পূর্ব্বক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করতঃ জিতেন্দ্রিয়, মৌনব্রত, জটাধর তাপস হইয়া শ্রীহরি-ভজন করিতে লাগিলেন। সে সময় মহাযশা অগস্ত্যমুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঐ সময়ে ভগবৎ-আরাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন বলিয়া অগস্ত্যের অভ্যর্থনাদি করিলেন না। ইহাতে অগস্ত্যমুনি কুপিত হইয়া শাপ দিলেন—"এ দুষ্ট অতিশয় অসাধু,ইহার বুদ্ধি নিপুণা নহে, এ' ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছে; গজ যেমন স্তব্ধমতি, এ দুরাত্মাও তেমন; অতএব হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক।" শ্রীভা, ৮।৪।৭

শাস্ত্রে বৈষ্ণব-সমাগমবিধি এই প্রকার বর্ণিত আছে—

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।

* * * *

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সম্মান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ॥

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসধৃত তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্র।

"বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দেখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

* * * *

বৈষ্ণব সমাগত হইলে সুধাবচনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। সদ্বন্ধুর মত সম্মাননা করিবে; নচেৎ মহান্ দোষ ঘটে।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যের অভ্যর্থনা না করিয়া উক্ত বৈষ্ণবাচার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপলক্ষে সকলকে বৈষ্ণব-সমাগমবিধি শিক্ষাদান করিবার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন। ঐ শাপ কোপহেতুক নহে।

শিক্ষার্থমেব মন্তব্যঃ। তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ইতিবৎ। অথ শ্রীপরীক্ষিতো ব্রাহ্মণাবমাননা তু শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্ব্যাজেন স্বপার্শ্বনয়নেচ্ছাত এব। তস্যৈব মেহঘস্য পরাবরেশো

"তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য শাপ দিবার সময় এই গান করিয়াছিলেন," (শ্রীভা, ১০।১০।৫) এই বাক্যে নলকূবর-মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা প্রকাশার্থ নারদের যাদৃশ অভিশাপ বর্ণিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অগস্ত্যের অভিশাপও তদ্রূপ (১)।

শ্রীপরীক্ষিতের ব্রাহ্মণাবজ্ঞাও তাঁহার ক্রোধাবেশের পরিচায়ক নহে, তাঁহাকে সেইস্থলে নিজ পার্শ্বে নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছার কার্য্য (২) শ্রীপরীক্ষিৎ নিজেই এইরূপ

---

(১) নলকূবর-মণিগ্রীব কুবেরের পুত্র, মহাদেবের অনুচর ছিলেন। তাঁহারা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া বিবস্ত্রাবস্থায় স্বর্বেশ্যাগণের সহিত মন্দাকিনীর কমলবনে জলক্রীড়া করিতেছিলেন; দেবর্ষি নারদকে দেখিয়াও সংযত না হওয়ায় তিনি অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে তাঁহারা গোকুলে অর্জ্জুন-বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পাইয়া শাপমুক্ত হয়েন। গোকুলে জন্ম ও শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শ পরম-ভক্তির ফল; অন্যের পক্ষে দুর্ল্লভ। যাহাতে এই দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে কোনমতে নিগ্রহ বলা যায় না। সবিস্তার শ্রীভা, ১০।১০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্যের অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন গজেন্দ্ররূপে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলে, শ্রীহরির সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা ভগবদ্ভক্তের পরমানুগ্রহ ছাড়া কোন মতেই নিগ্রহ হইতে পারে না।

(২) শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজ মৃগয়ায় গমনের পর পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েন। মুনি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন অভ্যর্থনা করেন নাই। ইহাতে কুপিত শ্রীপরীক্ষিৎ মুনির গলে মৃত সর্প অর্পণ করেন।

ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্। নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ইতি তদুক্তেঃ। এবমন্যত্রাপি যোজনীয়ম্। তস্মাচ্ছ্রীপ্রিয়ব্রতস্যাপি অভিনিবেশাদ্যাসঙ্গাভাসত্বমেবায়াতম্। তদপি দুঃখদমেব তদ্বিধানামিতি চাগ্রে তন্নির্বেদেন দর্শয়িষ্যতে, অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতমিত্যাদিনা ॥ ৫ ॥ ১ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৬ ॥

প্রকটোদয়াবস্থায়াশ্চিহ্নান্তরমাহ—স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-

বলিয়াছেন—"আমি অতি কুকর্ম্মকারী, পাপাত্মা, সদাসর্ব্বদা গৃহাসক্তচিত্ত। আমার নিমিত্ত পরাবরেশ (সর্ব্বেশ্বর) বৈরাগ্যের হেতুভূত ব্রহ্মশাপরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহাতে (যে ব্রহ্মশাপে) গৃহাসক্তের ভয় অর্থাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়।" শ্রীভা, ১।১৯।১২

অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিমান্-পুরুষগণের সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবৎপ্রীতি প্রকটিত হয়েন, অন্য বিষয়ে তাঁহাদের অভিনিবেশাদি থাকে না। কদাচিৎ কোন ভক্তে দেখা গেলেও তাহা বাস্তব নহে, আভাস মাত্র; উহার মূলে সেই ভক্ত বা শ্রীভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মনে করিতে হইবে।]

অনুবাদ—সুতরাং প্রিয়ব্রতেরও অভিনিবেশাদি আসক্তি নহে; আসক্তির আভাস—ইহা নিশ্চিত হইতেছে। তাহাও তাদৃশ ভক্তগণের দুঃখের বিষয় হইয়া থাকে, ইহা পরে তাঁহার নির্ব্বেদ-বাক্য —"অহো! আমি অসাধু অনুষ্ঠান করিয়াছি" ইত্যাদি দ্বারা প্রদর্শন করিব ॥৭৬॥

প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার লক্ষণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের বাক্যে ব্যক্ত আছে—"মহাত্মা প্রহ্লাদ অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে উত্তম-

র্নির্বেবয়াকিঞ্চনসঙ্গলব্ধ।। তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহুর্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ সমং ব্যধাৎ ॥ ৭৭ ॥

টীকা চ—আত্মনঃ পরাং নির্বৃতিং তন্বন্ দুঃসঙ্গদীনস্য অপি মনঃ সমং শান্তং ব্যধাদিত্যেষা। সমং স্বমনস্তুল্যমিতি বা ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৭ ॥ ৪ ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরং প্রতি ॥ ৭৭ ॥

অথ দর্শিতপ্রভাবস্তদাবির্ভাবাস্তু শ্রীশুকদেবাদিষু দ্রষ্টব্যাঃ।

শ্লোক ভগবানের সেবা লাভ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পরমানন্দ বিস্তার করতঃ দুঃসঙ্গ-হেতু দীন অন্য জনের মনও সম করিতেন।" শ্রীভা, ৭।৪॥৭৭

শ্লোক-ব্যাখ্যা—শ্রীস্বামি টীকা—আপনার পরমানন্দ বিস্তার করিয়া, দুঃসঙ্গবশতঃ যাহারা দীন (দুর্দ্দশাগ্রস্ত) তাহাদের মনও সম—শান্ত করিতেন। ইতি;

সম—নিজের মনের তুল্য—এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়। অর্থাৎ শ্রীপ্রহ্লাদের নিজের মন যেমন পরমানন্দপূর্ণ ছিল, অন্যের মনও তিনি তেমন পরমানন্দপূর্ণ করিতেছিলেন।

[**বিবৃতি**—এ স্থলে প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার লক্ষণ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন। একটীতে প্রিয়ব্রত মহারাজের, অপরটীতে শ্রীপ্রহ্লাদের। প্রথমোক্ত শ্লোকে দেখা যায়, ইষ্টে পরম আবেশ এবং ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও সেই আবেশ ভঙ্গের অভাব। শেষোক্ত শ্লোকে দেখা যায়, পরমানন্দপূর্ণতা এবং অন্য দুঃখীকেও সুখপূর্ণ করার যোগ্যতা। তাহা হইলে প্রীতির প্রকটোদয়ের লক্ষণ হইতেছে—শ্রীভগবানে পরমাবেশ, সর্ব্বাবস্থায় সেই আবেশের স্থায়িত্ব, পরমানন্দপূর্ণতা এবং সংসর্গাদি দ্বারা অন্য দুঃখীরও পরমানন্দ বিধানের সামর্থ্য। ফলকথা—যাহাতে ভগবৎপ্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে এই চারিটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।] ॥৭৭॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রীতির দর্শিত প্রভাব-নামক আবির্ভাব-

যথা চ শ্রীনারায়ণপঞ্চরাত্রে—ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ। দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুত ইতি। তদেবং সভেদা প্রীত্যাখ্যা ভক্তির্দর্শিতা। এষা শ্রীগীতোপনিষৎসু চ স্বরূপদ্বারা গুণদ্বারা চ কথিতা—অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ইতি। অথ

সমূহের কথা বলা হইতেছে। সে সকল আবির্ভাব মহাভাগবত শ্রীশুকদেবাদিতে দেখা যায়। তদ্বিষয় শ্রীনারায়ণ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে মহেশানি! হরির ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখ কিছুই জানেন না, তিনি পরমানন্দে আপ্লুত থাকেন।"

এইরূপে বিভিন্ন প্রকারের আবির্ভাবের সহিত প্রীত্যাখ্য-ভক্তি প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই ভক্তি স্বরূপ দ্বারা ও গুণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, সকলের প্রবৃত্তি আমার অধীন—ইহা নিশ্চয় করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রীতিসহকারে আমাকে ভজন করেন।

তাঁহারা মচ্চিত্ত মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরে বোধ জন্মান; নিয়ত আমার কথা বলিয়া তুষ্টি ও প্রীতি লাভ করেন।

যাঁহারা এইরূপে নিয়ত আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।" * ১০।৮—১০

---

* শ্রীকৃষ্ণ চারিটী শ্লোকে (শ্রীগীতা, ১০।৮—১১) পরমৈকান্তি ভক্তগণের ভক্তি বর্ণন করিয়াছেন। এ স্থলে সেই শ্লোকগুলির মর্ম্ম লিখিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীভগবৎপ্রীতিলক্ষণবাক্যানাং নিষ্কর্ষঃ। নিখিলপরমানন্দচন্দ্রিকা-চন্দ্রমসিঃ:সকলভুবনসৌভাগ্যসারসর্বস্ব সত্ত্বগুণোপজীব্যানন্তবিলাস-

প্রীতিলক্ষণের নিষ্কর্ষ।

অনন্তর শ্রীভগবৎ-প্রীতি-লক্ষণ বাক্য-সমূহের নিষ্কর্ষ বলা যাইতেছে। নিখিল-পরমানন্দ-চন্দ্রিকার চন্দ্রমা, সকল ভুবনের

বলিয়াছেন—স্বয়ং ভগবান্ আমি সকলের—ব্রহ্মা-শিব-প্রমুখ নিখিল-প্রপঞ্চের উৎপত্তির হেতু।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

উৎপন্ন বস্তু মাত্র আমা হইতে প্রবর্ত্তিত, সকলের প্রবৃত্তি আমার অধীন, আমা ভিন্ন আর সকলের নিয়ন্তা আমি। (তাঁহার নিয়ন্তা প্রেমভক্তি।) ইহা মনে করিয়া আমার ঈদৃশত্ব সদ্‌গুরুর মুখ হইতে নিশ্চিতরূপে জানিয়া, প্রেম-সমন্বিত হইয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন।

তাঁহাদের ভজনের প্রকার বলিলেন—তাঁহারা মচ্চিত্ত—আমার স্মৃতিপরায়ণ, মদ্গতপ্রাণ—মীন যেমন জল ভিন্ন প্রাণধারণে অসমর্থ, তাঁহারা আমা ভিন্ন প্রাণধারণে অসমর্থ। তাঁহারা পরস্পরে আমার গুণলাবণ্যাদি বুঝাইয়া থাকেন। ভক্তবাৎসল্যবারিধি, বিচিত্র-চরিত্র আমাকে স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া সুধাপানে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, সেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন; সে সকলেই রমণ করেন—যুবতীর হাস্যকটাক্ষে যুবক যেমন প্রীতিলাভ করেন, আমার স্মরণাদি দ্বারাও তাঁহারা তদ্রূপ প্রীতিলাভ করেন।

যদি বল—স্বরূপে, গুণে ও ঐশ্বর্য্যে অনন্ত তোমাকে কেবল গুরূপদেশে কিরূপে জানিতে সমর্থ হয়? তাহার উত্তর শুন,—নিয়ত আমার সংযোগ বাঞ্ছা করিয়া আমার স্বরূপ-জ্ঞান-জনিত রুচিভরে যাঁহারা ভজন করেন, স্বভক্তি-সুখরসিক আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে তাদৃশরূপে উৎপন্ন করি যাহাতে অনন্ত-গুণৈশ্বর্য্য আমাকে গ্রহণ করিয়া—উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারেন।

গীতাভূষণ-ভাষ্য।

ময়ামায়িকবিশুদ্ধসত্ত্বানবরতোল্লাসাদসমোর্দ্ধমধুরে শ্রীভগবতি কথমপি চিত্তাবতারাদনপেক্ষিতবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেদ্যা তাৎপর্য্যান্তরমসহমানা হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষস্বরূপা ভগবদানুকূল্যাত্মকতদনুগততৎস্পৃহাদিময়জ্ঞানবিশেষাকারা তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা পীযূষপূরতোহপি সরসেন স্বেনৈব স্বদেহং সরসয়ন্তী ভক্তকৃতাত্মরহস্যসঙ্গোপনগুণময়রসনাবাষ্পমুক্তাদিব্যক্তপরিষ্কারা সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা দাসীকৃতাশেষপুরুষার্থসম্পত্তিকা ভগবৎপাতিব্রত্যব্রতচর্য্যপর্য্যাকুলা ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা ভাগবতী প্রীতিস্তমুপসেবমানা বিরাজত ইতি। সেয়মগণ্ডাপি

সৌভাগ্য-সার-সর্ব্বস্ব প্রাকৃত সত্ত্বগুণের উপজীব্য অনন্ত বিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাস-হেতু অসমোর্দ্ধ-মধুর শ্রীভগবানে কোনও প্রকারে চিত্তের অবতারণাহেতু বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই (আপনা আপনিই) যাহা সম্যকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হয়, অন্য বিষয় দ্বারা যাহা খণ্ডিত হয় না, যাহা অন্য তাৎপর্য্য সহিতে পারে না, হ্লাদিনী-সার-বৃত্তি-বিশেষ যাহার স্বরূপ, ভগবদানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ যাহার আকার, তাদৃশ ভক্তের মনোবৃত্তি-বিশেষ যাহার দেহ,পীযূষ-পূর হইতেও সরস (রসযুক্ত) আপনাদ্বারা যাহা নিজ দেহ রসযুক্ত করে, ভক্তকৃত-আত্মরহস্য-সঙ্গোপন-গুণময় রসনা (চন্দ্রহার) এবং নেত্রাশ্রুরূপ মুক্তাদি যাহার ভূষণ-রূপে পরিব্যক্ত, সমস্তগুণ আপনাতে নিহিত রাখাই যাহার স্বভাব, অশেষ-পুরুষার্থ-সম্পত্তিকে যিনি দাসী করিয়াছেন, ভগবানে পাতিব্রত্য-ব্রত-নিষ্ঠা দ্বারা যিনি আত্মহারা, ভগবানের মনোহরণই যাহার একমাত্র উপায়—এমন চিত্ত-হারিণী রূপবতী ভাগবতী (ভগবদ্বিষয়িণী) প্রীতি তাঁহাকে (ভগবানকে) অধিকরূপে সেবা করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

[**বিবৃতি**—শ্রীভগবানে চিত্তের অভিনিবেশ ঘটিলে প্রীতির আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবানের সেবাই ইঁহার কার্য্য। সেই শ্রীভগবান্ কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য "নিখিল..........চন্দ্রমা" এবং "সকল ....মধুর"—এই দুইটী বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ, চন্দ্র তাহার আশ্রয়; শ্রীভগবান নিখিল পরমানন্দের একমাত্র আশ্রয়; এইজন্য তিনি নিখিল পরমানন্দ-চন্দ্রিকার চন্দ্রমা। চন্দ্র যেমন নিজ কিরণ দ্বারা জগৎকে আনন্দিত করে, শ্রীভগবানও নিজ পরমানন্দ দ্বারা সকলকে আনন্দিত করিতেছেন; যেখানে যে আনন্দ আছে, সকলের মূল তাঁহার স্বরূপস্থিত আনন্দ। তিনি আবার কেমন ?—অসমোর্দ্ধ মধুর;—যাহা হইতে অধিক মধুর কিছু নাই, যাহার সমান মধুরও নাই, তাহা অসমোর্দ্ধমধুর; শ্রীভগবান্ তাদৃশ মধুর। তিনি কিরূপে এত মধুর ?—তাঁহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাস, এইজন্য তিনি তাদৃশ মধুর। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব কিরূপ ?—তাহা মায়াতীত, অনন্ত বিলাসময়, প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের উপজীব্য অর্থাৎ ইহাকে অবলম্বন করিয়া মায়িক সত্ত্ব রক্ষা পাইতেছে এবং সকল ভুবনের সৌভাগ্যসার-সর্ব্বস্ব।

শ্রীভগবানে চিত্তের অভিনিবেশ ঘটার হেতুটী দুর্জ্ঞেয়—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য।২২

এইজন্য বলিলেন "কোনরূপে।" তবে ভগবদ্ভক্তের কৃপাই ইহার মুখ্য হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীভগবানে মনঃ-সংযোগ ঘটিলে কিরূপে প্রীতির আবির্ভাব হয় ?—কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়াই স্বাধীনভাবে—নিজে নিজেই প্রীতি উদিত হয়।

সেই প্রীতি কিরূপ ?—শ্রীভগবান্ই তাঁহার একমাত্র বিষয়,—শ্রীভগবানের দিকেই তাঁহার অবাধ গতি। অন্য কোন বিষয় উপস্থিত

হইয়া তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারে না—কখনও অন্য বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় না। ভগবৎসেবা ছাড়া প্রীতি অন্য তাৎপর্য্য সহ্য করিতে পারেন না; যেখানে অন্য তাৎপর্য্য—অন্য ফলাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়, তথা হইতে সরিয়া যান। তাঁহার স্বরূপ হইল—হ্লাদিনী-সারবৃত্তি-বিশেষ, তাঁহার আকৃতি—ভগবদানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত ভাবং প্রাপ্তভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ। তাঁহার দেহ—উক্ত জ্ঞান যাঁহার আছে, এমন ভক্তের মনোবৃত্তি।

প্রীতির সবিশেষ পরিচয় করাইবার জন্য তাহাকে মূর্ত্তিমান বস্তুর মত বর্ণন করিলেন; তাহার স্বরূপ, আকার ও দেহ—তিনটীর পৃথক পৃথক্ বর্ণনা দিয়াছেন। বস্তুর মূল সত্তা, তাহার স্বরূপ। তাহার মূর্ত্ত অভিব্যক্তি দেহ। দেহের অবয়ব সংযোগে যে বৈশিষ্ট্য—যদ্দ্বারা অমুক বস্তু বা ব্যক্তি বলিয়া জানা যায়, তাহা উহার আকার। প্রীতি—মূলে বস্তু হ্লাদিনীসার বৃত্তি-বিশেষ, ভক্তের মনোবৃত্তি-বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় এবং উক্ত প্রকারের অভিলাষাদিময় জ্ঞান-বিশেষরূপে তাহার আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে—পরিচিত হয়।

প্রীতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাহা ভাববস্তু হইলেও ভগবৎ-প্রেয়সী রমণী-রত্ন-রূপেই ভক্তি-রসিকগণ তাঁহাকে বর্ণন করেন। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাহার মূর্ত্তিটী কেমন বলিয়া সৌন্দর্য্য, ভূষণ প্রভৃতি বর্ণন করিতেছেন।

'প্রীতি পীযূষপূর হইতেও সরস আপনাদ্বারা নিজ দেহ রসযুক্ত করে'—পীযূষ—সুধা। পূর—খাদ্যবিশেষ (১)। রস—আস্বাদন।

সুধার পূর—ত্রিভুবনে সুধার মত উপাদেয় বস্তু আর নাই; তদ্দ্বারা নির্ম্মিত যে পূর, তাহার উপাদেয়তা আরও অধিক। এই সুধার পূর হইতে সুস্বাদ—উপাদেয় আপনাদ্বারা প্রীতি নিজ দেহকে উপাদেয় করিয়াছেন। অর্থাৎ দেহ বলিতে কর-চরণ-উদরাদি অবয়ব-সমষ্টি

(১) পূরঃ—খাদ্যবিশেষঃ। মেদিনী।

বুঝায়। প্রীতির যাবতীয় অবয়ব ভক্তের মনোবৃত্তি-সমূহ, প্রীতি নিজ মাধুর্য্য দ্বারা সে সকলকে মধুর করিয়া তোলেন। প্রীতির এই মধুর মূর্ত্তি—ভক্তের মনোবৃত্তি, শ্রীভগবানের উপভোগ্য। তজ্জন্য তিনি ভক্তের হৃদয়ে সতত বিরাজ করেন। প্রীতির যে উপাদেয়তা বলা হইল তাহা তাঁহার রূপরস।

রূপ-রসবতী (প্রেমবতী) রমণী স্বভাবতঃ চিত্তাকর্ষণে সমর্থা হয়। সে যদি অলঙ্কৃতা হয়, তাহা হইলে আরও চিত্তহারিণী হইয়া থাকে। প্রীতির ভূষণ ভক্তকৃত আত্ম-সঙ্গোপনরূপ চন্দ্রহার, অশ্রু-বিন্দুরূপ মুক্তা। অর্থাৎ প্রীতির আবির্ভাবে ভক্ত সর্ব্বদা যে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন, আর অশ্রু বিন্দু মোচন করেন, তাহাতে প্রীতির মাধুর্য্য বাড়িয়া যায়।

কেবল অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও ভূষণের চারুতা কোন রমণীর উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে; সে সঙ্গে সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকা চাই। একমাত্র প্রীতিতেই একাধারে স্বভাবতঃ নিখিল সদ্‌গুণ নিহিত আছে।

এ সকল দ্বারা যেমন তাহার উৎকর্ষ বিখ্যাপিত হইতেছে, তেমন অতুলনীয় সম্পত্তিদ্বারাও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত হইতেছে—প্রীতি নিখিল-পুরুষার্থ-সম্পত্তি—মুক্তি পর্য্যন্ত সকলকে দাসী করিয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, ভূষণের চারুতা, গুণের মহনীয়তা ও ঐশ্বর্য্যের পরাবধিদ্বারা পরিশোভিতা প্রীতি শ্রীভগবানে পাতিব্রত্য-ব্রতনিষ্ঠা সমাচরণ করিয়া আত্মহারা আছেন। অর্থাৎ পতিব্রতা রমণীর যেমন একমাত্র পতিতে নিষ্ঠা থাকে, পতির পরিচর্য্যা—সুখ-সম্পাদন তাহার একমাত্র জীবনের ব্রত হয়, প্রীতিরও তেমন একমাত্র শ্রীভগবানে-নিষ্ঠা, শ্রীভগবানের সুখসম্পাদনই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

ঈদৃশী প্রীতির একমাত্র চেষ্টা শ্রীভগবানের মনোহরণ করা। তাদৃশী রমণী যেমন নানা প্রেম-চেষ্টাদ্বারা পতির মনোহরণ পূর্ব্বক, তাহার সেবাপরায়ণা হইয়া তদীয় সান্নিধ্যে অবস্থান করে, প্রীতিও তদ্রূপ নায়

নিজালম্বনস্য ভগবত আবির্ভাবতারতম্যেন স্বয়ং তারতম্যেনৈবাবির্ভবতি। তদেবং সতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বেন তৎসন্দর্ভে দর্শিতত্বাৎ তত্রৈব তস্যাঃ পরা প্রতিষ্ঠা। অতএব বাহুল্যেন তৎপ্রীতিপরিপাটীমেবাধিকৃত্য প্রক্রিয়া দর্শয়িতব্যা। যা চ ক্বচিদন্যাধিকর্ত্তব্যা সা খলু কৈমুত্যেন তস্যা এব পোষণার্থং জ্ঞেয়া। অথ শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্যেবাবির্ভাবপূর্ণত্বদর্শনেন তস্যাঃ পূর্ণত্বং দর্শয়ন্তি—অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ। ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ ॥ ৭৮ ॥

চেষ্টা (অনুভাব) দ্বারা শ্রীভগবানের মনোহরণ পূর্ব্বক, তাঁহার সেবায় নিরত থাকিয়া, তদীয় সান্নিধ্যে বিরাজ করেন]

প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব।

অনুবাদ—এই প্রীতি অখণ্ডা হইলেও স্বীয় বিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যানুসারে তাঁহার আবির্ভাবেরও তারতম্য হয় অর্থাৎ যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণবিকাশ, তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব ; যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ, তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব ;—স্বয়ং ভগবৎ-স্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে যত প্রীতি করেন, অংশ ভগবৎ-স্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাদের ইষ্টকে তত প্রীতি করেন না। তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাতেই প্রীতির পরা প্রতিষ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি পরিপাটী অবলম্বন করিয়াই বহুলরূপে (প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব) প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হইবে। ক্বচিৎ অন্যবিষয়িণী প্রক্রিয়া উপস্থিত করা হইলেও তাহা কৈমুত্য-ন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-পোষণের জন্য বুঝিতে হইবে।

মহামুনিগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে (ভগবত্তা) আবির্ভাবের পূর্ণতা দেখিয়া প্রীতির পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া

সতাং ত্বদেকনিষ্ঠানাং তদ্বিশেষাণাং গত্যা ত্বয়া শ্রীকৃষ্ণাখ্যেন সঙ্গম্য নোঽস্মাকং বশিষ্ঠচতুঃসনবামদেবমার্কণ্ডেয়নারদকৃষ্ণদ্বৈপায়নাদীনাং ব্রহ্মানুভবতাং ভগবদীয়নানাভক্তিরসবিদাং দৃষ্টনানাভগবদাবির্ভাবানামপি অদ্য ঈদৃশপ্রাকট্যাবচ্ছিন্নেঽস্মিন্নেবাবসরে জন্মনঃ সাফল্যং জাতম্। যদেব সাফল্যং পূর্বলব্ধানাং তত্তদাবির্ভাবজাততত্তৎসাফল্যরূপাণাং শ্রেয়সাং পরমপুরুষার্থানাং পরোঽন্তঃ পরমোঽবধিরিতি॥ ১০ ॥ ৮৪ ॥ মহামুনয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৭৮ ॥

এবমন্যত্রাপি। অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্য-

বলিয়াছেন—"সদ্গতি আপনার সঙ্গলাভ করিয়া অদ্য আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও চক্ষু সফল হইয়াছে,—যাহা (যে সাফল্য) শ্রেয়ঃ সমূহের পরাবধি।" শ্রীভা, ১০।৮৪।১৬ ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—সদ্গতি—একমাত্র আপনাতে নিষ্ঠাবান্, বিশিষ্ট সদ্গণের (ভক্তগণের) গতি—আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ-নামে খ্যাত আপনার সঙ্গলাভ করিয়া আমাদের—বশিষ্ঠ, চতুঃসন, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, নারদ, বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ—যাঁহারা ব্রহ্মানুভব সম্পন্ন, যাঁহারা ভগবদ্বিষয়িণী নানা ভক্তিরসবিদ্ এবং নানা ভগবদাবির্ভাব যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অদ্য—ঈদৃশ প্রাকট্যাবচ্ছিন্ন এই অবসরে অর্থাৎ যে সময়ে আপনি আমাদের নয়নগোচর হইলেন, সে সময়ে জন্মের সাফল্য উপস্থিত হইল, যাহা—যে সাফল্য পূর্ব্বপ্রাপ্ত উক্ত আবির্ভাবসমূহের সাক্ষাৎকার হইতে উৎপন্ন জন্ম-সাফল্যাদিরূপ পুরুষার্থ-সমূহের পরম অবধি—শেষ সীমা ॥ ৭৮ ॥

এই প্রকার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়। যথা,— শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "অনন্তর একদা সনকাদি পুত্রগণ, দেববৃন্দ ও প্রজাপতিগণের সহিত ব্রহ্মা, ভূতগণের সহিত ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর,

গাৎ। ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃত ইত্যাদিকমুপক্রম্যাহ--ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনমিতি ॥ ৭৯ ॥

অত্রাপ্যদ্ভুতত্বং প্রাকট্যান্তরাপেক্ষয়ৈব. ॥ ১১ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকস্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ৮০ ॥

স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তেবীর্য্যম্ এতাদৃশসৌভাগ্যস্যাপি প্রকাশিকেয়ং ভবতীত্যেবংবিধং দর্শয়তাবিষ্কৃতম্। সকলস্ববৈভব-

---

মহাদেব, মরুদ্গণের সহিত ভগবান্ ইন্দ্র, আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার-যুগল, ... ইঁহারা সকলে কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

* * * *

অদ্ভুতদর্শন কৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন।” শ্রীভা, ১১।৬।১—৩ ॥৭৯॥

শ্লোকব্যাখ্যা—এস্থলেও অন্যান্য ভগবদাবির্ভাবের অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতত্ব। অর্থাৎ মহামুনিগণ যেমন ব্রহ্ম ও অন্যান্য ভগবদাবির্ভাবের অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্বন্ধেও সেই কথা ॥৭৯॥

আরও দৃষ্টান্ত আছে; শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন—“নিজযোগমায়াবল প্রদর্শন-কর্ত্তা মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী যে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিজেরও বিস্ময়কর, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা; সে রূপের অঙ্গসকল ভূষণের ভূষণস্বরূপ। শ্রীভা, ৩।২।১২॥৮০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—নিজ যোগমায়াবল—নিজ চিচ্ছক্তির বীর্য্য, এই শক্তি এতাদৃশ সৌভাগ্যেরও প্রকাশিকা হইয়া থাকে—এই প্রকার যিনি দেখাইয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার বৈভব

বিদ্বদ্গণবিস্মাপনায়েতি ভাবঃ। ন কেবলমেতাবৎ স্বস্যৈব রূপান্তরে; তাদৃশত্বাননুভবাৎ তত্রাপি প্রতিক্ষণমপ্যপূর্ব্বপ্রকাশাৎ স্বস্যাপি বিস্মাপনম্। যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং পরা প্রতিষ্ঠা। নন্বু তস্য ভূষণং ত্বস্তি সৌভগহেতুরিত্যত্রাহ, ভূষণেতি। কীদৃশং, মর্ত্যলীলৌপয়িকং, নরাকৃতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সুতরামেব যুক্তমুক্তং

অবগত আছেন, তাঁহাদের সকলকে বিস্মিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এ পর্য্যন্ত নহে, আপনারই অন্যরূপে তেমন চমৎকারিতা অনুভূত হয় না, এরূপে যেমন হয়। তাহাতেও প্রতিক্ষণেই অপূর্ব্ব প্রকাশ-নিবন্ধন, এই রূপ নিজেরও বিস্ময়কর। যেহেতু, ইহা সৌভাগ্য (সৌন্দর্য্য) সম্পত্তির পরমপদ—পরমাশ্রয়। তাহা হইলে, তাঁহার সৌভাগ্য-হেতু কি ভূষণ আছে? তাহাতে বলিলেন—তাঁহার অঙ্গই ভূষণের ভূষণ—অন্য ভূষণের প্রয়োজন নাই। সেই রূপ কি প্রকার? মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী—নরাকৃতি। (১)

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের মর্ম্ম সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ এবে শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্ব্ব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকাশিলা নিত্যলীলা হৈতে॥

[বিবৃতি—যোগমায়া চিচ্ছক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; এই জন্য স্বযোগমায়া বলিয়াছেন। তাহার বল—কার্য্য-কারিতা, ক্ষমতা। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপ শক্তির কার্য্যকারিতা কত

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
সু-সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্যধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি যাঁরে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥

মধ্য, ২০।৮৩—৮৮।

মূল শ্লোকের "যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং" (মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী যে রূপ) ইহার অর্থ—কৃষ্ণের·········অনুরূপ।

"স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং" (নিজ যোগমায়াবল দর্শনকর্ত্তা গ্রহণ করিয়াছেন) ইহার অর্থ—যোগমায়া············হৈতে।

"বিস্মাপনং স্বস্য" (নিজের বিস্ময়কর) ইহার অর্থরূপ দেখি·········কাম।

"সৌভগর্দ্ধেঃ পরমপদং" (সৌভাগ্যাতিশয্যের পরাকাষ্ঠা) ইহার অর্থ—সুসৌভাগ্য·········নিত্যধাম।

"ভূষণ-ভূষণাঙ্গং" (অঙ্গসকল ভূষণের ভূষণস্বরূপ) ইহার অর্থ—ভূষণের·········মন। বিস্মাপনং স্বস্য "চ" এই চকারের অর্থ—কোটি·········লক্ষ্মীগণ।

তাহা দেখাইবার জন্য নিজ রূপ জগতে আবিষ্কার করিয়াছেন। কেহ নিজ শক্তির কার্য্যকারিতা দেখাইতে ইচ্ছা করিলে, লোক-সমক্ষে কোন শক্তি-কার্য্য (সেই শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন কিছু) উপস্থিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চিচ্ছক্তির কার্য্য; অন্য কোন শক্তি এই রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাতে তিনি দেখাইলেন, আমার চিচ্ছক্তি এমন চমৎকার রূপও প্রকাশ করিতে পারে। ইহাতেই সেই শক্তির কার্য্যকারিতা দেখান হইয়াছে। রূপ-প্রকাশের কথা "গৃহীত" শব্দ দ্বারা মূলে ব্যক্ত হইলেও ঐ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ এস্থলে সঙ্গত হয় না। গ্রহণ—লওয়া। যে বস্তু যাহাতে ছিল না, অন্য স্থান হইতে সে বস্তু তাহাতে লইলে উহা গৃহীত হইয়াছে বলা হয়। ভিন্ন বস্তুই গৃহীত হইতে পারে; শ্রীকৃষ্ণের রূপ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ঐ রূপেই তিনি নিত্য বিরাজমান এইজন্য তৎকর্তৃক ঐ রূপ লওয়া হইয়াছে, বলা যায় না। সেই কারণে গৃহীত শব্দের অর্থ করিয়াছেন আবিষ্কৃত। আবিষ্কার—যে বস্তু আছে, লোকসমক্ষে তাহা ব্যক্ত করা।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বৈভব অবগত আছেন, তাঁহারা তদীয় ঐশ্বর্য্যের বহুবিধ বিলাস দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এমন চমৎকার রূপ কখনও দেখেন নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ তাঁহাদেরও বিস্ময়কর। তাহা আর বেশী কি? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই রূপ দেখিয়া বিস্মিত হয়েন; ইহাতেই সৌন্দর্য্যাদির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

যাহাতে সৌন্দর্য্যাদির সমাবেশ থাকে, তাহাতে ভূষণের সমাবেশ থাকা নিতান্ত সম্ভব। তাহা হইলে কি ভূষণ-সংযোগে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতা? তাহাতে বলিতেছেন, না, না,—তাহা নহে; তাঁহার অঙ্গ ভূষণের ভূষণ। অন্যত্র ভূষণ অঙ্গকে শোভিত করে; আর, শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণেরই শোভা বাড়ে।

সেই রূপ কেমন?—নরাকার; দ্বিভুজ মনুষ্যের মত। শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমহাকালপুরাধিপেনাপি, দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতেত্যাদি। শ্রীহরিবংশে কৃষ্ণবচনেন চ, মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনেতি। ॥ ৩ ॥ ২ শ্রীমানুদ্ধবো বিদুরম্ ॥ ৮০ ॥

অতএব পরীক্ষিদ্‌গুণবর্ণনে তদ্‌গুণোপমাত্বেনৈকমেকং গুণং শ্রীরামরমেশয়োর্দর্শয়িত্বা সর্বসাদ্‌গুণ্যোপমাত্বেন শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়িতুমত্যন্তোৎকর্ষদৃষ্ট্যাশঙ্কমানৈর্ব্রাহ্মণৈরেষ কৃষ্ণমনুব্রত ইত্যেবোক্তম্।

বৃন্দাবনে সতত দ্বিভুজরূপে বিরাজমান। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রমার রূপের কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দ্বিভুজ রূপেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।]

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার বিস্ময়কর হেতু, ভগবৎস্বরূপ-বিশেষ মহাকাল-পুরাধিপ—মহাবিষ্ণুরও তাহা বিস্ময়কর, সুতরাং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—তোমাদের (শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন) দুইজনকে দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে আমার ধামে আনয়ন করিয়াছি।" শ্রীভা, ১০।৮৯।৩২। একথা সঙ্গত বটে। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যেও তাহা উক্ত হইয়াছে—"আমার দর্শনের অভিপ্রায়ে সেই মাহাত্মা ব্রাহ্মণ-বালকগণকে বধ করিয়াছেন ॥৮০॥

অতএব—শ্রীকৃষ্ণে-সৌন্দর্য্য সদ্‌গুণের পরাবধি নিবন্ধন পরীক্ষিতের গুণ-বর্ণন-সময়ে ব্রাহ্মণগণ শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মীকান্তের এক এক গুণের সঙ্গে তাঁহার এক এক গুণের উপমা দিয়া সর্ব্ব সদ্‌গুণের উপমারূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সদ্‌গুণসমূহের অত্যন্ত উৎকর্ষ দেখিলেন; ইহাতে শঙ্কিত হইয়া সর্ব্ব সদ্‌গুণে কৃষ্ণসম—একথা না বলিয়া কৃষ্ণের অনুব্রত বলিয়াছেন। অর্থাৎ পরীক্ষিতের

ন তু স ইবেতি। অতএব পরমপ্রেমজনকস্বভাবত্বমপি তস্য দৃশ্যতে। বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিত্যনন্তরং, ললিতগতিবিলাসবল্গুহাসপ্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ। কৃতমনুকৃতবত্য উন্মাদান্ধাঃ প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৮১ ॥

তৎস্বভাবমহিম্নঃ সারূপ্যপ্রাপণত্বং নাম কিয়ানুৎকর্ষঃ, যত এতাবতোঽপি প্রেম্নো জনকত্বং দৃশ্যত ইত্যাহ, ললিতেতি। অত্র কৃতানুকরণং নাম লীলাখ্যো নায়িকানুভাবঃ। তদুক্তং

সর্ব্বসাদ্‌গুণ্যে শ্রীকৃষ্ণের সাদ্‌গুণ্যের আনুগত্য (কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য) আছে, সাম্য নাই।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণে অনুপম সর্ব্বসাদ্‌গুণ্য বিরাজ করিতেছে বলিয়া, পরম প্রেমোৎপাদন করাই তাঁহার স্বভাব দেখা যায়। শ্রীভীষ্মদেব "বিজয়রথ-কুটুম্ব" ইত্যাদি শ্লোকে "যুদ্ধস্থলে নিহত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে দেখিয়া সারূপ্য প্রাপ্ত হয়"—একথা বলিয়া তারপর বলিয়াছেন--"(রাসে) শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, বিলাস, মনোহর হাস্য, সপ্রণয় দৃষ্টি দ্বারা যে সকল গোপবধূ অত্যন্ত পূজিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা মহাপ্রেমে বিবশা হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিতে করিতে তদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ১৷৯৷৩৭॥৮১॥

শ্লোকব্যাখ্যা—সারূপ্য প্রাপ্তি করাইয়া তাঁহার স্বভাব-মহিমার আর কত উৎকর্ষ? যেহেতু, এই পর্য্যন্ত ও প্রেম-জনকত্ব দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি ইত্যাদি; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব-মহিমায় কি পরিমাণ প্রেম জন্মে তাহা ললিত গতি ইত্যাদি শ্লোকে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন। তাহাতে যে শ্রীকৃষ্ণ-কার্য্যের অনুকরণের কথা আছে, তাহা "লীলা" নামক নায়িকানুভব। উজ্জ্বল-নীল-মণিতে লীলার লক্ষণ

প্রিয়ানুকরণং লীলেতি। প্রকৃতিং স্বভাবম্। তাদৃশপ্রেমাবেশো জাতঃ, যেন তৎস্বভাবনিজস্বভাবয়োরৈক্যমেব তাসু জাতমিত্যর্থঃ। যথা শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ মহাভাবোদাহরণম্। রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতেনির্দ্ধূত-

---

বলা হইয়াছে—(রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা) প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণকে লীলা বলে" (অনুভাব প্রকরণ ।৬৬) প্রকৃতি স্বভাব। (রাসে) গোপ-বধূগণের তাদৃশ প্রেমাবেশ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব এবং (তাঁহাদের) নিজ স্বভাবের ঐক্যই হইয়া গিয়াছিল। (১) শ্রীমদুজ্জ্বল-নীলমণিতে মহাভাবোদাহরণে এইরূপ ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে। যথা,—কোন কুঞ্জে পরস্পর মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন এবং উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবে অলঙ্কৃত শ্রীরাধামাধবের মহাভাব-মাধুরী

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩০ অধ্যায়ে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের তাদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। রাসস্থল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে—

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তাদাত্মিকাঃ।

এই প্রকার উন্মত্তের মত প্রলাপ করিতে করিতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে অতিশয় বিহ্বল হইবার পর, তদাত্মিকা হইয়া ভগবানের লীলাসকলের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকে সেই অনুকরণ বর্ণিত আছে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের স্বভাবের ঐক্য হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক চেষ্টাসকল তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছিল। ইহা মহাভাবের প্রভাব। মহাভাবোদয় ভিন্ন ঈদৃশ ঐক্য সম্ভব নহে। সুতরাং এই অবস্থা কেবল ব্রজদেবীগণেই প্রকটিত হইতে পারে, অন্য—কোন জনেই নহে।

৫২

ভেদভ্রমম্। চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতীতি ॥ ১ ॥ ৯ ॥ ভ.ম্বঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৮১ ॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ৮২ ॥

অনুমোদন করিয়া বৃন্দা কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকুঞ্জ-সম্বন্ধীয় কুঞ্জর-রাজ অর্থাৎ গজরাজের মত তুমি নিকুঞ্জ মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার কর। শৃঙ্গার-রসরূপ নিপুণ শিল্পী ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার মধ্যভাগ চিত্রিত করিবার জন্য অন্তর্বহি দ্রবীভাবরূপা সাত্ত্বিক-বিশেষ-বৃত্তিদ্বারা শ্রীরাধার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে দ্রবীভূত করিয়া অভিন্নরূপে সংযোজিত করতঃ নবরাগ-হিঙ্গুল দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। স্থায়িভাব।" ১১০॥৮১॥

"যাঁহার বদন মকরকুণ্ডল দ্বারা দীপ্তিমান্ কর্ণযুগলের সহিত উজ্জ্বল কপোল যুগলে সুন্দর, হর্ষৌৎসুক্য চাপল্যাদিযুক্ত হাস্য দ্বারা যাহা শোভিত, যাহা নিত্য উৎসবস্বরূপ, সেই বদন (সৌন্দর্য্য) নয়ন দ্বারা পান করিয়া নর-নারী আনন্দিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই; (ব্রজবধূগণ) নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতিও (১) কুপিত হইয়াছিল।"

শ্রী ভা, ৯।২৪।৩৫॥৮২॥

---

(১) নিমির বৃত্তান্ত বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ইক্ষাকুর পুত্র নিমিরাজা কোন সময়ে সহস্র সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে কহিলেন, 'ইন্দ্র পঞ্চশত বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আপনার যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।' নিমিরাজা একথার

টীকা চ—তত্র প্রদর্শনার্থং মুখশোভামাহেত্যাদিকা।

[**বিবৃতি**—মহাভাবের একটী অনুভাব নিমেষাসহিষ্ণুতা। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-বর্ণিত মহাভাবের অনুভাব-সমূহ—

নিমেষাসহতাসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়নম্।

কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া। ইত্যাদি।

স্থায়িভাব। ১১৬]

উত্তরে কিছু বলিলেন না। বশিষ্ঠ ইহাকে রাজার সম্মতি মনে করিয়া ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমি গৌতমকে নিজ যজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া সত্বর নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, গৌতম যজ্ঞে সকল কর্তৃত্ব করিতেছেন। ইহাতে কুপিত হইয়া তৎকালে নিদ্রিত নিমিকে শাপ দিলেন—রাজা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের দ্বারা যজ্ঞ করাইতেছেন, সুতরাং তিনি দেহহীন হইবেন। রাজা জাগ্রত হইবার পর শাপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, এ সকল যাহার অজ্ঞাত সেই নিদ্রিত আমাকে সম্ভাষা না করিয়া দুষ্ট গুরু যেমন অভিশাপ দিলেন, তিনিও তেমন দেহশূন্য হইবেন।

রাজা এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠেরও দেহপাত হইল; তাঁহার তেজ মিত্রাবরুণে প্রবেশ করিল। অতঃপর উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইলে, তাহা হইতে বশিষ্ঠ অপর দেহলাভ করেন। অপর, নিমি-রাজার দেহ মনোহর তৈলাদি দ্বারা লিপ্ত থাকায় তাহা নষ্ট হয় নাই; সদ্যোমৃতের মত অবিকৃত ছিল। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে দেবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। তখন ঋত্বিকগণ বলিলেন, আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ বর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলে, নিমি বলিলেন, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ ঘটে; সুতরাং আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকলের নয়নে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। দেবগণ নিমির এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রাণিগণের নয়নে বাস করাইলেন। ইহাতে জীবগণ নয়নের উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪।৫

তদ্দর্শনেঽপি নিমেষকর্ত্তৃত্বেন নিমের্নিয়মে কুপিতা বভূবুঃ। ইয়ং খলু মহাভাবস্য গতিঃ। সা চ তৎস্বভাবতঃ সিদ্ধেত্যভিধানাদ্‌-যুক্তমত্রাস্যোদাহরণম্ ॥ ৯ ॥ ২৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মুখ-মাধুরীতে ব্রজনারীগণের চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহারা অনিমিষে সে মাধুর্য্য পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু নয়নে নিমেষাচ্ছাদন থাকায় বারংবার দর্শনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল; তাহাই তাঁহাদের কোপের হেতু। মহাভাব প্রেমের চরমাবস্থা। নিমেষাসহতা সেই মহাভাবেরই একটী অবস্থা; শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বভাব দ্বারা ঈদৃশ প্রেম জনক, ইহা স্থির হইতেছে।

[**বিবৃতি**—কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাবের পরিচয় ত সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর—পরম-প্রেমজনকত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও মহাভাবোদয়ে আশ্রয়ের যোগ্যতাবিশেষের অপেক্ষা আছে। যেমন চন্দ্রের আহ্লাদকত্ব স্বভাব থাকিলেও কেবল চন্দ্রকান্তমণিই চন্দ্রকিরণে দ্রবভাব প্রাপ্ত হয়, আর কোন বস্তু নহে, তেমন শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ স্বভাব থাকিলেও ব্রজ-দেবীগণ ছাড়া আর কাহারই মহাভাবের আশ্রয় হইবার যোগ্যতা নাই। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য সম্যক্ অনুভব করিতে পারিলে মহাভাবের উদয় হয়, তাদৃশরূপে সেই মাধুর্য্য অনুভব করিবার শক্তি কেবল ব্রজসুন্দরীগণেরই আছে, অন্য কাহারও নাই; এই জন্য অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি যে পরিমাণ মাধুর্য্যানুভব করিতে সমর্থ, তাঁহাতে সেই পরিমাণ প্রেম প্রকটিত হয়, যাহারা মাধুর্য্যানুভবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনেও তাহাদের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাব হয় না। ৭ম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যাহারা অস্বচ্ছচিত্ত, তাহাদের নিকট শ্রীভগবান্ প্রকটিত হয়েন না; অপরাধ

কিঞ্চ—কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তেত্যাদৌ যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্নিতি ॥ ৮৩ ॥

অন্যত্র চ, অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণামিত্যাদি। অত-

তাহাদের চিত্তের উপর বজ্রলেপের (১) ন্যায় অবস্থান করে। যাঁহারা স্বচ্ছচিত্ত, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে নিজ নিজ যোগ্যতানুরূপ প্রেমের আবির্ভাব হয়।] ॥৮২॥

[অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-নীরনিধি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দান করিয়া যে কেবল নরনারীকে প্রেমাভিভূত করেন তাহা নহে, অন্যত্রও তাঁহার প্রেমজনকত্ব স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যজীব—এমন কি বৃক্ষাদিকে পর্য্যন্ত তিনি প্রেমে পুলকিত করেন, এ স্থলে তাহাই বলা হইতেছে।]

আর, শ্রীরাসরঙ্গিণী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত বেণুর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ রমণী নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অর্থাৎ সকলেই বিচলিত হয়। নারীর কথা আর কি বলিব? ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ যেরূপে আছে, তোমার সেই রূপ দেখিয়া গো, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষসকল পুলকে পূর্ণ হয়।"

শ্রীভা, ১০।২৯।৩৭॥৮৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র—বেণু-গীতেও শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া জঙ্গমদিগের অস্পন্দন—স্তম্ভভাব, আর বৃক্ষ সকলের পুলকোদ্গম হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।২১।১৯

---

(১) বজ্রলেপ—চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অতি দুর্ভেদ্য লেপ-বিশেষ; এই লেপ কোন পাত্রের চতুর্দ্দিকে প্রয়োগ করিলে বাহিরের কোন বস্তু ভিতরে এবং ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে যাইতে পারে না; পারদাদি জ্বাল দিবার সময় এই লেপ ব্যবহৃত হয়।

এবোক্তং শ্রীবিল্বমঙ্গলেন—সন্ত্বতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতীতি ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৮৩ ॥

তদেবং শ্রীভগবদাবির্ভাবতারতম্যেন তৎপ্রীতেরাবির্ভাবতারতম্যং দর্শিতম্। অথ তস্যা এব গুণান্তরোৎকর্ষতারতম্যেন তারতম্যান্তরং ভেদাশ্চ দর্শ্যন্তে। তত্র গুণা দ্বিবিধাঃ। ভক্তচিত্তসংস্ক্রিয়াবিশেষস্য হেতব একে তদভিমানবিশেষস্য হেতবশ্চান্যে। তত্র পূর্বেষাং গুণানাং স্বরূপাণি তৈস্তস্যাস্তারতম্যং ভেদাশ্চ যথা ;—প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি,মমতয়া যোজয়তি,

---

অতএব—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বৃক্ষাদিকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করেন বলিয়া, শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"পদ্মনাভ শ্রীহরির সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময় বহু অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে পারেন না।" ॥৮৩॥

প্রীতির তারতম্য ও ভেদ।

এই প্রকারে শ্রীভগবদাবির্ভাব-তারতম্যানুসারে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব-তারতম্য প্রদর্শিত হইল। অতঃপর সেই প্রীতিরই অন্যান্য গুণের (১) তারতম্যানুসারে অন্য প্রকারের তারতম্য ও ভেদ দেখান হইতেছে। সে সকল গুণ দুই প্রকার ; এক প্রকারের গুণ-সকল ভক্তচিত্ত সংস্কারের হেতু, অপর প্রকারের গুণ-সকল ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের হেতু।

উক্ত দ্বিবিধ গুণ মধ্যে প্রথম প্রকারের গুণ সকলের স্বরূপ, তৎসমূহ দ্বারা প্রীতির তারতম্য ও ভেদ যথা,—১। প্রীতি ভক্তচিত্তকে

---

(১) এ পর্য্যন্ত প্রীতির পরমানন্দরূপতার কথা বলা হইয়াছে। সেই গুণ ছাড়া তাহার অন্যান্য গুণ।

বিস্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদয়তি চ। তত্রোল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ : যস্যাং জাতায়াং তদেকতাৎপর্য্যমন্যত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন

উল্লসিত করে, ২। মমতা দ্বারা যোজনা করে, ৩। বিশ্বাসযুক্ত করে, ৪। প্রিয়তাতিশয় দ্বারা অভিমান-বিশিষ্ট করে, ৫। বিগলিত করে। ৬। নিজ বিষয় (আলম্বনের) প্রতি অভিলাষাতিশয় (প্রচুর লোভ) দ্বারা আসক্ত করে, ৭! প্রতিক্ষণে নিজ বিষয়কে নূতন হইতে নূতনতররূপে অনুভব করায় এবং ৮। অসমোর্দ্ধ-চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদিত করে।

এ স্থলে প্রীতির যে তারতম্য বলা হইল তন্মধ্যে যে প্রীতি কেবল উল্লাসের আধিক্য ব্যক্ত করে তাহার নাম রতি। রতি উৎপন্ন হইলে কেবল শ্রীভগবানেই তাৎপর্য্য (প্রয়োজনবুদ্ধি) থাকে ; তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে। (১)

---

(১) রতি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে—

মসৃণত্বেবাস্তর্লক্ষতে রতি-লক্ষণম্।

অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতিলক্ষণ॥

রতিরনিশনিসর্গোষ্ণপ্রবলতরানন্দপূররূপৈব।

উষ্মানমপি বমন্তি সুধাংশু-কোটেরপি সাধ্বী॥ পূর্ব্ব।৩।৩১

রতি নিরন্তর উষ্ণস্বভাবা হইলেও প্রবলতর আনন্দ-রূপিণী. উষ্ণতা প্রকাশ করিলেও কোটিচন্দ্র হইতে স্বাদময়ী—সুখসেব্যা।

ইষ্ট-বিষয়ে উত্তরোত্তর অভিলাষ বৃদ্ধি করে বলিয়া অশান্ততা-হেতু রতির উষ্ণত্ব ; তাহাতেও উল্লাসাত্মকতা-নিবন্ধন তাহার আনন্দ-রূপতা। সঞ্চারিভাবসকল তাহার উষ্মা। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশ ব্যভিচারি-

সম্বন্ধা প্রীতিঃ প্রেমা। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতিভঙ্গহেতবো যদীয়মুদ্যমং স্বরূপং বা ন গ্লপয়িতুমীশতে। মমতাতিশয়েন প্রীতি-সমৃদ্ধিশ্চান্যত্রাপি দৃশ্যতে। যথোক্তং মার্কণ্ডেয়ে—মার্জারভক্ষিতে

মমতাতিশয়ের আবির্ভাব-হেতু সম্বন্ধা প্রীতি প্রেম। প্রেম উৎপন্ন হইলে প্রীতিভঙ্গের হেতু-নিচয় তাহার উদ্যম বা স্বরূপের ক্ষীণতা আনয়ন করিতে পারে না। (১) মমতাতিশয় দ্বারা প্রীতির সমৃদ্ধি অন্যত্রও দেখা যায়। যথা, মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ভাবকে সঞ্চারি-ভাব বলে। (রতির আবির্ভাবে) এই সকল ভাব দুঃখাকারে উপস্থিত হইলেও রতির আনন্দরূপতা-নিবন্ধন পরমানন্দ প্রদান করে। রতির সর্ব্বাবস্থায় পরমানন্দ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহাতে উল্লাসের আধিক্য বলা হইয়াছে। রতির আবির্ভাবে অন্তঃকরণের যে স্নিগ্ধতা জন্মে, তাহা শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহযুক্ত করে—প্রতি অঙ্গ মধুর হইতে সুমধুর মনে হয়; সে কি প্রাণ কোটির প্রতিমা, না ঘনীভূত প্রিয়তা—বুঝা যায় না; তাঁহাকে কত ভালবাসিতে, কত আদর করিতে ইচ্ছা হয়,—আরও কত কি যে মনে হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। এমতাবস্থায় মুহুর্ম্মুহুঃ তাঁহার মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্তি! তাহাতে কত আনন্দ!! আনন্দে হৃদয় পূর্ণ থাকে। সেই জন্য নির্ব্বেদাদিতেও দুঃখের লেশ থাকে না। ইহাই রতির উল্লাসময়তা।

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেম-ভক্তির লক্ষণ—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ পূর্ব্ব।৪।১

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্ মসৃণ (স্নিগ্ধ) হয়, যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন—এমন যে গাঢ়তা প্রাপ্ত ভাব, তাহাকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলেন।

পূর্ব্বে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভাব-শব্দেও অভিহিত হয়। রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। রতির আবির্ভাবে শ্রীভগবানকে পরমানন্দ-নিধান মনে হয়; তজ্জন্য তাঁহাতে মমতা জন্মে,—তিনি আমার, এ ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হয়। রতির আবির্ভাবে ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষ, তাঁহার সৌহৃদ্যাভিলাষ ও

দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে। ন তাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেণ মূষিকে ইতি। অতএব প্রেমলক্ষণায়াং ভক্তৌ প্রচুরহেতুত্বজ্ঞাপনার্থং মমতায়া এব ভক্তিত্বনির্দেশঃ পঞ্চরাত্রে—অনন্যমমতা বিষ্ণৌ

"গৃহপালিত কুক্কুট (মোরগ) মার্জ্জার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে যত দুঃখ হয়, মমতাশূন্য মূষিক চটকপক্ষিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তত দুঃখ হয় না।" (১) অতএব—প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে মমতার আধিক্য-হেতু, মমতাকেই ভক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা, নারদ-পঞ্চরাত্রে—"অন্য-মমতা-বর্জ্জিতা শ্রীভগবানে যে প্রেমসংপ্লুতা মমতা তাহাকেই ভীষ্ম,

---

আনুকূল্যাভিলাষ দ্বারা চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে ; প্রেমের আবির্ভাবে সম্পূর্ণ রূপে আর্দ্র হয়। তজ্জন্য শ্রীভগবানে অতিশয় মমতার উদ্রেক হয়। মমতাধিক্যই প্রেম-ভক্তির বৈশিষ্ট্য। মমতার প্রাচুর্য্যহেতু প্রীতি-ভঙ্গের বহু হেতু উপস্থিত হইলেও প্রীতিকে ধ্বংস করা ত দূরে, কোনরূপে ক্ষীণও করিতে পারে না। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ইহাই প্রেমের লক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ স্থায়ী।৪৬

ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও যাহা সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংস-রহিত, যুবক-যুবতীর এমন ভাববন্ধনকে প্রেম কহে।

প্রেমের এবংবিধ ধ্বংসরাহিত্য-নিবন্ধন, তাহা ভক্ত-চিত্তকে ভগবানের সহিত যোজিত করে, একথা বলা হইয়াছে। এই যোগহেতু ভক্ত আর শ্রীভগবান্ কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারেন না।

(১) মুদ্রিত-গ্রন্থে যে পাঠ আছে, তদনুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হইল। কুক্কুটে মমতা আছে বলিয়া তাহার নাশে দুঃখ ; ইহা প্রীতির পরিচায়ক। মূষিকে মমতা নাই বলিয়া তাহার নাশে দুঃখ নাই, ইহা প্রীত্যভাবের পরিচায়ক।

মমতা প্রেমসংযুক্তা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈরিতি। অন্যমমতাবর্জিতা মমতেত্যর্থঃ। তদুক্তং সত্ত্ব এবৈকমনস ইত্যেবকারেণ। অথ বিস্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ। যস্মিন্ জাতে সংভ্রমাদিযোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়া-

প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ ইঁহারা ভক্তি (প্রেমভক্তি) বলিয়া থাকেন।" (১)

"সত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীভগবানেই একমাত্র যে মনের বৃত্তি, তাহা ভক্তি।" (২) এই বাক্যে এব (ই) কার দ্বারা তাহা (শ্রীভগবানে অনন্য মমতাই প্রেমভক্তি, এ কথা) বলা হইয়াছে।

বিস্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমের নাম প্রণয়। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমাদির যোগ্যতায়ও তাহার অভাব ঘটে। (৩)

(১) বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসংপ্লুতা প্রেম-রসব্যাপ্তা যা মমতা মমায়মিতিভাবঃ, সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণেতি ভীষ্মাদিভিস্তত্ত্ববিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা? ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহ-গেহাদৌ মমতা যস্যাং সা প্রেম-লক্ষণৈব সুসিদ্ধা॥

শ্রীভগবানে প্রেম-রসময়ী যে মমতা—ইনি আমার—এইরূপ যে ভাব, সেই ভক্তি প্রেম-লক্ষণা। ইহা কৃদৃশী?—যে মমতার আবির্ভাবে দেহ গেহ অন্য কোন বস্তুতে মমতা থাকে না, সে মমতা এমন। ঈদৃশী মমতাই প্রেমলক্ষণা, ইহা সুসিদ্ধ হইল। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকা।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩) বিস্রম্ভ—প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি। উজ্জ্বল-টীকা—লোচন-রোচনী। বিস্রম্ভ—বিশ্বাস;—সম্ভ্রম-রাহিত্য;—স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের সে সকলের অভেদ-বুদ্ধি। আনন্দ-চন্দ্রিকা।

প্রিয়ের সহিত যে অভেদ-বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিজের প্রতি যেমন গৌরব-বুদ্ধির অভাব, প্রিয়ের প্রতিও তেমন গৌরব-বুদ্ধির অভাব—তাহাতে

ভিমানেন কৌটিল্যাভাসপূর্ব্বকভাববৈচিত্রীং দধৎপ্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং

প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান হেতু প্রণয় যদি কৌটিল্যাভাসপূর্ব্বক ভাববৈচিত্রী ধারণ করে, তবে তাহাকে মান বলে। (১) মান উপস্থিত হইলে ভক্তের প্রণয়কোপনিবন্ধন (নিরপেক্ষপরতন্ত্র) শ্রীভগবান্ও প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হয়েন।

আমাতে ত কোন ইতর-বিশেষ নাই, এই অংশে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে প্রণয় লক্ষণে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—

প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্।
তদগন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥

পশ্চিম।৩।৪৭

স্পষ্টভাবে সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা থাকিলেও, যে রতিতে তাহার লেশমাত্রও থাকে না, সেই রতিকে প্রণয় বলে।

(১)-প্রণয়ই অবস্থা বিশেষে মানরূপে পরিণত হয়। প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান—আমি তাঁহাকে কত যে ভালবাসি তাহার অবধি নাই; প্রিয় আমার প্রেমাধীন, এই প্রকার মনোভাব। তন্নিমিত্ত কৌটিল্যাভাস—বাহিক কুটিলতা প্রকাশ করিয়া প্রণয় যখন বিচিত্র অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে মান বলা হয়। মানের লক্ষণ—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সত্যোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষণাদি নিরোধি মান উচ্যতে॥ উজ্জ্বল মান।৩২

"পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতির অভিলষিত আলিঙ্গন ও দর্শনাদির রোধকারী ভাব (রোষবিশেষ) কে মান বলে।"

অনুরাগাভাব, একত্রে অবস্থানাভাব, কিম্বা আলিঙ্গনাদি দম্পতির অনভিপ্রেত হইলে, তাহার অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু মানে পরস্পরে অনুরাগ, একত্র অবস্থিতি এবং আলিঙ্গনের অভিলাষ থাকা সত্ত্বে তাহা হইতে পারে না ইহাই ভাবের বিচিত্রতা। ইহাতে বাহিরে উপেক্ষা থাকে বটে কিন্তু প্রণয় বর্ত্তমান থাকায় ভিতরে অনুরক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা ঘটে না।

ভজতে। চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে তৎসম্বন্ধাভাসেনাপি মহাবাষ্পাদিবিকারঃ প্রিয়দর্শনাদ্যতৃপ্তিস্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি

অত্যন্ত চিত্তদ্রবাত্মক প্রেমই স্নেহ। (২) স্নেহের উদয় হইলে, শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাষ্পাদি-বিকার, প্রিয়-দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং (প্রিয়তমের) অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাহার নিকট হইতে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে।

অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহ রাগ। রাগ উৎপন্ন হইলে,

---

(২) আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

উজ্জ্বল। স্থায়িভাব—৫৭

"যে প্রেম পরমোৎকৃষ্টাবস্থায় আরোহণ করিয়া প্রেম-বিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে স্নেহ বলে।"

অবস্থাবিশেষে প্রেম প্রণয়ে পরিণত হয়। প্রণয়ের পরিণতি-বিশেষ মান। এ স্থলে মানের পর স্নেহের নির্দ্দেশ হেতু কেহ তাহাকে মানের পরিণতি মনে করিবেন না; তাহা প্রেমেরই পরিপাকবিশেষ। প্রেম যখন অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি প্রকাশ করে অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে ভক্ত কথঞ্চিৎ গোপন করিতে সমর্থ হইলেও যখন আর গোপন করিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধাভাসে সুপ্রচুর অশ্রু নির্গমন প্রভৃতি দ্বারা সেই উপলব্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়ে; এবং অঙ্গসঙ্গে, দর্শনে, শ্রবণে ও স্মরণে চিত্ত বিগলিত হয়; তখন প্রেম স্নেহ-নামে অভিহিত হয়।

স্নেহে প্রিয়তমে অতিশয় মদীয়তাবুদ্ধি হয়, এই জন্য তাহা প্রেমের পরমোৎকর্ষাবস্থা। এই মদীয়তাবুদ্ধি হেতু উপেক্ষা করিলেও প্রিয়তম অপেক্ষা করিবে—এইরূপ বিশ্বাস থাকে। এই জন্যই বোধ হয় উজ্জ্বল-নীলমণিতে স্নেহের উৎকৃষ্টাবস্থাবিশেষকে মান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিরহস্যাত্যন্তবাসহিষ্ণুতা তৎসংযোগে পরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভাতি তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্‌। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্‌ স্বয়ং চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্‌ জাতে পর-

---

(প্রিয়তমের) ক্ষণিক বিরহে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা উপস্থিত হয়, তাঁহার সংযোগে পরমদুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়, আর তাঁহার বিচ্ছেদে পরমসুখও দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। (১)

সেই রাগই নিজের বিষয়ালম্বনকে অনুক্ষণ নবীন-নবীনরূপে অনুভব করাইয়া, নিজেও নূতন হইতে নূতনতর হইলে অনুরাগ নামে

---

(১) অভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবিষয়ক। স্নেহে অঙ্গসঙ্গাদিতে চিত্ত দ্রব হয়, রাগে সর্ব্বক্ষণের জন্য চিত্ত আর্দ্র থাকে; এই জন্য তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ অতিশয় প্রবল হয়। তাঁহাকে পাইলে কোন দুঃখ থাকে না, সুখে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়; না পাইলে সব শূন্য—বুক ভরা হাহাকার। তজ্জন্য ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। উজ্জ্বল-নীলমণিতে রাগের লক্ষণ :—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের উৎকৃষ্টতা হেতু অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখরূপে অনুভূত হইলে, সেই প্রণয়োৎকর্ষ রাগ-নামে অভিহিত হয়।

উজ্জ্বল-নীলমণির সহিত সন্দর্ভের মতভেদ দেখা যায়; সন্দর্ভে স্নেহবিশেষকে রাগ বলা হইল, আর উজ্জ্বলে প্রণয়ের উৎকর্ষবিশেষ রাগ-নামে অভিহিত হইয়াছে।

রাগে চিত্তদ্রবতা ও বিশ্রম্ভাতিশয় উভয় বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় রাগের বিভিন্ন গুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই তাহার পরিচয় নিবদ্ধ করায় রাগের লক্ষণে মতভেদ ঘটিয়াছে। সন্দর্ভে চিত্তদ্রবতার প্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে, উজ্জ্বলে বিশ্রম্ভাতিশয়ের প্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলপক্ষে উভয়ত্র ইষ্টবিষয়ক প্রবল তৃষ্ণাই যে রাগ, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

স্পরবশীভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এবাসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদকো মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকং বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভ-

অভিহিত হয়। (১) অনুরাগের উদয় হইলে পরস্পরের অত্যন্ত বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, (২) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অপ্রাণীতেও জন্মলালসা, বিচ্ছেদে অতিশয় স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়।

অসমোর্দ্ধচমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদক অনুরাগই মহাভাব নামে অভিহিত হয়। (৩) মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণসংযোগে নিমেষাসহিষ্ণুতা, কল্পপরিমিত সময়কে ক্ষণকাল মনে করা প্রভৃতি, আর

(১) উজ্জ্বল-নীলমণিতে অনুরাগ লক্ষণ—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্ নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ স্থায়িভাব।১৩২

যে রাগ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নবীন নবীন বোধ করায় এবং নিজেও নবীন নবীন হয়, তাহা অনুরাগ।

(২) প্রেম-বৈচিত্ত্য—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষো ঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রিয় ব্যক্তি সন্নিধানে থাকিলেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিচ্ছেদ-ভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য।

(৩) মহাভাব—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়-বৃত্তি হইয়া আপনাদ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশা প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রকাশ লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলে। কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব-শব্দে অভিহিত হয়।

যত্র মহোদ্দীপ্তাশেষসাত্ত্বিকবিকারাদিকং জায়তে। ইতি সংস্কার-হেতবো গুণা দর্শিতাঃ। অথ ভক্তাভিমানবিশেষহেতবো গুণাস্তৎকৃতাঃ প্রীতের্ভক্তানাঞ্চ ভেদাস্তারতম্যঞ্চ যথা;—সৈব খলু প্রীতির্ভগবৎস্বভাববিশেষাবির্ভাবযোগমুপলভ্য কঞ্চিদনুগ্রহত্বেনাভিমান-

বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে করা ইত্যাদি অবস্থা উপস্থিত হয়। যোগ বিয়োগ উভয় অবস্থায় মহা উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উৎপন্ন হয়। (১) প্রীতির সংস্কার হেতুভূত গুণসকল প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর ভক্তের অভিমানবিশেষের হেতুভূত গুণনিচয়, সে সকল গুণদ্বারা প্রীতি ও ভক্তগণের ভেদ এবং তারতম্য বর্ণিত হইতেছে। সেই প্রীতি শ্রীভগবানের স্বভাববিশেষ আবির্ভাবের সহায়তা প্রাপ্ত

(১) তে স্তম্ভ-স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু।

স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিকভাব এই আট প্রকার।

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥

একই সময়ে যদি পাঁচ ছয় অথবা সমুদয় ভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ভাবসমূহকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হয়।

উদ্দীপ্তাএব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্বএব পরাংকোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥

সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, এই জন্য উদ্দীপ্ত ভাবসকল মহাভাবে সূদ্দীপ্ত হয়।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিককেই এস্থলে মহোদ্দীপ্ত বলা হইয়াছে।

য়তি কঞ্চিদনুকম্পিতত্বেন কঞ্চিন্মিত্রত্বেন কঞ্চিৎ প্রিয়াত্বেন চ। ভগবৎস্বভাববিশেষাবির্ভাবহেতুশ্চ যস্য ভগবৎপ্রিয়বিশেষস্য সঙ্গাদিনা লব্ধা প্রীতিস্তস্য প্রীতেরেব গুণবিশেষো বোদ্ধব্যঃ। নিত্য-পরিকরাণাং নিত্যমেব তদ্দ্বয়ম্। তত্রানুগ্রাহ্যতাভিমানময়ী-

---

হইয়া কোনস্থলে অনুগ্রাহ্যরূপে, কোনস্থলে অনুকম্পিতরূপে, কোন স্থলে মিত্ররূপে, আর কোন স্থলে প্রিয়ারূপে অভিমান উপস্থিত করায়। শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষ আবির্ভাবের হেতু, যে ভগবৎপ্রিয়বিশেষের সঙ্গাদি দ্বারা প্রীতিলাভ করা গিয়াছে, তাঁহারই গুণবিশেষ বুঝিতে হইবে। নিত্যপরিকরগণের তদুভয় (ভক্তের অভিমান-বিশেষ ও তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবানের স্বভাব-বিশেষ) নিত্য।

[**বিবৃতি**—এস্থলে যে ভক্তের অভিমান-বিশেষের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূল সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধানুরূপ যে অভিমান উপস্থিত হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। যথা,—দাম্পত্য সম্বন্ধে পতিপত্নী অভিমান, জন্য-জনক সম্বন্ধে পিতাপুত্র অভিমান, ইত্যাদি। সেই অভি-মান-বিশেষ যে শ্রীভগবানের সম্বন্ধে—একথা বলা বাহুল্য। যে দু'য়ের সম্পর্কে অভিমান উপস্থিত হইবে, তদুভয়ের যথাযোগ্য সম্বন্ধ বোধ থাকা চাই; তাহাতে আবার উভয়ত্র যুগপৎ যোগ্য অভিমান ও যোগ্য চেষ্টা থাকা চাই; নচেৎ প্রীতি পুষ্টতালাভ করিতে পারে না। যেমন—দাম্পত্য-সম্বন্ধে নরনারী উভয়ের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বোধ থাকা চাই, তদনুরূপ অভিমান ও চেষ্টা থাকা চাই; তবেই বুঝা যায় তদুভয়ের ভিতর প্রীতি আছে। ভক্ত-ভগবান্ সম্বন্ধেও সে কথা; তাঁহাদের স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে-বোধ হইতে প্রভু-ভৃত্য অভিমান উপস্থিত হইতে পারে; এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের স্বভাবে যদি প্রভুতাগুণ বর্ত্তমান থাকে, তবে অন্যের তাঁহার সম্বন্ধে ভৃত্য-অভিমান জন্মিতে পারে। যে প্রভুত্ব করিতে অক্ষম, কাহারও তাহার ভৃত্যবুদ্ধি

হইতে পারে না। এইজন্য বলিলেন ভগবানের স্বভাব-বিশেষ আবির্ভাবের সহায়তা পাইয়া, ভক্তগণের বিভিন্ন প্রকারের অভিমান উপস্থিত হয়। যথা.—যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীভগবানের প্রভুত্ব আছে তাঁহার দাস-অভিমান, যাঁহার সম্বন্ধে মিত্রতা আছে তাঁহার মিত্র-অভিমান, যাঁহার সম্বন্ধে অনুকম্প্যত্ব আছে তাঁহার বৎসল অভিমান, যাঁহার সম্বন্ধে কান্তভাব আছে তাঁহার প্রিয়া-অভিমান উপস্থিত হয়। এই প্রভুত্ব প্রভৃতিকে শ্রীভগবানের স্বভাব বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষ আবির্ভাবের হেতু কি, তাহা প্রিয়-বিশেষের ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কৃষ্ণদাস নামক ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মিত্রভাব আছে, হরিদাস নামক সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভাব নাই। দৈবাৎ কৃষ্ণদাস-ভক্তের সঙ্গ হইতে হরিদাস ভগবৎপ্রীতিলাভ করিল। এখন কৃষ্ণদাসের প্রীতির গুণেই হরিদাসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মিত্রভাব হইবে; আর তাহা হইতে হরিদাসের শ্রীকৃষ্ণ-সখা-অভিমান উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে দেখা গেল, যে জাতীয় ভক্তের সঙ্গাদি দ্বারা প্রীতির আবির্ভাব হয়, সে জাতীয় অভিমান উপস্থিত হয়। তাহাতে আগে হয় শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষের অভিব্যক্তি, তারপর ভক্তের অভিমান। উভয়ের যোগ্য চেষ্টাও তাহাতে থাকে। ভগবান্ প্রভুত্বের পরিচয় দিলে ভক্ত দাসের কার্য্য করেন।

এস্থলে সাধক-ভক্তগণের কথাই বলা হইল, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই রীতি। নিত্য-পরিকরগণের প্রীতি ত কাহারও সঙ্গলব্ধা নহে, স্বভাবসিদ্ধা; তাঁহাদের অভিমান উপস্থিত হইল কিরূপে? তাহাতে বলিলেন, নিত্য-পরিকরগণের তদুভয় নিত্য। যেমন—শ্রীব্রজরাজ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভাব, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রজরাজের জনকাভিমান বরাবর আছে। এই প্রকার সমস্ত পরিকর-সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।]

প্রীতির্ভক্তিশব্দেন প্রসিদ্ধা। আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিরিতি হি তদনুগতম্। যথৈবোক্তং মায়াবৈভবে—স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমানপুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমেশিতুরিতি। স্নেহোঽত্র প্রীতিমাত্রম্। এবং পাদ্মে—মহিত্ববুদ্ধির্ভক্তিস্তু স্নেহপূর্বাভিধীয়ত ইতি। তথাপি ভক্তের্ভগবতি প্রীতিসামান্য-পর্য্যায়তা মুনিভির্ভক্ত্যা প্রযুজ্যত ইতি পূর্বমুক্তম্। ক্বচিদ্বিশেষ-বাচকা অপি সামান্যে প্রযুজ্যন্তে। জীবসামান্যে নৃপ্রভৃতিশব্দবৎ। ক্বচিদ্ভক্ত্যতিশয়লক্ষণপ্রেমণ্যপি ভক্তিশব্দপ্রয়োগো ব্রাহ্মণগোষ্ঠীষু ব্রাহ্মণ্যাতিশয়বতি অয়ং ব্রাহ্মণ ইতিবৎ। যথোক্তং পঞ্চরাত্রে—

অনুবাদ—তাহাতে (উক্ত প্রকারের অভিমান-সমূহের মধ্যে) অনুগ্রাহ্যতা-অভিমানময়ী প্রীতি ভক্তি-শব্দে প্রসিদ্ধা। আরাধ্য-জ্ঞানে যে ভক্তি, তাহাও ইহার (প্রীতির) অনুগত। যথা,—মায়া-বৈভবে উক্ত হইয়াছে—"তাঁহাতে (শ্রীভগবানে) বহুমান পূর্ব্বক যে স্নেহানুবন্ধ, তাহাই ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয় ; সেই ভক্তি পরমেশ্বরের নিমিত্ত প্রকটিতা।" এস্থলে স্নেহ-শব্দে কেবল প্রীতিই বুঝিতে হইবে। পদ্ম-পুরাণেও এইরূপ বলা হইয়াছে,—"পূজ্য-বুদ্ধি ভক্তি ; তাহা স্নেহপূর্ব্বা বলিয়া কথিতা।" অর্থাৎ স্নেহপূর্ব্বা যে পূজ্যবুদ্ধি, তাহাই ভক্তি। তথাপি ভক্তির ভগবানে প্রীতিসামান্য-পর্য্যয়তা "মুনিগণ কর্ত্তৃক ভক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হয়"—এই বাক্যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বিশেষ-বাচক শব্দসকলও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন—জীব-সাধারণ বুঝাইতে নর-শব্দের প্রয়োগ। প্রেম বলিতে অতিশয় ভক্তি বুঝাইলেও কোন কোন স্থলে প্রেমেই ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ; তাহা, ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীমধ্যে অতিশয় ব্রাহ্মণ্য-(ব্রাহ্মণের গুণ) বিশিষ্ট জনে ব্রাহ্মণ-শব্দ প্রয়োগের মত। যথা, পঞ্চরাত্রে উক্ত

মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথেতি। মনোগতিমমতাদীনান্তু তৎ-সম্বন্ধেনৈব ক্বচিদ্ভক্তিশব্দবাচ্যতোক্তা। তদনুগ্রাহ্যতাভিমানময়ী প্রীতিরেব ভক্তিশব্দস্য মুখ্যোঽর্থঃ। তে চানুগ্রাহ্যাভিমানিনো

হইয়াছে—"মাহাত্ম্যজ্ঞান যাহার পূর্ব্বে আছে এমন সুদৃঢ় সর্ব্বাধিক স্নেহ, ভক্তি বলিয়া কথিত হয়; সেই ভক্তি দ্বারা সার্ষ্ট্যাদির অন্যথা হয় না, অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিলে সার্ষ্ট্যাদি মুক্তি লাভ নিশ্চিত।" মনোগতি, মমতা প্রভৃতিও প্রীতি সম্বন্ধেই কোন কোন স্থলে ভক্তি শব্দে অভিহিত হয়। শ্রীভগবানের অনুগ্রাহ্যতাভিমানময়ী প্রীতিই ভক্তি-শব্দের মুখ্য অর্থ।

[**বিবৃতি**—যে প্রীতিতে শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহক, ভক্তের অভিমান—আমি তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র, সেই প্রীতির নাম ভক্তি।

সচরাচর ভক্তি বলিতে আরাধ্যরূপে জ্ঞানই বুঝায়। এ স্থলে কেন উক্তরূপ প্রীতিকে ভক্তি বলা হইল? তাহাতে বলিলেন, ঐ জ্ঞান ও প্রীতির অনুগত। কেবল আরাধ্যরূপে জ্ঞান ভক্তি নহে, তাহা প্রীতির অনুগত হইলে ভক্তিরূপে পরিণত হয়, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ইত্যাদি (শ্রীভা, ৩।২৯।১১) শ্লোকে অবিচ্ছিন্না-মনোগতিকে ভক্তি বলা হইয়াছে; আর অনন্য-মমতাবিষ্ণৌ ইত্যাদি শ্লোকে (নারদ-পঞ্চরাত্রে) মমতাকে ভক্তি বলা হইয়াছে। তাহা হইলে অনুগ্রাহ্যতা-অভিমানময়ী প্রীতির ভক্তি-সংজ্ঞা হয় কিরূপে? তাহাতে বলিলেন, "মনোগতি, মমতা প্রভৃতিও প্রীতি সম্বন্ধেই কোন কোন স্থলে ভক্তি-শব্দে অভিহিত হয়।" প্রীতি-সম্বন্ধবিহীন মনোগতি বা মমতা ভক্তি-পদবাচ্যা নহে।]

দ্বিবিধাঃ। পোষণমনুকম্পা চেত্যনুগ্রহস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। পোষণমত্র ভগবতা স্বরূপদ্বারা স্বগুণদ্বারা চানন্দনম্। অনুকম্পা চ পূর্ণেঽপি স্বস্মিন্ নিজসেবাদ্যভিলাষং সম্পাদ্য সেবকাদিষু সেবাদি-সৌভাগ্যসম্পাদিকা ভগবতশ্চিত্তার্দ্রতাময়ী তদুপকারেচ্ছা। তেষু দ্বিবিধেষু কেষুচিদ্ভগবতি নির্ম্মমাঃ কেষুচিৎ সমমাশ্চ। তত্র ভগবতি পরমাত্মপরব্রহ্মভাবেনানন্দনীয়াভিমানিনো নির্ম্মমা জ্ঞানিভক্তাঃ শ্রীসনকাদয়ঃ। তেষাং তদভিমানিত্বেঽপি তত্র নির্মমত্বম্।

অনুবাদ—পোষণ ও অনুকম্পা ভেদে অনুগ্রহ দ্বিবিধ বলিয়া, সেই অনুগ্রাহ্যাভিমানিগণ দ্বিবিধ। এ স্থলে পোষণ—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্বরূপদ্বারা ও নিজগুণ দ্বারা আনন্দ-প্রদান। অনুকম্পা—পূর্ণ হইলেও আপনাতে নিজ সেবাদির অভিলাষ সম্পাদন করিয়া সেবকাদিতে সেবাদি-সৌভাগ্য-সম্পাদিকা ভগবানের চিত্তার্দ্রতাময়ী-সেবকাদির উপকারেচ্ছা।

[**বিবৃতি**—সেবকাদির উপকারেচ্ছা অনুকম্পা। শ্রীভগবানের চিত্তদ্রব হইয়া সেই ইচ্ছার উদয় হয়। সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য সেবকাদির সেবাদি-সৌভাগ্য-সম্পাদন। শ্রীভগবান্ কি অন্যের সেবার অপেক্ষা রাখেন? না, স্বরূপতঃ তাঁহার সে অপেক্ষা নাই; তিনি পূর্ণ। যাঁহার কোন অভাব থাকে, তিনি সেই অভাবপূরণরূপ সেবাভিলাষ করেন, শ্রীভগবানের কোন অভাব না থাকায় তিনি সাধারণতঃ কাহারও সেবার অপেক্ষা রাখেন না, তবে ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তসৌভাগ্য-সম্পাদনের জন্য সেবা-গ্রহণে অভিলাষী হয়েন।]

অনুবাদ—দ্বিবিধ অনুগ্রাহ্যাভিমানীর মধ্যে কেহ ভগবানে নির্ম্মম, কেহ মমতাবিশিষ্ট; তন্মধ্যে ভগবানে পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম বুদ্ধি করিয়া যাঁহারা আনন্দিত হয়েন বলিয়া অভিমান করেন, এমন জ্ঞানি-ভক্ত শ্রীসনকাদি নির্ম্মম। তাঁহাদের সেই অভিমান থাকিলেও

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গ ইতিবৎ। তত্র চন্দ্রদর্শনবন্মমতাং বিনাপি তেষাং ভগবদ্দর্শনং প্রীতিদং স্যাৎ। আনুকূল্যংচাত্র তৎপ্রবণত্ব তৎস্তুত্যাদিনা জ্ঞেয়ম্। এষাং প্রীতিশ্চ জ্ঞানভক্ত্যাখ্যা। জ্ঞানত্বং ব্রহ্মঘনত্বেনৈবানুভবাৎ। এষৈব শান্ত্যাখ্যয়োচ্যতে। শমপ্রধানত্বাৎ। শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যাৎ। অথানুকম্প্যাঃ সমমা ভক্তাঃ। এষাং হি অস্মাকং প্রভুরয়মিতি

শ্রীভগবানে নির্ম্মমতা—"হে নাথ! (তুমি মায়াতীত, আমি মায়াবশ সংসারী জীব; মায়া-নিবৃত্তিতে এই) ভেদ দূরীভূত হইলেও আমি তোমার, কিন্তু তুমি আমার নহ; সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কখনও সমুদ্র নহে;"—ইহার মত। তাহাতে (সেই নির্ম্মমতায়) চন্দ্র-দর্শনে যেমন সকলের আনন্দ জন্মে, তেমন মমতা ব্যতীতও ভগবদ্দর্শন তাঁহাদিগকে প্রীতি দান করেন। ঈদৃশ-প্রীতিতে স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎপ্রবণত্বই আনুকূল্য (১) বুঝিতে হইবে। এ সকল ভক্তের প্রীতির নাম জ্ঞানভক্তি। এই ভক্তিকে জ্ঞানস্বরূপা বলিবার হেতু, ইহাতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মঘনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞান-ভক্তিই শান্ত-ভক্তি নামে খ্যাত। কারণ, ইহা শম-প্রধান; "আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতাই শম" (১১।১৯।৩৬), শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতে তাঁহাদের ভক্তি যে শান্ত-ভক্তি ইহা জানা যায়।

অনন্তর অনুকম্প্যগণের কথা বলা যাইতেছে। তাঁহারা শ্রীভগবানে মমতাবিশিষ্ট ভক্ত। ইনি আমাদের প্রভু—এই ভাবে তাঁহাদের

(১) প্রীতিতে ভগবদানুকূল্য থাকা চাই—ইহা পূর্ব্বে প্রীতি-লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রীভগবানে মমতা নাই, তাঁহারা প্রীতিবান্ হইয়া কি আনুকূল্য করেন? এই প্রশ্ন-শঙ্কায় উহাঁদের আনুকূল্যের কথা বলিলেন।

ভাবেন মমতোদ্ভূতা। এতদভিপ্রেত্যৈবানন্যমমতেত্যাদিবক্তৃত্বং কেবলভক্তানাং শ্রীভীষ্মোদ্ধবপ্রহ্লাদনারদাদীনামেবোক্তং ন তু সনকাদীনামপি। অতো মমতোদ্ভবাদেবানুকম্প্যাস্তদভিমানিনশ্চ তে। অনুকম্প্যত্বং ত্রিবিধং পাল্যত্বংভৃত্যত্বং লাল্যত্বঞ্চ। তৈস্ত্রৈবিধ্যেন ক্রমাত্তে শ্রীভগবতি পালক ইতিভাবা দ্বারকাপ্রজাদয়ঃ, সেব্য ইতিভাবাঃ শ্রীদারুকাদিসেবকাঃ, গুরুরিতিভাবাঃ শ্রীপ্রদ্যুম্ন-গদপ্রভৃতিপুত্রানুজাদয়ঃ ইতি। এষাং ত্রিবিধানামপি প্রীতির্ভক্তিরেব। পূর্ব্বাপেক্ষয়া চৈষাং প্রীতেরানুকূল্যাত্মতাধিক্যাদাবৃতজ্ঞানাংশত্বেনাস্যামেব শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ প্রীতিরিত্যেবাখ্যা কৃতা। সা চ

মমতা উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়েই "অনন্যমমতা" ইত্যাদি ভক্তিলক্ষণের বক্তা বলিয়া শুদ্ধভক্ত শ্রীভীষ্ম-উদ্ধব-প্রহ্লাদ-নারদাদির উল্লেখ করা হইয়াছে; (জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিযুক্ত) সনকাদির উল্লেখ করা হয় নাই। এই কারণে (শ্রীভগবানে প্রভুবুদ্ধিতে), মমতার উৎপত্তি-হেতু শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীভগবানের অনুকম্প্য এবং তাঁহাদের অনুকম্প্য বলিয়া অভিমানও আছে।

অনুকম্প্যত্ব ত্রিবিধ—পাল্যত্ব, ভৃত্যত্ব, লাল্যত্ব। এই ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে যথাক্রমে দ্বারকা-প্রজা প্রভৃতির শ্রীভগবানে পালক-ভাব, শ্রীদারুকাদি সেবকগণের সেব্য-ভাব এবং পুত্র অনুজ প্রদ্যুম্ন গদ প্রভৃতির গুরুভাব বর্ত্তমান (১)। এই ত্রিবিধ ভক্তগণের প্রীতিও ভক্তিই বটে। পূর্ব্বের (সনকাদির) অপেক্ষায় ইঁহাদের প্রীতিতে আনুকূল্যাত্মতার আধিক্য এবং জ্ঞানাংশের আবরণ হেতু শ্রীভক্তিরসা-

---

(১) শ্রীদারুক শ্রীকৃষ্ণের সারথি। শ্রীপ্রদ্যুম্ন—পুত্র—রুক্মিণী-নন্দন। শ্রীগদ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—বসুদেব-নন্দন।

ভক্তিঃ ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা, ভৃত্যানাং দাস্যাত্মিকা, লাল্যানাং প্রশ্রয়াত্মিকা জ্ঞেয়া। যা তু মহদ্‌বুদ্ধ্যা চিত্তাদরলক্ষণ-ভক্তির্নমস্কারাদিকার্য্যব্যঙ্গ্যা সা খলু প্রীতির্ন ভবতীতি নাত্র গণ্যতে। তত্তদ্ভাবং বিনৈব কেবলাদরময়ী প্রীতিশ্চেদ্‌ভক্তিসামান্যত্বেন জ্ঞেয়া। অথ পুত্রে ইয়মিত্যাদিভাবেনানুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতির্বাৎসল্যম্। বৎসংবক্ষো লাতীতি নিরুক্তির্হি তত্রৈব ঝটিতি প্রতীতিং গময়তি। প্রীতিমাত্রে তু তদুপলক্ষণত্বেনৈব

মৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ইহাতেই প্রীতি-সংজ্ঞা করা হইয়াছে (১)। সেই ভক্তি ক্রমে পাল্যগণের আশ্রয়াত্মিকা, ভৃত্যগণের দাস্যাত্মিকা এবং লাল্য-গণের প্রশ্রয়াত্মিকা (২)। শ্রীভগবানকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া চিত্তাদর-লক্ষণ যে ভক্তি নমস্কারাদি কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রীতি নহে; তজ্জন্য এস্থলে তাহার গণনা করা হইল না। শ্রীভগ-বানে পালক, সেব্য বা গুরুভাব ব্যতীত কেবল আদরময়ী প্রীতিকে সামান্য ভক্তি বলিয়া জানিবে।

ইনি (শ্রীভগবান্) পুত্র ইত্যাদি ভাবে অনুকম্পিত্ব (আমি কৃপা-প্রদর্শনকারী, এই প্রকার) অভিমানময়ী প্রীতির নাম বাৎসল্য। বক্ষোদান করে—বৎসল-শব্দের এই অর্থ তাহাতেই (পুত্রভাবেই)

---

(১) স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা॥

দক্ষিণ।৫।১৫

শ্রীহরি হইতে যাঁহারা ন্যূন (বলিয়া অভিমান করেন), তাঁহাদিগকে শ্রীহরির অনুগ্রহের পাত্র বলা যায়। তাঁহাদের আরাধ্যাত্মিকা রতিকে প্রীতি বলে।

(২) প্রশ্রয়—স্নেহপূর্ণ আদর। আমাতে শ্রীভগবানের স্নেহপূর্ণ আদর আছে, লাল্যভক্তগণের এইপ্রকার মনোভাব থাকে।

প্রয়োগঃ। লৌকিকরসজ্ঞাশ্চ কেচিদত্রৈব বৎসলাখ্যং রসং মন্যন্তে। তথোদাহৃতং শ্রীদেবহূত্যাঃ পুত্রবিয়োগে—বৎসে

ঝটিতি প্রতীতি উপস্থিত করে। প্রীতি মাত্রে পুত্র-ভাবের উপলক্ষণ-রূপেই বাৎসল্য-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। লৌকিক রসজ্ঞগণের কেহ কেহ ইহাতেই বাৎসল্য-নামক রস হয়—এরূপ মনে করেন। শ্রীদেবহূতির পুত্র-বিয়োগে (শ্রীকপিলদেব গৃহত্যাগ করিলে) সেই প্রকার উদাহরণ উপস্থিত করা হইয়াছে। যথা—বৎসে গাভীর মত তিনি বৎসলা (বাৎসল্যবতী)। শ্রী ভা, ৩৩৩২০

[**বিবৃতি**—পুত্র-শব্দের পর ইত্যাদি-শব্দ যোগ করার উদ্দেশ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, কনিষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির গ্রহণ। ইহাদের যে কোন জনের প্রতিই বাৎসল্য জন্মিতে পারে।

বাৎসল্য কাহাকে বলে, বলিতেছেন—বৎস—লা + ড = বৎসল। তাহার ভাব (বৎসল + ষ্ণ্য) বাৎসল্য। বৎস-শব্দের অর্থ বক্ষঃ, লা ধাতুর অর্থ দান। বক্ষোদান অর্থে বক্ষঃস্থিত স্তনদান বুঝিতে হইবে। "স্তনদান" বলিলে, জননীর সন্তানকে স্তন দান করার কথাই প্রথম প্রতীতির বিষয় হয়। স্তন্যপায়ী সন্তানের প্রতি জননীর যে ভাব, তাহাই বাৎসল্য।

বাৎসল্য স্তন-দানকারিণীর ভাববিশেষ হইলে প্রীতি মাত্রে সে শব্দের প্রয়োগ সম্ভাবনা কিরূপে হয়? তাহার উত্তর, প্রীতি মাত্রে ইত্যাদি। উপলক্ষণ—"একপদেন তদর্থান্যপদার্থ-কথনম্"—এক পদে সেই অর্থযুক্ত অন্য পদার্থের কথন। পুত্রের প্রতি জননীর যে ভাব, যে প্রীতি, তাদৃশ-ভাবময়ী, এস্থলে পুত্রভাবের উপলক্ষণে সেই প্রীতি গৃহীতা হইয়াছে। এইজন্য পুত্রত্বের অপেক্ষা না করিয়া কেবল প্রীতি-তেই বাৎসল্য-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্রীভগবৎ-প্রীতি কিরূপে বাৎসল্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়, তাহার সমাধান জন্য এই ব্যাখ্যা করিলেন।

গৌরিব বৎসলেতি। তস্মাদ্বাৎসল্যং শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্। অথ

শ্রীভগবান্ ত সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী পুত্ররূপে ভক্তের কাছে উপস্থিত হয়েন না, তাঁহার সম্বন্ধে বাৎসল্য জন্মে কিরূপে ? এই সংশয়ের অবকাশ আছে। এই বিচার-পরিপাটীতে সেই সংশয় নিরসন করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে প্রীতি মাত্রেই বাৎসল্য-শব্দের প্রয়োগ। তাহাতে পুত্রত্বের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কোন ভক্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ না করিলেও. তাঁহার সম্বন্ধে সেই ভক্তের বাৎসল্য-প্রীতি জন্মিতে পারে। তবে এই প্রীতি পুত্রভাবের উপলক্ষণ হওয়া চাই ;—পুত্রভাবের যাহা তাৎপর্য্য, এই প্রীতিরও সেই তাৎপর্য্য না হইলে প্রীতি জন্মিতে পারে না ; জন্মহেতু পুত্র না হইলেও শ্রীভগবানে পুত্রের মত স্নেহযুক্ত আদর ও নিজেদের অনুকম্পিতত্ব অভিমান থাকা চাই।

লৌকিক রসজ্ঞগণের কেহ কেহ পুত্রভাবেই বাৎসল্য রস-নিষ্পত্তি মনে করেন। আর, পারমার্থিক রসজ্ঞগণ শ্রীভগবৎ-প্রীতিতেই বাৎসল্য রস-নিষ্পত্তি মনে করেন। লৌকিক রসজ্ঞগণের নির্দ্ধারণের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই শ্রীকপিলদেবের বিচ্ছেদে শ্রীদেবহূতির শোক-বর্ণনে বৎসহারা গাভীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে। পুত্রস্নেহের চূড়ান্ত গাভীতে ;—লৌকিক রসজ্ঞগণ ইহার অধিক আর কল্পনা করিতে পারেন না। ভগবৎপ্রীতির আবেশ ইহা হইতে কোটিগুণে অধিক। শ্রীদেবহূতির পুত্র-বিচ্ছেদে যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভগবদ্বিরহহেতু অতুলনীয় দুঃখ হইলেও লৌকিক রসজ্ঞগণের অভিমতে বৎসহারা গাভীর উপমা উপস্থিত করা হইয়াছে ; তাহা পারমার্থিক রসজ্ঞ শ্রীশুকদেবের অভিমত নহে।]

অনুবাদ—[বাৎসল্য-প্রীতির যে লক্ষণ বর্ণিত হইল, শ্রীব্রজেশ্বরাদির প্রীতি তাদৃশ লক্ষণাক্রান্তা;—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব

মৎসমমধুরশীলবানয়ং নিরুপাধিমৎপ্রণয়াশ্রয়বিশেষ ইতি ভাবেন মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিঃ মৈত্র্যাখ্যা, দ্বিবিধা ; পরস্পরনিরুপাধি-কোপকাররসিকতাময়ী সৌহৃদাখ্যা, সহবিহারশালিপ্রণয়ময়ী সখ্যাখ্যা চেতি। ততো মিত্রাণি চ দ্বিবিধানি ; সুহৃদঃ সখায়শ্চেতি। অত্র সৌহৃদং শ্রীযুধিষ্ঠিরভীষ্মদ্রৌপদ্যাদিষ্বংশেন দৃশ্যতে। সখ্যং শ্রীমদর্জুনশ্রীদামাদিষু। অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ। এষ এব প্রিয়তাশব্দেন শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পরিভাষিতঃ। প্রিয়ায়া ভাবঃ প্রিয়তেতি। লৌকিকরসিকৈ-

---

এবং আপনারা তাঁহার অনুগ্রাহক, তাঁহাদের এই প্রকার অভিমান আছে।] সুতরাং ব্রজেশ্বরাদির প্রীতি, বাৎসল্য প্রীতির দৃষ্টান্ত।

আমার মত মধুর-স্বভাব ইনি, নিরুপাধি মদ্বিষয়ক প্রণয়ের আশ্রয়-বিশেষ, এই ভাবে (১) মিত্রত্ব অভিমানময়ী প্রীতির নাম মৈত্রী। তাহা দুই প্রকার—পরস্পর নিরুপাধিকোপকার-রসিকতাময়ী মৈত্রীর অর্থাৎ মিত্রদ্বয় নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের উপকার করিয়া আনন্দলাভ করিলে তাহাদের মৈত্রীর নাম সৌহৃদ ; আর, সহবিহার-শালি-প্রণয়-ময়ী মৈত্রীর নাম সখ্য (২)। মৈত্রী দুই প্রকার হেতু মিত্রগণও দ্বিবিধ—সুহৃদ ও সখা। সৌহৃদ—শ্রীযুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রৌপদী প্রভৃতিতে আংশিক দৃষ্ট হয়। সখ্য—শ্রীমদর্জ্জুন, শ্রীদাম প্রভৃতিতে।

ইনি কান্ত, এইরূপ প্রীতির নাম কান্তভাব। এই কান্তভাবই

---

(১) আমাকে যে তিনি ভালবাসেন, তাহার কোন হেতু অর্থাৎ মূলে কোন স্বার্থ নাই, কেবল প্রীতির জন্যই ভালবাসেন—এই ভাবনা।

(২) প্রণয়—প্রীতি-হেতু আপনার সহিত প্রিয়জনের অভেদবুদ্ধি। যে মৈত্রীতে তাদৃশ প্রণয় থাকে এবং যাহাতে একত্র বিহার সংঘটিত হয়, তাহা সখ্য।

রত্যৈব রতিসংজ্ঞা স্বীক্রিয়তে। এষ এব কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্যকামবিশেষস্ত্বন্যঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যং খলু স্পৃহাসামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যন্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য

রসামৃতসিন্ধুতে প্রিয়তা-শব্দে (১) পরিভাষিত হইয়াছে। প্রিয়ার ভাব প্রিয়তা। লৌকিক রসজ্ঞগণ ইহাতেই রতি-সংজ্ঞা স্বীকার করেন।

কামতুল্য বলিয়া এই কান্তভাবই শ্রীগোপিকাগণে কাম-শব্দেও অভিহিত হয় (২)। স্মরাখ্য কাম-বিশেষ (কন্দর্প নামে প্রসিদ্ধ—স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগেচ্ছা) ইহা (ব্রজসুন্দরীগণের কান্তভাব) হইতে ভিন্ন; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সাধারণ কামের স্বরূপ, সাধারণ ইচ্ছা; আর, সাধারণ প্রীতি (সকলরকমের প্রীতি) বিষয়ানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত বিষয়াভিলাষাদিময় জ্ঞান-বিশেষ বলিয়াই লক্ষিত হয়। সুতরাং উভয়ের চেষ্টা প্রায় সমান হইলেও সাধারণ কামের চেষ্টার তাৎপর্য্য নিজানুকূল্যে পরিসমাপ্ত হয়; তাহাতে

---

(১) মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ॥

ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু। দক্ষিণ ৫।২০

হরি ও হরিণ-নয়নী (তদীয় প্রেয়সীগণের) সম্ভোগের আদি কারণের নাম প্রিয়তা; ইহার অপর নাম মধুরারতি।

(২) প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত তন্ত্র॥

চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যা। তত্র কুত্রচিদ্বিষয়ানুকূল্যঞ্চ স্বসুখকার্য্যভূতমেবেতি তত্র গৌণবৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ। শুদ্ধ-প্রীতিমাত্রস্য চেষ্টা তু প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যৈব। তত্র তদনুগত-মেব চাত্মসুখমিতি মুখ্যবৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ। অতএব যথাপূর্ব্বং সুখপ্রীতিসামান্যয়োরুল্লাসাত্মকতয়া সাম্যেঽপ্যানুকূল্যাংশেন প্রীতি-সামান্যস্য বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। তথা কামপ্রীতিসামান্যয়োরপি স্পৃহাত্মকতয়া সাম্যেঽপি তদংশেনৈব তজ্জ্ঞেয়ম্। তদেবং স্মরাখ্যকামবিশেষকান্তভাবাখ্যপ্রীতিবিশেষয়োঃ স্পৃহাবিশেষাত্মকতয়া সাম্যেঽপি তেনৈব বৈশিষ্ট্যং সিদ্ধম্। অত্র তু যত্তে সুজাতচরণা-

---

কোনস্থলে বিষয়ানুকূল্য থাকিলেও তাহা নিজসুখের কার্য্যভূত, অর্থাৎ ঐ আনুকূল্যের কারণ নিজসুখ—নিজসুখের জন্য বিষয়ের (প্রিয়-জনের) সে আনুকূল্য করা। এইজন্য তাহাতে (কামে) প্রীতি-শব্দ গৌণী-বৃত্তিতেই প্রযুক্ত হয়। শুদ্ধ-প্রীতিমাত্রের চেষ্টার তাৎপর্য্য বিষয়ের আনুকূল্যেই পরিসমাপ্ত হয়; তাহাতে নিজসুখ বিষয়ানুকূল্যেরই অনুগত; তজ্জন্য এ স্থলেই প্রীতি-শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে ব্যবহৃত হয়। অতএব পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সর্ব্বপ্রকার প্রীতির উল্লাসাত্মকতারূপ সাম্য থাকিলেও আনুকূল্যাংশে সর্ব্বপ্রকারের প্রীতির বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে, এ স্থলেও তেমন সর্ব্বপ্রকার কাম ও প্রীতির স্পৃহাত্মকতারূপ সাম্য থাকিলেও আনুকূল্যাংশেই প্রীতির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে স্মরাখ্য কামবিশেষ এবং কান্তভাবাখ্য প্রীতিবিশেষের স্পৃহাত্মকতারূপ সাম্য থাকিলেও আনুকূল্যাংশেই বৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হইতেছে।

যত্তে সুজাত ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগোপীগণের কান্তভাবে নিজানুকূল্য অতিক্রম করিয়াও প্রিয়ানুকূল্যে তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে বলিয়া

ম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ইত্যাদিভিরতি-ক্রম্যাপি স্বানুকূল্যং প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যস্যৈব দর্শিতত্বাৎ শুদ্ধ-প্রীতিবিশেষরূপত্বমেব লভ্যতে। অতস্তদ্বিশেষত্বঞ্চ স্পৃহাবিশেষা-ত্মকত্বাৎ সিদ্ধম্। ততোঽত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ত্বেন কুব্জাদিসম্বন্ধিকাম-বদপ্রাকৃতকামত্বস্যাপ্যনভ্যুপগমে সতি প্রাকৃতকামত্বং তু সুতরাম-

---

তাহার (গোপীগণের কান্তভাবের) শুদ্ধ প্রীতিবিশেষরূপতাই লব্ধ হইতেছে। সেই শ্লোক—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধিমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

শ্রীভা, ১০।৩১।১৯

রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হত হইলে, তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে গোপীগণ বলিয়াছিলেন-"তোমার যে সুকোমল চরণকমল সম্মর্দ্দন-শঙ্কায় আমরা ধীরে ধীরে স্তনের উপর ধারণ করি, তুমি সেই চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ! ইহাতে কি তাহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? নিশ্চয় হইতেছে,—ইহা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে; যেহেতু তুমিই আমাদের জীবন।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাম বলিয়া কুব্জাদি-সম্বন্ধি কাম অপ্রাকৃত কাম। শ্রীব্রজদেবীগণের কান্তভাব শুদ্ধ প্রীতিবিশেষরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহা কুব্জাদি-সম্বন্ধি কামের মত অপ্রাকৃত কাম বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তাহা হইলে শ্রীব্রজদেবীগণের কান্তভাবের প্রাকৃত কামত্ব কাজে কাজেই অসিদ্ধ হইতেছে।

[**বিবৃতি**—প্রাকৃত জগতেই হউক আর অপ্রাকৃত জগতেই হউক, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার নাম কাম, আর প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়-

সিদ্ধম্। তথা দর্শিতঞ্চ—বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর ইত্যনেন। যদ্বিক্রীড়িতং খলু নিজশ্রবণদ্বারাপ্যন্যেষাং দূরদেশকালস্থিতানামপি

তৃপ্তির ইচ্ছার নাম প্রেম! কুব্জা প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিয়াছিলেন; এই জন্য তাহা কাম। ইহা প্রাকৃত কামের মত প্রাকৃত নায়ক আলম্বন করিয়া উঠে নাই, সচ্চিদানন্দ-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে আলম্বন করিয়া উঠিয়াছে; এই জন্য উহা অপ্রাকৃত কাম। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাওয়ায় কুব্জাদির উক্ত কাম উদ্দাম প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ব্রজবধূগণের কান্তভাব তাহার অনেক উচ্চে সমধিষ্ঠিত। কারণ, তাহা পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছেই, পরন্তু তাহাতে নিজেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার লেশ মাত্রও নাই, অথচ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। অতএব ব্রজদেবীগণের কান্তভাবের নিকট কুব্জাদির অপ্রাকৃত কামের কথাও উঠিতে পারে না; তাহা হইলে ব্রজদেবীগণের কান্তভাব যে প্রাকৃত কাম নহে—তাহা হইতে বহু দূরে, এ কথা বলাই বাহুল্য।]

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজদেবীগণের কান্তভাবের অপ্রাকৃতত্ব স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—"ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর এই ক্রীড়া বিশ্বাস-সহকারে যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন বা স্মরণ করেন, তিনি ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করেন, এবং ধীর হইয়া অচিরে হৃদ্রোগ কাম পরিত্যাগ করেন।" ১০।৩৩।৩৯, এই শ্লোকে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যে ক্রীড়াবিশেষ (রাসলীলা) নিজ শ্রবণ দ্বারাই দূরদেশকালবর্তী-

শীঘ্রমেব যং কামমপনয়ৎ পরমং প্রেমাণং বিতনোতি, তৎ পুনস্তৎ কামময়ং ন স্যাৎ, অপি তু পরমপ্রেমবিশেষময়মেব। ন হি পঙ্কেন পঙ্কং ক্ষাল্যতে। ন তু বা স্বয়মস্নেহঃ স্নেহয়তি। অতএব তস্য ভাবস্য শুদ্ধপ্রেমময়ত্বং নিগদেনৈবোক্ত্বা শুদ্ধত্বে হেতুতয়া পুনস্তেন ভগবৎপ্রসাদশ্চ দর্শিতঃ—ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ ইতি। তস্যাত্মারামশিরোমণেস্তেন রমণঞ্চ দর্শিতম্—

জনগণেরও সত্বরই যে কাম দূরীভূত করিয়া পরম প্রেম বিস্তার করে, তাহা কখনও সেই কাম হইতে পারে না; নিশ্চয়ই পরম প্রেম-বিশেষময়;—পঙ্কের দ্বারা কখনও পঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না, কিম্বা যাহা স্নিগ্ধ নয়, তাহা অন্য বস্তুকে স্নিগ্ধ করিতে পারে না। অতএব গোপীগণের কান্তভাবের শুদ্ধ-প্রেমময়ত্ব স্পষ্টভাবে বলিয়া, শুদ্ধত্বের হেতু ভগবৎপ্রসাদ (১), আবার ভগবৎপ্রসাদের হেতু ঐ ভাবের প্রেমময়ত্ব,—"শুদ্ধ ভাবদ্বারা প্রসাদিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে সমাগতা দেখিয়া," (শ্রীভা, ১০।২২।১৩) এই বাক্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই হেতু (প্রসাদ-হেতু) আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের (গোপীগণ সহ) রমণ দর্শিত হইয়াছে—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

শ্রীভা, ১০।৩৩।২০

"রাসস্থলে যত গোপী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত সংখ্যক হইলেন এবং তিনি ভগবান্, আত্মারাম হইলেও তাঁহাদের সহিত লীলাসহকারে রমণ করিলেন।"

(১) শ্রীব্রজদেবীগণে শুদ্ধা প্রীতির স্থিতি হইতে তাঁহাদের প্রতি ভগবৎ-প্রসাদ প্রমাণিত হইতেছে। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত শুদ্ধাপ্রীতির আবির্ভাব অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানমিত্যাদিভিঃ। বশীকৃতত্বঞ্চ স্বয়ং দর্শিতম্—ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদিনা। তত্র নিরবদ্যেতি প্রীতেঃ

সেই ভাব দ্বারা তিনি যে বশীভূত হইয়াছেন, ইহা নিজেই দেখাইয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জর-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শ্রীভা, ১০।৩২।২১

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন—"যাহারা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল সম্যক্ ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিতেছ, আমার সহিত সেই অনিন্দ্য-সংযোগবতী তোমাদের অসাধারণ প্রশংসনীয় কার্য্যের উপযুক্ত প্রত্যুপকার করিতে দেবতার পরমায়ু পরিমিতকালেও আমি সমর্থ হইব না। সুতরাং তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইতে পারি।" (১)

(১) নিরবদ্য—কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও নির্ম্মল প্রেমবিশেষময় হেতু নির্দ্দোষ।

সংযোগ—আমার সম্বন্ধে চিত্তের সম্যক একাগ্রতা। (গোপীগণের প্রাতীতিক পত্যাদির সহিত কখনও সংস্পর্শ ঘটে নাই বলিয়া, তাঁহাদের কৃষ্ণ-সংযোগ—সঙ্গম নির্দ্দোষ।) গৃহশৃঙ্খল—ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোক-মর্য্যাদা ও ধর্ম্মমর্য্যাদা। কুলবধূ বলিয়া ঐ শৃঙ্খলসমূহ তোমাদের পক্ষে দুশ্ছেদ্য। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ—পরমানুরাগে আমাতে আত্ম নিবেদন করিয়াছ ; আর, আমি কেবল তোমাদিগেতে প্রেমযুক্ত নহি, অন্যত্র—মাতাপিতা প্রভৃতিতেও প্রেমযুক্ত আছি ; অতএব তোমাদের ভজনানুরূপ ভজন করিতে আমি অসমর্থ।

শুদ্ধত্বম্। স্বসাধুকৃত্যমিতি পরমোৎকৃষ্টত্বম্। ন পারয় ইতি স্ববশীকারিত্বমিতি। অতঃ শুদ্ধপ্রেমজাতিষু তস্য পরমত্বাদেব শ্রীমদুদ্ধবেনাপ্যেবমুক্তম্—বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি। তস্মাৎ সর্বতঃ পরমৈব কান্তভাবরূপা প্রীতিরিতি স্থিতম্। তদেবং জ্ঞানভক্তির্ভক্তির্বাৎসল্যং মৈত্রী কান্তভাব ইতি তদ্ভাবাভিমানয়োর্ভেদেন পঞ্চবিধা প্রীতিঃ। এতাশ্চ জ্ঞানভক্ত্যাদয়ঃ ক্বচিন্মিশ্রতয়াপি বর্ত্তন্তে। তত্র শ্রীভীষ্মাদৌ জ্ঞানভক্ত্যাশ্রয়ভক্তী। শ্রীযুধিষ্ঠিরে সৌহৃদ্যান্তর্ভূতে আশ্রয়ভক্তিবাৎসল্যে। শ্রীভীমস্য

এই শ্লোকে নিরবদ্য (অনিন্দ্য) পদে প্রীতির শুদ্ধত্ব, স্বসাধুকৃত্য (তোমাদের অসাধারণ প্রশংসনীয় কার্য্য) পদে প্রীতির পরমোৎকৃষ্টত্ব, আর ন পারয়ে (সমর্থ হইবে না) পদদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বশীকারিত্ব দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকারে অসমর্থ বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি তাহাদের বশীভূত আছেন, একথা বলিলেন।

অতএব শুদ্ধপ্রেম জাতিতে (শুদ্ধ প্রেম-সমূহের মধ্যে) গোপীগণের কান্তভাবের শ্রেষ্ঠত্ব হেতুই শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন, "ভবভয়ে ভীতগণ, মুনিগণ ও আমরা যাহা বাঞ্ছা করি।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৫১

এ সকল কারণে কান্তভাবরূপা প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ইহা স্থির হইল। তাহা হইলে জ্ঞান-ভক্তি (শান্ত), ভক্তি (দাস্য), বাৎসল্য, মৈত্রী (সখ্য) ও কান্তভাব (মধুর,)—ভক্তের ভাব ও অভিমান-ভেদে প্রীতি পঞ্চবিধা। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি পঞ্চবিধা প্রীতি কোন কোন স্থলে মিশ্ররূপেও বর্ত্তমান থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীভীষ্মাদিতে জ্ঞান-ভক্তি ও আশ্রয়-ভক্তি (১);

---

(১) আশ্রয়—অবলম্বন। আশ্রয়ের প্রতি যে ভক্তি তাহা আশ্রয়-ভক্তি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি প্রভৃতি পদের মত এই আশ্রয় ভক্তি-পদ নিষ্পন্ন

৫৬

সখ্যমপি। শ্রীকুন্ত্যামাশ্রয়ভক্ত্যন্তর্ভূতং বাৎসল্যম্। শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্ভক্তিসামান্যবাৎসল্যে। তথা তথা দর্শনাৎ। শ্রীমদুদ্ধবস্য দাস্যান্তর্ভূতং সখ্যম্। ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখেতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। শ্রীবলদেবস্য সখ্যবাৎসল্যভক্তয়ঃ। তত্র বাৎসল্যসখ্যে, ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ। নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ। গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুরিত্যাদিষু। ভক্তিশ্চ, প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুরিত্যাদি-

শ্রীযুধিষ্ঠিরে সৌহৃদ্যের অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়-ভক্তি ও বাৎসল্য। শ্রীভীমের আশ্রয়-ভক্তি, বাৎসল্য ও সখ্য। কুন্তীতে আশ্রয়-ভক্তিরঅন্তর্ভূত বাৎসল্য। শ্রীবসুদেব-দেবকীর সাধারণ ভক্তি(১) ও বাৎসল্য; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ ভক্ত এবং বাৎসল্য-প্রীতিবিশিষ্ট ভক্তের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীমদুদ্ধবের দাস্যান্তর্ভুক্ত সখ্য; তাহা শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায়; তিনি বলিয়াছেন—'তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ,সখা।' শ্রীভা, ১১।১১।৪৮। শ্রীবলদেবের সখ্য, বাৎসল্য ও ভক্তি (দাস্য)। তন্মধ্যে বাৎসল্য ও সখ্য—"কোনস্থানে অগ্রজ (শ্রীবলদেব) ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইলে কোন গোপবালকের ক্রোড়কে উপাধান করতঃ তাহাতে শয়ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে পাদ-সম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করান।" (বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত।) "কোথাও বা দুইভ্রাতা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে নৃত্য, গীত, উলম্ফন, যুদ্ধক্রীড়া করিতে করিতে ক্রীড়াশীল গোপ-বালকগণের প্রশংসা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয় এই জ্ঞানে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি, তাহা আশ্রয়-ভক্তি।

(১) যাহাতে শান্তাদি কোন ভাব ব্যঞ্জিত হয়না, তাহা সাধারণ ভক্তি।

তদুক্তিষু। অত্র চ তস্য ব্রজে সখ্যান্তর্ভূতে বাৎসল্যভক্তী জ্ঞেয়ে। বাল্যমারভ্য সহবিহারাতিশয়াৎ। যদুপুর্য্যাঞ্চ ভক্ত্যন্তর্ভূতে বাৎসল্যসখ্যে। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশময়লীলাবিষ্কারাৎ। ব্রজে তস্যাগ্রজত্বঞ্চ শ্রীবসুদেবনন্দয়োর্ভ্রাতৃত্বপ্রসিদ্ধেঃ শ্রীমন্নন্দেন পুত্রতয়া পাল-

---

করিয়াছিলেন।" (সখ্যের দৃষ্টান্ত।) শ্রীভা, ১০।১৫।১৩-১৪। ভক্তি (দাস্যে)—"ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া।" * শ্রীভা,১০।১৩।৩৪

ইহাতে (শ্রীবলদেবের ত্রিবিধ প্রীতির মধ্যে) ব্রজে তাঁহার সখ্যের অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য ও ভক্তি বুঝিতে হইবে; কারণ, উভয়ে বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে বহু বিহার করিয়াছেন। যদুপুরীতে (মথুরা ও দ্বারকায়) ভক্তির অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য ও সখ্য; কারণ, তথায় শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশময়-লীলার আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

[**বিবৃতি**—ইতঃপূর্ব্বে সহবিহারশালিপ্রণয়ময়ী প্রীতিকে সখ্য বলা হইয়াছে। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ব্রজে একসঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, এইজন্য ব্রজে শ্রীবলদেবের সখ্যের প্রাধান্য। আর, জ্যেষ্ঠাগ্রজ-অভিমানে তাহাতে বাৎসল্য বর্ত্তমান ছিল।

ভক্তি বা দাস্য-প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণে প্রভু-বুদ্ধি থাকে। মথুরা ও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যের প্রচুর অভিব্যক্তি হেতু প্রভু-বুদ্ধির প্রাবল্য ছিল; এইজন্য যদুপুরীতে শ্রীবলদেবের ভক্তি-প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রজে শ্রীবলদেবের অগ্রজ-বুদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন —]

অনুবাদ—শ্রীবলদেবের অগ্রজত্বের হেতু, শ্রীবসুদেব ও নন্দের ভ্রাতৃত্বের প্রসিদ্ধি এবং শ্রীমন্নন্দ-কর্ত্তৃক পুত্ররূপে প্রতিপালন। যথা,—শ্রীবসুদেব ব্রজরাজকে বলিয়াছেন—

---

* এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু মনে করা, শ্রীবলদেবের দাস্যভক্তির পরিচায়ক।

নাস্চ। যথোক্তম্—ভ্রাত র্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে। তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিত ইতি। বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়মিতি চ। এবং শ্রীপট্টমহিষীষু দাস্য-মিশ্রঃ কান্তভাবঃ। শ্রীমদ্ব্রজদেবীষু সখ্যমিশ্র ইত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্ অথ তত্তদ্ভাবাভিমানৌ বিনা তু যা প্রীতিঃ সা সামান্যা তাদৃশ-ত্বাযোগ্যানাং ভবতি। যথা মিথিলাপ্রয়াণে, আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গল-কঙ্কমৎস্যাঃ পঞ্চালকুন্তিমধুকৈকয়কোশলার্ণাঃ। অন্যে চ তন্মুখসরো-জমুদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নার্য্য ইত্যত্র কেষাঞ্চিৎ।

ভ্রাতঃ! আমার পুত্র তাহার জননীর সহিত তোমাকর্ত্তৃক লালিত হইয়া তোমাকে পিতা মনে করতঃ তোমাদের ব্রজে অবস্থান করিতেছে; সে কুশলে আছে ত?" শ্রীভা, ১০।৫।১৮

শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—(তুমি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা) "তোমার সঙ্গী এ সকল বালক এবং অগ্রজ কুমার (বলরাম)ও বলিতেছে।" শ্রীভা, ১০।৮।২৫

এইরূপ শ্রীপট্টমহিষীগণে দাস্যমিশ্র কান্তভাব; শ্রীমদ্ব্রজদেবীগণে সখ্যমিশ্রকান্তভাব। এইরূপ মিশ্রভাবের দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে।

সেই সেই ভাব ও অভিমান (শান্তাদি ভাব ও দাসাদি অভিমান) বিরহিতা যে প্রীতি, তাহাই সামান্যা প্রীতি। যাঁহাদের উক্ত ভাব ও অভিমান সম্পন্ন হইবার যোগ্যতা নাই, তাঁহাদের সামান্য প্রীতির উদয় হয়। যথা,—শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা-গমন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে রাজন্! আনর্ত্ত, ধন্ব, কুরু, জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় নরনারী-গণ নয়ন ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টি-সমন্বিত মুখ-কমল-মধু পান করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৮৬।১৪, এই শ্লোকে

এতে চ নির্মমা জ্ঞেয়াঃ। কিন্তু তেষ্বেতেষু ভগবৎপ্রিয়েষু সামান্য-শান্তৌ তটস্থাখ্যৌ। অনয়োঃ প্রীতিশ্চ তটস্থাখ্যা। তাভ্যামন্যে পরিকরাঃ। তেষাং প্রীতিশ্চ মমতাপ্রাচুর্য্যান্মমতাখ্যা। তেষু তু পাল্যভৃত্যৌ অনুগতৌ। তয়োর্ভক্তিশ্চ সংভ্রমপ্রীত্যাখ্যা। লাল্যাদয়স্তু বান্ধবাঃ। তেষাং প্রীতিশ্চ বান্ধবতাখ্যা জ্ঞেয়া। তৈরেতৈঃ প্রীতিভেদৈঃ প্রিয়ভেদান্ প্রতি স্বস্য ভজনীয়তাভেদা উক্তাঃ—যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্ট-মিতি। প্রিয়ঃ কান্তঃ। আত্মা পরমাত্মা। সুতঃ পুত্রভ্রাতৃ-জাদিরূপঃ অনুজরূপশ্চ। সখা প্রণয়পূর্বকং সহ খেলতি যঃ।

সামান্যা প্রীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা নির্ম্মম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে মমতা-শূন্য ভক্ত।

আরও জ্ঞাতব্য এই যে, এসকল ভগবৎপ্রিয় মধ্যে সামান্য ও শান্ত ভক্তকে তটস্থ বলে; ইঁহাদের প্রীতির নাম তটস্থা। এই দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয় ছাড়া অন্য (দাস, সখা, বৎসল ও কান্তা) সকল পরিকর। তাঁহাদের প্রীতি মমতার প্রাচুর্য্য হেতু মমতা-নামে অভিহিতা, পরিকরগণ-মধ্যে পাল্য ও ভৃত্য-গণ অনুগত। ইঁহাদের ভক্তির নাম সম্ভ্রম-প্রীতি। লাল্যপ্রভৃতি বান্ধব; তাহাদের প্রীতির নাম বান্ধবতা।

প্রীতির এ সকল ভেদ দ্বারা প্রিয়ের ভেদ প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীভগ-বান্ (কপিলদেব) আপনার ভজনীয়তার ভেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—"আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, দৈব এবং অভীষ্ট।"

শ্রীভা, ৩।২৫।৩৮

প্রিয়—কান্ত। আত্মা—পরমাত্মা। সুত—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি-রূপ আর অনুজরূপ। সখা—যিনি প্রণয়পূর্ব্বক সঙ্গে খেলা করেন। গুরু—পিত্রাদিরূপ। সুহৃৎ দুই প্রকার; সম্পর্কিত ও নিরুপাধি

গুরুঃ পিত্রাদিরূপঃ । সুহৃদো দ্বিবিধাঃ ; সম্বন্ধিনো নিরুপাধি-হিতকারিণশ্চ । তত্র পূর্ব্বেষাং প্রিয়ত্বাদৌ প্রবেশাদুত্তরে গৃহ্যন্তে । দৈবমিষ্টমাশ্রয়ণীয়ঃ সেব্যশ্চেত্যর্থঃ । এতান্ ভবাংশ্চ বিনা সামান্যপ্রীতিবিষয় ইতি ভাবঃ । অথ পূর্ব্বোক্তা রত্যাদিভাবা উদাহ্রিয়ন্তে । তত্র রতিমাহ—তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনু-গ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ । তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতেঃ

হিতকারী । তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তি—(সম্পর্কিত) গণের প্রিয়ত্ব প্রভৃতিতে প্রবেশ হেতু, এস্থলে সুহৃৎ-শব্দে পরবর্ত্তি (নিরুপাধিহিতকারি)—গণ গৃহীত হইবেন । অর্থাৎ কান্ত, পুত্র, সখা ইহারা সকলেই সম্প-র্কিত ব্যক্তি ; পূর্ব্বে ইহাদের উল্লেখ থাকায়, দ্বিতীয় প্রকারের সুহৃৎ নিরুপাধি-হিতকারিগণের উল্লেখ করাই এস্থলে অভিপ্রেত । দৈব ইষ্ট—আশ্রয়ণীয়—সেব্য । এ সকল (যাহারা আমাকে প্রিয়াদি মনে করে তাহারা) এবং আপনি (দেবহূতি) ব্যতীত অন্য সকল ভক্তের আমি সামান্য প্রীতির বিষয় । ইহাই শ্রীকপিলদেবের বাক্যের অর্থ ।

রত্যাদির দৃষ্টান্ত ।

অনন্তর পূর্ব্বে যে রত্যাদির কথা বলা হইয়াছে, এখন সে সকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । রতির কথা—শ্রীনারদ ব্যাসদেবকে বলি-য়াছেন—" সেই ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণ-কথা গান করিতেন, আমি সেই মনোহর কথা শুনিতে পাইতাম ; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করায় প্রিয়-শ্রবা (যাঁহার শ্রব—কীর্ত্তি সকলের প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্না হইল ।

প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতি র্মম। যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ৮৪ ॥

ময়ি শুদ্ধ জীবে ব্যষ্টিরূপং পরে ব্রহ্মণি চ সমষ্টিরূপমধ্যা-রোপিতম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ৮৪ ॥

প্রেমাণমাহ—উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যঞ্চ তেহনঘে। যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্ম্যপকর্ষিতা ॥ ৮৫ ॥

হে মহামতে! সেই প্রিয়শ্রবা ভগবানে আমার রুচি জন্মিলে তাঁহাতে স্থিরা বুদ্ধির উদয় হয়, তদ্দারা বুঝিতে পারিলাম, এই সদসৎ-জগৎ নিজ মায়াদ্বারা আমাতে এবং পরমব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে।" (১) শ্রীভা, ১।৫।২৬—২৭॥৮৪॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আমাতে—শুদ্ধ জীবে, ব্যষ্টিরূপ (জগৎ) আর পরমব্রহ্মে সমষ্টিরূপ (জগৎ) অধ্যারোপিত হইয়াছে ॥৮৪॥ (২)

প্রেমের কথা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিয়াছেন,"হে অনঘে (নিষ্পাপে!) তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য আমি উপলব্ধি করিলাম। যেহেতু

---

(১) জীব-দেহ ব্যষ্টিজগৎ, ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিজগৎ। নারদ বলিলেন—নিজ-বিষয়ক ভগবন্মায়া দ্বারা আমাতে ব্যষ্টিজগৎ আর পরমব্রহ্মে সমষ্টিজগৎ কল্পিত হইয়াছে। ইহা যে রজ্জুতে সর্প-প্রতীতির মত ভ্রান্তি, আগে তাহা বুঝিতাম না। শ্রীভগবানের স্বরূপাদির চিন্তনাভাবেই সেই ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। রতির উদয়ে শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণাদি-চিন্তনে আবেশ জন্মে। তাহাতে বুঝিলাম ভগবন্মায়া দ্বারা শুদ্ধ জীবে ব্যষ্টিজগৎ, পরমব্রহ্মে সমষ্টিজগৎ কল্পিত হইয়াছে; তাহা যে ভ্রান্তি মাত্র, তখন বুঝিতে পারিলাম।

(২) অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ।

বেদান্তসারঃ।

যাহা সর্প নহে এমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির মত বস্তুতে অবস্তুর ভ্রান্তিকে অধ্যারোপ বলে।

যৎ যস্মাৎ ধীর্মদীয়জ্ঞানং ময়ি নাপকর্ষিতা মদৌদাসীন্যবাক্যে-নায়ং ময্যুদাসীন ইত্যাশঙ্ক্য ততঃ কিঞ্চিদপি ন্যূনত্বং ত্বয়া ন প্রাপিতা। কিন্তু যথা সদা বর্ত্ততে তথৈবাবর্ত্তিতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীভগবান্ রুক্মিণীদেবীম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রণয়মাহ—উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিত ইতি ॥ ৮৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৮৬ ॥

মানমাহ—একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলেতি ॥ ৮৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৮৭ ॥

বাক্যদ্বারা বিচালিতা হইয়াও আমাতে অর্পিত তোমার বুদ্ধি অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই।" শ্রীভা, ১০।৬০।৪৯॥৮৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—আমাতে অর্পিত তোমার বুদ্ধি অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই—আমার ঔদাসীন্য-বাক্যে 'ইনি আমার প্রতি উদাসীন' এই আশঙ্কা করিয়া (পূর্ব্বে যাহা ছিল) তাহা হইতে কিছুমাত্র কমে নাই; সর্ব্বদা যেমন থাকে, তেমনই আছে ॥ ৮৫ ॥

প্রণয়ের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"পরাজিত ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিয়াছিলেন।" (১) শ্রীভা, ১০।১৮।১২॥৮৬॥

মানের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"একজন গোপী প্রণয়-কোপাবেশে বিবশা হইয়া ভ্রুযুগল কুটিল করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩২।৫॥৮৭॥

---

(১) একদা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এই পণ করিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, খেলায় যে হারিবে সে জেতাকে স্কন্ধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত নিবে। একবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে খেলায় হারিলেন; পণ রক্ষার জন্য তিনি শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে শ্রীদামের যে অসঙ্কোচ, তাহাই প্রণয়ের পরিচায়ক।

স্নেহগাহ--সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ। কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্। দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসন-ভোজনৈঃ॥ সর্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ। বীক্ষন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ॥ ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্প-মৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে। নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধব-স্ত্রিয়ঃ॥ ৮৮॥

বিচেলুঃ অর্হণাদ্যানয়নার্থমিতস্ততশ্চলন্তি স্ম। অভদ্রং যাত্রা-

---

স্নেহের দৃন্টান্ত—(কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হস্তিনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন-সময়ে পাণ্ডবগণের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে) শ্রীসূত বলিয়াছেন—"তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ দুঃসহ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, সৎসঙ্গ দ্বারা যিনি পুত্রাদি-বিষয়ক দুঃসঙ্গ-মুক্ত হয়েন, তিনি সাধুগণ-কীর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণের যশ একবার মাত্র শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না।

কুন্তীর পুত্রগণ দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণে) নিজ বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কিরূপে কৃষ্ণবিচ্ছেদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন ?

তাঁহারা স্নেহ-সম্বদ্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের গমনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলে যদিও বান্ধব-স্ত্রীগণের উৎকণ্ঠা-হেতু নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল, তথাপি তাঁহারা গমন-সময়ে অশ্রুমোচন অমঙ্গল মনে করিয়া, নয়নেই তাহা রুদ্ধ করিলেন।" শ্রীভা, ১।১০।১১—১৪॥৮৮॥

শ্লোকার্থ—ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পূজোপহারাদি আনয়নের জন্য ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিলেন। অকুশল—গমন-সময়ে

সময়ে দুঃশকুনং মাভূদিতি ন্যরুন্ধন্ আচ্ছাদিতবত্যঃ ॥ ১ ॥ ১০ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৮৮ ॥

রাগমাহ—বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ৮৯ ॥

দর্শনমবলোকনম্। যৎ যাসু। অপুনর্ভবম্ অন্যত্র কুত্রাপি তাদৃশমাধুর্য্যাভাবাৎ পুনর্ন জাতং দর্শনং সাম্যপ্রতীতির্যস্য তৎ। অপূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৮ ॥ শ্রীকুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৮৯ ॥

অশ্রু দর্শন অশুভ, তাহা যাহাতে নয়নগোচর না হয় তজ্জন্য তাহা রুদ্ধ—আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥৮৮॥

রাগের দৃষ্টান্ত—শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে জগদ্-গুরো! যাহাতে আপনার অপুনর্ভব দর্শন মিলে, সে সে স্থানে (১) নিরন্তর সে সকল বিপদ হউক। শ্রীভা, ১৮।২৪॥৮৯॥

দর্শন—অবলোকন (দেখা)। যাহাতে—যে সকল বিপদে। অপুনর্ভব—অন্যত্র কোথাও তাদৃশ মাধুর্য্যের অভাব হেতু, পুনঃ দর্শন—সাম্য প্রতীতি জন্মেনা যাহার তাহা অপুনর্ভব দর্শন—অপূর্ব্ব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যেমন মাধুর্য্য আছে, তেমন মাধুর্য্য আর কোথাও নাই; এই জন্য তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখা যায় না—ইহাই অপুনর্ভব দর্শন বলিবার তাৎপর্য্য।

[রাগের লক্ষণ—প্রিয়তমের সংযোগে পরম দুঃখেও সুখবোধ। শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্যে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। বিপদসকল মানুষকে ব্যথিত করে; যে বিপদে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন মিলে, তিনি সেই বিপদ প্রার্থনা করায়, পরম দুঃখেও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কুন্তীর আনন্দ জানা যাইতেছে। ইহা রাগেরই পরিচায়ক।] ॥৮৯॥

---

(১) বনবাসাদিতে।

অনুরাগমাহ—যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহো গতস্তথাপি তস্যাঙ্-ঘ্রিযুগং নবং নবম্ :. পদে পদে কা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যং শ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥ ৯০ ॥

অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ। তাসাং শ্রীমহিষীণাং পার্শ্বগতঃ সমীপস্থঃ। তত্রাপি রহো গতঃ একান্তে বর্ত্ততে। পদে পদে প্রতিক্ষণম্। তচ্চ তাসাং স্বাভাবিকানুরাগবতীনাং নাশ্চর্য্যম্। যতঃ কা বা অন্যাপি তৎপদাদ্বিরমেত তৎপদাস্বাদেন তৃপ্তা ভবেৎ। তত্র কৈমুত্যেনোদাহরণং চলাপীতি জগতি চঞ্চলস্বভাবত্বেন দৃষ্টাপি। অত্রোদাহরণপোষার্থং প্রাকৃতাপ্রাকৃতশ্রিয়োরভেদবিবক্ষা ॥১॥১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৯০ ॥

অনুরাগের দৃষ্টান্ত, শ্রীসূত বলিয়াছেন—"যদিও উনি তাঁহাদের পার্শ্বগত এবং রহোগত ছিলেন, তথাপি তাঁহার চরণযুগল পদে পদে নূতন নূতন বোধ হইত, সুতরাং চঞ্চলা হইয়াও লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যে চরণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কোন্ স্ত্রী এমন আছে, যে সেই চরণ পরিত্যাগ করিতে পারে ?" শ্রীভা, ১।১১।২৯॥৯০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—উনি—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের—দ্বারকা-মহিষীদের, পার্শ্বগত—সমীপস্থ, তাহাতেও আবার (তাঁহাদের সঙ্গে) রহোগত—নির্জ্জনে বিরাজমান ; (তথাপি যে তাঁহার চরণযুগল) পদে পদে—প্রতিক্ষণে (নূতন নূতন বোধ হইত), তাহা পরমানুরাগবতী তাঁহাদের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; যেহেতু, অন্য কে-ই বা তাঁহার চরণ হইতে বিরত—সেই চরণ-মাধুর্য্যাস্বাদে তৃপ্ত হইতে পারে ? তাহাতে কৈমুত্যন্যায়ে উদাহরণ, চঞ্চলা হইয়াও—জগতে চঞ্চল-স্বভাবারূপে দৃষ্ট হইলেও (লক্ষ্মী পর্য্যন্ত সে চরণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।) এ স্থলে উদাহরণ পোষণার্থ প্রাকৃত অপ্রাকৃত লক্ষ্মীর অভেদ অভিপ্রেত হইয়াছে।

মহাভাবমাহ—গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ৯১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥৯১ ॥

এষা প্রীতিজাতীরতিমাত্রাত্মা জ্ঞানিভক্তেষু পরমানন্দঘনমাত্র-

[**বিবৃতি**—রাগ প্রতিক্ষণে প্রিয়তমকে নূতন হইতে নূতনতর-রূপে অনুভূত করাইয়া নিজেও নূতন নূতনরূপে প্রতীত হইলে অনুরাগ নামে খ্যাত হয়। দ্বারকার মহিষীগণের প্রীতিতে অনুরাগের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পার্শ্বে—তাহাতে আবার তাঁহাদের সহিত নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতেন; তথাপি তাঁহা-দের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নূতন বলিয়া অনুভূত হইতেন। এ পর্য্যন্ত অনুরাগের দৃষ্টান্ত।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—লক্ষ্মী ইত্যাদি। প্রাকৃত-লক্ষ্মী — জগৎ-সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপা, অপ্রাকৃত লক্ষ্মী—শ্রীনারায়ণ-প্রেয়সী। প্রাকৃত লক্ষ্মীই চঞ্চলা, সর্ব্বদা এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন না, যাহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, প্রাকৃত লক্ষ্মী তাহার ঘরেই প্রবেশ করেন। অপ্রাকৃত লক্ষ্মী কিন্তু তাদৃশী নহেন, পরম পতিব্রতা ; সর্ব্বদা প্রাণবল্লভ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছেন। এস্থলে চাঞ্চল্যাংশে সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মীর চরিত্র, আর শ্রীকৃষ্ণ-চরণা-শ্রয়াংশে ভগবৎ-প্রেয়সীর চরিত্র লক্ষিত হইলেও, উভয়ের অভেদকল্পনা করিয়া এক লক্ষ্মীতে (ভগবৎ-প্রেয়সীতে) উভয়ের কার্য্য বর্ণন করি-য়াছেন।] ৯০॥

অনুবাদ—মহাভাবের দৃষ্টান্ত—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"গোবিন্দ ব্যতীত যাঁহাদের ক্ষণকাল শতযুগের মত হইত, সেই গোপী-গণের তাঁহার দর্শনে পরমানন্দ হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।১৯।১৬॥৯১॥

ভক্ত-ভেদে প্রীতির সীমা-নির্দ্দেশ :

জ্ঞানি-ভক্তে এই সাধারণ প্রীতি কেবল রতিস্বরূপে অবস্থান করে।

তয়ানুভবসুখস্য মমত্বাভাবেনাতিশয়কারণত্বাযোগাৎ। এবং সামান্যে ষ্বপি। কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাদিত্যাদৌ তু সনকাদীনাং তাদৃশরাগপ্রার্থনৈব ন তু সাক্ষাদেব রাগ ইতি সমাধেয়ম্। অথ পাল্যেষু প্রেমপর্য্যন্তৈব, মমতায়াঃ স্পষ্টত্বাৎ, ন তু স্নেহাদিপর্য্যন্তা।

কারণ, কেবল পরমানন্দ-ঘনরূপে অনুভব-সুখ, মমতার অভাব-নিবন্ধন প্রবলতম কারণ-রূপে সম্মিলিত হইতে পারে না। সাধারণ ভক্ত-গণের প্রীতির সীমাও রতি পর্য্যন্ত।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মমতার আধিক্যে প্রীতির উৎকর্ষাধিক্য। শান্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানকে কেবল পরমানন্দ মূর্ত্তিরূপে অনুভব করেন; তাঁহার প্রতি উঁহাদের 'ইনি আমার' এইরূপ বুদ্ধি থাকে না, এইজন্য ভগবদনুভব প্রীত্যুৎকর্ষের যথেষ্ট কারণ হয় না বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি প্রথম স্তরেই রতি—পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, সনকাদি শান্ত-ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের নিকট কামং ভবঃ ইত্যাদি শ্লোকে প্রার্থনা করিয়াছেন, "যদি আমাদের চিত্ত তোমার চরণকমলে রমণ করে * * * তবে আমাদের যথেষ্ট নরক-বাস হউক"; ইহাত তাঁহাদের রাগেরই পরিচায়ক, তাহা হইলে রতি পর্য্যন্ত শান্ত-ভক্তের প্রীতি সীমা-নির্দ্দেশ করিলেন কেন? তাহাতে বলিতেছেন—]

অনুবাদ—কামং ভবঃ ইত্যাদি শ্লোকে (১) সনকাদির তাদৃশ রাগ প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে,সাক্ষাৎ রাগ নহে—এইরূপ সমাধান করিতে হইবে।

পাল্য ভক্তগণে স্পষ্টভাবে মমতা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া প্রেম পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রীতির সীমা; ইহার পর কিন্তু স্নেহাদি পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদূরসম্বন্ধেন তস্যা অনৌচিত্যাৎ। যত্তু যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবানিত্যাদৌ তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদিতি দারকাপ্রজা-বাক্যে তদতিশয়ঃ প্রতীয়তে, তৎ খলু তত্রৈব কেশাঞ্চিৎ নাপিত মালাকারাদীনাং সাক্ষাত্তৎসেবাভাগ্যবতাং ভাববিশেষধারিণামুক্তি-ত্বেন সঙ্গতম্। অথ শ্রীমদ্ভূত্যেষু রাগপর্য্যন্তাপি সংভাব্যতে। তেষাং মমতাধিক্যেন সন্ততৎসেবালম্পটত্বেন তদেকজীবনত্বাৎ।

হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধ বিশেষ দূরবর্ত্তী ; এইহেতু প্রীতির স্নেহাদি-রূপে পরিণতি উচিত হয় না। আর যে,

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভোভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণোভবে
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত॥

"হে কমলনয়ন! যখন আপনি সুহৃদ্গণের দর্শনের নিমিত্ত কুরু অথবা মধুপুরীতে গমন করেন, তখন ক্ষণকালও আমাদের পক্ষে কোটি-বৎসরের মত হয় ; হে অচ্যুত! সূর্য্য বিনা চক্ষুর যে দশা হয়, আপনার অদর্শনে আপনার জন আমাদেরও সে দশা হয়"—এই দ্বারকা-প্রজা-বাক্যে (পাল্যগণে) প্রেম হইতেও যে অধিক প্রীতি দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারকারই নাপিত, মালাকার প্রভৃতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত, ভাব-বিশেষ-ধারী কাহারও উক্তিরূপে সঙ্গত হয়।

শ্রীভগবানের ভৃত্যগণে রাগ পর্য্যন্ত প্রীতির সম্ভাবনা আছে ; কারণ, তাঁহারা প্রচুর মমতা-সহকারে সর্ব্বদা সেবায় আসক্ত বলিয়া তদ্গত-জীবন অর্থাৎ শ্রীভগবানকেই তাঁহারা জীবন মনে করেন।

[**বিবৃতি**—যে নাপিত ও মালাকারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পাল্যগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন

লাল্যেষু সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহসম্বন্ধেন ততোঽপি মমতাবিশেষাজ্জিতত্বাৎ রাগাতিশয়ো মন্তব্যঃ। তেভ্যঃ সখিভ্যোঽপি মমতাধিক্যাৎ। বৎসলমুখ্যয়োঃ পিত্রোঃ সর্ব্বতস্তদতিশয়ঃ। অন্যত্রাপি প্রায়ঃ। বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বদিত্যাদিশ্রীকুন্তীবাক্যাৎ। সখিষু প্রণয়োৎকর্ষাংশেন তু তদাধিক্যমস্তি। সুহৃৎসু নাতিসন্নিকর্ষাৎ প্রেমাতিশয়

বলিয়া ভৃত্যই বটেন; এই জন্য তাঁহাদিগের রাগ পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক অদর্শনকে কোটি বৎসরের অদর্শনের মত মনে করিতেন, তাহা রাগের লক্ষণ—বিরহে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, কিন্তু মহাভাবের লক্ষণ—বিয়োগে ক্ষণকল্পত্ব নহে।]

অনুবাদ—লাল্যগণে সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের (১) সম্বন্ধ হেতু ভৃত্যগণ হইতেও মমতা-বিশেষের প্রাবল্য নিবন্ধন রাগের প্রাচুর্য্য মনে করিতে হইবে। কারণ, সহ-বিহারশালী প্রণয়বিশিষ্ট সখাগণ হইতেও ইহাদিগে মমতার প্রাচুর্য্য আছে।

মুখ্য বৎসল মাতাপিতার (পুত্রভাবাপন্ন শ্রীভগবানে) সকল ভক্ত হইতে অধিক রাগ। অন্যত্রও প্রায়ই বাৎসল্যে সর্ব্বাধিক রাগ দেখা যায়; "নিরন্তর সে সকল বিপদ হউক" (২) — এই কুন্তী-বাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

সখাগণে প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগের আধিক্য বর্ত্তমান। সুহৃদ-

---

(১) শ্রীবিগ্রহ—শ্রীঅঙ্গ। লাল্য—শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রভৃতি পুত্র-পৌত্র। পুত্রাদির সহিত দেহসম্বন্ধ থাকায় আমাদের যেমন পিতা পিতামহের প্রতি অধিক মমতা, তেমন প্রদ্যুম্নাদির শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদিরূপে আবির্ভাব হেতু তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের জন্যজনক সম্বন্ধ আছে, এই হেতু তাঁহাদের মমতা অধিক।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৮৯ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এব। প্রণয়মানৌ তু সখিপ্রেয়স্যোরেব সম্ভবতঃ। অথ শ্রীপ্রেয়সীষু শ্রীমৎপট্টমহিষীণাং মহাভাবতোন্মুখানুরাগপর্য্যন্তৈব। যদ্বিবর্ত্ত-বিশেষঃ প্রেমবৈচিত্ত্যাখ্যো বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্তাসাম্ উচুর্মুকুন্দৈকধিয় ইত্যাদিনা ইতীদৃশেন ভাবেনেত্যন্তেন বর্ণিতঃ। ততোঽধিকং ন চ শ্রূয়তে। তাভ্যোঽন্যত্র ত্বনুরাগোঽপি ন শ্রূয়তে। ননু সতা-

গণের প্রচুর সন্নিকর্ষের অভাব হেতু, তাঁহাদিগে প্রেমই অধিকরূপে বিদ্যমান ; রাগ নহে।

প্রণয় ও মান সখা-প্রেয়সী উভয়েই সম্ভব হয়। শ্রীপ্রেয়সী-গণের মধ্যে শ্রীমৎপট্টমহিষীগণে (শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিতে) মহাভাবতা উন্মুখ অনুরাগ পর্য্যন্ত প্রীতির সীমা, যাহার বিবর্ত্ত (নৃত্য—যে প্রীতির তরঙ্গ) বিশেষ প্রেমবৈচিত্ত্য-নামে খ্যাত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, তাঁহাদের "উচুর্মুকুন্দধিয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "ইতিদৃশেন ভাবেন" পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইতেছে (১)। শ্রীমহিষীগণে প্রেম বৈচিত্ত্য হইতে অধিক প্রীত্যাবির্ভাবের কথা শুনা যায় না। মহিষীগণে ব্যতীত অন্যত্র কিন্তু অনুরাগাবির্ভাবের কথা শুনা যায় না।

এ স্থলে সংশয়—

(১) শ্রীশুকদেব শ্রীমহিষীগণের প্রেম-বৈচিত্ত্য বর্ণন করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন ; গতি, আলাপ, স্মিত, দৃষ্টি, নর্ম্ম ও আলিঙ্গন দ্বারা তিনি মহিষীগণের বুদ্ধি অপহরণ করিয়াছিলেন।" এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিবার পর শ্রীশুকদেব বলিলেন—"একমাত্র মুকুন্দেই যাঁহাদের বুদ্ধি নিবদ্ধ ছিল, সেই মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তের মত বিচার-শূন্য হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শুন।

শ্রীমহিষীগণ বলিলেন—হে সখি কুররি ! জগতে তুমি একা নিদ্রাহীনা হইয়া শয়নেচ্ছাও করিতেছ না ; যেহেতু বিলাপ করিতেছ। আমাদের পতি রাত্রিতে

ময়ং সারভৃতাং নিসর্গ ইত্যাদৌ অন্যত্রাপ্যনুরাগো বর্ণ্যতে প্রতি

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদ চ্যুতস্যযৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥

শ্রীভা, ১০।১৩।২

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "অচ্যুতবার্ত্তাই যাঁহাদের বাক্য, কর্ণ ও চিত্তের বিষয়, এমন সারগ্রাহী সাধুগণের স্বভাব এই যে, স্ত্রৈণপুরুষ-

প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে, কমল-নয়নের হাস্য ও উদার-লীলা দৃষ্টি দ্বারা তোমার চিত্তও গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে।

হে চক্রবাকি! তুমি রাত্রিকালে স্বীয় বন্ধুকে না দেখিয়াই কি নেত্রদ্বয় নিমীলিত কর না? কেবল কাতর হইয়া রোদন কর; না, দাস্য-প্রাপ্তা আমাদের মত অচ্যুতপদ-সেবিত মালা কবরীতে ধারণ করিবার জন্য রোদন করিয়া থাক।

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

হে হংস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? এস এস, এই দুগ্ধ পান কর। হে প্রিয়! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। তোমাকে আমরা দূত বলিয়া জানি; তিনি সুখে আছেন ত? আমাদের কথা কিছু বলিয়াছেন কি? অস্থির-প্রেম তিনি আমাদের কথা কি স্মরণ করেন? তাঁহার কেবল কথাতেই মিষ্টতা আছে, তিনি কিন্তু অরতিপ্রদ; লক্ষ্মী ব্যতীত আমরা কেন তাঁহাকে ভজন করিব? লক্ষ্মী বারংবার অনাদৃতা হইয়াও তাঁহাকে ভজন করুক। আমরা একনিষ্ঠা—আমাদের মত মানিনী স্ত্রীগণের নিজ সম্মানসিদ্ধিতেই একমাত্র নিষ্ঠা থাকে।"

১০।৯০।৭—১৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়ায় নিরত থাকাকালে প্রবৃদ্ধ অনুরাগভরে মহিষী-গণের এই বিয়োগ-স্ফূর্ত্তিরূপ প্রেম-বৈচিত্ত্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রীতির সীমা; ইহা হইতে অধিক প্রীতির বর্ণনা আর কোথাও দেখা যায় না।

ক্ষণং নব্যত্বস্ফুরণাৎ। নৈবম্। অনুরাগস্য ন তাদৃশস্ফুরণমাত্র-লক্ষণত্বং কিন্তূল্লাসাদিদুঃখসুখত্বভানপর্য্যন্তরত্যাদিগুণলক্ষণত্বমপি। অত্র তু সর্ব্বত্র তত্তল্লক্ষণোদয়াসম্ভাবনয়ানুরাগো নির্ণীয়তে ইতি। তথা নব্যবদেবেত্যুক্তং ন চ নব্যমিতি। শ্রীব্রজদেবীনান্তু মহাভাব-পর্য্যন্তা। তাস্তাঃ ক্ষপাঃ "প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ। ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুরিত্যাদি-প্রসিদ্ধেঃ। নিমেষাসহত্বং তাসামেব, কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে

দিগের কামিনী-বার্ত্তার ন্যায় অচ্যুতের কথা প্রতিক্ষণে তাঁহাদের নিকট নূতনের মত হইয়া থাকে।" এই শ্লোকে অন্যত্রও অনুরাগের বর্ণনা দেখা যায়; কারণ, উক্ত সাধুগণেরও প্রতিক্ষণেই নব্যত্বস্ফুরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে বলিলেন, না, তাহা হইতে পারে না। তাদৃশ স্ফুরণমাত্র অনুরাগের লক্ষণ নহে; অনুরাগে রতি-লক্ষণ উল্লাস হইতে, অনুরাগ-লক্ষণ মহাদুঃখেও সুখ-প্রতীতি পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। এস্থলে কিন্তু তাদৃশ সাধুসকলে সেই সেই লক্ষণের উদয়াভাবে অনুরাগ নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে আবার শ্লোকেও বলা হইয়াছে—নূতনের মত, কিন্তু নূতন নহে; সুতরাং এই শ্লোকে বর্ণিত উক্ত সাধুগণের স্বভাব অনুরাগের লক্ষণ নহে।

শ্রীব্রজ-দেবীগণের প্রীতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—"আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন ব্রজ-দেবীগণ আমার সহিত যে সকল রজনী বিহার করিয়াছিলেন, সে সকল রজনী তাঁহাদের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধের মত অতিবাহিত হইয়াছিল; আর আমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে, রজনীসকল তাঁহাদের নিকট কল্পতুল্য হইয়াছিল।" শ্রী ভা, ১১।১২।১০

এই শ্লোকে মহাভাবের লক্ষণ, 'যোগে কল্প-ক্ষণত্ব' এবং বিয়োগে 'ক্ষণ-কল্পত্বের' প্রসিদ্ধি-হেতু, শ্রীব্রজদেবীগণে মহাভাবাবির্ভাবের প্রমাণ

জড় উদাক্ষতাং পক্ষাকৃদ্দৃশামিতি। যস্যাননমিত্যাদিকস্য নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চেত্যত্র সামান্যতো নরা নার্য্যশ্চ তাবন্মুদিতা বভূবুঃ। চকারাত্তত্রৈব কাশ্চিচ্ছ্রীগোপ্যো নিমের্নিয়মে নিমেষকর্ত্রে কুপিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। অন্যত্র তদশ্রবণাদেব। অন্যথা কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং, গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং

পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধেই মহাভাবের অপর লক্ষণ 'নিমেষাসহত্ব' বর্ণিত হইয়াছে; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গান করিয়াছেন—"কুটিল কেশরাশি যাহার উপরিভাগে শোভা পাইতেছে, তোমার এমন শ্রীমুখ দর্শন-সময়ে নিমেষ মাত্র ব্যবধান উপস্থিত হওয়ায় চক্ষুর পক্ষ্ম সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা অরসজ্ঞ বলিয়া নিন্দিত হয়েন।" শ্রীভা, ১০।৩১।৩৫

(গোপীগণ সম্বন্ধেই নিমেষাসহত্ব বর্ণিত হইয়াছে, একথা বলা হইল কেন? শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনকারী নর-নারী সম্বন্ধেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলিলেন—)

"যাঁহার বদন মকর-কুণ্ডলদ্বারা দীপ্তিমান * * * নরনারী আনন্দিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে নিমেষ-কর্ত্তা নিমির প্রতি কুপিত হইয়াছিল; (১)—এই শ্লোকে যে নরনারীর আনন্দ ও নিমির প্রতি কোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ নর-নারীগণের আনন্দ বুঝিতে হইবে, তন্মধ্যেই (নরনারী-গণ মধ্যেই) কেহ কেহ—শ্রীগোপীগণ নিমির নিয়মে—নিমেষ সৃষ্টির জন্য কুপিতা হইয়াছিলেন, শ্লোকস্থিত 'চ'কার (নিমেশ্চ) হইতে ইহা প্রতীত হইতেছে। কারণ, ব্রজদেবীগণ ছাড়া অন্য নরনারীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নিমেষাসহিষ্ণুতা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অন্যত্র কোথাও শুনা যায় না। অন্যথায় অর্থাৎ যদি বলা হয় নরনারীর সকলের নিমেষা-

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৮২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপমিত্যত্র যৎপ্রেক্ষণ ইত্যাদৌ বৈশিষ্ট্যানাপত্তিশ্চ স্যাৎ। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশ-ভাবজনকত্বং স্বভাব এব তথাপ্যধারগুণমপেক্ষতে। স্বাত্যম্বুনো

সহিষ্ণুতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় "যাঁহার দর্শনে চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকে শাপ দেন, গোপীগণ সেই প্রাণ-কোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুদ্বারা হৃদয়স্থ করতঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিত্যযুক্তগণের দুর্ল্লভ তদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন," (শ্রীভা, ১০।৮২।২৭) শ্রীগোপীগণের এই যে বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

যদিও শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই দর্শনে নিমেষাসহতা উপস্থিত করা, তথাপি আধারের গুণের অপেক্ষা আছে; স্বাতী নক্ষত্রের বারি হইতে মুক্তার উদ্ভবে যেমন আধারের গুণের অপেক্ষা আছে, ইহাও তদ্রূপ।

[**বিবৃতি**—স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল শুক্তি, গজ ও সর্পের উপর পতিত হইলে যথাক্রমে মুক্তা, গজমুক্তা ও সর্পের মণি উৎপন্ন হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে। অন্য নক্ষত্রের জলে তাহা হয় না; ইহাতে বুঝা যায়, স্বাতী নক্ষত্রের জলের মুক্তা জন্মাইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে জল যাহার উপর পড়ে তাহাতেই মুক্তা জন্মে না, কেবল শুক্ত্যাদিতে জন্মে। তেমন মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভাব করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে সকলের সে পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভূত হয় না, কেবল শ্রীব্রজদেবীগণেরই হইয়া থাকে। এই জন্য শ্লোকে যে কৃষ্ণ-দর্শনে নরনারীর নিমেষাসহতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; ভক্তের যে যোগ্যতা থাকিলে মহাভাবের আবির্ভাব হইতে পারে, সেই যোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ ছাড়া আর কাহারও নাই।]

মুক্তাদিজনকত্বমিব। অত্র চ তদ্ভাবমাপুরিতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-মহাভাববিশেষাভিব্যক্তিং দধুরিত্যর্থঃ। অতএব নিত্যযুজাং দুরাপমিত্যুক্তম্। নিত্যযুক্‌শব্দেনাপ্যত্র তৎসলক্ষণাঃ পট্টমহিষ্য এব লভ্যন্তে। ন তদ্বিলক্ষণা অন্যে। দূরপ্রতীতত্বাৎ। ততশ্চ

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্র-যাত্রার শ্লোকে যে "তদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন" বলা হইয়াছে তাহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মহাভাব-বিশেষের অভিব্যক্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব "নিত্যযুক্তগণের দুর্ল্লভ" বলিয়াছেন। নিত্যযুক্ত-শব্দেও এস্থলে শ্রীব্রজদেবীগণের তুল্য লক্ষণ যাঁহাদিগেতে আছে, সেই শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি পট্ট-মহিষীগণকেই পাওয়া যাইতেছে, তাহার (কান্তভাবের) বৈলক্ষণ্য যাঁহাদিগেতে আছে, এমন নিত্যযুক্ত (যোগীগণের কথা ত দূরে) পরিকর (দাস, সখা, মাতা পিতা) গণকেও নহে। কারণ, তাহাতে বাক্যার্থের দূর প্রতীতি-রূপ দোষ (১) উপস্থিত হয়।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীপট্ট-মহিষীগণের প্রীতির সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত। এস্থলে নিমেষাসহতারূপ মহাভাবের অনুভাব বর্ণিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে (শ্রীগোপীগণের) যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীমহিষীগণের দুর্ল্লভ হইতেছে।

রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। নিমেষাসহতা প্রভৃতি রূঢ় মহাভাবের অনুভাব। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় নিমেষাসহতা বর্ণিত হওয়ায় এস্থলে রূঢ় মহাভাবাবির্ভাব বুঝিতে হইবে। মূলের মহাভাব-বিশেষ পদের বিশেষ-শব্দে তাহাই অভিপ্রেত হইয়াছে।]

---

(১) নিকটে মধু থাকা সত্ত্বে কেহ যদি পর্ব্বতে মধু-চক্রের সন্ধানে যায়, তবে তাহার যেমন মূর্খতা প্রকাশ পায়, তেমন এক জাতীয় বস্তুতে যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে সে অর্থের অনুসন্ধান করিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

নিত্যযুজাম্ এতা বিরহিণ্যো বয়ন্তু প্রিয়সংযোগং দিনন্দিনমেব প্রাপ্নুম ইতি প্রেষ্ঠম্মন্যানামপীত্যর্থঃ। অতএব শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ। কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং সর্বা বিশিষ্যুরলমশ্রুকলা-

অনুবাদ—[সেই নিত্যযুক্তাগণ আবার কিদৃশী তাহা—বলিতেছেন—] যে সকল নিত্যযুক্তা শ্রীপট্টমহিষী শ্রীব্রজদেবীগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন—ইঁহারা বিরহিণী, আমরা প্রতিদিন প্রিয়-(শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গ প্রাপ্ত হই ; সুতরাং আমরা পরম-প্রেয়সী। এমন মহিষীগণের যাহা দুর্ল্লভ, তেমন ভাব শ্রীব্রজদেবীগণের উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরমান্তরঙ্গা বলিয়া নির্দ্দেশ করা শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়।

[কেহ যদি বলেন, কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় দেখা যায়, শ্রীমহিষীগণের প্রেমানুবন্ধ শ্রবণ করিয়া শ্রীগোপীগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন ; তাহা হইলে শ্রীমহিষীগণ হইতে প্রেমোৎকর্ষ-নিবন্ধন তাঁহাদের অন্তরঙ্গতা কোথায় ? এই সংশয় নিরসনের জন্য বলিতেছেন]

"কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রাজপত্নীগণ ও স্বগোপীগণ অখিলাত্মা সর্ব্বমনোহর শ্রীকৃষ্ণে মহিষীগণের প্রণয়ানুবন্ধ (প্রণয়ের দৃঢ়তা) শ্রবণ করিয়া ধারাবাহিনী অশ্রুকলায় আকুলিতা এবং বিস্মিতা হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৮৪।১ *

* শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রকট-বিহার-সময়ে একবার সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজগণ, প্রজাগণ এবং নিজ দ্বারকা-পরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তদুপলক্ষে কুরুক্ষেত্র-মহাতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোপ-গোপীগণের সহিত শ্রীব্রজরাজও সে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তথায় স্ত্রীগণ একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিতেছিলেন। সে

কুলাক্ষ্য ইত্যত্র ক্বচিদন্যত্রাদৃষ্টচরেণ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি ইত্যাদি

"ব্রজস্ত্রীগণ যাহা বাঞ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে শ্রীমহিষী-গণের যে প্রণয়দার্ঢ্য প্রকটিত হইয়াছে" তাহা আপনাদের (শ্রীগোপী

সুযোগে দ্রৌপদী শ্রীমহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তোমা-দিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যক্ত কর।

শ্রীরুক্মিণ্যাদি প্রধানা অষ্ট-মহিষী নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন করিলে পর, ষোড়শ সহস্র মহিষী বলিলেন, "নরকাসুর দিগ্বিজয় কালে যে সকল রাজাকে পরাজিত করিয়াছিল, আমরা তাঁহাদের কন্যা; সে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। (শ্রীকৃষ্ণ) সগণে তাহার নিধন সাধনপূর্ব্বক, তাদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া আমাদিগকে মুক্ত করেন। আমরা নিরন্তর তাঁহার সংসার-মোচনকারী পাদপদ্ম স্মরণ করিতাম বলিয়া, আপ্তকাম (পরিপূর্ণ মনোরথ) হইয়াও আমাদিগকে বিবাহ করেন।

হে সাধ্বি! সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ, (সম্রাট ও ইন্দ্র উভয়ের) ভোগ্য, অণি-মাদি সিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ ও সালোক্যাদি—এ সকলের কিছুই আমরা কামনা করি না; কেবল লক্ষ্মীর কুচ-কুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত সেই গদাধরের শ্রীযুক্ত পাদরজ আমরা মস্তকে বহন করিবার জন্য কামনা করি। ব্রজ-স্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, তৃণ-লতা এবং গোচারণ সময়ে গোপগণ যাহা বাঞ্ছা করেন, আমরা মহাত্মার (শ্রীকৃষ্ণের) সেই পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করি।" শ্রীভা, ১০।৮৩।৩৪-৩৭। (এস্থলে লক্ষ্মী—শ্রীরাধা। ১০৮ অনুচ্ছেদে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমহিষীগণের এইপ্রকার প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা শুনিয়া কুন্তী প্রভৃতির বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল।

যে সভায় এসকল প্রসঙ্গ হয়, কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন না; গুরুজন তাঁহাদের নিকট দ্রৌপদীর তাদৃশ প্রশ্ন এবং মহিষীগণের তাদৃশ উত্তর সঙ্গত হয় না। পরম্পরাক্রমে তাঁহারা ঐ সকল কথা শুনিয়াছিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর সহিত তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। গোপীগণ তথায় উপ-স্থিত ছিলেন না; তাঁহারাও পরম্পরা ক্রমেই শুনিয়াছিলেন।

কুন্তী ও গান্ধারীর বিস্ময় পাতিব্রত্যাংশে; দ্রৌপদীর বিস্ময় পাতিব্রত্য

তদীয়পূর্বোক্তরীত্যা স্বীয়ভাবতুল্যতাস্পর্শিনা প্রণয়ানুবন্ধেন বিস্মিতানামপি শ্রীগোপীনাং বিশেষণত্বেন স্বশব্দঃ পঠিতঃ পরমান্তরঙ্গতাবিরোধিধিয়া। তথা অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-

গণের) ভাবের তুল্যতা স্পর্শী (১) এবং এইরূপ প্রণয়দার্ঢ্য অন্যত্র দেখা যায় না—এই মনে করিয়া শ্রীগোপীগণ বিস্মিতা হইলেও, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরমান্তরঙ্গা এ বিষয় যাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের বিশেষণরূপে উক্ত শ্লোকে "স্ব" শব্দ যোজনা করিয়াছেন।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীত্যুৎকর্ষের কথা প্রথম স্কন্ধে পুরস্ত্রী-বাক্যে তিন শ্লোকেও তদ্রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্ব্বনম্।
যদেষপুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি॥
অহোবত স্বর্যশস্তিরস্করী কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং স্মিতাবলোকং স্বপতিংস্ম যৎপ্রজাঃ॥
নূনং ব্রত-স্নান-হুতাদিনেশ্বর সমর্চ্চিতোহ্যস্য গৃহীত পাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ॥
শ্রীভা, ১।১০।২৮-৩০

"অহো! যদুকুল অতিশয় প্রশংসনীয়; যেহেতু এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আর

এবং ভাবাংশে; সুভদ্রার বিস্ময় স্নেহাংশে; রাজ-পত্নীগণের বিস্ময় যথাযোগ্য; আর গোপীগণের বিস্ময় স্বজাতীয় ভাব দর্শনে।

কেহ যেন মনে না করেন, ইহা কেবল যোড়শ সহস্র মহিষীর প্রণয়-মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক, প্রধানা মহিষীগণের প্রণয়ের গভীরতা আরও অধিক। প্রণয়াধিক্যেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

(১) তুল্যতাস্পর্শী বলিবার অভিপ্রায়—শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির প্রথম সীমার আরম্ভ যাহাতে, শ্রীমহিষীগণের প্রীতির শেষ সীমা সে পর্য্যন্ত।

মিত্যাদিপদ্যত্রয়াত্মকে প্রথমস্কন্ধসম্বন্ধিনি পুরস্ত্রীবাক্যেঽপি। তেষু প্রথমদ্বয়ং সর্বস্য মথুরাব্রজদ্বারকাবাসিনো জনস্য ভাগ্যমহিমপ্রতিপাদকম্। তৃতীয়ং খলু, নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ। পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়া ইত্যেতৎ। অত্র পট্টমহিষীণাং ভাগ্যশ্লাঘায়ামপি শ্রীব্রজদেবীনামেব হি পরমোৎকৃষ্টত্বমাস্বাদাভিজ্ঞতরত্বঞ্চায়াতম্। যস্যামৃতস্য মাধুর্য্যস্মরণে দেবা অপি মুহ্যন্তি তন্মনুষ্যেনাপ্যনেনাস্বাদ্যত ইতিবৎ। তস্মাত্তাসামেব সর্বোত্তমভাবনা। অয়-

---

মধুবনও (মথুরাও) পুণ্যতম; কারণ তিনি ইতস্ততঃ গমনোপলক্ষে তথায় পদনিক্ষেপ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যে দ্বারকার প্রজাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক হাস্যাবলোকন-বিশিষ্ট আপনাদের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দেখিতে পায়েন, সেই দ্বারকাপুরী স্বর্গের যশঃ মলিন করিয়া পৃথিবীর যশঃ বিস্তার করিয়াছে।

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে কত ব্রত-স্নান ও হোমাদিদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রজস্ত্রীগণ যে অধরামৃত স্মরণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইতেন, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই অধরামৃত বারংবার পান করিতেছেন।"

এই শ্লোকত্রয়ের প্রথম দুই শ্লোকে ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকাবাসী সমস্ত লোকের ভাগ্য-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে পট্টমহিষীগণের ভাগ্য-প্রশংসায়ও শ্রীব্রজদেবীগণেরই পরমোৎকর্ষ এবং অধিক আস্বাদাভিজ্ঞতা প্রতীতি করাইতেছে; যে অমৃতের মাধুর্য্যস্মরণে দেবগণও মোহ প্রাপ্ত হয়েন, মনুষ্যগণ তাহা পান করিতেছে—এই বাক্যে দেবগণের উৎকর্ষাদি যে রীতিতে প্রতীত হয়, উক্ত শ্লোকে গোপীগণের উৎকর্ষাদিও সেই রীতিতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মত্র সন্দর্ভঃ। শ্রীভগবতঃ স্বভাবস্তাবদুভয়বিধঃ; ব্রহ্মত্বলক্ষণো ভগবত্ত্বলক্ষণশ্চেতি। ভক্তাশ্চ সামান্যতো দ্বিবিধাঃ উক্তাঃ; তটস্থাঃ পরিকরাশ্চেতি। তত্রৈকে তটস্থাঃ ব্রহ্মতাপুরস্কারেণ তৎস্বভাবেন প্রীয়মাণাঃ শান্তাখ্যাঃ। অন্যে চ তটস্থাঃ পরিকরবদ্ভগবত্তাবিশেষেণাপি প্রীয়মাণাঃ পরিকরত্বাভিমানমপ্রাপ্তাঃ। ততঃ স্ফুটমেবৈতে পরিকরাৎ প্রীতিবিহীনাঃ। অথাদ্যা অপি প্রীতিকারণস্য প্রীতিকার্য্যস্য চ নিহীনত্বাৎ পরিকরাৎ প্রীতিনিহীনাঃ। কারণং চাত্র সাহায্যম্। সহায়ো দ্বিবিধঃ; মমতালক্ষণোঽর্থস্তদঙ্গং ব্রহ্মত্বানুভবাদয়স্তদুপাঙ্গানীতি। অত্র তেষাং মমত্বং নাস্তীতি দর্শিতমেব। তচ্চ যুক্তং সম্বন্ধবিশেষা

এস্থলে ইহাই নিগূঢ় মর্ম্ম—শ্রীভগবানের স্বভাব দুই প্রকার; ব্রহ্মত্ব-লক্ষণ ও ভগবত্ত্ব-লক্ষণ। ভক্তগণও দ্বিবিধ বলিয়া কথিত হয়েন, তটস্থ ও পরিকর। তন্মধ্যে কতিপয় তটস্থ ভক্ত ব্রহ্মতা-সূচক তদীয় স্বভাবে প্রীতিমান; তাহাদিগকে শান্ত ভক্ত বলা হয়। অন্য তটস্থগণ পরিকরগণের মত ভগবত্তা-বিশেষ দ্বারাও প্রীত হয়েন; অর্থাৎ ব্রহ্মতা-সূচক স্বভাবে ত প্রীতিমান আছেনই, ভগবত্তা-সূচক স্বভাবেও প্রীতি লাভ করেন। ইঁহারা পরিকরাভিমান প্রাপ্ত হয়েন নাই; তজ্জন্য স্পষ্টরূপেই তাঁহারা পরিকরগণাপেক্ষা প্রীতিবিহীন। প্রথমোক্ত শান্ত-ভক্তগণও প্রীতি-কারণ ও প্রীতি-কার্য্যের নিকৃষ্টতাহেতু পরিকর-গণাপেক্ষা প্রীতিবিহীন। এস্থলে কারণ—সাহায্য। সহায় দ্বিবিধ, মমতা-লক্ষণ যে সহায় তাহা প্রীতি-কারণের অঙ্গ, আর ব্রহ্মতানুভবাদি প্রীতি-কারণের উপায়। শ্রীভগবানে তাঁহাদিগের (শান্ত-ভক্তগণের) মমতা নাই, এস্থলে তাহাই দেখান হইল। তাহা অসঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না; (সম্বন্ধ-স্ফূর্ত্তি

স্ফুরণাৎ। ততোঽঙ্গনির্হীনত্বম্। উপাঙ্গেষু চ তেষাং ব্রহ্মত্বজ্ঞানমেব মুখ্যম্। তদনুশীলনস্বাভাব্যাৎ। ভগবত্তাজ্ঞানন্তু তদনুগতম্। তস্যা এব তাদৃশভাবেন তেষামাকর্ষণাৎ। যদুক্তম্—আত্মারামাশ্চেত্যাদৌ ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি। বস্তুতস্তু প্রীতিসাহায্যে ভগবত্তায়া এব মুখ্যত্বং তৈরনুভূতম্। তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদৌ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতি। তথাপি তাদৃশস্বভাবস্বাপরিত্যাগাদুপাঙ্গনির্হীনত্বম্। অথ প্রীতি-

থাকিলেই মমতা জন্মে।) সম্বন্ধ-স্ফুরণাভাবে প্রীতির অঙ্গ-স্থানীয় যে কারণ (মমতা), তাহার নিকৃষ্টতা উপস্থিত হয়। আর, উপাঙ্গসকলের মধ্যেও তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম-জ্ঞানই মুখ্য; কারণ, তাঁহারা স্বভাবতঃই ব্রহ্মানুশীলনে নিরত থাকেন; তাঁহাদের ভগবত্তা-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অনুগত থাকে; যেহেতু ভগবত্তাই শান্ত-ভক্তগণকে তাদৃশ রূপে (ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপে) আকর্ষণ করে, যাহা "আত্মারামাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীসূত বলিয়াছেন—"হরি এই প্রকার (আত্মারাম-গণাকর্ষী) গুণশালী।" (১) বাস্তবিক প্রীতির সহায়তা পক্ষে ভগবত্তারই প্রাধান্য সনকাদিমুনিগণ অনুভব করিয়াছিলেন; "তস্যারবিন্দনয়নস্য" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মানন্দ-সেবিগণেরও চিত্ত-তনুর ক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল", (২) এই বাক্যে তাহা ব্যক্ত আছে। তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মানুশীলনস্বভাব ত্যাগ করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রীতিকরণের উপাঙ্গও নিকৃষ্ট।

(১) আত্মারামাশ্চ মুনয়োর্নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০

বিধি-নিষেধের অতীত আত্মারাম-মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরি এই প্রকার গুণশালী।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ—১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[**বিবৃতি**—পরিকরগণ হইতে শান্ত-ভক্তগণের প্রীতির ন্যূনতা দেখাইতেছেন। ন্যূনতার হেতু, প্রীতির কারণ ও কার্য্যের ন্যূনতা এস্থলে তাঁহাদের প্রীতি-কারণের নিকৃষ্টতা দেখাইলেন; পরে প্রীতি-কার্য্যেরও নিকৃষ্টতা দেখাইবেন। এস্থলে "অনন্যথা সিদ্ধত্ব নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং—যাহার অভাবে কার্য্য হয় না এমন নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুকে কারণ বলে,"—এই অর্থে কারণ-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; সহায় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রীতি নিত্য বস্তু বলিয়া, তাহার উৎপত্তির হেতুভূত কোন কারণ থাকিতে পারে না; যাহা প্রীত্যাবির্ভাবের সাহায্য করে, তাহাই উহার কারণ। আর প্রীতি হইতে যাহা হয়, তাহা প্রীতির কার্য্য।

প্রীতির সহায় দ্বিবিধ; এক প্রকার হইল মমতা, অপর প্রকার ব্রহ্মত্বানুভবাদি। আদি-পদে পরমাত্মরূপে অনুভব এবং ভগবৎ-স্বরূপে অনুভব বুঝিতে হইবে। এই দ্বিবিধ কারণকে মুখ্য ও গৌণ ভেদে অঙ্গ ও উপাঙ্গ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুখ্য কারণ মমতা—অঙ্গ; গৌণ কারণ ব্রহ্মত্বানুভবাদি—উপাঙ্গ। অঙ্গ—কর-চরণাদি অবয়ব, উপাঙ্গ—ভূষণ।

কারণের উৎকর্ষে কার্য্যের উৎকর্ষ, কারণের অপকর্ষে কার্য্যের অপকর্ষ; এস্থলে প্রীতি-কারণের অপকর্ষদ্বারা (শান্তভক্তগণের) প্রীতির অপকর্ষ প্রতিপন্ন করিলেন।

অঙ্গের অপকর্ষের হেতু সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রতি মমতা জন্মে না। উপাঙ্গের অপকর্ষের হেতু অনুভবের অপকর্ষ। শান্ত-ভক্তগণে ব্রহ্মত্বানুভব প্রধান, আর ভগবত্তানু-ভব অল্প থাকে। ভগবত্তানুভব যে ব্রহ্মত্বানুভব হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা শান্ত ভক্তগণের আদর্শ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের দর্শনকালে অনুভব করিয়াছেন; সুতরাং এসম্বন্ধে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন,

কার্য্যমপি তেষাং নিহীনম্। যতঃ প্রায়শো ভগবৎস্মরণমেব তৎকার্য্যং তদ্দর্শনন্তু কাদাচিৎকমেব। পরিকরাণাং পুনঃ সাক্ষাত্তদঙ্গসেবাদিকমপি সন্ততমেব। অতএব তেষামেব সৌভাগ্যাতিশয়বর্ণনম্। শ্রীজয়বিজয়শাপপ্রস্তাবে তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীরিত্যুক্ত্বা তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যমিতি। তথা

ইহাতে তাহাদের অনুভবের অপকর্ষ সিদ্ধ হইল। এইরূপে দ্বিবিধ সহায়ের ন্যূনতা প্রতিপন্ন হইল।

অতঃপর তাঁহাদের প্রীতিকার্য্যের নিকৃষ্টতা দেখাইতেছেন।]

অতএব—পরিকরগণে প্রীতিকার্য্যের উৎকর্ষ-নিবন্ধন. শান্ত-ভক্তগণ হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয্যের বর্ণনা দেখা যায়। যথা জয়-বিজয়-শাপ-প্রস্তাবে (১) —"যে স্থানে মুনিগণ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীহরি আপনার চরণ চালনা করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চরণযুগল পরমহংস-মহামুনিগণের অন্বেষণীয়" এই কথা বলিয়া, তারপর বলিয়াছেন—"সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মসমাধিরূপ সাধনের ফল-স্বরূপ সুস্পষ্ট অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন, পরিকরগণ সেবাযোগ্য নানা বস্তু দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।" শ্রীভা, ৩।১৫।৩৭-৩৮

[মুনিগণ দীর্ঘকালের সমাধির ফলরূপে যাঁহার একবার দর্শন

---

(১) সনক, সনৎকুমার, সনাতন ও সনন্দন এই চারিজন শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীহরিকে দর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহারা প্রবীণ হইলেও পঞ্চবর্ষীয় বালকের মত এবং উলঙ্গ ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয়-বিজয় তদ্রূপে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেত্রোত্তোলন পূর্ব্বক নিষেধ করেন। ইহাতে মুনিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

বিনতাসুতাংশে বিন্যস্তহস্তমিতি। তথা তদা জয়বিজয়য়োরেব ভগবত আত্মীয়ত্বং স্পষ্টমস্তি। মুনিষু তু গৌরবম্। তত্র শ্রীব্রহ্মবাক্যে--এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্য ইতি। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথবাক্যে চ—তদ্বঃ প্রসাদয়া-

---

পাইলেন,—পরিকরগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন—ইহাই তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয্যের পরিচায়ক।]

[বিনতানন্দন—শ্রীগরুড়, অন্যতম পরিকর। উক্ত প্রস্তাবে তাঁহারও সৌভাগ্যাতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায়; শ্রীহরি যখন মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন তিনি] "বিনতানন্দনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছেন।" শ্রীভা, ৩।১৫।৪০। [ঈদৃশ অবস্থান পরমানুগ্রহের পরিচায়ক। ইহা শ্রীগরুড়ের পরম সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে।]

জয়-বিজয়েরও এই প্রকার পরম-সৌভাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। (যখন তাঁহারা মুনিগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া শাপগ্রস্ত হইলেন,) তখন শ্রীভগবান্ জয়-বিজয়ের প্রতি আত্মীয়তা, আর মুনিগণের প্রতি গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন; জয়-বিজয়ের শাপ-প্রস্তাবে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত আছে। শ্রীব্রহ্মার বাক্য—"এই প্রকারে তৎক্ষণাৎ আর্য্যগণের মনোজ্ঞ ভগবান্ নিজ জনগণের মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘনরূপ অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া," * শ্রীভা, ৩।১৫।৩৭

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বাক্য—(কুপিত মুনিগণকে তিনি বলিয়াছেন,) "ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা, এখন আপনাদিগকে প্রসন্ন করিব; আমার ভৃত্যগণ যাহা করিয়াছে, তাহা আমার কৃতকর্ম্ম বলিয়া মনে করি।" শ্রীভা, ৩।১৬।৪

---

* এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদ পূর্ব্বোদ্ধৃত—"যেস্থানে মুনিগণ" ইত্যাদি।

মান্য দৈবং পরং হি মে। তদ্ধি হ্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসংকৃতম্ ইতি। তচ্চ পরিকরাণাং সৌভাগ্যং স্বয়মপি দৃষ্ট্বা তে মুনয়শ্চ তয়োঃ স্বকৃতশাপাদলজ্জন্ত। যং বানয়োর্দমমধীশ ভবন্ বিধত্তে বৃত্তিং তু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্। অস্মাস্থ বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণেতি।

[**বিবৃতি**—শ্রীব্রহ্মবাক্যে জয়-বিজয়কে নিজ জন বলায় তাঁহাদের প্রতি আত্মীয়তা, আর মুনিগণকে শ্রীভগবান্ "মহৎ" মনে করায় তাঁহাদের প্রতি গৌরব প্রকাশ অভিপ্রেত হইতেছে। শ্লোকস্থিত মহৎ শব্দ ভগবানের মনোভাব ব্যঞ্জক। শ্রীভগবদ্বাক্যে জয়-বিজয়কে নিজ ভৃত্য এবং তাঁহাদের কৃত কর্ম্মকে নিজ কর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করায় তাঁহাদের প্রতি আত্মীয়তা, আর মুনিগণকে পরম-দেবতা-বুদ্ধিতে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবানের গৌরব প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের আত্মীয়-বুদ্ধি যত কৃপার পরিচারিকা, গৌরব-বুদ্ধি তত কৃপার পরিচারিকা নহে। পরিকর জয়-বিজয়ের প্রতি শ্রীভগবানের আত্মীয়-বুদ্ধি থাকায় মুনিগণ হইতে তাঁহাদের প্রচুর সৌভাগ্য দেখা যাইতেছে।

অনুবাদ—মুনিগণ স্বচক্ষে তাঁহাদের (জয়-বিজয়ের) সেই সৌভাগ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। লজ্জিত হইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—"হে অধীশ! ইঁহাদের (জয়-বিজয়ের) প্রতি যদি অন্য দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, কিম্বা তাঁহাদের জীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা করুন, আমরা অসঙ্কোচে তাহার অনুমোদন করিতেছি। আর, নিরপরাধ ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি যে দণ্ড উচিত হয়, তাহা প্রদান করুন।"

শ্রীভা, ২।১৬।২৫

তথা তয়োস্তস্যাত্মীয়ত্বেনৈব সহ কারুণ্যমপি মুনিষু নির্গতেষু ব্যক্ত-মস্তি। ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ইতি। তস্মাৎ কার্য্যনিহী-নত্বমপি। তেভ্যশ্চ সর্বনিহীনত্বেভ্যস্তটস্থানতিক্রম্য পরিকরাণাং প্রীত্যুৎকর্ষো দর্শিতঃ। ননু নিরুপাধিপ্রেমাস্পদস্য প্রীতৌ পরিকরত্বাভিমান উপাধিঃ স্যাৎ। ততো জ্ঞানাত্মিকাং সামান্যাঞ্চ প্রীতিমপেক্ষ্য তদভিমানিপ্রীতয়ো গৌণ্য এব স্যুঃ। কিঞ্চ মম-তায়াঃ প্রীতি হেতুত্বে জ্ঞাতে চ যস্যাত্মনঃ সম্বন্ধাৎ প্রীতির্ভবেৎ

জয়-বিজয়ের প্রতি শ্রীভগবানের যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, মুনিগণ বৈকুণ্ঠ হইতে নির্গত হইলে তদনুরূপ কারণও প্রকাশিত হইয়াছিল; তখন "শ্রীভগবান্ অনুগত সেই দুই জনকে বলিলেন, তোমরা এখান হইতে যাও; ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। ব্রহ্ম-শাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা ইচ্ছা করি না; আমার মতানুসারে তোমাদের সম্বন্ধে এই শাপ উপস্থিত হইয়াছে।"
শ্রীভা, ৩।১৬।২৯

এই সকল শ্লোক-প্রমাণে শান্তভক্তগণে প্রীতি-কার্য্যেরও নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে তটস্থ (শান্তভক্ত) গণের প্রীতির সর্ব্বপ্রকারের (কারণগত ও কার্য্যগত) নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা পরিকরগণের প্রীতির উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য—নিরুপাধি প্রেমাস্পদের (শ্রীভগবানের) প্রতি যে প্রীতি, তাহাতে পরিকরত্ব-অভিমান উপাধি হইতে পারে; তন্নিবন্ধন জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্যা প্রীতির অপেক্ষা পরিকরত্বাভিমানময়ী প্রীতি-সমূহ গৌণী হইবে,—তাহাতে আপত্তি কি? আর, মমতাই প্রীতির কারণ, ইহা জানা গেলে, যে আত্মার সম্বন্ধ-হেতু প্রীতি জন্মে, সেই আত্মাতেই অধিক প্রীতি হউক, ইহাতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে?

তস্মিন্নেব তদাধিক্যং স্যাৎ। নৈবম্। শ্রীভগবতো যেন স্বভাবেনৈবানুভূতে নাভিমানবিশেষং বিনাপি তেষাং প্রীতিরুদয়তে, তেনাপি পরিকরাণামুদয়তে। তথা নিজস্বভাবসিদ্ধো বা তাৎ-

[**বিবৃতি**—জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্যা প্রীতিতে শ্রীভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধাভিমান থাকে না, আর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত-ভাবময়ী প্রীতিতে আমি শ্রীভগবানের দাসাদিরূপ কোন পরিকর—এইরূপ অভিমান থাকে। এস্থলে যে জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্যা প্রীতি হইতে পরিকরতাভিমানময়ী প্রীতির শ্রেষ্ঠতা দেখান হইল, তাহাতে আপত্তি এই যে,—কোন গুণ-বিশেষের অপেক্ষায় শ্রীভগবান্ প্রেমাস্পদ নহেন, স্বভাবতঃই তিনি সকলের প্রেমাস্পদ। যাঁহারা পরিকরাভিমানে তাঁহাকে প্রীতি করেন, তাঁহাদের ঐ অভি-মানটী প্রীতির হেতু, তাঁহাদের প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রভুত্বাদি গুণ-প্রকাশের অপেক্ষা আছে; জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্যা প্রীতিতে কোন অভিমান নাই; তাদৃশ প্রীতিবান্ কোন অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রীতি করেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রীতি শ্রেষ্ঠ আর যাঁহারা পরিকরাভিমান নিয়া প্রীতি করেন তাঁহাদের প্রীতি নিকৃষ্ট হউক; এই এক পূর্ব্ব পক্ষ। অপর পূর্ব্বপক্ষ—মমতার হেতু, শ্রীভগ-বানের সহিত সম্বন্ধ-বোধ। সেই সম্বন্ধ জীবের আত্মা আর শ্রীভগবান্ উভয়ের মধ্যে। সেই সম্বন্ধই যদি প্রীতির হেতু হয়, তাহা হইলে যে আত্মার সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ প্রিয়, সেই আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হউক। এই পূর্ব্বপক্ষদ্বয় নিরসনের জন্য বলিলেন—]

অনুবাদ—না, এই প্রকার হইতে পারে না। শ্রীভগবানের যে স্বভাব অনুভব করিয়া অভিমান-বিশেষ ব্যতীতও শান্ত ও সাধারণ ভক্তগণের প্রীতির উদয় হয়, সেই স্বভাব অনুভব করিয়া পরিকরগণেরও

কালিকো বা যোঽভিমানবিশেষস্তেনাপ্যুদয়তে। সমুচ্চয়ে কো বিরোধঃ। প্রত্যুতোল্লাস এব। তত্র ভগবৎস্বভাবময়ত্বং

প্রীতির উদ্রেক হয়। তেমন আবার পরিকরগণের স্বভাবসিদ্ধ বা তাৎকালিক যে অভিমান-বিশেষ, তদ্দ্বারাও প্রীতির আবির্ভাব ঘটে। এই সমুচ্চয়ে কোন বিরোধ নাই, বাস্তবিকপক্ষে তাহাতে প্রীতির উল্লাসই হইয়া থাকে।

[**বিবৃতি**—প্রীতির উদয়ের হেতু, শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতি—তাহাতে ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই;—সেই স্বভাবানুভূতিদ্বারা অভিমান থাকিলেও প্রীতি উদিত হয়, না থাকিলেও হয়। সুতরাং পরিকরগণের অভিমান-বিশেষ প্রীতির উদয়ে বাধা জন্মায় না বলিয়া, তাঁহাদের প্রীতি গৌণী হইতে পারেনা, তাহাতে আবার, তাঁহাদের অভিমান-বিশেষ হইতে যে মমতা জন্মে, তাহাও প্রকারান্তরে পরিকরগণের প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু হয়। এইরূপে দুইদিক (ভগবানের স্বভাব ও পরিকরগণের অভিমান) হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহা প্রথম পূর্ব্বপক্ষের উত্তর।

আর, শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু, ভক্তের আত্মানুভব নহে। শ্রীভগবানের স্বভাব অনুভূত হইলে তাঁহাকেই আত্মার নিরতিশয় প্রিয় মনে হয়; যেমন সম্বন্ধ নিমিত্ত ব্যক্তি-বিশেষ ব্যক্তিবিশেষের পুত্ররূপে প্রিয় হয়, তেমন শ্রীভগবান্ সম্বন্ধবিশেষের জন্য আত্মার প্রিয় নহেন, তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়। এইজন্য শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতির আবির্ভাব অত্যধিক, আত্মার প্রতি সেরূপ নহে। ইহা দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর।

পরিকরগণেব দাস, সখা-প্রভৃতিরূপ যে যে অভিমান সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, তাহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। আর লীলাবিশেষের

ভক্ততাৎকালিকাভিমানবিশেষত্বঞ্চাহ—গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসাৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা। পুরোবদিতি ॥ ৯২ ॥

বশবর্ত্তিতায় সেই লীলার প্রাকট্য-সময়ে কোন কোন পরিকরের যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা তাৎকালিক। অবশ্য তাহাতেও শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতি অনুসারে সেই অভিমান উপস্থিত হয়। যেমন কেহ শ্রীভগবানের পুত্র-স্বভাব অনুভব করিলেন; তাঁহার পিতৃত্বাভিমান উপস্থিত হইবে]

অনুবাদ-[প্রীতি কোনস্থলে ভগবৎ-স্বভাববিশেষ এবং তদনুসারে আবির্ভূত পরিকরগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষ যোগে আবির্ভূত হয়, কোনস্থলে ভক্ত-ভগবান্ উভয়ের স্বভাব-বিশেষ-যোগে আবির্ভূত হয়] তন্মধ্যে প্রীতির ভগবৎ-স্বভাব-বিশেষময়ত্ব এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষময়ত্বের কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন;—"বৎস ও বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণে গাভী ও গোপীদিগের মাতৃভাব পূর্ব্বের মত হইয়াছিল, কিন্তু এখন বৎসাদি রূপ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বে বৎসাদির প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহা হইতে অধিক স্নেহ দেখা যাইতে লাগিল।"

শ্রীভা, ১০।১৩।২৫

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমা দর্শনাভিলাষে ব্রহ্মা মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহার সখা গোপবালকগণকে এবং তিনি সখাগণ সহ যে সকল বৎসচারণ করিতেছিলেন, সে সকল বৎসকে হরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বালক ও বৎসগণের রূপ ধারণ করিয়া ব্রজে প্রবেশ করেন; তখন গোপী ও গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি ছিল তাহা বাৎসল্য-ভাবময়ী হইলেও পুত্র-ভাবময়ী নহে। আবার ব্রহ্মমোহন-লীলাবসানে যথার্থ গোপবালক ও গোবৎসগণ উপস্থিত হইলে, তাহাদের প্রীতিতে সেই ভাব ছিল না। এই জন্য ইহা তাৎকালিক ভাব-বিশেষের দৃষ্টান্ত;

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯২ ॥

উভয়স্বভাবময়ত্বমাহ—যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষ-সন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥ ৯৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥ ৫ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ ॥ ৯৩ ॥

আর, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণই পুত্রস্বভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার ভাগবৎ-স্বভাবময়ত্ব নিশ্চিত হইতেছে।]॥৯২॥

অনুবাদ—প্রীতির ভক্ত-ভগবান্ উভয়-স্বভাবময়ত্বের দৃষ্টান্ত শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্য। তিনি দৈত্যগুরুকে বলিয়াছেন "হে ব্রহ্মন্! লৌহ যে প্রকার অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকের) সন্নিধানে ভ্রমণ করে, আমার চিত্তও সেই প্রকার যদৃচ্ছাক্রমে (স্বভাবতঃ) শ্রীহরির সন্নিকর্ষ হেতু এই প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।" শ্রীভা, ৭।৫।১২

[**বিবৃতি**—দৈত্যগুরু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বালকগণের মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণেই অনুরাগ থাকে; তোমাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি—তুমি পিতৃশত্রু হরিতে অনুরক্ত; তোমার এই বুদ্ধিভেদ জন্মাইল কে? তাহার উত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে যে লৌহ আর চুম্বকের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে লৌহের স্বভাব চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, লৌহ অন্য কোন বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয় না; আবার চুম্বকের স্বভাব লৌহকে আকর্ষণ করা, তাহা অন্য কোন বস্তুকে আকর্ষণ করে না। এস্থলে উভয়ের স্বভাব একই কার্য্যের হেতু। দার্ষ্টান্তিকে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রীতিও তদ্রূপা; শ্রীপ্রহ্লাদের স্বভাব শ্রীহরির মত প্রভুর দাস্য করা, আর শ্রীহরির স্বভাব শ্রীপ্রহ্লাদের মত ভক্তের প্রভুত্ব করা। এই জন্য শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্ত্যাখ্য-প্রীতি (দাস্য ভাব) উভয়-স্বভাবময়ী।] ৯৩॥

[পূর্ব্বে (৮৪ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, ভগবৎ-স্বভাব-বিশেষ

কিঞ্চ ভক্তাভিমানবিশেষময়শ্চ প্রেমা ভগবৎস্বভাবাবিভূর্ত এবেতি ব্রূমঃ। ভগবতি হি স্বরূপসিদ্ধাঃ সর্বে প্রকাশা নিত্যমেব বর্ত্তন্ত ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভাদৌ দর্শিতমস্তি। আগমাদাবপি নানোপাসনাঃ শ্রূয়ন্তে। তত্র যথা যত্র প্রাকাশস্তথা তত্রাভিমানবিশেষময়ী প্রীতিরুদয়তে। প্রকাশবৈশিষ্ট্যহেতুশ্চ ভক্তবিশেষসঙ্গ এব। নিত্যসিদ্ধেষু তু নিত্যসিদ্ধ এব তথা প্রকাশঃ প্রীতিরভিমানশ্চ। অথ প্রীত্যৈব সহোদয়াৎ তাদৃশোঽভিমানোঽপি প্রীতিবৃত্তিবিশেষ ইত্যুক্তম্। তস্মাদপি ন তৎসমবায়েন প্রীতিহানিঃ প্রত্যুতাত্যন্তসন্নিকর্ষব্যঞ্জকেন তত্তদভিমানেন তস্যা উল্লাস এব। কিঞ্চ লৌকি-

---

যোগে ভক্তাভিমান-বিশেষ উপস্থিত হয়। তদনুসারে ভক্তাভিমান-বিশেষ-ময় প্রেম স্বতন্ত্র নহে যদিও ইহা অনুমিত হয়, তথাপি এস্থলে 'উভয়-স্বভাব-ময়ত্ব' বলায় কাহারও সংশয় হইতে পারে, এই প্রকারের প্রীতিতে বুঝি ভক্ত-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য আছে। এই সংশয় নিরসনের জন্য বলিলেন—]

অনুবাদ — ভক্তাভিমান-বিশেষময় প্রেমও ভগবৎ-স্বভাব দ্বারাই আবির্ভূত হয়, অতঃপর একথাও বলিতেছি। শ্রীভগবানে স্বরূপ-সিদ্ধ সকল প্রকাশ নিয়তই বর্ত্তমান আছে, ইহা শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ প্রভৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। আগমাদিতেও নানা উপাসনা দেখা যায়। তন্মধ্যে যেখানে যেমন প্রকাশ, তথায় তেমন অভিমান-বিশেষময়ী প্রীতির আবির্ভাব হয়। ভক্ত-বিশেষের সঙ্গই প্রকাশ-বিশেষের হেতু। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে তাদৃশ ভগবৎ-প্রকাশ এবং দাসাদি অভিমান নিত্যসিদ্ধ। আবার, সেই অভিমান প্রীতির সঙ্গেই উদিত হয় বলিয়া, তাহাও প্রীতিরই বৃত্তিবিশেষ এ কথা বলা হইয়াছে। সে কারণেও ভক্তের অভিমানবিশেষের সম্মিলনে প্রীতি হানি হয় না, পক্ষান্তরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাব্যঞ্জক দাস, সখা,

কোঽপি মমতাবিশেষ আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন স্বাস্পদে প্রীতিং জনয়তি। পুত্রাদ্যর্থমাত্মব্যয়াদিকং দৃশ্যতে। তথৈবোক্তং ব্রজেশ্বরং

মাতাপিতা কিম্বা প্রেয়সী অভিমান দ্বারা প্রীতির উল্লাসই হইয়া থাকে। এ জগতেও দেখা যায়, মমতাবিশেষ নিজাস্পদে (মমতাস্পদে) আপনা হইতেও অধিক প্রীতি জন্মায়; পুত্রাদির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও দেখা যায়।

[**বিবৃতি**—ভগবৎ-স্বভাব দ্বারা ভক্তের অভিমানবিশেষময় প্রেম কিরূপে আবির্ভূত হয়, এস্থলে তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তের নিকট বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েন। বৎসল ভক্তের নিকট যেরূপে আবির্ভূত হয়েন, কান্তাভাবাশ্রিত ভক্তের নিকট সেরূপে আবির্ভাব সঙ্গত হয় না, এই প্রকার অন্যান্যের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তজ্জন্য বিভিন্ন ভক্তের নিকট আবির্ভাবার্থ তাঁহার নানা প্রকাশের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, সে সকল মূর্ত্তিকে তাঁহার প্রকাশ বলা হয়। প্রকাশ-সকল মূল রূপ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। ঈদৃশ প্রকাশের কথায় কাহারও সংশয় হইতে পারে, যোগিগণের কায়ব্যূহসমূহ যেমন মূল রূপের অধীন থাকিয়া তদনুসারে কার্য্য করে, শ্রীভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তিগুলিও বুঝি তদ্রূপ মূল রূপের অনুগত ভাবে কার্য্য করেন এবং সে সকল শ্রীভগবান্ সময়বিশেষে প্রকাশ করেন অর্থাৎ যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য বলিলেন, সকল প্রকাশ শ্রীভগবানে "স্বরূপসিদ্ধ"—শ্রীভগবানের স্বরূপেই প্রকাশ মূর্ত্তিসকল আছে; তিনি সে সকল সৃষ্টি করেন না। সকল প্রকাশই শ্রীভগবানে সতত আছে, ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন, "সকল প্রকাশ নিয়তই বর্ত্তমান আছে।" কিরূপে এক ভগবান্ বহু

প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন তাহা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

শ্রীভগবানের বহু প্রকাশ-মূর্ত্তি নিয়ত স্বরূপসিদ্ধ আছে বলিয়া, আগমাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাদি একই স্বরূপের নানাভাবে উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

যেখানে যেমন প্রকাশ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য—শ্রীভগবান্ যদি কোন ভক্তের নিকট পুত্রভাবে প্রকাশিত হয়েন, তবে সেই ভক্তের পিতৃত্বাভিমানে প্রীতি উদিত হয়, ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি যেমন ভক্তের সঙ্গ হইতে প্রীতি লাভ করেন, সেই ব্যক্তির নিকট তাদৃশ প্রীতির উপযুক্ত শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হয়েন; যেমন, কেহ দাস ভক্তের সঙ্গ হইতে প্রীতি লাভ করিলেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট প্রভুরূপে আবির্ভূত হইবেন। এ গেল সাধক-ভক্তের কথা; নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবান্ প্রভু, সখা প্রভৃতিরূপে নিত্য বিরাজমান; তাঁহাদের দাসাদি অভিমানও নিত্য।

ইতঃপূর্ব্বে "ভক্তের অভিমান-বিশেষ প্রীতির উপাধি হউক" এইরূপ যে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা হইয়াছিল, সঙ্গত উত্তরে তাহা নিরস্ত করিয়াছেন। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে সেই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য আর একটী যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। প্রীতি আর ভক্তগণের অভিমান এক সঙ্গে উপস্থিত হয় বলিয়া, যে পরিমাণ প্রীতি আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা থাকে, অভিমান-বিশেষের সহিত তৎপরিমিত প্রীতি আবির্ভূত হয়। যদি অভিমান পূর্ব্বে উপস্থিত হইত, তবে প্রীতির আবির্ভাবে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত; আর পরে উপস্থিত হইলে প্রীতির ন্যূনতা ঘটাইবার আশঙ্কা থাকিত, উভয়ে এক সঙ্গে উপস্থিত হয় বলিয়া ভক্তের অভিমান-বিশেষ প্রীতি-হ্রাসের হেতু হয় না। পরন্তু, উক্ত অভিমান প্রীতির অভিব্যক্তিবিশেষ। এই জন্য তৎসহযোগে প্রীতির আধিক্য অনুভূত হয়। অভিমান-সহযোগে প্রীতির প্রকাশাধিক্যের দৃষ্টান্ত

(১) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৫৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রতি শ্রীভগবতৈব—পিত্রোরপ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ইতি। ভগবদ্বিষয়া মমতা তুস্বাত্মগততদীয়াভিমানবিশেষ-হেতুকৈব। তদভিমানবিশেষশ্চ তৎস্বভাববিশেষহেতুক ইত্যুক্তম্। স চ প্রথমমাবির্ভবতি তদনন্তরমেব মমতাবিশেষ আবির্ভবতীতি। তস্মাদ্ যথা তথা তৎস্বভাব এব তৎপ্রীতের্মূলকারণম্। ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যোঽভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতামিতি রাজপ্রশ্নানন্তরং শ্রীশুকদেবেন চ

জনসমাজেও দেখা যায়; কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির পিতা বলিয়া অভিমান থাকায়, সে পুত্ররূপী লোকটীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে।]

অনুবাদ—শ্রীভগবানই শ্রীব্রজরাজকে সেই প্রকার বলিয়াছেন;—"নিজদেহ অপেক্ষাও পুত্রের প্রতি মাতাপিতার অধিক প্রীতি শ্রীভা, ১০।৪৫।১৬

[পুত্রাদি বিষয়া মমতা জন্মাদি-সংস্কার সমুৎপন্না,] ভগবদ্বিষয়া মমতার হেতু কিন্তু অন্যরূপ; তাঁহার (শ্রীভগবানের) আপনাতে অবস্থিত (প্রভু প্রভৃতি) অভিমান বিষেশই সেই মমতার হেতু; সেই অভিমান বিশেষের হেতু শ্রীভগবানের স্বভাব বিশেষ, ইহাও বলা হইয়াছে। সেই (প্রভু, মিত্র প্রভৃতি) অভিমান প্রথমে আবির্ভূত হয়, তারপরই মমতা-বিশেষ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের স্বভাবই প্রীতির মূল কারণ। "হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিলেন, ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্রাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রেম ছিল, নিজপুত্রে যে প্রেম কখনও হয় নাই, পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে সেই প্রেম কি প্রকারে জন্মিয়াছিল, তাহা বলুন।" শ্রীভা, ১০।১৪।৪৭। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণমেনং ইত্যাদি (১)

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতৌ তৎস্বভাবসিদ্ধত্বমুক্তম্। তৎস্বভাবাবির্ভাববিশেষাবির্ভূতমমতাবিশেষেণ তু কেবলমমতাহেতুকপ্রীতিমতিক্রম্য বৈশিষ্ট্যং চাভিপ্রেতম্। তস্মাৎ সর্বথা মমতাসম্বন্ধেন প্রীতের্বৈশিষ্ট্যমেব ভবতীতি সিদ্ধম্। ভগবৎসম্বন্ধেনাত্মন্যপি তেষাং প্রীতির্জায়তে। তথৈবাহুঃ—সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো। ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে স্বভাবতঃ নিখিল-জীবের পরম-প্রীত্যাস্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; এই জন্য যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির আবির্ভাব হয়, তাঁহারই তাঁহাতে প্রচুর মমতা জন্মে; অর্থাৎ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে মমতাধিক্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, শ্রীশুকদেব ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বভাববিশেষ হইতে আবির্ভূত মমতাবিশেষ দ্বারা কেবল মমতাহেতুক-প্রীতির অতিরিক্ত অন্য বৈশিষ্ট্যও অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে মমতা সম্বন্ধে প্রীতির বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত হইল।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সকলের প্রিয়। তাহাতে আবার যাঁহাদের নিকট তিনি নিজে পুত্রাদিস্বভাব প্রকটন করেন, তাঁহাদের তদ্দ্বারা যে মমতা জন্মে, সে মমতা দ্বারা সাধারণ মমতা-সঞ্জাত-প্রীতি হইতে কিছু বিশেষত্বযুক্ত প্রীতির আবির্ভাব হয়। সেই বিশেষত্ব —শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আপনাতে প্রীতির উৎপত্তি। তাহা পরে বলিলেন।]

অনুবাদ—ভগবৎ-সম্বন্ধহেতু, আপনাতেও তাঁহাদের (ভক্তগণের) প্রীতি জন্মে। শ্রীব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপ বলিয়াছেন— "হে প্রভো! সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে আত্মীয় আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার চরণ অকুতোভয়; তাহা ক্ষণকালের জন্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না।" শ্রীভা, ১০।১৭।১৬॥৯৪॥

টীকা চ—ন মৃত্যোর্বিভীমঃ কিন্তু ত্বচ্চরণবিয়োগাদিত্যাহুঃ ন শক্নুম ইতীত্যেষা। ন চ ত্বচ্চরণং নিজবিয়োগভয়ং ন দূরীকর্ত্তুমর্হতীত্যাহঃ, অকুতোভয়মিতি, যদ্বা তব চরণসন্নিধানে সত্যস্মাকং সর্বমেব সুখায় কল্পতে অন্যদা তু দুঃখায়ৈবেত্যাহুঃ, ন বিদ্যতে কুতশ্চিদ্ভয়ং যেনেতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥ শ্রীব্রজৌকসঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীস্বামি-টীকা—(শ্রীব্রজবাসিগণ দাবানল-পরিবেষ্টিত হইলে বলিলেন, আমাদের সম্মুখে মৃত্যু উপস্থিত,) আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না; কিন্তু তোমার চরণ-বিচ্ছেদ-ভয়েই আমরা ভীত। এই জন্য বলিলেন, তোমার চরণ ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। ইতি।

শ্লোক-ব্যাখ্যা—তোমার চরণ নিজ বিয়োগ-ভয় দূর করিতে পারে না, এ কথা বলা যায় না; অর্থাৎ তোমার চরণপ্রভাবে চরণ-বিচ্ছেদ-ভয় অবশ্যই দূরীভূত হয়, এই জন্যই তাহা অকুতোভয়। কিম্বা তোমার চরণসন্নিধানে থাকিলে আমাদের সকলই সুখের হেতু হয়। অন্য সময়ে (তোমার চরণসন্নিধানে না থাকিলে) সকলই দুঃখকর হইয়া থাকে; এই অর্থে অকুতোভয়—যাহা দ্বারা কোন কোন স্থানে ভয় নাই; অর্থাৎ তোমার চরণ হইতে কোন স্থানে ভয় নাই, আবার কোন স্থানে (বিয়োগে দুঃখহেতু) ভয় আছে, এই জন্য তাহা অকুতোভয়।

[**বিবৃতি**—ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পুত্রাদি-স্বভাব প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে যে মমতা জন্মিয়াছিল, সেই মমতা হইতে যে প্রীতির উদয় হইয়াছিল, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আত্মরক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন—মরিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে, এই ভাবিয়া মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল

তথা তৎপ্রীতেরেব তত্তদভিমানিত্বমাহ, এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদিত্যাদৌ, যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্। অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্॥ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহংকৃতেঃ। তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ॥ তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্। যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ॥ ৯৫॥

সৌহৃদাৎ তাদৃশপ্রেম্ন এব হেতোঃ যং মাতুলেয়ং মন্যসে প্রিয়ং প্রীতিবিষয়ং মিত্রং প্রীতিকর্ত্তারং সুহৃত্তমম্ উপকারানপেক্ষো-

---

হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় আবেশের পরিচায়ক; তাঁহাদের কাছে মৃত্যুভয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদভয় গুরুতর, ইহাই প্রীতির বিশেষত্ব!] ৯৪॥

ভক্তের অভিমান-বিশেষময় প্রেম যেমন ভগবৎস্বভাব হইতে আবির্ভূত, তেমন ভগবৎ-প্রীতি সেই সেই অভিমান-যুক্তা, এ কথা শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আদি-পুরুষ নারায়ণ, ইনি লোক-সকলকে মায়াদ্বারা মুগ্ধ করিয়া যাদবগণমধ্যে গূঢ়রূপে বিচরণ করিতেছেন।

যাঁহাকে তোমরা মাতুলেয়, প্রিয়, মিত্র ও সুহৃত্তম মনে কর, যাঁহাকে দূত, মন্ত্রী ও সারথি করিয়াছ, ইনি সাক্ষাদ্ভগবান্। ইনি সর্ব্বাত্মা, সমদর্শী, অদ্বয় ও নিরহঙ্কার; নিরবদ্য ইঁহার নীচোচ্চ-কর্ম্মকৃত মতিবৈষম্য নাই, তথাপি হে রাজন্! দেখ, একান্তভক্তে ইঁহার কি অনুগ্রহ! যেহেতু আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক দর্শন দিলেন!!" শ্রীভা, ১।৯।১৫, ১৭—১৯॥৯৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—সৌহৃদ অর্থাৎ তাদৃশ প্রেমের নিমিত্তই যাঁহাকে মাতুলেয় মনে করিতেছ, আর যাঁহাকে প্রিয়—প্রীতির বিষয়, মিত্র—প্রীতিকর্ত্তা, সুহৃত্তম—কোন উপকার অপেক্ষারহিত উপকারী মনে

পকারকং চ মন্যসে, অথ সারথিং সারথিমপাত্যর্থঃ, স এষ সাক্ষাদ্ভগবানিত্যাদিকঃ পূর্বেণান্বয়ঃ । নন্তু ভবতু প্রীতিবিশেষাণামস্মাকং তস্মিংস্তথা মতিস্তস্য সর্বেষাং পরমাত্মনস্তস্মাদেব সমদৃশঃ পরমাত্মত্বাদেব সর্বেষাং তচ্ছক্তিবৈভবরূপাণামাত্মনাং তদনন্যত্বাদদ্বয়স্য তস্মাদেব মাতুলেয়োঽহমিত্যাদ্যভিমানশূন্যস্য:তথা নির্দোষস্য চ কথমহমস্য মাতুলেয়ো ন ত্বমুষ্যেত্যাদিরূপং মাতুলেয়ত্বাদিকৃতং মতিবৈষম্যং স্যাদিত্যাদিপূর্বপক্ষোট্টঙ্কনপূর্বকং সিদ্ধান্তয়তি, সর্বাত্মন ইত্যাদিদ্বাভ্যাম্ । যদ্যপি তাদৃশস্য তন্ন সংভবতি, তথাপি হে ভূপ, একান্তভক্তেষু যুষ্মাসু অনুকম্পাং পশ্য, যেষাং ভক্তিবিশেষেণ পরবশঃ সন্নসাবপি তথা তথাত্মানং বাঢ়মেবাভিমন্যত

করিতেছ, অধিক কি, যাঁহাকে সারথিও মনে করিয়াছ, "তিনি এই সাক্ষাদ্ভগবান্" ইত্যাদি পূর্ব্ব-শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় । (শ্রীযুধিষ্ঠিরের অভিমত কল্পনা) আচ্ছা, না হয় প্রীতিবিশেষ-হেতু আমাদের তাঁহাতে তাদৃশী বুদ্ধি হউক, তিনি যে সকলের পরমাত্মা—সুতরাং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, আবার পরমাত্ম-স্বরূপ তিনি নিজ শক্তিবৈভবরূপ আত্মা-সকলের পরমাশ্রয়-হেতু অদ্বয় ; সেই কারণেই মাতুলেয় প্রভৃতি অভিমানশূন্য এবং নির্দ্দোষ, সেই শ্রীকৃষ্ণের আমি কিরূপে মাতুলেয় হই ? উঁহার এইরূপ মাতুলেয়ত্বাদি-কৃত মতিবৈষম্য হইতে পারে না । এই পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা করিয়া সর্ব্বাত্মা ইত্যাদি দুই শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যদিও তাদৃশ (সর্ব্বাত্মা ইত্যাদিরূপ) শ্রীকৃষ্ণের মাতুলেয়াদিরূপে বুদ্ধিবৈষম্য (ইহারা আত্মীয়—এইরূপ ভেদবুদ্ধি) অসম্ভব, তথাপি হে ভূপ ! (যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের সম্বোধন) একান্ত ভক্ত তোমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা দেখ, যাঁহাদের ভক্তিবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া সেই কৃষ্ণও আপনাতে তেমন তেমন

ইত্যর্থঃ। যঃ খলু শরীরস্যাপি সম্বন্ধহেতুঃ সোঽভিমান এব হি সম্বন্ধহেতুর্মুখ্যঃ ন শরীরম্। সতি ত্বাবির্ভাবাদিনা শরীরসম্বন্ধেঽপি তস্য মাতুলেয়ত্বাদিকং সুতরামেব সিধ্যতীতি তাৎপর্য্যম্। তত্র হেতুগর্ভো দৃষ্টান্তঃ,যস্মেঽসূনিতি। যস্মাৎ যুষ্মৎসম্বন্ধাদেব হেতোঃ। তদেবং পরমোপাদেয়ত্বজ্ঞানাদেব তৎসম্বন্ধাত্মক এব শ্রীভগবানুৎক্রান্তাবপি মুহুরেব নিজালম্বনীকৃতঃ—বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽন-

---

(কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র, পাণ্ডবগণের পিসতুত ভাই ইত্যাদিরূপ) অভিমান অধিকরূপে পোষণ করেন।

যে অভিমান শরীরের ও সম্বন্ধের হেতু, সেই অভিমানই সম্বন্ধের মুখ্য হেতু, শরীর নহে। আবির্ভাবাদি শরীর-সম্বন্ধেও তাঁহার মাতুলেয়ত্বাদি কাজে কাজেই সিদ্ধ হইতেছে। তাহাতে হেতুগর্ভ-দৃষ্টান্ত—"আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব জানিয়া" ইত্যাদি। যেহেতু—তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তই (প্রাণ পরিত্যাগ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিলেন।) এইরূপে পরমোপাদেয় জ্ঞানেই পাণ্ডবগণের সম্বন্ধাত্মক শ্রীভগবানকেই অন্তিম-সময়েও (শ্রীভীষ্মদেব) বারংবার আপনার অবলম্বন করিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—আমি অমুক, এই অভিমান দ্বারা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। যাহার কোনরূপ অভিমান থাকে না, তাহার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। অভিমান দ্বারাই পরস্পরে সম্বন্ধ ঘটে; আমি অমুকের পুত্র—এই অভিমান থাকিলে অমুকের সঙ্গে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে। আমার অমুক হইতে উৎপন্ন শরীর থাকা সত্ত্বে অমুকের পুত্র অভিমান না থাকিলে তাঁহার আমার পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না; অভিমানই যে সম্বন্ধ ঘটিবার মুখ্য হেতু—এস্থলে তাহাই দেখাইলেন।

তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ভক্ত এবং ভগবানের অভিমানই তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিবার প্রধান হেতু। যথা—ভক্ত যদি মনে করেন আমি শ্রীভগবানের দাস, আর শ্রীভগবান্ যদি মনে করেন আমি প্রভু, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ সম্ভব হয়। উভয়ের যথাযোগ্য অভিমান না থাকিলে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। সম্বন্ধ না থাকিলে প্রীতি জন্মিতে পারে না বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিতেও অভিমান-বিশেষের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে। সুতরাং ভক্তগণের অভিমান-বিশেষে প্রীতির বৃদ্ধি সাধন করে, হানি করে না।

অভিমানকে সম্বন্ধের মুখ্য হেতু বলায় শরীর তাহার গৌণহেতু; কারণ, এই দুইয়ের দ্বারা সম্বন্ধ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের কেবল অভিমান-বিশেষ দ্বারা সম্বন্ধ ছিল না, তিনি বসুদেব-নন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বসুদেবের ভাগিনেয় পাণ্ডবগণের তিনি মামাত-ভাই ছিলেন; মানুষের জন্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দ্বারা সেই সম্বন্ধ হইয়াছে। ইহা শরীর-ঘটিত সম্বন্ধ। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, অভিমান বিশেষ "উপাধি" হইয়া প্রীতির ন্যূনতা সাধন করিতে পারে না, পরন্তু বৃদ্ধি সাধন করে; এস্থলে দেখাইলেন, শরীর-ঘটিত সম্বন্ধটীও উপাধিরূপে প্রীতি-হ্রাসের কারণ হয় না; তাহাও প্রীতির উল্লাসের হেতু হইয়া থাকে—শ্রীভীষ্মদেব নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ প্রতিপন্ন করিলেন—আবির্ভাব দ্বারা পাণ্ডবগণের মাতুলেয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পিতামহ ভীষ্মের নিকট অন্তিম-সময়ে উপস্থিত হইলেন। ইহা শরীর-ঘটিত সম্বন্ধের গৌরব। যাঁহাদের সম্পর্কে অন্তিম-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, তাঁহাদের যিনি আত্মা—অতিপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার একমাত্র আশ্রয়রূপে বারংবার প্রার্থনা করিলেন।]

বন্দেতি পার্থসখে রতির্মাস্ত্বিতি বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যারভ্য ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোরিতি চ ॥ ১ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৯৫ ॥

তমেবাভিমানমমতাভ্যাং প্রীতেরতিশয়ং দর্শয়তি—রাজন্ পতি-গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ক চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৯৬ ॥

যস্যামেব কবয় ইত্যাদিপ্রাক্তনগদ্যে মুক্ত্যধিকতয়া সামান্যা প্রীতিলক্ষণভক্তিরুক্তা। অত্র তু হে রাজন্ ভবতা যদূনামপি পত্যাদিরূপো ভগবান্, এবং নাম দূরেঽস্তু শ্রীভগবতস্তাদৃশত্ব-প্রাপকস্য প্রেমবিশেষস্যাস্য বার্ত্তা, সর্বেষামপি দূরে স্থিতেত্যর্থঃ, যতোঽন্যেষাং নিত্যং ভজতামপি মুকুন্দোঽসৌ মুক্তিমেব দদাতি ন

অনুবাদ—"অর্জ্জুনের রথ যাঁহার কুটুম্ব (কুটুম্বকে যেমন অকার্য্য করিয়াও রক্ষা করা হয়, তাদৃশরূপে যিনি অর্জ্জুনের রথকে রক্ষা করিতেছেন), যিনি তোত্র (অশ্ব-তাড়নের চাবুক) ও অশ্ব-রজ্জু ধারণ করিয়াছেন, যিনি সারথ্য-শ্রীতে শোভমান এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত যোদ্ধৃগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভগবানে মুমূর্ষু আমার রতি হউক।" শ্রীভা, ১।৯।৩৬॥৯৫॥

অতঃপর অভিমান ও মমতা দ্বারা প্রীতির আতিশয্য প্রদর্শন করাইতেছেন। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের এবং যাদবদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ, কুলের নিয়ন্তা, অধিক কি, কদাচিৎ দৌত্যাদি কার্য্যেও পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন! এই সৌভাগ্য আর কাহারও ঘটে নাই। এই মুকুন্দ ভজনশীলগণকে মুক্তি দান করেন, কখন কখন প্রেমভক্তি দান করেন না।" শ্রীভা, ৫।৬।১৮॥৯৬॥

তু ভক্তিযোগঃ পূর্ব্বোক্তমহিমপ্রীতিসামান্যমপীতি পতিত্বাদিভাবময্যাং পরমবৈশিষ্ট্যমুক্তম্। অতস্তেষ্বেব যৎকিঞ্চিদ্রূপত্বমপি শ্রীব্রহ্মণা প্রার্থিতং, তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগ ইত্যাদিনা ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৬ ॥

অথ পরিকরাণামপি ভাবেষু তারতম্যং বিবেচনীয়ং, যেষাং ভগবদ্ভক্তিবোপজীব্যা। তত্র ভগবত্তা তাবৎ সামান্যতো দ্বিবিধৈব;

শ্লোক ব্যাখ্যা—"যাহাতে পণ্ডিতগণ" ইত্যাদি (৫।৬।১৭) গদ্যে সাধারণ প্রীতি-লক্ষণা ভক্তিকে মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এস্থলে কিন্তু, হে রাজন্! ভগবান্ আপনাদেরও পালকাদি হইয়াছেন, অন্যের তাঁহাকে এরূপ ভাবে পাওয়া ত দূরে, শ্রীভগবান্ যে প্রেমবিশেষ দ্বারা তাদৃশত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই প্রেম-বিশেষের বার্ত্তাও অন্য সকলের দূরে অবস্থিত। যেহেতু, অন্য যাঁহারা নিয়ত ভজন করেন, তাঁহাদিগকেও এই মুকুন্দ মুক্তিই দান করেন, ভক্তিযোগ —পূর্ব্ববর্ত্তিগদ্যে যে ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, সেই সামান্যা-প্রীতি ও দান করেন না। এইরূপে পালকত্বাদি ভাবময়ী-প্রীতির বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীব্রহ্মা "হে নাথ! তাহাই আমার পরমভাগ্য" ইত্যাদি (১০।১৪।৩০) শ্লোকে শ্রীভগবানের পরিজনগণ মধ্যে যে কোন রূপে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

পরিকরগণের ভাব-তারতম্য।

ভগবত্তাই যাঁহাদের জীবনসম্বল, অতঃপর সেই পরিকরগণেরও ভাব-তারতম্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

[**বিবৃতি**—ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তটস্থ ও পরিকরভেদে ভক্তগণ দুই প্রকার। তাহাতে শ্রীভগবানেরও ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবত্তা-

পরমৈশ্বর্য্যরূপা পরমমাধুর্য্যরূপা চেতি। ঐশ্বর্য্যং প্রভুতা। মাধুর্য্যং নাম চ শীলগুণরূপবয়োলীলানাং সম্বন্ধবিশেষাণাঞ্চ মনোহরত্বম্। পরমত্বং চাসমোর্দ্ধত্বম্। অথ ভক্তাদিচতুর্বিধাঃ পরিকরা অপি দ্বিবিধাঃ; পরমৈশ্বর্য্যানুভবপ্রধানাঃ পরমমাধুর্য্যানু-

---

লক্ষণ দ্বিবিধ স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে (১)। তন্মধ্যে তটস্থ ভক্ত-গণের কেহ ব্রহ্মত্বলক্ষণ শ্রীভগবৎ-স্বভাব ভালবাসেন, আর কেহ তাহা ত ভালবাসেনই, আবার ভগবত্তালক্ষণ-স্বভাবেও প্রীতিমান্। পরিকর-গণ কেবল ভগবত্ত্বলক্ষণ-স্বভাবেই প্রীতিমান্; কেবল তাহা নহে, জীবের পক্ষে জীবনরক্ষার অবলম্বনভূতবস্তু যেমন পরমাদরণীয়, তাঁহাদের পক্ষে উহাও তেমন; ভগবত্তানুভব ভিন্ন তাঁহারা থাকিতে পারেন না। শ্রীভগ-বান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ। ব্রহ্মত্বলক্ষণ-স্বভাবে কেবল স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবত্ত্বলক্ষণ-স্বভাবে স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তিনেরই অভিব্যক্তি সতত বর্ত্তমান আছে। তাহাতে মাধুর্য্যই ভগবত্তা-সার। মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানু-সারে পরিকরগণের ভাবের তারতম্য ঘটে।]

অনুবাদ—তাহাতে (ভগবত্ত্ব-লক্ষণ-স্বভাবে) ভগবত্তা সাধারণতঃ দ্বিবিধা, পরমৈশ্বর্য্যরূপা ও পরমমাধুর্য্যরূপা। ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা। মাধুর্য্য—স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ-বিশেষের মনোহরত্ব। (ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের যে পরম বিশেষণ আছে, সেই) পরম—অসমোর্দ্ধ, অর্থাৎ যাহার উর্দ্ধ—অধিক ত নাই-ই, সমানও নাই।

ভক্ত (দাস্য-ভাবাশ্রিত), বৎসল (বাৎসল্য-ভাবাশ্রিত), মিত্র (সখ্য-ভাবাশ্রিত) ও কান্তা (মধুর-ভাবাশ্রিত)—এই চতুর্ব্বিধ পরিকরও দুই ভাগে বিভক্ত; পরমৈশ্বর্য্যানুভব-প্রধান ও পরম মাধুর্য্যানুভব-প্রধান।

---

(১) ৯২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভবপ্রধানাশ্চ। তত্রৈশ্বর্য্যমাত্রস্য সাধ্বসসম্ভ্রমগৌরববুদ্ধিজনকত্বং, মাধুর্য্যমাত্রস্য প্রীতিজনকত্বমিতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধমেব। ততস্তত্রৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োঃ পরমত্বমিতি তাভ্যাং যথাযোগ্যং সাধ্বসাদীনাং প্রীতেশ্চ পরমত্বমেব স্যাৎ। অতএব দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ।

[**বিবৃতি**—পরিকরগণ শ্রীভগবানের যে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য অনুভব করেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকে বিভক্ত করিলেও এস্থলে বুঝিবার বিষয় এই যে, যাঁহারা সেই ঐশ্বর্য্য অনুভব করেন, তাঁহারা যে মাধুর্য্যানুভবে বঞ্চিত থাকেন তাহা নহে; তবে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব অধিক, মাধুর্য্যানুভব অল্প, এইজন্য তাঁহাদিগকে পরমৈশ্বর্য্যানুভব-প্রধান বলিলেন। আর যাঁহারা সেই মাধুর্য্যানুভব করেন, তাঁহারা মাধুর্য্যানুভব করেন অধিক, ঐশ্বর্য্যানুভব করেন অল্প; এইজন্য তাঁহাদিগকে পরম-মাধুর্য্যানুভব-প্রধান বলিলেন। এবম্বিধ আধিক্য-সূচনার জন্য প্রধান শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।]

অনুবাদ—সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে সাধ্বস (ভয়), সম্ভ্রম (ভয়াদিজনিত ব্যগ্রতা) ও গৌরব-বুদ্ধি জন্মে; আর সর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্য হইতে প্রীতি জন্মে; ইহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ভেদে যে দ্বিবিধ ভগবত্তার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীভগবানে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের সর্ব্বাধিক্য নিবন্ধন, তদুভয় দ্বারা যথোপযুক্তভাবে সাধ্বসাদির ও প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই হেতু কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শ্রীবসুদেব-দেবকীর নিকট উপস্থিত হইলে (শ্রীশুকোক্তি) "পুত্রদ্বয় প্রণত হইলেও বসুদেব-দেবকী তাঁহাদিগকে জগদীশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, এইজন্য ভীতিবশতঃ আলিঙ্গন করিলেন না।" শ্রীভা, ১০।৪৪।৩৫

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ। মাভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্। উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ। প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্। ইত্যাদ্যনন্তরম্, ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা। মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্। সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ। ন কিঞ্চিদূচতূ রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥ ৯৭ ॥

উপলব্ধো জ্ঞাতো জগদীশ্বত্বলক্ষণোঽর্থো যাভ্যাং তথাভূতৌ জ্ঞাত্বা। মাভূদিতি সমারূঢ়পিতৃত্বপদবীকত্বেন জ্ঞানিভক্তজন-

---

"মাতাপিতা জগদীশ্বর-লক্ষণ-অর্থ অবগত হইয়াছেন জানিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের সেই জ্ঞান যেন না হয়—এই অভিপ্রায়ে জনমোহিনী নিজমায়া বিস্তার করিলেন।

অনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম সহ মাতাপিতার নিকট বিনয়াবনত হইয়া আদর-সহকারে হে মাতঃ, হে পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, —"আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও এই পুত্রদ্বয়ের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরজনিত কোন সুখই ভোগ করিতে পারেন নাই।" শ্রীভা, ১০।৪৫।১-৩

ইহার পর "মায়া-মনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির এই প্রকার বাক্যে বসুদেব-দেবকী মোহিত হইলেন, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ-প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! বসুদেব-দেবকী তাঁহাদিগকে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে স্নেহপাশে আবদ্ধ, বিমুগ্ধ ও বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠ হইলেন; কিছু বলিতে পারিলেন না।" শ্রীভা, ১০।৪৫।৯॥।৯৭॥

শ্লোকসমূহের অর্থ—যাঁহাদিগ কর্তৃক জগদীশ্বর-লক্ষণ-অর্থ জানা হইয়াছে, বসুদেব-দেবকীকে তাদৃশ জানিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন জানি-

কেবলভক্তজনাদিদুর্লভপরমপ্রেমৈকযোগ্যয়োস্তয়োস্তদাচ্ছাদকং তজ্-জ্ঞানং ন ভবত্বিতি নিজাং মায়ামাবরণশক্তিং নিজজগদীশ্বরত্বাচ্ছাদনায় ততান বিস্তারিতবান্। তদনন্তরং নিজতাদৃশপ্রেমপোষকং মাধুর্য্যমেব ব্যঞ্জিতবানিত্যাহ উবাচেত্যাদি। অথবা মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশাৎ নিজাং স্ববিষয়াং কৃপাং তদাত্মিকাং বাৎসল্যাখ্যাং প্রীতিং তয়োস্ততান আবির্ভাবিতবান্। কিদৃশীং, যা নিজমাধুর্য্যেণ সর্বমেব জনং মোহয়তি। কথং ততানেত্যাশঙ্ক্য নিজৈশ্বর্য্যাচ্ছাদকনিজমাধুর্য্যপ্রকাশেনেত্যাহ উবাচেতি। অথবা

লেন, মাতাপিতা তাঁহাকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তখন যাঁহারা পিতৃ-পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, শান্ত দাস প্রভৃতি ভক্তের দুর্লভ যে প্রেম, সেই প্রেমের (বাৎসল্যের) যাঁহারা যোগ্য, তাঁহাদের (মাতাপিতার) সেই প্রেমের আবরক জগদীশ্বর-জ্ঞান যাহাতে না হয়, তজ্জন্য নিজমায়া আবরণ-শক্তিকে নিজ জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের জন্য বিস্তার করিলেন। (ইহা মাতাপিতা ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা।) তারপর নিজের তাদৃশ (বাৎসল্য) প্রেম-পোষক মাধুর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অথবা, মায়া-শব্দে দম্ভ ও কৃপা অর্থ বিশ্বপ্রকাশ-অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং নিজমায়া—নিজা—স্ববিষয়া মায়া—কৃপা, তদাত্মিকা বাৎসল্যাখ্যা প্রীতি তাঁহাদের (বসুদেব-দেবকীর) সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন। সেই প্রীতি কীদৃশী তাহা বলিলেন—যাহা নিজমাধুর্য্যদ্বারা সমস্ত জনকেই মোহিত করে, সেই প্রীতি তেমন। কি প্রকারে সেই মায়া বিস্তার করিলেন? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিলেন, নিজৈশ্বর্য্যাচ্ছাদক যে নিজ মাধুর্য্য, তাহা প্রকাশ করিয়া সেই মায়া বিস্তার করিয়াছেন। মাধুর্য্য-প্রকাশের রীতি "অনন্তর যাদব-শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি শ্লোকেসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুদৃষ্ট্যা নিজাং তাদৃশপ্রেমজনকত্বেনা-স্তরঙ্গাং মায়াং নিজমাধুর্য্যজ্ঞানং ততান। তৎপ্রকারমাহ উবাচেতি। মায়ামনুষ্যস্য অশেষবিদ্যাপ্রচুরস্য নরাকৃতিপরব্রহ্মণ ইতি ॥১০॥৪৫॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৭ ॥

তদেবং পারমৈশ্বর্য্যস্য ভক্তৌ যৎ ক্বচিদুদ্দীপনত্বং, তত্তু সংভ্রমগৌরবাদিতদবয়বস্যৈব। তত্রাপ্যবয়বিনি প্রীত্যংশে তু মাধুর্য্যস্যৈবোদ্দীপনত্বম্। উভয়সমাহারস্য পুনঃ পরমেশ্বরভক্তি-জনকত্বমিতি বিবেক্তব্যম্। তদেবং মাধুর্য্যস্যৈব প্রীতিজনকত্বে

কিম্বা,(অন্যপ্রকার অর্থ) মায়া—বয়ুন—জ্ঞান, নিঘণ্টুতে মায়া-শব্দের এই অর্থ দেখা যায়; তদনুসারে নিজমায়া—নিজা—তাদৃশ (বাৎসল্য) প্রেমজনকত্ব-হেতু অন্তরঙ্গা, মায়া—নিজ মাধুর্য্য-জ্ঞান, তাহা বিস্তার করিলেন। কি প্রকারে সেই মাধুর্য্য-জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন, তাহা "অনন্তর যাদব-শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি" শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। মায়া-মনুষ্য —অশেষ বিদ্যা যাহাতে সর্ব্বাধিকরূপে বর্ত্তমান, সেই নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ॥৯৭॥

তাহা হইলে ভক্তিতে পরমৈশ্বর্য্যের যে কোনস্থলে উদ্দীপনত্ব দেখা যায় তাহা সম্ভ্রম-গৌরবাদি ভক্তির অবয়বের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; অবয়বী প্রীত্যংশে মাধুর্য্যেরই উদ্দীপনত্ব। আবার পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয়ের সম্মিলন পরমেশ্বরে প্রেম-জনক—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—অবয়ব—অঙ্গ, অবয়বী—অঙ্গী। অবয়বী মানুষটী হইতে অবয়ব করচরণাদি নিকৃষ্ট; কোন অবয়বের অভাবে অবয়বীর অভাব ঘটেনা, কিন্তু অবয়বীর অভাবে কোন অবয়ব থাকিতে পারেনা। এইজন্য অবয়বী মুখ্য, অবয়ব গৌণ। কোন ব্যক্তি যেমন অবয়ব-অবয়বী-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, ভক্তিও তেমন দুইভাগে

স্থিতে তদনুভবশ্চ শ্রীমদ্‌গোকুলস্থ স্বভাবসিদ্ধঃ। আগন্তুকঃ খল্বৈশ্বর্য্যানুভবঃ। তথৈব শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণানন্তরে, এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্যতে। অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ

বিভক্ত হইতে পারে; সম্ভ্রম-গৌরবাদি তাহার অবয়ব-স্থানীয়, প্রীতি অবয়বি-স্থানীয়া। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রবৃত্তি হয়, আর মাধুর্য্য-দর্শনে তাঁহার প্রতি প্রীতির উদ্রেক হয়। প্রীতিই মূল ভক্তি; সম্ভ্রম-গৌরবাদি তাহার অঙ্গ। যাহা অঙ্গীর সহায়, তাহা অঙ্গের সহায় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অঙ্গীর সহায়ের উপযোগিতা অধিক এবং অপরিহার্য্য। এই হেতু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্যতীত কেবল মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বরে ভক্তি জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (১) "পরমেশ্বরনিষ্ঠা বলিয়া ভগবৎ-প্রীতি ভক্তিশব্দে অভিহিতা হয়।" কেবল মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর-বোধ জন্মেনা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। তাহা হইতে সেব্যভাব জন্মে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ;—তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধন-ভূয়সী।" সেই সেবা যদি আনুকূল্যাত্মিকা হয়, তবেই তাহার ভক্তিসংজ্ঞা হইতে পারে। সেবা-বুদ্ধির জন্য ঐশ্বর্য্যানুভব, আর আনুকূল্য-প্রবৃত্তির জন্য মাধুর্য্যানুভব প্রয়োজন। এইজন্য ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয়ের অনুভব হইতে ভক্তির আবির্ভাব ঘটে।]

অনুবাদ—মাধুর্য্যেরই প্রীতি-জনকত্ব স্থির হওয়ায়, তাহার অনুভব শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চিত হইতেছে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব আগন্তুক। শ্রীগোবর্দ্ধনধারণের পর সেই প্রকার অনুভবের কথাই—"গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ এবং তাদৃশ অন্যান্য অলৌকিক কর্ম্ম দর্শন করতঃ তাঁহার প্রভাব অবগত ছিলেন না

(১) ৬১ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সমভ্যেত্য সুবিস্মিতা ইত্যাদ্যধ্যায়ে, দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দতে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথমিতি শ্রীগোপগণপ্রশ্নে, শ্রীব্রজেশ্বরেণ চ তদৈশ্বর্য্যমাপ্তবাক্য-দ্বারৈব তেষাং সমাধায়োক্তং, মাধুর্য্যন্তু স্বানুভবসিদ্ধত্বেন ব্যঞ্জিতম্। যথাহ—শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে। এতং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হেত্যাদি। ইত্যন্ধা মাং

বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ব্রজরাজের নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন"—ইত্যাদি অধ্যায়ে (এই শ্লোকটী যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে, সেই শ্রীভা, ১০।২৬ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—"হে নন্দ! তোমার এই পুত্রে সমস্ত ব্রজবাসী আমাদের দুস্ত্যজ (প্রগাঢ়)অনুরাগ, আর ইঁহারই বা আমাদের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ কেন ?" ১০।২৬।১০ —শ্রীগোপগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্রজরাজ তাঁহাদের সমাধান জন্য আপ্ত (বিশ্বস্ত শ্রীগর্গমুনি-) বাক্যদ্বারাই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছেন ; আর মাধুর্য্য তাঁহার (শ্রীব্রজরাজের) নিজের অনুভব সিদ্ধরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যথা, তিনি বলিয়াছেন— "হে গোপগণ ! আমার বাক্য শ্রবণ কর, বালকসম্বন্ধে তোমাদের ভয় দূরীভূত হউক, এই কুমারের উদ্দেশ্যে গর্গাচার্য্য আমাকে স্পষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। (১) গর্গাচার্য্য সাক্ষাদ্ভাবে

* * * * *

---

(১) শ্রীব্রজরাজকর্ত্তৃক বর্ণিত গর্গোক্তি-শ্লোকসমূহ—

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণ-কর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ [পরপৃষ্ঠা]

সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে। মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-কারিণমিত্যন্তম্ ॥ ৯৮ ॥

আমার প্রতি এই আদেশ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলে, আমাদের ক্লেশান্তকারী কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়া মনে করি।" শ্রীভা, ১০।২৬।১২—১৪॥৯৮ ॥

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্‌গোপ-গোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্ব-দুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগুদর্স্যুন্ সমেধিতাঃ ॥

যত্র তস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥

তস্মান্নন্দকুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥

শ্রীভা, ১০।২৬।১২

শ্রীনন্দ কহিলেন, গর্গমুনি বলিয়াছেন—এই বালক প্রতি যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কখন বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। তোমার পুত্রের গুণ-কর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে. সে সকল আমি জানি, অন্য ব্যক্তিরা জানে না। ইনি গোপ-গোকুলের আনন্দজনক হইয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিবেন। তোমরা ইঁহা দ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। হে ব্রজরাজ! পূর্ব্বকালে অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সাধুগণ দস্যু-পীড়িত হইয়াছিলেন, ইনি রক্ষক হওয়ায় সেই সাধুগণ প্রবল হইয়া দস্যু-দিগকে পরাভূত করেন। যাঁহারা এই মহাভাগ্যবানের প্রতি প্রীতি করেন, বিষ্ণুপক্ষীয়গণকে যেমন অসুরগণ পরাভুত করিতে পারে না—তাঁহাদিগকেও তেমন শত্রুগণ অভিভূত করিতে পারে না। হে নন্দ! তোমার এই পুত্র গুণ, সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং কার্য্যদ্বারা নারায়ণের সমান। এই গর্গোক্তি-বর্ণনের পর ব্রজরাজ বলিলেন, সুতরাং ইঁহার কর্ম্মসকল বিস্ময়ের বিষয় নহে।

অথ গর্গো মাং যদুবাচ হেতি শব্দদ্বারা পরোক্ষং জ্ঞানমুক্তম্। তত্রাপি মন্ত ইতি বিতর্ক এব। অর্ভককুমারশব্দপ্রয়োগস্তু

শ্লোকব্যাখ্যা—"গর্গ আমাকে স্পষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন," এই বাক্যের স্পষ্টভাবে (মূলের হ) (১) শব্দদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান কথিত হইয়াছে। তাহাতেও "মনে করি" পদটী বিতর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর, "বালক" ও "কুমার" শব্দ প্রয়োগ বালভাব-মাধুর্য্যে আপনার (শ্রীব্রজরাজের) স্বাভাবিক অনুভব সূচনা করিতেছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীগর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন,শ্রীব্রজরাজ অবিকল তাহাই বলিয়াছেন। ইহাতেও সংশয় হইতে পারে, গর্গাচার্য্য সঙ্কেতাদি দ্বারা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ব্রজরাজ বুঝি তাহার মর্ম্মাবধারণ করিয়া বলিয়াছেন। যাহাতে এই সংশয়ও উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য ব্রজরাজ নিজবাক্যে "হ" শব্দ যোগ করিয়াছেন। গর্গাচার্য্য স্পষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন, আমি অবিকল তাহাই বলিলাম—ইহাই সেই শব্দ যোজনার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে কোন ধারণা না থাকিলে সঙ্কেতের তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়না। গর্গাচার্য্য সঙ্কেতে যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতেন, তাহাহইলে ব্রজরাজেরও এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল—এইরূপ অনুমান করিবার অবকাশ হইত ; কিন্তু সেরূপ না বলায় ব্রজরাজ গর্গাচার্য্যের কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অবগত হইয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে ; এইজন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান পরোক্ষ —সাক্ষাদ্ভাবে নহে।

বিতর্ক—এইরূপ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে—এরূপ সংশয়। শ্রীব্রজরাজের বিতর্ক-সূচক "মনে করি" পদটীর তাৎপর্য্য—(তাঁহার মনের ভাব) 'শ্রীকৃষ্ণ আমারই পুত্র' তবে গর্গাচার্য্য তাহাকে গুণে নারায়ণের সমান বলিয়া গিয়াছেন ; ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে,

(১) হ ব্যক্তমেব, ন চ সঙ্কেতাদিনেত্যর্থঃ। বৈষ্ণবতোষণী। স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, সঙ্কেতাদিদ্বারা নহে।

বালভাবময়মাধুর্য্যে স্বস্বভাবানুভবস্য, সূচক ইত্যবগম্যতে ॥১০॥২৬॥ শ্রীব্রজেশ্বরঃ ॥ ৯৮ ॥

তথাঃন .চৈবং তেষামজ্ঞানঞ্চ বক্তব্যম্। মাধুর্য্যজ্ঞানেনৈব

সুতরাং সে নারায়ণের অংশ হ'লেও হ'তে পারে।' মুনিবাক্যেই তাঁহার ঐ প্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে; নচেৎ তিনি তাঁহাকে সততই পুত্ররূপে অনুভব করিতেন। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তৎপ্রতি অবধান ছিল না, মাধুর্য্যামৃত বারিধিতেই সতত মগ্ন থাকিতেন। কদাচিৎ অবধানের বিষয়ীভূত হইলেও, তাহা নারায়ণের কৃপা-সঞ্জাত বা ব্রাহ্মণ-সজ্জনের আশীর্ব্বাদ-সম্ভূত—এইরূপ মনে করিতেন। ব্রজরাজ স্বভাবতঃ মাধুর্য্যানুভব করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বালক ও কুমার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি কথঞ্চিৎ-রূপেও থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিতেন না।] ॥৯৮॥

অনুবাদ—[শ্রীব্রজবাসিগণের মাধুর্য্যানুভব স্বভাব-সিদ্ধ হেতু যেমন তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের কথা বলা যায় না] তেমন এই প্রকারে তাঁহাদের অজ্ঞান ছিল এ কথাও বলা যায় না; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের নিধি হইলেও ব্রজবাসিগণকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা অন্যে না জানাইলে জানিতে পারেন না; ইহা তাঁহাদের এক রকমের অজ্ঞান নহে। কারণ, মাধুর্য্য-জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাদের পরম-ভগবত্তা-জ্ঞান বর্ত্তমান আছে; যে জ্ঞান-প্রভাবে শ্রীগোকুলবাসীর কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র আবেশ নাই এবং যে জ্ঞানে আত্মারামগণেরও হর্ষ।

[**বিবৃতি**—সচরাচর দেখা যায়, যাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান থাকে, তাহাকে অপরে সে বিষয় জানাইলে সে জানিতে পারে। অন্যে না জানাইলে কিছু না জানা অজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না, গর্গাচার্য্য প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন বলিয়াই

পরমভগবত্তাজ্ঞানসদ্ভাবাৎ। ৪০৫ যত এব তেষামন্যত্রানাবেশঃ। যদেব

তাঁহারা উঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে, ইহা বুঝি তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক এক প্রকার অজ্ঞান। এই সংশয় ছেদনের জন্য বলিলেন, ইহা তাঁহাদের অজ্ঞান বলা যায় না। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ও মাধুর্য্যজ্ঞান এই দ্বিবিধ ভগবত্তাজ্ঞান-মধ্যে মাধুর্য্য-জ্ঞানের মুখ্যত্ব ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রজবাসিগণে সেই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায়, তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বোত্তম, ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীভাগবত'একাদশ স্কন্ধে শ্রীকবি-নামক যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য"—ঈশ্বর বৈমুখ্য-দোষে অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় জীবের দেহাদিতে অভিনিবেশ ঘটিয়াছে। এই বচন-প্রমাণে দেখা যায়, যাহার ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান থাকে, তাহার অন্যত্র আবেশ ঘটে। শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র আবেশ না থাকায়, তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান আছে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তাহাতে কেহ বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের পরম-ব্রহ্মভাবে ত আবেশ ছিল না, তাঁহার মাধুর্য্যেই তাঁহারা আবিষ্ট ছিলেন। তাহাতে বলিলেন, উহাই (মাধুর্য্যাবেশই) সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের নিদর্শন; যে হেতু বিজ্ঞশিরোমণি আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যানুভবে হৃষ্ট থাকেন। অর্থাৎ ব্রজবাসি-গণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যে জ্ঞান ছিল, পরম বিজ্ঞগণ তাহাকেই পূর্ণজ্ঞান মনে করেন। কারণ, জ্ঞানের ফল পরতত্ত্ব-বস্তুতে আবেশ; শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব, অনাবৃত ব্রহ্ম। তাঁহাতে ব্রজবাসিগণের যেমন আবেশ, তেমন আবেশ আর কোন উপাসকের নাই। এইজন্য তাঁহাদের জ্ঞান সর্ব্বোত্তম।]

খল্বাত্মারামাণামপি-মোদনম্। ন চ সর্বাপি ভগবত্তা সর্বৈর্ণোপাস্যতে অনুভূয়তে বা। অপি তু স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তৈব। অনন্তত্বাদনুপযুক্তত্বাচ্চ। অতএব বেদান্তেঽপি গুণোপাসনাবাক্যেষু তত্তদ্বিদ্যায়াং গুণসমাহারঃ পৃথক্ পৃথগেব সূত্রকারেণ ব্যবস্থাপিতঃ।

অনুবাদ—সমুদয় ভগবত্তার সকলে উপাসনা করে না, সমুদয় ভগবত্তা সকলে অনুভব করিতে পারে না; নিজ নিজ অধিকার-(যোগ্যতানুসারে) প্রাপ্তা ভগবত্তারই উপাসনা করিয়া থাকে। কারণ, ভগবত্তা অনন্ত; সমস্ত ভগবত্তার উপাসনা ও অনুভব করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। এইজন্য বেদান্ত-দর্শনেও সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস গুণোপাসনা-বাক্য-সমূহে সেই গুণবিদ্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই গুণ-সমাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্রূপ উক্তও হইয়াছে, "যাহার যাহার যে কাম, তাহার তাহার উপাসনা তাদৃশ গুণসকলের সম্মিলন, এইরূপ মনে করিতে হইবে।"

[**বিবৃতি**—বেদান্ত-দর্শনের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে গুণোপাসনা বাক্যসমূহ নিবদ্ধ আছে; "ভগবদ্গুণোপাসনাস্মিন্ পাদে প্রদর্শ্যতে—এই পাদে ভগবানের গুণোপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে।" গোবিন্দ-ভাষ্য।

বিদ্যা—জ্ঞান। শ্রীভগবানের যে সকল গুণ উপাস্য, সে সকল গুণ শ্রুতিস্মৃতির যে যে বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল বাক্য গুণ-বিদ্যা। শ্রীভগবানের গুণ-সকলের একত্র-সমাবেশের ব্যবস্থা না করিয়া যে স্বরূপে যে অঙ্গে যে গুণের সমাহার শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গত, শ্রীবেদব্যাস সেই স্বরূপে, সে অঙ্গে সেই গুণের সমাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন, স্বরূপে—শ্রীনৃসিংহে কেশরাদি, শ্রীরামচন্দ্রে ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি, শ্রীমৎস্যে পুচ্ছাদি। অঙ্গে—শ্রীমুখে মৃদুহাস্যাদি।

সমাহার—বহু ভিন্নবস্তুর বাহ্যব্যাপারে বা বুদ্ধিদ্বারা একত্রীকরণ।

তথৈবোক্তম্---যস্য যস্য হি যঃ কামস্তস্য তস্য হ্যুপাসনম্। তাদৃশানাং গুণানাঞ্চ সমাহারং প্রকল্পয়েদিতি। তথা মল্লানামশনি-

নানা শব্দাদি ভেদাৎ—(৩৩৬০। সূত্রে শ্রীনৃসিংহাদি নানাস্বরূপের উপাসনা পৃথক্ বর্ণন করিয়া, বিকল্পোঽবিশিষ্ট ফলত্বাৎ—(৩৩৬১) সূত্রে যাদৃশ সঙ্কানুযায়ী ভগবৎ-সঙ্কল্প হইতে যেরূপ উপাসনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এইরূপে যাহার যেমন উপাসনা, শ্রীভগবানের অনন্তগুণের প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি উপাস্যে নিজ উপাসনোপযোগী গুণসকলের সমাহার-বুদ্ধিযোগে সমাবেশ করিবেন অর্থাৎ উপাস্যের ঐ সকল গুণ চিন্তা করিবেন; ইহাই গুণোপাসনা-বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য।

"ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্"—(৩৩।১০) সূত্রের মাধ্বভাষ্যে সুন্দর-ভাবে একথা ব্যক্ত হইয়াছে—"যুজ্যতে চোপসংহারোঽনুপ-সংহারশ্চ যোগ্যতা বিশেষাৎ, গুণৈঃ সর্ব্বৈরুপাস্যোঽসৌ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। অন্যৈর্যথা-ক্রমৈশ্চৈব মানুষৈঃ কৈশ্চিদেবতু—ইতি ভবিষ্যৎ পর্ব্বণি। সাধকের যোগ্যতানুসারে ব্রহ্মের গুণোপসংহার ও অনুপসংহার ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ পর্ব্বে লিখিত আছে, "ব্রহ্মা সমস্ত গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, অন্য কোন কোন মনুষ্য আপন শক্ত্যনুসারে ব্রহ্মের গুণানুশীলন করিয়া উপাসনা করে।" ফলকথা, যিনি শ্রীভগবানের যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। এইজন্য বলা হইয়াছে, "যাহার যাহার যে কাম" ইত্যাদি। কাম—সঙ্কল্প। যাঁহার ঐশ্বর্য্যানুভবের অভিলাষ, তিনি উপাস্যে ঐশ্বর্য্যদ্যোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন, আর যাঁহার মাধুর্য্যানুভবের অভিলাষ, তিনি উপাস্যে মাধুর্য্যদ্যোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন।]

অনুবাদ—[এপর্য্যন্ত যেমন যোগ্যতানুরূপ উপাসনার কথা

রিত্যাদৌ চ টীকাচূর্ণিকা, তত্র চ শৃঙ্গারাদিরসকদম্বমূর্ত্তির্ভগবাংস্ত-ত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ন সাকল্যেন সর্ব্বেষামিত্যাহেত্যেষা। অত্র পরমতত্ত্বতয়া জানতামপি ন সম্যগ্‌জ্ঞানমিত্যায়াতম্। যুক্ত-ঞ্চেদং তত্তন্মাধুর্য্যবিশেষানমুভবাৎ। মাধুর্য্যানুভবিনাং ভক্তানাস্তু

বলা হইল,] তেমন যোগ্যতানুরূপ অনুভবের কথাও বলা হইয়াছে, মল্লানামশনি ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীস্বামি-টীকার চূর্ণিকা—"তাহাতেও শৃঙ্গারাদি রসসমূহের মূর্ত্তি ভগবান্, কংস-রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত ব্যক্তি-গণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশ পাইলেন; সকলের কাছে সম্পূর্ণ-রূপে (সর্ব্বপ্রকারে) প্রকাশ পায়েন নাই"—ইতি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্বরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন নাই, ইহাও এস্থলে জানা যাইতেছে। ইহা সঙ্গত বটে; কারণ, সেই সেই (১) মাধুর্য্যানুভবে তাঁহারা বঞ্চিত থাকেন। আর, মাধুর্য্যানুভবি-ভক্তগণের "যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সমাগত হয়েন" (শ্রীভা, ৫।১৮।২২) ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে (২) অনাদৃত হইলেও সমস্ত-জ্ঞান সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাধুর্য্যানুভবি-ভক্তগণের উৎ-কর্ষ কীর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা পরম-তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাও সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে পারেন নাই। ইঁহারা ঐশ্বর্য্যানুভবী। আর যাঁহারা মাধুর্য্যানুভবী, তাঁহারা মাধুর্য্যা-নুভব ত করেনই, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে তাঁহারা উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি পাইবার উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করে; অবসর

(১) স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ বিশেষের মনোহরতার নাম মাধুর্য্য।

(২) ন্যায়—যুক্তিমূলক বাক্য।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যাদিন্যায়েনানাদৃতমপি সর্বং জ্ঞানং সময়প্রতীক্ষকমেব স্যাৎ। পূর্বত্রৈব পদ্যে তেষাং পরমবিদ্বত্তামভিপ্রৈতি। যথা---মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥৯৯॥

অত্র খলু পদ্যে ত্রিবিধা জনা উক্তাঃ; প্রতিকূলজ্ঞানা মূঢ়া

পাইলে অনাদৃত হইয়াও উপস্থিত হয়। যাহা ঐশ্বর্য্যানুভবীর পুরুষার্থবস্তু. মাধুর্য্যানুভবীর কাছে তাহাও তুচ্ছ। ইহা হইতে মাধুর্য্যানুভবিভক্তগণের পরমোৎকর্ষ জানা যায়।]

[**অনুবাদ**—মল্লানামশনি ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই মাধুর্য্যানুভবিগণের পরম বিজ্ঞতা অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে পরম বিদ্বান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদিগের অশনি (বজ্রকঠোর), নরদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিগণের শাসন-কর্ত্তা, নিজ মাতাপিতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎমৃত্যু, অবিদ্বজ্জনপক্ষে বিরাট, যোগিদিগের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের পরমদেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭ ॥ ৯৯ ॥

শ্লোক ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে প্রতিকূল জ্ঞান (শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন, মূঢ় ও বিদ্বান্ এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিরুপাধি প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরোধ প্রকাশ-কথায় মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসৎরাজগণ ও স্বয়ং কংস প্রতিকূল-জ্ঞান। 'অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট' পৃথগ্‌ভাবে এইরূপ উল্লেখ করায়, যাহারা (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে) বিরাট জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ়। আর, পারিশেষ্য-প্রমাণে অর্থাৎ এস্থলে

বিদ্বাংসশ্চ। তত্র নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদস্বভাবে তস্মিন্ বিরোধলিঙ্গেন মল্লানাং কংসপক্ষীয়াসংক্ষিতিভুজাং কংসস্য চ প্রতিকূলজ্ঞানত্বং বোধ্যতে। বিরাড়বিদুষামিতি পৃথগুপাদানেন বিরাড়্ জ্ঞানিনামেব মূঢ়ত্বম্। পারিশেষ্যপ্রমাণেনাশ্লেষান্তু বিদ্বত্ত্বেব তত্র বিরাট্ত্বং নাম বিরাড়ংশভৌতিকদেহত্বং যৎকিঞ্চিন্নরদারকত্ব-মিত্যর্থঃ। অতস্তত্র মূঢ়তা। তে চ ভগবদ্‌যাচ্ঞামশ্রদ্ধধানৈর্যাজ্ঞিকবিপ্রৈঃ সদৃশাঃ। কেচিৎ তদবজ্ঞাতারো ন দ্বেষ্টারো ন চ প্রীয়মাণাঃ। অত্র তেষাং ভৌতিকত্বস্ফূর্ত্তৌ ভক্তানাং জুগুপ্সা জায়ত ইতি বীভৎসরসশ্চ ভগবতা পোষ্যতে। নরবরত্বে তু

ত্রিবিধ জনের কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই প্রকার লোকের কথা বলা হওয়ায় বাকী যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা বিদ্বান্। এস্থলে বিরাট বলিতে বিরাটের (স্থূল-পঞ্চভূতের) অংশ ভৌতিকদেহ,—সাধারণ নরবালক বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের (অবিদ্বজ্জনগণের) মূঢ়তা, ভগবদ্-যাচ্ঞায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্ঞাতা; দ্বেষ্টা নহে, প্রীতিমানও নহে। উক্ত মূঢ়-গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব (পাঞ্চভৌতিক-দেহধারী সাধারণ মানব) স্ফূর্ত্তিতে ভক্তগণের ঘৃণা জন্মে; এইজন্য শ্রীভগবান্ বীভৎসরসও পোষণ করেন। (১)

(১) ঘৃণ্যবস্তু অবলম্বন করিয়াই বীভৎসরস নিষ্পন্ন হয়। শ্রীভগবানে কখনও কাহারও তাদৃশ প্রতীতি হয় না, তবে তাঁহাকে যাহারা পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মনে করে, তাহাদের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঘৃণাবৃত্তির উদয়ে বীভৎসরস নিষ্পন্ন হয়; উক্তরূপে ভগবৎসম্বন্ধে মূঢ়গণের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায়, তিনি বীভৎসরসও পোষণ করেন বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ রস-নিষ্পত্তি অসম্ভব ছিল; এইরূপে সেই অসম্ভাবনা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

তন্মাধুর্য্যপ্রভাবয়োরংশেনৈব নরেষু তস্য শ্রেষ্ঠত্বমনুভূতমিতি তদনুভবসদ্ভাবাৎ সাধারণনৃণামপি বিদ্বত্তা। অতএব চ সামান্য-ভক্তাঃ। যথৈব তেষাং প্রীতির্বর্ণিতা---নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রিকা নৃপ। প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননা ইত্যাদিনা। এতেষাং প্রজাত্বেঽপি প্রায়স্তদানীমজাতমমত্বান্ন

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবররূপে দর্শন করিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও প্রভাব-অংশে নরগণ মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়াছিলেন; সেই অনুভব বর্ত্তমান থাকায়, (কংস-রঙ্গস্থলের) সাধারণ নরগণও বিদ্বান্। অতএব তাঁহারা সামান্য ভক্ত। তাঁহাদের সামান্য ভক্তোচিত প্রীতি বর্ণিত হইয়াছে; শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! উত্তমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে-নিরীক্ষণ করিয়া, মঞ্চস্থিত নগরবাসী জনগণের নয়ন-বদন পরমানন্দে প্রফুল্ল হইল; (তাঁহারা অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাদের মুখ-মাধুর্য্য পান করিলেন।)

শ্রী ভা, ১০।৪৩।১৭।

[পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রজাগণকে পাল্যগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। *] ইঁহারা (সাধারণ নরগণ) প্রজা হইলেও সে সময় (কংস-বধকালে) শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রায়ই মমতা জন্মে নাই, এই-জন্য তাঁহারা পাল্যগণের অন্তর্ভুক্ত নহেন। এই প্রকারে সাধারণ জনগণের বিদ্বত্তা প্রতিপন্ন হওয়ায়, অন্য সকলের বিদ্বত্তা কাজে কাজেই সিদ্ধ হইতেছে; তাহাতেও পরম-মাধুর্য্যানুভবী শ্রীগোপগণের বিদ্বত্তার কথা আর কি বলিব? তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে।

[শ্লোকে (১) মল্লগণ, (২) নরগণ, (৩) স্ত্রীগণ, (৪) গোপগণ, (৫) অসৎরাজগণ, (৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা, (৭) কংস, (৮) যোগি-

* ৮৪ অনুচ্ছেদ।

প্যাল্যান্তঃ প্রবেশঃ । অথৈবং তেষামপি বিদ্বত্তায়াগন্ত্যেষাং স্তুত-রামেব সা । তত্রাপি কিমুত শ্রীগোপানাম্ । তথাহি তত্রে নৃণাং সামান্যভক্তানাং যোগিনাং তল্লীলাদিদৃক্ষাগতাকাশাদিস্থিতচতুঃসন-প্রভৃতিজ্ঞানিভক্তানাঞ্চ মমত্বসূচকপদবিন্যাসো ন কৃতঃ । তথা তদ্বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ । ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশ ইত্যাদৌ ক্ব বজ্রসারসর্বাঙ্গাবিত্যাদিতদ্বাক্যোদা-

---

গণ, (৯) বৃষ্ণিগণ ও (১০) অজ্ঞগণ—এই দশ প্রকারের লোকের কথা বলা হইয়াছে । ইঁহারা কংসের রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন-রূপে দর্শন করিয়াছেন । এই দশ প্রকারের লোককে প্রতিকূল-জ্ঞান, মূঢ় ও বিদ্বান্ ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । মল্লগণ, অসৎরাজগণ ও কংস এই তিন প্রকারের লোক প্রতিকূল-জ্ঞান । অজ্ঞগণ মূঢ় । অবশিষ্ট ছয় প্রকারের লোক বিদ্বান্ । শ্রীকৃষ্ণে মমতাশূন্য ও মমতাযুক্ত ভেদে বিদ্বান্‌গণকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ।]

এস্থলে আরও জ্ঞাতব্য, শ্লোকে নরগণ—সামান্য ভক্তগণ এবং যোগিগণ—শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনাভিলাষে সমাগত আকাশস্থিত চতুঃসন প্রভৃতি জ্ঞানিভক্তগণের মমত্বসূচক পদ-বিন্যাস করেন নাই ; [ইঁহারা মমতাশূন্য । আর স্ত্রীগণও মমতাশূন্য ; তাহা বলিতেছেন—] তদ্রূপ "হে রাজন্ ! চানূর-মুষ্টিকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রঙ্গভূমিতে সমাগত নারীগণ "একদিকে বল, অন্যদিকে অবল দেখিয়া কৃপার্দ্রচিত্তে দলে দলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,— * * * অহো ! ঐ দুইজন মল্ল প্রকাণ্ড পর্ব্বত-তুল্য, তাহা-দের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রসারের মত কঠিন, ইহারা কোথায় ? আর অতি সুকুমারাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত-যৌবন-কিশোর দুইটীই বা কোথায় ?" ইত্যাদি

হৃতানুকম্পাময়পরমপ্রীতিবিকারাণাং নানাভাবস্ত্রীণাং মধ্যে স্মরত্বেন বিদিতকৃষ্ণানাং গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিগিরাং স্ত্রীবিশেষাণাং কান্তভাবাখ্যপ্রীতের্লোকপ্রসিদ্ধস্মরেণাপি মিশ্রত্বেন শ্রীব্রজদেবীবচ্ছুদ্ধত্বাভাবঃ। তৎকালদৃষ্টত্বেন মমত্বাভাবশ্চাগতশ্চ। বৃষ্ণিপিতৃগোপানাং তু তত্তচ্ছব্দৈর্মমতাবিশেষঃ সূচিতঃ। তস্মাদেতেষ্বেব পরমমাধুর্য্যানুভবেষূত্তমত্বং মতম্। তত্র চ গোপানাং

নারীগণ-বাক্যে (শ্রীভা, ১০।৪৩।৫,৭) যাঁহাদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি উদাহৃত হইয়াছে, নানা ভাববতী সেই রমণীগণ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং "গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিল" (শ্রীভা, ১০।৪৩।১৩) ইত্যাদি বলিয়াছেন; সেই বিশেষ-রমণীগণের কান্তভাবাখ্য প্রীতির সহিত লোক-প্রসিদ্ধ কামেরও (প্রাকৃত কামের) মিশ্রণ হেতু, তাঁহাদের প্রীতি ব্রজদেবীগণের প্রীতির মত বিশুদ্ধা নহে। আর, মাত্র সেই সময়েই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগেতেও মমতার অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে।

[স্ত্রীগণ-মধ্যে ইঁহাদেরই প্রীতি প্রচুর। ইঁহাদের মমতাভাব প্রতিপন্ন হওয়ায় অসমযুদ্ধ বলিয়া যে সকল রমণী কৃপার্দ্রচিত্তে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মমতাভাবের কথা বলা বাহুল্য মাত্র।]

বৃষ্ণিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ এই তিন প্রকারের লোকের (রঙ্গস্থলের দর্শকের) সেই সেই (বৃষ্ণি, মাতাপিতা ও গোপ) শব্দে(১) মমতাবিশেষ সূচিত হইতেছে। সুতরাং পরম-মাধুর্য্যানুভবি গুণ মধ্যে ইঁহাদিগেতেই উত্তমত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। তাহাতে আবার গোপ-

(১) বৃষ্ণিবংশে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি গোপ-অভিমানী। এইজন্য বৃষ্ণি আর গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ নিজ জন, তাই তাঁহার প্রতি উঁহাদের মমতা আছে। মাতা-পিতার পুত্রের প্রতি মমতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

স্বজনো বৃষ্ণীনাং পরদেবতেত্যনেন শ্রীগোপানাং বান্ধবভাবাপাদক-মাধুর্য্যজ্ঞানং স্বাভাবিকং বৃষ্ণীনাস্তুঃপরদেবতাভাবাপাদকৈশ্বর্য্যজ্ঞানং স্বাভাবিকমিত্যঙ্গীকৃতম্। সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয় ইতি তু তথা গৌণস্যাপি বন্ধুভাবস্য তদনুগতৌ স্বতঃ প্রাবল্যাপেক্ষয়োক্তম্। কিঞ্চ তেষু যথা কংসাদয়ঃ প্রতিকূলজ্ঞানা বৃষ্ণ্যধমাঃ, তথৈবাবিদ্বাংসঃ শতধন্ব-প্রভৃতয়ঃ সন্তি। তদপেক্ষয়ৈব ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ সাত্ত্বতা ইত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। অত উত্তমবৃষ্ণিত্বয়া সামান্যতো

গণের তিনি "নিজজন"। আর বৃষ্ণিগণের তিনি পরম দেবতা—এইরূপ নির্দ্দেশহেতু, শ্রীগোপগণের বান্ধব-ভাব-স্থাপক মাধুর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক এবং বৃষ্ণিগণের পরম-দেবতা পরমারাধ্য ভাব-প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক, শ্লোকে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ-বশতঃ বৃষ্ণিগণ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন," (১)—একথা ঐশ্বর্য্যানু-গতিতে তাদৃশ গৌণ-বন্ধুভাবের ও স্বতঃ প্রাবল্যাপেক্ষায় উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবার বৃষ্ণিগণ-মধ্যে প্রতিকূল-জ্ঞান কংসাদি যেমন ছিল, তেমন অবিদ্বান্ (মূঢ়) শতধন্বা প্রভৃতিও ছিল। তাহাদের অপেক্ষায়ই "এ সকল রাজা এবং একস্থানবাসী যাদবগণ যাহাকে জানিতে পারে নাই,"(২)—একথা বলা হইয়াছে।

[**বিবৃতি**— শ্রীগোপগণ রঙ্গস্থল-গত শ্রীকৃষ্ণকে নিজজনরূপে দর্শন করিলেন বলায়, তাঁহারা এবং মাতাপিতা ভিন্ন আর কেহই যে তাঁহাকে নিজজনরূপে দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা অনায়াসে প্রতীত

(১) গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসোদ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ শ্রীভা, ৭।১।২৯

(২) ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
মায়াযবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরং॥ শ্রীভা, ১০।৮৩।১৭

লব্ধমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমুত্তমমেব শ্রীবাসুদেবদেবক্যোঃ সম্মতম্। ততঃ

হইতেছে। তাহাতেও বৃষ্ণিগণ তাঁহাকে পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন বলায়, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন বোধ করেন নাই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। কিন্তু শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির-মহারাজের নিকট যে বলিয়াছেন, "বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন" এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহার প্রতি ত নিজজন-বুদ্ধি থাকেই, তবে এইরূপ বলা হইল কেন? ইহার উত্তর—যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণে বন্ধুভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্যানুভবের অধীন, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহারা তাহাকে বন্ধু মনে করেন; এই জন্য তাঁহাদের বন্ধুভাব ঐশ্বর্য্যানুগত এবং গৌণ। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই বন্ধুভাব স্বভাবতঃই প্রবল। এইজন্য শ্রীনারদ সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে যাহার যে ভাব মুখ্য, কংস-রঙ্গভূমিতে তাঁহার দর্শন তাদৃশ। যাদবগণের ভাব ঐশ্বর্য্যানুভব-প্রধান বলিয়া তাঁহারা পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন, গোপগণের মাধুর্য্যানুভব প্রধান বলিয়া তাঁহারা নিজজনরূপে দর্শন করিয়াছেন।

তারপর আর একটী সংশয় — কুরুক্ষেত্র-তীর্থে সমাগত মুনিগণ বলিয়াছেন, "একস্থানে থাকিয়াও বৃষ্ণিগণ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারে নাই;" যদি বৃষ্ণিগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে ঐ কথা বলা হইল কেন? উত্তর—প্রতিকূল-জ্ঞান ও মূঢ়গণ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারে না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছে। প্রতিকূল-জ্ঞান কংস এবং মূঢ় শতধন্বা প্রভৃতি যদুবংশ-সম্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারে নাই, ইহাদের সম্বন্ধেই মুনিগণ উক্তরূপ বলিয়াছেন।]

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব-দেবকী বৃষ্ণিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য তাঁহারা যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাই উত্তম—একথা উক্ত

তৎসংস্পৃষ্টত্বেঽপি লীলাবিশেষবশাদেব পিত্রোঃ শিশুরিত্যনেন মাধুর্য্যজ্ঞানং ব্যজ্যতে। অতো গৌণত্বাদেব, নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া। কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মন ইত্যাদৌ শ্রীনারদেন তন্নানুমোদিতম্। রাজ্ঞা তু স্বাভাবিকত্বাৎ শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তদনুমোদিতং, নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্নিত্যাদৌ। তয়োরৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য স্বাভাবিকত্বঞ্চ জন্মক্ষণমারভ্য তাদৃশস্তুত্যাদৌ প্রসিদ্ধম্। অতএব পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বেত্যত্র টীকাকারৈরপি তয়োরৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সিদ্ধমেব, পুত্রতয়া প্রেম তু দুর্লভমিত্যুক্তম্।

(মল্লানাং ইত্যাদি) শ্লোক সম্মত। তাঁহাদের পিতৃত্ব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সংস্পৃষ্ট হইলেও লীলা-বিশেষ-বশে (জন্ম-লীলার স্মৃতি বশতঃ) "মাতা পিতার নিকট শিশু," শ্লোকে এইরূপ (শ্রীবসুদেব-দেবকীর) মাধুর্য্য-জ্ঞান ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভবের গৌণত্ব নিবন্ধন— "হে বিপ্রগণ! বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বালক মনে করিয়া আপনার শ্রেয়োজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদিগকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে" (শ্রীভা, ১০।৮৪।২৩) ইত্যাদি শোকে শ্রীনারদ শ্রীবসুদেবেব মাধুর্য্যানুভবের অনুমোদন করেন নাই। আর, শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর মাধুর্যানুভব স্বাভাবিক হেতু "হে ব্রহ্মন্! নন্দ কি শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন?" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৮।৪৬) শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীবসুদেব-দেবকীর ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব জন্মলীলা হইতে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় স্তুতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব "মাতাপিতা পরম জ্ঞানরূপ অর্থলাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৪৫।১) শ্লোকের টীকায় টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদও "তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান

তথা শ্রীগোপানাং স্বজনত্বং সামান্যতো নির্দ্দিষ্টম্। তচ্চ কংসাদিবন্ন ব্রজে ক্বচিদপি জনে ব্যভিচরতি। আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ। নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসা ইত্যাদিদর্শনাৎ। তদেবং সতি স্বয়মেব গোপরাজে কদাপ্যব্যভিচারিবাৎসল্যো বৈশিষ্ট্যমায়াতমিতি তস্যাপি শিশুরিতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ১০ ॥ ৪৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৯ ॥

সিদ্ধই আছে, পুত্রভাবে প্রেম কিন্তু দুর্লভ" (১) এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

শ্রীবসুদেবাদির স্বতঃসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের মত শ্রীগোপগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বজনত্ব সাধারণভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীগোপগণের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে স্বজনবুদ্ধি আছে। যাদবগণের মধ্যে কংসাদি কাহারও কাহারও যেমন ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের ব্যভিচার দেখা যায়, ব্রজে কাহারও মধ্যে তেমন ব্যভিচার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে স্বজন-বুদ্ধির অভাব দেখা যায় না, যেহেতু "ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে যথাযোগ্য প্রীতি আছে। [তিনি কালীয়-হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলে] কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় তাঁহারা সকলে কাতরভাবে গোকুল হইতে বাহির হইলেন,"—(শ্রীভা,১০।১৬।১৫) এই শ্লোকে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে নিজজনবুদ্ধি দেখা যায়। তাহা হইলে, যাঁহার কখনও (ঐশ্বর্য্য দর্শনেও) বাৎসল্যের ব্যভিচার ঘটেনা, স্বয়ং সেই গোপরাজের নিজ-জন-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য (পুত্রবুদ্ধি) অবশ্যই আছে; অতএব (শ্রীবসুদেব-দেবকীর মত) তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে "শিশু" দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা কি আর বলিতে হইবে ?৯৯॥

---

(১) এস্থলে শ্রীস্বামিপাদের টীকা অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই; ইহা টীকার মর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। টীকা — ময়ি প্রসন্নে সতি অনয়োর্ভজনং কিং দুর্লভং

তদেবং পরমমাধুর্য্যাতিশয়ানুভবস্বভাবত্বেন পরমজ্ঞানিত্বমেব শ্রীগোপালানামঙ্গীকৃতম্। অতএব দৃষ্টচতুর্ভুজাদ্যনন্ততদাবির্ভাবেনাপি ব্রহ্মণা তেষামালম্বনং রূপমেব নিজালম্বনীকৃতম্ নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষ ইত্যাদিনা। তেষামপি যৎস্বভাবত্বেন সকলপ্রীতি-

শ্রীগোপগণের প্রীত্যুৎকর্ষ।

তাহা হইলে দেখা গেল, প্রচুররূপে পরম-মাধুর্য্যের অনুভব করাই শ্রীগোপগণের স্বভাব; এইজন্য তাঁহারাই পরমজ্ঞানী, ইহা স্বীকৃত হইতেছে। অতএব—পরমজ্ঞানী শ্রীগোপগণ যাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তদবলম্বন শ্রেয়স্কর হেতু, (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মমোহন-লীলায়) যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজাদি অনন্ত আবির্ভাব দর্শন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা, যে রূপ শ্রীগোপগণের আলম্বন, সেই রূপকেই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বারা আপনার আলম্বন করিয়াছিলেন।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥
শ্রীভা, ১০।১৪।১

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "হে ঈড্য (স্তবনীয়)! আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনার স্তব করিতেছি। আপনার অঙ্গ নব মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বসন বিদ্যুৎ-সদৃশ পীত; গুঞ্জার কর্ণভূষণ ও ময়ূর-পুচ্ছের চূড়াদ্বারা আপনার শ্রীমুখ শোভমান। বনমালা, কবল (দধিমাখা অন্নের গ্রাস), বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদি দ্বারা আপনার অতিশয় শোভা হইয়াছে। আপনার পদদ্বয় অতিশয় মৃদু। আপনি গোপরাজ-নন্দের পুত্র।"

স্যাৎ? দুর্লভস্তু ময়ি পুত্রতয়া প্রেমসুখং। (শ্রীকৃষ্ণের অভিমত) আমি যখন প্রসন্ন আছি, তখন ইঁহাদের (শ্রীবসুদেব-দেবকীর) জ্ঞান কি দুর্লভ? কখনই নহে। কিন্তু আমাতে পুত্রভাবে প্রেম-সুখ দুর্লভ।

জাতিচূড়ামণিরূপা পরা প্রীতিঃ স্বভাবত এবোদয়তে। যৎস্বভাবত্বেনৈব চাগন্তুকাদন্যজ্ঞানাৎ নাসৌ প্রীতির্ব্যভিচরতি। প্রত্যুত তদেব তিরস্করোতি। তেনান্তরায়প্রায়েণ বর্দ্ধতে চ। বিষয়িণাং বিষয়প্রীতিরিব। যতো বিষয়িণাং বিষয়েষু সদোষত্বে শ্রুতে দৃষ্টেঽপি রাগপ্রাপ্তগুণবত্ত্ববুদ্ধিঃ প্রবলা দৃশ্যতে। তথৈবোক্তং

প্রচুররূপে পরম মাধুর্য্যানুভব করাই শ্রীগোপগণের স্বভাব; এই হেতু সকল প্রীতি-জাতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয়। তাঁহাদের তেমন স্বভাব বলিয়া আগন্তুক অন্য জ্ঞান হইতে প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না, প্রত্যুত সেই স্বভাব অন্য জ্ঞানকে তিরস্কৃত (তুচ্ছ) করে। বিষয়িগণের বিষয়-প্রীতির মত অন্তরায় সদৃশ আগন্তুক অন্য জ্ঞানদ্বারাও সেই প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কারণ, বিষয়িগণ বিষয়সকল দোষযুক্ত—ইহা শুনিলে, এমন কি দেখিলেও অনুরাগ হেতু সে সকলে তাহাদের গুণ-যুক্ত বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি জন্মিয়াছিল, সে বুদ্ধিই প্রবল হয়। এই জন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"বিষয়ীর বিষয়-প্রীতির যে লক্ষণ" (১) ইত্যাদি।

[**বিবৃতি**—যাহার যাহা স্বভাব, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও তাহার সেই স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, ইহা সচরাচর দেখা যায়। স্বভাব বলিতে স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্ম বুঝায়; ইহার ব্যভিচার অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য সর্ব্বাধিকরূপে অনুভব করাই শ্রীগোপগণের স্বভাব; এইজন্য মহান্ ঐশ্বর্য্য অনুভব করিলেও তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব-সঞ্জাত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান অন্যের সাধ্বস সঙ্কোচ উপস্থিত করিয়া গৌরব-মিশ্রা ভক্তির উদ্রেক করে, তাঁহারা উহার কোন আদরই করেন না, এই জন্য তাঁহাদের নিকট অন্য জ্ঞান তিরস্কৃত হয় বলা হইয়াছে।

(১) ৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যা প্রীতিরবিবেকানামিতি। অত্র চ শ্রীসঙ্কর্ষণং প্রতি শ্রীমন্নন্দ-যশোদাবচনং—চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ। ইত্যা-রোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈরিত্যাদি। যেন বসুদেব-পুত্রত্বে ক্ষত্রিয়ত্বে পরমেশ্বরত্বে চ ব্যক্তে শ্রীবলদেবস্যাপি তৎপুত্রোচিতভাবো নান্যথা জাতঃ। যথা তৎপূর্বমুক্তম্—বলভদ্রঃ

কোন বস্তুতে প্রবল অনুরাগ থাকিলে দৈবাৎ অনুরাগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না, পক্ষান্তরে 'প্রিয়বস্তু বুঝি হারাইলাম' এই উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া অনুরাগ বৃদ্ধি করে। শ্রীগোপগণের মাধুর্য্যানুভবে অনুরাগ; তাহার বিরোধী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে, 'এই বুঝি আমি সেই পরম মধুর বস্তু হারাইলাম' এইরূপ ব্যগ্রতা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভবস্পৃহাকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।]

অনুবাদ—[আগন্তুক অন্য (ঐশ্বর্য্য) জ্ঞান হইতে শ্রীগোপ-গণের যে প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।] শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোদার বাক্যে—"হে দাশার্হ! জগদীশ্বর তুমি অনুজের (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত চিরকাল আমাদিগকে প্রতিপালন কর—ইহা বলিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক নেত্রজলে অভিষিক্ত করিলেন," (শ্রীভা, ১০।৬৫।৩) ইত্যাদি (১)।

শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর উক্ত স্বভাববশতঃ বসুদেব-পুত্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত হওয়ার পর শ্রীবলদেবেরও তাঁহাদের প্রতি পুত্রোচিত ভাবের অন্যথা ঘটে নাই। যথা, তাহার (হে দাশার্হ!

---

(১) ইত্যাদি অব্যয়-যোজনার অভিপ্রায়, অন্যত্রও শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির এই প্রকার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রতি তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌রথমাস্থিতঃ। সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দ-গোকুলম্। পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈ গোপৈর্গোপীভিরেব চ। রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিত ইতি। পরমৈশ্বর্য্যাদি-

ইত্যাদি শ্লোকের) পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বলভদ্র সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দের গোকুলে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, চিরোৎকণ্ঠিত গোপগণ ও মাতৃবয়স্কা বৃদ্ধা গোপীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তিনি মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৬৫।১—২

[**বিবৃতি**—শ্রীবসুদেব কংসের উপদ্রবে ভীত হইয়া বলদেব-জননী শ্রীরোহিণী-দেবীকে শ্রীগোকুলে নন্দগৃহে লুকাইয়া রাখেন। তথায় বলদেবের জন্ম হয়। বাল্যকালে ব্রজরাজ-ভবনে তিনি লালিত পালিত হয়েন। তখন তিনি আপনাকে গোপকুমার এবং ব্রজরাজ-দম্পতিকে মাতাপিতা মনে করিতেন। পরে মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বসুদেব-পুত্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ব্রজরাজ-দম্পতি এ সংবাদ শুনিয়াছিলেন এবং শ্রীবলদেব যে বসু-দেবের পুত্র, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন। ইহা তাঁহাদের অন্যথা জ্ঞান, এই জ্ঞান তাঁহাদের প্রীতিকে লঘু করিতে পারে নাই; তাঁহারা উঁহাকে পরপুত্র বা ঈশ্বরভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; দীর্ঘকাল পরে শ্রীবলদেবকে পাইয়া পুত্রভাবে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক নয়ন-সলিলে প্লাবিত করিলেন।

ভক্তের স্বভাবের অনুরূপ শ্রীভগবনেরও স্বভাব প্রকটিত হয়। শ্রীবলদেবের বাল্য-লীলাবসানে বসুদেব-পুত্রত্বাদি ব্যক্ত হইলেও তিনি শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে তাঁহাদের পুত্র মনে করিতেন। ব্রজে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

জ্ঞানস্বভাবানামপি প্রীতিপ্রাবল্যসময়ে তত্তিরস্কারো দৃশ্যতে। যথা শ্রীদেবহূত্যাঃ---বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা। জ্ঞাততত্ত্বা-প্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলেতি। শ্রীদেবকীদেব্যাঃ---সমুদ্বিজে-ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীরিতি। শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য—অজাতশত্রুঃ

মাতাপিতা মনে করিয়াই প্রণাম করিলেন; শ্রীভগবদভিপ্রায়-বেত্তা শ্রীশুকদেব বলদেবের মনের ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির প্রীতি-মহিমাও ব্যঞ্জিত হইল; অখণ্ডজ্ঞান শ্রীবলদেব তাঁহাদের প্রীতিবশে নিজের বাসুদেবত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরস্বরূপ প্রসিদ্ধ অভিমানও বিস্মৃত হইলেন।]

অনুবাদ—পরমৈশ্বর্য্যাদি অনুভব করাই যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারাও প্রীতি-প্রাবল্য-সময়ে ঐশ্বর্য্যানুভবকে তুচ্ছ বোধ করেন, এইরূপ দেখা যায়। যথা, শ্রীদেব-হূতির—"পূর্ব্বে পতি কর্দ্দমমুনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তারপর পুত্র শ্রীকপিলদেব চলিয়া গেলেন, তখন দেবহূতি পুত্র-বিরহে অতিশয় কাতরা হইলেন; তিনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্না হইলেও বৎসের মৃত্যুতে বাৎসল্যবতী গাভীর যে অবস্থা হয়, তাঁহারও সে অবস্থা হইল।"
শ্রীভা, ৩।৩৩।২০

শ্রীদেবকীদেবীর—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "আমি আপনার নিমিত্তই কংস হইতে ভয় পাইতেছি; আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে।"
শ্রীভা, ১০।৩।২৬

শ্রীযুধিষ্ঠিরের---শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে যখন দ্বারকায় গমন করিলেন, তখন "শ্রীযুধিষ্ঠিরের স্নেহবশতঃ শত্রু হইতে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের ভয় শঙ্কা করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য (হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক এই) চতুরঙ্গিনী সেনা সঙ্গে দিলেন।" শ্রীভা ১।১০।৩২। ইহা শ্রীযুধিষ্ঠিরের

পূতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ। পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত চতুরঙ্গিনীমিতি। ইদঞ্চ তস্যপ্রশংসার্থমেবোক্তম্—অথ দূরাগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্। সংনিবর্ত্ত্য দৃঢ়স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ

প্রশংসার জন্যই বলিয়াছেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল পাণ্ডবগণ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে, তিনি স্নিগ্ধবাক্যে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রিয় উদ্ধবাদির সহিত নিজপুরী দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন," (শ্রীভা, ১।১০।৩৩)—এই বাক্যেও শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির প্রশংসা অভিপ্রেত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীদেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবের নিকট বহু তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং কপিলদেবকে ঈশ্বর বলিয়াও জানিয়াছিলেন। জ্ঞানবলে তাঁহার শোক মোহ বিদূরিত হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকপিলদেব যখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার সমস্ত-জ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি কপিলদেবের প্রতি পুত্রভাব ছাড়া আর কোন ভাব পোষণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল হইয়াছিল। বৎসহারা গাভীর মত তিনি যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবহূতি তখন কপিলদেবকে পুত্রছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারেন নাই—তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; এস্থলে প্রীতি-প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের তিরস্কার দেখা গেল।

শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকট চতুর্ভুজ, বৈদুর্য্যকীরিটাদি-শোভিত-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন; তথাপি মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়াছেন। শ্রীদেবকী যে স্তব করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝাযায়, লক্ষ লক্ষ কংস যে শ্রীকৃষ্ণের কিছু করিতে পারিবেনা ইহা তিনি জানিতেন, তথাপি মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া

স্বনগরীং প্রিয়ৈরিত্যুক্তবাক্যেঽপি তাদৃগভিপ্রায়াৎ। তথা শ্রীসঙ্কর্ষণস্য চ—শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্। কৃষ্ণং চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ। বলেন মহতা সার্দ্ধং

বলিলেন, 'কংস হইতে তোমার অনিষ্টশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আছি।" ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তুচ্ছ করিবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দেবতা, দানব, মানব কেহই যে শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট করিতে পারেনা, তিনি সর্ব্বেশ্বর, একথা শ্রীযুধিষ্ঠির অবগত ছিলেন; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা দেওয়ায়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপেক্ষা করিয়া মাধুর্য্যজ্ঞানের বশবর্ত্তিতা প্রতীত হইতেছে।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শ্রীভগবানের ঈশ্বরত্ব প্রতীত করায়, আর মাধুর্য্যজ্ঞান তাঁহাকে নিজজনরূপে প্রতীতি করায়, তাঁহার নরলীলায় চারুতা উপলব্ধি করায়। ভক্তগণও তদনুরূপ চেষ্টা করেন;—তিনি যে ঈশ্বর একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাকে আপনার প্রিয়তম মনে করিয়া তেমন ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন।

মাধুর্য্যানুভব-নিপুণ ভক্তগণ সর্ব্বদা, আর ঐশ্বর্য্যানুভব-নিপুণ ভক্তগণ প্রীতির প্রাবল্য-সময়ে উক্তরূপ ব্যবহার করেন। ইহাতে দেখা গেল, মাধুর্য্যজ্ঞান সময়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন বা অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কখনও মাধুর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন বা অভিভূত করিতে পারেনা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে মাধুর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের ইহা একটী নিদর্শন]

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতিপ্রভৃতির মত শ্রীবলদেবেরও প্রীতির প্রাবল্য-সময়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রতি অনাদর দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরুক্মিণী-হরণের জন্য গিয়াছিলেন, তখন "ভগবান্ বলরাম বিপক্ষীয় সৈন্যগণের উদ্যম এবং কন্যাহরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শ্রবণ করিয়া,

ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রায়াদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিরিতি। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞোঽপীত্যর্থঃ। অতএব, কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকা ইত্যাদিকমপি। তদেবং মাধুর্য্যজ্ঞানস্যৈব বলবৎসুখময়ত্বে স্থিতে তস্মিংশ্চ শ্রীগোপানামেব স্বাভাবিকতয়া লব্ধে ব্রহ্মত্বেশ্বরত্বানুভবমতিক্রম্য তেষামেব ভাগ্যেন শ্রীশুকদেবো-

যুদ্ধের আশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক চতুরঙ্গ মহা সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া সত্বর কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৫৩।১৫

এস্থলে "ভগবান্" শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য—সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও প্রীতিবশে তিনি উক্তরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, একথা জ্ঞাপন করা।

অতএব—প্রীতি-প্রাবল্য-সময়ে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবলদেবও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে অনবহিত হইয়া মাধুর্য্যজ্ঞানে নিমগ্ন হয়েন বলিয়া, "কৃষ্ণকে মহাবকগ্রস্ত দেখিয়া রামাদি বালকগণ প্রাণ বিনা ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ বিচেতন হয়, সেইরূপ বিচেতন হইলেন।" শ্রীভা, ১০।১১।২৭

এইরূপে মাধুর্য্যজ্ঞানের বলবৎ-সুখময়ত্ব (১) স্থির হইল। তাহাতে আবার শ্রীগোপগণ স্বভাবতঃই ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব অতিক্রম করিয়া (২) পরম-মাধুর্য্য প্রচুররূপে অনুভব করেন নিশ্চিত হওয়ায়, তাঁহাদেরই

(১) বলবান্ ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বলকে পরাভূত করিয়া তাহার অধিকার ভোগ করে, তেমন মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ঐশ্বর্য্যানুভবনিপুণ ব্যক্তিগণের হৃদয় অধিকার করে। মাধুর্য্যজ্ঞানে যত সুখ আছে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তত সুখ নাই। সুখের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিয়া ঐশ্বর্য্যানুভবি ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক মাধুর্য্যজ্ঞানের সমাদর করেন।

(২) ব্রহ্মত্ব ও ঈশ্বরত্বানুভব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। ঈশ্বর—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে কেবল ভগবানেই মাধুর্য্য আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই কারণে মাধুর্য্যজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মত্ব ও ঈশ্বরত্বকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

হাপ যুক্তমেব চমৎকৃতিমবাপ। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যে-ত্যাদৌ, নেমং বিরিঞ্চো ন ভব ইত্যাদৌ, নায়ং সুখাপ ইত্যাদিকস্ত গোপিকাসুত ইত্যত্র। নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ ইত্যাদৌ চ। ক্বচিচ্চ

ভাগ্যে শ্রীশুকদেবও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, ইহা সঙ্গত বটে। শ্রীশুক-দেবের সেই চমৎকৃতি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যংগতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নর-দারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ
শ্রীভা, ১০।১২।১০

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম-সুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে, মায়াশ্রিতগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, গোপবালকগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় প্রসাদের হেতুভূত সুচারু কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
শ্রীভা, ১০।৯।১৫

"গোপী যশোদা বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ব্রহ্মা প্রাপ্ত হয়েন নাই, শিব প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন কি অঙ্গ-সংশ্রিতা লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হয়েন নাই।"

নায়াং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ॥
শ্রীভা, ১০।৯।১৬

"এই গোপিকাসুত ভগবান্—ইঁহাতে ভক্তিমান্ জনগণের যেমন সুখলভ্য, দেহী (দেহাভিমানী তপস্বী) বা আত্মভূত (অদ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন)

তাদৃশস্বভাবেষু তৈষ্বৈশ্বর্য্যপ্রকটনমপি বিস্ময়দ্বারা মাধুর্য্যজ্ঞানমেব পুষ্ণাতি। অস্মাকং পুত্রাদিরূপোঽয়ং কথমীদৃশক্রিয়াবানিতি। তথা, নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিস্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইত্যাদি। তদেবং শুদ্ধত্বাচ্ছ্রীগোকুল-

জ্ঞানিগণের তেমন সুখলভ্য নহেন।" এই শ্লোকের "গোপিকাসুত" পদ শ্রীশুকদেবের বিস্ময়-ব্যঞ্জক।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া যাঁহারা মনোরথ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ উদিত হইয়াছে—সেই প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষে (বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণে) সংসক্তা লক্ষ্মীর প্রতিও হয় নাই। নলিনগন্ধরুচিশালিনী স্বর্য্যোষিদ্‌গণও তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহাতে অন্য রমণীগণ কোথায়?" (১)

[শ্রীগোপগণের ভাগ্যমহিমায় শ্রীশুকদেবের বিস্ময়ের প্রমাণ ইত্থং সতাং ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তৎপরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকে মাধুর্য্যানুভব-নিপুণ অন্যান্য ব্রজপরিকরগণের ভাগ্যমহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে।]

কোন স্থলে আবার স্বভাবতঃ মাধুর্য্যানুভবনিরত ব্যক্তিগণে ঐশ্বর্য্যের প্রকটন ও 'আমাদের পুত্রাদি এ' কিরূপে এমন কার্য্য করিতেছে!' এইরূপ বিস্ময় দ্বারা মাধুর্য্যজ্ঞানকেই পোষণ করে। তাদৃশ দৃষ্টান্ত—"নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান বেদসমূহ কর্ত্তৃক স্তুত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত এবং পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।২৮।৮

[ব্রজবাসিগণের প্রীতি, মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী। কদাচিৎ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক, ব্যাখ্যা ১০৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ব্বাসিনামেব প্রীতিঃ প্রশস্তা। যথোক্তম্—এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবানিত্যাদি। যত্রৈব পশূনামপি পরমঃ স্নেহো দৃশ্যতে। যথা কালীয়হ্রদাবগাহে, গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ। কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদন্ত ইব তস্থিরে ইতি।

তাঁহাদের প্রীতির ন্যূনতা ঘটে না বা তাহা রূপান্তরিত হয় না।] এই প্রকারে শ্রীগোকুলবাসিগণের প্রীতির শুদ্ধত্বনিবন্ধন, সেই প্রীতিই প্রশস্তা। তাহার প্রশস্ততা সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরংকুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়স্ত্বৎকৃতে ॥

শ্রীভা, ১০।১৪।৩৩

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে দেব! যাঁহাদের ধাম, অর্থ সুহৃৎ, প্রিয়া, আত্মা, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি দান করিবেন—ইহা চিন্তা করিয়াই আমার এবং বেদব্যাস প্রভৃতির চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই; সদ্বেশের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পূতনাও নিজ বন্ধুবান্ধবের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই!"

শ্রীগোকুল-সম্বন্ধেই প্রীতির প্রাবল্য দেখা যায়, কেবল তথায়ই পশুগণের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে পরম স্নেহ দেখা যায়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদে অবগাহন করিলে "বৃষ, গাভী, বৎসতরীসকল অতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি সমর্পণপূর্ব্বক রোদনপরায়ণের মত ভীতচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।"

শ্রীভা, ১০।১৬।১০

তথা তত উত্থানে, গাবো বৃষা বৎসতর্য্যো লেভিরে পরমাং মুদমিতি। তথা স্থাবরাণামপি তত্রৈব, কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপীতি। অতএব শ্রীব্রহ্মণাপি প্রার্থিতম্— তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্-ঘ্রিরজোঽভিষেকমিতি। তদেবং পরমমাধুর্য্যৈকজ্ঞাননিধৌ শ্রীমতি গোকুলেঽপি অনুগতা বান্ধবাশ্চেতি দ্বিবিধানাং তৎ-প্রিয়াণাং মধ্যে মমতাবিশেষধারিত্বাদন্ত্যানাং মহানেবোৎকর্ষঃ।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদ হইতে যখন উত্থিত হইলেন, তখন "বৃষ, গাভী, বৎসতরীসকল পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল।"

শ্রীভা, ১০।১৭।১২

শ্রীকৃষ্ণের কালীয়হ্রদ-নিমজ্জনে গবাদি পশুর যেমন মহা দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তথা হইতে উত্থিত হইলে তাহাদের তেমন পরমানন্দ উদিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে, একমাত্র শ্রীগোকুলেই বৃক্ষসকলের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বর্ত্তমান আছে, "শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শুষ্ক বৃক্ষসকল পর্য্যন্ত জীবিত হইয়া উঠিল।"

শ্রীভা, ১০।১৭।১২

অতএব—শ্রীগোকুলের বৃক্ষসকলের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বর্ত্তমান থাকায়, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে ভগবন্! আমার এই পরমেষ্ঠি জন্মেও নিজকে অধন্য মনে করিতেছি; সেদিনই নিজ জীবন কৃতার্থ মনে করিব, যেদিন তোমার এই গোকুলের গভীর অরণ্য মধ্যে যে কোন (তৃণ-গুল্মাদি) জন্ম লাভ করিয়া যে কোন ব্রজবাসীর (তোমার দর্জ্জি হড্ডিপ পর্য্যন্ত কাহারও) চরণরজে অভিষিক্ত হইতে পারিব।" শ্রীভা, ১০।১৪।৩২

তাহা হইলে, একমাত্র মাধুর্য্যজ্ঞানের নিধি শ্রীমদ্গোকুলেও অনুগত ও বান্ধব দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়গণ মধ্যে মমতাবিশেষধারী বলিয়া বান্ধব-

যথোক্তম্—অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদিনা। অত্র ব্রজৌকসাং কনিষ্ঠেষ্বপি তেন মিত্রতয়া স্বীকার ইতি যদুচ্যতে তৎ খলু মিত্রতায়াঃ প্রশংসামেবাবহতীতি। অথ তেষ্বপি সখীনাং তাবদুৎকর্ষমাহ—ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১০০ ॥

সতাং জ্ঞানিনাং ব্রহ্মত্বেন স্ফুরংস্তাবদ্বিরলপ্রচারঃ। দাস্যং

গণের পরমোৎকর্ষ;—শ্রীব্রহ্মা যে উৎকর্ষের কথা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—"পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের সনাতন মিত্র, সেই নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য।" শ্রীভা, ১০।১৪।৩০

সমস্ত ব্রজবাসীর মিত্র বলায়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কনিষ্ঠজন তাঁহাদের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, তাহা মিত্রতার প্রশংসা বহন করিতেছে। অর্থাৎ ইহাতে ব্রজময় পরস্পর নিরুপাধিক উপকার-রসিকতাময়ী মিত্রতার প্রভাব ঘোষিত হইল।

সখাগণের প্রীত্যুৎকর্ষ।

সমস্ত ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণে মিত্রভাব থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে সখাগণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম-সুখানুভূতিরূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নর-বালক রূপে প্রতীয়মান হয়েন, গোপবালকগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় প্রসাদের হেতুভূত সুচারু কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।১২।১০॥১০০॥

শ্লোকব্যাখ্যা—সদ্গণ—জ্ঞানিগণ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মস্বরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ স্ফূর্ত্তি অল্পলোকের পক্ষেই

গতানাং মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ স্বদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ইত্যনুসারেণ পরদৈবতত্বেন স্ফুরংস্ততোঽপি বিরলপ্রচারঃ। মায়াশ্রিতানান্তু জ্ঞানভক্তিমৈত্রী-হীনানাং চিদেকরূপত্বেন ন স্ফুরতি ন চ পরমেশ্বরত্বেন ন চ প্রেমাস্পদত্বেন। ততস্তদীয়াসাধারণতাস্ফূর্ত্তৌ যোগ্যতাশ্রয়াভাবাৎ, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তদিশা, যৎকিঞ্চিন্নৃ-বালত্বেন স্ফুরন্, নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি ন্যায়েন অলভ্য এবেতি পাদত্রয়েণ তস্যোদয়মাত্রদৌর্লভ্যং বিবক্ষি-তম্। ততশ্চৈবংভূতো যোঽসুলভস্ফূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন সমং

সম্ভব হয়। দাস্যগতগণ "হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধ-পুরুষ-মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি দুর্ল্লভ;" (শ্রীভা, ৬।১৪।৪) এই পরীক্ষিৎ-বচনানুসারে দাস্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের সুদুর্ল্লভতা-হেতু, পরদেবতারূপে স্ফূর্ত্তি তাহা হইতে (ব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তি হইতে) আরও অল্প। মায়াশ্রিতগণ জ্ঞান, ভক্তি ও মৈত্রী হীন; এইজন্য তাহাদের নিকট একমাত্র চিৎস্বরূপে স্ফূর্ত্তি পায়েন না; পরমেশ্বররূপে নহে, প্রেমাস্পদরূপেও নহে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের অসাধরণা স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা তাহাদিগেতে নাই বলিয়া "মানুষ-দেহাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে" (গীতা, ৯।১১) এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য-প্রমাণে উহাদের নিকট তিনি সাধারণ নরবালকরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন। "যোগমায়া-সমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশ পাইনা" (গীতা, ৭।২৭); * এই ন্যায়ানুসারে মায়াশ্রিত জনগণের তিনি নিশ্চয়ই অলভ্য। সদ্গণ, দাস্যগতগণ ও মায়াশ্রিতগণ—এই তিনটী পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের দুর্ল্লভতা জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে যে শ্রীকৃষ্ণের

---

* সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাক্ষাদেব প্রেমভূমিকোৎকর্ষমধিরূঢ়েন পরমসখ্যেনাপি বিজহ্রুরিতি শ্রীশুকদেবস্য চমৎকারঃ। অথবা সোঽয়মহো তদানীং বিষূচীনয়া কৃপয়া মায়াশ্রিতানাং সাধারণজনানামপি দর্শিতসর্বাকারাতিক্রমি-মাহাত্ম্যেন সাক্ষান্নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বেন স্ফুরংস্ততোঽপি বিরলপ্রচারঃ। ততশ্চৈবং দুর্লভে দুর্লভতরে দুর্লভতমেঽপি তথা তথা লব্ধে বন্ধুভাবস্তু তৈর্ন লব্ধঃ। সখায়স্তু তথাভূতেন তেন সার্দ্ধং বন্ধু-ভাবোৎকর্ষরূপেণ সখ্যেন বিজহ্রুরিত্যতস্ত এব কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ

স্ফূর্ত্তি সুলভ নহে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাদ্ভাবেই প্রেমভূমিকার উৎকৃষ্টাবস্থা যে পরম সখ্য, সেইভাবেই গোপবালকগণ বিহার করিতেছেন, ইহাই শ্রীশুকদেবের বিস্ময়।

অথবা (অর্থান্তর), অহো! সেই ইনি (শ্রীকৃষ্ণ), সে সময়ে (প্রকট-লীলাকালে) বিশেষরূপে সূচিত হইয়াছিল যে কৃপা, তদ্দ্বারা মায়াশ্রিত সাধারণ জনগণের নিকটও সাক্ষাৎ নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপে সমস্ত রূপ হইতে অধিক মাহাত্ম্য দেখা গিয়াছে। এই রূপ কেবল প্রকট কালেই দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহার প্রকাশ আরও অল্প। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে জ্ঞানিগণের নিকট, পর-দেবতারূপে ভক্তগণের নিকট স্ফূর্ত্তি সকল সময়ে সম্ভাবিত হয়, কিন্তু সাধারণ জনগণেরও নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রকট-লীলা ছাড়া অন্য সময়ে অসম্ভব বলিয়া, এই দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ। এইরূপ দুর্ল্লভ ব্রহ্ম-দর্শন, দুর্ল্লভতর পরদেবতা দর্শন এবং দুর্ল্লভতম নরাকৃতি পরমব্রহ্ম দর্শন-প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা (জ্ঞানিগণ, দাস্য-প্রাপ্ত ভক্তগণ এবং প্রকটলীলা-কালোদ্ভূত সাধারণ ব্যক্তিগণ) বন্ধুভাব প্রাপ্ত হয়েন নাই। পক্ষান্তরে সখাগণ তাদৃশ তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে উৎকৃষ্ট অবস্থারূপ যে সখ্য, সেই সখ্যভাবে বিহার করিতেছেন।

শ্রীভগবৎপারিতোষিকানেকসৎকর্ম্মকারিবৃন্দেষু পরমশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। অতএব বান্ধবান্তরেষু নেদৃশং সখ্যমস্তীতি তেভ্যোঽপি মাহাত্ম্যমায়াতম্। অতএব কিমেষাং সখীনাং সাক্ষাতেন সমং প্রণয়লক্ষণ-হার্দবিশেষেণ বিহরতাং ভাগ্যং বর্ণনীয়ম্। যে সাধারণা অপি ব্রজবাসিনস্তেষামপ্যাস্তাং তত্তদন্যদ্ভাগ্যম্। তদ্দর্শনমাত্রভাগ্যমপি পরেষাং মহামুনীনাং পরমদুর্লভমেবেত্যভিপ্রায়েণ যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রত ইত্যনন্তরপদ্যমপি ব্যাকৃত্যৈতদেব সখীনাং মহাভাগ্যবর্ণনং পোষণীয়ম্। অতএবাক্রূরেণ অথাবরূঢ়ইত্যত্র

সুতরাং তাঁহারাই পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন—যাঁহারা শ্রীভগবানের পরিতোষজনক অনেক সংকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, উঁহারাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব অন্য বান্ধবগণে (১) ঈদৃশ সখ্য নাই, সুতরাং তাঁহা হইতেও শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপ-বালকগণের মাহাত্ম্য অধিক দেখা যাইতেছে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে প্রণয়-লক্ষণ ভাব-বিশেষ সমন্বিত হইয়া যাঁহারা বিহার করেন, সেই গোপ-সখাগণের ভাগ্যমহিমা কি আর বর্ণন করা যায়? যাঁহারা সাধারণ ব্রজবাসী তাঁহাদের অন্য ভাগ্যের কথা দূরে থাকুক, (তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন) তাঁহার কেবল দর্শনরূপ সৌভাগ্যও অন্য মহামুনিগণের দুর্লভ, এই অভিপ্রায়ে ইত্থং সতাং ইত্যাদি শ্লোকের পর যৎ পাদপাংশু ইত্যাদি (২) শ্লোক গ্রথিত হইয়াছে। তাহাতেও সাধারণ ব্রজবাসিগণের ভাগ্য বর্ণন করিয়া সখাগণের মহাভাগ্য বর্ণন পোষণ করিয়াছেন।

অতএব অথাবরূঢ় ইত্যাদি শ্লোকে অক্রূর বলিয়াছেন—"ইঁহাদের

---

(১) পাণ্ডবগণ, শ্রীউদ্ধবাদি।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকস ইতি চ উক্তম্ । তদেতত্ত্বাবদস্তু । যেষু সখীষু বৎসেষ্বপি ব্রহ্মণা হৃতেষু অন্যান্ সৃজ্যাংস্তত্তুল্যানদৃষ্ট্বা স্বয়মেবৈতত্তয়া বভূব । তেষ্বপি পরিতোষমপ্রাপ্য তান্ সখী-নেবানিনায়েত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১০ ॥১২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১০০ ॥

অথ তেভ্যোঽপি শ্রীপিত্রোরুক্তম্—ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে । দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের) সহিত তাঁহাদের সখা গোপগণকেও নমস্কার করি ।" শ্রীভা, ১০।৩৮।১৪

এসকল কথা থাকুক, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যে সকল সখা ও গোবৎস অপহৃত হইয়াছিল, অন্য সখা ও গোবৎস সৃষ্টি করিলে তাঁহাদের তুল্য হইবেনা বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সখা ও গোবৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও অপরিতুষ্ট হইয়া সেই হৃত সখা ও গোবৎসগণকে আনয়ন করেন । সখাগণের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ইহাও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে ।

[**বিবৃতি**—সখাগণ প্রেম-মহিমায় এত গরীয়ান্ যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এমন কি স্বয়ং ও তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন না । এই অভাব অবশ্য রাসাস্বাদনের । সখাগণ সখ্য-প্রেমের পরমাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিষয় । তিনি তাঁহা-দের আকৃত্যাদি প্রকটন করিলেও আশ্রয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই । এইজন্য নিজে সখাদিরূপ ধারণ করিয়াও অতৃপ্তি বশতঃ যথার্থ সখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন ।] ॥১০০॥

অনন্তর শ্রীমাতাপিতার প্রীত্যুৎকর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে । সখাগণ হইতেও তাঁহাদের প্রীত্যুৎকর্ষ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে ভারত ! জনার্দ্দন ভগবান্ পুত্রীভূত হইলে ব্রজে গোপ-গোপীর মধ্যে এই দম্পতির তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল ।" শ্রীভা, ১০।৪

তারতেত্যনেন। ভক্তেঃ প্রেম্না। নিতরাং স্নেহরাগপরাকাষ্ঠাধ্বারূঢ়ত্বাৎ। গোপাঃ সর্বে গোপ্যস্তৎপ্রেয়সীবর্গবর্জিতাঃ; বক্ষ্যমাণানুরোধাৎ। অথ সর্বেভ্যোঽপি মুনিগণপ্রশস্তয়া সর্বতোঽপি প্রেমপ্রণয়মানরাগবৈশিষ্ট্যপুষ্টয়া বিশেষতোঽনুরাগমহাভাবসম্পত্তিধারিণ্যা স্বপ্রীত্যা বশীকৃতকৃষ্ণানাং শ্রীব্রজদেবীনাং ত্বসমোর্দ্ধমেব তদ্বৈভবম্। এতৎক্রমেণৈবোদ্ধবস্যাপ্যনুজ্ঞাপনক্রমো দৃশ্যতে। যথা—অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ। গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ১০১ ॥

এ স্থলে ভক্তি—প্রেম। নিরতিশয়—সেই প্রেম স্নেহ ও রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নিরতিশয় বলিলেন। গোপ—ব্রজের সমস্ত গোপ। গোপী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ছাড়া অন্য গোপী। অতঃপর যাহা বলা যাইতেছে তাহার বিরোধ ঘটে বলিয়া প্রেয়সী গোপীগণ হইতে অন্য কাহারও প্রীত্যুৎকর্ষ স্বীকার করা যায় না। মুনিগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী গোপীগণেরই প্রশংসা করিয়াছেন; সর্ব্বপ্রকারেই প্রেম-প্রণয়-মান বৈশিষ্ট্য দ্বারা পুষ্টা, বিশেষতঃ অনুরাগ মহাভাব-সম্পত্তিধারিণী নিজ প্রীতি দ্বারা শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রেমবৈভব অসমোর্দ্ধ, ইহাতে সংশয় নাই। প্রেমের ক্রম (তারতম্য) অনুসারে শ্রীউদ্ধবেরও অনুজ্ঞাপন-ক্রম দেখা যায়। যথা—"অনন্তর গোপীগণের নিকট গমনের জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা এবং যশোদা-নন্দ তথা অন্যান্য গোপসকলকে সম্ভাষা করিয়া গমনের জন্য উদ্ধব রথোপরি আরোহণ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৭

[শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই জন্য প্রথমে তাঁহাদের, তারপর প্রেমের ন্যূনতানুসারে পরপর অন্যান্য ব্রজবাসীর সম্ভাষা করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধব বিজ্ঞশিরোমণি। তিনি ব্রজে

স্পষ্টম্ ॥ ১০॥ ৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১০১ ॥

অতএব সর্বমপি গোকুলমতিক্রম্য, দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্ । উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তান্নমস্যন্নিদং জগৌ । এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ । বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভি-রনন্তকথারসস্য ॥ ১০২ ॥

পরং কেবলমেতাস্তনুভৃতঃ সফলজন্মানঃ । অতোঽখিলাত্মনি পরমাত্মত্বেন সর্বেষামপি দুর্লভস্ফূর্ত্তিমাত্রে স্বসন্নিধৌ তু গোবিন্দে

আগমন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেমের এই তারতম্য অনুভব করিয়াছিলেন ।] ॥১০১॥

শ্রীগোপীগণের প্রীত্যুৎকর্ষ ।

অতএব শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষের অনুভব-নিবন্ধন, সমস্ত গোকুল অতিক্রম করিয়াও " গোপীগণের কৃষ্ণাবেশ হেতু এইপ্রকার মনোব্যাকুলতা দর্শন করিয়া পরম প্রীত উদ্ধব তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবার জন্য এই গান (প্রেমাবেশে সুস্বরে এই স্তব) করিয়াছিলেন ।

এই পৃথিবীতে কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের দেহ ধারণ সার্থক । যেহেতু, ইঁহারা অখিলাত্মা গোবিন্দে এই প্রকার রূঢ়ভাবা । মুমুক্ষু, মুক্ত এবং আমরা পর্য্যন্ত যাহা বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাইনা, সেই মহাভাব-সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজবধূগণ । যে সকল ব্যক্তির অনন্তের (শ্রীকৃষ্ণের) কথাসমূহে রুচি নাই, তাহাদের ব্রহ্ম-জন্মদ্বারাই বা কি প্রয়োজন ?" শ্রীভা,১০।৪৭।৫১ ।] ॥১০২॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—("এতাঃ পরং তনুভৃতঃ" ইহার পরং এতাঃ তনুভৃতঃ এইরূপ অন্বয় করিয়া অর্থ করিয়াছেন ।) পর—কেবল ইঁহারা তনুধারিণী — সফলজন্মা । কারণ, অখিলাত্মা—পরমাত্মা

সাক্ষাৎ শ্রীগোকুলেন্দ্রতয়া বিরাজমানে এবম্ ঈদৃশভাববিশেষ-মাধুর্য্যেণ রূঢ়ভাবাঃ উদ্ভূতমহাভাবা জাতাঃ। যদেব মহাভাব-তাৎপর্য্যান্তর্গতসমর্থং ভাববিশেষমাধুর্য্যং যদি যদৃচ্ছয়া বর্ণনদ্বারা কর্ণগোচরং স্যাৎ তদা স্বস্বভাবং পরিত্যজ্য যৎ যং ভাবং প্রেম্ণঃ পরাকাষ্ঠেয়মিত্যনুভাবমহিমদ্বারা বিতর্ক্য ভবভিয়ো মুমুক্ষবো মুনয়ো মুক্তা অপি বাঞ্ছন্তি। বয়ং ভক্তবিশেষা অপি বাঞ্ছাম এব, ন তু তে সর্বে বয়ং প্রাপ্নুমঃ। এতাসামিবাস্মাকং তন্মাধুর্য্যবিশেষা-স্বাদযোগ্যত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। তত্র তদবাঞ্ছকং নিন্দতি।

বলিয়া যাহার কেবল স্ফূর্ত্তিই সকলের পক্ষে দুর্ল্লভ, তিনি ইঁহাদের (ব্রজদেবীগণের) সন্নিধানে গোবিন্দ—সাক্ষাৎ শ্রীগোকুলেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার প্রতি এই প্রকার—ঈদৃশ ভাব-বিশেষের মাধুর্য্যে উঁহারা রূঢ়ভাবা—মহাভাবোদগম-সম্পন্না অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণাবেশ-নিবন্ধন যে ব্যাকুলতা দর্শন করিলেন, তাহার মাধুর্য্যেই উঁহাদের মহাভাবাখ্য প্রীতির উদয় হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। (সেই ভাব-বিশেষের মাধুর্য্য কিরূপ বলিতেছেন।) মহাভাব তাৎপর্য্যের অন্তর্ভুক্ত প্রবল যে ভাব-বিশেষের মাধুর্য্য যথেচ্ছ-ভাবে বর্ণন দ্বারা যদি কখন কর্ণগোচর হয়, তবে তখন নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভবভয়ে ভীত মুমুক্ষুগণ এমন কি মুনি—মুক্তগণ পর্য্যন্ত যাহাকে—যে ভাবকে অনুভব-মহিমাদ্বারা প্রেমের এই শেষ সীমা (বিতর্ক) জ্ঞান করতঃ বাঞ্ছা করেন, আর আমরা—বিশেষ ভক্তসকলও বাঞ্ছাই করিয়া থাকি, তাঁহারা সকলে বা আমরা কেহই সেই ভাব-মাধুর্য্য প্রাপ্ত হই না। শ্রীব্রজদেবীগণের মত আমা-দের শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-বিশেষ আস্বাদনের যোগ্যতার অভাবই তাহার হেতু;—শ্রীউদ্ধবের বাক্যের ইহাই মর্ম্ম। সেই প্রসঙ্গে যাহারা সেই ভাব-বিশেষের মাধুর্য্য বাঞ্ছা করেনা, তাহাদের নিন্দা করিতেছেন।

অনন্তস্যানন্তলীলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথাসু কথামাত্রেষু কিমুত ঈদৃশীষু কথাসু অরসো রসাভাবো যস্য তস্যাসংখ্যৈর্বিরিঞ্চিজন্মভিরপি কিং,

অনন্তের—অনন্তলীলা-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কথা সম্বন্ধে—কথা মাত্রে,—শ্রীব্রজদেবীগণ বর্ণিত কথার বিষয় আর কি বলিব?—তাহাতে যাহার অরস—রসের অভাব অর্থাৎ অরুচি, তাহার অসংখ্য বিরিঞ্চি-জন্ম-দ্বারাই বা কি? অর্থাৎ কোন সার্থকতা নাই।

[**বিবৃতি**—শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজদেবীগণের সর্ব্বোত্তমতা খ্যাপনের জন্য বলিলেন, কেবল ইঁহাদের জন্ম সার্থক। ইহাতে অন্য সকলের জন্মের ব্যর্থতা ধ্বনিত হইতেছে। সেই অন্য কাহারা তাহা পরে বলিলেন—মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত আমরা (শ্রীউদ্ধবাদি)। তাহা হইলে অন্য সাধারণজনের ত কথাই নাই। কোন অত্যুত্তম বস্তুতে লোভ জন্মিলে, তৎপ্রাপ্তির অসম্ভাবনায় লোভীর নিজ জীবন ব্যর্থ, আর তাহার অধিকারীর জীবন সার্থক মনে হয়। উক্ত ব্যর্থতা বোধ বাস্তবিক ব্যর্থতা সূচনা করে না, উহা বস্তুরই উৎকর্ষ-সূচক। এস্থলে তদ্রূপই ঘটিয়াছে; শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অসমোর্দ্ধ্ব প্রেম-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন বুঝিলেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারে না, তখন তাঁহাদিগকে সার্থকজন্মা বলিয়া প্রশংসা করিলেন। উদ্ধব-মহাশয় কেবল ব্রজ-বধূগণের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ আবেশময় বাগ্-বিন্যাস করেন নাই, তিনি তটস্থভাবে বিশেষরূপে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়াছেন—মুমুক্ষু, মুক্ত এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে ব্রজদেবীগণের স্থান অত্যূর্দ্ধে। ব্রজদেবীগণের তাদৃশ প্রীতি-মাধুরিমার কণাত্তিকণ পর্য্যন্ত অন্যের পক্ষে দুর্ল্লভ। তাই, পরম আবেগভরে বলিলেন, চিৎ ও অচিজ্জগতের মধ্যে একমাত্র ব্রজ-বধূগণের জন্মই সার্থক।

তারপর তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তির পরিমাণ বর্ণন করিলেন

পরমাত্মা—অন্তর্যামী। সকলের পক্ষে তাঁহার স্ফূর্ত্তিলাভ দুর্লভ। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের নিকট অতি সুলভ,—তাঁহারা যে গোকুলবাসিনী তিনি সেই গোকুলের অধিপতি; সুরভী শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলাধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া গোবিন্দ-নামে অভিহিত করেন। শ্রীউদ্ধব সে কথা স্মরণ করিয়া গোবিন্দ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই গোবিন্দে ব্রজদেবীগণের মহাভাবাখ্য প্রেম আবির্ভূত হইয়াছে। তার-পর সেই প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রজদেবীগণের ভাব-বিশেষের মাধুর্য্য এমন প্রবল যে, মহাভাবের তাৎপর্য্য তাহার অন্তর্গত অর্থাৎ মহাভাবের যে যে অনুভাব (কার্য্য) আছে, ইঁহাদের ভাব-বিশেষের মাধুর্য্যে তৎসমুদায় বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ইঁহারা সম্পূর্ণ মহাভাববতী। অন্য কোথাও ঈদৃশ ভাব দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রজ-সুন্দরীগণের ভাবকে "ভাববিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এখন সেই ভাববিশেষের সামর্থ্য বর্ণন করিতেছেন। সেই ভাব-বিশেষের মাধুর্য্য (১) যথেচ্ছভাবে অর্থাৎ যাহাতে কোন পরিপাটী নাই এমন ভাবে বর্ণিত হইবার সময়, যদি তাহা শুনা যায়, তবে মনে হয় ইহাই প্রেমের শেষ সীমা। তদবস্থায় মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত—সকলেরই এই ভাব প্রাপ্তির বাঞ্ছা হয়, কিন্তু কেহই তাহা পাইতে পারেন না। কারণ, ভাবাবির্ভাবের হেতু মাধুর্য্যানুভব; যে মাধুর্য্য অনুভূত হইলে তাদৃশ প্রেমোদ্গম সম্ভব হয়, সে মাধুর্য্যানুভবের যোগ্যতা ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও নাই, এই জন্য অন্য কেহ সেই ভাব লাভ করিতে পারেন না। আমরা (শ্রীউদ্ধবের উক্তি) সেই ভাববিশেষ প্রাপ্ত না হইলেও তাহাতে যে বাঞ্ছা হইয়াছে ইহাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কারণ, সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ-বস্তু কি, আমরা তাহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তন্ন্যূন কোন বস্তুর প্রতি আমাদের আর লালসা

(১) মাধুর্য্য—রোচকতা।

হইবে না। শ্রীব্রজদেবীগণের কৃপায় কোন কালে হয় ত আমাদেরও সে ভাব-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে ; কিন্তু যাহারা সেই ভাব বাঞ্ছা করে না তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহাদের জন্ম ব্যর্থ, যেহেতু তাহারা সর্ব্বোত্তম বস্তুর পরিচয়ও পাইল না। সেই ভাবের উৎকর্ষ-জ্ঞানের অভাবই তাহাতে লোভ না জন্মিবার হেতু। উৎকর্ষ-জ্ঞানের অভাবের কারণ, ভাব-মাধুর্য্য-শ্রবণে অরুচি ; যদি শুনিত, তবে তাহাই যে সর্ব্বোত্তম—ইহা বুঝিতে পারিত। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীব্রজদেবীগণের ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণের অবকাশ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত যাহারা উক্ত ভাববিশেষ বাঞ্ছা করে না, তাহাদের নিন্দা-অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণের কথামাত্রে রুচিহীনগণকে নিন্দা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকথা-রুচিহীন ব্যক্তি একবার দুইবার নয়—অসংখ্যবার যদি ব্রহ্মা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহার জন্ম ব্যর্থ। ব্রহ্মা বিজ্ঞ-শিরোমণি, চতুর্দ্দশ-ভুবনের প্রভু, তাঁহার আনন্দ মানুষানন্দের পরার্দ্ধগুণ (১)! যে জন্মে এমন বিজ্ঞতা, এমন আনন্দ লাভ করা যায়, সেরূপ অসংখ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীব অকৃতার্থ হয়, যদি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রুচি না থাকে। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কথারুচিই ভক্ত্যাবির্ভাবের লক্ষণ। আবার ভক্ত্যানন্দের কাছে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ পর্য্যন্ত ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। সেই স্বরূপানন্দ ব্রহ্মার আনন্দ হইতে কত যে বেশী তাহা নিরূপণ করিতে শ্রুতিও অসমর্থা ; সুতরাং ভক্তি-সুখের কাছে ব্রহ্মার আনন্দ অতি তুচ্ছ। আর ভক্তি-সম্বলিত যে জ্ঞান, তাহা ব্রহ্মানুভব-পরাভবকারী ভগবদনুভব,—ভগবদনুভবের পরাকাষ্ঠা, শ্রীভগবানে মদীয়তা-বুদ্ধি সম্পাদক। ব্রহ্মার বিজ্ঞতা

(১) মানুষ আনন্দকে ১ ধরিয়া তাহা দশবার শতগুণ করিলে ব্রহ্মার আনন্দ পরিমিত হয় ; ইহাই তৈত্তরীয় শ্রুতির অভিপ্রায়। ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ঐরূপ শতগুণিত করিলে পরার্দ্ধ সংখ্যা হয়।

ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ। ননু তে মুক্তা মুমুক্ষবশ্চ তত্তদ্ভাবেন শাস্ত্র-প্রশস্তা এব। ভক্তাস্ত্বতিতমাম্। তর্হি তদ্বিধানাং কথমন্যত্র বাঞ্ছা তত্রাহ, কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥ ১০৩॥

কিন্তু ব্রহ্মানুভবেরও উপযোগী নহে, সুতরাং ভক্ত্যুত্থ-জ্ঞানের নিকট ব্রহ্মার বিজ্ঞতাও অতি তুচ্ছ।

যে জীবের ভগবদ্ভক্তি লাভের অধিকার আছে, সেই জীব যদি ভগবৎ-কথায় রুচিপ্রাপ্ত না হইয়া—ভক্তি-লাভ না করিয়া অসংখ্য বিরিঞ্চি-জন্মও লাভ করে তথাপি উক্ত কারণে সে নিতান্ত অকৃতার্থ হয়।] ॥১০২॥

অনুবাদ—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, যে সকল মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্ত শ্রীব্রজদেবীগণের ভাব-মাধুর্য্য-বিশেষ বাঞ্ছা করেন, সেই মুক্ত ও মুমুক্ষুগণ অখিল-আত্মায় মুমুক্ষু ও মুক্তোচিত ভাবে নিবিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে প্রশংসিত আছেন, আর ভক্তগণও নিজ নিজ উদারভাব-হেতুক অতিশয় প্রশংসিত আছেনই; তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের অন্যত্র বাঞ্ছা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহাতে শ্রীউদ্ধব বলিলেন,— "এ সকল বনচরী স্ত্রী কৃষ্ণে কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন? আর ব্যভিচার-দুষ্টগণ (মুমুক্ষু প্রভৃতি আমরা)-ইবা তাঁহাতে কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছি? অহো, পরমাত্মায় ইঁহাদের এমন রূঢ়ভাব! পরিসেবিত অমৃতের ন্যায়, ভগবান্ ভজনানুকারী অজ্ঞগণেরও নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন।"
শ্রীভা, ১০।৪৭।৫২॥১০৩॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থঃ—এসকল ব্যভিচার-দুষ্টা বনচরী স্ত্রীই বা কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে রূঢ়-ভাবই বা

তত্র তাসু শ্রীমদুদ্ধবস্যোপক্রমোপসংহারাদিষু মহাভক্তেরেব স্পষ্টত্বাৎ তাসাং শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্যভিচারিত্বস্য সুতরাং তদ্দোষস্য চ রাসান্তে গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামপি দেহিনাম্-যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ইত্যাদিনা নিরাকৃতত্বাৎ স্বয়মেবাধুনাপি পরমাত্মনীতি তস্যৈব সূচ্যমানত্বাৎ দুর্ধিয়াং মতে বা তাসাং ব্যভিচারশীলত্বস্য তু আর্য্যপথং হিত্বেতি প্রাপ্তস্যৈব পরিত্যাগোপপত্তেঃ স্বয়মেব নিরাক্রিয়মাণত্বাদন্যথার্থস্যাপ্রস্তাব্যত্ব-মিতি বক্ষ্যমাণ এবার্থঃ সমঞ্জসঃ। যথা—ইমা বনচর্য্যঃ বৃন্দাবন-বিহারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণে তদ্রূপে আশ্রয়ে ক্ক কাং বা ভূমিকামধিকৃত্য

কোথায়? পরিসেবিত অমৃতের ইত্যাদি। অর্থাৎ ইঁহারা জার-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনানুকরণ করিলেও তাঁহার মহিমায় উঁহাদের তাদৃশ ভাবাবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এই অর্থের অসঙ্গতি দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—] তাহাতে (শ্রীউদ্ধব-বাক্যে) উপক্রমোপসংহারাদিতে শ্রীমান্ উদ্ধবের শ্রীব্রজদেবীগণে মহাভক্তি স্পষ্ট আছে। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে ব্যভিচারিত্ব, সুতরাং ব্যভিচারিত্ব-হেতু দোষ, উভয় রাসান্তে "যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতিসকলের তথা নিখিল-দেহীর অন্তশ্চারী এবং অধ্যক্ষ, তিনি লীলাময়-বিগ্রহ," (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৫) —ইত্যাদি শ্লোকে নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব নিজেই এখনও "পরমাত্মায়" পদ-প্রয়োগ করিয়া তাহারই (ব্যভিচারিত্ব-নিরাকরণেরই) সূচনা করিয়াছেন। দুর্ব্বুদ্ধিগণের মতে কিংবা "আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া" এই বাক্যানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্ত-ব্যভিচারশীলতার নিজেই নিরাকরণ করিতেছেন বলিয়া তাহারও পরিহার প্রমাণিত হইতেছে। এ সকল কারণে অন্যার্থের (যথাশ্রুতার্থের) প্রস্তাবনা করা যায় না; নিম্নলিখিত অর্থই সঙ্গত হইতেছে। সেই অর্থঃ—এ সকল বনচরী—বৃন্দাবন-বিহারিণী স্ত্রী কৃষ্ণে—কৃষ্ণরূপ-আশ্রয়ে কোন্ ভূমিকা (স্থান)

বর্ত্তন্তে। তথা ব্যভিচারদুষ্টা এতাদৃশভাবোৎকর্ষাভাবেন যো ব্যভিচারো গাঢ়তদাসক্ত্যভাবস্তেন দুষ্টা অন্যে ভবভীপ্রভৃতয়ো বয়ং বা তস্মিন্ কাং কাং ভূমিকামধিকৃত্য বর্ত্তামহে। ততো মহদেবান্তরমিতি ভাবঃ। কথম্। এষ শ্রীগোপবধূষ্বেতাসু দৃশ্যমানঃ পরমাত্মনি সর্বেষামেব ভজনীয়ত্বেন স্পৃহাস্পদে পরমেশ্বরে রূঢ়ভাবঃ উদ্ভূতমহাভাবঃ সমুজ্জৃম্ভতে নত্বস্মাস্বিতি। তর্হি তাভিরনুভূয়মানস্য তাদৃশভাবজনকস্য শ্রীকৃষ্ণগুণবিশেষস্যানভিজ্ঞা যূয়ং কথং তদ্বাঞ্ছয়াপি তৎ প্রাপ্স্যথ, তত্রাহ, নন্বিতি। অবিদুষোঽপি।

অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন ? আর (১) ব্যভিচার—এতাদৃশভাবোৎকর্ষের অভাবে যে ব্যভিচার—গাঢ় কৃষ্ণাসক্তির অভাব, সেই হেতু দুষ্ট অন্য ভবভীত প্রভৃতি (মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত) আমরাই বা কোন্ ভূমিকা অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছি ? তজ্জন্য ব্রজদেবীগণ এবং আমাদের মধ্যে মহা ব্যবধান দেখা যাইতেছে অর্থাৎ ব্রজদেবীগণের স্থান আমাদের অনেক উপরে (—ইহাই তাৎপর্য্য)। কেননা, এ সকল গোপ-বধূতে এখন দৃশ্যমান পরমাত্মায়—সকলের ভজনীয়রূপে বাঞ্ছিত পরমেশ্বরে, রূঢ়ভাব—উদ্ভূত মহাভাব অতিশয়রূপে প্রকাশমান আছে, তাহা আমাদিগেতে নাই। (ইহাতে যদি কেহ বলেন,) তাহা হইলে শ্রীব্রজদেবীগণ কর্ত্তৃক অনুভূয়মান তাদৃশ-ভাবজনক শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বিশেষে অনভিজ্ঞ তোমরা সেই ভাব বাঞ্ছা দ্বারাও কিরূপে প্রাপ্ত হইবে ? তাহাতে বলিলেন, (ভগবান্ ভজনকারী) অজ্ঞজনেরও (নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন।) তাহাতে আমিই দৃষ্টান্ত ;

(১) সন্দর্ভের "তথা" শব্দের অর্থ—আর। তথা—পৃষ্টপ্রতিবাক্যম্। সমুচ্চয়ঃ, নিশ্চয়ঃ। ইতি মেদিনীকোষঃ। এ স্থলে সমুচ্চয়ার্থে তথা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তত্র মমৈব অকস্মাৎ স্বয়মত্র প্রস্থাপিতস্য দৃষ্টান্তত্বমিতিভাবঃ। তথোক্তং স্বয়মেব—বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃত ইতি। অথবা পূর্বমেবার্থং তদ্রসবিমুখীনাং মহাপতিব্রতানামপি নিন্দয়া দ্রঢ়য়তি, ক্কেমা ইতি। ইমাঃ শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ স্ত্রিয়ঃ ক্ক। অকারপ্রশ্লেষেণ যাশ্চাবনচর্য্যস্তদ্বনবিহারিণীভ্যস্তাভ্যো ভিন্নাঃ অথচ স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বামিত্যাদি কেতুমালবর্ষবর্ণনস্থিতলক্ষ্মী-

—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অকস্মাৎ আমাকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। (এইরূপ ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত নহে, শ্রীউদ্ধব নিজে যেমন বলিয়াছেন তাহারই অনুগত।) তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"হে মহাভাগাগণ! এই বিরহ দ্বারা আমার প্রতি মহান্ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে।" (১) শ্রীভা, ১০।৪৭।৪

অথবা (অর্থান্তর) শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদন-বিমুখী মহা পতিব্রতা-গণেরও নিন্দা করিয়া পূর্ব্বের অর্থই দৃঢ় করিতেছেন। এ সকল বৃন্দাবন-বিহারিণী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী স্ত্রী কোথায়? আর—বনচরী-শব্দের সহিত অকার সংযোগ করিয়া, যাহারা অবনচরী—শ্রীবৃন্দাবন-বিহারিণী গোপীগণ হইতে ভিন্না, অথচ "স্ত্রিয়োব্রতৈস্ত্বাং" ইত্যাদি (২) কেতুমালবর্ষ-

(১) এ স্থলে শ্রীউদ্ধবের অভিপ্রায়—যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদের (শ্রীব্রজদেবীগণের) বিরহ না ঘটিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণও আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিতেন না, আমি ব্রজে আসিতাম না; তাহাতে মাদৃশ অজ্ঞজনের আপনাদের মহিমাময় প্রীতি মাধুর্য্যে অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হইয়াই থাকিত। আমার বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ এই অজ্ঞ উদ্ধবের প্রতি কৃপা করিয়াই বিরহলীলা প্রকটন করিয়াছেন এবং এই লীলায় সংবাদ-বাহকরূপে আমাকে পাঠাইয়া আপনাদের প্রেম-মহিমা অনুভব করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই বলিতেছি, বিরহ দ্বারা আমার প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

(২) স্ত্রিয়োব্রতৈস্ত্বাং হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।

(পরপৃষ্ঠা)

বচনরীত্যা পরমাত্মনি স্বতঃ সর্বপতৌ শ্রীকৃষ্ণে বৈমুখ্যেন ব্যভিচারদুষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্ব। মহদেবান্তরমিতি ভাবঃ। যতশ্চৈতাস্বেষ সর্বপুরুষার্থশিরোমণিরূপো রূঢ়ভাবো দৃশ্যতে ন তু তাস্বিব তল্লেশস্যাপ্যভাব ইতি। এবং পরমপ্রেমবতীষাসু তস্য সৌহৃদমপি পরমকাষ্ঠাপন্নং ভবেৎ। যতো ভক্তমাত্রাণাং স্বভাবত এব সুহৃদ-

---

বর্ণনস্থিত লক্ষ্মী-বচন অনুসারে পরমাত্মা—স্বভাবতঃ সর্ববপতি শ্রীকৃষ্ণে বৈমুখ্য-হেতু ব্যভিচারদুষ্টা সেই স্ত্রীগণই বা কোথায় ? শ্রীব্রজদেবীগণ আর শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখী মহা পতিব্রতাগণের মধ্যে মহা ব্যবধান—ইহাই তাৎপর্য্য। যেহেতু, শ্রীব্রজদেবীগণে এই সর্ববপুরুষার্থ-শিরোমণিরূপ রূঢ়ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাদিগেতে (অন্য রমণীগণে) যেমন সেই ভাবের লেশেরও অভাব, সেরূপ নহে। এই প্রকার পরম প্রেমবতী শ্রীব্রজদেবীগণে শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদও শেষ সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু, তিনি ভক্তমাত্রের স্বভাবতঃই সুহৃদ, এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"ভগবান্ ভজনানুকারী ভক্তগণেরও শ্রেয়ো বিস্তার করেন।" অতএব যে ব্রজদেবীগণ সর্ববাপেক্ষা অধিক ভজন-নিরতা, তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদও তদনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

[**বিবৃতি**—এই শ্লোক শ্রবণমাত্র "ক্বেমাঃ স্ত্রিয়োবনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ—এই বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীগণ কোথায় ?" এ কথা

তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ূংসি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥

শ্রীভা, ৫।১৮।১৯

কেতুমাল-বর্ষে লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলেন,—আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়সকলের পতি। জগতে যে সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রত দ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ প্রিয় সন্তান-সন্ততি, ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না ; যেহেতু তাহারা অস্বাধীন।

শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণের প্রতি অবজ্ঞা-ভরেই বলিয়াছেন, এইরূপ মনে হইতে পারে। এইরূপ বোধ জন্মিবার অবকাশও আছে; তাঁহারা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-নামক বনে বিচরণ করিতেছিলেন, আর প্রকট-লীলায় উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এবম্বিধ ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য প্রথমে শ্রীমান্ উদ্ধব যে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন না, ইহাই দেখাইলেন।

উপক্রমোপসংহারাদি তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ষড়্বিধ লক্ষণ দ্বারা গোপী-সান্ত্বনা-প্রকরণে তাঁহাদের প্রতি শ্রীউদ্ধবের মহা ভক্তি দেখা যায়। (১) সুতরাং ইহাতে অবজ্ঞা-সূচক অর্থ নিহিত নাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যদি কোন দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি হঠকারিতা-পূর্ব্বক বলিতে চাহে, এ স্থলে যথাশ্রুত অর্থই সঙ্গত; কারণ, রাসলীলা-বর্ণনে তাঁহাদের ব্যভিচার-দোষের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে; আর এ স্থলে উদ্ধবও বলিয়াছেন, ইঁহারা "আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়াছেন।" এই কুতর্ক খণ্ডনের জন্য বলিলেন, রাসলীলার শ্রীব্রজসুন্দরীগণে যে

---

(২) উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টী দেখিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। উপক্রম—আরম্ভ-বাক্য, উপসংহার—সমাপ্তি-বাক্য। অভ্যাস—বারংবার এক কথার আবৃত্তি। অপূর্ব্বতা—অন্য প্রমাণে অজ্ঞাত-বিষয়ের উপদেশ। ফল—প্রতিপাদ্যের প্রয়োজন বর্ণনা। অর্থবাদ—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা। উপপত্তি—অনুকূল যুক্তি।

গোপী-সান্ত্বনাপ্রকরণে উপক্রম—অহো যূয়ং ইত্যাদি (১০।৪৭।২০) শ্লোক। উপসংহার—বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং ইত্যাদি (১০।৪৭।৬৩) শ্লোক।

অভ্যাস—উক্ত প্রকরণের উদ্ধবোক্তি সমুদয় শ্লোক।

অপূর্ব্বতা—আসামহো চরণরেণুজুষামহং ইত্যাদি (১০।৪৭।৫৪) শ্লোক।

ফল—এতাঃ পরং ইত্যাদি (১০।৪৭।৫১) শ্লোক।

উপপত্তি—যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতং ইত্যাদি (১০।৪৭।৫৫) শ্লোক।

ব্যভিচার-দোষ স্পর্শ করে নাই, তাহা ঐ বর্ণন-সমাপ্তিকালে শ্রীশুকদেবই "যিনি গোপীগণের" ইত্যাদি শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা পত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কাহার সেবা করিতে আসিয়াছিলেন? না, যিনি তাঁহাদের, তাঁহাদের পতিগণের, এমন কি সকল জীবের হৃদয়বিহারী, তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। যিনি সতত সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁহাকে কেহ কখনও ছাড়িতে পারেনা; স্বভাবতঃ সর্ব্বহৃদয়-বিহারীকে হৃদয়ে রাখিলে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে যাহারা হৃদয়ে রাখে, তাহারা ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত। আর, যে উদ্ধব তাঁহাদের আর্য্যপথ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই উদ্ধবই যাঁহার জন্য সে ত্যাগ, তাঁহাকে পরমাত্মা-সকলের হৃদয়-বিহারিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য এ স্থলেও ব্রজদেবীগণের দোষার্পণ অভিপ্রেত নহে; তদ্দ্বারা তিনি উঁহাদের উৎকর্ষ-খ্যাপন করিয়াছেন।

এইরূপ যথাশ্রুত অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অর্থে ব্রজদেবীগণই পরম-পতিব্রতা, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যিনি স্বভাবসিদ্ধ পতি, তাঁহাকেই উঁহারা ভজন করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া পাতিব্রত্য অঙ্গীকার-পূর্ব্বক অন্য পতিকে ভজন করে, তাহারা যথার্থ পতিব্রতা নহে, তাহাদের পাতিব্রত্য ব্যবহারিক; যাহাদিগকে তাহারা পতি বলিয়া ভজন করে, তাহারা পতিই হইতে পারে না (১)।

---

(১) শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।

শ্রীভা, ৫।১৮।১৯

"যিনি স্বয়ং নির্ভয় এবং ভয়াতুরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই পতি।"

সাধারণতঃ নারীগণ যে পুরুষ-বিশেষকে পতি বলিয়া ভজন করে, সে সতত

সাবিত্যাহ, নন্বিতি। কিং বহুনা, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥১০৪॥

অঙ্গে তদীয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাখ্যশ্রীবিগ্রহবিশেষে পরমপ্রেয়সী-রূপায়াঃ শ্রিয়ো যা নিতান্তরতিঃ প্রগাঢ়ঃ কান্তভাবঃ তস্যা অপি

প্রথম অর্থে মুমুক্ষু, মুক্ত ও অন্য ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আসক্তির অপূর্ণতা আর ব্রজদেবীগণে তাহার পরিপূর্ণতা দেখাইয়া তাঁহাদের পরমোৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণবিমুখী পতিব্রতা-ভিমানিনী রমণীগণকে ব্যভিচারদুষ্টা, আর কৃষ্ণৈকবল্লভা গোপীগণকে পতিব্রতা-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বপতিতে ব্রজদেবীগণের পরম প্রেম—আর অন্য পতিব্রতা রমণীগণের তল্লেশেরও অভাব দেখাইয়া শ্রীগোপীগণের পরমোৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন।] ॥১০৩॥

অনুবাদ—এ সম্বন্ধে বেশী কথায় কি প্রয়োজন? রাসোৎ-সবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখোল্লাস-স্বরূপ যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, অঙ্গে যে শ্রীর নিতান্ত রতি, তাঁহারও (লক্ষ্মীরও) এই প্রসাদ-প্রাপ্তি হয় নাই। নলিনগন্ধ-রুচিশালিনী স্বর্যোষিদ্‌গণও তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহাতে অন্য রমণী কোথায়? শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৩॥১০৪॥

শ্লোকব্যাখ্যা—অঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-নামক শ্রীমূর্ত্তিবিশেষে পরমপ্রেয়সী-রূপা-লক্ষ্মীর যে নিতান্ত রতি—কান্তভাব, তাঁহারও এই

ভবভয়ে ভীত, সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষায়ই অসমর্থ, অন্যকে রক্ষা করিবে কি? এই জন্য সে পতি হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণ আছে বলিয়া তিনিই যথার্থ পতি।

অয়ং এতান্ প্রসাদঃ সৌখ্যপ্রকাশো নাস্তি। যদি শ্রিয়োঽপি নাস্তি তদা নলিনস্য তত্রত্যদিব্যস্বর্ণকমলস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাদৃশীনামপি স্বর্যোষিতাং বৈকুণ্ঠপুরাঙ্গনানামন্যাসাং সুতরামেব নাস্তি। ততঃ কুতোঽন্যাঃ। অন্যাঃ পুনর্দূরতোঽপি নিরস্তা ইত্যর্থঃ। কাসামিব কিয়ান্ প্রসাদো নাস্তি, তত্রাহ, রাসেতি। অস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপস্য। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইত্যুক্তদিশা তস্যা অপি স্পৃহনীয়স্য ইত্যর্থঃ। ততো ন কেবলং বিপ্রলম্ভ এবাসামাদৃশো ভাবোৎকর্ষঃ পরন্তু সম্ভোগেঽপি লক্ষ্ম্যা অপি স্পৃহণীয়ঃ। তেন মদ্বিধানাং কা বার্ত্তা ইতি ভাবঃ। ভুজদণ্ডগৃহীত-

এত প্রসাদ—সুখ প্রকাশ পায় নাই। যদি লক্ষ্মীরই প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তাহা হইলে নলিনের—বৈকুণ্ঠস্থ দিব্য স্বর্ণ-কমলের মত গন্ধ কান্তি যাঁহাদের, এমন স্বর্যোষিদ্‌গণের বৈকুণ্ঠের অন্য পুর-মহিলাগণের কাজে কাজেই প্রকাশ পায় নাই। তাহাতে অন্য রমণীগণ (ইন্দ্রাণী প্রভৃতি) কোথায় ? অন্য রমণীগণ এ প্রসঙ্গে দূরেই পরাস্তা অর্থাৎ উহাদের সহিত ব্রজ-সুন্দরীগণের তুলনায় কথাই উঠিতে পারে না। কাহাদের মত এবং কি পরিমাণ সুখ উঁহাদের প্রকাশ পায় নাই ? তাহাতে বলিলেন—ইঁহার—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীকৃষ্ণের,—"যাঁহার চরণরেণু-স্পর্শ-বাঞ্ছা করিয়া সুকুমারী লক্ষ্মী নিয়মপূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন" (১)—এই বচন-প্রমাণে লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমের। সেই কারণে, কেবল বিপ্রলম্ভেই ব্রজ-সুন্দরীগণের এই প্রকার ভাবোৎকর্ষ নহে, পরন্তু সম্ভোগেও লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত ভাবোৎকর্ষ তাঁহাদের বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে আমাদের মত জনের আর কি কথা ? ইহাই উদ্ধবের বাক্যের মর্ম্ম। ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠলব্ধাশিষা—পরমাবেশে

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগপত্নীগণের উক্তি। শ্রীভা ১০।১৬।৩২

কণ্ঠাশ্লিষাং পরমাবেশেন গৃহীতকণ্ঠতয়া প্রাপ্তপরমমনোরথানাং রাসোৎসবে যঃ যাবানুদগাৎ সততং নিগূঢ়মন্তঃ সন্নপি প্রকাট্যং প্রাপেতি। অপি যৎস্পৃহা শ্রীরিত্যত্র লক্ষ্মীস্পর্দ্ধাময়বাক্যে ব্রজসুন্দরীণামিতি সুন্দরীপদবিন্যাসঃ সৌন্দর্য্যাদিকমপি তাসাং তদ্বদধিকমিতি সূচয়তি। তচ্চ যুক্তং, যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেতি ন্যায়েন তদুৎকর্ষত উৎকর্ষপ্রাপ্তেঃ। অত্র সর্বভাবশিরোমণিনা কান্তভাবাংশেনৈবোভয়ত্র তারতম্যং দর্শিতম্। ন তু ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীরিত্যাদাবিব ভক্তিজায়াত্বাংশাভ্যাম্। ততো

শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহাদের পরমাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের রসোৎসবে যে—যে পরিমাণ (প্রসাদ) উদিত—সতত নিগূঢ় রূপে অন্তরে থাকিয়াও প্রাকট্য (বাহিরে প্রকাশ) প্রাপ্ত হইয়াছিল, [তাঁহাদের মত, সেই পরিমাণ প্রসাদ লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হয়েন নাই] ইহাও সম্ভব যে, 'লক্ষ্মী যাহাতে অভিলাষিণী' এই লক্ষ্মী-স্পর্দ্ধাময়—(লক্ষ্মীর স্পর্দ্ধা-পরিভবেচ্ছা যাহাতে আছে এমন) বাক্যে "ব্রজসুন্দরী" পদে সুন্দরী-শব্দ বিন্যাস, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাদিও সেই প্রকার (পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত প্রেমের মত) অধিক—এই সূচনা করিতেছে। "যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা-ভক্তি আছে; সমস্ত গুণের সহিত সুরগণ তাঁহাতে উপস্থিত হয়েন„ (শ্রীভা, ৫।১৮।১২)—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীব্রজ-দেবীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরমোৎকর্ষ-নিবন্ধন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাদির উৎকর্ষ-প্রাপ্তিহেতু উক্তরূপ সূচনা বটে। এস্থলে সর্ব্বভাব-শিরোমণি কান্তভাবাংশেই উভয়ত্র (শ্রীব্রজ-দেবীগণ ও লক্ষ্মীতে) তারতম্য দেখান হইয়াছে. "সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী সে প্রকার প্রিয় নহেন, ইত্যাদি শ্লোকের মত ভক্তি ও জায়াত্ব উভয় অংশদ্বারা তারতম্য দেখান হয় নাই। তজ্জন্য অন্যজনও ইহাতে

নান্যেন সাধারণ্যং মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্বয়ংভগবদ্বিষয়তয়া বিশেষান্তরং ত্বস্ত্যেবেতি জ্ঞেয়ম্। তস্মাদাস্তাং তাবদাসাং

সাধারণ ভাব মনে করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের বিষয় হেতু বিশেষ ব্যবধান আছেই, ইহাও বুঝিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকে সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা যাহাতে আছে, পতিব্রতাশিরোমণি সেই শ্রীলক্ষ্মী হইতেও শ্রীব্রজ-দেবীগণের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের প্রেয়সী—বক্ষোবিলাসিনী; শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী—রাসরসরঙ্গিণী।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। শ্রীনারায়ণ তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ—বিলাস মূর্ত্তি। ভগবন্নিষ্ঠ স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের উৎকর্ষের পরাবধি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া লক্ষ্মী তাঁহার সঙ্গলাভে লালসাবতী হইয়াছিলেন; শুধু তাহা নহে, শ্রীনারায়ণ হেন পতির সঙ্গময় ভোগসকল পরিহারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভের জন্য তপস্যা—নিজ পতির আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মী অবশ্যই জানিতেন-শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্নস্বরূপ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে সৌন্দর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তদীয় সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। শ্রীগোপীগণের মত তাঁহার কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ছিল না; এই নিমিত্ত তিনি কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের বহু প্রেয়সী আছেন। তাঁহাদের অঙ্গগন্ধ ও কান্তি বৈকুণ্ঠের স্বর্ণকমলের গন্ধ ও কান্তির মত। এ সকল রমণীমধ্যে শ্রীলক্ষ্মীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যে কৃষ্ণ-সঙ্গ নিয়ম পূর্ব্বক বহু তপস্যা করিয়া প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই কৃষ্ণসঙ্গ যে ভূ, লীলা প্রভৃতি অন্য বৈকুণ্ঠ-বিলাসিনীগণ প্রাপ্ত হয়েন নাই একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ ত্রিভুবন মধ্যে পরম সৌভাগ্যবতী হইলেও বৈকুণ্ঠবিলাসিনীগণ হইতে বহু নিকৃষ্টা। যিনি বৈকুণ্ঠবিলাসিনীগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তিনি যাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্রাণী প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না, এস্থলে ত্রিভুবনের অন্য রমণীগণের কথা আর কি বলিব ?

অনন্তব্রহ্মাণ্ড-বৈকুণ্ঠ-মধ্যে যত রমণী আছেন, সকলের লোভনীয় যাহা, তাঁহাদের কেহই কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই ; সেই কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইয়াছেন কেবল ব্রজসুন্দরীগণ। এইজন্য সমস্ত স্ত্রীজাতি মধ্যে ইঁহারা শ্রেষ্ঠা।

সেই কৃষ্ণসঙ্গ তাঁহারা পাইয়াছিলেন কোথায় ? —রাসোৎসবে। আপৎকালে অনেকেই অনাদরণীয়েরও আদর করে ; উৎসবে আদৃত হয় বিশিষ্ট জন। শ্রীব্রজদেবীগণ উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে উৎসব আবার কেমন ? —শ্রীকৃষ্ণের নিখিল লীলার মুকুটমণি—রাস। (১)

রাসোৎসবে তাঁহারা কিরূপ সমাদৃতা হইয়াছিলেন ? ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষা ; —যাঁহার সঙ্গমাত্র নিখিল স্ত্রীজাতির অলভ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে পরমাবেশে দুই ভুজদণ্ড দ্বারা ইঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন। তখন প্রতি দুই গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত আবেশ যে, তাঁহাদের অল্পমাত্র বিচ্ছেদও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ; তাঁহার ভয়—ইঁহাদের সহিত একটু ব্যবধান থাকিলেও আমি বাঁচিবনা,—ইঁহারা যে আমার প্রাণ-

(১) বৃহদ্বামনে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

আমার সেই সেই মনোহরলীলা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তথাপি রাসের কথা মনে হইলে, আমার মন যে কি রকম হয়, বলিতে পারিনা।

প্রতিমা ! এই ভয়ে অবলম্বন হইল দণ্ড—তাঁহার ভুজদণ্ড। তদ্দ্বারা বিশ্লেষ-ভীতিকে তাড়াইতে সমর্থ হইলেন ;—দুই বাহুদ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের সহিত ব্যবধান ঘুচাইলেন। ভয় গেল ; আনন্দ-প্রতিমাগণের স্পর্শে আনন্দময়ের হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল ; রাসের নৃত্য আরম্ভ হইল।

রাসে শ্রীকৃষ্ণ একা নাচেন নাই, তাঁহার সেই রাস-সঙ্গিনীগণও ভুজদণ্ডে গৃহীত কণ্ঠা হইয়া লব্ধাশিষা—সফল-মনোরথা হইয়াছিলেন ; তাই, তাঁহারাও নাচিয়াছিলেন। সেই মনোরথ কি ? তাঁহাদের মনোরথ কৃষ্ণসঙ্গ নহে, কৃষ্ণসেবা ; সেবার উপকরণ আপনারা। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া আকুলভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কখন এই ভোগ্য উপভোগ করিবেন ? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে এমন সেবার কথা কোথাও শুনা যায় না ; কোন কোন কান্তা নিজ সুখের জন্য কান্তকে চাহেন, কেহ কেহবা নিজের সুখ কান্তের সুখ উভয়ের সুখের জন্য তাহাকে চাহেন ; ব্রজ-দেবীগণে নিজ সুখের লেশ মাত্র নাই, তাঁহারা কেবল কৃষ্ণসুখের অভিলাষিণী। (এমন ত্যাগ এমনভাবে নিজের আমিত্বকে—ব্যক্তিত্বকে প্রেমের কাছে বলি দিতে ব্রজদেবীগণ ছাড়া আর কেহ পারেন নাই। তাই তাঁহারা প্রেমের সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারূঢ়া। শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইলেন, ইহাতে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহাদের সুখ-বাঞ্ছা না থাকিলেও কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলেন ; এ আনন্দে তাঁহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল— তাঁহারাও রাস-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ; এইরূপে রাস-ক্রীড়া আনন্দেরই পরিণতি-বিশেষ। এই রাসোৎসবে নিখিল নায়ক-শিরোমণি কর্ত্তৃক সমাদৃতা ব্রজদেবীগণ সমস্ত স্ত্রী-জাতির মধ্যে সর্ব্বোত্তমা।

শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণবিচ্ছেদ-সময়ে ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেম-মহিমা

দর্শন করিয়াছেন, তদনুসারে পূর্ব্বশ্লোকে তাঁহাদের পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, বিরহাবস্থায় ইঁহাদের উৎকর্ষ; মিলনে শ্রীলক্ষ্মীর উৎকর্ষ—তিনি নিজকান্ত শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী। এই শ্লোকে সেই ভ্রান্তিও নিরস্ত করিলেন। সেই শ্রীলক্ষ্মীও নিয়ম পূর্ব্বক ব্রত করিয়া যাঁহার চরণরেণু স্পর্শলাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমাবেশে ইঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছেন। সুতরাং মিলনেও ব্রজদেবীগণের পরম উৎকর্ষ দেখা যায়।

এই শ্লোকে গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষের কাছে লক্ষ্মীর প্রেমোৎকর্ষের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে—লক্ষ্মী যাহা পায়েন নাই, গোপীগণ তাহা সমধিক রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং শ্লোকটী লক্ষ্মীর অপকর্ষ-সূচক। তাহাতে 'ব্রজ-সুন্দরী' পদে শ্রীগোপীগণকে সুন্দরী বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, সৌন্দর্য্যাদিতেও লক্ষ্মী হইতে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপ হওয়াও উচিত। যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি আছে, তাঁহাদিগেতে সর্ব্বসদ্গুণের সমাবেশ হয়—শ্রীভাগবতীয় যস্যাস্তি ইত্যাদি পদ্য তাহা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীব্রজ-দেবীগণে ভক্তির পরমোৎকর্ষ-নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত সদ্গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "ভক্ত আপনি আমার যেমন প্রিয়, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, প্রেয়সী লক্ষ্মী, এমন কি আমার আত্মাও তেমন প্রিয় নহে।" ইহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন, লক্ষ্মী হইতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও ত শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তাহা হইলে লক্ষ্মী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া গোপীগণের অধিক উৎকর্ষ আর কি হইল? ইহাতে বলিলেন, লক্ষ্মীর পত্নীত্ব আর উদ্ধবের ভক্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তিযোগে ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের প্রিয় হয়, লক্ষ্মী পত্নী হইলেও কেবল সম্বন্ধদ্বারা তেমন প্রিয়া হইতে পারেন না। তবে তিনি ভক্তিদ্বারা যে বিশেষ প্রীতির বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাবচ্ছবিলাভাভিলাষঃ। মম ত্বিদমেব প্রার্থনীয়মিত্যাহ—আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা

এ স্থলে ব্রজ-সুন্দরী ও লক্ষ্মীর যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ভক্তির পরিপাক-রূপ যে কান্তভাব, তাহার তারতম্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া; উভয়ত্র কান্তভাব বর্ত্তমান থাকিলেও ব্রজ-সুন্দরীগণে সেই ভাবের উৎকর্ষ দেখা যায়। (রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসাদই তাঁহাদের সেই উৎকর্ষখ্যাপন করিয়াছে।) সুতরাং অপর যাঁহারা ব্রজ-দেবী-গণের মহিমা জানেন না, তাঁহারাও লক্ষ্মী হইতে তাঁহাদের এই উৎকর্ষ সাধারণ ভক্তের উৎকর্ষের মত মনে করিবেন না, কান্তভাবের তারতম্য-হেতুক উৎকর্ষই মনে করিবেন।

কান্তভাবের উৎকর্ষ ছাড়া ব্রজ-দেবীগণের উৎকর্ষের আরও একটী হেতু আছে, শ্রীলক্ষ্মীর প্রেমের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি নারায়ণ, আর ব্রজ-সুন্দরীগণের প্রেমের বিষয়ালম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা ব্রজ-সুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠত্বও সিদ্ধ হইতেছে।] ॥১০৪॥

অনুবাদ—শ্রীলক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহাদের সমান সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত আবিষ্ট, তাঁহাদের ভাব, মূর্ত্তি ও বিলাস অভিলাষের কথা থাক্ অর্থাৎ সে সকল অভিলাষ আমার পক্ষে বামনের চাঁদ ধরার অভিলাষ হইতেও হাস্যাস্পদ। আমার কিন্তু ইহাই প্রার্থনীয়, এই মনে করিয়া শ্রীউদ্ধব বলিলেন—"অহো! বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম (১), লতা, ওষধি (২) এ সকল ব্রজ-সুন্দরীর চরণরেণু সেবা করে (মস্তকে বহন করে), আমি

(১) গুল্ম—অপ্রকাণ্ড বৃক্ষ। মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগকে প্রকাণ্ড বা গুড়ি বলে। যে সকল বৃক্ষের তাহা নাই, সে সকল বৃক্ষকে গুল্ম বলে।

(২) ওষধি—ফল পাকিলে যে সকল বৃক্ষ মরিয়া যায়।

দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥১০৫॥

অয়মর্থঃ—মধ্যাসাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষছবিস্পর্শোঽপি ন সম্ভবত্যেব বিজাতীয়জন্মবাসনত্বাৎ। ততশ্চ সাক্ষাচ্চরণস্পর্শোঽপি নেতি কিং বক্তব্যম্। যদ্যেবং তদাসাং চরণস্থ যো রেণুস্তস্য স্পর্শভাগধেয়ানাং শ্রীগুল্মলতৌষধীনাং মধ্যে কিমপি যৎকিঞ্চিদনাদৃতরূপমপি স্যামিতি। অহো ইত্যভিলাষকৃতহৃদয়ার্ত্তৌ। কথংভূতা-

---

যেন সে সকলের মধ্যে কোনও একটী হইতে পারি; সেই ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ (শাস্ত্র ও সদাচার) ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজন করেন।"

শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৪।১০৫॥

শ্লোকের অর্থ—আমাতে (শ্রীউদ্ধবে) ইঁহাদের (শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণের) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিশেষের (মহাভাবের) ছবি (ছায়া)-স্পর্শও সম্ভব নহে; কারণ, আমার জন্ম ও বাসনা ভিন্ন জাতীয়। অর্থাৎ ইঁহারা স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদের পক্ষে কান্তভাব সম্ভব এবং কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিবার বাসনা ইঁহাদের আছে। আমি পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দাস্য-মিশ্র-সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান। এইজন্য ব্রজ-সুন্দরীগণে যে প্রেম-বিশেষ আবির্ভূত, আমাতে তাহার লেশাভাসও উপস্থিত হইতে পারে না। সে জন্য আমার পক্ষে (ইঁহাদের) সাক্ষাচ্চরণস্পর্শও যে সম্ভবপর নহে এ কথা কি আর বলিতে হইবে? যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের চরণের যে (একটী) রেণু তাঁহার স্পর্শ-সৌভাগ্য যাঁহাদের আছে এমন শ্রীগুল্ম, লতা, ওষধির কোনও —যে কোন রকমের অনাদৃত একটীও হইব। তিনি যে অভিলাষ করিয়াছেন সেই অভিলাষ-জনিত হৃদয়ের আর্ত্তিতে 'অহো' অব্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন।

নামিত্যাহ যা ইতি। যাঃ খলু কুলবধুত্বাৎ আপাতবিচারেণ স্বয়ং দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্য্যপথঞ্চ হিত্বা রাগাতিশয়েন লোকবেদমর্য্যাদা-মুল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং সর্বশ্রুতিসমন্বয়েন পরমপুরুষার্থশিরোমণিতয়া নির্ণেয়াম্ ঈদৃশপরমপ্রেমলক্ষণাং

কিদৃশী ব্রজ-সুন্দরীগণের চরণরেণু-স্পর্শের জন্য গুল্মাদি-জন্ম প্রার্থনা করিলেন তাহা বলিতেছেন—যাঁহারা কুলবধূ বলিয়া আপাতঃ বিচারে স্বয়ং দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়াছেন—পরমানুরাগে লোক-বেদমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয়া সমস্ত শ্রুতি সম্মিলিতরূপে পরমপুরুষার্থ-শিরোমণি বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এমন পরম-প্রেম-লক্ষণা মুকুন্দের—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতেছে বলিয়া সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের পদবী—তাঁহার সংযোগ-পদ্ধতি ভজন করিয়াছেন। তাহা হইলে, আর্য্যপথ ত্যাগ করিতেছি,—ইহা তাঁহাদের ভ্রম মাত্র।

[**বিবৃতি**—মুকুন্দপদবী—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় পূর্ব্বোক্ত রূঢ়ভাব। শ্রুতিগণ ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সেই পদবীর দুর্ল্লভতা সূচিত হইতেছে; কিন্তু ব্রজ-সুন্দরীগণের তাহা সহজায়ত্ত। শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের এই মহিমা-দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য বাঞ্ছা করিলেন। কিন্তু আপনাকে তাঁহাদের প্রেমের ছায়াস্পর্শেও অনধিকারী মনে করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাচ্চরণ-স্পর্শেরও অযোগ্য বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। তখন স্থির করিলেন, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের চরণরেণুই তাঁহাদের আনুগত্য প্রাপ্তির একমাত্র সাধন। তিনি দ্বারকালীলার পরিকর; তথায় থাকিয়া তাহা পাইতে পারেন না, তাই বৃন্দাবনে যাঁহারা গোপীপদরেণুদ্বারা অভিষিক্ত হইতেছেন, জন্মান্তরে সেই শ্রীগুল্ম, লতা, ওষধির কোন একটী হইয়া তাহা পাইবার অভিলাষ করিলেন। গুল্ম হইতে ওষধি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ

মুকুন্দস্য প্রস্তুতত্বাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপস্য পদবীং তদীয়সংযোগানন্দপদ্ধতিং ভেজুরিতি। তদেবগার্য্যপথং ত্যজাম ইতি তু তাসাং ভ্রম এবেতি ভাবঃ। য এব তৎসংযোগানন্দঃ শ্রীপ্রভৃতীনাং পরমদুর্ল্লভ এবেতি স্বয়মেব ব্যনক্তি। যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদি-

---

ন্যূনত্ব উক্ত হইয়াছে। পরম-দৈন্যভরে আপনাকে অতি নীচ মনে করিয়া উঁহাদের মধ্যে তুচ্ছ তৃণজন্মমাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীব্রজদেবীগণ মুকুন্দপদবীকে কি ভাবে ভজন করিতেছেন তাহা বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ-প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজন করিয়াছেন; আর কেহ এমন করেন নাই। শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি সর্ব্বলোক ও সর্ব্বমহাবেদ পরম-পুরুষার্থ-বুদ্ধি করিয়া ভজন করিয়াছেন, এই জন্য তাহাদিগেতে রাগের উৎকর্ষ নাই। ব্রজদেবীগণ কেবল শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন-বুদ্ধিতে ভজন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিজজন এবং শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ইহকাল পরকাল দুইকালের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহাদের এই ভজনের মূল উৎকর্ষ রাগ। এই রাগভরে 'সকল ছাড়িয়া, একমন হইয়া' শ্রীকৃষ্ণভজনই শ্রুতির অভীষ্ট। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ স্বতঃই সেই পথে বিচরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা আর্য্যপথ—শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ করেন নাই। জন্মাদি-লীলাবশে যেমন তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, তেমন 'আমরা আর্য্যপথ ত্যাগ করিতেছি' তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই আর্য্যপথ; শ্রুতিগণ সেই পথের সন্ধান করিতেছেন।] ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রজদেবীগণ স্বজন-আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া যে সংযোগানন্দ-পদ্ধতি ভজন করিয়াছিলেন (যে মিলনের পথে চলিয়াছিলেন), সেই সংযোগানন্দ লক্ষ্মী প্রভৃতিরও দুর্ল্লভ, ইহা শ্রীউদ্ধব

ভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি সদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥১০৬॥

যা রাসগোষ্ঠ্যাং বিরাজমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পরমমাধুর্য্যসারভগবত্তাপ্রকাশিনস্তদনির্বচনীয়মাধুর্য্যং প্রকৃষ্টং পদারবিন্দং ন্যস্তং তেন স্বয়মর্পিতং পরিরভ্য তাপং সাক্ষাত্তদপ্রাপ্তিহেতুকম্

নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—"লক্ষ্মী, ব্রহ্মাদিদেবগণ এবং আপ্তকাম (পরিপূর্ণ-সর্ব্বমনোরথ) যোগেশ্বরগণ মনোমধ্যে যাঁহার অর্চ্চনা করেন, রাসোপক্রম-সভায় গোপীগণ স্তনসকলে অর্পিত স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সেই প্র-পদারবিন্দ আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৫ ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—রাসোপক্রম-সভায় ভগবান্ পরম-মাধুর্য্যসার ভগবত্তার প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য প্রকৃষ্ট-পদারবিন্দ-ন্যস্ত—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক (গোপীগণের স্তনসকলে) অর্পিত হইলে ব্রজ-দেবীগণ আলিঙ্গন করিয়া তাপ--সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অপ্রাপ্তি-হেতুক যে মনঃপীড়া, তাহা দূর করিলেন। সেই চরণ-কমল যোগেশ্বর-ভক্তিযোগে প্রবীণ শ্রীশুকদেব প্রভৃতি আত্মার—মনেই অর্চ্চনা করেন। "যাহা বাঞ্ছা করিয়া সুকোমলাঙ্গী লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াছিলেন," এই বাক্য-প্রমাণে লক্ষ্মীও তাহা পাইবার জন্য হৃদয়ে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই অর্চ্চনা অনাদিকাল হইতে সর্ব্বদাই করিয়াছেন, কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হয়েন নাই; যেহেতু, সেই চরণ শ্রীলক্ষ্মী পাইয়াছেন বলিয়া কোথাও শুনা যায় না।

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণসঙ্গম-সুখ বর্ণিত হইয়াছে। রাসোৎসবের উপক্রমে শ্রীশুকাদি পরম ভাগবত ও

আধিং জহুঃ। তত্তু যোগেশ্বরৈর্ভক্তিযোগপ্রবীণৈঃ শ্রীশুকাদিভিরপি আত্মনি মনস্যেবার্চিতম্। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইত্যুক্তদিশা শ্রিয়াপি যৎ প্রাপ্তুং মনস্যেবার্চিতম্। তচ্চ সদৈবানাদিত এব ন তু কদাচিদপি সাক্ষাৎপ্রাপ্তম্। তদশ্রবণাদিতি ভাবঃ। এবং

শ্রীলক্ষ্মীর বাঞ্ছিত অথচ অলভ্য সুখ তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা ভগবান্ কৃষ্ণের প্রকৃষ্ট চরণকমলের স্পর্শ। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ পরম-মাধুর্য্যসাররূপ ভগবত্তা প্রকটন করিয়াছিলেন, এইজন্য বলিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ। মাধুর্য্য—স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা ও সম্বন্ধ-বিশেষের মনোহরতা (৯৮ অনু)। ঐ সময় এসকলের মনোহরতার পরাবধি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা শ্রীভাগবতে তাসামাবিরভূৎ ইত্যাদি, ত্রৈলোক্য লক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধৎ ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমাগণের স্তনসকলে চরণকমল অপর্ণ করেন, তখন তাঁহারা এই মাধুর্য্যের সম্যক্ আস্বাদন পাইয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ "তদনির্ব্বচনীয়ং মাধুর্য্যং প্রকৃষ্টং পদারবিন্দং—সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য প্রকৃষ্ট পদারবিন্দ"—এইরূপে মাধুর্য্যকেই চরণকমল-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচরণকমলের সর্ব্বোত্তম আবির্ভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীউদ্ধব পদারবিন্দং পদে প্র-উপসর্গ যোগ করিয়াছেন। প্র—প্রকৃষ্ট—সর্ব্বোত্তম আবির্ভাব। শ্রীচরণকমলে উক্ত-মাধুর্য্যের পূর্ণাভিব্যক্তি; ইহা ভক্তের অনুভূতির বিষয়, ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজেই শ্রীব্রজরমাগণের স্তনে সেই চরণ অর্পণ করেন; তাঁহারা আগ্রহ করিয়া, যাচিয়া, নিজেরা নিয়া স্থাপন করেন নাই। সেই চরণকমল শ্রীব্রহ্মাদি আধিকারিক-দেবগণ, শ্রীশুকাদি মহা-ভাগবতগণ এবং বৈকুণ্ঠরমা—সকলেই মনে মনে অর্চ্চনা করেন; এমনভাবে পাওয়া ত দূরের কথা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্চ্চনা করিবার

তাসামেব সাক্ষান্নমস্কারে কৃতচিত্ততয়া তথাবিধং গায়ন্নেবাসৌ পুনরপি মহামহিমস্ফূর্ত্তেরতিদৈন্যভরসঙ্কুচিততয়া তত্রাপ্যাত্মনোঽনধিকারিতাং মন্যমানস্তৎপাদরেণুমেব নমস্কুর্বন্ তত্রাপি দৈন্যেন তদেকবর্গসম্বন্ধাৎ সাধারণব্রজস্ত্রীণামেব নমস্করোতি। বন্দে

জন্যও প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহাতে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ যে অনির্ব্বচনীয়, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। শ্রীরাসের উপক্রমেই তাঁহাদের এই প্রকার অন্যসকলের অলভ্যলাভ! তাঁহাদের অন্য দুঃখও ছিলনা, ছিল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-হেতুক মনোদুঃখ, তাহারও অবসান ঘটিল। তারপর আনন্দের রাস॥ শ্রীব্রজদেবীগণের সে আনন্দে বুঝি বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাই ব্রহ্মরাত্র ব্যাপিয়া রাসের স্থিতি।] ॥১০৬॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ব্রজদেবীগণের পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নমস্কার করিবার কথা মনে করিলেন। তখন আবার তাঁহাদের মহামহিমা স্ফূর্ত্তি পাইল। তজ্জন্য দৈন্যভরে অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া সাক্ষাৎ-প্রণামেও আপনাকে অনধিকারী মনে করিলেন। তখন কেবল তাঁহাদের পাদরেণুকে নমস্কার করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাহাতেও দৈন্যবশতঃ তাঁহাদের সজাতীয় সম্বন্ধহেতু সাধারণ ব্রজস্ত্রীগণকেই প্রণাম করিলেন। "নন্দ-ব্রজস্থিত স্ত্রীগণের পাদরেণু বারংবার বন্দনা করি, যাঁহাদের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৬॥১০৭॥

শ্লোকার্থ—শ্লোকের শেষার্দ্ধে (যাঁহাদের হরিকথাগানে ত্রিভুবন পবিত্র হয়) এমন সেই ব্রজরমণীগণেরও চরণরেণু সাক্ষাদ্ভাবেই বন্দনা করিতেছি, অহো আমাদের এত সৌভাগ্যই আছে!! ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয়—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

[**বিবৃতি**—শ্রীউদ্ধব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে

নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১০৭ ॥

উত্তরার্দ্ধেন তাদৃশীনামপ্যাসাং সাক্ষাদেব পাদরেণুং বন্দে তদেতদপ্যাহো অস্মাকং ভাগ্যমস্তীত্যেতদপি মহদদ্ভুতমিতি ভাবঃ। অত্রৈতদুক্তং ভবতি—এতে হি যাদবাঃ সর্বে মদ্গণা এব ভাবিনি।

প্রণাম করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, দৈন্যবশতঃ তাহাতে বিরত হইয়া তাঁহাদের চরণধূলি প্রণাম করিবার সঙ্কল্প করিলেন। চরণরেণুর মহিমা স্মরণ করিয়া সঙ্কোচবশতঃ তাহাতেও নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সজাতীয়া অন্য ব্রজরমণীগণের চরণরেণু বন্দনা করিলেন। তাঁহার মনের ভাব, ব্রজরমণীগণ-মধ্যে কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকেও মহামহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছেন—ইঁহারা সেই ব্রজ-দেবীগণের সজাতীয়া বলিয়াই পরম পূজনীয়া। এইরূপে ব্রজের সাধারণ রমণীগণের চরণধূলি বন্দনা করিয়া, শ্রীউদ্ধব তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন—যাঁহাদের হরিকথা ইত্যাদি। শ্লোকের এই শেষার্দ্ধের মর্ম্ম—শ্রীউদ্ধব ব্রজের সাধারণ রমণীগণের চরণধূলি সাক্ষাদ্ভাবে বন্দনা করিয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিলেন। সেই কৃত-কৃতার্থতা-বোধ এইরূপ—যাঁহরা ব্রজদেবীগণের সজাতীয়া এবং যাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া উর্দ্ধ-মধ্য-অধঃ ত্রিলোক পবিত্র করেন, তাঁহাদের চরণরেণু বন্দনা করিতে পারিলাম! অহো আমাদের কত সৌভাগ্য!!]

অনুবাদ—[যে শ্রীউদ্ধব ব্রজসুন্দরীগণের উৎকর্ষখ্যাপন করিলেন, তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া সেই উৎকর্ষখ্যাতির গুরুত্ব দেখাইতেছেন।] এস্থলে ইহা বলা যায় যে, "হে ভাবিনি! এই যাদবগণ আমার নিজজন; হে দেবি! ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।" পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে-শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে এই বাক্য দেখা যায়, তদনুসারে এবং

সর্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিন ইতি পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্য-দৃষ্ট শ্রীভগবদ্‌বাক্যানুসারেণ শয্যাসনাটনালাপেত্যাদ্যনুসারেণ চ যাদবা এব তাবৎ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য পরমপ্রেষ্ঠাঃ। অতঃ প্রাদুর্ভাবান্তরভক্তাস্তু স্বতো দূরত এব স্থিতাঃ। অথ ভক্তান্তরেষু যাদবেষ্বপি ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহংত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা

"শয্যা, আসন, ভ্রমণ, আলাপ" ইত্যাদি (১) শ্রীভাগবতীয় পদ্যানুসারে যাদবগণই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের পরম প্রেষ্ঠ। এই হেতু শ্রীভগবানের অন্য প্রাদুর্ভাবের (শ্রীরাম, নৃসিংহ প্রভৃতির) ভক্তগণের স্থান এপ্রসঙ্গে বহুদূরেই অবস্থিত। অন্য ভক্তগণে—এমন কি যাদবগণেও "ভাগবতগণ-মধ্যে তুমিই আমি" (২) "তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ, সখা (৩), "উদ্ধব আমা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন

(১) শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাশনাদিষু
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণ-চেতসঃ॥
শ্রীভা, ১০।৯০।২২

যাদবগণ নিরত কৃষ্ণগত চিত্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, স্নান ও ভোজনাদিতে আপনাদের কোন সন্ধানই রাখিতেছেন না।

(২) একাদশ স্কন্ধে বিভূতি-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—
বাসুদেবো ভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহং।
কিংপুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রানাং সুদর্শনঃ॥
শ্রীভা, ১১।১৬।২৭

আমি ভগবান্‌দিগের মধ্যে বাসুদেব, ভাগবতগণের মধ্যে তুমি, কিংপুরুষদিগের মধ্যে হনুমান্ ও বিদ্যাধরগণ মধ্যে সুদর্শন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—
অথৈতৎ পরমংগুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎসখা॥ শ্রীভা, ১১।১১।৪৮

[পরপৃষ্ঠা]

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবানিত্যাদিকাসকৃচ্ছ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারাৎ ভক্ত্যংশেন তু সর্ব্বতোঽপ্যুদ্ধব শ্রেয়ান্ তস্য তু শ্রীব্রজদেবীম্বেবৈবং দৈন্যবচনং ন জাতু মহিষীম্বপীতি জাত্যন্ধস্যাপি চাক্ষুষমেবেদং তাসাং যশোরাকা-চন্দ্রমঃসৌন্দর্য্যমিতি ॥ ১০ ॥ ৪ ॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥ ১০৭ ॥

নহে"(৪),"আপনি যেমন, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমন কি আমার আত্মাও তেমন প্রিয় নহে" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বহু বাক্য-প্রমাণে ভক্ত্যংশে উদ্ধবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই উদ্ধবের ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধেই এই প্রকার দৈন্য-বচন, তিনি যে দ্বারকার পরিকর সেই দ্বারকার মহিষীগণ সম্বন্ধেও নহে। ইহাতে জন্মান্ধেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মত তাঁহাদের যশঃপূর্ণ-শশধরের সৌন্দর্য্য স্পষ্ট ব্যক্ত হইল।

[**বিবৃতি**—জন্মান্ধ জনের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব। তবে কোন বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলে তেমন অন্ধজনেরও তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। শ্রীব্রজদেবীগণের উৎকর্ষও বিজ্ঞ-শিরোমণি পরমভাগবত শ্রীউদ্ধবের বাক্যে তেমন প্রতিপন্ন হইয়াছে। জন্মান্ধ-ব্যক্তির মত যে সকল লোক এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, তাহারাও এখন উঁহাদের উৎকর্ষ অনুভব করিতে পারিবে।] ॥ ১০৭ ॥

হে যদুনন্দন উদ্ধব! সুগোপ্য হইলেও অনন্তর তোমার নিকট পরম গুহ্য বিষয় বলিব। যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।

(৪) লীলা অপ্রকট করিবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতোমদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥ শ্রীভা, ৩।৪।৩১

উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে; যেহেতু, বিষয়দ্বারা ইহার ক্ষোভ জন্মেনা। ইনি সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ। এতএব এই ব্যক্তি লোকদিগকে মদ্বিষয়ক জ্ঞান গ্রহণ করাইবার জন্য জগতে অবস্থান করুক।

তত্র স্বেভ্যঃ ষোড়শসহস্রসংখ্যাভ্যঃ শ্রীযদুদেবস্য পত্নীভ্যস্তথাষ্টভ্যঃ পট্টমহিষীভ্যশ্চ তাসাং মাহাত্ম্যং পরমকাষ্ঠাপন্নতয়া শ্রীরাধাদেব্যা আহুঃ—ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্। কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ-শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শে মহাত্মনঃ॥ ১০৮॥

হে সাধ্বি সাম্রাজ্যাদিকং ন কাময়ামহে। তত্র সাম্রাজ্যং সার্ব্বভৌমং পদম্। স্বারাজ্যম্ ঐন্দ্রং পদম্। ভোজ্যং তদুভয়ভাক্ত্বম্। ভুনক্তীতি ভুক্ তস্য ভাব ইতি। বিবিধং রাজত ইতি বিরাট্ তস্য ভাবো বৈরাজ্যম্। অণিমাদিসিদ্ধি-

---

অনুবাদ—তাহাতে (শ্রীব্রজদেবীগণের উৎকর্ষে) শ্রীযদুদেব কৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র-সংখ্যক পত্নী, আপনাদিগ হইতে এবং অষ্টপট্ট-মহিষী হইতে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মাহাত্ম্য বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীরাধা-দেবীর পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাহাত্ম্যের কথা দ্রৌপদীর নিকট বলিয়াছেন—"হে সাধ্বি, আমরা সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য, আনন্ত্য কিম্বা হরিপদ-কামনা করিনা; শ্রীরকুচকুঙ্কুম-গন্ধাঢ্য, গদাধরের শ্রীমৎ-পাদরজঃ মস্তকে বহন করিতে কামনা করিতেছি; ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, তৃণলতা এবং গোচারণ-সময়ে গোপগণ মহাত্মার সেই পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করেন।" শ্রী ভা. ১০।৮৩।৩৬॥ ১০৮॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—হে সাধ্বি! (দ্রৌপদীর প্রতি সম্বোধন) আমরা (ষোড়সহস্র কৃষ্ণ-মহিষী) সাম্রাজ্যাদি কামনা করিনা। তাহাতে (সাম্রাজ্যাদিতে) সাম্রাজ্য—সার্ব্বভৌমপদ—সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য। স্বারাজ্য—ইন্দ্রপদ। ভোজ্য—সাম্রাজ্য ও ইন্দ্রপদ উভয় ভাক্ত্ব অর্থাৎ সাম্রাজ্য ও ইন্দ্রপদের উপভোগ্যরূপে সংযোগ। বৈরাজ্য—বিবিধরূপে বিরাজ করে—এই অর্থে বিরাট, তাহার ভাব বৈরাজ্য—অণিমাদি

ভাক্‌মিত্যর্থঃ। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদম্। আনন্ত্যং যে তে শতমিত্যাদিশ্রুতিরীত্যা মনুষ্যানন্দমারভ্য শতগুণিতত্বেন প্রাজাপত্যস্য গণনায়াঃ পরাং কাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা পরব্রহ্মণি তু যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যনেন যদানন্দস্যানন্ত্যং দর্শিতং তদপীত্যর্থঃ। কিং বহুনা, হরেঃ শ্রীপতেঃ পদং সামীপ্যাদিকমপি যৎ তদেতদপি ন কাময়ামহে নাধীনং কর্ত্তুমিচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তর্হি কিমধিকং লব্ধুং কাময়ধ্বে তত্রাহুঃ, এতস্যাস্মৎপতিত্বেন সর্ববিজ্ঞাতস্য গদাভৃতঃ শ্রীমৎপাদরজ এব তাবন্মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং কাময়ামহে। তত্রাপি যৎ শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধেনাঢ্যং তদ্গন্ধেন প্রাপ্তসম্পদ্বিশেষং তৎ

সিদ্ধি-ভাগী হওয়া। পারমেষ্ঠ্য—ব্রহ্মপদ। আনন্ত্য—"তাহার যে শতগুণ" ইত্যাদি শ্রুতির রীতি অনুসারে মানুষানন্দ হইতে দশবার শতগুণিতরূপে প্রাজাপত্যানন্দে গণনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া "যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদিদ্বারা পরমব্রহ্মে যে আনন্দের আনন্ত্য দেখান হইয়াছে, (১) সেই অনন্ত আনন্দ। এসম্বন্ধে অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন? হরির—শ্রীপতির (নারায়ণের) পদ—সামীপ্যাদি যে কিছু, তাহাও কামনা করিনা,—এসকলের কিছুই আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করিনা। (যদি জিজ্ঞাসা করা হয়) তাহা হইলে, ইহা হইতে অধিক কি পাইবার কামনা করিতেছ? তাহাতে বলিলেন—এই গদাধর—যাঁহাকে সকলে আমাদের পতি বলিয়া জানে, কেবল তাঁহার চরণরজঃ মস্তকে বহন করিবার জন্য কামনা করিতেছি। তাহাতে আবার যে চরণরজঃ শ্রীর কুচকুঙ্কুমের গন্ধদ্বারা আঢ্য—তাহার গন্ধে সম্পদ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই অধিকরূপে কামনা করি। (যদি দ্রৌপদী বলেন,) শ্রীপতির (নারায়ণের) পদই শ্রীকুঙ্কুম-গন্ধাঢ্য, তবে তাহাই

(১) সম্পূর্ণা শ্রুতি ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনরধিকং কাময়ামহ ইত্যর্থঃ। ননু শ্রীপতেরেব পদং শ্রীকুঙ্কুম-গন্ধাঢ্যং তৎ স্যাদিতি গম্যতে। ততস্তদববোধায় পুনর্বিশিষ্যতাং, তত্রাহুঃ, ব্রজস্ত্রিয় ইতি। পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় ইত্যাদি স্ববাক্যাদ্যনুসারেণ ব্রজস্ত্র্যাদয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি ববাঞ্ছুরিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানপ্রয়োগেন তত্তদবিচ্ছেদ উৎপ্রেক্ষ্যতে। অত্র পুলিন্দ্যাদি-নির্দেশস্তু স্বেষামপি তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতাবিবক্ষয়া। তৃণবীরুধো

কি তোমাদের বাঞ্ছনীয়? (আমার সংশয় হইতেছে) এই হেতু, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আবার বল। তাহাতে বলিলেন—ব্রজ-স্ত্রীগণ ইত্যাদি;—পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ ইত্যাদি (১) ব্রজদেবীগণের নিজ উক্তি অনুসারে ব্রজ-স্ত্রী প্রভৃতি যাহা বাঞ্ছা করেন, অর্থাৎ বাঞ্ছা করিয়া-ছিলেন, আমরাও তাহাই বাঞ্ছা করি। বাঞ্ছন্তি (বাঞ্ছা করেন) ক্রিয়ার বর্ত্তমান কালীয়-প্রয়োগদ্বারা সেই সেই বাঞ্ছার অবিচ্ছেদ উৎপ্রেক্ষা করিলেন। এস্থলে আপনাদিগেরও সেই পদরজঃ প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে, একথা প্রকাশ করিবার জন্য পুলিন্দী (২) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রজের পুলিন্দীগণ তৃণ-লতাসকল যখন সেই পদরজঃ বাঞ্ছা করে তখন ইহাদের কোন একটী হইয়া আমরাও যেন তাহা পাই, এই আমাদের (শ্রীমহিষীগণের) অভিলাষ। তৃণ-লতা-

---

(১) পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ উরগায় পদাব্জরাগ শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শন-স্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিং॥

শ্রীভা, ১০।২১।১৭

শ্রীব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন—প্রেয়সীর স্তনানুলিপ্ত যে শ্রীকুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে সংলগ্ন হইয়াছিল, বৃন্দাবনে বিচরণ-সময়ে তাহা তৃণসংলগ্ন হইয়াছিল; তাহা দেখিয়া পুলিন্দীগণের কামোদ্রেক হইয়াছিল। তাহারা মুখে ও কুচে সেই কুঙ্কুম লেপন করিয়া সেই কাম-পীড়া দূর করিয়াছিল।

(২) পুলিন্দী—ব্যাধকন্যা।

দূর্ব্বাদ্যাঃ। আসাং তাদৃগনুভবশ্চ তৎকুচকুঙ্কুমসৌরভবাসিতত্বাবিচ্ছিন্নতৎপদপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ। গাবো গাঃ। চারয়ন্তশ্চারয়ন্তঃ। গোপা ইত্যন্তে নির্দ্দেশস্তু কেষাঞ্চিৎ প্রিয়নর্ম্মসখাদীনাং তদনুমোদকারিত্বেঽপি পুরুষত্বাত্তত্রাযোগ্যতাবিবক্ষয়া। অয়ং ভাবঃ—শ্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রিয়স্তত্রকামনৈব শ্রূয়তে ন তু সঙ্গতিঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীরিতি নাগপত্নীনাং যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমিত্যুদ্ধবস্যাপ্যুক্তেঃ। ন চ রুক্মিণীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রিয়স্তত্র সঙ্গতি

দূর্ব্বা প্রভৃতি। [তৃণলতা সেই কুঙ্কুমের উৎকর্ষ অনুভব করিয়া তাহা বাঞ্ছা করিতে পারে—ইহা অসম্ভব কথা। তাহাতে বলিলেন—এসকলের তাদৃশ অনুভব, শ্রীর কুচকুঙ্কুমের সৌরভদ্বারা যাহা অবিরত সুগন্ধি আছে, সেই চরণ-প্রভাবেই বুঝিতে হইবে। শ্লোকে "গাবঃ" ও "চারয়তঃ" এই দুইটী পদ আর্ষ-প্রয়োগ। গাবঃ—গাঃ। চারয়তঃ—চারয়ন্তঃ। অর্থাৎ যাহারা গোসকল চরায়, সেই গোপগণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-নর্ম্ম-সখাদি কোন কোন গোপের তাহাতে (প্রেয়সীসহ বিহারে) অনুমোদন থাকিলেও তাঁহাদের পুরুষত্ব-নিবন্ধন রমণীর মত সেই রহোলীলা সম্বন্ধে লালসার অযোগ্যত্ব বলিবার ইচ্ছায় সর্ব্বশেষে গোপগণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এস্থলে তাৎপর্য্য এই ঃ—শ্রী বলিয়া যাঁহার প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীর তাহাতে (শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের চরণ-স্পর্শে) কামনাই শুনা যায়, কখনও তাহা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়না; "যাহা বাঞ্ছা করিয়া" লক্ষ্মী" ইত্যাদি নাগপত্নী-বাক্য এবং "শ্রী যাহা মনোমধ্যে অর্চ্চনা করেন ইত্যাদি শ্রীউদ্ধব-বাক্যে অপ্রাপ্তির কথাই শুনা যায়। শ্রীরুক্মিণী-নাম্নী প্রসিদ্ধা শ্রীরও তাহাতে সঙ্গতি হয় না; কারণ, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের দেশকাল অন্যতম। অর্থাৎ (দেশ—বৃন্দাবন, কাল—প্রকট-

কালদেশয়োরন্যতমত্বাৎ। ন চ ব্রজস্ত্রীণাং সম্বন্ধলালসা যুক্তা নায়ং শ্রিয় ইত্যাদিনা ততোঽপি পরমাধিক্যশ্রবণাৎ। তস্মাদ্রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বন ইতি মাৎস্যানুসারেণ (মাৎস্যে রুক্মিণ্যা সহ পঠিতা শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূদ্দেশো বামদেববদিতি ন্যায়রীত্যা মহেন্দ্রেণ পরমেশ্বর ইব দুর্গয়াপ্যহংগ্রহোপাসনাশাস্ত্রদৃষ্ট্যা স্বাভেদেনোপদিষ্টা। শ্রীরাধা তু সর্বতঃ পূর্ণা তল্লক্ষ্মীঃ।

লীলাসময়) শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে প্রকট-বিহার করিতেছিলেন, তখন ব্রজ-স্ত্রী প্রভৃতির উক্তরূপ বাঞ্ছা সম্ভবপর হয়। বৃন্দাবনীয় প্রকট লীলার পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রুক্মিণীর সহিত প্রকট-বিহার করিয়াছিলেন; সে সময়ে উঁহাদের উক্তরূপ বাঞ্ছা কিরূপে হইতে পারে? ব্রজস্ত্রীগণের রুক্মিণীর সহিত সম্বন্ধ-লালসা যুক্তিযুক্তা হয় না; কারণ, নায়ংশ্রিয় ইত্যাদি শ্লোকে তদপেক্ষা (শ্রীরুক্মিণী অপেক্ষা) উঁহাদের পরমাধিক্য শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং "দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে রাধিকা," মৎস্যপুরাণের বচন-প্রমাণে ('শাস্ত্র দৃষ্টানুসারে বামদেবের মত' এই বেদান্তসূত্রের রীতিতে ইন্দ্রের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ উক্তির মত অহংগ্রহ-উপাসনা শাস্ত্র-দৃষ্টিতে মৎস্যপুরাণে রুক্মিণীর সহিত পঠিতা শ্রীরাধা, দুর্গাকর্ত্তৃক নিজাভেদে উপদিষ্টা হইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীরাধা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণা মহালক্ষ্মী। (১) তদ্রূপ) "রাধিকা কৃষ্ণময়ী দেবী বলিয়া কথিতা"

---

(১) মৎস্যপুরাণের শ্লোক—

বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
রুক্মিণী দ্বারাবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে॥

বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারকায় রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে বনে রাধা।

বিশালাক্ষী ও বিমলা—দুর্গা। এই শ্লোকে ধামভেদে একই শক্তি উক্ত

তথা,) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা ইত্যাদি বৃহদ্গৌতমী-য়ানুসারেণ রাধয়া মাধবো দেবী মাধবেনৈব রাধিকা ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্টানুসারেণ চ তাসু রাধাত্বেন প্রসিদ্ধা সর্ব্বতো বিলক্ষণা

ইত্যাদি বৃহদ্গৌতমীয় বচন-প্রমাণে এবং "রাধা দ্বারা মাধব, মাধব দ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন"—এই ঋক্ পরিশিষ্টানুসারে গোপীগণ মধ্যে রাধা বলিয়া সকল হইতে বিলক্ষণা যে শ্রী বিরাজ

বিভিন্ন নামে অভিহিতা—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা ও রুক্মিণী উভয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী, তাঁহারই স্বরূপশক্তি, এই জন্য তত্ত্বতঃ তাঁহাদের ঐক্য সম্ভব। কিন্তু শ্রীদুর্গা মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী (অবশ্য তিনি চিৎস্বরূপা)। তাঁহার সহিত শ্রীরাধার অভেদোক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়, এ স্থলে তাহা দেখাইলেন।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশ বামদেববৎ।—বেদান্ত ১।১।৩০

উক্ত সূত্রে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে ইন্দ্র বলিয়াছেন—আমাকে জান, আমার উপাসনা কর, ইত্যাদি। এই উপাসনা বাস্তবিক ইন্দ্রের নহে, পরমাত্মার। ইন্দ্র আপনার ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকতা অবগত হইয়া এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও আছে ; বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে লিখিত আছে, মহর্ষি বামদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর মনে করিলেন, 'আমি মনু হইয়াছি, আমি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি।' এ স্থলে বামদেব স্বকীয় বৃত্তির হেতুভূত ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তখন ব্রহ্মসহ তাঁহার অভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতা। এইরূপ মৎস্যপুরাণেও দুর্গা ঐ ভাবে শ্রীরাধার সহিত আপনার অভেদ উপদেশ করিয়াছেন।

অহংগ্রহোপাসনা—উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদ-মনন।

শ্রীরাধা, পরাশক্তি ; সর্ব্বশক্তির পরমাশ্রয়। এই জন্য শ্রীদুর্গা তাঁহার উপাসনা করেন। উপাসনার অবস্থাবিশেষে বামদেব যেমন আপনাকে ব্রহ্মাভিন্ন মনে করিয়াছিলেন, অহংগ্রহ-উপাসনায়, শ্রীদুর্গাও শ্রীরাধার সহিত আপনার অভেদ মনে করিয়াছিলেন।

যা শ্রীর্বিরাজতে তামুদ্দিশ্যৈব তাসাং তদিদং বাক্যম্। যথা চ, অনয়ারাধিতো নূনং ভগবানিত্যাদি। অপ্যেণপত্ন্যুপগত ইত্যাদি-দ্বয়ঞ্চ। ততশ্চ তাসাং যথা তত্র স্পৃহাস্পদতা তথাস্মাকং চেতি।

করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মহিষীগণের এই বাক্য। নিখিল ব্রজসুন্দরীগণ মধ্যে শ্রীরাধার উৎকর্ষের কথা রাসের তিনটী শ্লোকে জানা যায়। সেই শ্লোকত্রয়, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের উক্তি যথা—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

শ্রীভা, ১০।৩০।২৪

শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে খুজিতে খুজিতে তাঁহার পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—"সেই রমণী নিশ্চয়ই ঈশ্বর, ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু, গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।"

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো ধঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজ স্তুলসিকালিকুলৈ র্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ ব স্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥

শ্রীভা, ১০।৩০।১১-১২

শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিণীগণকে

তদেবং তাদৃশপ্রেমস্ফূর্ত্তিময়তদ্গন্ধাঢ্যতায়াঃ সংপ্রত্যপ্যস্মাসু প্রকাশঃ স্যাদিতি দর্শিতম্। ন কেবলং তাদৃশং তদ্রজ এব বাঞ্ছন্তি অপি তু তাদৃশপাদস্পর্শঞ্চ। ততো বয়মপি তং কাময়ামহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তদ্রজস এব বিশেষণং পাদস্পর্শমিতি। তদব্যভিচারিফলত্বা-

---

দেখিয়া কহিলেন, "হে সখি! হরিণি! অচ্যুত সুন্দর-মুখ-বাহু প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দ-বিস্তার করিয়া প্রিয়ার সহিত কি মীপগত হইয়াছিলেন? কারণ, শ্রীকৃষ্ণের কুন্দ-কুসুমের মালা— যাহা কান্তার অঙ্গ-সঙ্গ-বশতঃ তদীয় কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল, এখানে তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে॥"

তারপর তরুগণকে দেখিয়া কহিলেন—"হে তরুগণ! রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার স্কন্ধে বাহু অর্পণ-পূর্ব্বক, অপর হস্তে পদ্ম গ্রহণ করতঃ সপ্রণয়াবলোকনে তুলসীস্থ মদান্ধ অলিকুলের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া তোমাদের প্রণাম কি অভিনন্দিত করিয়াছিলেন?"

ব্রজদেবীগণ মধ্যে সর্ব্বোত্তমতাহেতু, শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-পদরজে তাঁহাদের যেমন অভিলাষ, আমাদেরও (শ্রীমহিষী গণেরও) তেমন। তাহাহইলে তাদৃশ স্ফূর্ত্তিময়ী কুচকুঙ্কুম-গন্ধাঢ্যতা সম্প্রতি আমাদের নিকট প্রকাশপ্রাপ্ত হউক—এই আগ্রহও মহিষীগণ দেখাইয়াছেন। ব্রজদেবীগণ যে কেবল তাদৃশ চরণ-রজঃই বাঞ্ছা করিয়াছেন তাহা নহে, তাদৃশ (শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমযুক্ত) চরণ-স্পর্শও বাঞ্ছা করিয়াছেন; সেই হেতু আমরাও (মহিষীগণও) তাহা কামনা করি। কিম্বা সেই রজেরই বিশেষণ—পাদস্পর্শ। পাদস্পর্শের অভ্যবিচারি-ফল পাদরজঃ অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলেই পাদরজঃ পাওয়া যাইবে, এই জন্য উভয়ই অভিন্ন—ইহাই তাৎপর্য্য।

দভিন্নমেবেত্যর্থঃ। এতস্য তত্রে কীদৃশস্য মহান্ সর্ব্বত্র্যাদপি স্বভাবাদুত্তম আত্মা সৌন্দর্য্যাদিপ্রকাশময়ঃ স্বভাবো যস্য তাদৃশস্য। তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবানিতি শ্রীশুকোক্তেঃ ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ শ্রীমহিষ্যো দ্রৌপদীম্ ॥ ১০৮ ॥

অথ তত্রৈব শ্রীরাধাদেব্যাঃ আদিপুরাণে—ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ। তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥ ইতি। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—যথা রাধা প্রিয়া

অতঃপর এতস্য মহাত্মনঃ—এই মহাত্মার অর্থ করিতেছেন, তিনি কীদৃশ? মহান্—অনন্তব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবনে যতজন আছেন, স্বভাবতঃ তাঁহাদের সকল হইতে উত্তম আত্মা—সেই সৌন্দর্য্যাদি-প্রকাশময় স্বভাব যাহার (সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের)। ব্রজদেবীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ী প্রকাশের কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

তত্রাতিশুশুভে তাভিঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতোযথা ॥

শ্রীভা, ১০।৩৩।৬

"স্বর্ণ-বর্ণ মণিসকলের মধ্যে নীলমণি যেমন অতিশয় শোভা পায়, স্বর্ণকান্তি-গোপীমণ্ডলী মধ্যেও ভগবান্ দেবকীসুতও তেমন অতিশয় শোভা পাইলেন॥" ১০৮॥

অনন্তর তাঁহাদের মধ্যেই (শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেই) শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে পার্থ! ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা; তাহাতে আবার বৃন্দাবন ধন্য, বৃন্দাবনেও গোপীগণ ধন্যা, গোপীগণ মধ্যে আমার শ্রীরাধা ধন্যা।" পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—"রাধা বিষ্ণুর

বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং যথা। সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ইতি। অতএব তস্যা এব প্রেমাধিক্যং বর্ণিতমগ্নেয়ে। বাসনাভাষ্যোদ্ধৃতং বচনম্ গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম্। হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা॥ রাধা তদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা॥ ইতি। নবমাবস্থা-

---

যে প্রকার প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও সেই প্রকার প্রিয়। সমস্ত গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া।" অতএব অগ্নিপুরাণে শ্রীরাধারই প্রেমাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। বাসনা-ভাষ্যোদ্ধৃত অগ্নিপুরাণ-বচন—"সে স্থানে একমাত্র শ্রীরাধা ভিন্ন সমস্ত গোপী ঊষাকালে কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে হরির লীলা-বিহারসকল জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভাবে সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া রাধা বাসনা হইতে বিরতা ছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা নবমীদশা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশ্নাদি-বাসনায় বিরতা ছিলেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নাদি বাঞ্ছা করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন।

[**বিবৃতি**—ব্রজবাসীর সান্ত্বনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলে, তিনি যখন বিরহ-ব্যথিতা ব্রজসুন্দরীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরাধা ভিন্ন অন্যান্য গোপীগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন. শ্রীরাধার তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করা ত দূরে, প্রশ্নের সঙ্কল্প করিবার সামর্থ্যও ছিল না। কারণ, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মূর্চ্ছাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মূর্চ্ছা বা মোহ নবমীদশা। বিপ্রলম্ভে (বিরহে) চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, কৃশতা মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ. ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই যে দশ দশা উপস্থিত হয়, মোহ তন্মধ্যে নবম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যখন শ্রীউদ্ধব ব্রজসুন্দরীগণের নিকট উপস্থিত হয়েন, তখন শ্রীরাধা ভিন্ন আর কেহ

প্রাপ্তত্বেন প্রশ্নাদিবাসনায়া বিরামিতা তস্যামসমর্থেত্যর্থঃ। তস্মাদনেন সর্বব্রজদেবীষ্বপি শ্রৈষ্ঠ্যাদিচিহ্নেন শ্রীরাসবিহারে তাভিরেব স্বয়ং কস্যাঃ পদানি ইত্যাদিনা বর্ণিতসৌভাগ্যাতিশয়া শ্রীরাধিকৈব ভবেৎ অতস্তন্নাম্নৈব তাঃ সূচয়ামাসুঃ—অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০৯॥

অনয়া রাধয়া ভগবান্ রাধিতঃ সাধিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ। নূনমিতি বিতর্কে। যতশ্চ রাধয়তীতি নিরুক্ত্যা তস্যা রাধেতি

মোহাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এই জন্য তাঁহারা প্রশ্ন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। মোহের পরবর্ত্তিনী মৃত্যুদশায়ও প্রশ্ন অসম্ভব। সুতরাং অন্যান্য ব্রজসুন্দরীর শ্রীরাধা হইতে যে ন্যূনদশাই ছিল, তাহা স্থির হইতেছে। ইহাতে শ্রীরাধার প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।]

অনুবাদ—সুতরাং সমস্ত ব্রজসুন্দরীমধ্যে শ্রীরাধার এই শ্রেষ্ঠত্বাদির চিহ্নদ্বারা শ্রীরাসবিহারে তাঁহারাই স্বয়ং "এ সকল কাহার পদচিহ্ন ?" ইত্যাদি (১) বাক্যে যাঁহার পরম সৌভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধিকা ছাড়া আর কেহ নহেন। অতএব শ্রীগোপীগণ সেই (শ্রীরাধা) নাম দ্বারাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য সূচনা করিয়াছেন— "ইঁহা কর্ত্তৃক ঈশ্বর ভগবান্ হরি কি তবে আরাধিত হইয়াছেন ? যেহেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন।" শ্রীভা. ১০।৩০।২৪॥১০৯॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—ইঁহা কর্ত্তৃক—শ্রীরাধা কর্ত্তৃক, ভগবান্ আরাধিত—সাধিত—বশীকৃত। শ্লোকে "নূনং" অব্যয়টি বিতর্ক-অর্থে প্রযুক্ত

(১) শ্রীভা, ১০।৩০।২৩

সংজ্ঞাপি জাতেতি ভাবঃ। রাধিতত্বে হেতুঃ যন্ন ইতি। গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রঃ ॥১০॥৩০॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥১০৯॥

হইয়াছে. (তাহাতে "ঈশ্বর ভগবান্ হরি কি তবে আরাধিত হইয়াছেন?" এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হওয়ায়, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীনারায়ণকে আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন—এই তাৎপর্য্য প্রতীত হইতেছে।) যেহেতু, আরাধনা করে এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা (যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন স্থানে গিয়াছেন,) তাঁহার রাধানাম উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহা কর্ত্তৃক বশীভূত—এ কথা বলিবার হেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইত্যাদি। গোবিন্দ—গোকুলের অধীশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

[**বিবৃতি**—রাসস্থল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণ ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কতদূর আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তখন তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন, ভগবান্—শ্রীনারায়ণ, হরি—সর্ব্বদুঃখ-হরণকর্ত্তা, ঈশ্বর—পরম স্বতন্ত্র যিনি, তাঁহাকে এই রমণী বশীভূত করিরাছেন। শ্রীনারায়ণে বৈষম্য নাই—তিনি সকলের আশ্রয়, এইজন্য তিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন না; সর্ব্বদুঃখ হরণ করাই তাঁহার স্বভাব বলিয়া, তিনি একজনকে সুখী করিবার জন্য অপরকে দুঃখ দিতে পারেন না; আর, তিনি পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া কাহারও অপেক্ষাও রাখেন না; এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীর কাছে আপনার সেই স্বভাব হারাইয়াছেন,—কার্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে উহার কাছে তাঁহার আর স্বাতন্ত্র্য নাই, তিনি সেই রমণীর বশীভূত হইয়া আমাদের সকলকে দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে বিহার করিতেছেন। আমা-দিগকে ত্যাগ করায় পক্ষপাত-দোষ, কেবল তাঁহাকে নিয়া যাওয়া

তদেবং তথাভূতশ্রীভগবৎপ্রীতিমাধুরীষু শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুরী-সর্বোর্দ্ধমধিরূঢ়েত্যেতাবত্তৎপরাবস্থাস্থাপনাপর্য্যন্তেন সন্দর্ভেণ তৎপ্রীতিজাতিতারতম্যং দর্শিতম্। এষা চ প্রীতির্লৌকিককাব্যবিদাং

সর্ববদুঃখ হস্তৃত্বের অভাব, এবং তাঁহাতে পরমাপেক্ষা সূচিত হইতেছে।” শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছায় নিজ স্বভাবের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটান সম্ভব নহে, ঐ রমণীর গুণে বশীভূত হইয়া তিনি এইরূপ করিয়াছেন। সেই রমণীকে তাঁহারা চিনিলেন, তিনি শ্রীরাধা। তাঁহার নামের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে, এই জন্য বলিলেন—ইঁহাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আরাধিত হইয়াছেন। ভঙ্গিতে তাঁহারা শ্রীরাধানামের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রজসুন্দরীগণের সকলেই অত্যন্ত প্রেমবতী, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করায় গোপীগণ হইতে তাঁহার পরমোৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে।]

অনুবাদ—তাহা হইলে তাদৃশ শ্রীভগবৎপ্রীতি-মাধুরীসকলে (শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণে প্রীতি-মাধুরীর যে বহু তারতম্য ঘটে, তাহাতে) শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরী সর্ব্বোপরি আরোহণ করিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ পর্য্যন্ত (শ্রীরাধাপ্রেমে) প্রীতির পরাবস্থা স্থাপনাবধি যে সন্দর্ভ, তদ্দ্বারা প্রীতিজাতির তারতম্য প্রদর্শিত হইল।

[**বিবৃতি**—অনন্তর পরিকরগণের ভাবের তারতম্য বিবেচনা করা যাইতে পারে ইত্যাদি ৯৭ অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৯ অনুচ্ছেদে শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরীর পরমোৎকর্ষ-স্থাপন পর্য্যন্ত যে সন্দর্ভ (প্রবন্ধ), তদ্দ্বারা প্রীতিজাতির অর্থাৎ যত রকমের প্রীতি আছে, সে সকলের তারতম্য প্রদর্শিত হইল।]

রত্যাদিবৎ কারণকার্য্যসহায়ৈর্মিলিত্বা রসাবস্থামাপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ী ভাব উচ্যতে। কারণাদ্যাশ্চ ক্রমেণ বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ উচ্যন্তে। তত্র তস্যা ভাবত্বং প্রীতিরূপত্বাদেব। স্থায়িত্বঞ্চ বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ। আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকর ইতি রসশাস্ত্রীয়লক্ষণব্যাপ্তেঃ। অন্যেষাং বিভাবত্বাদিকঞ্চ তদ্বিভাবনাদিগুণেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। ততঃ কারণাদি-

প্রীতির রসাবস্থা।

অনুবাদ—এই প্রীতি লৌকিক কাব্যবিদ্‌গণের রত্যাদির মত; কারণ, কার্য্য ও সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা নিজে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাবকে কারণ, অনুভাবকে কার্য্য এবং ব্যভিচারকে সহায় বলে। প্রীতিরূপতা-হেতুই ভগবৎ-প্রীতির ভাবত্ব, আর "বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ-ভাবসমূহ দ্বারা যাহা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত যাহা অন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসকলকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, তাহা স্থায়ী—যেমন লবণাকর (১)"—রস-শাস্ত্রোক্ত এই স্থায়ি-লক্ষণ ভগবৎ-প্রীতিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদি-গুণ দ্বারা অন্য (রসোপকরণ) সকলের বিভাবত্বাদি সম্ভব হয়—তাহা পরে দেখান হইবে, এই কারণেও তাহার স্থায়িভাবরূপতা নিশ্চিত হইতে পারে।

[**বিবৃতি**—ভগবৎ-প্রীতি কিরূপে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখাইতেছেন। রস-শাস্ত্র মতে স্থায়িভাব বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হয়। এই জন্য প্রথমে ভগবৎ-প্রীতি যে স্থায়িভাব হইতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। স্থায়িভাবে স্থায়িত্ব ও ভাবত্ব উভয়

(১) লবণাকরে যাহা পড়ে তাহাই যেমন লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ সকল ভাবই স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়।

স্ফূর্ত্তিবিশেষব্যক্তস্ফূর্ত্তিবিশেষা তন্মিলিতা ভগবৎপ্রীতিস্তদীয়প্রীতি-রসময় উচ্যতে। ভক্তিময়ো রসো ভক্তিরস ইতি চ। যথাহুঃ, ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসরূপতামিতি। যত্তু প্রাকৃতরসিকৈ রসসামগ্রীবিরহাদ্ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং, তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়

থাকা চাই। প্রীতিমাত্রই ভাববিশেষ; ভগবৎ-প্রীতিও প্রীতিবিশেষ বলিয়া তাহার ভাবত্ব সম্ভব। আর, রসশাস্ত্রে স্থায়ীর যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, ভগবৎ-প্রীতিতে তাহা আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ভগবৎ-প্রীতি যে স্থায়িভাব, ইহা যুক্তি-দ্বারাও নির্ণয় করা যায়—ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনা দ্বারা (১) আলম্বন ও উদ্দীপন বস্তুর বিভাবত্ব, অনুভাবনা দ্বারা নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং তাহার সঞ্চারণ দ্বারা নির্ব্বেদাদির ব্যভিচারিত্ব। যদি প্রীতি না থাকে, তবে বিভাবাদি কোন রসোপকরণই থাকিতে পারে না; প্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য রসোপকরণের রসোপকরণতা. এই কারণেও ভগবৎ-প্রীতিকে স্থায়িভাব বলা যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদি-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।]

অনুবাদ—কারণাদির (২) স্ফূর্ত্তিবিশেষ দ্বারা স্ফূর্ত্তিবিশেষ-প্রাপ্তা (রসরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা-প্রাপ্তা) ভগবৎ-প্রীতি উক্ত কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় (রসবিশেষ) বলিয়া কথিত হয়। ইহা ভক্তিময় রস; এই জন্য ইহাকে ভক্তিরসও বলে। রসশাস্ত্রেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে—"অভিসম্পন্ন (রসরূপতা-প্রাপ্তির যোগ্যতাপ্রাপ্ত) ভাবসমূহ রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।" আর যে প্রাকৃত-রসিকগণ রস-সামগ্রীর অভাব-নিবন্ধন ভক্তিতে রসত্ব অভিলাষ

---

(২) রতি প্রভৃতির আস্বাদন-যোগ্যতা আনয়নের নাম বিভাবনা। তাহা বিভাব কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইলেও রতি প্রভৃতিরই সম্পত্তি।

(৩) কারণ—আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাব, কার্য্য—অনুভাব, সহকারী-কারণ—ব্যভিচারী প্রভৃতি।

মেব সম্ভবেৎ। সামগ্রী হি রসত্বাপত্তৌ ত্রিবিধা ; স্বরূপযোগ্যতা পরিকরযোগ্যতা পুরুষযোগ্যতা চ। তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা, স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব। তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদ্বিভাবনাদিষু স্বতোঽক্ষমাঃ কিন্তু সৎকবিনিবদ্ধচাতুর্য্যাদেবালৌকিকত্বমাপন্নাস্তত্র যোগ্যা ভবন্তি। তত্র তু তে স্বত এবালৌকিকাদ্ভুতরূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ। পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব তাদৃশবাসনা। তাং বিনা চ

করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়েই সম্ভবপর হইতে পারে ; অর্থাৎ প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়িণী ভক্তিতে রস-সামগ্রীর অভাব-নিবন্ধন রস-নিষ্পত্তি অসম্ভব হয়, ভগবদ্ভক্তিতে নহে। রসত্ব-প্রাপ্তিতে সামগ্রী তিন প্রকার—স্বরূপ-যোগ্যতা, পরিকর-যোগ্যতা ও পুরুষ-যোগ্যতা।

সেই লৌকিক-রসেও স্থায়িভাবরূপত্ব এবং সুখ-তাদাত্ম্য অঙ্গীকার-হেতু, রত্যাদি স্থায়ীর স্বরূপ-যোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়। ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং সেই প্রকার (লৌকিক প্রীতিজ সুখের ন্যায়) অশেষ সুখ-তরঙ্গের সমুদ্ররূপ ব্রহ্মসুখ হইতে অধিকতমত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। তেমন আবার লৌকিক-প্রীতিতে কারণাদি-রসপরিকর লৌকিক বলিয়া বিভাবনাদিতে স্বভাবতঃই অক্ষম, কিন্তু সৎ কবির গ্রন্থন-চাতুর্য্যেই অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদির যোগ্য হয় ; আর, ভগবৎ-প্রীতিতে কারণাদি পরিকরসকল স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুতরূপ ইহা দেখান হইয়াছে, আরও দেখান যায়। পুরুষ-যোগ্যতা শ্রীপ্রহ্লাদাদির মত প্রবল প্রীতিবাসনা, তদ্ব্যতীত লৌকিক কাব্যেও রসনিষ্পত্তি মনে করে না ; যথা,—"যোগিগণের মত পুণ্যবান্

লৌকিককাব্যেনাপি তন্নিষ্পত্তিং ন মন্যতে। যথোক্তম্—পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিমিতিঃ। ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনামিতি চ। লৌকিকরসস্যোৎপত্তিঃ স্বরূপমাস্বাদ-প্রকারশ্চৈবমেবোচ্যতে। যথা—সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশা-নন্দচিন্ময়ঃ। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ। লোকো-ত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ। স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়-মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ ইতি। অত্র তু অপ্রাকৃতবিশুদ্ধসত্ত্বহেতুত্বম্। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্ ইত্যাদেঃ। দর্শিতং চাস্য সত্ত্বস্যা-প্রাকৃতত্বং ভগবৎসন্দর্ভে। তথা ব্রহ্মাস্বাদাদপ্যধিকত্বং যা

ব্যক্তিগণ রসাস্বাদন করেন; রত্যাদি-বাসনা ব্যতীত রসাস্বাদন হয় না।" সাহিত্যদর্পণ ৩।৪১। লৌকিক-রসের উৎপত্তি, স্বরূপ ও আস্বাদনের প্রকার সাহিত্যদর্পণে এইপ্রকার কথিত হইয়াছে,—"সত্ত্বের উদ্রেক-হেতু কোন কোন প্রমাতা (১) তন্ময়তা-প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান্ বস্তুর ন্যায় রসাস্বাদন করেন; সেই রস অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এবং লোকোত্তর-চমৎকারিতাই তাহার প্রাণ।" ৩।৩৫, [লৌকিক-রসে প্রাকৃত সত্ত্বই হেতু,] অলৌকিক (ভগবৎ-প্রীতিময়) রসে কিন্তু অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই হেতু; তাহা "বিশুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেব-শব্দে অভিহিত" (শ্রীভা, ৪।৩।২০) ইত্যাদি শ্রীশিবোক্তি হইতে জানা যায়। এই সত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব ভগবৎসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) তদ্রূপ (অপ্রাকৃত ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব লৌকিক-

---

(১) প্রমাতা—সামাজিক।

(১) সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

অস্যার্থঃ—বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ

নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদেঃ । নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদেশ্চ । ততশ্চমৎকারশ্চ সুতরামেব । বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেরিত্যাদেঃ । কিঞ্চালৌকিকলৌকিকরসবিদাং প্রাচীনানামপি মতানুসারেণ সিধ্যত্যসৌ রসঃ । তত্র সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকারৈর্দর্শিতঃ । তস্য বিশেষতশ্চ শান্তাদিষু পঞ্চসু ভেদেষু বক্তব্যেষু শ্রীস্বামিচরণৈর্মল্লানামশনিরিত্যাদৌ তে পঞ্চৈব দর্শিতাঃ । স্ত্রীণাং শৃঙ্গারঃ । সবয়সাং গোপানাং হাস্যশব্দ-

রসের কারণ বলিয়া) ব্রহ্মাস্বাদ হইতে অপ্রাকৃত-রসের আধিক্য "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্ ইত্যাদি (২) শ্লোকে এবং "নাত্যন্তিকং বিগণয়-ন্ত্যপি" ইত্যাদি (৩) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । কাজে কাজেই ব্রহ্মা-নুভব হইতে ইহা চমৎকার । এই চমৎকারিতার বিষয় "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ" ইত্যাদি শ্লোকে (৪) বর্ণিত হইয়াছে ।

প্রাচীন অলৌকিক লৌকিক রসজ্ঞগণের মতেও এই রস সিদ্ধ হয় ; তন্মধ্যে (অলৌকিক রসজ্ঞ) শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীকার সাধারণ ভাবে রসবস্তু দেখাইয়াছেন ; শ্রীধর-স্বামিপাদ বিশেষভাবে রসের শান্তাদি পঞ্চবিধভেদ বলিতে গিয়া "মল্লানামশনি" ইত্যাদি (৫) শ্লোকের টীকায় শান্তাদি পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ রস দেখাইয়াছেন । স্ত্রীগণের শৃঙ্গার । সমবয়স্ক গোপগণের হাস্য-শব্দদ্বারা সূচিত (৬)

শুদ্ধং তদেব বসুদেব শব্দেনোক্তম্ । কুতস্তস্য সত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ । যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে । ইত্যাদি ভগবৎসন্দর্ভ ।১১৯।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
(৩) ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
(৪) ৪০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
(৫) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৫০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
(৬) উক্ত শ্লোকের শ্রীস্বামি-টীকায় যে হাস্য-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সূচিত ।

সূচিতনর্ম্মময়সখ্যস্থায়ী সখ্যময়ঃ প্রেয়ান্। ততস্তন্মতে গোপানাং শ্রীদামাদীনামিত্যেবার্থঃ। পিত্রোর্দয়াপরপর্য্যায়বাৎসল্যস্থায়ী বৎসলঃ। যোগিনাং জ্ঞানভক্তিময়ঃ শান্তঃ। বৃষ্ণীনাং ভক্তিময় ইতি। তথা সামান্যপ্রীতিময়রসশ্চ নৃণাং দর্শিতঃ। তত্রাদ্ভুত নির্দেশশ্চ সর্বস্যৈব রসস্য তৎপ্রাণত্বাৎ শান্তত্বাদিবৈশিষ্ট্যাভাবে তদেব নির্দিষ্টমিতি। যদাহ ধর্ম্মদত্তঃ—রসে সারশ্চমৎকারঃ

পরিহাসময় সখ্য যাহাতে স্থায়ী, সেই সখ্যময় প্রেয় (সখ্য)। সুতরাং তাঁহার মতে শ্লোকস্থিত গোপশব্দে শ্রীদামাদি বুঝাইতেছে। মাতাপিতার দয়া—যাহার অপর নাম বাৎসল্য, সেই বাৎসল্য যাহাতে স্থায়ী, তাহা বৎসল রস। যোগিগণের জ্ঞান-ভক্তিময় শান্ত। বৃষ্ণিগণের ভক্তিময় (দাস্য) রস। তদ্রূপ নরগণের সামান্য-প্রীতিময় রস প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্ভুতত্ব সমস্ত রসেরই প্রাণ হেতু, নরগণে অদ্ভুত রসের উল্লেখ করা হইয়াছে ; শান্তাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে প্রাচীন রসজ্ঞগণের মতে রস-নিষ্পত্তি বলিতেছেন। শ্রীধর-স্বামিপাদ মল্লানামশনি ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় ভগবৎপ্রীতিরস দেখাইয়াছেন। শ্লোকে আছে, "কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্র, নরগণের নরবর, স্ত্রীগণের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, অসৎরাজগণের শাস্তা, নিজ মাতাপিতার শিশু, কংসের মৃত্যু, অজ্ঞগণের বিরাট, যোগিগণের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরদেবতারূপে প্রতীত হইয়াছিলেন।" ইহার টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "মল্লাদিষু অভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ শ্লোকেন নিবধ্যন্তে।

রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যোবীরোদয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ স প্রেমভক্তিকঃ ॥"

মল্লাদিতে অভিব্যক্তরস যথাক্রমে শ্লোকবন্ধে প্রকাশ করিতেছি—

রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও ভক্তি (দাস্য)।"

ইহার মধ্যে শৃঙ্গার, হাস্য-শব্দসূচিত সখ্য, দয়া-শব্দসূচিত বাৎসল্য, শান্ত এবং ভক্তিশব্দ সূচিত দাস্য--এই মুখ্য পঞ্চরস এস্থলে শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী প্রদর্শন করিলেন। গৌণ সপ্তরসের কথা পরে বলিবেন।

মূল শ্লোকে যে গোপগণের কথা আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে হাস্যের উল্লেখ করায় যাঁহাদের পক্ষে হাস্য-পরিহাস সুলভ, গোপশব্দে সেই সখাগণকেই বুঝাইতেছে। শ্রীদামাদি গোপবালকই শ্রীকৃষ্ণের সখা; এই জন্য শ্রীস্বামিপাদের মতে শ্লোকস্থিত গোপশব্দে শ্রীদামাদিকে বুঝাইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

শ্লোকে যে নরগণের কথা আছে তাঁহারা রঙ্গস্থলের সাধারণ দর্শক। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কোন বিশেষ রসের উদয় হয় নাই, তবে তাঁহারা অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সামান্য প্রীতিরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; চমৎকৃতিই তাঁহাদের পক্ষে রস। ইহাকে অদ্ভুত রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চমৎকৃতি সকল রসেই বর্ত্তমান আছে; তাহার অভাবে কোন রস নিষ্পন্ন হইতে পারেনা; এইজন্য তাহাকে রসের প্রাণ বলিয়াছেন। নরগণে কোন বিশেষ রসোদয় হয় নাই, অথচ চমৎকারিতা আছে; এই জন্য সেই চমৎকারিতাকেই অদ্ভুত রস (সামান্য প্রীতিময় রস) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুন্দর গুণবান্ বালককে দর্শন করিয়া সকলের তাহার প্রতি প্রীতির উদ্রেক হয়। ঐ প্রীতিতে মদীয়তাবোধ থাকেনা; তেমন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কংস-রঙ্গস্থলের নরগণের যে প্রীতির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আমার কোন সম্পর্কিতজন—এইরূপ বোধ ছিলনা; তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন বলিয়া অদ্ভুত রসের উদয় হইয়াছিল।]

সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ। তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসমিতি। যে তু মল্লাদীনাং রৌদ্রাদিরসাস্তত্রৈব স্বামিভিরঙ্গীকৃতাস্তে খলু প্রীতিবিরোধিত্বান্নাত্রাদৃতাঃ। তদেতদলৌকিকরসবিন্মতম্। তথা কৈশ্চিল্লৌকিকরসবিদ্ভির্ভোজরাজাদিভিঃ প্রেয়ান্ বৎসলশ্চ রসঃ সম্ম-

---

অনুবাদ—চমৎকারিতাই যে রসের প্রাণ এবং তাহাই যে অদ্ভুত রস একথা রসজ্ঞ ধর্ম্মদত্ত বলিয়াছেন—"রসে সারাংশ চমৎকৃতি—ইহা সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। সর্ব্বত্রই সেই চমৎকার সারবস্তু; এই জন্য সকল রসই অদ্ভুত। সেইজন্য কৃতি নারায়ণ (১) রসকে অদ্ভুত বলিয়াছেন।"

শ্রীস্বামিপাদ মল্লানামশনিঃ ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় মল্লাদির রৌদ্রাদি-রসের উল্লেখ করিয়াছেন; সে সকল প্রীতি-বিরোধী বলিয়া এস্থলে (প্রীতিরস-প্রসঙ্গে) আদৃত হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত অলৌকিক-রসবিদ্‌গণের মত বর্ণিত হইল।

[**বিবৃতি**—মল্লপ্রভৃতি প্রীতি-প্রণোদিত হইয়া ক্রোধাদি প্রকাশ করে নাই; তাহারা জিঘাংসা-বৃত্তি লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল; অতএব ঐ ক্রোধাদি প্রীতি-বিরোধী। এইজন্য মল্লাদির ক্রোধাদিরস ভক্তিরস-শাস্ত্রে আদরণীয় নহে। ভক্তি-রসবিদ্‌গণের রৌদ্রাদি-রস স্বতন্ত্র প্রকারের। তবে শ্রীস্বামিপাদ "মল্লানামশনিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়, মল্লাদি রৌদ্রাদি-রস আস্বাদন করিয়াছেন বলিয়া যে প্রকাশ করিলেন তাহা লৌকিক-রসবিদ্‌গণের মত।]

অনুবাদ—অলৌকিক রসবিদ্‌গণের মত ভোজরাজ প্রভৃতি কোন কোন লৌকিক-রসবিদ্ প্রেয়ান্ (সখ্য) ও বৎসল রস স্বীকার করেন। সেই প্রকার কথিতও হয়—"স্নেহ-স্থায়িভাব (বৎসল), প্রেয়ান্। যথা—আমার যাহা রুচিকর প্রিয়া তাহাই

---

(১) নারায়ণ—সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা শ্রীবিশ্বনাথ-কবিরাজের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ।

তোঽস্তি। তথাচোক্তম্—স্নেহস্থায়িভাবঃ প্রেয়ান্। যথা, যদেব রোচতে মহ্যং তদেব কুরুতে প্রিয়া। ইতি বেত্তি ন জানাতি তৎ প্রিয়ং যৎ করেতি সেতি। দম্পত্যোরনয়োঃ সখ্যবিশেষবিবক্ষয়া তদিদমুদাহৃতম্। এবং, স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ। স্থায়ী বৎসলতাস্যেহ পুত্রাদ্যালম্বনং মত-মিত্যাদি। তথা সুদেবাদ্যৈর্ভক্তিময়শ্চেতি। কিঞ্চ, লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্বাৎ। তদুক্তং স্বয়ং ভগবতা—সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ। দুঃখং কামসুখা-পেক্ষেতি। তদীয়ঃ শমোঽপি শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি বদতা

করে, সে ইহাই জানে; সে যাহা করে তাহাতে তাহার প্রিয় কিছু জানে না।” এস্থলে উক্ত দম্পতির সখ্যবিশেষ বলিবার অভি-প্রায়ে এই বাক্য উদাহৃত হইয়াছে। [লৌকিক রসবিদ্‌গণের মতে সখ্য-রসের প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। বাৎসল্যের উদাহরণ বলিতে-ছেন—] এই প্রকার, “সুস্পষ্ট চমৎকারিতাদ্বারা রসজ্ঞগণ বৎসলকে রস বলিয়া জানেন। ইহাতে বৎসলতা স্থায়ী আর পুত্রাদি আলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হয়।”

সুদেবাদি লৌকিক-রসবিদ্‌গণ তদ্রূপ (ভোজাদির বাৎসল্য সখ্য রস স্বীকারের মত) ভক্তিময় রস স্বীকার করেন।

এস্থলে অপর জ্ঞাতব্য, লৌকিক-রত্যাদির সুখরূপতা যৎসামান্য। কারণ, বস্তুবিচারে (আলম্বনাদি বিচার করিলে) সে সকল (লৌকিক রত্যাদি) দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ তাহা বলিয়াছেন— “প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম সুখ (বিষয়-ভোগ নহে); বিষয়-ভোগ এবং সুখের অপেক্ষাই দুঃখ (কেবল অগ্নিদাহাদিই দুঃখ নহে)। শ্রীভা, ১১।১৯।৩৮, “আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতাই সম” (শ্রীভা,১১।১৯।৩৩), একথা যিনি বলিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই লৌকিক-শমের (শান্তির)ও

তৈনৈবাদৃতঃ। জুগুপ্সাদীনান্তু স্বখরূপতা লৌকিকৈরপি দ্বেষ্যা। তত্তন্নিন্দা ভাগবতরসশ্লাঘা চ শ্রীনারদবাক্যে—ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়াঃ। তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধব ইতি। শ্রীরুক্মিণীবাক্যেঽপি ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।

অনাদর করিয়াছেন। লৌকিক রসজ্ঞগণও জুগুপ্সাদিভাবের সুখ-রূপতা দ্বেষ করেন। লৌকিক-রসোপকরণ-সকলের নিন্দা এবং ভাগবত-রসের প্রশংসা শ্রীনারদ-বাক্যে—"যে গ্রন্থ গুণালঙ্কারাদিযুক্ত বিচিত্র পদে রচিত হইয়াও জগৎ-পবিত্রকারী হরির যশ প্রকাশ না করে, জ্ঞানিগণ সে গ্রন্থকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামিপুরুষের রতি-স্থান) মনে করেন ; সত্ত্ব-প্রধান-চিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ করেন না। সেই বাক্য-প্রয়োগ, জন-সমূহের পাপ-নাশক হয়, —যাহাতে অসম্পূর্ণ-অর্থবোধক পদসকল বিন্যস্ত থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশ-প্রকাশক নাম যোজিত থাকে ;— যে সকল নাম সাধুগণ শ্রবণ করেন, গ্রহণ করেন এবং গান করেন।"

শ্রীভা, ১।৫।১০—১১

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যেও তাহা দেখা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত, কফ পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।"

শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫

সুতরাং লৌকিক বিভাবাদিরও রস-জনকত্ব বিশ্বাস করা যায় না; রস-জনকত্ব যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে বীভৎস-রস-জনকত্বই সিদ্ধ হয়।

[**বিবৃতি**—বিভাবাদি-যোগে যে রস নিষ্পন্ন হয়, তাহা অলৌকিক লৌকিক উভয়বিধ রসজ্ঞের অভিমত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন।

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—মুখ্যরস এই পঞ্চবিধ। অলৌকিক রসজ্ঞ শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন লৌকিক-রসজ্ঞগণের মতে সখ্য ও বাৎসল্য দ্বিবিধ রসের কথা বলিলেন। তাহাদের মতে মধুর রস প্রসিদ্ধই আছে। বস্তুতঃ লৌকিক রস যে নিষ্পন্ন হইতে পারেনা অতঃপর তাহা দেখাইতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে রত্যাদি স্থায়ীর সুখ-তাদাত্ম্য (সুখময়তা)কে স্বরূপযোগ্যতা বলা হইয়াছে। স্বরূপযোগ্যতার অভাবে রস-নিষ্পত্তি অসম্ভব। লৌকিক রসের মুখ্য উপকরণ রত্যাদির সুখরূপতা যৎ-কিঞ্চিৎ; আবার আলম্বন-বস্তুর দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, লৌকিক-রতি প্রভৃতির পরিণাম কেবল দুঃখ। দুইটী মানব বা মানব-মানবীকে অবলম্বন করিয়া লৌকিক রত্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহারা উভয়েই দেহাবেশ-নিবন্ধন অশেষ দুঃখে দুঃখী; এইজন্য তাহাদের রত্যাদিতে প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ বর্ত্তমান থাকিলেও পরিণামে দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। বিষয়-সম্পর্কিত সুখ-দুঃখের ধ্বংসকেই শ্রীভগবান সুখ বলিয়াছেন। কারণ, বিষয়-সুখের সন্ধান করিতে গেলেও দুঃখই উপস্থিত হয়; সুখ দুঃখ উভয়ে নির্লিপ্তাবস্থায় শ্রীভগবানে চিত্তস্থৈর্য্যই বাস্তবিক সুখ। আর, বিষয়-সুখের অপেক্ষাই দুঃখ; বিষয়-সুখের অপেক্ষায় জীব যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত জন্ম-মরণের মধ্য দিয়া কত ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তৃপ্তিলাভ

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রীতি। তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি। শ্রীভাগবত-

করিতে পারিতেছে না, কেবল উত্তরোত্তর অশান্তি বাড়িতেছে, এই নিমিত্ত বিষয়-সুখাপেক্ষা দুঃখ। লৌকিক-রত্যাদিতে বিষয়-সুখাপেক্ষা থাকায় তাহা সুখময় হইতে পারে না। এই হেতু লৌকিক-প্রীতিতে রসোৎপত্তি অসম্ভব।

কেবল লৌকিক-রত্যাদির স্বরূপ-যোগ্যতার অভাবই রস-নিষ্পত্তির অন্যথার হেতু নহে, আলম্বন-বিভাবকে শ্রীরুক্মিণী দেবী জীবচ্ছব বলিয়াছেন। যদিও তিনি কেবল কান্তভাব সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছেন, তথাপি নরনারী সকলের সম্বন্ধেই সে কথা—সকলেই বিষ্ঠা কৃমি ক্লেদ পূর্ণ চর্ম্মাদি নির্ম্মিত দেহবিশিষ্ট। সেই দেহের কথা মনে করিলে জুগুপ্সা ছাড়া সামাজিকের মনে অন্য বৃত্তির উদয় হয় না। আর শ্রীনারদ-বাক্যে দেখা যায়, তাহাদের কথা সৎ-সামাজিকের রুচিকর নহে; সে সকল কথাকে তাঁহারা ঘৃণা করেন। এই হেতু লৌকিক-প্রীতির বিভাবাদির রস-যোগ্যতায় বিশ্বাস করা যায় না। এই জন্য লৌকিক-রতিতে দাস্যাদি-রসনিষ্পত্তি অসম্ভব।

শান্তরসে স্থায়ী শম। শ্রীভগবানে বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম, শুধু বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করা নহে। লৌকিক-রসজ্ঞগণ লৌকিক-শান্তরতি দেখাইলেও লৌকিক-শান্তরস নিন্দনীয়; বিশেষতঃ তাহার নিষ্পত্তিও অসম্ভব।

আশ্রয় ও বিষয়ালম্বনের—নরযুগলের বা নরনারীর কথা মনে করিলে তাহাদের দেহের স্বরূপের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া কেবল ঘৃণার উদ্রেক হয়; এই হেতু লৌকিক-প্রীতি কেবল বীভৎস-রস হইতে পারে।]

রসস্তু তু বিষয়িণমারভ্য মুক্তপর্য্যন্তে জনে তদ্বদহো অনিন্দ্রিয়ে চৈতন্যশূন্যেঽপি বিকারহেতুত্বাৎ কথং তত্রাসম্ভাবনাপি স্যাৎ। যথোক্তম্—নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদিত্যাদি। অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণামিতি। কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা

অনুবাদ—পক্ষান্তরে বিষয়ী হইতে মুক্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বজনে,—অহো ! কেবল তাহা নহে, ইন্দ্রিয়রহিত চেতনাশূন্যেও শ্রীভাগবতরস, বিকারের কারণ হয় ; এই হেতু তাহাতে রসনিষ্পত্তির অসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ? অর্থাৎ কোন মতেই তাহাতে রসনিষ্পত্তির অসম্ভাবনা নাই। শ্রীভাগবতরসে সর্ব্বজনের বিকারের দৃষ্টান্ত, শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥
শ্রীভা, ১০।১।৪

"উত্তম-শ্লোক শ্রীহরির গুণানুবাদে পশুঘাতী ব্যাধ ছাড়া মুক্ত, মুমুক্ষু বিষয়ী—কেহই বিরত হয় না। মুক্তগণ অধিক বা সর্ব্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্ষুগণ ভবরোগের ঔষধ মনে করিয়া এবং বিষয়িগণ কর্ণ ও মনের আরামদায়ক মনে করিয়া শ্রীহরির গুণানুবাদ করেন ; পশুঘাতী ব্যাধের বুদ্ধি হিংসাদিগ্ধা বলিয়া তাহাদের হৃদয় নীরস, এই জন্য কেবল তাহারাই উহাতে বিরত হয়।"

অচেতন বৃক্ষাদির বিকার-প্রাপ্তির কথা অস্পন্দনং গতিমতাং ইত্যাদি শ্লোকে (১) এবং কৃষ্ণকে পাইয়া শুষ্ক বৃক্ষসকলও জীবিত হইয়া উঠিল" শ্রীভা, ১০।১৭।১২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবৎপ্রীতিতে রস-নিষ্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে একমাত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতিব্যঞ্জক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের রসরূপতা শ্রীবেদব্যাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

---

(১) অনুবাদ ৪১৩

অপীতি। তদেতদভিপ্রেত্য শ্রীভগবৎপ্রীত্যেকব্যঞ্জকস্য শ্রীভাগবতপুরাণস্য রসাত্মকত্বং শব্দেনৈব নির্দিশতি—নিগমকল্পতরোরিত্যাদি ॥ ১১০ ॥

হে ভাবুকাঃ, পরমমঙ্গলায়নাঃ যে রসিকা ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞা ইত্যর্থঃ, তে যূয়ং বৈকুণ্ঠাৎ ক্রমেণ ভুবি পৃথিব্যামের গলিতমবতীর্ণং নিগমকল্পতরোঃ সর্বফলোৎপত্তিভুবঃ শাখোপশাখাভির্বৈকুণ্ঠমধ্যারূঢ়স্য বেদরূপতরোর্যৎ খলু রসরূপং শ্রীভাগবতাখ্যং ফলং তৎ ভুব্যপি স্থিতাঃ পিবত আস্বাদ্যান্তর্গতং কুরুত। অহো ইত্যলভ্যলাভব্যঞ্জনা। ভাগবতাখ্যং যচ্ছাস্ত্রং তৎ খলু রসবদপি রসৈক-

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবিভাবুকাঃ ॥
শ্রীভা, ১।১।৩

"হে ভাবুকগণ! হে রসিকগণ! বেদকল্পতরু হইতে গলিত রসরূপ শ্রীভাগবতাখ্য-ফল—যাহা শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রবসংযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে তাহা লয় পর্য্যন্ত পান কর॥" ১১০॥

শ্লোকব্যাখ্যা—হে ভাবুকগণ—যাহারা পরমমঙ্গলাশ্রিত রসিক—ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ, সেই তোমরা, বৈকুণ্ঠ হইতে ক্রমশঃ পৃথিবীতে গলিত—অবতীর্ণ, নিগমকল্পতরু—সর্ব্বফলোৎপত্তির কারণ-স্বরূপ যে বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা-সমূহদ্বারা বৈকুণ্ঠমধ্যারূঢ় হইয়া (বৈকুণ্ঠব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছে, তাহার যে রসরূপ শ্রীভাগবতাখ্য ফল, তাহা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও তোমরা পান কর—আস্বাদন করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত কর। অহো! তোমাদের অলভ্যবস্তু লভ্য হইল, এস্থলে ইহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ভাগবত-শব্দদ্বারাই এই রস যে শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য সম্পর্কিত নহে, ইহা সূচিত হইয়াছে। ভাগবত-নামক যে শাস্ত্র, তাহা রসযুক্ত হইলেও কেবল রসময়—ইহা আপন

ময়তাবিবক্ষয়া রসশব্দেন নির্দিষ্টম্। ভাগবতশব্দেনৈব রসস্যান্যদীয়ত্বং ব্যাবৃত্তম্। ভাগবতস্য তদীয়ত্বেন রসস্যাপি তদীয়ত্বাক্ষেপাৎ। শব্দশ্লেষেণ চ ভগবৎসম্বন্ধি রসমিতি গম্যতে। স চ রসো ভগবৎপ্রীতিময় এব। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াম্ ইত্যাদিফলশ্রুতেঃ। যন্ময়ত্বেনৈব শ্রীভগবতি রসশব্দঃ শ্রুতৌ প্রযুজ্যতে রসো বৈ স ইতি। স এব চ প্রশস্যতে। রসং হ্যেবায়ং-লব্ধ্বানন্দীভবতীতি। তত্র রসিকা ইত্যনেন প্রাচীনার্বাচীন-সংস্কারাণামেব তদ্বিজ্ঞত্বং দর্শিতম্। গলিতমিত্যনেন তস্য সুপাকিমত্বেনাধিক স্বাদুমত্ত্বমুক্ত্বা শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্নার্থত্বেনাধিক-

করিবার জন্য রস-শব্দে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ভাগবত-শব্দ সংযোগ দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রস ইহাও বুঝাইতেছে। সেই রস ভগবৎপ্রীতিময়ই বটে; কারণ, যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং ইত্যাদি শ্লোকে (১) শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সেই ফল (ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব) শুনা যায়। যে রসময় বলিয়া শ্রুতি ভগবানে "রস" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তিনি রস।" শ্রুতিতে সেই রসই প্রশংসিত হইয়াছে—"জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দী হয়।" তাহাতে (শ্লোকে) যে 'রসিকগণ'—পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রাচীন নবীন সংস্কার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই রসবিজ্ঞত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। গলিত-শব্দ প্রয়োগ করিয়া ফলের সুপক্কতা-নিবন্ধন অধিক আস্বাদনীয়তা উল্লেখ পূর্ব্বক শাস্ত্রপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সুনিষ্পন্ন—এই সূচনা করিয়া তাহার অধিক স্বাদুতা প্রদর্শন

(১) যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ সাত্বত-সংহিতা শ্রবণ করিলে জীবের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্ন হয়।

স্বাদুত্বং দর্শিতম্। রসমিত্যনেন ফলপক্ষে ত্বগষ্ট্যাদিরাহিত্যং ব্যঞ্জ্যাত্র চ পক্ষে হেয়াংশরাহিত্যং দর্শিতম্। ভাগবতমিত্যনেন সৎস্বপি ফলান্তরেষু নিগমস্য পরমফলত্বেনোক্ত্যা তস্য পরম-পুরুষার্থত্বং দর্শিতম্। এবং তস্য রসাত্মকস্য ফলস্য স্বরূপতোঽপি বৈশিষ্ট্যে সতি পরমোৎকর্ষবোধনার্থং বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ, শুকেতি। অত্র ফলপক্ষে কল্পতরুবাসিত্বাদলৌকিকত্বেন শুকোঽপ্যমৃত-মুখোঽভিপ্রেয়তে। ততস্তন্মুখং প্রাপ্য যথা তৎ ফলং বিশেষতঃ স্বাদু ভবতি তথা পরমভাগবতমুখসম্বন্ধং ভগবদ্বর্ণনমপি। ততস্তাদৃশপরমভাগবতবৃন্দমহেন্দ্রশ্রীশুকদেবমুখসম্বন্ধং কিমুতেতি ভাবঃ। অতএব পরমস্বাদপরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাৎ স্বতোঽন্যতশ্চ তৃপ্তিরপি ন ভবিষ্যতীত্যালয়ং মোক্ষানন্দমপ্যভিব্যাপ্য পিবতেত্যু-

---

করিয়াছেন। রস-শব্দদ্বারা ফলপক্ষে ত্বগষ্ট্যাদি-(বাকল ও আঁটি) রাহিত্য ব্যক্ত করিয়া শাস্ত্রপক্ষে হেয়াংশ-রাহিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগবত-শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক অন্য বহু ফল থাকিলেও নিগমের পরম-ফলরূপে উল্লেখ করিয়া তাহার পরম-পুরুষার্থত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকারে সেই ফলের স্বরূপতঃ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পরমোৎকর্ষ বুঝাইবার জন্য বলিলেন, শুকমুখ হইতে অমৃত-দ্রবসংযুক্ত; এস্থলে ফলপক্ষে কল্পতরুনিবাসী বলিয়া অলৌকিকত্বনিবন্ধন সেই শুক অমৃতমুখ—ইহা অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং সেই মুখ-স্পর্শপ্রাপ্ত হইয়া ফল যেমন বিশেষ স্বাদযুক্ত হয়, তেমন পরম-ভাগবতের মুখনিঃসৃত ভগবদ্বর্ণনও বিশেষ স্বাদু হয়। তাদৃশ পরম-ভাগবত-সমূহের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের মুখ-সম্বন্ধে ভগবৎকথার সুস্বাদের কথা আর কি বলিব? অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের পরমাস্বাদ-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি-হেতু, আপনা হইতে এবং অন্য হইতে তৃপ্তিও হইবে না, এই হেতু আলয়—মোক্ষানন্দ পরিব্যাপ্ত করিয়া পান কর—এ কথা বলিলেন।

[বিবৃতি—এই শ্লোকে বেদকে কল্পতরু, শ্রীমদ্ভাগবতকে তাহার ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বৃক্ষের উপাদেয় বস্তু যেমন ফল, তেমন বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই কল্পতরু বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তেমন পৃথিবীতে যে বেদের প্রচার আছে, তাহা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। শাখার অগ্রভাগে যেমন ফল থাকে, বেদ-কল্পতরুরও অগ্রভাগে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফলের স্থিতি। সাধারণতঃ বৃক্ষ একরকমের ফল ধারণ করে, কিন্তু কল্পতরু সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে বলিয়া তাহাতে সকলরকমের ফল থাকে; বেদ-কল্পতরু বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত বিভিন্নপ্রকারের সাধকের অভীষ্ট নানা ফল তাহাতে বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতই উহার শ্রেষ্ঠ ফল। বৃক্ষাগ্রস্থিত ফল মানুষ আস্বাদন করিতে পারে না; সেই ফল যদি ভূপতিত হয়, তবে মানুষ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। বেদকল্পতরুর বৈকুণ্ঠস্থিত ফলের আস্বাদন নরলোকস্থিত রসিকগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে সুপক্ব ফল ভূপতিত হয়, বেদকল্পতরুর ফলও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে বলায়, তাহাও সুপক্ব ফলের মত সুনিষ্পন্ন অর্থবিশিষ্ট—তাহা-যে তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—ইহা বুঝা যাইতেছে। ফল যেমন আস্বাদবিশিষ্ট, ভাগবতশাস্ত্রও তেমন রসযুক্ত গ্রন্থ। আস্বাদবিশিষ্ট ফলও সর্ব্বাংশে উপাদেয় নহে—তাহাতে বাকল, আটি প্রভৃতি বিস্বাদ হেয় অংশও থাকে; ভাগবতরূপ ফলে তাদৃশ কিছুই নাই, সর্ব্বাংশে ইহা সুস্বাদ, এই জন্য ইহাকে রসযুক্ত ফল না বলিয়া রস—সর্ব্বাংশে আস্বাদ্য বলিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতে রসিক ভক্তের আস্বাদনের অযোগ্য কোন অংশ নাই। ভাগবত বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ও ভগবৎ-

সম্পর্কিত বস্তু বুঝায়; তাহাতে এই গ্রন্থ রসময় ইহা যেমন বুঝাইতেছে, এই রস ভগবৎসম্পর্কিত ইহাও তেমন বুঝাইতেছে। এই রস কি?—ইতঃপূর্ব্বে যে অলৌকিক-রসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সেই ভগবৎপ্রীতিময়-রস। সেই রস আস্বাদনের অধিকারী কে? সকল নহে—রসিক যাঁহারা তাঁহারাই আস্বাদনের যোগ্য, অরসিক নহে। রসিক বলিতে সৎসামাজিক বুঝায়; যাঁহাদের প্রাচীন—পূর্ব্বজন্মের, নবীন—বর্ত্তমান জন্মের রসবাসনা আছে, তাঁহারাই রসিক—রসবিজ্ঞ, অন্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত রসাত্মক বলিয়া বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রমধ্যে ইহার বিশেষত্ব আছে। তাহাতে আবার এই গ্রন্থ শুকমুখ হইতে নিঃসৃত অমৃত-দ্রবসংযুক্ত বলিয়া সর্ব্বোত্তম। শুকপক্ষী বৃক্ষাগ্রে অবস্থান করিয়া ফল পাতিত করে। সাধারণ শুক সাধারণ বৃক্ষাগ্রে থাকে, কল্পতরুর অগ্রভাগে যে শুক থাকে সে সামান্য শুক নহে। কল্পতরু স্বর্গের সম্পদ। তাহার অগ্রভাগস্থিত শুকের মুখে অমৃত আছে। কল্পতরুর ফল অমৃতমুখ শুকমুখে সংলগ্ন হইয়া যেমন সুস্বাদ্য হয়, ভগবৎকথা তেমন পরম-ভাগবতের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলে অত্যন্ত আস্বাদনীয়া হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পরম-ভাগবতগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম সেই শ্রীশুকদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া তাহার আস্বাদ অনির্ব্বচনীয়। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতেই আস্বাদন-উৎকর্ষের শেষ সীমা। এই হেতু শ্রীভাগবতের আস্বাদন ব্যতীত তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না। স্বতঃ—নিজ স্বরূপানুভব হইতে, অন্য বস্তুর উত্তম ভোগ কিম্বা অন্যের প্রীতি হইতে এমন কি ব্রহ্মানুভব হইতেও সেই পরমাস্বাদ পাওয়া যায় না বলিয়া তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। কেবল রসময়-ভাগবতাস্বাদনেই রসিক তৃপ্ত হইতে পারেন। এই জন্য বলিলেন, মোক্ষ ব্যাপিয়া অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিলেও এই রস আস্বাদন কর।]

ক্তম্। তথাচ বক্ষ্যতে পরিনিষ্ঠিতোঽপীত্যাদি। অনেনা-স্বাদ্যান্তরবন্নেদং কালান্তরেঽপ্যাস্বাদবাহুল্যেঽপি ব্যয়িষ্যতি ইত্যপি দর্শিতম্। যদ্বা তত্র তস্য রসস্য ভগবৎপ্রীতিময়ত্বেঽপিদ্বৈবি-

অনুবাদ—মোক্ষ পর্য্যন্ত আস্বাদন করিবার বস্তু যে শ্রীমদ্-ভাগবত, তাহা "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুর্ণ্যে" (১) ইত্যাদি শ্লোকে পরে শ্রীশুকদেব বলিবেন। এই হেতু (শ্রীভাগবতরস মুক্তপুরুষ-গণেরও আস্বাদনীয়-হেতু) অন্য আস্বাদ্য বস্তুর মত এই রস প্রচুর পরিমাণে আস্বাদিত হইলেও কালান্তরে ব্যয়িত হইবে না—ইহাও প্রদর্শিত হইল। (২)

[শুকমুখ হইতে অমৃত-দ্রবসংযুক্ত রসের এই অর্থ করিবার পর অন্য প্রকারের অর্থ করিতেছেন—] কিম্বা সেই রস ভগবৎপ্রীতিময় হইলেও তাহাতে (নিগম-কল্পতরু ইত্যাদি শ্লোকে) উহার (রসের)

(১) শ্রীশুকদেব মোক্ষসুখ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন—একথা স্বয়ং শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুর্ণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

শ্রীভা, ২।১।৯

হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণব্রহ্মে অবস্থান করিতেছিলাম, কিন্তু উত্তম-শ্লোক ভগবানের লীলায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি।

(২) বদ্ধজীব নিজকর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ-রূপ ফল পরিমিতকাল ভোগ করে। মুক্তপুরুষগণ যে আনন্দ ভোগ করেন, তাহা অনন্তকাল ব্যাপিয়াই তাঁহারা আস্বাদন করেন। ভাগবতরস অসংখ্য মুক্তপুরুষের অনন্তকালের আস্বাদনীয় বলিয়া প্রচুর পরিমাণে আস্বাদনীয় হইলেও কালান্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না।

ধ্যম্। তৎপ্রীত্যুপযুক্তত্বং তৎপ্রীতিপরিণামত্বঞ্চেতি। যথোক্তং দ্বাদশে—কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্। যস্তূত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমান ইতি।

দ্বৈবিধ্য অভিপ্রেত হইয়াছে—ভগবৎপ্রীতির উপযুক্তত্ব ও ভগবৎপ্রীতির পরিণামত্ব। দ্বাদশস্কন্ধে সেই প্রকার কথিতও হইয়াছে; শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে রাজন্! পরলোকগত ত্রিলোকে বিখ্যাত (ভগবদবতার এবং ভাগবতগণ ভিন্ন) মহারাজগণের এ সকল কথা যে তোমার কাছে বলিলাম, তাহা বিজ্ঞান (বিষয়ের অসারতাজ্ঞান) ও বৈরাগ্য—এতদুভয়ের সবিশেষ বর্ণন বাগ্‌বিলাস মাত্র, তাহা পারমার্থিক নহে।

উত্তম-শ্লোকের (ভগবদবতার এবং ভাগবতগণের) সর্ব্বদোষ-নিবর্ত্তক যে গুণানুবাদ সদ্‌গণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের অমল ভক্তি প্রার্থনায় নিত্য বারংবার তাহা শ্রবণ কর।" শ্রীভা. ১২।৩।১১—১২

[**বিবৃতি**—রসময় গ্রন্থ শ্রীভাগবতে উক্ত রাজগণের চরিত্র এবং ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র এই দ্বিবিধ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাংশ রস, তাহাতে হেয়াংশ নাই; এইজন্য রাজগণের চরিত্র অপারমার্থিক হইলেও তাহাকে রস বলিতে হয়। যে ভগবৎ-প্রীতি রসরূপতা প্রাপ্ত হয়, রাজগণের চরিত্রময় ভাগবতাংশে সেই প্রীতির উপযুক্তত্ব আছে;—তাহাতে (রাজগণের চরিত্রে) যে বিজ্ঞান বৈরাগ্যের বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত ভগবৎ-প্রীত্যাবির্ভাবের যোগ্য হয়। এইজন্য তাহাতে ভগবৎপ্রীতির উপযুক্তত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর, ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র শ্রবণে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সেই চরিত্র-বর্ণনময় অংশে ভগবৎ-প্রীতির পরিণামত্ব বর্ত্তমান। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটী রসদ্বৈবিধ্যের দৃষ্টান্ত।]

ততঃ সামান্যতো রসত্বমুক্ত্বা বিশেষতোঽপ্যাহ, অমৃতেতি। অমৃতং তল্লীলারসঃ। হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরমিতি দ্বাদশে শ্রীভাগবতবিশেষণাৎ। লীলাকথারসনিষেবণমিতি তস্যৈব রসত্ব-নির্দেশাচ্চ। সৎসুরমিতি সন্তোঽত্রাত্মারামঃ ইত্থং সতামিত্যাদিবৎ। ত এব সুরাঃ অমৃতমাত্রস্বাদিত্বাৎ। অত্র ত্বমৃতদ্রবপদেন লীলা-রসস্য সার এবোচ্যতে। তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্যপি প্রীতি-ময়রস এব শ্রেয়ান্ তথাপ্যস্ত্যত্র বিবেকঃ। রসানুভবিনো হ্যত্র

অনুবাদ—রসের দ্বৈবিধ্য নিবন্ধন "রসং" শব্দে সাধারণভাবে রসের উল্লেখ করতঃ বিশেষভাবে বলিলেন—"অমৃত-দ্রব-সংযুতং"। অমৃত—ভগবল্লীলারস। যেহেতু, দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "হরিলীলা-কথাব্রাতামৃতানন্দিত সৎসুরং"* (১২।১৩।৯)—এই বিশেষণ যোজনা করা হইয়াছে। "লীলাকথা রস-নিষেবণ" (শ্রীভা, ১২।৪।৩৯) পদে শ্রীমদ্ভাগবতেরই রসত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (হরিলীলাকথাব্রাতা ইত্যাদিতে) সৎসুর—ইত্থং সতাং ইত্যাদি শ্লোকে (১) যে সদ্গণের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে তাঁহাদের মত সৎ—আত্মারামগণকেই সৎ-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কেবল অমৃত (ভগবল্লীলা-রস) আস্বাদন করেন বলিয়া সে সদ্গণই দেবতা। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দেবগণের অমৃত আস্বাদনের মত সদ্গণ কেবল ভগবল্লীলামৃত আস্বাদন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দেবতা বলা হইয়াছে। এস্থলে অমৃত-দ্রবপদে লীলা-রসের সারই কথিত হইয়াছে। সেইহেতু এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত,—যদিও প্রীতিময় রসই শ্রেষ্ঠ, তথাপি এস্থলে বিবেক (বিচার) আছে। রসানুভবী দুইপ্রকার—'পানকর' এইরূপ উপদেশ যাঁহাদের প্রতি

---

*সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১) ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্বিবিধাঃ ; পিবতেত্যুপদেশ্যাঃ ; স্বতস্তদনুভবিনো লীলাপারিকরাশ্চ তত্র লীলাপরিকরা এব তস্য সারমনুভবন্তি অন্তরঙ্গত্বাৎ। পরে তু যৎকিঞ্চিদেব বহিরঙ্গত্বাৎ। যদ্যপ্যেবং তথাপি তদনুভবময়ং রসসারং স্বানুভবময়েন রসেনৈকতয়া বিভাব্য পিবত। যতস্তাদৃশ-তয়া তাদৃশশুকমুখাদ্গলিতং প্রবাহরূপেণ বহন্তমিত্যর্থঃ। তদেবং ভগবৎপ্রীতেঃ পরমরসত্বাপত্তিঃ শব্দোপাত্তৈব। অন্যত্র চ সর্ববেদান্তসারং হীত্যাদৌ তদ্রসামৃততৃপ্তস্যেত্যাদি। এবমেবা-ভিপ্রেত্য ভাবুকা ইত্যত্র রসবিশেষভাবনাচতুরা ইতি টীকা।

প্রযুক্ত হইতে পারে তাঁহারা, আর যাঁহারা আপনা হইতেই লীলা-রসানুভব করিতেছেন সেই লীলা-পরিকরগণ। তন্মধ্যে লীলা-পরিকর-গণই রসের সার অনুভব করিতেছেন, কারণ তাঁহারা অন্তরঙ্গ। অপর সকল যৎকিঞ্চিৎ রসসার আস্বাদন করেন, যেহেতু তাঁহারা বহিরঙ্গ। যদিও এই প্রকার, তথাপি লীলা-পরিকরগণের অনুভবময় রসের সহিত একরূপে ভাবিয়া পান কর ; যেহেতু, তাদৃশরূপেই সেই শুকমুখ হইতে ইহা গলিত—প্রবাহরূপে বহিতেছে। তাহা হইলে এইরূপে ভগবৎ-প্রীতির পরমরসত্ব শব্দ (শাস্ত্রাক্ষর) দ্বারাই প্রমাণিত হইল। অন্যত্রও সর্ব্ববেদান্তসারং ইত্যাদি শ্লোকে (১) "সেই রসামৃত-তৃপ্তের" পদে ইহার পরমরসত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই রস আস্বাদন করিবার পর অন্য কোথাও রতি থাকেনা বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিরসের বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। এই (ভগবৎ-প্রীতির পরমরসত্ব) অভি-প্রায়ে শ্রীস্বামিপাদ টীকায় মূল শ্লোকস্থিত 'ভাবুক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর।' [এস্থলে বিশেষপদে সেই

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

তথা স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জন ইত্যাদি ॥১॥১॥ শ্রীবেদব্যাসঃ ॥১১০॥

এবং বিভাবাদিসংযোগেন ভগবৎপ্রীতিময়ো রসো ব্যক্তো-ভবতি। তত্র লৌকিকনাট্যরসবিদামপি পক্ষচতুষ্কম্। রসস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যানুকার্য্যে প্রাচীনে নায়ক এব বৃত্তিঃ। নটে তূপচারা-দিত্যেকঃ পক্ষঃ। পূর্বত্র লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাদ্ভয়াদিসান্ত রায়ত্বাচ্চানুকর্ত্তরি নট এব দ্বিতীয়ঃ। তস্য শিক্ষামাত্রেণ শূন্য-

---

রসের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।] সে প্রকার উক্তি—"রস-গ্রহজন মুকুন্দচরণালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করাও ইচ্ছা করেন না" ইত্যাদি। (২)

[এস্থলে চরণালিঙ্গন শব্দে ভগবৎ-প্রীতি-রসাস্বাদন উক্ত হইয়াছে। তাহার পরমোপাদেয়তা নিবন্ধন, সেই রসাস্বাদন-রত ব্যক্তি তাহা আর ছাড়িতে পারে না।] ১১০ ॥

দৃশ্যকাব্যের রসভাবনা-বিধি।

এই প্রকারে বিভাবাদি-সংযোগে ভগবৎ-প্রীতিময়-রস নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে (রসোদয়ে) লৌকিক নাট্য-রসবিদ্‌গণেরও পক্ষ-(৩) চতুষ্টয় আছে। অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কে মুখ্যা বৃত্তিতে রসের প্রবৃত্তি, আর নটে উপচার অর্থাৎ গৌণীবৃত্তিতে প্রবৃত্তিহেতু তাহাতে আরোপমাত্র হয়. এইজন্য অনুকার্য্য একপক্ষ। পূর্ববত্র (অনুকার্য্যে) লৌকিকত্ব, পারিমিত্য ও ভয়াদি সান্তরায়ত্বহেতু অনুকর্ত্তা-নটেই রসোদয়; এই নট দ্বিতীয়পক্ষ। অনুকর্ত্তা-নট শূন্যচিত্ত হইয়াই

---

(২) ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩) এখানে পক্ষ শব্দের অর্থ আশ্রয়।

চিত্ততয়ৈব তদনুকর্ত্তৃত্বাৎ সামাজিকেষ্বেবেতি তৃতীয়ঃ। যদি চ দ্বিতীয়ে সচেতস্ত্বং তদোভয়ত্রাপি কথং ন স্যাদিতি চতুর্থঃ। ইতি।

কেবল শিক্ষাপ্রভাবে নায়কের অনুকরণ করে বলিয়া সামাজিক-গণেই রসোদয়; এই তৃতীয় পক্ষ। অনুকর্ত্তা-নট যদি সহৃদয় হয়, তাহা হইলে নট ও সামাজিক উভয়ে কেন রসোদয় হইবে না; এই চতুর্থ পক্ষ।

[**বিবৃতি**—কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে রসোদয় হইতে পারে, এস্থলে তাহার আলোচনা করিলেন। সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গ লইয়া যে নাট্য রচিত হয়, সেই নাট্যরস-বিচারে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা লৌকিক-নাট্য-রসবিদ্। তাঁহাদের মতে চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব; এই জন্য তাঁহাদের পক্ষ-চতুষ্টয় আছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। যথা,—(১) আনুকার্য্য, (২) অনুকর্ত্তা, (৩) সামাজিক এবং (৪) সামাজিক ও সহৃদয় অনুকর্ত্তা।

অভিনেতা যাহার চরিত্র অভিনয় (অনুকরণ) করে, সেই নায়ক অনুকার্য্য। অভিনেতা নট অনুকর্ত্তা। নাট্য-কাব্য দ্রষ্টা শ্রোতা স্বচ্ছচিত্ত সভ্য সামাজিক। অভিনেতা নটও স্বচ্ছচিত্ত হইলে সহৃদয় হইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের আধিক্যই স্বচ্ছচিত্ততার হেতু। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কাব্য-নাটক-বর্ণিত বিষয় প্রতিফলিত হইয়া তন্ময়তা উপস্থিত হইতে পারে; তাহা হইতে রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

প্রাচীন নায়ক—যাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য বা নাটক রচিত হইয়াছে, আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব-সমূহ তাঁহার প্রীতির সহিত সম্মিলিত হয়; এই জন্য প্রাচীন নায়কে (অনুকার্য্যে) মুখ্যভাবে রসের প্রবৃত্তি

সম্ভব হয়। আর, যে নট তাঁহার চরিত্র অভিনয় করে, তাঁহার সহিত বিভাবাদির সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না; অভিনেত্রীর অভিনয়-কৌশলে তাহাতে নায়িকার আরোপ হওয়ায় বিষয় কিম্বা আশ্রয়ালম্বনাদি ভাব-সমূহ ব্যক্ত হয়; এই জন্য তাহাতে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভবপর। এইরূপে প্রাচীন নায়ক ও নট একপক্ষ হইতে পারে না। এস্থলে প্রাচীন নায়কে মুখ্য এবং নটে গৌণভাবে রসের প্রবৃত্তি।

তারপর লৌকিক-রসবিদ্‌গণ প্রথম পক্ষ তাদৃশ যুক্তিসহ নহে বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষ নির্ণয় করেন। প্রথমপক্ষ যুক্তিসহ না হইবার কারণ প্রাচীন নায়ক-নায়িকা মর্ত্ত্যজগতের লোক, তাহাদের জীবনের একটা পরিমাণ আছে; তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে লৌকিক-প্রীতির ধ্বংসও নিশ্চিত। আর জাগতিক বিঘ্নসমূহে উক্ত প্রাচীন নায়কাদির মনের চাঞ্চল্য থাকা স্বাভাবিক; তাদৃশ মনোযুক্ত নায়কে ব্রহ্মানন্দ-সহোদর-রসের নিষ্পত্তি অসম্ভব। অতএব প্রাচীন নায়কাদি রস-নিষ্পত্তির আশ্রয় হইতে পারেনা। নট সেই প্রাচীন নায়কের ভাবে বিভাবিত হইয়া বিশ্ব ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহাতে রস-নিষ্পত্তি হইতে পারে।

লৌকিক-রসবিদ্‌গণ দ্বিতীয় পক্ষেরও সারবত্তা উপলব্ধি করেন না, সেই হেতু তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত করেন। দ্বিতীয়পক্ষ যুক্তিসহ না হইবার কারণ—দ্বিতীয় পক্ষ যে নট, তিনি শিক্ষাদ্বারাই প্রাচীন নায়কের চরিত্র অভিনয় করেন, তাহাতে সহৃদয়তার (রসোপলব্ধি করিবার ক্ষমতার) কোন প্রয়োজন নাই। অতএব নটেও রসোদ্বোধ হইতে পারে না। একমাত্র সামাজিক রসোদ্বোধের আশ্রয়। সামাজিকে সহৃদয়তা আছে; শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য শুনিয়া দেখিয়া জগদ্বিস্মৃত হয়েন, কাব্য-শাস্ত্র অনুভব করিবার শক্তিও তাঁহাদের আছে। অতএব সামাজিকের রসোদ্বোধ হয়। ইহাতে তাঁহারা কোন বাধা খুঁজিয়া পান না।

শ্রীভাগবতানান্তু সর্বত্রৈব তৎপ্রীতিময়রসস্বীকারঃ। লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাৎ। তত্রাপি বিশেষতোঽনুকার্য্যেষু তৎপরিকরেষু যেষাং নিত্যমেব হৃদয়মধ্যারূঢ়ঃ পূর্ণো রসোঽনুকর্ত্রাদিষু সঞ্চরতি তত্র ভগবৎপ্রীতেরলৌকিকত্বমপরিমিতত্বঞ্চ স্বতএব সিদ্ধম্।

তারপর তাঁহারা আরও একটী পক্ষ উপস্থিত করেন যে, সামাজিক ত রসাস্বাদন করেনই, নটও যদি সহৃদয় হয়েন, তাঁহার যদি কাব্যাস্বাদনের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তিনি রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না কেন? অবশ্যই পারিবেন। এস্থলেও রসোদ্বোধের বাধক কোন যুক্তি নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত-রস-বিচারে যতটা বুঝা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে, সামাজিক ও সহৃদয় নটই রসাস্বাদনে সমর্থ। অনুকর্ত্তায় কোন কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না।

লৌকিক রসজ্ঞেরা যে চারিটী পক্ষ প্রদর্শন করান, লৌকিক-রসে সেই চারি পক্ষের সকলেই রসাস্বাদন করিয়া থাকেন; অনুকার্য্যাদি কেহই রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়েন না। উক্ত যুক্তি-সমূহের কোনটীই তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না। তবে অনুকর্ত্তা ভাবুক হওয়া চাই, এস্থলে এই বৈশিষ্ট্য আছে। অতঃপর শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ তাহাই দেখাইতেছেন।]

অনুবাদ—[লৌকিক নাট্য-রসবিদ্‌গণের মতেই পক্ষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সামাজিক ও সহৃদয় অনুকর্ত্তার রস-নিষ্পত্তি স্বীকৃত হইয়াছে,] কিন্তু শ্রীভগবৎ-রসবিদ্‌গণের অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা ও সামাজিক সর্ব্বত্রই রস-স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ, তাহাতে লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব। তাঁহাদের (অনুকার্য্য প্রভৃতির) মধ্যেও অনুকার্য্য ও তাঁহার পরিকরগণে বিশেষ-ভাবে রসোদয় স্বীকার করা যায়, যাঁহাদের হৃদয়ারূঢ় পরিপূর্ণ রস অনুকর্ত্তা প্রভৃতিতেও সঞ্চারিত হয়, তাহাতে ভগবৎপ্রীতির অলৌকিকত্ব ও অপরিমিতত্ব

আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে।

[**বিবৃতি**—অলৌকিক অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতিরসে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরগণ অনুকার্য্য। লৌকিক অনুকার্য্যে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও ভয়াদি সান্তরায়ত্ব দোষ থাকায় তাহাতে রসোদয় অসম্ভব। শ্রীভগবান্ ও ভক্ত অলৌকিক অনুকার্য্য হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে ঐ দোষ তিনটী থাকিতে পারে না; এইজন্য অলৌকিক অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে। যাঁহাদের হৃদয়স্থিত নিত্য প্রবাহশীল পরিপূর্ণ রস অনুকর্ত্তা প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়কে রসময় করিয়া তোলে, সেই অনুকার্য্য ও তাঁহার পরিকরগণে যে বিশেষভাবে রসোদয় হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এইরূপে অলৌকিকরসে অনুকার্য্যগত রস স্বীকার করিলেও অনুকর্ত্তাতে রসোদয় স্বীকার করিবার পক্ষে বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে সাধারণ নট অনুকর্ত্তা হইতে পারেনা, [ইহার কারণ পরে কথিত হইয়াছে] ভক্তই অনুকর্ত্তা; তাহা হইলেও তাহাতে লৌকিকত্বাদি দোষ থাকিতে পারে এবং অনুকরণ যে শিক্ষা মাত্র নহে ইহাই বা কিরূপে বলা যায়? তাহাতে বলিলেন—"তাহাতেও বিশেষতঃ" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য—অনুকর্ত্তাগণের রস নিজস্ব নহে; যে সকল মহাভাগবতের হৃদয়ে, শ্রীভগবৎস্বরূপ-সমূহে ও তাঁহাদের পরিকরগণে রস পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়স্থ রস ঐ অনুকর্ত্তৃগণে সঞ্চারিত হয়। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি মহাভাগবতের কৃপায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যেমন সঞ্চারিত হয় এবং তাহাতে উহার অপ্রাকৃতত্বের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। সামাজিকগণেও মহাভাগবতাদির কৃপায় রস সঞ্চারিত হয়। "অনুকর্ত্তা প্রভৃতিতে" পদে প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিবার তাহাই উদ্দেশ্য। আর, ভক্তগণই অনুকর্ত্তা হইতে পারেন বলায়, তাঁহাদের অনুকর্ত্তৃত্ব শিক্ষালব্ধ নহে, ভক্তি-সম্ভূত ইহাও ব্যঞ্জিত

ন তু লৌকিকরত্যাদিবৎ কাব্যক্লৃপ্তম্। তচ্চ স্বরূপ-নিরূপণে স্থাপিতম্। ভয়াদ্যনবচ্ছেদ্যত্বং শ্রীপ্রহ্লাদাদৌ শ্রীব্রজদেব্যাদৌ চ ব্যক্তম্। জন্মান্তরাব্যবচ্ছেদ্যত্বং শ্রীবৃত্রগজেন্দ্রাদৌ দৃষ্টম্। শ্রীভরতাদৌ বা। কিং বহুনা, ব্রহ্মানন্দাদ্যনবচ্ছেদ্যত্বমপি শ্রীশুকাদৌ প্রসিদ্ধম্। এবং তৎকারণাদেশ্চালৌকিকত্বং

হইল। ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের লৌকিকত্বাদি-দোষ তিরোহিত হয়। ভক্তির ঈদৃশী শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অনুকার্য্যে অলৌকিক রসোদয় প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অনুকর্ত্তৃগত রসোদয়ও স্থাপন করিলেন। পরে এসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।]

অনুবাদ—ভগবৎপ্রীতি যে লৌকিক-রত্যাদির মত কাব্য-কল্পিত নহে, তাহা প্রীতির স্বরূপ (লক্ষণ) নিরূপণে স্থাপিত হইয়াছে। ভয়াদির অনবচ্ছেদ্যত্ব শ্রীপ্রহ্লাদাদিতে এবং শ্রীব্রজদেবী প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে। জন্মান্তরাদিদ্বারা অচ্ছেদ্যত্ব শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্র প্রভৃতিতে দেখা যায়; শ্রীভরতাদিও তাহার দৃষ্টান্ত। অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন? ব্রহ্মানন্দদ্বারাও অচ্ছেদ্যত্ব শ্রীশুকদেবাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

[**বিবৃতি**—লৌকিক অনুকার্য্য নায়ক-নায়িকাতে লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও সান্তরায়ত্ব আছে বলিয়া লৌকিক রসশাস্ত্রকারগণ তাহাদের মধ্যে রসোদ্বোধ স্বীকার করেন নাই। তবে তাহাদের চরিত্র যে রসাবহ হয় তাহার কারণ, যাহাকে কাব্য বলা হয়, তাহা কবির লেখনী-চালনের চাতুর্য্য-বিশেষ। সেই কাব্যে কবি রতি প্রভৃতি রসোপকরণ সকলে অসীম সৌন্দর্য্য দান করেন; তাহাতেই সহৃদয় নট এবং সামাজিক তাহা হইতে রসাস্বাদন করেন। ভগবৎপ্রীতি কিন্তু শুধু কবি-প্রতিভা নহে, উহা সত্য, তাহা প্রীতির স্বরূপ-নিরূপণে স্থাপিত হইয়াছে।

অনুকার্য্যে রসোদয় পক্ষে যে তিনটি বিঘ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, কেবল অনুকার্য্যে নহে, অনুকার্য্যের পরিকরগণেও তাহার কোন একটি থাকিলে রসোদয় হইতে পারেনা। যাঁহারা অলৌকিক রসের আধার, তাঁহাদের মধ্যে যে এসকল দোষ নাই, এস্থলে তাহাই দেখান হইতেছে। অলৌকিকরসে অনুকার্য্য ও তাহার পরিকরগণে যে পরিমিতত্ব ও লৌকিকত্ব দোষ নাই তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, অতঃপর সবিস্তার বলিবেন। এস্থলে অনুকার্য্য-পরিকর-ভক্তগণ যে ভয়াদি অন্তরায়-রহিত তাহা দেখাইতেছেন।

অন্তরায়—বিঘ্ন। লৌকিক নায়ক-নায়িকার ভয়াদি উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রীতি ভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মহাভয়, অন্য উপদ্রব মহাব্যবধান কিম্বা সুখাতিশয্য কিছুই ভক্তগণের প্রীতি-ভঙ্গ করিতে পারে না। নিষ্ঠুর দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর উদ্ভাবিত অশেষ ভয় এবং ত্রৈলোক্যরাজ্যের প্রলোভন, শ্রীপ্রহ্লাদের প্রীতি ভঙ্গ করা ত দূরে, হ্রাস করিতেও পারে নাই। লোকভয়, ধর্ম্মভয়, গুরুগঞ্জন কিছুই শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতি হ্রাস করিতে পারে নাই। জন্মান্তর-পরিগ্রহ-রূপ মহাব্যবধান (যাহাতে মানুষ পূর্ব্বজন্মের সব ভুলিয়া যায়, তাহাও) শ্রীবৃত্রাসুর ও গজেন্দ্রের প্রীতি ভঙ্গ করিতে পারে নাই। শ্রীবৃত্রাসুর পূর্ব্বজন্মে শ্রীচিত্রকেতু-নামক রাজা ছিলেন; তখন তাঁহার ভগবৎ-প্রীতির উদয় হয়; তারপর শ্রীপার্ব্বতীর শাপে তিনি অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার ভগবৎপ্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীগজেন্দ্র পূর্ব্ব-জন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক রাজা ছিলেন। সে জন্মে তাঁহার ভগবৎপ্রীতির উদয় হইয়াছিল; অগস্ত্যের শাপে হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। রাজর্ষি ভরত যে ভগবৎপ্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর (মৃগদেহ ও ব্রাহ্মণদেহ) প্রাপ্ত হইলেও তাহা নষ্ট হয় নাই। যে ব্রহ্মানন্দ সকল—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত—ভুলাইয়া দেয়, শ্রীশুকদেব সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত

জ্ঞেয়ম্। তত্রালম্বনকারণস্য শ্রীভগবতোঽসমোর্দ্ধাতিশয়িভগবত্ত্বাদেব সিদ্ধম্। তৎপরিকরস্য চ তত্তুল্যত্বাদেব। তচ্চ শ্রুতিপুরাণাদি-দুন্দুভিঘোষিতম্। অথোদ্দীপনকারণানাং তদীয়ানাঞ্চ তদীয়-ত্বাদেব। তচ্চ যথা দর্শিতম্—তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদৌ চকার

হইলেও তাঁহার ভগবৎপ্রীতি ক্ষুন্ন হয় নাই; তিনি প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দ উপেক্ষা করিয়া প্রীতিরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। এসকল পরমভাগবতের চরিত্রানুশীলন করিলে দেখা যায়, ভক্তগণের প্রীতিভঙ্গ করিতে পারে যে এমন কোন বিঘ্ন নাই। ইহাতে সান্তরায়-রাহিত্য দেখা গেল।]

অনুবাদ— এই প্রকারে অলৌকিক-রসের কারণাদির ও (বিভাবাদির) অলৌকিকত্ব জানা যায়। তাহাতে আলম্বন কারণ (বিষয়ালম্বন) শ্রীভগবানের অলৌকিকত্ব অসমোর্দ্ধাতিশয়ি ভগবত্তাদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। (আশ্রয়ালম্বন) তাঁহার পরিকরগণ তাঁহার তুল্য বলিয়া তাঁহাদেরও অলৌকিকত্ব-সিদ্ধ হইতেছে। তাহা (ভক্তগণের ভগবত্তুল্যতা) শ্রুতিপুরাণাদিরূপ দুন্দুভিদ্বারা ঘোষিত হইয়াছে। তারপর ভগবৎ-প্রীতিরসের উদ্দীপন বিভাবসমূহ শ্রীভগবৎ-সম্পর্কিত হেতু, সে সকলেরও অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তাদৃশরূপে উদ্দীপন বিভাব-সমূহের অলৌকিকত্ব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে—

"কমলনয়ন শ্রীহরির চরণস্থিত কমলকেশর-মিশ্রা তুলসীর সুগন্ধযুক্ত বায়ু ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহা-দেরও চিত্ততনুর ক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল।" শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩ *

মথুরানারীর উক্তি—'গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্য নবীন মনোহররূপ নিরন্তর নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। সেই রূপ, লাবণ্যের সার;

---

* সম্পূর্ণ মূল শ্লোক-ব্যাখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতি, গোপ্যস্তপঃ কিম-চরন্নিত্যাদি, কাস্ত্র্যঙ্গ ইত্যাদৌ যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য-বিভ্রন্নিতি, বিবিধগোপগণেষু বিদগ্ধ ইত্যাদি বেণুবাদ্যবর্ণনে, সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রসর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বা ইতি। আগন্তুকা অপি তচ্ছক্ত্যুপবৃংহিতত্বেন সাদৃশ্যাত্তৎস্ফূর্ত্তিময়ত্বেন চালৌ-কিকীং দশামাপ্নুবন্তি। যথোক্তম্—প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য

ইহার সমান বা অধিক লাবণ্যশালী আর কেহ নাই। এই রূপ অনন্য-সিদ্ধ, যশ, ঐশ্বর্য্য ও লক্ষ্মীর একান্তা আশ্রয়; তাহা অতিশয় দুর্লভ।” শ্রীভা, ১০।৪৪।১৩

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥
শ্রীভা, ১০।২৯।৩৭

এই শ্লোকের “হে শ্রীকৃষ্ণ! * * ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ যে রূপে আছে, তোমার সেই রূপ দেখিয়া গো, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষসকল পুলকে পূর্ণ হয়,”—এই বাক্য।

“বিবিধ গোপক্রীড়ায় নিপুণ” ইত্যাদি বেণুবাদ্য-বর্ণনে “বারংবার বেণুধ্বনি শুনিয়া ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা, প্রমুখ দেবেশ্বরগণের কন্দর ও চিত্ত আনত হয়; তাঁহারা বিজ্ঞ হইলেও সেই স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন।” শ্রীভা, ১০।৩৫।৮

আগন্তুক উদ্দীপন-সমূহ তাঁহার স্বরূপভূত না হইলেও তদীয় শক্তি-দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া (স্বরূপভূত বস্তুর) সাদৃশ্য বশতঃ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিময়তা দ্বারা অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হয়। যেমন, শ্রীশুকদেব

সর্বভূতসুখাবহাম্। ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতামিতি। যথা মেঘাদয়শ্চ। তথা কার্য্যরূপাঃ পুলকাদয়োঽপ্য-

---

বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতের সুখাবহ বর্ষা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ শক্তি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই শোভার সমাদর করিলেন।" শ্রীভা, ১০।২০।২৪। যেমন—মেঘ প্রভৃতি। অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মেঘাদি উদ্দীপন বিভাব হইয়া থাকে।

[**বিবৃতি**—স্থায়িভাবরূপা ভগবৎপ্রীতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব যোগে রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে প্রীতির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তারপর বিভাবের অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিলেন।

রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে। সেই বিভাব দুই প্রকার; আলম্বনও উদ্দীপন। রতির বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান্, আশ্রয়ালম্বন ভক্তগণ। তাঁহাদের অলৌকিকত্ব দেখাইলেন—অসমোর্দ্ধাতিশায়ি ভগবত্তা ও ভগবৎ-সাদৃশ্যদ্বারা। সেই ভগবত্তা লোকে অসম্ভব বলিয়া শ্রীভগবানে অলৌকিকত্ব, আর শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রের স্পষ্ট উক্তি প্রমাণে ভক্তগণ সেই ভগবানের সদৃশ বলিয়া তাঁহাদের অলৌকিকত্ব; কারণ, ভগবৎ-সাদৃশ্য সাধারণ লোকে অসম্ভব। এইরূপে আলম্বন বিভাবের অলৌকিকত্ব নিশ্চিত হইল।

উদ্দীপন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (লীলাভূমি), তুলসী, ভক্ত, তদ্বাসর—একাদশী প্রভৃতি।

উদ্দীপন বিভাবসকলের অলৌকিকত্ব-বিচারে দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হয়—তাঁহার সম্পর্কে লৌকিক বস্তুসকলের অলৌকিকত্ব এবং নরলীলায়ও তাঁহার গুণ-চেষ্টাদির অলৌকিকত্ব। বংশী শৃঙ্গাদি লৌকিকবস্তু; শ্রীকৃষ্ণের সে সকল অলৌকিক। দৃষ্টান্ত

দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলেন—(তস্যারবিন্দনয়নস্য) কমল-নয়ন শ্রীহরির ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইলেন, তুলসী শ্রীহরির চরণে অর্পিত হইয়া গন্ধে ব্রহ্মানন্দ-সেবী সনকাদির চিত্ত-বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ-সেবী মুনিগণ আত্মারাম; জগতের কোন বস্তু তাঁহাদের চিত্ত-বিক্ষোভ উপস্থিত করিতে পারে না, তুলসীর গন্ধে তাহা হওয়ায় উহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল।

(গোপ্যস্তপ ইত্যাদি) গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় রূপের অসমোর্দ্ধতা, যশ, শ্রী, ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়ত্ব এবং অনন্যসিদ্ধত্বের উল্লেখ হেতু, উহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল।

(কাস্ত্র্যঙ্গতে ইত্যাদি) হে শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি শ্লোকে রূপকে ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয় এবং তদ্দ্বারা গবাদির পুলক বর্ণনে তাহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল। কেননা, এজগতের কাহারও রূপে তাহা অসম্ভব।

বিবিধ গোপ-ক্রীড়া ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে ইন্দ্রাদির মোহ বর্ণিত হওয়ায়, বেণুধ্বনির অলৌকিকত্ব জানা গেল। কারণ, এজগতে কাহারও বেণুধ্বনিতে তাহা অসম্ভব।

এপর্য্যন্ত ভগবৎসম্পর্কিত উদ্দীপন-বিভাবসকলের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইল। এ সকল সর্ব্বদাই প্রীতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। জাগতিক অন্যান্য বস্তুও সময় সময় উদ্দীপক হয়; এ সকলকে আগন্তুক বলিয়াছেন। সাধারণাবস্থায় যে সকল বস্তু উদ্দীপক হইতে পারেনা, ভগবচ্ছক্তি-যোগে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া সে সকলও উদ্দীপক হয়। এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য "সর্ব্ব প্রাণীর সুখাবহ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন;—শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিপুষ্ট বর্ষা-সৌন্দর্য্য তাঁহারও আদরণীয় হইয়াছিল, ইহা দেখাইয়াছিলেন। ঐ প্রকারে ভগবচ্ছক্তি-পুষ্ট উদ্দীপক বস্তুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—মেঘাদি। সাধারণতঃ মেঘাদি উদ্দীপক

লৌকিকাঃ। যে খলু অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্ ইত্যাদৌ তর্বাদিষ্বপ্যুদ্ভবন্তো মনুষ্যেষু স্বস্যাত্যদ্ভুতোদয়মেব জ্ঞাপয়ন্তি।

নহে; শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিযোগে বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্ত মেঘাদি উদ্দীপক। সময়মত প্রীতিমানকে রসাস্বাদন করাইবার জন্য মেঘাদিতে সেইশক্তি সঞ্চারিত হয়। ইহাতে আগন্তুক উদ্দীপন বিভাব-সমূহেরও অলৌকিকত্ব জানা গেল।]

অনুবাদ—কারণরূপ বিভাবসকল যেমন অলৌকিক, কার্য্যরূপ (অনুভাব) পুলকাদিও তেমন অলৌকিক। "শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া জঙ্গমসমূহে অস্পন্দন—স্তম্ভভাব, আর বৃক্ষসকলের পুলকোদ্গম হইয়াছিল।" (শ্রীভা, ১০।২১।১৯) এই শ্লোক-প্রমাণে পুলকাদি যে সকল অনুভাব বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যগণে সে সকল আপনাদের অদ্ভুত উদয়ই জ্ঞাপন করিতেছে।

[**বিবৃতি**—নৃত্য, বিলুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল বাহ্যিক ক্রিয়া চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক, সে সকলকে অনুভাব বলে। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবও অনুভাবত্ব প্রাপ্ত হয় (১)। এইজন্য স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী পাঁচটী রসের উপকরণ হইলেও ইতঃপূর্ব্বে সাত্ত্বিক ভিন্ন অন্য চারিটীর উল্লেখ করিয়াছেন। আর, স্তম্ভপুলক সাত্ত্বিক ভাব হইলেও এস্থলে অনুভাবের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

অনুভাবসকলের অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য পুলকের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন। ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষাদি যাহাতে (যাঁহার উদ্দীপনে) পুলকে পূর্ণহয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়-শক্তির পরমোৎকর্ষ সমন্বিত মানবে যে সেই অনুভাব কি অদ্ভুতভাবে উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায়না।

(১) সাত্ত্বিকা অপি যেঽস্মিন্নষ্টৌ তেঽপি যান্ত্যনুভাবতাং।
অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৫।৬৫

এবং নির্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চালৌকিকা মন্তব্যাঃ। যত্র লোক-বিলক্ষণবৈচিত্ত্যবিপ্রলম্ভাদিহেতব উন্মাদাদয় উদাহরিষ্যন্তে।

অন্যান্য অনুভাবও এই প্রকারের। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য, যমুনার জলস্তম্ভন, প্রস্তরের দ্রবীভাব ইত্যাদি। জগতে এমন আর দেখা যায় না; এইজন্য ভগবৎপ্রীতির অনুভাবসকলও অলৌকিক।

বৃক্ষের পুলকের যে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে কারণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব। তাহা হইতে উৎপন্ন পুলক কার্য্য—অনুভাব। এইরূপ অন্যান্য উদ্দীপন-বিভাব হইতেও অনুভাবসকল প্রকাশিত হয়; এইজন্য অনুভাবকে কার্য্য বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যত অনুভাব প্রকাশিত হয়, সবই অলৌকিক।]

অনুবাদ—এই প্রকার নির্ব্বেদাদি সহায়-সকলকেও অলৌকিক মনে করিতে হইবে। যাহাতে জগতে অসাধারণ বৈচিত্র্য-সমন্বিত বিপ্রলম্ভাদি হেতুক উন্মাদাদি উদাহৃত হইবে।

[**বিবৃতি**—নির্ব্বেদাদি তেত্রিশ ব্যভিচারি-ভাব রসের সহায়। ভগবৎ-প্রীতিরসে এসকলও অলৌকিক। শ্রীভগবানের নরলীলায় এসকল প্রকাশিত হইলেও লৌকিক নহে; তাহা এই সন্দর্ভের শেষ-ভাগে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইবে।

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে মধুর রস দুইভাগে বিভক্ত। কান্ত ও কান্তার অমিলনের নাম বিপ্রলম্ভ; কান্তা ও কান্ত মিলিত হইয়া যে ভোগ করেন, তাহাকে সম্ভোগ বলে। বিপ্রলম্ভ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে চতুর্ব্বিধ। নরলীলায়ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গণের পূর্ব্বরাগাদি লোক-বিলক্ষণ, অর্থাৎ জগতে অন্য নায়িকাতে যাহা দেখা যায়না, এমন বিচিত্রতা—চমৎকারিতা তাঁহাদের পূর্ব্বরাগাদি

ক্বচিত্তু সর্বেষামপি স্বত এবালৌকিকত্বম্। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ামপি—শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যঃ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন

চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভে আছে। সেই বিপ্রলম্ভহেতু যে উন্মাদাদি * ব্যভিচারী উদিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ৩৪৫—৩৪৯ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে। আর মূলে বিপ্রলম্ভাদি পদে যে আদি শব্দ আছে, তাহাতে সম্ভোগ বুঝাইতেছে। সম্ভোগহেতু আলস্যাদি কতিপয় ব্যভিচারী উপস্থিত হয়; সে সকলের দৃষ্টান্ত ইহার পরে প্রদর্শিত হইবে। সে সকল দৃষ্টান্ত এসকল ব্যভিচারি-ভাবের অলৌকিকত্বের পরিচায়ক; জগতের অন্য নায়িকাতে তাদৃশ ব্যভিচারী অসম্ভব।

এইরূপে স্থায়িভাব (প্রীতি), বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব-সকলের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইল।]

অনুবাদ—[প্রাপঞ্চিক লীলায় শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধাতিশায়ি ভগবত্তা, পরিকরগণের তৎসাদৃশ্য, উদ্দীপন-সমূহের তদীয়ত্ব এবং অনুভাব ও ব্যভিচারীর অদ্ভুতোদয়দ্বারা অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হয়।] কোনস্থলে (অপ্রাপঞ্চিকলীলায়) বিভাবাদি সকলেরই অলৌকিকত্ব স্বতঃ সিদ্ধ আছে। ব্রহ্মসংহিতায়ও সেইরূপ বর্ণনা দেখাযায়—"যে স্থানে লক্ষ্মীগণ—কান্তা, পরমপুরুষ-কান্ত, বৃক্ষ সকল—কল্পতরু, ভূমি-চিন্তামণিগণময়ী, জল-অমৃত, কথা—গান, গান নাট্য, গমনও-নাট্য, বংশী প্রিয় সখী, জ্যোতি ও আস্বাদ্য—অপ্রাকৃত চিদানন্দ, যে স্থানে সুরভী সকল হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয়, নিমেষার্দ্ধ সময়ও

---

* উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ইতি। গানং নাট্যমিতি তদ্বদ্রসাধায়কমিত্যর্থঃ। তদেবমলৌকিকত্বাদিনানুকার্য্যেঽপি রসে রসত্বাপাদনশক্তৌ সত্যাং প্রীতিকারণাদয়স্তে তদাপি বিভাবাদ্যাখ্যাং ভজন্তে। তথৈব হি তেষাং তত্তদাখ্যা। যথোক্তম—বিভাবনং রত্যাদের্বিশেষেণাস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতানয়নম্। অনুভাবনম্ এবংভূতস্য রত্যাদিঃ সমনন্তরমেব রসাদিরূপতয়া ভাবনম্। সঞ্চারণং তথাভূতস্য তস্যৈব সম্যক্ চারণমিতি। কিঞ্চ স্বাভাবিকা-

---

অতীত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি; যাহাকে এজগতে অল্প কতিপয় সাধুপুরুষ গোলোক বলিয়া অবগত আছেন।"

গান—নাট্য,—নাট্যের মত রস-সম্পাদক।

তাহা হইলে অলৌকিকত্বাদি হেতু, অনুকার্য্যেও রসের মধ্যে রসত্ব প্রাপ্তি করাইবার শক্তি থাকায়, প্রীতির উক্ত কারণাদি তখনও বিভাবাদি আখ্যাযুক্ত থাকে। সে সকলের সেই সেই আখ্যা তদ্রূপেই হইয়া থাকে। যথা, রস-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"বিভাবন—রত্যাদির আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতা আনয়ন। অনুভাবন—এই প্রকার রত্যাদির অব্যবহিত পরেই রসাদিরূপে রূপান্তরিত করা। সঞ্চারণ—সেই রত্যাদিরই সম্যক্‌রূপে চারণ—চালন করা।

[**বিবৃতি**—কবি-কল্পিত কাব্যে মূল নায়কাদিতে বিভাবাদি সংজ্ঞা দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই; কারণ, তাহাদের মধ্যে লৌকিকত্বাদি দোষ থাকায়, তাহারা রত্যাদিকে আস্বাদন-যোগ্য করিতে পারে না। সাধারণী-করণ-ব্যাপারে তাহা সামাজিক প্রভৃতিতে আরোপিত হইয়া সেই যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অলৌকিক নায়কনায়িকা প্রভৃতিতে বিভাবাদি সংজ্ঞা দেওয়া ব্যর্থ হয় না, কারণ,

অলৌকিকত্বাদি-নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে যে রসোদ্বোধ হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের বিভাবাদি সংজ্ঞা দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত।

বিভাবাদিযোগে প্রীতি যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখনও বিভাবাদির সেই সেই আখ্যা থাকে; রসাবির্ভাবে যাহার যে কার্য্য, তাহার তদনুরূপ নামকরণ হইয়াছে, এইজন্য রসোদয়ের পর সে সকল নামান্তর প্রাপ্ত হয়না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্থায়িভাব বিভাবাদিযোগে রসরূপে পরিণত হয়। রত্যাদিপদে দ্বাদশ প্রকার রসের দ্বাদশ প্রকার স্থায়িভাব (১) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যাহার কার্য্য বিভাবন, তাহা বিভাব। যাহার কার্য্য অনুভাবন, তাহা অনুভাব। যাহার কার্য্য সঞ্চারণ, তাহা সঞ্চারী; সঞ্চারীকে ব্যভিচারিভাবও বলে।

রত্যাদির আস্বাদনাবস্থার নাম রস। বিভাব রত্যাদিতে আস্বাদনের অঙ্কুর অর্থাৎ আরম্ভাবস্থা আনয়ন করে; অনন্তর অনুভাব তাহাকে রসরূপে পরিণত করে; ব্যভিচারিভাব রসাবস্থায় উন্মুখ স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে চালিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত করে। সঞ্চারিভাব রসোদ্বোধের সহকারী কারণ—যাহা না হইলে রসোদ্বোধ অসম্ভব হয়; রসোদ্বোধের পূর্ব্বেই সঞ্চারী ভাব রত্যাদিকে চালনা করে, রসকে নহে—তাহা হইতে পারেনা। ইহাতে রসাবস্থায় উন্মুখ রত্যাদির চমৎকারিতা সিদ্ধ হয়। অপ্রাকৃত

(১) মধুরে—রতি (প্রিয়তা), বাৎসল্যে—বাৎসল্য, সখ্যে—সখ্য, দাস্যে—প্রীতি শান্তে—শান্তি, বীরে—উৎসাহ, করুণে—শোক, অদ্ভুতে—বিস্ময়, হাস্যে—হাস্য, ভয়ানকে—ভয়, বীভৎসে—জুগুপ্সা, রৌদ্রে—ক্রোধ।

লৌকিকত্বে সতি যথা লৌকিকরসবিদাং লৌকিকেভ্যোঽপি কাব্য-সংশ্রয়াদলৌকিকশক্তিং দধানেভ্যো বিভাবাদ্যাখ্যাপ্রাপ্তকারণাদিভ্যঃ শোকাদাবপি সুখমেব জায়তে ইতি রসত্বাপত্তিস্তথৈবাস্মাভির্বিয়োগা-দাবপি মন্তব্যম্। তত্র বহিস্তদীয়বিয়োগময়দুঃখেঽপি পরমানন্দ-ঘনস্য ভগবতস্তদ্ভাবস্য চ হৃদি স্ফূর্ত্তির্বিদ্যত এব। পরমানন্দঘনত্বঞ্চ তয়োস্ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ ক্ষুধাতুরাণামত্যুষ্ণমধুরদুগ্ধবন্ন তত্র রসত্বব্যাঘাতঃ। তদা তদ্ভাবস্য পরমানন্দরূপস্যাপি বিয়োগদুঃখ-

নায়কাদিতে বিভাবনাদি কার্য্য থাকে বলিয়া তত্তৎ নামে খ্যাত হয়েন।]

অনুবাদ—আর, কাব্যসংশ্রয়ে অলৌকিক-শক্তি-সমন্বিত বিভাবাদি-আখ্যাপ্রাপ্ত কারণাদি লৌকিক-রসোপকরণ-সমূহ হইতে লৌকিক-রসবিদ্‌গণের শোকাদিতেও সুখ জন্মে—ইহাতে যেমন রসতা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতি-রসে রসোপকরণ-সমূহ স্বভাবতঃ অলৌকিক হওয়ায়, বিয়োগাদিতেও অনুকার্য্য ও তাঁহার পরিকগণ মধ্যে রসোদ্বোধ মনে করিতে হইবে। তাহাতে কখনও বাহিরে শ্রীভগবানের বিয়োগ-দুঃখ বর্ত্তমান থাকিলেও হৃদয়ে পরমানন্দ-ঘন ভগবান্ ও তাঁহার ভাবের স্ফূর্ত্তি নিশ্চয়ই থাকে। উভয়ই * (নিজ নিজ স্বরূপ-নিষ্ঠ) পরমানন্দ-ঘনত্ব ত্যাগ করিতে অসমর্থ; এই জন্য ভগবৎ-প্রীতিতে বিয়োগাদিতেও পরমানন্দ থাকা সম্ভব। সেই কারণে ক্ষুধা-তুরের অত্যুষ্ণ অথচ মধুর দুগ্ধান্নের মত বিয়োগে রসত্বের ব্যাঘাত ঘটেনা। যেমন, চন্দ্রের কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ত হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতি পরমানন্দরূপা হইলেও বিয়োগ-কালে তজ্জনিত দুঃখের হেতু হয়। তেমন আবার সেই দুঃখ

* শ্রীভগবান ও তাঁহার ভাব-প্রীতি।

নিমিত্তত্বং চন্দ্রাদীনাং তাপনত্বমিব জ্ঞেয়ম্। তথা তস্য দুঃখস্য চ ভাবানন্দজন্যত্বাদায়ত্যাং সংযোগসুখপোষকত্বাচ্চ সুখান্তঃপাত এব। তথা তদীয়স্য করুণস্যাপি রসস্য সর্ব্বজ্ঞবচনাদিরচিতপ্রাপ্ত্যাশাময়ত্বাৎ সংযোগাবশেষত্বাত্তত্র তথৈব গতিঃ সিদ্ধা। তদেবমনুকার্য্যে রসোদয়ঃ সিদ্ধঃ। স এব চ মুখ্যঃ। শ্রবণজানুরাগাদ্দর্শনজানুরাগস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ।

ভাবানন্দজনিত এবং ভাবিসংযোগ-সুখের পোষক হওয়ায়, তাহা সুখেরই অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ভগবদ্বিষয়ক করুণরসও সর্ব্বজ্ঞ-বচনাদি-রচিত প্রত্যাশাময় হওয়ায় এবং শেষ ভাগে সংযোগ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে সেই প্রকার গতি (সুখান্তর্ভুক্ততা) সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকারে অনুকার্য্যে রসোদয় সিদ্ধ হইল।

[**বিবৃতি**—অনুকার্য্যে রসোদয়ের বিপক্ষে আপত্তি, বিয়োগ-দশায় কিরূপে রস-নিষ্পন্ন হয়? অনুকার্য্য তখন বিরহ-দুঃখে নিমজ্জিত থাকেন। আর, করুণ-রসই বা অনুকার্য্যে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? তাহার স্থায়ী শোক; অনুকার্য্য শোকাকুল থাকেন। তাহার উত্তর— বিয়োগেও পরমানন্দঘন ভগবান্ ও ভগবৎপ্রীতির স্ফূর্ত্তি হেতু, তখন বাহিরে দুঃখ থাকিলেও ভিতরে সুখের ফল্গু-প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে; তাহাতে আবার সেই দুঃখ ভাবানন্দ-জনিত এবং ভাবি-সুখের পোষক; এইজন্য বিয়োগেও অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে।

পুত্রাদিরূপ প্রীত্যাস্পদের (শ্রীভগবানের) বিচ্ছেদ বা অনিষ্টা-শঙ্কা উপস্থিত হইলে, করুণ রসের উদ্রেক হয়। তখন লীলাশক্তির যোজনা-ক্রমে মুন্যাদি কোন সর্ব্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা করেন এবং শেষে প্রীত্যাস্পদের সহিত মিলন হয়; ইহাতে করুণরসের অনুকার্য্যে সুখের সদ্ভাব হেতু রসোদয় হইতে পারে।]

অনুবাদ—অনুকার্য্যে যে রসোদয় তাহা মুখ্য। কারণ, শ্রবণজাত অনুরাগ হইতে দর্শনজাত অনুরাগ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ। উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনরিতি ন্যায়েন। অতস্তব বিক্রীড়িতং ব্রহ্মন্নিত্যাদিকোদ্ধবচনদ্বয়ং পদ্যদ্বয়ং চাহার্য্যম্। অথানুকর্ত্তাপাত্র

অনুকার্য্যের অনুরাগ প্রীতির বিষয় ও আশ্রয় পরস্পরকে দর্শন করিয়া, অনুকর্ত্তা বা সামাজিকের অনুরাগ তাহাদের কথা শুনিয়া; এইজন্য অনুকার্য্যের অনুরাগ প্রবল। "ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ মাত্র (কেবল তাঁহার কথা শুনিলে,) বলপূর্ব্বক নারীগণের মন হরণ করেন; যে মহিষীগণ তাঁহাকে সাক্ষাদ্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মন যে অপহৃত হইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?" (শ্রীভা, ১০।৯০।১৭)—এই ন্যায়ানুসারে অনুকার্য্যে অনুরাগের প্রাবল্য; সেই জন্য তাহাতে রসোদয় মুখ্য। এই হেতু তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ ইত্যাদি পদ্যদ্বয় এস্থলে উদ্ধৃত করা যায়। যথা—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণ পিযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥
শয্যাসনাটন-স্থান-স্নান-ক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি॥

শ্রীভা, ১১।৬।২৯-৩০

"হে কৃষ্ণ! তোমার লীলাসকল মানবগণের পরম মঙ্গলজনক এবং কর্ণের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ। তাহা আস্বাদন করিয়া লোকে অন্যাভিলাষ ত্যাগ করে। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ); আমরা তোমার ভক্ত; শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে তোমাকে আমরা কিরূপে বিস্মৃত হইব?"

[এই দুই শ্লোকে শ্রবণানুরাগ হইতে দর্শনানুরাগের প্রাবল্য এবং তজ্জন্য অনুকার্য্য ও তৎপরিকরগণের পরম রসোদয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্ত এব সম্মতঃ। অন্যেষাং সম্যক্ তদনুকরণাসামর্থ্যাৎ। ততস্তত্রোপি তদ্রসোদয়ঃ স্যাদেব। কিন্তু ভক্তের্ভক্তবিষয়কো ভগবদ্রসঃ প্রায়ো নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব। ততো নানুক্রিয়তে চ। তদনুভবশ্চ ভগবৎসম্বন্ধিত্বেনৈব ভবতি নাত্মীয়ত্বেন। স চ ভক্তরসোদ্দীপকত্বেনৈব চরিতার্থতামাপদ্যতে। ততঃ ক্বচিচ্ছুদ্ধভক্তানামপি যদি তদনুভাবানুকরণং স্যাত্তদা তদীয়ত্বেনৈব তৈস্তদ্ভাব্যতে ন তু স্বীয়ত্বেনেতি সমাধেয়ম্। যত্র তু ভক্ত্যবিরোধঃ, যথা গদাদিতুল্য-

সেই হেতু উদ্ধব বলিলেন, তোমাকে আমরা কিরূপে বিস্মৃত হইব ?]

ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তাও ভক্তই স্বীকৃত হয়। ভক্তভিন্ন অন্যজন সম্পূর্ণরূপে তাহার (অনুকার্যের) অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়না। সেই হেতু (অনুকর্ত্তা ভক্তহেতু) তাহাতেও (অনুকর্ত্তারও) ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হইয়া থাকে।

[ভক্ত ভগবান্ উভয়ই অনুকার্য। যে অনুকর্ত্তা অনুকার্য-ভক্তের অনুকরণ করেন, তাঁহার যদি ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হয়, তবে যে অনুকর্ত্তা অনুকার্য-ভগবানের অনুকরণ করেন অর্থাৎ ভগবচ্চরিত্র অভিনয় করেন, তাঁহার কি ভক্ত-বিষয়ক রসোদয় হইয়া থাকে ? তাহাতে বলিলেন—] কিন্তু ভগবদ্ভক্তি হইতে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয়না ; কারণ, তাহা ভক্তিবিরোধী। তজ্জন্য ভগবদ্রসের অনুকরণও করা হয়না। তাহার (ভগবদ্রসের) অনুভব ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজ সম্পর্কিতরূপে নহে। সেই অনুভব ভক্তগত-রসের উদ্দীপনরূপে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোনস্থলে শুদ্ধ ভক্তগণেরও যদি ভগবদনুভাব (ভগবল্লীলার কার্য) অনুকরণ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা তদীয় (ভগবৎসম্পর্কিত) রূপেই সেই অনুভাব প্রকাশ করেন, স্বীয়রূপে নহে—এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। যে স্থলে ভক্তির বিরোধ ঘটে না, সে স্থলে উদয় হইতেও পারে।

ভাবানাং বসুদেবাদৌ তত্রোদয়তেঽপি, অথ সামাজিকা অপি ভক্তা এবেষ্টা ইতি, তত্রাপি সিদ্ধিঃ। ইতি দৃশ্যকাব্যেষু রসভাবনা-বিধিঃ। শ্রব্যকাব্যেষ্বপি বর্ণনীয়বর্ণকশ্রোতৃভেদেন যথাযথং

যথা,—গদ প্রভৃতির তুল্য যাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের বসুদেবাদি বিষয়ে রসোদয় হইতে পারে।

সামাজিকগণও ভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সামাজিকেও রসোদয় সিদ্ধ। ইতি দৃশ্যকাব্যে রসভাবনা-বিধি।

[**বিবৃতি**—ভগবল্লীলা-বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে শ্রীভগবান্ ও ভক্ত উভয়ের চরিত্র অভিনীত হয়। অনুকর্ত্তাকে উভয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে (অভিনয়ে) বিভিন্ন অভিনেতাকে (নটকে) শ্রীরাম ও শ্রীহনুমানের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। যে ভক্ত শ্রীহনুমানের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, তাঁহার শ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক দাস্য-রসোদয় হইতে পারে। কিন্তু যে ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, তাঁহার শ্রীহনুমান-বিষয়ে বাৎসল্য-রসোদয় প্রায়ই হয় না; এই কারণে যিনি শ্রীরাম-চরিত্র অভিনয় করেন, তিনি সেই রসোদয়ের অনুকরণ করেন না। যে রসের আশ্রয় ভগবান্, তাহা ভগবদ্রস। যে রসের আশ্রয় ভক্ত, তাহা ভক্ত-রস। ভগবল্লীলা-বিষয়ক অভিনয়ে ভক্তিই অনুকর্ত্তা ভক্তের হৃদয়ে রসের আবির্ভাব করান। নিজাশ্রয় ভক্তে সেবক-ভাব রক্ষা করাই ভক্তির স্বভাব; সেই ভাবের অন্যথা হইলে বিরোধ ঘটে। ভক্তের ভগবদ্বিষয়ক রস নিজ স্বভাবের এবং ভক্তির স্বভাবের অনুকূল; এইজন্য অনুকর্ত্তা-ভক্তে ভক্ত-রস উদিত হয়, এ রসের বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান্। অনুকর্ত্তা-ভক্তে ভগবদ্রস উদিত হইতে হইলে, তাঁহার 'আমি ভগবান্' এইরূপ তাৎকালিক অভিমান উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা ভক্তির বিরোধী, পরন্তু ইহা ভক্ত-স্বভাবেরও প্রতিকূল; এইজন্য অনুকর্ত্তা-

ভক্তে প্রায়ই ভগবদ্রস উদিত হয় না। যে ভক্ত-নট ভগবচ্চরিত্র অভিনয় করেন তিনি, 'ভগবান্ অনুকার্য্য-ভক্তের প্রীতি কেমন আস্বাদন করেন' তাহাই অনুভব করেন, নিজের আস্বাদ্য ভাবিয়া অনুভব করেন না। রসশাস্ত্রের ভাষায় একথাটী বলিতে গেলে উক্ত অনুকর্ত্তায় সাধারণী-করণ হয় না, ইহাই বলিতে হইবে। যদি কোথাও উক্তবিধ অনুকরণ হয়,তাহা হইলে উহা ভক্ত-রসোদ্দীপক হইয়া সার্থক হয় অর্থাৎ ভক্তের প্রীতিতে শ্রীভগবানের উল্লাস কত—তাহা ভাবিয়া অনুকর্ত্তা-ভক্তের অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে ভক্তের রস উদ্দীপিত হয়।

"ভক্ত-বিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয় না"—এই বাক্যে প্রায়-শব্দ প্রয়োগের হেতু বোধ হয়—কোন স্থলে ঐ রস উদয় হইয়া থাকে; তাহার সমাধান কি? তাহাতে বলিলেন—কোন স্থলে শুদ্ধ ভক্তগণের ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন স্থলে শুদ্ধ ভক্ত অনুকর্ত্তায় ভগবদ্রসোদয়ের কার্য্য (অনুভাব) দেখা গেলে মনে করিতে হইবে, তাঁহারা উহা ভগবদনুভাব (ভগবানের চেষ্টা) রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন, নিজের অনুভাবরূপে নহে।

যে স্থলে ভক্তির বিরোধ ঘটে না, সে স্থলে অনুকর্ত্তায় ভক্তবিষয়ক রসোদয়ও হইতে পারে। ভগবদ্রস ভক্ত-বিষয়ক হইলেও এস্থলে একটু বৈশিষ্ট্য আছে; সে স্থলে ভক্ত বিষয় হইলেও ভগবান্ আশ্রয় নহেন, প্রীতি-বিষয়ে ভগবত্তুল্য কেহ আশ্রয়। দৃষ্টান্ত—শ্রীবসুদেবের শ্রীকৃষ্ণে যেমন পুত্রভাব, শ্রীগদনামক অন্য পুত্রেও তাঁহার সেই ভাব। কোন অনুকর্ত্তা যদি শ্রীগদের অনুকরণ করেন, তাঁহার বসুদেব-বিষয়ক রসোদয় হইলে তাহা ভক্তি-বিরোধী হইবে না; কারণ, তাদৃশ অনুকর্ত্তার শ্রীভগবানের সহিত সাধারণী-করণ হইবে না—হইবে শ্রীগদের সঙ্গে; শ্রীগদের আছে ভক্তভাব; সুতরাং অনুকর্ত্তাতে ভক্তভাব থাকিবে। ভক্তভাবের তিরোধানেই ভক্তির বিরোধ ঘটে।

বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চাত্র প্রায়স্তদপেক্ষা রত্যঙ্কুরবতামেব। প্রেমাদিমতাস্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ। যেষাং ষড়্জাদিময়স্বরমাত্রমপি তত্র হেতুর্ভবতি। যথোক্তং নারদমুদ্দিশ্য ষষ্ঠে

ভক্তিদেবীর অনুগৃহীত জন ছাড়া অন্যের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হইতে পারে না। এইজন্য অলৌকিক রস বা ভক্তিরসে অনুকর্ত্তার মত সামাজিকও ভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; অভক্ত সামাজিক রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারেন না।

কাব্য হইতে রসাস্বাদন। সেই কাব্য দুই প্রকার; দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নট-নটী দ্বারা অভিনীত হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য। যে কাব্য শ্রবণ করা যায় তাহা শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্যে রসাস্বাদন-পরিপাটী বলা হইল। এখন শ্রব্যকাব্যের রসাস্বাদন পরিপাটী বলা হইতেছে।]

শ্রব্যকাব্যের রসভাবনা-বিধি :

অনুবাদ—শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক (কথক) ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসোদয় হইতে পারে। এস্থলে শ্রব্য কাব্য বর্ণন প্রভৃতি অপেক্ষা যাঁহারা রত্যঙ্কুরবান্ প্রায়শঃ তাঁহাদের পক্ষে; যাঁহারা প্রেমাদিমান্ তাঁহাদের পক্ষে সেই অপেক্ষা নাই, যেমন তেমনরূপে ভগবৎস্মৃতিও তাঁহাদের রসোদয়ের হেতু হয়। অধিক আর কি বলিব, কেবল ষড়জাদি সপ্তস্বরের আলাপ পর্য্যন্ত প্রেমাদিমান্ ভক্তগণে রসোদয়ের হেতু হয়।

[**বিবৃতি**—যাঁহাদের রতির উদয়াবস্থা তাঁহারা ভাল কথকের মুখে চমৎকার-জনক কোন ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিলে, তাঁহাদের রসোদয় হইতে পারে; আর যাঁহারা প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ইত্যাদি রতির উচ্চাবস্থা সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তেমন কিছুর প্রয়োজন নাই।

—স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে। অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচম্মুরনিরিতি। ততঃ প্রেমাদিভাব এব তেষু সর্বাং সাগগ্রীমুদ্ভাবয়তি। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদমুদ্দিশ্য, ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ ইত্যাদিনা, ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে

যে কোনরূপে শ্রীভগবানের কথা মনে পড়িলে তাঁহাদের রসাস্বাদন উপস্থিত হয়, এমন কি সা, ঋ, গা, মা ইত্যাদি সপ্তস্বর—যাহার কোন অর্থ বোধ হয় না, সে স্বর গান করিতে করিতে কি শুনিতেই তাঁহাদের রসাস্বাদন উপস্থিত হয়।]

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ তাহার দৃষ্টান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; "দেবর্ষি নারদ স্বরব্রহ্মে (১) সাক্ষাৎকৃত সর্বেবন্দ্রিয়-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আপনার মন সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।" ৬।৫।২২

[প্রীতি ত বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারিভাব-যোগেই রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাদের ভগবৎস্মৃতিমাত্রে বা সপ্তস্বর-গানাদিমাত্রে রসোদয় হয়, তাঁহাদের স্থায়িভাব প্রীতির বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেও বিভাবাদি কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —]

প্রেমাদি ভাবই সেই ভক্তগণে সমস্ত সামগ্রী (বিভাবাদি) উদ্ভাবিত করিয়া থাকে; তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীপ্রহ্লাদ; তাঁহাতে সেই প্রকার রসোদয় বর্ণিত হইয়াছে; প্রেমদ্বারা তাঁহার নিকট বিভাবাদি সমস্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীশুকোক্তি—

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তাশবল-চেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥

(১) ষড়জাদি গানে।

সংস্পর্শনির্বৃতঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণ ইত্যন্তেন।

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দ-সলিলামীলিতেক্ষণঃ।

শ্রীভা, ৭।৪।৩৯-৪১

"শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় কখন কখন প্রহ্লাদের চেতনা ক্ষুভিতা হইত, তাহাতে তিনি রোদন করিতেন, তাঁহার চিন্তায় আনন্দ উৎপন্ন হইলে কখন তিনি হাস্য করিতেন, কখন তিনি গান করিতেন।

কখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেন; কখন প্রগাঢ় ভগচ্চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহার মত চেষ্টা করিতেন।

কখন ভগবৎ-সংস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পুলকপূর্ণদেহে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন; কখন স্থিরতর প্রণয়-জনিত আনন্দে তাঁহার নয়ন সজল হইয়া ঈষৎ নিমীলিত হইত।" (১)

(১) মাতা শিশুপুত্রকে যেমন সর্ব্বদা কোলে রাখেন, শ্রীপ্রহ্লাদও তেমন শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন সব সময় শ্রীগোবিন্দ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত থাকেন (শ্লোকত্রয়ের পূর্ব্ববর্ত্তি শ্লোকের মর্ম্ম), এইরূপ অনুভব করিতেন। কখন তাঁহার সেই স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইলে, মাতা ক্রোড়দেশ হইতে বালককে ভূমিতে রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলে বালক যেমন রোদন করে, শ্রীপ্রহ্লাদও তেমন "আমাকে ছাড়িয়া আমার প্রভু কোথায় গেলেন" এই ভাবিয়া বিহ্বল হইতেন এবং রোদন করিতেন। তারপর "হে প্রহ্লাদ! আমাকে ক্ষণকাল না দেখিয়া কেন রোদন করিতেছ" এই বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন—এইরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া হাস্য করিতেন। প্রভু আমাকে দর্শন দিয়া সুখী করিতেছেন, এই চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হইতেন; তখন মনের আনন্দে হরিগুণ গান করিতেন। [পরপৃষ্ঠা]

লৌকিকরসজ্ঞৈরপি হীনাঙ্গত্বেঽপি তত্তদঙ্গসমাক্ষেপাদ্রসনিষ্পত্তিরভিমতা। কিঞ্চ ভগবৎপ্রীতিরসিকা দ্বিবিধাঃ; তদীয়লীলান্তঃপাতিনস্তদন্তঃপাতিতাভিমানিনশ্চ। তত্র পূর্বেষাং প্রাক্তনযুক্ত্যা

লৌকিকরস, হীনাঙ্গ (বিভাবাদি কোন অঙ্গের অভাব) হইলেও বিভাবাদির অঙ্গদ্বারা আকৃষ্ট ন্যূন অঙ্গ আস্বাদকের হৃদয়-পথে উপস্থিত হইয়া রসনিষ্পন্ন হয়—ইহা লৌকিক রসজ্ঞগণ স্বীকার করেন; [তাহা হইলে অলৌকিক রসে বিভাবাদি উপস্থিত না থাকিলেও যে প্রীতিবলে সমাকৃষ্ট বিভাবাদি সহযোগে রস-নিষ্পত্তি সম্ভব—একথা বলা বাহুল্য। প্রেমাদি ভাববানে প্রেমাদির অচিন্ত্য প্রভাবে আবিষ্কৃত বিভাবাদি সহযোগে রস নিষ্পন্ন হয়, ইহার সমর্থন নিমিত্ত লৌকিক রসজ্ঞগণের অভিমতের কথা উপস্থিত করিলেন।]

এস্থলে আরও জ্ঞাতব্য, ভগবৎ-প্রীতিরসিক দ্বিবিধ; তাঁহার লীলান্তঃপাতী ও লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত রসিকগণের পূর্ব্বযুক্তিতে (প্রেমাদির উদ্ভাবিত বিভাবাদি যোগে) আপনা

স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হরিকে দূরে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। তারপর "বৎস প্রহ্লাদ! তোমাকে না দেখিয়া আমি কিছুতেই সুখী হইতে পারি না; যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়," শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন—এই স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ-প্রাচুর্য্যহেতু লজ্জাশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেন। অনন্তর সেই স্ফূর্ত্তি-ভঙ্গে ভগবদ্‌বিরহে খেদাধিক্য-হেতু তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তা করিতে থাকিতেন। তাহাতে উন্মাদ-সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে "আমি হরি" এইরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণাদি-অবতার-গত লীলার অনুকরণ করিতেন।

স্ফূর্ত্তির অভাব-সময়ে মুদ্রিত-নেত্রে "কোথায় যাব?" কোথায় গেলে প্রাণের কৃষ্ণ পাব?" ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ নিজ হৃদয়েই তাঁহার দর্শন করিয়া তাঁহার সলালন হস্তস্পর্শ লাভ করিয়া আনন্দে পুলকিত-দেহে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সারার্থদর্শিনী।

স্বত এব সিদ্ধো রসঃ। উত্তরেষান্তু দ্বিবিধা গতিঃ। তত্তল্লীলান্তঃপাতিসহিতভগবচ্চরিতশ্রবণাদিনৈকা। ভগবন্মাধুর্য্যশ্রবণাদিনা চান্যা। তত্র পূর্বত্রে যদি সমানবাসনস্তল্লীলান্তঃপাতী ভবেৎ তদা স্বয়ং সদৃশো ভাব এব তস্য তল্লীলান্তঃপাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদৃশত্বাভিমানিনি সাধারণীকরোতি। যথা, পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যত ইতি। যদি তু বিলক্ষণবাসন-

---

হইতেই রস সিদ্ধ হয়। শেষোক্ত রসিকগণের গতি দুই প্রকার; (ক) নিজাভীষ্ট লীলান্তঃপাতী পরিকরগণের সহিত ভগবানের চরিত্র শ্রবণাদিদ্বারা এক প্রকার রসিকের রসোদয় হয়। (খ) শ্রীভগবানের মাধুর্য্য শ্রবণাদিদ্বারা অন্য প্রকারের রসিকের রসোদয় হয়। তন্মধ্যে পূর্ববত্র (ক চিহ্নিত রসিকগণে) রসাস্বাদন-পরিপাটী,—সেই লীলান্তঃপাতী পরিকর যদি সমান বাসনা-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সদৃশ ভাব নিজেই সেই লীলান্তঃপাতী (পরিকর) বিশেষের বিভাবাদির তাদৃশত্বাভিমানী রসিকে সাধারণী-করণ করে অর্থাৎ পরিকর ও সামাজিক উভয় সম্বন্ধিরূপে প্রকাশ করে। বিভাবাদির সাধারণ্যে প্রীতি প্রতীতি সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে (বিভাবাদি) "পরের (অনুকার্য্যের)? না, পরের নহে; আমার (সামাজিকের? না, আমার নহে; রসাস্বাদে (নায়ক প্রভৃতি) বিভাবাদির পরিচ্ছেদ নাই। "৩।৪৫

[**বিবৃতি**—লীলা-শ্রবণে যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহারা ত্রিবিধ পরিকরের সহিত লীলা শ্রবণ করিতে পারেন;—সমান বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর, বিভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর এবং বিরুদ্ধ বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই মুখ্য পঞ্চবিধ স্থায়িভাব মধ্যে লীলা-পরিকরের যাহা স্থায়িভাব, শ্রোতা

স্তদা বিভাবানাং সঞ্চারিণামনুভাবানাঞ্চ প্রায়শ এব সাধারণ্যং

রসজ্ঞের স্থায়িভাবও যদি তাহাই হয়, তবে উভয় সমান বাসনা-বিশিষ্ট, উভয়ের স্থায়িভাব অবিরুদ্ধ; অথচ বিভিন্ন প্রকার হইলে, উভয় বিভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট এবং রসশাস্ত্রে যে সকল ভাবকে পরস্পর বৈরী বলা হইয়াছে, উভয়ের ভাবাদি যদি তেমন হয়, তবে উভয় বিরুদ্ধ বাসনা-বিশিষ্ট। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তর বিভাগে ৮ম লহরীতে ভাবসকলের মিত্রতা ও শত্রুতা সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

যে লীলা শ্রবণ করা যায়, সেই লীলা-পরিকর যদি সমান বাসনা-বিশিষ্ট হয়েন, তবে রসজ্ঞ শ্রোতারও পরিকরের বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়। এই সাধারণীকরণ ব্যতীত রসাস্বাদন অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবন্মাধুর্য্য শ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হয়েন, তাঁহাদের সাধারণীকরণ প্রয়োজন হয় না। লীলা-পরিকরগণের মত স্বতন্ত্র ভাবেই রসাস্বাদন করেন। সাধারণীকরণে মূল নায়ক-নায়িকার বিভাবাদি রসজ্ঞের নিকট কি ভাবে উপস্থিত হয়, সাহিত্য-দর্পণের শ্লোক দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন—"রসজ্ঞ বিভাবাদিকে পরের মনে করিতে পারেন না, নিজেরও মনে করিতে পারেন না। তাঁহার তৎকালে এমন এক তন্ময়তা আসে যে, তিনি মনে করেন, কাব্যোক্ত ব্যাপার যেমন তাঁহার সম্বন্ধেই ঘটিতেছে; আবার তাঁহার আত্মস্মৃতির বিলোপ না ঘটায় সেই ব্যাপার যে তাঁহার নহে, সেই প্রতীতিও থাকে: এই জন্য ভয়াদি জনিত দুঃখ উপস্থিত না হইয়া সুখময় রসোদয় হইতে পারে। এই সাধারণীকরণ-ব্যাপার দৃশ্যকাব্যের নট ও সামাজিকের, শ্রব্যকাব্যের শ্রোতা বা সামাজিকের সম্বন্ধে ঘটিতে পারে। এস্থলে একসঙ্গে সকলের উল্লেখ করার জন্য রসজ্ঞ শব্দ প্রয়োগ করা হইল।]

অনুবাদ—যখন লীলান্তঃপাতী ও তাদৃশত্বাভিমানী বিভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট হয়, তখন ভাব ও অনুভাবসকলের প্রায়ই সাধারণ্য

ভবতি। তেন তদ্ভাববিশেষস্যোদ্দীপনমাত্রং স্যাৎ। ন তু রসোদ্‌বোধঃ। যদি তু বিরুদ্ধবাসনঃ স্যাৎ, যথা বৎসলেন প্রেয়সী, তদাপি তস্য প্রীতিসামান্যস্যৈব বাৎসল্যাদিদর্শনেনোদ্দীপনং ভবতি। ন ভাববিশেষস্য। ন চ রসোদ্বোধো জায়তে। অথোত্তরত্র শ্রীভগবন্মাধুর্য্যাদিশ্রবণাদৌ তল্লীলান্তঃপাতিবৎ স্বতন্ত্র এব রসোদ্‌বোধ ইতি। তদেবং ভগবৎপ্রীতে রসত্বাপত্তৌ সিদ্ধায়ামেবং বিভাব্যতে। বিভাবাদিভিঃ সম্বলিতা তৎপ্রীতিস্তৎপ্রীতিময়ো রস ইতি। তদুক্তম্—যথা খণ্ডমরিচাদীনাং সম্মেলনাদপূর্ব ইব কশ্চিদাস্বাদঃ প্রপানকরসে জায়তে, বিভাবাদিসম্মেলনাদিহাপি তথেতি। স চায়ং রসো ভগবন্মাধুর্য্যানুকূল্যানুভব-

---

হয়, তদ্দ্বারা সেই ভাবের (শ্রোতা প্রভৃতিতে যে জাতীয় ভাব আছে; তাহার) উদ্দীপন মাত্র হয়, রসোদয় হয় না। যদি তদুভয় বিরুদ্ধ বাসনা-বিশিষ্ট হয়েন—একজন বৎসল অন্যজন প্রেয়সী, তখনও বাৎসল্যাদি দর্শনে সেই সামান্য প্রীতির (যে প্রীতি সাধারণ সকল ভক্তেই আছে) তাহার উদ্দীপন হয়, ভাব-বিশেষের উদ্দীপন হয় না, রসের উদয়ও হয় না।

আর, উত্তরত্র (শেষোক্ত খ চিহ্নিত) রসিকগণে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি শ্রবণাদি দ্বারা (যে লীলা শ্রবণ করিলেন) সেই লীলান্তঃপাতী রসিকগণের মত স্বতন্ত্র ভাবেই রসোদয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে এই প্রকারে ভগবৎপ্রীতির রসত্ব প্রাপ্তি সিদ্ধ হওয়ায়, ইহা জানা গেল যে, এই বিভাবাদি-সম্বলিতা ভগবৎপ্রীতি, ভগবৎপ্রীতিময় রস। রসশাস্ত্রে রসোৎপত্তির কথা এই প্রকারই বলা হইয়াছে; "গুড়-মরিচাদির সম্মিলন হইতে প্রপানক রসে যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন জন্মে, তেমন বিভাবাদি সম্মিলনেও এস্থলে (প্রীতিতে) রসোৎপন্ন হয়। এই যে রসের কথা বলা হইল, তাহা

লক্ষণাস্বাদেনোদ্দী নবিভাবরূপেণ স্বাংশেনাস্বাদরূপঃ। ভগবদাদি-লক্ষণালম্বনবিভাবাদিরূপেণাস্বাদ্যরূপশ্চ। অত উভয়থা ব্যপ-দেশঃ। তত্র বিভাবা দ্বিবিধা আলম্বন উদ্দীপনশ্চ। যথোক্ত-মগ্নিপুরাণে—বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মক ইতি। আলম্বনো দ্বিবিধঃ। প্রীতিবিষয়ত্বেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। তৎপ্রীত্যা-ধারত্বেন তৎপ্রিয়বর্গশ্চ। উভয়ত্রৈব যত্রেতি সপ্তম্যর্থত্বব্যাপ্তেঃ। তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা পূর্বমুদাহৃতঃ, যস্যাননং মকরকুণ্ডলেত্যাদিনা,

ভগবন্মাধুর্য্যানুকূল্যানুভব-লক্ষণ আস্বাদন দ্বারা উদ্দীপন-বিভাগ নিজাংশে আস্বাদরূপ ; আর ভগবদাদি-লক্ষণ আলম্বন-বিভাবাদিরূপে আস্বাদ্যরূপ। এই জন্য রসকে আস্বাদন ও আস্বাদ্য উভয়রূপই বলা হয়।

আলম্বন-বিভাব।

বিভাবাদি যে রসোপকরণসকলের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। অগ্নিপুরাণে তদ্রূপ কথিত হইয়াছে—"যাহাতে এবং যাহাদ্বারা রতি বিভাবিত হয় তাহার, নাম বিভাব। ঐ বিভাব আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে দুই প্রকার।" আলম্বন দ্বিবিধ—বিষয় ও আশ্রয়। বিষয়রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির আধাররূপে তাঁহার প্রিয়বর্গ আলম্বন। উভয়ত্র "যাহাতে" এই সপ্তমী বিভক্তির অর্থ ব্যাপ্ত থাকায় এইরূপ বলা হয়। অর্থাৎ যাহাতে (যে ব্যক্তির প্রতি) প্রীতি তিনি বিষয়, প্রীতি যাহাতে থাকে (যাহার প্রীতি) তিনি আশ্রয়—এইরূপ অর্থে উভয়কে আলম্বন বলা হয়। তাহাতে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ যস্যাননং মকরকুণ্ডল ইত্যাদি(১)

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪১০ পৃষ্ঠায়।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপমিত্যাদিনা চ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যানভিব্যক্তাবপি স্বভাবত এব প্রিয়তমত্বং দর্শয়তি—প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১১১ ॥

স্বঃ শুদ্ধো জীবঃ। আত্মা দেহঃ। যস্য সম্পর্কাৎ পরম্পরাসম্বন্ধাৎ। অহং তাবৎ পরমানন্দঘনরূপ ইতি স্বতঃ প্রিয়ঃ। স্বস্য মমাংশত্বাদন্তর্যামী পুরুষোঽপি প্রিয়ঃ। তস্য চ জীব-

শ্লোকে এবং গোপ্যস্তপ কিমচরন্ ইত্যাদি (২) শ্লোকে পূর্ব্বে যেমন উদাহৃত হইয়াছেন, তদনুরূপ। অর্থাৎ উক্ত দুইশ্লোকে যাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাদৃশ পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

[ইহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে সেই রূপ-মাধুর্য্য লীলা-মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তিনি প্রীতির বিষয় হইতে পারেন, আর অন্যথায় কি হইতে পারেননা? তাহাতে বলিলেন—] সেই সেই মাধুর্য্য অনভিব্যক্ত হইলেও তাঁহার প্রিয়তমত্ব দেখান হইয়াছে—(শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ-পত্নীগণকে বলিয়াছেন) "প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাত্মা, দারা, পুত্র, ধনাদি যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাহা হইতে অধিক প্রিয় আর কেহ কি হইতে পারে?" শ্রীভা, ১০।২৩।২৩॥১১১॥

শ্লোকব্যাখ্যা—(স্ব + আত্মা) স্ব—শুদ্ধজীব, আত্মা—দেহ। যাঁহার সম্পর্কে—যাঁহার পরম্পরা-সম্পর্কে। (পরম্পরা সম্পর্ক কিরূপ বলিতেছেন—) আমি পরমানন্দ-ঘন, এই হেতু স্বতঃই প্রিয় হই। যাঁহার—আমার অংশহেতু অন্তর্য্যামি-পুরুষও প্রিয় হয়। তাঁহার (অন্তর্য্যামি-পুরুষের) জীবরূপ অংশ। এইরূপে আমার সম্বন্ধ-

(২) সম্পূর্ণ শ্লোক এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রূপোঽংশ ইতি মৎসম্বন্ধপরম্পরয়া প্রিয়ঃ। তদধ্যাসসম্বন্ধপর-ম্পরয়া চ প্রাণাদয়ঃ প্রিয়া ইত্যর্থঃ। এবং ব্যক্তীকৃতরূপান্তরেঽপি শ্রীরামেণানুভূতম্। কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি। ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্বং প্রেম বর্দ্ধতে ইতি। ততঃ, শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে। বিন্যস্ত-

পরম্পরায় (শুদ্ধ জীব-স্বরূপ) প্রিয় হয়। জীবের অধ্যাস (আরোপ)-* রূপ সম্বন্ধ-পরম্পরায় প্রাণাদি প্রিয় হইয়া থাকে।

এই প্রকার রূপান্তর ব্যক্ত করিলেও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম হয়েন, ইহা শ্রীবলদেবচন্দ্র অনুভব করিয়াছেন। (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য গোপ-বালকগণ ও গোবৎসগণকে হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সে সকলের রূপ প্রকটন করেন; শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের ও গাভীসকলের যে প্রীতি ছিল, তখন নিজ নিজ সন্তানে তাঁহাদের সেই প্রীতির উদয় দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত শ্রীবলদেব চিন্তা করিতেছেন—)

"অখিলাত্মা বাসুদেবে ব্রজবাসিদিগের এবং আমার যে বৃদ্ধিশীল প্রেম ছিল, এখন বালকগণে সে প্রেম দেখিতেছি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।" শ্রীভা, ১০।১৩।৩৩

[শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ না করিলেও প্রিয়তম, এমন কি রূপান্তর প্রকটন করিলেও প্রিয়তম—এইরূপে তিনি স্বভাবতঃই পরম-প্রিয়তম, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যজ্ঞপত্নীগণকে জ্ঞাপন করিলেন—আমি তোমাদের নিকট যে রূপ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা] "শ্যামবর্ণ, পীতবসন-পরিহিত; বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, স্বর্ণাদি ধাতু এবং প্রবাল এই সকল দ্বারা সজ্জিত নটবরবেশ। সখার স্কন্ধে একটী হস্ত

* এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান অধ্যাস। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি। প্রাণাদি দেহ পর্য্যন্ত সকল বস্তুতে জীব-বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তিহেতু প্রীতি, আর স্ত্রী প্রভৃতিতে দেহ-সম্পর্ক হেতু প্রীতি।

হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসমিত্যে-তল্লক্ষণেষু মমাবির্ভাবেষু যুষ্মাকং প্রীত্যুৎকর্ষোদয়ো নাপূর্ব ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভগবান্ যজ্ঞপত্নী ॥ ১১১ ॥

তথা তৎপ্রিয়বর্গশ্চ পূর্বং দর্শিতঃ, তুলয়াম লবেনাপীত্যাদিনা। অস্য ভগবদ্বিষয়প্রীত্যালম্বনত্বমপি যুক্তম্। স্মরণাদিপথং গতে হ্যস্মিংস্তদাধারা সা প্রীতিরনুভূয়তে। আলম্বনশব্দশ্চ বিষয়াধারয়ো

স্থাপন করিয়া অপর হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছি; কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদনকমলে মনোহর হাস্য।”

শ্রীভা, ১০।২৩।১৬

[এমন রূপ সকলেরই চিত্তাকর্ষক ; তাহাতে আবার সর্ব্বপ্রিয়তম আমারই এই রূপ।] এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট আমার রূপে তোমাদের প্রীত্যুৎকর্ষের আবির্ভাব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, (আমার এমন রূপ দেখিয়া স্বভাবতঃই প্রীতির উদয় হয়,) ইহা প্রাণবুদ্ধি ইত্যাদি শ্লোকের ভাব ॥১১১ ॥

প্রীতির বিষয়ালম্বনরূপে এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেখান হইল, তুলায়াম লবেন ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা (১) তেমন তাঁহার প্রিয়বর্গও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছেন। ইহার (প্রিয়বর্গের) ভগবদ্বিষয়ক প্রীতির আলম্বনত্বও সঙ্গত। প্রীতির বিষয় শ্রীভগবান্ স্মৃত্যাদি-পথে উদিত হইলে, ভক্ত-আধারে ভগবদ্বিষয়ক প্রীতির অনুভব করিতে পারা যায়। আলম্বন শব্দও প্রীতির বিষয় আধার উভয়ত্র বর্ত্তমান।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। যাঁহাতে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বিষয়ালম্বন—ইহা দেখান হইল ; আবার শ্রীকৃষ্ণেই যে বিষয়ালম্বনের পরমোৎকর্ষ তাহাও সূচিত হইল।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আর, যে ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তুলায়াম লবেন ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ইঁহাদের সঙ্গের লেশমাত্রের সহিতও স্বর্গ এবং মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না; অর্থাৎ ভক্ত-সঙ্গের লেশের কাছেও সে সকল তুচ্ছ। মোক্ষকেও তুলনা করিতে পারা যায় না—এ কথা বলায়, স্বরূপানুভূতিরূপ মোক্ষ হইতে ভক্তের হৃদয়স্থিত আনন্দের উৎকর্ষ সূচিত হইল। ইহাতে ভক্তগণের পরমোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হওয়ায়, ভগবৎপ্রীতির আশ্রয়েরও পরমোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইল। তাঁহাদের ঈদৃশ মহত্ত্ব আছে বলিয়া, তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রীতির আলম্বন হইবার উপযুক্ত; অর্থাৎ যোগ্যপাত্রে প্রীতি বিরাজ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভক্তগণ যে প্রীতির আধার, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? তাহাতে বলিলেন, শ্রীভগবান্ স্মরণাদি-পথ-গত হইলে ভক্ত হইতে প্রীতি অভিব্যক্ত হয়; তখন বুঝা যায়—প্রীতি ভক্তেই আছে, অন্য কোন স্থান হইতে আসে নাই। এই জন্য ভক্তই প্রীতির আধার। এ স্থলে ভক্ত বলিতে ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ জাতরতি-ভক্ত বুঝিতে হইবে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে প্রীতি কেবল ভক্তেই থাকে, শ্রীভগবান্ ভক্তির আলম্বন নহেন?—তাহাতে বলিলেন, বিষয় ও আধার উভয়ত্র আলম্বন-শব্দ বর্তমান। প্রীতি প্রিয়বর্গে অবস্থান করিলেও শ্রীভগবান্ও তাহার আলম্বন। ভক্তি-কল্পলতা, ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইবার পর শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; পরিকরবর্গে এইরূপে ভক্তির অবস্থিতি। লতা-দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়, তাহা কিরূপে বিষয় আশ্রয় উভয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভূমি, লতার আশ্রয় হইলেও বৃক্ষ তাহার আলম্বন; এইরূপে প্রিয়বর্গ প্রীতির আশ্রয় হইলেও শ্রীভগবান্ও তাহার আলম্বন।]

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়বর্গ উভয়ই প্রীতির

র্ব্ত্তত ইতি। অতএবোক্তম্—তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতামিতি। তদেবমপি যমাশ্রিত্য শ্রীভগবতি সঃ প্রীতিবিশেষঃ প্রবর্ত্ততে স এবালম্বনো জ্ঞেয়ঃ। অন্যে তূদ্দীপনাঃ। অথৈবং সবাসনভিন্নবাসনকদ্বিবিধতৎপ্রিয়বর্গবিষয়া চ যা প্রীতিঃ সাপি তৎপ্রীত্যাধারত্বেনৈব। ন তু স্বসম্বন্ধাদিনা। অতএব তৎপ্রিয়বর্গেঽপি সম্বন্ধহেতুকাং প্রীতিং নিষিধ্য শ্রীভগবত্যেব তামভ্যর্থ্য পুনস্তৎপ্রিয়বর্গে

আলম্বন হেতু, শ্রীশৌনকাদি-ঋষি শ্রীসূতকে বলিয়াছেন,—"হে মহাভাগ! যদি তাহা কৃষ্ণকথাশ্রয় হয়, অথবা যাঁহারা তাঁহার চরণ-কমলের আস্বাদন করেন, সেই সাধুগণের কথা হয়, তবে বলুন।"

শ্রীভা, ১।১৬।৬

[প্রীতি উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকায়, ভক্ত-ভগবান্ ইঁহাদের যে কাহারও কথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণকারীর হৃদয়ে ভক্ত-ভগবান্ উভয় সম্বন্ধে প্রীতির আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।]

শ্রীভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আলম্বন হইলেও, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানে সেই প্রীতি-বিশেষ প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে প্রীতির আলম্বন মনে করিতে হইবে; অন্য সকল উদ্দীপন-বিভাব। এই প্রকারে সমান-বাসনা-বিশিষ্ট ও ভিন্ন-বাসনা-বিশিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়বর্গ-বিষয়ে যে প্রীতি, তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির আধার বলিয়া সেই প্রীতির বিষয় হয়েন; নিজ সম্বন্ধাদি-হেতু নহে। অতএব ভগবৎপ্রিয়বর্গেও সম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি নিষেধ করিয়া শ্রীভগবানেই প্রীতিকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন; পরে আবার ভগবৎপ্রীতির আধার বলিয়া তাঁহার প্রিয়বর্গেও প্রীতি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

[বিবৃতি—ভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আধার হইলেও সকলে

সর্ব্বপ্রকার প্রীতির আধার হইতে পারেননা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই বিভিন্ন প্রকারের প্রীতির মধ্যে যে কোন প্রকারের প্রীতিকে প্রীতি-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রিয়বর্গের মধ্যে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কোন বিশেষ প্রীতি আবির্ভূতা হয়, তাঁহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন মনে করিতে হইবে। যেমন,—বাৎসল্য-প্রীতি ব্রজরাজ-দম্পতিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা সেই প্রীতির আশ্রয় ;—সেই প্রীতি তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে। অন্য প্রিয়বর্গ—দাস, সখা প্রভৃতি উদ্দীপন মাত্র। ব্রজের বাৎসল্য-প্রীতি যে সাধক-ভক্তের মধ্যে আবির্ভূত হইবে, তাঁহার প্রীতির আশ্রয়ও শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী, এইরূপ বুঝিতে হইবে ; কারণ, তাঁহার প্রীতি উঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

পরিকরবর্গের মধ্যে যাঁহার প্রীতি (ভক্তের) নিজ প্রীতির অনুরূপ তিনি সবাসন, যাঁহার প্রীতি অন্যরূপ তিনি ভিন্ন-বাসন। সবাসন পরিকর আলম্বন, আর ভিন্ন-বাসন উদ্দীপন হইয়া থাকেন। এইরূপে প্রীতির আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে প্রিয়বর্গ দ্বিবিধ হইতেছেন। উভয়-বিধ প্রিয়বর্গের প্রতি ভক্তের যে প্রীতি, তাহা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি আছে এই মনে করিয়া। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন মনে করিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা, নিজের কোন ব্যবহারিক সম্পর্কের অনুরোধে সেই ভালবাসা নহে। একথা কেবল সাধক-ভক্তের সম্বন্ধে নহে, পরিকরবর্গের সম্বন্ধেও বটে ;—তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে, নিজ সম্পর্কে নহে। যেমন, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীললিতার যে প্রীতি, তাহা শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে বলিয়াই, নিজের সখী বলিয়া নহে। তাহা হইলে দেখা গেল, কেবল কৃষ্ণপ্রীতিরই আদর। এস্থলে বক্তব্যবিষয় তিনটী—নিজ সম্বন্ধাদি হেতুকা প্রীতিনিষেধ, ভগবৎপ্রীতির সমাদর এবং যিনি ভগবৎপ্রীতির আশ্রয় তাঁহার প্রতি প্রীতি। ক্রমে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন।]

তদাধারত্বেনৈব প্রীতিমঙ্গীকরোতি। অথ তত্র নিষেধঃ—অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে। স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ১১২ ॥

অথাভ্যর্থনা—ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ। রতি-মুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ১১৩॥

অথাঙ্গীকারঃ—শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্যবংশ-

অনুবাদ—নিজ-সম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি নিষেধ,—শ্রীকুন্তী-দেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! বিশ্বমূর্ত্তে! আমার নিজজন পাণ্ডব ও যাদবগণে যে স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।" শ্রীভা, ১।৮।৪১

[**বিবৃতি**—শ্রীকুন্তীদেবীর পাণ্ডবগণ পুত্র, যাদবগণ পিতৃ বংশ-সম্ভূত, অথচ উভয়ই ভগবৎ-পরিকর। তাহা হইলেও নিজ সম্বন্ধহেতুকা যে প্রীতি, তাহা ছেদন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে সম্পর্কিত ব্যক্তি যদি সাধারণ জন হয়, তাহার প্রতি যদি প্রীতি থাকে, তাহা হইলে, সেই প্রীতি ছেদন করিবার জন্য যে আগ্রহ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য ॥ ১১২ ॥]

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সমাদর— (তারপর শ্রীকুন্তীদেবী বলিলেন,) "হে মধুপতে! আমার মতি অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমাতে অনবচ্ছিন্না প্রীতি করুক; সমুদ্রে পতন-সময়ে গঙ্গা যেমন তরীকে বিঘ্ন বলিয়া গণ্য করেনা, আমার মতি (বুদ্ধি)ও তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কোন বিঘ্ন গণ্য না করে।"

শ্রীভা, ১।৮।৪২ ॥ ১১৩ ॥

ভগবৎপ্রীতির আধারে নিজ প্রীতি অঙ্গীকার—(অনন্তর শ্রীকুন্তী বলিলেন) "হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন-সখ! হে বৃষ্ণিকুল-শ্রেষ্ঠ! তুমি অবনীমণ্ডলে উপদ্রবকারী ক্ষত্রিয়-বংশের নিহন্তা। হে গোবিন্দ!

দহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ১১৪ ॥

অত্র শ্রীকৃষ্ণসখেত্যাদিসম্বোধনৈস্তৎপ্রীত্যাধারত্বেনার্জুনাদিষ্বপি প্রীতিরঙ্গীকৃতা ॥ ১ ॥ ৮ ॥ শ্রীকুন্তী ॥ ভগবন্তম্ ॥ ১১৪ ॥

এবং বৃষ্ণ ইত্যাদিদ্বয়ং শ্রীমদুদ্ধববাক্যমপি সঙ্গমনীয়ম্। যথা—বৃষ্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু। প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা। নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্। যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ১১৫ ॥

গো, দ্বিজ, দেবতাগণের দুঃখ বিনাশের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে যোগেশ্বর! হে অখিল-গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি।" শ্রীভা, ১।৮।৪৩॥১১৪॥

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকে অর্জ্জুনের সখারূপে শ্রীকৃষ্ণে আদর প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। আর, বৃষ্ণিবংশের সহিত তাঁহার উল্লেখ করায় বৃষ্ণিগণের প্রতিও শ্রীকুন্তীদেবীর প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে। উঁহাদের প্রতি নিজ সম্বন্ধানুগামিনী যে প্রীতি ছিল, তাহা ছেদনের জন্য পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের উল্লেখ করায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন—ইহা বুঝা যাইতেছে।] ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধবের বাক্যেরও এইরূপ সঙ্গতি করিতে হইবে। সেই বাক্য—(তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—) "সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য তুমি দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণে আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়াছ, তাহা আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র (খড়্গ) দ্বারা ছিন্ন কর।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি। যাহাতে তোমার চরণকমলে অনপায়িনী রতি হয়, শরণাগত আমাকে সেই শিক্ষা দান কর। শ্রীভা, ১১।২৯।৩৭-৩৮ ॥ ১১৫ ॥

সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বাধীনয়া মায়য়া যো দেহাদিসম্বন্ধজঃ স্নেহ-পাশঃ প্রসারিতঃ স বৃক্নশ্ছিন্নঃ । কেন আত্মসুবোধহেতিনা, ত্বদীয়প্রীত্যুৎপাদকশোভনজ্ঞানলক্ষণশস্ত্রেণ । অধুনা ত্বৎসম্বন্ধে-নৈব স ভাতীত্যর্থঃ । অতএবোত্তরপদ্যমপি তথৈব । ইয়ঞ্চোক্তিঃ

শ্লোক ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকর্ত্তৃক নিজাধীন মায়াদ্বারা দেহাদি-সম্বন্ধজাত যে স্নেহপাশ প্রসারিত হইয়াছে, তাহা ছেদন কর। কি দিয়া ছেদন করিবেন তাহা বলিলেন, আত্মজ্ঞানশস্ত্র—যে সুন্দর জ্ঞান দ্বারা তোমাতে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন কর। অধুনা তোমার সম্বন্ধেই সেই স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে—ইহাই শ্রীউদ্ধব-বাক্যের অর্থ। অতত্রব শেষের শ্লোকে সেই প্রকারই বলিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—শ্রীউদ্ধবের অভিপ্রায়—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার মায়ায় আত্মীয়-কুটুম্বে যে প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা শুধু বন্ধনের হেতু—দুঃখের হেতু ; এই নিমিত্ত তাহা বিনষ্ট হউক। এখন তোমাতে যে প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা সুখরূপা ; এই জন্য তাহা অক্ষয় হউক। এ স্থলে সম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।]

অনুবাদ—[সাধক-ভক্তগণের প্রথমে আত্মীয়-কুটুম্বে প্রীতি থাকে; তার পর শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে। ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব-কালে সম্বন্ধ-হেতুকা প্রীতির প্রতি বন্ধন-বুদ্ধি জন্মে, আর ভগবৎ-প্রীতিকে পরম-সুখময়ী মনে হয়। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রীতি ঘুচাইয়া শেষোক্ত প্রীতি অনবচ্ছিন্না—উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা করিবার ইচ্ছা হয়। সিদ্ধ-ভক্তগণের অবস্থা সেরূপ নহে, কোন কালেই শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি থাকে না, আবার তাঁহাদের ভগবৎপ্রীতি নিজ যোগ্যতানুসারে চরম-সীমাপ্রাপ্তা।]

শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বান্ন সম্ভবতীতি স্বব্যাজেনান্যানুদিশ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অথ কুন্তীবাক্যস্যান্যাবতারিকা, যথা, গমনে পাণ্ডবানাম-কুশলমগমনে বৃষ্ণীনামিত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্তা সতী তেষু স্নেহ-চ্ছেদব্যাজেনোভয়েষামপি ত্বদবিচ্ছেদ এব ক্রিয়তামিতি চ ব্যজ্যতে। ততশ্চোত্তরত্র শ্রীসূতবাক্যে তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্যেত্যত্র ভগবদভ্যুপগমোঽপি সর্বত্রৈব সঙ্গচ্ছতে। তথার্থস্য বৃক্ন-

---

শ্রীমদুদ্ধব সিদ্ধ ভক্ত (পার্ষদ), এই জন্য তাঁহার নিজ সম্বন্ধে এই উক্তি অসম্ভব; তবে, তিনি নিজ সম্বন্ধে ঐ প্রার্থনা করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাই মনে করিতে হইবে।

[যদি তাহা হয়, তবে শ্রীকুন্তীদেবীও ত শ্রীকৃষ্ণপরিকর, তিনি কেন ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—] অনন্তর কুন্তী-বাক্যের অন্য অবতারিকা অর্থাৎ অভিপ্রায়, যথা—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা হইতে দ্বারকা-গমনে পাণ্ডবগণের অকুশল, অগমনে যাদবগণের অকুশল। উভয় পক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কুন্তী ব্যাকুল-চিত্তা হইলেন, তজ্জন্য "তাহাদের প্রতি আমার স্নেহ ছেদন কর" এই কথা-চ্ছলে "উভয় পক্ষের সহিত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) যাহাতে বিচ্ছেদ না ঘটে এইরূপ ব্যবস্থা কর" এই প্রার্থনা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তারপর (কুন্তী-বাক্যের পর) "কুন্তীর প্রার্থিত বিষয় সিদ্ধি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথস্থান হইতে হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন;"—এই শ্রীসূত-বাক্যে শ্রীভগবানের অঙ্গীকারও সর্ব্বত্রই সঙ্গত হইতেছে (১)।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর প্রার্থনা যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, শ্রীউদ্ধবের প্রার্থনাও তেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন; এইরূপ অন্য ভক্তও যদি প্রার্থনা করেন যে, দেহ-সম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি ছিন্ন হউক, শ্রীভগবানে অনবচ্ছিন্না প্রীতি হউক আর প্রীতির আধার বলিয়া ভগবৎপরিকরগণে প্রীতি উৎপন্ন হউক,

শ্চেত্যাদিবাক্যস্তু সঙ্গমনাথং তত্তথাবতারিতম্ ॥১১॥ ২৯॥
শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥ ১১৫ ॥

শ্রীউদ্ধব-বাক্যের সেই প্রকার অর্থ-সঙ্গতির জন্য তাহা তাদৃশরূপে অবতারিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকুন্তীদেবী যেমন পাণ্ডবাদির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীউদ্ধব মৌষল-লীলার সূচনা দেখিয়া দাশার্হাদির সহিত তেমন শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ-সংঘটন প্রার্থনা করিয়াছেন। উভয়ের প্রার্থনা একই প্রকারের—কেহ যেমন নিজ-জনের নিরতিশয় দুঃখ দর্শন করিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন, "এই দুঃখ দেখার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল," বাস্তবিক সে স্থলে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে; প্রিয়জনের দুঃখের অবসান ও সুখ প্রাপ্তিই বাঞ্ছনীয়, এ স্থলেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ যেন পাণ্ডবাদির উপস্থিত না হয়, তাহাই উঁহাদের একান্ত অভিলাষ; কিন্তু দুঃখ আসন্নপ্রায় দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, তোমার সহিত পাণ্ডবাদির বিচ্ছেদ ঘটিলে দুর্বিসহ দুঃখ উপস্থিত হইবে; সেই দুঃখ দর্শন করিয়া আমরা অধীর হইয়া যাইব। যদি তাহাদের প্রতি আমাদের স্নেহ দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আমরা রক্ষা পাই! সেই স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; তাদৃশ প্রিয় পাণ্ডবাদির সহিত যে তুমি স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিতে পার, সেই তুমি উহাদের সহিত আমাদের স্নেহ-পাশও ছিন্ন করিয়া দাও। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীকুন্তী ও শ্রীউদ্ধবের আক্ষেপগত উক্তি! শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের সহিত প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় করিতেই অভিলাষী, ছিন্ন করিতে নহেন; তাই, তাঁহাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য পাণ্ডবাদির

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনাও অঙ্গীকার করিবেন। এইরূপেই তিনি ভক্তবর্গের প্রীতি পোষণ করেন। এই জন্য শ্রীভগবানের অঙ্গীকার সর্বত্র—সকল ভক্তগণেই সঙ্গত হইতেছে।

এবং শ্রীদেবক্যাঃ ষড়্গর্ভানয়নে তান্ প্রতি যঃ স্নেহো দৃশ্যতে স খলু স্বপীতশেষস্তন্যপ্রসাদেন তদুদ্ধরণার্থং শ্রীভগবতৈব প্রপঞ্চিতঃ। যথোক্তম্—অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শ-

সহিত শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ-সম্পাদন। পাণ্ডব, দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণ ভগবৎপার্ষদ; এই নিমিত্ত উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর নাই।] ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—[যদি দেহ-সম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি-বিচ্ছেদই ভগবৎপ্রিয়বর্গের স্বভাব হয়, তাহা হইলে শ্রীদেবকীর মৃত পুত্র ছয়টীর প্রতি স্নেহ দেখা যায় কেন? যে স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি মৃতপুত্রানয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বলিতেছেন—] এই প্রকার শ্রীদেবকীর ষড়গর্ভানায়নে তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ দেখা যায়, তাহা নিজের পানাবশিষ্ট স্তন্যের প্রভাবে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীভগবানই বিস্তার করিয়াছেন। (১) শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রকারেই কথিত হইয়াছে—"যে মায়াদ্বারা সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া প্রীতি পূর্ণা দেবকী দেবী পুত্রের স্পর্শে যে স্তন দুগ্ধে প্লাবিত হইয়াছিল,

(১) পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ছয়টী পুত্র জন্মে। একদা ব্রহ্মা নিজ কন্যা-সম্ভোগে উদ্যুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা হাস্য করেন। সেই পাপে তাঁহারা আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর যোগমায়া কর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভে আনীত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাঁহারা কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পাতালে বলিরাজার ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীদেবকীর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। তারপর তাঁহারা কিরূপে অপরাধমুক্ত হয়েন তাহা শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

পরিপ্লুতম্। মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যথা সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে। পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতা ইত্যাদি যযুর্বিহায়সা ধামেত্যন্তম্। তথাপি তন্মায়া তৎসহোদরতাস্ফূর্ত্তিমেবাবলম্ব্য তাং মোহিত-

---

সেই স্তন পান করাইতে লাগিলেন। তাঁহারা (দেবকীর ছয় পুত্র) গদাধরের পীতাবশিষ্ট দেবকীর অমৃত স্তন্য পান করিয়া নারায়ণের অঙ্গ স্পর্শে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। অতঃপর গোবিন্দ, দেবকী, বসুদেব ও বলদেবকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বজনের সমক্ষে তাঁহারা আকাশ পথে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।" শ্রীভাঃ ১০।৮৫।৪০—৪২

তথাপি (ষড়্গর্ভের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেও) তাঁহার মায়া শ্রীকৃষ্ণের সহোদরতা স্ফূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীদেবকীকে মোহিত করিয়াছিল, এইরূপ মনে করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—ষড়্গর্ভ শ্রীকৃষ্ণের সহোদর, দেবকীর এই প্রকার স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হইলে, সেই স্ফূর্ত্তির আশ্রয়ে থাকিয়া মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করতঃ উহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহাকর্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীদেবকীর দেহ-সম্বন্ধে—গর্ভজাত-সন্তান-বুদ্ধিতে উঁহাদের প্রতি স্নেহ জন্মে নাই, শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কেই জন্মিয়াছে, ইহাই স্থির হইল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির আধার হইবার পক্ষে শ্রীদেবকীর যে বাধা ছিল, তাহা দূরীভূত হইল।]

অনুবাদ—[শ্রীরুক্মিণীদেবী সম্বন্ধেও উক্তরূপ সংশয়ের অবকাশ আছে। বন্ধুগণকে বধ না করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রাতা রুক্মীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে!
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ॥

শ্রীভা, ১০।৫৪।১৮

ষতীতি মন্তব্যম্। অথ শ্রীরুক্মিণ্যাঽপি স্নেহস্তদ্দৈন্যাদিকৌতুকং দিদৃক্ষুণা শ্রীভগবতৈব বা তদর্থং তল্লীলাশক্ত্যেব বা রক্ষিতোঽস্তীতি লভ্যতে। স চ ভক্তিস্ফোরণাংশমেবাবলম্ব্য তস্যা হ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞান-সংবলিতত্বাদন্তঃকরণমেবং জাতম্— অয়ং পরমেশ্বরঃ, অয়ং ত্বতিনিকৃষ্টঃ। তস্মাদস্মিন্নয়ং বিপ্রকুর্ব্বন্নপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্ত এব। ততোঽতিদীনোঽয়মিতি তথা শ্রীভগবচ্চরণাশ্রিতায়া মম

"হে যোগেশ্বর! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে কল্যাণ! হে মহাবাহো! আমার ভ্রাতা আপনার বধযোগ্য নহেন।" এই দুই স্থানে শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দেহাদি-সম্বন্ধ-হেতুকা প্রীতির বিদ্যমানতা দেখা যায়, তাহাতে বলিলেন—]

শ্রীরুক্মিণীদেবীরও স্নেহ তাঁহার দৈন্যাদি-কৌতুক দেখিবার জন্য শ্রীভগবানই রক্ষা করিয়াছিলেন, কিম্বা সেই স্নেহ ভক্তিস্ফোরণাংশ অবলম্বন করিয়াই রক্ষিত হইয়াছিল। (১) শ্রীরুক্মিণীদেবী ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্বলিত বলিয়া (রুক্মীর বাধাদ্যোগ-দর্শনে) তাঁহার মনে হইয়াছিল—ইনি পরমেশ্বর, আর ইনি (রুক্মী) অতি নিকৃষ্ট। সেই কারণে কেশশ্মশ্রু ছেদন করিয়া ইঁহাকে (রুক্মীকে) বিকৃত করিলেও কিছু করিতে পারিলেন না, তজ্জন্য ইনি অতি দীন। তাহাতে আবার ভগবচ্চরণাশ্রিতা আমার সহিত দেহ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা);

---

(১) শ্রীরুক্মিণীদেবী দেহ-সম্বন্ধ-স্ফুরণ হইতে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তিহেতু রুক্মীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন নাই। ভক্তিস্ফুরণাংশে কিরূপে তিনি রুক্মীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পরে দেখাইলেন। রুক্মী দীন, শ্রীকৃষ্ণ দীন-দয়ালু। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসম্বন্ধ-পরম্পরায় অভয়দাতা। রুক্মী শ্রীরুক্মিণীদেবীর ভ্রাতা বলিয়া ভক্ত-সম্বন্ধ বলে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার্হ। তিনি কৃপাযোগ্য-জনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

দেহসম্বন্ধবানিতি দীনদয়ালোর্ভক্তসম্বন্ধপরম্পরামাত্রেণাভয়দাদস্মাত্তন্নার্হতীতি। এবং হ্যৈশ্বর্য্যদৃষ্ট্যৈব তৎপ্রার্থনম্। যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্নিত্যাদি। অথ শ্রীবলদেবস্য স্বশিষ্যীভূতদুর্য্যোধনপক্ষপাতোঽপ্যেবং মন্তব্যঃ। ক্বচিত্তত্র তৎক্ষয়করঃ ক্রোধোঽপি দৃশ্যতে। যথা লক্ষ্মণাহরণে। সর্ব্বমেতত্তু বৈচিত্রীপোষার্থং শ্রীভগবল্লীলাশক্ত্যৈব প্রপঞ্চ্যত ইত্যুক্তম্। অথোদ্দীপনাঃ।

ভক্ত-সম্বন্ধ-পরম্পরা মাত্রে যে দীন-দয়ালু অভয় দান করেন, তাঁহা হইতে ইহার বিনাশ সঙ্গত নহে। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য-দৃষ্টিতেই তিনি যোগেশ্বর অপ্রমেয়াত্মন্ ইত্যাদিরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীবলদেবের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত দুর্য্যোধনের প্রতি পক্ষপাতও এইরূপ মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবলদেবচন্দ্রের ক্রোধাদি কৌতুক দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার লীলাশক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহাতে কখনও আবার দুর্য্যোধনের ক্ষয়কর ক্রোধও দেখা যায়; যথা—লক্ষণা-হরণে। (১) লীলার বৈচিত্রী পোষণের জন্য শ্রীভগবল্লীলাশক্তিই এ সকল (নানা বিরুদ্ধ ব্যাপারের সমাবেশ) করিয়া থাকেন—ইহা বলা হইয়াছে।

---

(১) লক্ষণা দুর্য্যোধনের কন্যা। স্বয়ম্বর-সভা হইতে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব তাঁহাকে হরণ করেন। ইহাতে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সাম্বকে বন্দি করেন। যাদবগণ নারদ-মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিলে, শ্রীবলদেব তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া হস্তিনাপুরে আসেন এবং কৌরবগণকে যাদবগণের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করেন। তাহারা বলদেবের কথা অগ্রাহ্য করিলে তিনি হস্তিনাপুর-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয় এবং লক্ষণার সহিত সাম্বকে মুক্তিদান করে। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৮ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

যদ্বিশিষ্টতয়া শ্রীকৃষ্ণ আলম্বনস্ত এব ভাববিভাবনহেতুত্বেন পৃথঙ্ নির্দিষ্টা উদ্দীপনাঃ কথ্যন্তে। তে চ তস্য গুণজাতিক্রিয়া-দ্রব্যকালরূপাঃ। গুণাশ্চ ত্রিবিধাঃ, কায়বাঙ্মানসাশ্রয়াঃ। সর্ব্ব এবৈতে ন প্রাকৃতা ইত্যুক্তম্—মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্। সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণা ইত্যাদিনা। তানেব শ্রীকৃষ্ণমালম্বনীকৃত্য সমুদ্দিশতি — সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্। শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দবমেব

উদ্দীপন-বিভাব ঃ

অনন্তর উদ্দীপন বর্ণিত হইতেছে। যে সকল বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণে আছে বলিয়া তিনি আলম্বন হয়েন, সে সকলই ভাব-বিভাবনের (উৎপাদনের) হেতুরূপে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কাল-ভেদে উদ্দীপন অনেক।

শরীর, বাক্য ও মানসাশ্রিত ভেদে গুণ ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত এ কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"নির্গুণ, নিরপেক্ষক, সুহৃদ্, প্রিয়, আত্মা আমাকে সাম্য, অসঙ্গ (অনাসক্তি) প্রভৃতি সমুদয় গুণ ভজন করে," ইত্যাদি। শ্রীভা, ১১।১৩।৪০

শ্রীধরা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে আলম্বন করিয়া সে সকল গুণ সম্যগ্রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের নিকট বলিয়াছেন—"সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব, সম, দম, তপ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুতি, জ্ঞান, বিরক্তি, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগ্লভ্য, প্রশ্রয়, শীল,

চ ॥ প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ । গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোহনহংকৃতিঃ ॥ ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ । প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ।
॥১১৬॥

সত্যং যথার্থভাষণম্ ॥ ১ ॥ শৌচং শুদ্ধত্বম্ ॥ ২ ॥ দয়া পরদুঃখাসহনম্ ॥ ৩ ॥ অনেন শরণাগতপালকত্বং ॥ ৪ ॥ ভক্ত-সুহৃত্ত্বঞ্চ ॥ ৫ ॥ ক্ষান্তিঃ ক্রোধাপত্তৌ চিত্তসংযমঃ ॥ ৬ ॥ ত্যাগো বদান্যতা ॥ ৭ ॥ সন্তোষঃ স্বতস্তৃপ্তিঃ ॥ ৮ ॥ আর্জবমবক্রতা ॥ ৯ ॥ অনেন সর্ব্বশুভঙ্করত্বঞ্চ ॥ ১০ ॥ শমো মনোনৈশ্চল্যম্ ॥ ১১ ॥ অনেন সুদৃঢ়ব্রতত্বঞ্চ ॥ ১২ ॥ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যম্ ॥ ১৩ ॥ তপঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিলীলাবতারানুরূপঃ স্বধর্ম্মঃ ॥ ১৪ ॥ সাম্যং শত্রুমিত্রাদিবুদ্ধ্যভাবঃ ॥ ১৫ ॥ তিতিক্ষা স্বস্মিন্ পরাপরাধসহনম্

সহ, ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কৃতি—হে ভগবন ! এ সকল এবং অন্য যেসকল গুণ-মহত্ত্বাভিলাষিগণ প্রার্থনা করেন, সেই নিত্য মহাগুণ সমূহ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ত্যাগ করে না ।” শ্রী ভাং ১।১৬।২৭ ॥১১৬॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—সত্য যথার্থ কথন (১), শৌচ—শুদ্ধত্ব (২), দয়া—পরদুঃখাসহন (৩), ইহা দ্বারা শরণাগত পালকত্ব (৪) ও ভক্ত-সুহৃত্ত্ব (৫), ক্ষান্তি — ক্রোধ উৎপত্তিতে চিত্তসংযম (৬), ত্যাগ—বদান্যতা (৭), সন্তোষ—আপনা হইতে তৃপ্তি (৮), আর্জ্জব—অকুটিলতা * (৯), ইহা দ্বারা সর্ব্বশুভকারিত্ব (১০), শম—মনের নিশ্চলতা (১১), ইহাদ্বারা সুদৃঢ়ব্রতত্ব (১২), দম — বহিরিন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা (১৩), তপঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম (১৪), সাম্য—শত্রু মিত্রাদি ভেদ বুদ্ধির অভাব (১৫), তিতিক্ষা—আপনার কাছে কেহ অপরাধ করিলে

॥ ১৬ ॥ উপরতির্লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রুতং শাস্ত্রবিচারঃ ॥ ১৮ ॥ জ্ঞানং পঞ্চবিধম্। বুদ্ধিমত্ত্বং ॥ ১৯ ॥ কৃতজ্ঞত্বং ॥ ২০ ॥ দেশকালপাত্রজ্ঞত্বং ॥ ২১ ॥ সর্বজ্ঞত্বং ॥ ২২ ॥ আত্মজ্ঞত্বঞ্চ ॥ ২৩ ॥ বিরক্তিরসদ্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ২৪ ॥ ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বম্ ॥ ২৫ ॥ শৌর্য্যং সংগ্রামোৎসাহঃ ॥ ২৬ ॥ তেজঃ প্রভাবঃ ॥ ২৭ ॥ অনেন প্রতাপশ্চ। স চ প্রভাববিখ্যাতিঃ ॥ ২৮ ॥ বলং দক্ষত্বম্। তচ্চ দুষ্করক্ষিপ্রকারিত্বম্ ॥ ২৯ ॥ ধৃতিরিতি পাঠে ক্ষোভকারণে প্রাপ্তেঽব্যাকুলত্বম্। স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানম্ ॥ ৩০ ॥ স্বাতন্ত্র্যমপরাধীনতা ॥৩১॥ কৌশলং ত্রিবিধং। ক্রিয়ানিপুণতা ॥ ৩২ ॥ যুগপদ্ভূরিসমাধানকারিতালক্ষণা চাতুরী ॥ ৩৩ ॥ কলাবিলাসবিদ্বত্তালক্ষণা বৈদগ্ধী চ ॥ ৩৪ ॥ কান্তিঃ কমনীয়তা। এষা চতুর্বিধা। অবয়বস্য ॥ ৩৫ ॥ হস্তাদ্যঙ্গাদি

তাহা সহ্য করা (১৬), উপরতি—লাভ প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য (১৭), শ্রুত—শাস্ত্র-বিচার (১৮), জ্ঞান—পাঁচ প্রকার ;—(ক) বুদ্ধি মত্তা (১৯), (খ) কৃতজ্ঞতা (২০), (গ) দেশকাল-পাত্রজ্ঞতা (২১), (ঘ) সর্ব্বজ্ঞত্ব (২২), (ঙ) আত্মজ্ঞত্ব (২৩), বিরক্তি—অসদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণা (২৪), ঐশ্বর্য্য—নিয়ন্তৃত্ব (২৫), শৌর্য্য—যুদ্ধোৎসাহ (২৬),তেজ—প্রভাব (২৭), ইহাদ্বারা প্রতাপও কথিত হইয়াছে—প্রভাবের খ্যাতিই প্রতাপ (২৮), বল—দক্ষতা, তাহা দুষ্কর কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা (২৯), (স্মৃতিস্থানে) ধৃতিপাঠে, ধৃতি—ক্ষোভ-কারণ-প্রাপ্তে অব্যাকুলতা, স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধান (৩০), স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা (৩১), কৌশল—তিন প্রকার ; (ক) ক্রিয়া-নিপুণতা (৩২), (খ) একসঙ্গে বহু-কার্য্য-সমাধানরূপ চাতুরী (৩৩), (গ) কলা-বিলাস-বিজ্ঞতারূপ বৈদগ্ধী (৩৪), কান্তি—কমনীয়তা(৩৫), হস্ত প্রভৃতি অঙ্গসকলের কমনীয়তা (৩৬),

লক্ষণস্থ ॥ ৩৬ ॥ বর্ণরসগন্ধস্পর্শশব্দানাম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র রসশ্চাধর-চরণস্পৃষ্টবস্তুনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ বয়সশ্চেতি ॥ ৩৮ ॥ এতয়া নারীগণমনোহারিত্বমপি ॥ ৩৯ ॥ ধৈর্য্যমব্যাকুলতা ॥ ৪০ ॥ মার্দবং প্রেমার্দ্রচিত্তত্বম্ ॥ ৪১ ॥ অনেন প্রেমবশ্যত্বঞ্চ ॥ ৪২ ॥ প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অনেন বাবদূকত্বঞ্চ ॥ ৪৪ ॥ প্রশ্রয়োঃ বিনয়ঃ ॥৪৫॥ অনেন হ্রীমত্ত্বং ॥৪৬॥ যথাযুক্তসর্বমানদাতৃত্বং ॥ ৪৭ ॥ প্রিয়ংবদত্বঞ্চ ॥ ৪৮ ॥ শীলং সুস্বভাবঃ ॥ ৪৯ ॥ অনেন সাধুসমাশ্রয়ত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥ সহো মনঃপাটবম্ ॥ ৫১ ॥ ওজো জ্ঞানেন্দ্রিয়পাটবম্ ॥ ৫২ ॥ বলং কর্মেন্দ্রিয়পাটবম্ ॥ ৫৩ ॥ ভগস্ত্রিবিধঃ । ভোগাস্পদত্বং ॥ ৫৪ ॥ সুখিত্বং । সর্বসমৃদ্ধিমত্ত্বঞ্চ ॥ ৫৬ ॥ গাম্ভীর্য্যং দুর্বিবোধাশয়ত্বম্ ॥ ৫৭ ॥ স্থৈর্য্য-

---

বর্ণরসগন্ধ-স্পর্শ-শব্দের কমনীয়তা — তাহাতে রস অধর-চরণ-স্পৃষ্টবস্তুগত বুঝিতে হইবে (৩৭), বয়সের কমনীয়তা (৩৮), ইহাদ্বারা নারীগণ-মনোহারিত্ব (৩৯), ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা (৪০), মার্দ্দব (মৃদুতা)—প্রেমাদ্র চিত্তত্ব (৪১), ইহাদ্বারা প্রেম-বশ্যত্ব (৪২), প্রাগলভ্য—প্রতিভা-প্রাচুর্য্য (৪৩), ইহাদ্বারা বাবদূকত্ব (বাক্‌পটুতা) (৪৪); প্রশ্রয়--বিনয় (৪৫), ইহাদ্বারা লজ্জাবত্ত্ব (৪৬), যথাযুক্ত সর্ব্বমানদাতৃত্ব (৪৭) ও প্রিয়ংবদত্ব (৪৮) ; শীল—সুস্বভাব (৪৯), ইহাদ্বারা সাধুসমাশ্রয়ত্ব (৫০), সহ—মনের পটুতা (৫১), ওজঃ— জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা (৫২), বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা (৫৩) ; ভগ, ত্রিবিধ—(ভোগাস্পদত্ব (৫৪), সুখিত্ব (৫৫) ও সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ত্ব (৫৬) ; গাম্ভীর্য্য—অভিপ্রায়ের দুর্জ্ঞেয়তা (৫৭), স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা (৫৮),

মচঞ্চলতা ॥ ৫৮ ॥ আস্তিক্যং শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্বম্ ॥ ৫৯ ॥ কীর্ত্তিঃ সাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ ॥ ৬০ ॥ অনেন রক্তলোকত্বঞ্চ ॥ ৬১ ॥ মানঃ পূজ্যত্বম্ ॥ ৬২ ॥ অনহঙ্কৃতিস্তথাপি গর্ব্বরহিতত্বম্ ॥ ৬৩ ॥ চকারাদ্ ব্রহ্মণ্যত্ব- ॥ ৬৪ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব- ॥ ৬৫ ॥ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহত্বাদয়ো জ্ঞেয়াঃ ॥ ৬৬ ॥ মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভিঃ প্রার্থ্যা ইতি মহাগুণা ইতি চ বরীয়স্ত্বমপি গুণান্তরম্ ॥ ৬৭ ॥ এতেন তেষাং গুণানাম্ অন্যত্র স্বল্পত্বং চলত্বঞ্চ তত্রৈব পূর্ণত্বম্ অবিনশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। অতএব শ্রীসূতবাক্যম্—নিত্যং নিরীক্ষ্যমাণানাং যদ্যপি দ্বারকৌকসাম্। ন বিতৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতমিতি। তথা নিত্যা ইতি ন বিয়ন্তি ইতি সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তত্বমপি গুণান্তরম্

আস্তিক্য—শাস্ত্র-চক্ষুষ্ট্ব * (৫৯), কীর্ত্তি—সদ্‌গুণসমূহের খ্যাতি (৬০), ইহাদ্বারা রক্তলোকত্ব—জনপ্রিয়ত্ব (৬১), মান—পূজ্যত্ব (৬২), অনহঙ্কৃতি—তথাপি (পূজ্য হইয়াও) গর্ব্বরাহিত্য (৬৩), শ্লোকস্থিত চকার (এবং শব্দদ্বারা) ব্রহ্মণ্যত্ব (৬৪), সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতত্ব (৬৫), সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহত্ব প্রভৃতি বুঝিতে হইবে (৬৬), মহত্ত্বাভিলাষীর প্রার্থনীয় 'মহাগুণ' শব্দদ্বারা শ্রেষ্ঠত্বও একটি গুণ (৬৭); ইহা দ্বারা সে সকল গুণের অন্যত্র অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব আর শ্রীভগবানে পূর্ণত্ব অবিনশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীসূত-বাক্য—"যাঁহার অঙ্গ শোভার আশ্রয় সেই অচ্যুতকে নিত্য দর্শন করিলেও দ্বারকাবাসিগণের নয়ন বিশেষরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই।" শ্রী ভা, ১।১১।২৬

শ্রীধরাদেবীর উক্তি শ্লোকে গুণসমূহ "নিত্য", কখনও ত্যাগ করেন না একথা থাকায় সর্ব্বদা গুণসকলের স্বরূপ সংপ্রাপ্তত্বও

---

* সব বিষয় শাস্ত্রোপদেশানুরূপ বুঝা।

॥ ৬৮ ॥ অন্যে চ জীবালভ্যা যথা। তত্রাবির্ভাবমাত্রত্বেঽপি সত্যসঙ্কল্পত্বম্ ॥ ৬৯ ॥ বশীকৃতাচিন্ত্যমায়ত্বম্ ॥ ৭০ ॥ আবির্ভাব-বিশেষত্বেঽপি অখণ্ডসত্ত্বগুণস্য কেবলস্বয়মবলম্বনত্বম্ ॥ ৭১ ॥ জগৎপালকত্বম্ ॥ ৭২ ॥ যথা তথা হতারিস্বর্গদাতৃত্বম্ ॥ ৭৩ ॥ আত্মারামগণাকর্ষিত্বম্ ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতত্বম্ ॥ ৭৫ ॥ পরমাচিন্ত্যশক্তিত্বম্ ॥ ৭৬ ॥ আনন্ত্যেন নিত্যনূতনসৌন্দর্য্যাদ্যাবির্ভাবত্বম্ ॥ ৭৭ ॥ পুরুষাবতারত্বেঽপি মায়ানিয়ন্তৃত্বম্ ॥ ৭৮ ॥ জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বম্ ॥ ৭৯ ॥ গুণাবতারাদিবীজত্বম্ ॥ ৮০ ॥ অনন্তব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়রোমবিবরত্বম্ ॥ ৮১ ॥ বাসুদেবত্বনারায়ণত্বাদি-লক্ষণভগবত্ত্বাবির্ভাবেঽপি স্বরূপভূতপরমাচিন্ত্যাখিলমহাশক্তিমত্ত্বম্ ॥ ৮২ ॥ স্বয়ং ভগবল্লক্ষণকৃষ্ণত্বে তু হতারিমুক্তিভক্তিদায়কত্বম্

একটী গুণ (৬৮), শ্লোকস্থ অন্য গুণসমূহ জীবের অলভ্য। যথা,—আবির্ভাব-মাত্রত্বেও সত্য-সঙ্কল্পত্ব (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে সঙ্কল্পের অন্যথা না হওয়া) (৬৯), বশীকৃতাচিন্ত্যমায়ত্ব (অচিন্ত্য শক্তি-রূপা মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখা) (৭০), আবির্ভাব-বিশেষ হইলেও অখণ্ড সত্ত্বগুণের একমাত্র অবলম্বনত্ব (৭১), জগৎ-পালকত্ব (৭২), যেখানে সেখানে হতশত্রুর স্বর্গদাতৃত্ব (৭৩), আত্মারামগণাকর্ষিত্ব (৭৪), ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতত্ব (৭৫), পরমাচিন্ত্য-শক্তিত্ব (৭৬), অনন্ত প্রকারে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবত্ব (৭৭), পুরুষাবতার-রূপেও মায়া-নিয়ন্তৃত্ব (৭৮), জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্ব (৭৯), গুণাবতারাদি-বীজত্ব (৮০), অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রোমবিবরত্ব (রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখিবার সামর্থ্য) (৮১), বাসুদেবত্ব নারায়ণত্বাদিরূপ ভগবত্ত্বাবির্ভাবেও স্বরূপভূত পরমাচিন্ত্যাখিল-মহাশক্তিত্ব (৮২), স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে কিন্তু হতারি মুক্তি ভক্তি

॥ ৮৩ ॥ স্বস্যাপি বিস্মাপকরূপাদিমাধুর্য্যবত্ত্বম্ ॥ ৮৪ ॥ অনিন্দ্রিয়াচেতনপর্য্যন্তাশেষসুখদাতৃস্বসান্নিধ্যত্বম্ ॥ ৮৫ ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥ ১ ॥ ১৬ । শ্রীপৃথিবী ধর্ম্মম্ ॥ ১১৬ ॥

দায়কত্ব (৮৩), নিজের বিস্ময়কর রূপাদি মাধুর্য্যবত্ত্ব (৮৪), ইন্দ্রিয়রহিত অচেতনে পর্য্যন্ত অশেষ সুখদ স্বসান্নিধ্যত্ব (৮৫), ইত্যাদি।

[**বিবৃতি**—এস্থলে যে ৮৫ প্রকার গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাঁচ ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। ৬৮ পর্য্যন্ত প্রথম, ৭৭ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ৮১ পর্য্যন্ত তৃতীয়, ৮২ পর্য্যন্ত চতুর্থ এবং ৮৫ পর্য্যন্ত পঞ্চম ভাগ। ৬৮ পর্য্যন্ত যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল সর্ব্বপ্রকার ভগবৎ-স্বরূপেই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে, ভক্তগণেও এসকল গুণ কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। এসকল গুণ এবং ৬৯—৭৭ পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণিত হইয়াছে সে সকল গুণ মৎস্যকূর্ম্মাদি ভগবদাবির্ভাব মাত্রেই আছে। এই সকল গুণ এবং ৭৭ হইতে ৮১ পর্য্যন্ত যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, সে সকল গুণ মহাবিষ্ণুতে আছে। এই সকল গুণ এবং ৮২ পর্য্যন্ত গুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি বাসুদেবে ও বিলাস-মূর্ত্তি নারায়ণে আছে। এস্থলে যে ৮৫ প্রকারের গুণ কথিত হইয়াছে সে সমুদয় গুণ, আরও অনন্তগুণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আছে] ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—এস্থলে গুণ সকলের দিগ্দর্শন মাত্র (কিঞ্চিন্মাত্র নির্দ্দেশ) করা হইল। যেহেতু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
র্ভূপাংশবঃ খেমিহিকা দ্যুভাসঃ ॥

শ্রীভা, ১০।১৪।৭

তদেতদ্দিঙ্‌মাত্রদর্শনম্‌। যত আহ—গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্‌ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্যেত্যাদি ॥ ১১৭ ॥

স্পষ্টম্‌ ॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্‌ ॥ ১১৭ ॥

"গুণাত্মা (যিনি গুণের অধিষ্ঠাতা বা গুণসকল যাঁহার স্বরূপভূত সেই) তুমি জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার গুণ-সকলের পরিমাণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? যে সকল সুনিপুণ ব্যক্তি (শ্রীসঙ্কর্ষণাদি) কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির রশ্মি-পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা তোমার গুণ গণনা করিতে অসমর্থ" ॥ ১১৭ ॥

শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে সেই সকল গুণের পরস্পর বিরুদ্ধ কোন কোন গুণও একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, "শ্রুতির শব্দই মূল" (২।১।১৭) এই ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণে তাহা স্বীকার করিতে হয়। কংস-রঙ্গস্থল-গত শ্রীকৃষ্ণ মল্লাদি নানাজনের নিকট নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা মল্লানামশনি ইত্যাদি (১) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাবেশের দৃষ্টান্ত।

[**বিবৃতি**—শ্রীভগবানে একাধারে পরস্পর বিরুদ্ধগুণ কিরূপে বিরাজ করিতেছে তাহা প্রমাণিত করিবার অন্য উপায় নাই ; শ্রুতিও তদনুগত শাস্ত্র তদ্রূপ কীর্ত্তন করিতেছেন, এই জন্য তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে "শ্রুতির শব্দই মূল" এই বেদান্তসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত প্রমাণ শ্রুতি ; শ্রুতিতে যে সকল শব্দ আছে, সে সকলই প্রমাণের মূল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের যাথার্থ্য ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ দ্বারা, অনুমান প্রমাণের

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৫০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তে চ তস্য গুণাঃ কেচিন্মিথো বিরুদ্ধা অপি অচিন্ত্যশক্তিত্বেনৈকাশ্রয়াঃ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়েন। মল্লানামশনিরিত্যাদিদর্শনাৎ। শিশোরনোঽল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্‌ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্ততেত্যাদেশ্চ। তত্র কেবলকৌমল্যগুণাবিষ্কারে সতি ক্বচিৎ পল্লব-

---

যাথার্থ্য হেতুদ্বারা উপলব্ধি করা যায়, শ্রুতির শব্দসকলের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার তেমন অন্য উপায় নাই। বেদের প্রমাণ প্রভু-সম্মিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রভু দাসকে যে আজ্ঞা করেন, তাহার তাহাই করিতে হয়, কোনও তর্ক চলেনা, বেদের বাণী সম্বন্ধেও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে। তাহার প্রমাণও আছে; অস্থি ও বিষ্ঠা অপবিত্র বস্তু, কিন্তু অস্থি শঙ্খকে আর বিষ্ঠা গোময়কে বেদ পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সকলেই শিরোধার্য্য করিয়াছে। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহ শ্রীভগবানে যে সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সমাবেশের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে সম্ভবপর।

শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ কংস-রঙ্গস্থলে দেখা গিয়াছে; তিনি মল্লগণের নিকট বজ্রকঠোর দৃঢ়াঙ্গ—মাতাপিতার নিকট সুকুমার শিশু, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্ব—স্ত্রীগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প ইত্যাদি।]

অনুবাদ—[বিরুদ্ধ-গুণ-সমাবেশের অন্য দৃষ্টান্ত—শকট-ভঞ্জনলীলায়] "শিশুর ক্ষুদ্র এবং প্রবাল হইতে কোমল মাত্র এক চরণদ্বারা আহত হইয়া শকট বিপরীত ভাবে পড়িয়া গেল।"

শ্রীভা, ১০।৭।৬

[বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ থাকিলেও সব সময় বিরুদ্ধ গুণ ব্যক্ত করেন না।] তাহাতে কেবল কোমল গুণ আবিষ্কার করিলে,

তল্পেষু নিয়ুদ্ধশ্রমকর্শিত ইত্যাদিকমপি যথার্থমেব। এবমেব শ্রীদামবিপ্রানীতকদন্নভোজননিবারণে লক্ষ্ম্যা অপি প্রবৃত্তিঃ। যথৈব তচ্চরিতেন ব্যক্তম্—বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাদি-

---

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিয়ুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রিতঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥

শ্রীভা, ১০।১৫।১৪

"শ্রীকৃষ্ণ কোন স্থানে বাহু যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে পল্লব-শয্যায় গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করেন",—ইহাও যথার্থ হয়।

আর, এইরূপেই (কেবল কোমলতা গুণ আবিষ্কারেই) শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীদাম বিপ্রের আনীত কদন্ন (চিপিটক) ভোজন করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য শ্রীরুক্মিণীদেবীরও প্রবৃত্তি হইয়াছিল। সেই কোমলতা আবিষ্কারের বিষয় শ্রীরুক্মিণী-দেবীর আচরণেই ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—

বালব্যাজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্ ॥

শ্রীভা, ১০।৬০।৭

"শ্রীরুক্মিণী সখীর হস্ত হইতে রত্নদণ্ড-বিশিষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তদ্বারা ব্যজন করিতে করিতে ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) উপাসনা করিতে-ছিলেন।"

[শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর কাছে নিজের কোমলতা প্রকটিত করিয়া-ছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিলেন, সখীর ব্যজন পর্য্যাপ্ত নহে; এই হেতু নিজেই ব্যজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারপর যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম-বিপ্রকর্ত্তৃক আনীত চিপিটক ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেবী মনে করিলেন, যিনি তেমন সুকোমল, তাঁহার পক্ষে ইহা কষ্টকর কার্য্য।

ত্যাদৌ। অতএব ইতি মুষ্টিমিত্যাদৌ সা তৎপরেত্যুক্তম্। অত্র চ এতেনৈব মদংশলেশরূপায়া বিভূতেরনুগ্রহভাজনময়ং জাত ইতি কদন্নভোজনেনালমিতি ভাবঃ। বিরুদ্ধার্থসম্ভাবেঽপি ন তু

এই হেতু নিবারণ করিয়াছেন।] সেই কারণে ইতি মুষ্টি ইত্যাদি শ্লোকে * শ্রীরুক্মিণীকে "তৎপরা"—কৃষ্ণ-সুখাভিলাষিণী বলা হইয়াছে।

এস্থলে শ্রীরুক্মিণীদেবীর অভিপ্রায়—যে একমুষ্টি ভোজন করিয়াছি, ইহাতেই এ ব্যক্তি আমার অংশ-লেশরূপা বিভূতির (সম্পচ্ছক্তির) অনুগ্রহভাজন হইয়াছে, আর কদন্ন ভোজনে কি প্রয়োজন?

[**বিবৃতি**—শ্রীদাম-বিপ্রকে ধনদান অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিপিটক ভক্ষণ করেন। তাহার উদ্দেশ্য—আমি এই প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলে ঐশ্বর্য্য-শক্তির পরমাংশিনী শ্রীরুক্মিণী-দেবী এই বিপ্রের প্রতি প্রসন্না হইবেন; যেহেতু আমার তৃপ্তিতেই তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন। তাঁহার সন্তোষে ঐশ্বর্য্য-শক্তি প্রসন্না হইয়া এই বিপ্রকে প্রচুর সম্পদ্ দান করিবে। এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চিপিটক ভক্ষণ করিতেছেন বুঝিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে তাঁহার সন্তোষ, ইহা রুক্মিণীর তৎপরায়ণতার পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের কোমলতার পরিচয় পাইয়াই তিনি তাদৃশ রুক্ষ ভোজন হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিতে পারেন, এমন গুণ তাঁহার আছে। সেই গুণ যদি

* ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে।
তাবৎ শ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ॥
১০।৮১।৮

দোষাস্তত্র সম্ভাব্যাঃ। অয়মাত্মাপহতপাপ্মেতি শ্রুতেঃ। যথাচোক্তং কৌর্মে—ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ সমন্তত ইতি। ততস্তদ্গুণানামন্যদীয়ানামিব দোষমিশ্রত্বং নিষেধতি—ততস্ততো নূপুরবল্গুশিঞ্জিতৈর্বিসর্পতী হেমলতেব সা বভৌ। বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্। গন্ধর্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দন্ ॥১১৮॥

উঁহার নিকট তখন প্রকাশ করিতেন, তবে তিনি তাহাকে বারণ করিতেন না; কেবল কোমলতার পরিচয় পাইয়াই ঐরূপ করিয়াছেন।]

অনুবাদ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশে থাকিলেও শ্রীভগবানে দোষ সম্ভাবনা করা যায় না; কারণ, "এই আত্মা পাপ-রহিত" (ছান্দোগ্য)—শ্রুতি ইঁহাকে দোষ-রহিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশেও দোষাভাবের কথা কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ঐশ্বর্য্য যোগে ভগবান্ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম (পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ-বিশিষ্ট) বলিয়া কথিত হয়েন, তথাপি পরমেশ্বরে সর্ব্বত্র দোষানুসন্ধান বর্জ্জন করিবে।

[শ্রীভগবান্ নির্দ্দোষ গুণ-রত্নাকর।] সেই জন্য তাঁহার গুণ-সকলে অন্যের গুণসকলের মত দোষমিশ্রণ নিষেধ করিতেছেন—[সমুদ্র মন্থনে আবির্ভূতা লক্ষ্মী, অভিষেকের পর] নূপুরের মনোহর ধ্বনি করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে, গতিশীলা স্বর্ণলতার ন্যায় তিনি শোভা পাইলেন। তিনি আপনার অনিন্দ্য নিত্য আশ্রয়-যোগ্য ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহাতে নিত্য-সদ্গুণ-সকল বিরাজ করিতেছে এমন আশ্রয় গন্ধর্ব্ব,

সা লক্ষ্মীঃ। পদমাশ্রয়ং ধ্রুবং নিত্যম্। অব্যভিচারিণো নিত্যাঃ সন্তশ্চ গুণা যস্মিন্। তদেব ব্যনক্তি ত্রিভিঃ—নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো জ্ঞানং ক্বচিত্তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্। কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কামনির্জয়ঃ স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ধর্ম্মঃ ক্বচিত্তত্র ন ভূতসৌহৃদং ত্যাগঃ ক্বচিত্তত্র ন মুক্তিকারণম্। বীর্য্যং ন পুংসোঽস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ॥ক্বচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং ক্বচিত্তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ। যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ সুমঙ্গলঃ কশ্চন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্॥১১৯॥

সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ এমন কি স্বর্গবাসী দেবগণ, ইঁহাদের কাহাকেও দেখিলেন না।” শ্রীভা, ৮।৮।১১।১১৮॥

শ্লোকার্থঃ—তিনি—লক্ষ্মী; পদ—আশ্রয়। অব্যভিচারি সদ্গুণ—নিত্য-সদ্গুণ-সমূহ যাহাতে আছে এমন ব্যক্তি। ১১৮॥

অব্যভিচারি-সদ্গুণ যে অন্যে নাই তাহা ইহার পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন “যাহার তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ জয় নাই; কোন স্থানে জ্ঞান আছে, কিন্তু আসক্তি বর্জ্জন নাই; কেহ মহৎ, কিন্তু কামজয়ী নহেন; যাহার পরাপেক্ষা আছে, সে ত ঈশ্বরই নহে; কোন স্থলে ধর্ম্ম আছে কিন্তু জীবে দয়া নাই; কোথাও ত্যাগ আছে, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে; কোন কোন পুরুষের বীর্য্য আছে, কিন্তু কালবেগ হইতে অব্যাহতি নাই; গুণ-সঙ্গ-বর্জ্জিত দ্বিতীয় কেহ নাই; কেহ দীর্ঘায়ু, কিন্তু মঙ্গলশীল নহে; কেহ মঙ্গলশীল, কিন্তু আয়ু অনিশ্চিত; যাহাতে উভয় অর্থাৎ শীল-মঙ্গল ও আয়ুঃ স্থৈর্য্য আছে, তিনি অমঙ্গল; সুমঙ্গল কেহ কি আমাকে অভিলাষ করেন? শ্রীভা, ৮।৮।১৩—১৫।১১৯॥

অত্র তপআদিভিরপি ন সাম্যং বিবক্ষিতম্‌। অসাম্যপ্রসিদ্ধেঃ। যথোক্তম্‌ ইমে চেত্যাদৌ প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভিরিতি। যস্ত দুর্ব্বাস-আদেঃ। কচিদ্‌গুরুশুক্রাদৌ। কশ্চিদ্‌ব্রহ্মসোমাদিঃ। যঃ পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ পরাপেক্ষ ইন্দ্রাদিঃ স কিমীশ্বরঃ। ক্বচিৎ পরশুরামাদ্দিতুল্যে তদানিন্তনে ন ভূতসৌহৃদম্‌। শিবিরাজতুল্যে ন মুক্তিকারণং ত্যাগঃ। পুংসঃ কার্ত্তবীর্য্যাদিতুল্যস্ত বীর্য্যমস্তি,

---

শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যা—এস্থলে তপস্যাদি দ্বারাও অন্যের ভগবৎ-সাম্য প্রাপ্তি বলা অভিপ্রেত হয় নাই; যেহেতু অসাম্যের প্রসিদ্ধি আছে;—"এ সকল গুণ এবং অন্য যেসকল গুণ মহত্ত্বাভিলাষিগণ প্রার্থনা করেন," এই পৃথিবী-বাক্যে (১) কেহ যে তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তাহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেসকল গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজ করে, অন্য মহদ্ব্যক্তিগণ সে সকল প্রার্থনা করেন, এই হেতু তাঁহারা তত্তুল্য হইতে পারেন না।

[শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক গুণ বিচার ব্যাখ্যাত হইতেছে।] যাহার—যে দুর্ব্বাসার তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ জয় নাই। (২) গুরু (বৃহস্পতি) শুক্রাদিতে জ্ঞান আছে, কিন্তু আসক্তি বর্জ্জন নাই। (৩) ব্রহ্মা চন্দ্রাদি মহৎ, কিন্তু কামজয়ী নহেন। (৪) ইন্দ্রাদি দেবতা পরাপেক্ষা করেন, এই হেতু তাহারা ঈশ্বর হইতে পারেন না। (৫)

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১১৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) দুর্ব্বাসা অম্বরিষাদি মহাভাগবতের প্রতি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করেন।

(৩) বৃহস্পতি দেবগণে, শুক্র অসুরগণে আসক্ত ছিলেন।

(৪) ব্রহ্মা কন্যাতে, চন্দ্র গুরু-পত্নীতে আসক্ত হয়েন।

(৫) ইন্দ্রাদি দেবতা অসুর জয়ের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এমন কি মুচুকুন্দাদি রাজগণের পর্য্যন্ত অপেক্ষা রাখেন।

কিন্ত্বঙ্গবেগনিষ্কৃতং কালবেগপরিহৃতং ন ভবতি। যতস্তেষাং তত্তদ্গুণত্বমপি মায়াগুণকৃতমেব ন তু তদতীততদ্‌গুণত্বমিতি পরামৃশতি, নহীতি। হি যস্মাৎ দ্বিতীয়ঃ শ্রীমুকুন্দাদন্যঃ। অনেন্ন সনকাদয় আত্মারামা অপি পরিহৃতাঃ। তেষাং শমদমাদিগুণানাং মায়িকত্বাৎ। তথা শিবোঽপি পরিহৃতঃ। শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইতি, হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাদিত্যাদ্যুক্তেঃ। অথ প্রকারান্তরেণ শিবং পরিহর্ত্তুমুপক্রমতে। ক্বচিন্মার্কণ্ডেয়াদৌ

পরশুরামাদিতে ধর্ম্ম আছে, কিন্তু জীবে দয়া নাই। (৬) শিবিরাজ-তুল্য জনে ত্যাগ আছে,কিন্তু তাহা মুক্তির জন্য নহে। (৭) কার্ত্তবীর্য্যাদি তুল্য ব্যক্তিতে বীর্য্য আছে, কিন্তু কালবেগ হইতে তাহাদের অব্যাহতি নাই—তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল। এ সকলের সেই সেই গুণ মায়ার গুণ প্রভাবে গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মায়ার অতীত গুণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এই হেতু বিচার করিতেছেন,গুণ-সঙ্গ-ব্যতীত দ্বিতীয়—শ্রীমুকুন্দ ছাড়া অন্য কেহ নাই, ইহাদ্বারা সনকাদি আত্মরামগণও পরিত্যক্ত হইলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের গুণও মায়-সম্পর্ক বর্জ্জিত নহে, তাঁহাদের শমাদি গুণও মায়িক।

তদ্রূপ শিবও পরিত্যক্ত হইলেন—"শিব সর্ব্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত" (শ্রীভা, ১০।৮৮।২); "হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি প্রকৃতির অতীত" (শ্রীভা, ১০।৮৮।৪); এই দুই শ্লোকে শিব ও হরির বৈষম্য বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর অন্য প্রকারে শিবের শ্রীমুকুন্দ-সাম্য পরিহারের উপক্রম করিতেছেন। মার্কণ্ডেয়াদি কেহ কেহ

---

(৬) পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

(৭) শিবিরাজাদির ত্যাগ, যশঃ বা স্বর্গাভিলাষে।

চিরায়ুশ্চিরজীবিতা। শীলমঙ্গলশব্দেনাত্র ভোগ উচ্যতে। ইন্দ্রিয়দমনশীলত্বাদিতি টীকায়াং হেত্বভিধানাৎ। অভোগিনোঽপ্যমঙ্গলস্বভাবত্বেন লোকে নামাগ্রহণদর্শনাচ্চ। যদ্বা ক্বচিন্ময়দানবাদৌ চিরজীবিতাস্তি, শীলে স্বভাবে মঙ্গলং মাঙ্গল্যং নাস্তীত্যর্থঃ, অসুরস্বভাবত্বাদেব। বলিপ্রভৃতিষু শীলমঙ্গলমপ্যস্তি, কিন্ত্বায়ুষো বেদ্যং বেদনং নাস্তি, মরণানিশ্চয়াৎ। যত্র শিবে মঙ্গলঃ স্বভাবো নিত্যত্বাচ্চায়ুষো বেদ্যং চেত্যুভয়মপ্যস্তি, সোঽপ্যমঙ্গলঃ বহিঃ শ্মশানবাসাদ্যমঙ্গলচেষ্টিতঃ। শ্রীমুকুন্দং লক্ষ্যীকৃত্যাহ, যঃ কশ্চন কোঽপি তত্তদ্গুণাতিক্রম্যনন্তগুণত্বাত্তত্তদ্দোষহীনত্বাচ্চ সুমঙ্গলঃ অতি-

---

চিরায়ু, কিন্তু তাহাদের শীল-মঙ্গল নাই। শীলমঙ্গল-শব্দে এস্থলে ভোগই কথিত হইয়াছে। শ্রীস্বামিপাদ-টীকায় শীলমঙ্গল না থাকার হেতু লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়-দমন-শীলত্ব।" [যাঁহারা ইন্দ্রিয়-দমনশীল তাঁহারা ভোগ বর্জ্জিত। শীল-মঙ্গল বলিতে ভোগ বুঝায় তাহা ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে।] যাহারা অভোগী, তাহারা অমঙ্গল-স্বভাব বলিয়া লোকেও তাহাদের নাম লয় না; ইহাতেও শীল-মঙ্গল বলিতে যে ভোগ বুঝায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কিম্বা (অর্থান্তর), ময়দানবাদি কোন কোন ব্যক্তিতে চিরজীবিতা আছে, কিন্তু শীলে—স্বভাবে মঙ্গল নাই; কারণ, তাহারা অসুর-স্বভাব। বলি প্রভৃতিতে শীলমঙ্গল আছে, কিন্তু তাহাদের আয়ু জানা যায় না; কারণ, তাহাদের মরণ অনিশ্চিত। যে শিব মঙ্গল-স্বভাব এবং নিত্য বলিয়া যাঁহার আয়ুও জানা যায়; তাহাতে উভয় আছে, কিন্তু তিনি মঙ্গল-বর্জ্জিত—শ্মশান-বাসাদি অমঙ্গল-চেষ্টায় রত। তারপর শ্রীমুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে কেহ—কোনজন আবার সেই সেই গুণ হইতে অধিক অনন্ত গুণশালী এবং সে সকল দোষবর্জ্জিত বলিয়া

শয়েন সর্বেষাং মঙ্গলনিধানরূপঃ। স তু মাং স্বরূপেণ পরমানন্দরূপাং শক্ত্যা চ সর্বসম্পত্তিদায়িনীমপি ন হি কাঙ্ক্ষতি। স এব স্বরূপগুণসম্পত্তিভিঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ। অথচ প্রেমবশোঽসৌ প্রেমবতীং মাং কথং নাকাঙ্ক্ষেদিত্যভিপ্রেত্য শ্লেষেণ কশ্চন কোঽপি সুমঙ্গলঽসৌ হি নিশ্চিতং মাং কাঙ্ক্ষতীত্যপি ভাবিতম্। ইদমত্র তত্ত্বম্! পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তির্দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তেরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি। ততঃ স্বস্মিন্ পরমানন্দত্বস্য সর্বগুণসম্পত্তেশ্চ স্বরূপসিদ্ধপরমপূর্ণতাৎ উভয়থাপি ন তাং পৃথগ্ভূয় স্থিতাং মূর্ত্তিমতীমপেক্ষতে। যথা থল্বন্যঃ। কিন্তু

সুমঙ্গল—অতিশয়রূপে সকলের মঙ্গল-নিধান-স্বরূপ, তিনি কিন্তু স্বরূপে পরমানন্দরূপা এবং শক্তিতে সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী আমাকে অভিলাষ করেন না, ইহাতে বুঝা যায় তিনিই স্বরূপে, গুণে ও সম্পত্তিতে পূর্ণ। অথচ প্রেমবশ উনি প্রেমবতী আমাকে কোন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না? —এই অভিপ্রায়ে শ্লেষে কেহ—কোন জন সুমঙ্গল, উনি আমাকে নিশ্চয়ই বাঞ্ছা করেন ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন।

এস্থলে ইহাই তত্ত্ব—যে স্বরূপ-শক্তির গুণাদি-সম্পদ্রূপা অনন্ত-শক্তি-বৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা বিরাজ করেন; তাঁহার অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজ মূর্ত্তিতে (নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া কেবল শক্তিরূপে), আর বাহিরে লক্ষ্মী-নাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া; এই স্বরূপশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ আপনাতে পরমানন্দ ও সর্ব্বগুণ-সম্পত্তির স্বরূপসিদ্ধ পরম-পূর্ণতা-হেতু, স্বরূপশক্তির দ্বিবিধ

ভক্তবশ্যতাস্বভাবেন তাং প্রেমবতীমপেক্ষত এবেতি প্রকরণং নিগময়তি—এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদ্‌গুণৈর্বরং নিজৈকাশ্রয়তাগুণাশ্রয়ম্। বব্রে বরা সর্বগুণৈরপেক্ষিতং রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্॥১২০॥

মুকুন্দং বরং বব্র ইত্যন্বয়। তং বিশিনষ্টি। অব্যভিচারিভিঃ সদ্ভির্নির্দোষৈশ্চ গুণৈর্বরং সর্বোত্তমম্। নিজৈকাশ্রয়তয়া অন্যনিরপেক্ষত্বেনৈব চ গুণাশ্রয়ং স্বরূপসিদ্ধতত্তদ্‌গুণমিত্যর্থঃ। অতএব

সংস্থানে পৃথগ্‌রূপে অবস্থিতা মূর্ত্তিমতি লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা হইলেও তাঁহার অপেক্ষা করে না, যেমন—অন্য জন। অর্থাৎ সাধারণ জন যেমন আপনার পূর্ণতা উপলব্ধি করিলে···অভাব বোধ না করিলে, অন্য কিছু চাহে না, শ্রীভগবান্‌ও তেমন পরমানন্দপূর্ণ এবং সর্ব্ব-গুণ-সম্পত্তি দ্বারা স্বভাবতঃ পূর্ণ বলিয়া গুণ-সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপা লক্ষ্মীরও অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু ভক্ত-বশ্যতা-স্বভাব-বশতঃ প্রেমবতী বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা করেন॥১২০॥

[তারপর লক্ষ্মীর] স্বয়ংবর-প্রকরণ জানাইতেছেন—"এই প্রকার বিচার করিয়া অব্যভিচারি-সদ্‌গুণ-সমূহদ্বারা শ্রেষ্ঠ—নিজৈকাশ্রয়তা-গুণের আশ্রয়, সর্ব্বগুণের অপেক্ষণীয়, নিরপেক্ষ ও নিজাভীষ্ট মুকুন্দকে পতিরূপে বরণ করিলেন।" শ্রীভা, ৮৷৮৷১৬৷১২০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—যে মুকুন্দকে পতিরূপে বরণ করিলেন, তাঁহার বিশেষ পরিচয় দিতেছেন। তিনি অব্যভিচারি সদ্‌গুণবর,—অব্যভিচারি-সৎ—নির্দ্দোষ যে গুণ সমূহ সে সকলদ্বারা বর—শ্রেষ্ঠ, নিজৈকাশ্রয়তা-গুণাশ্রয়—নিজের একমাত্র আশ্রয়তা ও অন্য নিরপেক্ষতাদ্বারা গুণাশ্রয়,—সে সকল গুণ তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ।

তেষাং গুণানাং প্রকৃতিসম্বন্ধিত্বমপি খণ্ডিতম্। স্বতঃ পরমানন্দ-ঘনরূপত্বাৎ সর্বগুণৈরপেক্ষিতং স্বয়ং নিরপেক্ষম্। অতএব নিজাভীপ্সিতমিতি ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২০ ॥

অথ পূর্বোক্তগুণবিরোধত্বাদ্দোষমাত্রং তস্মিন্নাস্ত্যেব। তত্র সামান্যৈশ্বর্য্যে দয়াবিপরীতং পরমসমর্থস্য তস্যাভক্তনরকাদিসংসার-দুঃখানুদ্ধারিত্বং প্রাকৃতদুঃখাস্পৃষ্টচিত্তত্বেন পরমাত্মসন্দর্ভাদৌ

অতএব সে সকল গুণের মায়া-সম্পর্কিতত্বও খণ্ডিত হইল। স্বতঃ-পরমানন্দঘনরূপ হেতু তিনি সর্ব্বগুণের অপেক্ষণীয়, কিন্তু স্বয়ং নিরপেক্ষ। অতএব (লক্ষ্মীর) নিজাভীষ্ট।

[**বিবৃতি**— শ্রীভগবানে যে সকল গুণ আছে, সে সকল তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে আশ্রয় করে না, এইজন্য সে সকল গুণ অব্যভিচারী। একমাত্র তিনিই সকলের আশ্রয়, ইহা তাঁহার নিজৈকাশ্রয়তা। এই হেতু গুণসকল তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, অথচ গুণসকলের তিনি কোন অপেক্ষা রাখেন না। সে সকল গুণ তিনি অন্য স্থান হইতে আহরণ করেন নাই, আর তিনি ভিন্ন অন্য কেহ আশ্রয় না থাকায়, সর্ব্বদা গুণসকল তাঁহাতেই আছে; এই হেতু সে সকল তাঁহার স্বরূপ-সিদ্ধ।] ১২০॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত গুণসকলের বিরোধী বলিয়া কোন দোষই তাঁহাতে নাই, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত। যাঁহার সামান্য ঐশ্বর্য্য থাকে তিনিও দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, আর পরম-সমর্থ শ্রীভগবান্ অভক্তগণকে নরকাদি দুঃখ ও সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন না, ইহাতে তাঁহার যে দয়ার বৈপরীত্য অনুমিত হয় তাহার কারণ, প্রাকৃত দুঃখ তাঁহার চিত্তকে

পরিহৃতমস্তি। পাণ্ডবাদিবৎ ক্বচিৎ প্রাকৃতদুঃখাভাবাৎ তদ্বিয়োগাদ্বা উত্থিতে ভক্তিরসসঞ্চারিলক্ষণভক্তদৈন্যেঽপি কদাচিৎ তৎপ্রসাদদর্শনাভাবশ্চ তেন পুষ্টেন সঞ্চারিণা ভক্তিরসপোষণার্থ এব।

স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং তাহা তাঁহার দোষ নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া পরমাত্ম-সন্দর্ভাদিতে তাঁহাতে দোষ-সম্ভাবনা পরিহার করা হইয়াছে। আর কোনস্থলে পাণ্ডবাদির মত ভগবদ্বিচ্ছেদ হইতেই * উপস্থিত, ভক্তিরসের সঞ্চারিভাব-রূপ যে ভক্ত-দৈন্য দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত দুঃখ নহে; তথাপি কোন কোন সময়ে তাহাতে যে শ্রীভগবানের প্রসাদাভাব দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা (প্রসাদাভাব দ্বারা) পুষ্ট সঞ্চারিভাব-সহযোগে ভক্তিরস পোষণ করা।

[**বিবৃতি**—নিখিল সদ্‌গুণ-নিধি শ্রীভগবানে দয়ার অভাব আছে বলিয়া কাহারও সংশয় হইতে পারে; এ স্থলে সেই সংশয় ছেদন করিতেছেন। দয়া—পরদুঃখাসহন। অন্যের দুঃখ-মোচন-চেষ্টাতেই দয়ার পরিচয়। অভক্ত ও ভক্ত এই উভয়বিধ ব্যক্তির মধ্যেই দুঃখী আছে। উভয়ত্র শ্রীভগবানের অন্য-দুঃখ-মোচনের চেষ্টার অভাব দেখা যায়। তন্মধ্যে অভক্তগণের দুঃখ মায়াসম্ভূত। তাহা মায়ার অতীত শ্রীভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারেন না বলিয়া তাহাদের দুঃখে তাঁহার সহানুভূতি জন্মে না, এই জন্য অভক্ত ইহ-পরকালে যত দুঃখ পায়, তাহাতে শ্রীভগবানের দয়ার উদ্রেক হয় না। এইরূপে প্রাকৃত-দুঃখ-দর্শনে দয়ার অনুদ্রেকের হেতু নির্দেশ

---

* মূলে "তদ্বিয়োগাদ্বা"—এই বাক্যাংশে যে "বা" শব্দ আছে, তাহা এবার্থে প্রযুক্ত। এবার্থে বা :অব্যয় প্রয়োগ বিশ্ব-প্রকাশ-সম্মত। এস্থলে তদনুরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে।

ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয় ইতি তস্যৈব মুখ্য-প্রয়োজনত্বাৎ। ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্লামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহমিতি

করিয়া, অপ্রাকৃত-দুঃখে দয়ার অনুদ্রেকের হেতু বলিতেছেন—এ স্থলে ভক্ত বলিতে যাঁহারা পাণ্ডবগণের মত প্রাকৃত-দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে, তাঁহাদের এক অপ্রাকৃত-দুঃখ আছে; তাহা ভগবদ্বিচ্ছেদ-জনিত। সেই দুঃখ শ্রীভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করে। সেই দুঃখ শ্রীভগবানকে জানাইবার নিমিত্ত তাঁহারা দৈন্য (১) প্রকাশ করিলেও তিনি যে তাহা দূর করেন না, তাহার উদ্দেশ্য ভক্তিরস পোষণ করা। এই দৈন্য তেত্রিশ ব্যভিচারি-ভাবের অন্তর্গত একটী ব্যভিচারিভাব। ইহা দ্বারা ভক্তিরস পুষ্ট হয়। ভক্তিরস পোষণের জন্য তিনি ঐ স্থলে দয়া প্রকাশ করিয়া বিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করিবার জন্য ভক্তের আর্ত্তি শ্রবণ মাত্র উপস্থিত হয়েন না, তবে যখন ভক্তিরস পুষ্টতা লাভ করে তখন তিনি অবিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করেন। ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীভগবানে দয়ার অভাব, দয়া প্রকাশ না করিবার হেতু নহে; তাঁহাতে অনন্ত দয়া বর্ত্তমান আছে, বিশেষ কারণেই তাহা করেন না।]

অনুবাদ—[ভক্তিরস পোষণ করাই যে শ্রীভগবানের অভিপ্রেত, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীকুন্তীর উক্তিতে আছে। তিনি বলিয়াছেন—] "ভক্তিযোগ বিধানার্থ তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। স্ত্রী-জাতি আমরা কিরূপে তোমার দর্শন পাইব।" শ্রীভা, ১।৮।১৯

এই বাক্যে ভক্তিরস-পোষণেই মুখ্য প্রয়োজন বলা হইয়াছে।

---

(১) আত্মনিকৃষ্টতামননেন চাটুঃ। লোচন-রোচনী। আপনার নিকৃষ্টতা মনে করিয়া কাকুবাদ করার নাম দৈন্য। সেই দৈন্য চতুর্ব্বিধ—দুঃখ-হেতু, ত্রাসহেতু, অপরাধ-হেতু ও লজ্জাহেতু। এ স্থলে দুঃখহেতু দৈন্যের কথা বলা হইতেছে।

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি ইত্যাদৌ ন শক্নু মস্ত্বচ্চরণং সংত্যক্তু মিতি বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বদিতি নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপীতি চ দৈন্যেন

দৈন্য দ্বারা ভক্তিরস-পোষণের প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যসমূহ। শ্রীবলি-মহারাজের সর্ব্বস্ব গ্রহণের পর শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন হরণ করিয়া থাকি।" (১) শ্রীভা, ৮।২২।২৪

[কালীয়-দমনের পর, কালিন্দীর উপকূলে শ্রীকৃষ্ণ-সহিত ব্রজবাসি-গণের অবস্থিতি-কালে তাঁহারা দাবাগ্নি বেষ্টিত হইয়া বলিয়াছিলেন—]

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
নশক্নু মস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তু মকুতোভয়ম্॥

শ্রীভা, ১০।১৭।১৬

"হে প্রভো! আমরা তোমার নিজজন, সুহৃদ। ঘোরতম দাবানল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার চরণাশ্রয় করিলে কোথাও ভয় থাকে না, আমরা সেই চরণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।" এই শ্লোকের "তোমার চরণ" ইত্যাদি বাক্য।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি কুন্তী-বাক্য—"নিরন্তর সে সকল বিপদ হউক।" (২)

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—"হে সখীগণ! আমি কিন্তু ভজন করিলেও ভজন করি না।" (৩)

এই সকল বাক্যে দৈন্য হইতে ভক্তিরস-পোষণ শুনা যায়; সুতরাং

(১) ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষস্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥

হে ব্রহ্মন্! ……………করিয়া থাকি; কারণ, ধনদ্বারা মত্ততা জন্মে, তাহাতে পুরুষ অনম্র হইয়া সকল লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৫০ পৃষ্ঠায়।

(৩) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৩৭৫ পৃষ্ঠায়।

তৎপোষণশ্রবণাৎ। এবমেব শ্রীমদ্ব্রজবালানাং ব্রহ্মদ্বারা মোহনমপি ব্যাখ্যেয়ম্। তস্মিন্ বহির্মোহেঽপি তেষাং মনসি ভোজনমণ্ডলাবস্থিতমাত্মানমনুসন্দধানানাং বৎসান্বেষণার্থাগত শ্রীকৃষ্ণ-প্রত্যাগমনভাবনাসাতত্যেন প্রেমরসপোষণাৎ। যথোক্তম্—
ঊচুশ্চ সুহৃদং কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা। নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতামিতি। যজ্ঞপত্নীনামঙ্গীকারস্তাসাং

ভগবদ্বিয়োগ-দুঃখোত্থিত ভক্ত-দৈন্যে শ্রীভগবানের প্রসাদাভাব দৃষ্ট হইলেও তাহা দয়ার অভাবের পরিচায়ক নহে।

[ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনাভিলাষে যখন তাঁহার সখাগণকে মায়া-মুগ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে নিরতিশয় দুঃখ হইয়াছিল, এই আশঙ্কা করিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন না, ইহা কি তাঁহার দয়াহীনতার পরিচয় নহে? তাহাতে বলিলেন—] ব্রহ্মা দ্বারা শ্রীমদ্ব্রজবালকগণের মোহনেও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের বাহিরে মোহ জন্মিলেও মনে বিশ্বাস ছিল—নিজেরা ভোজনমণ্ডলী-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আর বৎসান্বেষণে গত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন-ভাবনাও সে সঙ্গে ছিল, এই জন্য তাহাতে প্রেমরস পুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীব্রজবালকগণের সেইরূপ উক্তি—"সুহৃদ্গণ সমাগত কৃষ্ণকে হর্ষে বলিলেন, তোমাকে রাখিয়া আমরা এক গ্রাসও ভোজন করি নাই; এস, ভালরূপে ভোজন কর।" শ্রীভা. ১০।১৪।৪৩

[কেহ বলিতে পারেন, এ স্থলে না হয় উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল, কিন্তু পরমানুরাগবতী যজ্ঞপত্নীগণকে যে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন নাই, তাহাতে নিশ্চয়ই দয়াহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য

ব্রাহ্মণীত্বাত্তাদৃশলীলায়াং সর্ব্বেষামনভিরুচেঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ইতি ন্যায়াৎ। নৈতৎ পূর্ব্বৈ-কৃতং ত্বন্ন ন করিষ্যন্তি চাপরে। যত্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ। তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন স্বশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো ইত্যত্র তেজীয়সামপি তদনুচিততা শ্রূয়তে ইতি। এবমেবাহ—ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ১২১ ॥

বলিলেন—] যজ্ঞ-পত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন নাই; যেহেতু, সেইরূপ লীলা সকলেরই অপ্রীতিকর হইত। "শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসকল তৎপরায়ণ হয়েন," (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬)—এই ন্যায়ানুসারে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোপলীলায় সেই ব্রাহ্মণীগণকে প্রেয়সীরূপে অঙ্গীকার করিলে, তাহার লীলা লোকের রুচিকর হইত না।

[যদি কেহ বলেন, পরম-তেজীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ কার্য্য দোষের বিষয় হইত না। অতঃপর এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিতেছেন। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া নিজ কন্যা অভিলাষী হইলে, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন—] "আপনি সকলের প্রভু, আপনি কাম জয় না করিয়া যে কন্যাগমনে উদ্যত হইলেন; ইহা আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ করে নাই, পরবর্ত্তী কেহও করিবে না। হে জগদ্‌গুরো! তেজীয়ান্-গণের পক্ষেও এই কার্য্য যশস্কর নহে," (শ্রীভা, ৩।১২।১৬—১৭)—এ স্থলে তেজীয়ান্‌গণেরও তাদৃশ কার্য্য অনুচিত বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে এই প্রকারই (তাদৃশ-লীলার আরোচকতার কথাই) বলিয়াছেন—"ইহাতে (আমার সহিত আপনাদের) অঙ্গ-সঙ্গ নরগণের প্রীতি ও অনুরাগের হেতু হইবে না; সুতরাং আমাতে

ইহ ব্রাহ্মণজন্মনি ভবতীনামঙ্গসঙ্গঃ সাক্ষান্মৎপরিচর্য্যারূপো-হর্থো নৃণাং এতচ্চরিতদ্রষ্টৃশ্রোতৃণাং প্রীতয়ে রুচিমাত্রায় ন ভবিষ্যতি কিমুত নানুরাগায়েতি। তত্তস্মাৎ অচিরাৎ অনন্তরজন্মনি ইতি ॥ ১০ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভগবান্ যজ্ঞপত্নীঃ ॥ ১২১ ॥

অনেন ক্বচিৎ ভক্তসুহৃত্ত্ববৈপরীত্যাভাসোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। কিন্তু ভক্তা দ্বিবিধাঃ, দূরস্থা পরিকরাশ্চ। তত্র দূরস্থভক্তার্থং ক্বচিদ্ভক্তসুহৃত্ত্বলক্ষণেন পরমপ্রবলেন গুণেন ব্রহ্মণ্যত্বাদ্যাবরণমপি প্রায়ো দৃশ্যতে শ্রীমদম্বরীষচরিতাদৌ। পরিকরার্থন্তু ন দৃশ্যতে

মনঃসংযোগ দ্বারা অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।”

শ্রীভা, ১০৷২৩৷২৬॥১২১॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—ইহাতে—ব্রাহ্মণ-জন্মে, আপনাদের অঙ্গ-সঙ্গ—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমার পরিচর্য্যা-রূপ কার্য্য, নরগণের—এই চরিত্র-দ্রষ্টা ও শ্রোতৃগণের প্রীতিকর হইবেনা—মাত্র রুচিকরও হইবে না। সুতরাং (এই চরিত্র) অনুরাগের বিষয় যে হইবে না এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। (এখন আমার অঙ্গ-সঙ্গ অনুচিত হেতু) অচিরে—ইহার পরজন্মে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥১২১॥

এস্থলে শ্রীভগবানের দয়া-বৈপরীত্য সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা দ্বারা কোন কোন স্থলে যে ভক্ত-সুহৃত্ত্ব-বৈপরীত্যাভাস দেখা যায় তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি-রস-পোষণের জন্য যেমন কখন কখন শ্রীভগবানে দয়া-বৈপরীত্য দেখা যায়, তজ্জন্যই তেমন কখন কখন তাঁহাতে যেন ভক্ত-সুহৃত্ত্বের অভাব আছে এইরূপ বোধ হয়। ভক্ত আবার দ্বিবিধ, দূরস্থ ও পরিকর। তন্মধ্যে দূরস্থ-ভক্তের জন্য কোন কোন স্থলে ভক্ত-সুহৃত্ত্বরূপ প্রবলগুণ দ্বারা ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণের আবরণও প্রায় দেখা যায়; শ্রীমদম্বরীষ-চরিতা-

শ্রীজয়বিজয়শাপাদৌ। স্কান্দদ্বারকামাহাত্ম্যগতদুর্বাসসো দুর্বৃত্তবিশেষে চ। উভয়মপি তত্র তত্র সুহৃত্ত্বস্যৈব চিহ্নম্। তথৈব হি পূর্বত্রাত্মীয়-ত্বম্ উত্তরত্র চাত্মৈকত্বং প্রসিধ্যতি। তথোক্তম্, অহং ভক্তপরা-ধীন ইত্যাদিনা। তদ্ধি হ্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসৎকৃতা ইত্যাদিনা চ। তদেবং ভক্তসুহৃত্ত্বমাত্রস্য তাদৃশত্বে স্থিতে প্রেমা-র্দ্রত্বং তদ্বশ্যত্বঞ্চ সুতরামেব সর্বাচ্ছাদকম্। তচ্চ প্রেমগুণঃ স্বরূপনি-রূপণে দর্শিতম্। অতএব সর্বোদ্দীপনগণমুখ্যত্বেন তত্র তত্র

দিতে তাহা প্রসিদ্ধ আছে। পরিকর ভক্তগণের জন্য তাহা দেখা যায়না; শ্রীজয়-বিজয়ের শাপাদিতে তাহা প্রসিদ্ধ আছে। স্কন্দ পুরাণের দ্বারকা-মাহাত্ম্য-গত দুর্ব্বাসার দুর্বৃত্ত (দুষ্কার্য্য)-বিশেষও তাহার দৃষ্টান্ত। দূরস্থ-ভক্ত ও পরিকরগণ সম্বন্ধে উক্তরূপে ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণের আবরণ ও অনাবরণ উভয়ই সুহৃত্ত্বের চিহ্ন। সেই প্রকারেই পূর্ব্বত্র (দূরস্থ-ভক্তে) আত্মীয়ত্ব আর উত্তরত্র (পরিকরে) আত্মৈকত্ব (প্রীতিহেতু আপনার সহিত অভেদ-বুদ্ধি) প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীভগবান্ তদ্রূপই বলিয়াছেন— (দূরস্থ-ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ সম্বন্ধে) "আমি ভক্ত-পরাধীন" (১); (পরিকর জয়-বিজয় সম্বন্ধে) "আমার নিজ-জন যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিজকৃত মনে করি।" (২) তাহা হইলে ভক্ত-সুহৃত্ত্ব-মাত্র গুণে শ্রীভগবানে ব্রহ্মণ্যত্বাদির আবরণ নিশ্চিত হওয়ায় তাঁহার প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেম-বশ্যত্ব সমস্ত গুণের আচ্ছাদক হইয়া থাকে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ভক্তের প্রেমের আর্দ্র হওয়ার পক্ষে কিম্বা ভক্ত-প্রেমে বশীভূত হওয়ার পক্ষে যে যে গুণ বিরোধী আছে, সেই সেই গুণকে আবৃত

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৩৪৬ পৃষ্ঠায়।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৬১ পৃষ্ঠায়।

শ্চমৎকারমনুস্মৃতম্। তত্রোদ্ভাস্বরাখ্যেনানুভাবেন ব্যঞ্জিতং তস্ত প্রেমার্দ্রত্বং যথা—ভগবানপি বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ। সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ॥ প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনু-

করিয়া শ্রীভগবানে প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেম-বশ্যত্ব এই দুই গুণ প্রকাশিত হয়। এই হেতু এই দুই গুণ সর্ব্বোত্তম। এই দুই গুণের সর্ব্বোত্তমতা প্রেমের স্বরূপ-নিরূপণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সমস্ত উদ্দীপনের মধ্যে মুখ্যভাবে এই দুই গুণ সেই সেই রতিতে বিস্ময়কর রূপে বারংবার পড়ে।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানের গুণ চেষ্টা প্রসাদনাদি প্রীতি-রসের উদ্দীপন-বিভাব। প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেম-বশ্যত্ব এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণের গুণ রূপ উদ্দীপন। সমস্ত উদ্দীপনের মধ্যে এই দুইটি শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন; তাহাতেও আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রতিতে ইহাদের উদ্দীপনা অত্যাশ্চর্য্য, একথা ভুলা যায়না। শান্ত-রতির আলম্বন ব্রহ্ম-ঘন, তাঁহাতে গুণাদির তাদৃশ অভিব্যক্তি নিষ্প্রয়োজন বিধায়, তাহার কথা বলা হইলনা।]

অনুবাদ—তাহাতে (উক্ত দ্বিবিধ সর্ব্বোত্তম বিস্ময়কর উদ্দীপন মধ্যে) উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব দ্বারা (১) ব্যঞ্জিত শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব, যথা—"পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত বিশ্বাত্মা ভগবান্ স্বস্থানে গমনোন্মুখ হইলেও তাঁহার প্রতি কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন; অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্তা পৃথুর ভক্তিদ্বারা তাঁহার চরণ-কমল

(১) উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিকভেদে অনুভাব দুই প্রকার। উদ্ভাস্বর—উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ। উজ্জ্বল, অনু ৮০

ভাববিশিষ্টজনের দেহে যাহা যাহা প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে উদ্ভাস্বর কহেন। এ স্থলে স্তম্ভ-নামক উদ্ভাস্বরের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবেন।

গ্রহবিলম্বিতঃ। পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎ সতাম্॥ স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচন ইত্যাদি॥ ১২২॥

স্পষ্টম্॥ ৪॥ ২০॥ শ্রীশুকঃ॥ ১২২॥

অথ সাত্ত্বিকেনাপি ব্যঞ্জিতং যথা। তত্র ভক্ত্যার্দ্রত্বমাহ— যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্নশ্রুবিন্দবঃ। কৃপয়া সংপরীতস্য

ধৃত হইয়াছিল। তিনি সাধুগণের সুহৃৎ। পদ্ম-পলাশ-নয়নে পৃথুর প্রতি দৃষ্টি করিলেন, প্রস্থান করিলেন না। আদিরাজা পৃথু করজোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীহরিকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু নয়ন অশ্রু প্লাবিত হওয়ায় তাহাতে অসমর্থ হইলেন; (১) বাষ্পদ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলিতে পারিলেননা, তিনি মনে মনে শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর অশ্রু মার্জ্জন করিয়া অতৃপ্ত-নয়নে সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে করিতে নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেবগণ কখনও ভূমিস্পর্শ করেনা, কিন্তু কৃপা-পরবশ শ্রীহরি (তাঁহার ভক্তিতে) আত্মহারা হইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় ভূমিতে পদস্থাপন পূর্ব্বক গরুড়ের উন্নতস্কন্ধে হস্তাগ্র অর্পণ করিয়াছিলেন।” শ্রীভা ৪।২০।১৭-১৯ [এস্থলে গমনে বিলম্ব এবং প্রেমভরে ঢলিয়া পড়িবার আশঙ্কা প্রেমার্দ্রত্বের পরিচায়ক।] ॥১২২॥

অনন্তর সাত্ত্বিকানুভাবদ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে ভক্তি (দাস্যপ্রীতি) দ্বারা প্রেমার্দ্রত্ব। শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন—“শরণাগতজনে অর্পিত প্রচুর করুণায় ব্যাকুল ভগবানের নয়ন হইতে কর্দ্দমমুনির আশ্রমে অশ্রুবিন্দু সকল

---

(১) ইহার পরবর্ত্তী অনুবাদের মূল শ্লোক সন্দর্ভে উদ্ধৃত হয় নাই, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ন কিঞ্চিন্নোবাচ চ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্। তদ্বৈ বিন্দুসরো নামেত্যাদি ॥ ১২৩ ॥

ভগবতঃ শ্রীশুক্লাখ্যস্য। প্রপন্নে ভক্তে শ্রীকর্দমাখ্যে ॥ ৩ ॥ ২১ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ১২৩ ॥

বাৎসল্যাদ্র্ত্বমাহ—কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ। ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠে কুরূদ্বহ ॥ ১২৪ ॥

পিতরৌ কুরুক্ষেত্রমিলিতৌ শ্রীযশোদানন্দাখ্যৌ মাতাপিতরৌ ॥ ২০ ॥ ৮২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২৪ ॥

মৈত্র্যার্দ্রত্বমাহ—তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্য্যঙ্কমাশ্রিতঃ।

পতিত হইয়াছিল, তাহাই বিন্দুসরোবর।" ইত্যাদি।

শ্রীভা, ৩।২১।৩৬-৩৭॥২৩॥

শ্লোকব্যাখ্যা ঃ—ভগবানের—শ্রীশুক্লনামক ভগবানের। শরণাগতজন—শ্রীকর্দ্দমনামক ভক্ত (শ্রীকপিলদেবের পিতা)।

[শ্রীকর্দ্দমের দাস্যপ্রীতি। শ্রীভগবানের অশ্রুনামক সাত্ত্বিক; ইহাই এস্থলে প্রেমার্দ্রত্বের পরিচায়ক।] ॥১২৩॥

বাৎসল্য-প্রীতিদ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্বের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে কুরুবংশধর (পরীক্ষিৎ)! কৃষ্ণ-বলরাম মাতাপিতাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পদ্বারা রুদ্ধ হইয়াছিল।"

শ্রীভা, ১০।৮২।১২॥১২৪॥

শ্লোকার্থ ঃ—মাতাপিতা—কুরুক্ষেত্রে মিলিত শ্রীনন্দ-যশোদা।

[এস্থলে শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের স্বরভঙ্গ-নামক সাত্ত্বিক, প্রেমার্দ্রত্বের পরিচায়ক।] ॥১২৪॥

মৈত্রীদ্বারা শ্রীগভবানের প্রেমার্দ্রত্বের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"প্রিয়ার (শ্রীরুক্মিণীর) পালঙ্কে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ দূর

সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীন্মুদা। সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ। প্রীতো ব্যমুঞ্চদবিন্দূন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ১২৫ ॥

তং শ্রীদামবিপ্রম্ ॥ ১০ ॥ ৮০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২৫ ॥

কান্তাভাবার্দ্রত্বমাহ—তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ১২৬ ॥

তাসাং শ্রীগোপীনাম্। প্রেম্ণা করুণঃ সাশ্রুনেত্র ইত্যর্থঃ। সাত্ত্বিকান্তরং চোক্তং বৈষ্ণবে—গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজো। পুলকোদ্গমসশ্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতাবিতি ॥ ২০ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২৬ ॥

হইতে শ্রীদাম-বিপ্রকে দেখিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে যাইয়া দুই বাহু দ্বারা পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়সখা বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীদামের অঙ্গ-সঙ্গে পরমানন্দিত কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ নয়নাশ্রু মোচন করিলেন।” শ্রীভা, ১০।৮০।১৮

[শ্রীদামবিপ্রের মৈত্রী অর্থাৎ সখ্য। শ্রীকৃষ্ণের অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক।] ॥১২৫॥

কান্তভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্দ্রত্বের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—“তাঁহারা রতিবিহারে পরিশ্রান্তা হইলে প্রেমে করুণ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময় করে তাঁহাদের বদন মার্জ্জন করিলেন।”

শ্রীভা, ১০।৩৩।২১॥১২৬

শ্লোকব্যাখ্যা ঃ—তাঁহারা—গোপীগণ। প্রেমে করুণ—সাশ্রুনেত্র।

[শ্রীগোপীগণের কান্তভাব। শ্রীকৃষ্ণের অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক।]

শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রকারের সাত্ত্বিকের কথা বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা—(রাসে) “কোন গোপীর কপোল-সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পুলকোদ্গমরূপশস্যোৎপত্তির কারণ স্বেদরূপ-

অথ প্রেমবশ্যত্বং যথা। তত্র ভক্তিবশ্যত্বমাহ, গদ্যেন—যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদ্গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয় ইতি ॥ ১২৭॥

যস্য শ্রীবলেঃ ॥ ৫ ॥ ২৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২৭ ॥

বাৎসল্যবশ্যত্বমাহ—গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবদিত্যাদি ॥ ১২৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২৮ ॥

বৃষ্টির মেঘতা প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ে স্বেদোদ্গম হইল, আর গোপীর পুলকোদ্গম হইল। ৫।১৩।৫৪।

[এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বেদ-নামক সাত্ত্বিক।] ॥১২৬॥

অনন্তর শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যত্বগুণ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে ভক্তি (দাস্য)-বশ্যত্ব, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"নিজজনের প্রতি যাঁহার হৃদয় অনুকম্পাপূর্ণ, সেই জগদ্গুরু ভগবান্ নারায়ণ নিজে গদা হস্তে যাঁহার দ্বারে অবস্থান করেন।" শ্রীভা, ৫।২৪।৩৬॥১২৭॥

যাঁহার—শ্রীবলির।

[শ্রীবলির দাস্য-প্রীতি। তাঁহার প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীহরি সুতলে বলির দ্বারদেশে গদাহস্তে দ্বার-পালের মত অবস্থান করিতেছেন। ইহা হইতে দাস্যপ্রেমবশ্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে।] ॥১২৭॥

বাৎসল্যবশ্যত্ব, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"গোপাগণের করতালি-দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া, অন্য (সাধারণ) বালকের মত ভগবান্ নৃত্য করিতেন, কখন বা দারুযন্ত্রের মত তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া মুগ্ধভাবে গান করিতেন।" শ্রীভা, ১০।১১।৭ [এই সকল গোপীর বাৎসল্য-প্রীতি।] ॥১২৮॥

মৈত্রীবশ্যত্বমাহ—সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্যবীরাসনানুগমনস্তবনপ্রণামান্ । স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১২৯ ॥

স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু বিষ্ণোর্যানি সারথ্যাদীনি কর্ম্মাণি তানি শৃণ্বন্ তথা বিষ্ণোর্জগৎকর্ত্তৃকাং প্রণতিঞ্চ শৃণ্বন্ নৃপতিঃ পরীক্ষিৎ বিষ্ণোশ্চরণারবিন্দে ভক্তিং করোতি। পারষদং পার্ষদত্বং সভাপতিত্বম্। সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ। বীরাসনং রাত্রৌ খড়্গহস্তস্য তিষ্ঠতো জাগরণম্ ॥ ১ ॥ ১৬ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১২৯ ॥

কান্তভাববশ্যত্বমাহ—ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং

মৈত্রীর বশ্যত্ব, শ্রীসূত বলিয়াছেন—"স্নিগ্ধ পাণ্ডবগণে বিষ্ণুর সারথ্য, পারষদ, সেবন, সখ্য, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তবন, প্রণাম ও জগৎপ্রণতি শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাঁহার চরণকমলে ভক্তি করিলেন।" শ্রীভা, ১।১৬।১৪॥১২৯॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—স্নিগ্ধ (স্নেহযুক্ত) পাণ্ডবগণ-সম্বন্ধে বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) সারথ্যাদি যে কর্ম্ম, তাহা শুনিয়া এবং বিষ্ণু হইতে জগৎ (সর্ব্বজন) কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রণতি (১) শ্রবণ করিয়া নৃপতি—পরীক্ষিৎ বিষ্ণুর চরণকমলে ভক্তি করিলেন। পারষদ—পার্ষদত্ব,—সভাপতিত্ব; সেবন—চিত্তানুবৃত্তি (মন বুঝিয়া কার্য্য করা); বীরাসন—রাত্রিকালে খড়্গহস্তে (প্রহরীরূপে) অবস্থান করিয়া জাগরণ। [পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণে মৈত্রী অর্থাৎ সখ্যপ্রীতি।] ॥১২৯॥

কান্তভাবের বশ্যত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে বলিয়াছেন—"যাহারা দুর্জ্জয় গৃহ-শৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছে, আমার সহিত সেই অনিন্দ্য-সংযোগবতী তোমাদের অসাধারণ সাধুকার্য্যের

---

(১) শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জগতের সমস্ত রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, মহাভারতে এ সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ন্নিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাং সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৩০ ॥

নিরবদ্যা পরমশুদ্ধভাববিশেষমাত্রেণ প্রবৃত্তত্বাৎ পরমশুদ্ধা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বসাধুকৃত্যং তদনুরূপমদীয়-পরমসুখদসেবাং ন পারয়ে ন প্রত্যুপকারেণানুকর্ত্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ।

অনুরূপ প্রত্যুপকার করিতে বিবুধ-পরমায়ু দ্বারাও আমি সমর্থ হইব না ; তোমাদের সাধুতাদ্বারা তাহার প্রতীকার হইক।" শ্রীভা, ১০।৩২।২১ ॥ ১৩০ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—অনিন্দ্য—কেবল শুদ্ধভাব-বিশেষ-বশতঃ প্রবৃত্তি-হেতু, (কামময়রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ প্রেম-বিশেষময় বলিয়া) পরম শুদ্ধ-সংযোগ—সম্যক্ মদ্বিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতা যাহাদের, সেই তোমাদের (প্রতি আমার) নিজ সাধুকৃত্য—তদনুরূপ আমার পরম-সুখদসেবা করিতে পারিবনা—প্রত্যুপকারদ্বারা (তোমাদের) অনুকরণ করিতে সমর্থ হইব না ; অর্থাৎ তোমাদের যেমন সেবা করিতে পারিলে আমি পরম সুখী হইতাম, তেমন সেবায় আমি অসমর্থ। (১) কিসের

---

(১) এস্থলে নিজ-পদের বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সাধুকৃত্য প্রশংসনীয় কার্য্য,—যে কার্য্য করিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেন, আমি উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছি, সেই কার্য্য। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়, "তোমরা আমার যেমন সেবা করিলে, আমি যদি তোমাদের সেই প্রকার সেবা করিতে পারিতাম, তবে সুখী হইতাম ; কিন্তু সেরূপ করিতে আমি অসমর্থ। তোমরা সব ছাড়িয়া আমার সেবা করিতেছ, তাহাতেও নিজ সুখ-বাসনারূপ মালিন্য নাই ; সুতরাং পরম শুদ্ধভাবে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। আমার সবই ত ভক্ত, আমি ভক্তকে ছাড়িতে পারি না ; কাজেই তোমাদের মত আমি সব ছাড়িয়া সেবা করিতে পারিব না। এইরূপ করিতে পারিলে, যোগ্য প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম মনে করিয়া বড় সুখী হইতাম, তাহা আর হইল না।"

কেনাপি ন পারয়ে, বিগতো বুধো গণনাবিজ্ঞো যস্মাৎ তেন স্বভাবনিত্যেনাপ্যায়ুষেত্যর্থঃ। তাসামনুরাগস্য সাধিষ্ঠত্বং লোক-ধর্ম্মাতিক্রান্তত্বাদাহ, যা ইতি। তস্মাদ্বঃ সাধুনা সৌশীল্যেনৈব তৎ প্রতিযাতু প্রত্যুপকৃতং ভবতু। অহন্তু ভবতীনাম্ ঋণ্যেবেতি ভাবঃ॥ ১০॥ ৩২॥ শ্রীশুকঃ॥ ১৩০॥

তদেবং তস্য প্রেমার্দ্রত্বাদিকে স্থিতে তদাদিকস্য তস্মিন্

দ্বারা অসমর্থ? না, বিগত বুধ—গণনাবিজ্ঞ যাহা হইতে সেই স্বভাবতঃ নিত্যপরমায়ু দ্বারাও। [গণনা-বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে পরমায়ু গণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, এমন অনাদি অনন্ত পরমায়ুদ্বারাও আমি তোমাদের তেমন সেবা করিতে পারিব না। এই পরমায়ু-সাধনাদিলব্ধ নহে, ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন, স্বভাবতঃ] লোকধর্ম্ম অতিক্রম হেতুই তাঁহাদের অনুরাগের নিরতিশয় দৃঢ়তা, একথা "যাহারা দুর্জ্জর-গৃহ-শৃঙ্খল" ইত্যাদি বাক্যে (১) বলিয়াছেন। সেই জন্য পরে বলিলেন, (তোমরা আমার জন্য যাহা করিলে আমি তাহা করিতে পারিব না,) তোমাদের সাধুতাদ্বারা—সুশীলতাদ্বারা তাহা প্রত্যুপকৃত হউক (২); আমি তোমাদের কাছে ঋণীই রহিলাম॥ ১৩০॥

এইরূপে শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্বাদিগুণ নিশ্চিত হইলে, সে সকল

---

(১) কুলবধূ বলিয়া ছেদন অসম্ভব হইলেও গৃহশৃঙ্খল—গৃহ সম্বন্ধীয় ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোকমর্য্যাদা ও ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ—পরমানুরাগে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

(২) উপকারীর যোগ্য উপকার করিতে যে অক্ষম, সজ্জন তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। ক্ষমার মূল উপকারীর সততা। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সততা দ্বারা ক্ষমার প্রত্যাশা করিলেন।

পরমসাধুগণে চ পরমহৃদ্যসুখদত্বাৎ তদ্ধেতুকং কাদাচিৎকং সত্যাদি-বৈপরীত্যমপি পরমগুণশিরোমণিশোভাং ভজতে। তত্র সত্য-বিরোধ্যপি গুণো যথা—স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধি-কর্ত্তুমিত্যাদি ॥ ১৩১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১ ॥ ৯ ॥ শ্রীভীষ্মঃ ॥ ১৩১ ॥

শৌচবিরোধী যথা—অংসন্যস্তবিষাণাসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিত ইত্যাদি ॥ ১৩২ ॥

গুণ তাঁহার এবং পরম-সাধুগণের হৃদ্য (রুচিকর) বলিয়া, প্রেমার্দ্রত্বাদি-বশতঃ কখন কখন সত্যাদির বৈপরীত্যও পরমগুণ-শিরোমণির শোভা প্রকাশ করে অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম গুণরূপে সর্ব্বাচিত্তাহ্লাদক হয়। তাহাতে সত্যবিরোধীও যে গুণ, তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন, [শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এই যুদ্ধে তাঁহাকে অস্ত্র ধরাইব ;] "শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার জন্য রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া রথ-চক্র ধারণ করতঃ সিংহ যেমন হস্তীকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হয়, সেই প্রকার আমার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি।" শ্রীভা, ১।৯।৩৪ ॥ ১৩১ ॥

শৌচ-বিরোধী গুণ যথা,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— [কংসের ধনুর্যজ্ঞ-স্থলের দ্বারদেশস্থিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তিবধের পর] "শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর শোভা হইয়াছিল ; তাঁহার স্কন্ধে গজদন্ত স্থাপিত ছিল, তাঁহার অঙ্গ হস্তীর রক্ত ও মদবিন্দু দ্বারা চিত্রিত হইয়াছিল, আর তাঁহার বদনকমলে স্বেদবিন্দুর উদ্গম হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।৪৩।১২

[গজদন্ত, গজরক্ত ও মদবিন্দু অপবিত্র বস্তু ; এ সকল শ্রীঅঙ্গে ধারণ শৌচ (পবিত্রতা) বিরোধী ; এ সকল অপবিত্র বস্তু ধারণ

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩২ ॥

ক্ষান্তিবিরোধী চ, যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তানন্বু স মাম-ন্বিত্যাদি মহাভারতস্থ শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ। যথা, ধনং হরত গোপানা-মিত্যাদ্যনন্তরম্ এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৩ ॥

সন্তোষবিরোধী চ, অপি মে পূর্ণকামস্যেত্যাদেঃ ভক্তিসুধো-

করিলেও তৎকালে যে সকল ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই; পরন্তু সেই সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাঁহারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ইহাও গুণবিশেষ; যেহেতু, যাহা লোকানুরাগের হেতু তাহাই গুণ।] ॥ ১৩২ ॥

ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ সত্ত্বে অক্ষুব্ধতা)-বিরোধী গুণ যথা,—মহাভারতস্থ ভগবদ্বাক্য—"যে তাহাদিগকে (ভক্তগণকে) দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ করে; যে তাহাদের অনুগত, সে আমারই অনুগত।" অপর দৃষ্টান্ত,—শ্রীকৃষ্ণ চানূর-মুষ্টিকাদি মল্লগণকে নিহত করিলে, কংস আজ্ঞা করিল, 'গোপগণের ধন হরণ কর, দুর্ম্মতি নন্দকে বন্দী কর' ইহার পর "কংস এইরূপ বলিলে অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৪।২৭ ॥ ১৩৩ ॥

সন্তোষ-বিরোধী গুণ, হরিভক্তি-সুধোদয়ে ভগবদ্বাক্য হইতে জানা যায়। যথা—

অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কঃ প্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে ॥

১৪।২৮

[শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি) "প্রণয় হইতে ভক্ত আমাকে যে নিঃশঙ্কে দর্শন করে ও কথা বলে, পূর্ণকাম আমারও ইহা নূতন

দয়স্থভগবদ্বাক্যাৎ। যথা তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্। অতৃপ্তমুৎসৃজ্যেত্যাদি ॥ ১৩৪ ॥

এবং জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গত ইত্যাদৌ রহোঽপি তত্তল্লীলাবেশঃ ॥ ১০ ॥ ৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৪ ॥

এবং বালিপ্রভৃতাবার্জবাদিগুণবিরোধী চ সুগ্রীবহনুমদাদিপক্ষ-

নূতন প্রিয়।" [যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্তি সন্তোষ; নূতন নূতন প্রিয়বোধ, সন্তোষের বিরোধী।]

অপর দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ক্রোড়ে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণের ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে যশোদা স্তন হইতে যে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা পান করাইতেছিলেন; সে সময় চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ অগ্নি-তাপে উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অতৃপ্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে গমন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৯। ॥১৩৪॥

এই প্রকার (তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে) "গৃহমধ্যে গিয়া গোপনে নবনীত ভক্ষণ করিয়াছিলেন" (শ্রীভা, ১০।৯।৪) ইত্যাদি শ্লোকেও সন্তোষ-বিরোধী গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে "গোপনে" শব্দদ্বারা সেই লীলায় (শ্রীব্রজেশ্বরীর স্তন্যপানাদিতে) আবেশ প্রতীত হইতেছে।

[ভক্তসান্নিধ্যে তাঁহাদের প্রেমবশে প্রসিদ্ধ-সত্যাদি-বিরোধিগুণ শ্রীভগবানে আবির্ভূত হয়; এ স্থলে গোপনে চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণপূর্ব্বক চৌর্য্য ও অসন্তোষের পরিচয় দিলেন কেন? কোন ভক্ত ত তাঁহার নিকটে ছিলেন না, তাঁহার এ লীলার দ্রষ্টাও কেহ তখন ছিলেননা। তাহাতে বলিলেন, সেই সেই লীলাতে আবেশ-বশতঃ তিনি গোপনে নবনীত ভক্ষণ করিয়া আপনাতে অতৃপ্তির অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।] ॥১৩৪॥

এই প্রকার বালি-প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের সরলতাদি-বিরোধী-গুণ

পাতময়ো জ্ঞেয়ঃ। সর্বশুভঙ্করত্বঞ্চ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্য ইতি ন্যায়েন সিদ্ধম্। অথ শমবিরোধী কামশ্চ তস্য প্রেষ্ঠজনবিশেষরূপাসু তাসু প্রেমবিশেষরূপ এব। তথাহি—স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ১৩৫ ॥

স্বেষু নিজজনেষু যা মায়া কৃপা তৎসুখচিকীর্ষাময়প্রেমা তয়া লোকেঽবতীর্ণ ইতি তস্যা এব সর্বাবতারপ্রয়োজননিমিত্তত্বাৎ স্ত্রীরত্নকূটস্থোঽপি তাদৃশরমণাবেশকারিপ্রেমবিশেষরূপয়া তয়ৈব রেমে,

---

সুগ্রীব-হনুমান-প্রভৃতি ভক্তপক্ষপাতময়। অর্থাৎ ঐ সকল ভক্তের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়া তিনি কৌটিল্যাদি প্রকাশ করিলেও তাহাতে ভক্তবাৎসল্যেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "দেবগণের ক্রোধও বরের তুল্য,"এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার সর্ব্বশুভঙ্করত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ তিনি ভক্তপক্ষপাতী হইয়া অন্যের অনিষ্ট করিলেও প্রকারান্তরে তাহার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

অনন্তর শম-বিরোধী কাম তাঁহার পরম-প্রিয়জন-বিশেষরূপা প্রেয়সীগণে প্রেমবিশেষরূপ—ইহাতে সংশয় নাই। তাদৃশ শ্রীসূতোক্তি—"নিজ মায়াদ্বারা এই নরলোকে অবতীর্ণ সেই ভগবান্ স্ত্রীজনসমূহের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃতজনের মত রমণ করেন।"

শ্রীভা, ১।১১।৩১॥১৩৫॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—নিজ মায়া—নিজজনে যে মায়া, কৃপা,—তাঁহাদের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাময় প্রেম, তদ্দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ) এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই হেতু তাহা (উক্ত বিধ কৃপাই) সমস্ত অবতারের প্রয়োজন নিমিত্ত (১) বলিয়া স্ত্রী-রত্ন (২) গণের মধ্যে অবস্থান করিয়াও

---

(১) প্রয়োজনম্—কার্য্যম্। ইতি মেদিনী। নিমিত্তম্—হেতুঃ। ইত্যমরঃ।
(২) স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী।

ন তু প্রসিদ্ধকামেনেত্যর্থঃ। অত্র রত্নপদেন তাসামপি তদ্-যোগ্যত্বং বোধয়িত্বা তাদৃশপ্রেমবিশেষময়ত্বং বোধিতম্। এবং ভাববৈলক্ষণ্যেঽপি ক্রিয়য়া সাম্যমিত্যাহ, প্রাকৃতো যথেতি। অত্র শ্রীভগবতোঽপ্যপ্রাকৃতত্বং দর্শয়িত্বা তদ্বৎ কামবিষয়ত্বং নিরাকৃতম্। অথ পুনরপি তাদৃশপ্রেমবতীষু তাস্বপি প্রাকৃতকামাধিকারো নাস্তীতি দর্শনেন তস্যাপি কামুকবৈলক্ষণ্যেন তদেব স্থাপয়তি—
উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাসব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্। সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্নশেকুঃ॥ ১৩৬॥

তাদৃশ রমণে আবেশকারি-প্রেমবিশেষরূপা সেই কৃপাদ্বারাই রমণ করেন, প্রসিদ্ধ (প্রাকৃত) কামদ্বারা নহে; ইহাই তাৎপর্য্য। এ স্থলে রত্নপদে মহিষীগণেরও ভগবৎ-প্রেয়সী-যোগ্যতা বুঝাইয়া তাদৃশ (ভগবৎ-বশ্যতা-সম্পাদক) প্রেমবিশেষময়ত্ব প্রতীতি করাইতেছে। এই প্রকার ভাববৈলক্ষণ্যেও ক্রিয়ার সাম্য বলিলেন—প্রাকৃতজনের মত। এ স্থলে শ্রীভগবানেরও অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করিয়া, তেমন কামবিষয়ত্ব নিরাকৃত করিলেন॥১৩৫॥

তারপর আবার তাদৃশ প্রেমবতী মহিষীগণে প্রাকৃত কামাধিকার নাই, ইহা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের কামুকবৈলক্ষণ্য দ্বারা প্রাকৃত কামশূন্যত্ব স্থাপন করিতেছেন—'যাঁহাদের (মহিষীগণের) উদ্ভট-ভাবসূচক নির্ম্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ অবলোকন দ্বারা নিহত মদন বিমোহিত হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই প্রমদোত্তমাগণ কুহকসমূহদ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন (সেই শ্রীকৃষ্ণ উক্তরূপ রমণ করিয়াছিলেন)। শ্রীভা, ১।১১।৩২॥১৩৬॥

মদনঃ প্রাকৃতঃ কামঃ। উদ্ভটভাবসূচকনির্ম্মলমনোহরাভ্যাং হাসব্রীড়াবলোকাভ্যাং নিহতঃ তন্মহিমদর্শনেন স্বয়মেবোক্তার্থীকৃত স্বাস্ত্রাদিবলোঽভূৎ। অতএব সংমুহ্য চাপমজহাৎ। ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণা ইত্যাদিবৎ। তত্র নিজাস্ত্রপ্রয়োগং ন কুরুত এবেত্যর্থঃ। তথাভূতা অপি প্রমদোত্তমাঃ প্রমোদেন প্রকৃষ্টপ্রেমানন্দবিশেষেণ পরমোৎকৃষ্টাস্তাঃ স্ববৃন্দ এব যাঃ স্বতোঽপ্যুৎকৃষ্টপ্রেমবত্যস্তাসাং সাম্যেচ্ছয়া কুহকৈস্তাদৃশপ্রেমাভাবেন কপটাংশযুক্তৈঃ সদ্ভিঃ কটাক্ষাদিভির্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং তত্তদ্বিশেষেণ

শ্লোকব্যাখ্যা—মদন—প্রাকৃতকাম। উদ্ভট ভাবসূচক নির্ম্মল ও মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ চাহনি দ্বারা নিহত—হাস্যাদির মহিমাদর্শনে মদন নিজেই মৃতের মত নিজাস্ত্রাদিবলরহিত হইয়াছিলেন। অতএব বিমোহিত হইয়া ধনুত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা "ভ্রূপল্লব (রোমরাজি) ধনু, অপাঙ্গ (কটাক্ষদৃষ্টি)-তরঙ্গসমূহ বাণ" ইত্যাদির মত, অর্থাৎ যে সুন্দরী কামদেবের ধনুর মত ভ্রূযুগল এবং তাঁহার বাণের মত কটাক্ষদ্বারা সুশোভিতা, সেই সুন্দরীর প্রতি কন্দর্প আর কি বাণ নিক্ষেপ করিবেন? তাঁহাকে দেখিয়া কামই অবশ হইয়া পড়েন। সেস্থলে নিজাস্ত্র প্রয়োগ করেন না, ইহাই নিহত কামের ধনু ত্যাগ কথার তাৎপর্য্য। অর্থাৎ মহিষীগণের সৌন্দর্য্য, প্রেম-চেষ্টা দর্শন করিয়া প্রাকৃত কাম এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রতি কাম কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেই প্রকার হইয়াও তাঁহারা প্রমদোত্তমা, প্রমোদ—প্রকৃষ্ট প্রেমানন্দ বিশেষ, তদ্দ্বারা পরমোৎকৃষ্টা—যে যে রমণী নিজাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট-প্রেমবতী তাঁহারা—তাঁহাদের সাম্যাভিলাষে কুহকসমূহদ্বারা তাদৃশ প্রেমবতী না হইলেও কপটাংশযুক্ত (সেই

মথিতুং ন শেকুঃ। কিন্তু স্বপ্রেমানুরূপমেব শেকুরিতি। তস্মাৎ প্রেমমাত্রোত্থায়িবিকারত্বাত্তস্য কামুকবৈলক্ষণ্যমিতি ভাবঃ। তস্মাদেতত্তত্ত্বমবিজ্ঞায়ৈব, তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্। আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানমতোঽবুধঃ॥ ১৩৭॥

অয়ং সাধারণো লোকঃ অসক্তমপি প্রাকৃতগুণেষ্বনাসক্তমপি। যতঃ আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং কামাদিব্যাপারযুক্তং মন্যতে। যথা আত্মনঃ প্রাকৃতমনুষ্যত্বাদি তথৈব মন্যত ইত্যর্থঃ। অতএবাবুধ এবাসৌ লোক ইতি। প্রাকৃতগুণেষ্বসক্তত্বে হেতুঃ, এতদীশনমী-

সেই প্রেমবতীর মত) উত্তম কটাক্ষাদিদ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয় বিমথিত, তাদৃশ প্রেমবিশেষে (অত্যুৎকৃষ্ট-প্রেমবতীর প্রেম-বিশেষে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, তেমন) ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হয়েন নাই, কিন্তু নিজের প্রেমানুরূপ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বিকার উপস্থিত হয় বলিয়া, তাঁহাতে কামুক বৈলক্ষণ্য প্রতীত হইতেছে॥ ১৩৬॥

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কামুক-বৈলক্ষণ্য না জানিয়াই, "এই কৃষ্ণ অনাসক্ত হইলেও, এসকল লোক তাঁহাকে আসক্ত আপনাদের মত ব্যাপৃত মানব মনে করে; এইহেতু তাহারা অজ্ঞ।" শ্রীভা, ১।১১।৩৩

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—এ সকল—সাধারণ লোক, অনাসক্ত—প্রাকৃত-গুণসকলে অনাসক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে আসক্ত মনে করে; যেহেতু, আপনার মত ব্যাপৃত—কামাদি-ব্যাপারযুক্ত মানব মনে করে;— আপনার প্রাকৃত মনুষ্যত্বাদি যেমন, (শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মনুষ্যত্বাদিকেও) তেমন মনে করে। অতএব এই সাধারণ লোকসকল অজ্ঞ॥১৩৭॥

প্রাকৃত-গুণসকলে অনাসক্তত্বের হেতু—"প্রকৃতিস্থ হইয়াও আত্মস্থ তাঁহার (প্রকৃতির স্বরূপস্থ) গুণের সহিত যে সর্ব্বদা যুক্ত

শস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১৩৮ ॥

অবতারাদৌ প্রকৃতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্‌গুণৈর্ন যুজ্যতে ইতি যৎ এতদীশস্যেশনমৈশ্বর্য্যম্। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ, যথেতি। তদাশ্রয়া প্রকৃত্যাশ্রয়া বুদ্ধির্জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা নেতি। অন্বয়ে বা। তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধির্যথা প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তদ্বৎ। এবমেবোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেন তৃতীয়ে—ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্ সিষেবে দ্বার্ব্যামসক্তঃ সাংখ্যমাশ্রিত ইতি। ননু তাদৃশমৈশ্বর্য্যং তস্য তাঃ কিং জানন্তি।

হয়েন না, ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব; তাঁহার আশ্রিতা বুদ্ধি যেরূপ যুক্তা হয় না ইহাও তদ্রূপ।" শ্রীভা, ১।১১।৩৪॥১৩৮॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—অবতারাদিতে প্রাকৃতিক-গুণময়-প্রপঞ্চে থাকিয়াও সর্ব্বদাই যে তাহার গুণের সহিত অযুক্ত থাকেন, ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তাহাতে ব্যতিরেকে (নিষেধ-মুখে) দৃষ্টান্ত, তাহার আশ্রিতা—প্রকৃতির আশ্রিতা বুদ্ধি—জীবজ্ঞান যেমন যুক্ত হয়, তেমন যুক্ত হয়েন না। অথবা অন্বয়ে (বিধিমুখে অর্থাৎ সাদৃশ্যে) সেই দৃষ্টান্ত—(তাহাতে অর্থ) তাঁহার আশ্রিতা—শ্রীভগবদাশ্রিতা পরমভাগবতগণের যে বুদ্ধি, তাহা প্রকৃতিস্থা—কোনরূপে তাহাতে (প্রকৃতিতে) পতিতা হইলেও যেমন যুক্ত হয় না, শ্রীভগবানও তেমন প্রাকৃতিক গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমদুদ্ধব এইরূপই বলিয়াছেন,—"বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ও দ্বারকায় লোকবেদ-পথানুগতভাবে জ্ঞানাশ্রয় পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া বিষয়সকল ভোগ করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ৩।৩।১৭॥১৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য কি শ্রীমহিষীগণ জানিতেন? যদি

যদি জানন্তি, তদা রহোলীলায়াং ক্রুট্যত্যেব তাদৃশপ্রেমেত্যশঙ্ক্যাহ—তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ। অপ্রমাণবিদো ভর্ত্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা॥ ১৩৭॥

ঈশ্বরমপি তং রহ একান্তলীলায়াং মৌঢ্যাৎ তাদৃশপ্রেমমোহাৎ ভর্ত্তুরপ্রমাণবিদস্তাদৃশৈশ্বর্য্যজ্ঞানরহিতাঃ স্ত্রৈণম্ আত্মবশ্যম্ অনুব্রত-মনুসৃতং চ মেনিরে। তচ্চ নাযুক্তমিত্যাহ, যথা তাসাং মতয়ঃ প্রেমবাসনাঃ তথৈব স ইতি, যে যথা মামিত্যাদেঃ, স্বেচ্ছাময়স্যেত্যা-দেশ্চ প্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ॥ ১॥১॥ শ্রীসূতঃ॥ ১৩৬—১৩৬॥

জানিতেন, তাহা হইলে রহোলীলায় তাদৃশ প্রেমের ক্রুটি সম্ভাবনা ছিল, এই পূর্ব্বপক্ষশঙ্কায় বলিলেন—"পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রমাণাজ্ঞা মহিষীগণ মোহ-বশতঃ আত্ম-বুদ্ধ্যনুসারে রহোলীলায় সেই ঈশ্বরকে স্ত্রৈণ ও অনুব্রত মনে করিতেন।" শ্রীভা, ১।১১।৩৫॥১৩৭॥

শ্লোকব্যাখ্যা ঃ— ঈশ্বর হইলেও তাঁহাকে রহঃ—একান্ত লীলায় মোহ-বশতঃ—তাদৃশ (মহিষীগণের যোগ্য) প্রেম মোহ-বশতঃ পতির প্রমাণাজ্ঞা—তাদৃশ (পূর্ব্বশ্লোক-বর্ণিত) ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-বিরহিতা মহিষীগণ, স্ত্রৈণ—আপনাদের বশীভূত ও অনুব্রত—অনুসরণকারী মনে করিতেন। তাহা অসঙ্গত নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, যেমন তাঁহাদের বুদ্ধি—প্রেমবাসনা, তিনিও সেই প্রকারই হয়েন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং। গীতা।

"যে আমাকে যে ভাবে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে ভজন করি।" অর্জ্জুনের প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি এবং ব্রহ্মস্তবের অস্যাপি দেব বপুষঃ ইত্যাদি (১০।১৪।২) শ্লোকের স্বেচ্ছাময়স্য অর্থাৎ "স্বীয় ভক্তগণের যেমন ইচ্ছা, তেমন যিনি হয়েন"—এই উক্তি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেম-বাসনানুরূপ বিহার করেন, তাহার প্রমাণ॥১৩৭॥

তথা চান্যত্র। গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্। প্রেষ্ঠং ন্যমংসতাত্মানমতত্ত্বজ্ঞবিদঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৪০॥

আত্মানং প্রত্যেকমেব প্রেষ্ঠং সর্বতঃ প্রিয়তমম্ অমংসতেত্যর্থঃ। অতএব অতত্ত্বজ্ঞবিদঃ। উর্দ্ধোর্দ্ধপ্রেয়সীসদ্ভাবাৎ।

প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার যে প্রেমবিশেষময়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও দেখা যায়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী রাজপুত্রীগণ (মহিষীগণ) নিজ-গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে অন্য নায়িকা গৃহে গমন-বিরহিত দেখিয়া আপনাকে প্রেষ্ঠা মনে করিতেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতেন না।" শ্রীভা, ১০।৬১।২॥১৪০॥

মহিষীগণের প্রত্যেকেই আপনাকে প্রেষ্ঠা—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা মনে করিতেন। অতএব তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিতেন না; কারণ, অধিকাধিক প্রেয়সীসকল ছিলেন।

[**বিবৃতি**—দ্বারকায় যত মহিষী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত সংখ্যক প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেকের গৃহে অবস্থান করিতেন। ইহাতে মহিষীগণের প্রত্যেকে মনে করিতেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা; এইজন্য তিনি আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন না। এইরূপে সর্ব্বকনিষ্ঠা যিনি তাঁহারও আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মনে করিবার অবকাশ উপস্থিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের গৃহেই নিয়ত অবস্থান করিলেও যাঁহার প্রেম যে পরিমাণ, তাঁহার নিকট সেই প্রকার বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহাতেও তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার পরম-চরিতার্থতা মনে করিতেন। মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সর্ব্বগৃহে অবস্থিতি জানিতেন না এবং আপনা হইতে অধিক প্রেমবতী কাহারও প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণ অধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা জানিতেন না; এইজন্য উঁহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিতেন না—বলা হইয়াছে।] ॥১৪০॥

ন্বাত্মারামস্য কথং পত্নীষু প্রেম ? উচ্যতে, তাসু রমণত্বেনৈব লোক-বন্ন তস্য প্রেম, কিন্তু শুদ্ধপ্রেমসম্বন্ধেনৈব। তথাহি—চার্বব্জকো-

অনুবাদ—কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ ত আত্মারাম; তাঁহার পত্নীগণে প্রেম কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহার উত্তর—সাধারণ লোকের নিজ পত্নীতে যেমন প্রেম থাকে, তাঁহার তেমন পতিত্ব-হেতু পত্নীগণে প্রেম নহে; কিন্তু শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধেই পত্নীগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম।

বিবৃতি—যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুতে রতি অসম্ভব। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মানা পত্নীগণে প্রেম ছিল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—সাধারণ লোকের যে রমণীর সহিত দাম্পত্য-সম্বন্ধ থাকে, তাহার প্রতি পত্নী-বুদ্ধিতে প্রেম থাকে, এস্থলে পতি-পত্নী-সম্বন্ধই প্রেমের কারণ। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণে যে প্রেম, তাহার কারণ সে সম্বন্ধ নহে—প্রেম-সম্বন্ধ। দাস, সখা, প্রভৃতি ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি থাকায় তাঁহাদের প্রতি যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বর্ত্তমান আছে, পত্নীগণেরও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি থাকায় তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আছে, এস্থলে প্রেমই প্রেমের কারণ। প্রেম না থাকিলে কেবল পত্নীত্ব দ্বারা কেহ তাঁহার প্রীতির বিষয় হইতে পারেনা। প্রেম ভিন্ন কেহ তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিতে পারেননা,যেহেতু তিনি প্রেমানুরূপ আত্মপ্রকাশ করেন; এইজন্য তাঁহার পত্নী হইবার পর তাঁহাকে প্রীতি করিয়া কেহ তাঁহার প্রেমের বিষয়ীভূতা হইতে পারেন না। এইরূপে প্রেম-সম্বন্ধের সহিত অন্য সম্বন্ধের স্পর্শ নিষেধ করিবার জন্য বিশুদ্ধ শব্দ যোজনা করিয়াছেন। ফলকথা, পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম ছিল, কেবল সেই প্রেমানুরোধে তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন; পত্নীত্ব, রূপ, গুণ বা

যদ্বদনায়তবাহুনেত্রসপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ। সম্মোহিতা ভগবতী ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥ ১৪১ ॥

অত্র প্রেমেতি তাসু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দর্শিতম্। অতএব বনিতাশব্দপ্রয়োগঃ। বনিতাজনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতীতি নানার্থবর্গাৎ। তেন তস্মিন্ তাসাঞ্চ প্রেম দর্শিতম্। অতস্তৎপ্রেমমাত্রবিজিতং যদ্ভগবতো মনস্তত্তু স্বৈঃ কেবলস্ত্রীজাতীয়ৈর্বিভ্রমৈর্বি-

---

অন্য কিছু সেই প্রেমের হেতু নহে। প্রেমাধীনতায় আত্মরামতার হানি হয় না ; যেহেতু প্রেম তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিণতি-বিশেষ। এই জন্য আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণে প্রেম থাকা অযুক্ত নহে।]

প্রেম-সম্বন্ধেই যে শ্রীমহিষীগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"পরিপূর্ণ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর পদ্মকোষ-সদৃশ বদন, আয়ত-বাহু-নেত্র, সপ্রেম হাস্য, সরস দৃষ্টি এবং মনোহর কথায় সম্মোহিতা বনিতাগণ স্ব স্ব বিভ্রম দ্বারা তাঁহার মনোজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। শ্রীভা, ১০।৬১।৩॥ ১৪১ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—এস্থলে "প্রেম" শব্দদ্বারা শ্রীমহিষীগণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদর্শিত হইয়াছে ; অতএব বনিতা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অত্যন্ত অনুরাগবতী-রমণীতে বনিতা শব্দ প্রযুক্ত হয়, ইহা অমরকোষের নানার্থ-বর্গ হইতে জানা যায়। বনিতা-শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রেম দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে, মাত্র শুদ্ধপ্রেমদ্বারা শ্রীভগবানের যে মন বিজিত হয়, সেই মন (শ্রীমহিষীগণ) স্ব স্ব বিভ্রম—কেবল স্ত্রী-জাতীয় যে বিভ্রম তাদ্দ্বারা জয় করিতে পারেন নাই—এই অর্থ নিশ্চিত হইতেছে।

[**বিবৃতি**—স্ত্রী-জাতির বিভ্রম—হাব-ভাব কটাক্ষ প্রভৃতি কামুকের চিত্ত জয় করে। শ্রীমহিষীগণ রমণীরত্ন ছিলেন। তাঁহারা

জেতুং ন শেকুরিত্যর্থঃ। স্ত্রীজাতীয়বিভ্রমানুবাদপূর্বকং পূর্বার্থমেব বিশদয়তি— স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি--ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরত-মন্ত্রশৌণ্ডৈঃ। পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ ১২২ ॥

স্বঃ যোনঙ্গবাণরূপৈঃ করণৈর্ভাবহাবাদিভির্ন শেকুঃ। তানি

স্ত্রী-জন-সুলভ যে সকল হাব-ভাবাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত মোহিত হয় নাই; তাঁহাদের যে সকল প্রেম-চেষ্টা ছিল, কেবল সে সকলেই শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্ত্রী-জন-সুলভ হাব-ভাবাদিতে যদি শ্রীকৃষ্ণের মন মোহিত হইত, তবে শ্রীমহিষীগণের প্রতি তাঁহার কাম ছিল মনে করিবার অবকাশ ছিল, তাহা হয় নাই; বিশেষতঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে যে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য প্রভৃতি, সে সকলও প্রেমযুক্ত, ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। আর শ্রীমহিষীগণ যে প্রেমবতী ছিলেন, তাহা বনিতা শব্দদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ক্রীড়া তাহা কামক্রীড়া নহে, প্রেমের ক্রীড়া। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কামবৈলক্ষণ্য প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাতে শমগুণ-বিরোধী কামদোষ পরিহার করা হইল] ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ— অতঃপর স্ত্রী-জাতীয় বিভ্রম (যেসকল চেষ্টাদ্বারা নারীগণ পুরুষের মন ভুলায় সে সকল) অনুবাদ পূর্ব্বক পূর্ব্বার্থই (স্ত্রী-জাতির চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোজয়ের অসম্ভাবনা) স্পষ্ট করিয়াছেন।

"ষোড়শ সহস্র পত্নী স্মায়যুক্ত কটাক্ষ-দৃষ্টিদ্বারা সূচিত ভাব এবং মনোহর ভ্রূমণ্ডল-প্রহিত সুরত-মন্ত্ররূপ প্রগল্‌ভ কামাবাণে শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ হয়েন নাই।" শ্রীভা, ১০।৬১।৪॥১৪২॥

শ্লোকব্যাখ্যা :— শ্রীমহিষীগণ যে হাবভাবাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সকল নিজেই মনঃক্ষোভ জন্মাইবার পক্ষে কামবাণ-স্বরূপ

বিশিনষ্টি স্মায়েতি। স্মায়ঃ স্মিতম্। ভাবোঽভিপ্রায়ঃ। তাদৃশ-ভ্রূমণ্ডলৈঃ প্রহিতা বিক্ষিপ্তাশ্চ তে সৌরতমন্ত্রৈঃ সুরতরূপার্থসাধক-মন্ত্রৈঃ শৌণ্ডাঃ প্রগল্‌ভাশ্চ তে তাদৃশৈঃ॥ ১০।৬৭॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪০—১৪২ ॥

অথ শ্রীরঘুনাথচরিতে স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচারেত্যা-

---

ছিল, [অন্যত্র নারীর হাবভাবাদি দর্শনে পুরুষের চিত্ত কামবাণে পীড়িত হয়, তাহাতে হাবভাবাদি এবং কামবাণ ভিন্ন বস্তু। শ্রীমহিষীগণের হাবভাবাদি কামবাণ হইতে ভিন্ন নহে, এসকলই কামবাণ-স্বরূপ। এ সকল প্রযুক্ত হওয়া মাত্র মনঃক্ষোভ জন্মিবার কথা,] কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারেন নাই। সেই হাব-ভাবাদি স্পষ্ট বলিতেছেন ; স্মায়—স্মিত, গূঢ়-হাস্য; ভাব—অভিপ্রায়। কামদেবের ধনুর মত মনোহর ভ্রূমণ্ডল দ্বারা সে সকল কামবাণ প্রহিত —বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সুরতমন্ত্র—সুরতরূপ প্রয়োজন-সাধক যে মন্ত্রসকল তদ্দ্বারা হাবভাবাদি প্রবল হইয়াছিল।

[**বিবৃতি**—ধনুর্নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত বাণ যেমন অব্যর্থভাবে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ শ্রীমহিষীগণের হাবভাবাদি মনঃক্ষোভ জন্মাইবার পক্ষে অব্যর্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারে নাই। এস্থলে ভ্রূকে ধনু, মণ্ডল শব্দে তাহার আকৃষ্টত্ব বুঝাইতেছে, তদ্দ্বারা নিক্ষিপ্ত কামবাণ অর্থাৎ মনোহর ভ্রূচালনায় ব্যক্ত অভিপ্রায়—রমণীরত্ন-গণের কামক্রীড়ারূপ মন্ত্রণা—মনঃকথা।] ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—[শ্রীভগবৎস্বরূপে শমগুণ-বিরোধি-কাম যদি না থাকে তাহা হইলে,----

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্।

দিকবাক্যেষ্বন্তস্তৎপ্রেমবশ এব স্ত্রীসঙ্গিনাং কামিনাং গতিং প্রথয়ন্ ক্রিয়াসাম্যেন বহির্বিখ্যাপয়ন্ ইত্যেবাভিপ্রায়ঃ। উক্তঞ্চ তদধ্যায়ান্তে প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী। ধিয়া হ্রিয়া চ ভাবেন ভর্ত্তুঃ সীতাহরন্মন ইতি। তদনন্তরাধ্যায়েঽপি, তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্

ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রী-সঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥

শ্রীভা, ৯।১০।১০

"রাক্ষসাধম রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের অগোচরে সীতাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিলে তিনি প্রিয়তমা-বিরহিত হইয়া 'স্ত্রী-সঙ্গিগণের গতি এই প্রকার'—দীনের মত ভ্রাতার সহিত বনে বনে বিচরণ পূর্ব্বক ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন।" এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রকে যে স্ত্রী-সঙ্গী কামুকের মত বলা হইয়াছে, ইহার সমাধান কি? তাহাতে বলিতেছেন—] শ্রীরঘুনাথের চরিতে "স্ত্রী-সঙ্গিগণের গতি এই প্রকার, ইহা প্রচার করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি বাক্য-সমূহে শ্রীরামচন্দ্র অন্তরে শ্রীসীতার প্রেম-বশই ছিলেন, আর স্ত্রী-সঙ্গী কামিগণের গতি প্রচার—ক্রিয়াসাম্যে (১) বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে।

যে অধ্যায়ে ঐ শ্লোক আছে তাহার শেষে উক্ত হইয়াছে—"প্রেম, আনুগত্য, শীলতা, ভয় ও লজ্জাদ্বারা ভাবজ্ঞা সীতা পতির মনোহরণ করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ৯।১০।৩৯

তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে—[শ্রীরাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা

(১) স্ত্রী-সঙ্গী কামুক, প্রিয়া-বিরহে যেমন ব্যাকুল হয়, আত্মারাম প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্র প্রেমবতী শ্রীসীতার বিরহে তেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ইহা ক্রিয়া-চেষ্টার সাম্য।

রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ। স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্নাশক্নোদ্রোদ্ধু- মীশ্বর ইত্যনেনান্তস্তৎপ্রেমবশতাং ভক্তিবিশেষসৌখ্যায় ব্যজ্য বহিঃ কামুকক্রিয়াসাম্যদর্শনয়া সাধারণজনবৈরাগ্যজননায়োক্তম্। স্ত্রীপুং- প্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্বত্র ত্রাসমাবহেদিত্যাদি। যুক্তং চোভয়বিধত্বং ভগবচ্চরিতস্য চতুরস্রহিতত্বাৎ॥ তস্মাত্তৎকামস্য প্রেয়সীবিষয়ক- প্রীতিবিশেষমাত্রশরীরত্বম্। ততো ন দোষঃ। তন্মাত্রশরীরত্বে

সীতা বাল্মিকী-মুনির হস্তে লব-কুশ-নামক পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ করিয়া স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূ-বিবরে প্রবেশ করেন।] "ভগবান্ রাম তাহা শুনিয়া, যদিও তিনি ঈশ্বর এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে শোক সম্বরণে যত্নপর হইলেন, তথাপি প্রেয়সীর গুণ- সমূহ বারংবার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।" শ্রীভা, ৯।১১।৮

ভক্তিবিশেষের সুখ নিমিত্ত, অন্তরে সীতার প্রেমবশ্যতা ব্যঞ্জিত করিয়া, বাহিরে কামুকের ক্রিয়া-সাম্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণ জনের বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য শ্লোকে ঐরূপ বলা হইয়াছে। স্ত্রী- পুরুষের সম্পর্ক সর্ব্বত্র এইরূপ ত্রাস-ভাবাবহ হইয়া থাকে, সাধারণ জনের নিকট ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অন্তরঙ্গ (ভক্ত) ও বহিরঙ্গ (সাধারণজন) সম্বন্ধে উক্ত উভয় বিধ-ভাব-প্রকটন ভগবচ্চরিতের পক্ষে সঙ্গতও হয়, কারণ তাহা সকল দিকেই হিতকারী। অর্থাৎ ভক্তগণের জন্য প্রেম-বশ্যতা-প্রকটন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির মহিমায় সশ্রদ্ধ করিয়াছেন, আর সাধারণ জনের নিকট স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ত্রাসভাববহত্ব প্রকটন করিয়া তাহাদিগকে সেই সম্পর্ক ত্যাগের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন — এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র হইতে ভক্ত ও সাধারণ জন উভয়ের হিত হইল।

সুতরাং শ্রীভগবানের কাম, স্বরূপে প্রেয়সী বিষয়ক প্রীতিবিশেষ।

নৈবং বিশিষ্যোক্তম্। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি। স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণ ইতি। অথ সাম্যমপি ভক্তাদন্যত্রৈব। সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিত্যাদেঃ। অথ ভক্তপ্রেমবিশেষময়নরলীলাবেশময়ে ক্বচিত্তৎপ্রকাশবিশেষে কদাচিৎ সর্বজ্ঞত্বাদি-বিরোধিমোহাদিকোঽপি দৃশ্যতে। সোঽপি গুণ এব। তাদৃশ-মোহাদিকস্য তল্লীলামাধুর্য্যবাহিত্বেন বিদুষামপি প্রীতিসুখদত্বাৎ।

তজ্জন্য সেই কাম দোষাবহ নহে। স্বরূপে প্রীতিবিশেষ হেতু, শ্রীভগবানের কাম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে—"নিজ কামে (নিজানন্দে) পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ রমাগণের সহিত রমণ করেন।"

শ্রীভা, ১০।৫৯।৩২

এবং "শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, অবলা শ্রীব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাতে অনুরাগবতী।"

শ্রীভা, ১০।৩৩।২৬

[শ্রীভগবানের কাম যে প্রাকৃত কাম নহে তাহা বুঝাইবার জন্য নিজকাম ও সত্যকাম পদে "নিজ" ও "সত্য" শব্দ যোগ করিয়াছেন।]

অতঃপর শ্রীভগবানের সাম্য-গুণের কথা বলা হইতেছে। তাঁহার সাম্য, ভক্ত ভিন্ন অন্যজনের কাছে; [ভক্তের সম্বন্ধে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রকটন না করিয়া পারেন না।] শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"আমি সর্ব্বভূতে সম, কিন্তু ভক্তিসহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, আমাতে তাঁহারা থাকেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে থাকি।" শ্রীগীতা ৯।২৯

ভক্ত প্রেম-বিশেষময়-নরলীলাবেশপূর্ণ কোন ভগবৎপ্রকাশ-বিশেষে কোন সময়ে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিরোধি—মোহাদিও দেখা যায়,

ন তু দোষঃ, স্বেচ্ছয়াঙ্গীকৃতত্বাৎ। অতএবাহ—রক্ষো বিদিত্বাখিল-ভূতহৃৎস্থিতঃ স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে। তাবৎ প্রবিষ্টাঃ ত্বসুরোদরান্তরমিতি ॥ ১৪৩ ॥

তথা, ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্যাদি ॥১০॥১৩। শ্রীশুকঃ ॥১৪৩॥

তাহাও গুণই বটে। কারণ, তাদৃশ মোহাদি ভগবল্লীলা-মাধুর্য্য বহন করে বলিয়া, বিজ্ঞগণেরও প্রীতি-সুখদ হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন বলিয়া তাহা কখনও দোষ হইতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

[অঘাসুর বিশাল অজগর-বপুঃ প্রকটন পূর্ব্বক বদনব্যাদন (হাঁ) করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাহাকে বৃন্দাবনের সখা-বিশেষ মনে করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে]

"সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাহাকে (অঘাসুরকে) রাক্ষস বলিয়া জানিয়া নিজজনগণকে নিবারণ করিবার জন্য যখন মনে করিলেন, তখন গোবৎস সহিত গোপ-শিশুগণ অঘাসুরের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।১২।২৪-২৫

এস্থলে প্রথমে অঘাসুরকে রাক্ষস বলিয়া না জানায় যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধতা জ্ঞাপিত হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মা গোপবালক ও গো-বৎস সকল হরণ করিলে,

ততো বৎসানদৃষ্ট্বা পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥

শ্রীভা, ১০।১৩।১৩

"শ্রীকৃষ্ণ বৎসানুসন্ধান করিতে যাইয়া সে সকলকে দেখিতে পাইলেন না, এইজন্য বনের চতুর্দ্দিকে উভয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন॥"১৪৩॥

যদা চ তস্য স্বেচ্ছা ন ভবতি প্রতিকূলৈর্মোহাদিনা যোজয়িতুমিষ্যতে চ সঃ তদা সর্বথা তেন ন যুজ্যত এব। যথা শাল্বমায়য়া তস্য মোহাভাবং স্থাপয়ন্নাহ—এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতা ইত্যাদৌ, ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ ক্বচাখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ স্বরেডিত ইত্যাদি ॥ ১৪৪ ॥

পূর্বোক্তরীত্যেবোক্তং যে ত্বজ্ঞসম্ভবাঃ পরমায়াদিপারবশ্যমাত্রকৃতাঃ শোকাদয়স্তে চেতি ॥ ১০ ॥ ৭৭ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪৪ ॥

যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা না হয়, তখন প্রতিকূল জনগণ তাঁহার প্রতি মোহ বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সর্ব্বদা মোহমুক্তই থাকেন। যথা, শাল্ব-মায়াদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহাভাব স্থাপন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষি এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বাক্যে "অজ্ঞসম্ভব যে শোক, মোহ, স্নেহ, ভয় সে সকল কোথায়? আর অখণ্ড জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সমন্বিত দেবগণের স্তবনীয় শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়?" শ্রীভা, ১০ ৭৭।২০—২১॥ ১৪৪ ॥

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে শ্রীভগবান্ লীলামাধুর্য্য পোষণ জন্য স্বেচ্ছাক্রমে মোহাদি অঙ্গীকার করেন, সেই রীতিতে এস্থলে বলা হইয়াছে "অজ্ঞসম্ভব"— কেবল অন্যজনের মায়াদির অধীনরূপে যে শোকাদি উপস্থিত হয়, (সেই শোকাদি শ্রীকৃষ্ণে অসম্ভব।)

[**বিবৃতি**—শাল্ব নিজ মায়াদ্বারা বসুদেব-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে হত্যা করে। তিনি সেইজন্য শোকাতুর হইয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজর্ষে! শোক-মোহাদির অতীত শ্রীকৃষ্ণের অসুরীমায়ায় শোক-মোহাদির সম্ভাবনা হইতে পারেনা।] ॥১৪৪॥

ভক্তপ্রেমপারবশ্যসম্বন্ধেন তু শোকাদয়োঽপি বর্ণিতা এব। শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রাম ইত্যাদৌ শ্রীরামচরিতে। সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষে রিত্যাদৌ শ্রীদামবিপ্রচরিতে। তথাহ—গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥ ১৪৫॥

অত্র ভীরপি যদ্বিভেতি ইত্যুক্ত্যা তস্যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানং ব্যক্তম্।

অনুবাদ—পক্ষান্তরে ভক্ত-প্রেমাধীনতা সম্বন্ধেই শ্রীভগবানের শোকাদিও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলরামচরিতে বর্ণিত হইয়াছে, "ভগবান্ রাম বিপক্ষীয়গণের বলোদাম এবং রুক্মিণী-হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শ্রবণ করিয়া কলহ-শঙ্কায় তিনি ভ্রাতৃস্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক প্রভৃতি মহাদলবল সহ সত্বর কুণ্ডিন নগরে আগমন করিলেন।" শ্রীভাঃ ১০।৫৩।১৫

শ্রীদামবিপ্রচরিতে—"সখা, প্রিয়, বিপ্রর্ষি শ্রীদামের অঙ্গ-সঙ্গে পরমানন্দিত কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া নেত্রযুগল দ্বারা অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীভা, ১০।৮০।১৯

তদ্রূপ শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"দধিভাণ্ড স্ফোটনা-পরাধে গোপী যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তোমার যে দশা হইয়াছিল, সে দশা মনে পড়ায় আমি বিমোহিত হইতেছি। যে তোমাকে স্বয়ং ভয় পর্য্যন্ত ভয় করে, যশোদার ভয়ে সেই তোমার নয়ন-যুগল ব্যাকুল হইয়াছিল, অশ্রু-সলিলে কজ্জল বিগলিত হইয়াছিল, তুমি ভয়-ভাবনায় অধোমুখে অবস্থিত ছিলে।" শ্রীভা, ১।৮।৩০॥ ১৪৫॥

শ্লোকব্যাখ্যা—এস্থলে "ভয় পর্য্যন্ত যাঁহাকে ভয় করে"—এই উক্তি

ততো যদি সা ভীঃ সত্যা ন ভবতি তদা তস্যা মোহোঽপি ন সম্ভবেদিতি গম্যতে। স্ফুটমেব চান্তর্ভয়মুক্তং ভয়ভাবনয়া স্থিতস্যেতি ॥ ১ ॥ ৮ ॥ শ্রীকুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১৪৫ ॥

দ্বারা শ্রীকুন্তী-দেবীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয় যদি যথার্থ না হইত, তাহাহইলে তাঁহার (কুন্তীদেবীর) মোহ সম্ভবপর হইত না, ইহা বুঝা যাইতেছে। অথচ "ভয়-ভাবনায় অবস্থিত" উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভয় স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে শ্রীবলদেব-চরিতে শ্রীভগবান বলদেবের মোহ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যাদব-ভক্তগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান করেন নাই। তিনি যদি মুগ্ধ না হইতেন, তাহাহইলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নিঃশঙ্ক থাকিতেন, অথবা একাকী কুণ্ডিনে গমন করিতেন। মহাবল সহিত গমন, তাঁহার মোহ-প্রতীতি করাইতেছে। আর, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টশঙ্কায় তাঁহার শোকও উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীদামচরিতে—দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-প্রাপ্তি এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ব্যক্ত করিতেছে। এই স্নেহ ভক্ত-শ্রীদামবিপ্রের প্রেম সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্যে শ্রীযশোদার প্রেমসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ভয় স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। সেই ভয় যদি লোক-দেখান বাহ্যিক মিথ্যা চেষ্টা হইত, তাহা হইলে শ্রীকুন্তীদেবী বিমোহিতা হইতেন না।

তিনটী দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীভগবানে শোক মোহ ভয় সংযোগ

অথ স্বাতন্ত্র্যং ভক্তসম্বন্ধং বিনৈব, অহং ভক্তপরাধীন ইত্যাদেঃ। অথ গোচারণাদাবপি সুখিত্বগুণানুকূল্যমেব মন্তব্যম্। তদ্ব্যাজেন নানাক্রীড়াসুখমেব হ্যুপচীয়তে। যথাহ, ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া। গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্। স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ ॥ ১৪৬ ॥

দেখাইলেন। পূর্ব্বে ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মায়াসম্বন্ধি যে শ্রীভগবানে শোকাদির অসম্ভাবনা দেখাইয়াছিলেন, এখন ভক্ত-প্রেম সম্বন্ধে তাঁহাতেই শোকাদির সংযোগ প্রদর্শন করায়, তাহা শ্রীভগবানের দোষ খ্যাপন না করিয়া প্রেমপারবশ্যগুণের পরমোৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছে।] ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভক্তসম্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র বুঝিতে হইবে। ভক্তসম্বন্ধে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই; তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "আমি অস্বতন্ত্রের মত ভক্ত পরাধীন।" শ্রীভা, ৯।৪।৬৩

[কেহ বলিতে পারেন, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীতে বিবিধ আলম্বন-সাদ্‌গুণ্য দৃষ্ট হইলেও কষ্টসাধ্য গোচারণ তাঁহার আলম্বন-বৈগুণ্য উপস্থিত করিতেছে;—খরতর রবিকরে কুশাঙ্কুর, কঙ্কর, কণ্টকাকীর্ণ বনে চঞ্চল গোপাল হইয়া যিনি বিচরণ করেন, এমন ক্লিষ্টজন কিরূপে রসের আলম্বন হইতে পারেন? তাহাতে বলিতেছেন—] শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদিতেও তাঁহার সুখিত্বগুণের আনুকূল্য মনে করিতে হইবে। গোচারণস্থলে নানা ক্রীড়া-সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যথা, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "গোপাল-ছদ্ম মায়ায় ব্রজে বিশেষ ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জীবগণের নাতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইল। তাহাও বৃন্দাবনের গুণে বসন্তঋতুর মত লক্ষিত হইতে লাগিল।" শ্রীভা, ১০।১৮।১২॥ ১৪৬ ॥

ক্রিয়াকৃতস্য দুঃখস্য নিষেধঃ, ব্রজে বিক্রীড়তোরিতি। ছদ্ম ব্যাজঃ। মায়া বঞ্চনম্। গোপালব্যাজেন যদ্বঞ্চনং তেন বিক্রীড়তোঃ, প্রাতস্তদ্ব্যাজেন নানাজনান্ বঞ্চয়িত্বা ব্রজাদ্বনং গত্বা স্বচ্ছন্দং নিজাভীষ্টাঃ ক্রীড়াঃ কুর্বতোরিত্যর্থঃ। সায়ং ব্রজাবাসাগমনে চান্যা ইতি। কালকৃতস্য দুঃখস্য নিষেধঃ, স চেতি। অনেন দেশকৃতস্য চ ইতি জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০ ॥ ১৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—"ব্রজে বিশেষ ক্রীড়ারত"—এই বলিয়া ক্রিয়াকৃত দুঃখ নিষেধ করিলেন। ছদ্ম—ব্যাজ (ছল)। মায়া—বঞ্চনা। গোপালনচ্ছলে যে বঞ্চনা, তদ্দ্বারা বিশেষ ক্রীড়ারত। প্রাতঃকালে গোপালন উপলক্ষে নানাজনকে বঞ্চনা করিয়া ব্রজ হইতে বনে গমন পূর্ব্বক তথায় স্বচ্ছন্দ ভাবে নিজের মনোমত ক্রীড়া করেন। কালকৃত দুঃখ নিষেধের জন্য বলিলেন—গ্রীষ্মঋতু বৃন্দাবনের গুণে বসন্তঋতুর মত লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা দেশকৃত দুঃখেরও নিষেধ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে বৃন্দাবনের স্পর্শে দুঃখদ গ্রীষ্মঋতু সুখময় বসন্তের মত হইয়া যায়, সেই বৃন্দাবন যে সুখময়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবৃতি-গোচারণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে ক্লিষ্ট নহেন, এস্থলে তাহা দেখাইলেন। গোচারণ উপলক্ষে তিনি নানা ক্রীড়া করেন। ক্লিষ্টজন ক্রীড়ারত হইতে পারেন না; আনন্দ-চপল ব্যক্তিই খেলা করে। সে সকল খেলা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় যে, তিনি মাতা পিতা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া সেই খেলার অভিপ্রায়ে গোচারণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেস্থানে গোচারণ করেন, সেইস্থান সুখময়, যে কালে গোচারণ করেন তাহাও সুখময়। সুতরাং এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সুখিত্ব-গুণের উল্লাস, হ্রাস নহে ॥] ১৪৬ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ স্থৈর্য্যবিরোধী বাল্যাদিচাঞ্চল্যমপি গুণত্বেনৈব স্ফুটং দৃশ্যতে। যথা, বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ইত্যাদি। রক্তলোকত্বং যথাহ—স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া। চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা। ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্। রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে সত্যাদির বৈপরীত্য যেমন পরমগুণ-শিরোমণিরূপে শোভা পায়, তেমন স্থৈর্য্য-বিরোধী বাল্যচাপল্যাদিও তাঁহাতে গুণরূপে দৃষ্ট হয়। যথা, গোপীগণ শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন—"কৃষ্ণ অসময়ে আমাদের গোবৎস সকল ছাড়িয়া দেয় ইত্যাদি।" শ্রীভা, ১০।৮

[**বিবৃতি**—যাহা হইতে লোকানুরাগ জন্মে, তাহা গুণ;—জনানুরাগহেতবোগুণাঃ। শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্য স্থৈর্য্য-গুণবিরোধী হইলেও তদ্দ্বারা ব্রজবাসীর চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য ব্রজজনের মর্ম্মজ্ঞ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—কৃষ্ণস্য রুচিরং গোপ্যোবীক্ষ্যকৌমারচাপলং।—কৃষ্ণের কৌমারচাপল্য রুচির—মনোহর। গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের শাসন নিমিত্ত নহে; উহা তাঁহাদের প্রেম-কৌতুক।]

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রক্তলোকত্ব (১) গুণের দৃষ্টান্ত যথা, শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ সুস্নিগ্ধ হাস্যাবলোকন, অমৃতায়মান

---

(১) রক্ত—অনুরক্ত লোক যাহাতে, শ্রীকৃষ্ণ যদ্দ্বারা লোকানুরাগের বিষয় হইয়াছেন, তাহা রক্তলোকত্ব।

পাত্রং লোকানুরাগাণাং রক্তলোকং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রজন্যা দত্তাবসর স্ত্রীণাং ক্ষণঃ উৎসবরূপং সৌহৃদং যস্য ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥ ১৪৭ ॥

অত্র এবং লীলানরবপুরিত্যাদিকমপি উদাহার্য্যম্। এবমপি যদসুরাণামপরক্তত্বং তত্র কারণমাহ, পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্। অকল্প এষামধিরোঢুমঞ্জসা পরং পদং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্ ॥ ১৪৮ ॥

বচন, নির্ম্মল চরিত্র এবং শোভার আশ্রয়ভূত আপনার দেহ দ্বারা এই মর্ত্তালোক, দেবলোক তথা বিশেষরূপে যদুগণকে আমোদিত করিয়াছিলেন।

"যে সকল রমণী রজনী-যোগে তাঁহার সহিত মিলনের অবসর পাইতেন, তাঁহাদের উৎসব যাঁহার সৌহৃদ, সেই কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিতেন।" শ্রীভা, ৩।৩।২০—২১॥১৪৭॥

শ্লোকব্যাখ্যা—রজনী যে সকল রমণীকে (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের) অবসর দেয়, সেই রমণীগণের (শ্রীমহিষীগণের) ক্ষণ—উৎসবরূপ সৌহৃদ যাঁহার অর্থাৎ যিনি সেই রমণীগণের আনন্দ সম্পাদনকে তাঁহাদের সম্বন্ধে বন্ধুকৃত্য মনে করিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিতেন ॥১৪৭॥

রক্ত-লোকত্ব-গুণের অন্য উদাহরণও আছে—

এবং লীলানরবপুর্ন্লোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপ-গোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্‌কৃতৈঃ ॥

শ্রীভা, ১০।২৩।২৯

"লীলাময় নরবপু শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক লীলা বিস্তার করিয়া রূপ, বাক্য ও চরিত্র দ্বারা গো, গোপ, গোপীগণকে ক্রীড়া করাইবার জন্য নিজেও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।"

স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥ শ্রীশিবঃ ॥ ১৪৮ ॥

যদ্যপ্যেষাং গুণানাং সর্বেষামপি ভগবতি নিত্যত্বমেব তথাপি তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং তেষাং ক্বচিৎ কস্যচিৎ প্রকাশঃ কস্যচিদপ্রকাশশ্চ ভবতি। অত এবাহ—অশ্রৌষীত্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ। নান্বরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪৯ ॥

এমন শ্রীকৃষ্ণেও অসুরগণের বিরক্তি দেখা যায়, তাহার কারণ শ্রীশিব বলিয়াছেন—"নিরহঙ্কারিগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া যে জন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, যাহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যথিত হয়, সে ইহাদের (নিরহঙ্কারিগণের) স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেনা, সুতরাং অসুরগণ হরির প্রতি যেমন দ্বেষ করে, সেও তাহাদের প্রতি তেমন দ্বেষ করে" শ্রী ভা; ৪।৩।১৯

[অসুরগণ স্বভাব সিদ্ধ মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি যেমন অন্যের সুখ শান্তি দেখিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, শ্রীহরির সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়াও অসুরগণের সে অবস্থা হয়, এইজন্য তাহারা উহার প্রতি অনুরক্ত হয় না।] ১৪৮

যদিও এ সকল গুণ শ্রীভগবানে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তথাপি সেই সেই লীলা সিদ্ধির জন্য সে সকলের কোন গুণ কোন সময়ে ব্যক্ত হয়, কোন গুণ আবার ব্যক্ত হয় না। অর্থাৎ সকল গুণ এক সময়ে ব্যক্ত হয় না, যে গুণ যে লীলার উপযোগী, সেই লীলা-কালে সেই গুণ ব্যক্ত হয়, যে গুণ সে লীলার অনুপযোগী, তাহা ব্যক্ত হয় না। অতএব শ্রীসুত বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় যাত্রা করিয়া যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সে সে স্থানেই ব্রাহ্মণগণের সত্য আশীর্ব্বাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। নির্গুণ,

নির্গুণস্য মধ্যপদলোপেন নির্গতা গুণেভ্যো গুণা যস্য তস্য প্রাকৃতগুণাতীতনিত্যগুণস্য নানুরূপাঃ নিত্যতৎপরিপূর্ণত্বেন লাভান্তরাযোগাৎ। গুণাত্মনঃ তদাশীর্বাদাঙ্গীকারদ্বারা তত্তদ্গুণ-বিশেনপ্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকস্য অনুরূপাশ্চ। তদঙ্গীকারে হেতুঃ, সত্যা ইতি। তদেবং প্রকাশনাপ্রকাশনহেতোরেব শ্রীভগবত-শ্চন্দ্রপরপরার্দ্ধোজ্জ্বলতাদিকে সত্যপি তত্তল্লীলামাধুর্য্যবিস্তারক-স্তমিস্রাদিব্যবহারঃ সিধ্যতি ॥ ১ ॥ ১০ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৪৯ ॥

গুণাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সে সকল আশীর্ব্বাদ অনুরূপ অননুরূপ দুইই হইল।" শ্রীভা, ১১০।১৯ ॥১৪৯ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—নির্গুণ পদটী মধ্যপদলোপে সমাসবদ্ধ; নির্গত গুণসমূহ হইতে গুণ যাঁহার, তিনি নির্গুণ—প্রাকৃত গুণাতীত—নিত্য গুণবান্। এইরূপে তাঁহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ অননুরূপ। আবার তিনি গুণাত্মা—ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ দ্বারা সেই সেই গুণ-বিশেষের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক; এইরূপে আশীর্ব্বাদ তাঁহার অনু-রূপ। আশীর্ব্বাদ অঙ্গীকারে হেতু, সে সকল সত্য। এই প্রকারে গুণ প্রকাশনাপ্রকাশন হেতু শ্রীভগবানের পরার্দ্ধসংখ্যক চন্দ্র হইতে অধিক উজ্জ্বলতাদি থাকিলেও সেই সেই লীলা বিস্তারক অন্ধকারাদি ব্যবহারও সিদ্ধি হইতেছে।

[**বিবৃতি**—তুমি সুখী হও, তোমার সমৃদ্ধি লাভ হউক, তুমি জয় যুক্ত হও ইত্যাদি—আশীর্ব্বাদ। নির্গুণাবস্থায় গুণ সকল স্বরূপস্থ-থাকে বলিয়া তাহাতে আশীর্ব্বাদের কোন সার্থকতা নাই; আশী-র্ব্বাদের বিষয় সুখাদি তাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। যে অবস্থায় গুণ সকল তাঁহা হইতে কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা উপ-সংহার প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থায় আশীর্ব্বাদের অবকাশ আছে। যেমন

অতএবাবসরবিশেষং প্রাপ্য তত্তদ্‌গুণসমুদায়বিশেষাবির্ভাবাদেক এবাসৌ তত্র পৃথক্‌ পৃথগেব ধীরোদাত্তাদিব্যবহারচতুষ্টয়মপি

—পরিকরগণ সঙ্গে লীলায়মান তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদে কখন দুঃখী হয়েন—এ অবস্থায় আশীর্ব্বাদের উপযোগিতা আছে; যেহেতু, তখন তিনি প্রিয়বর্গের সঙ্গ-সুখাভিলাষী; সে সুখ তিনি প্রাপ্ত হইবেন, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ তাহার সূচনা করিতেছে বলিয়া তিনি সাদরে সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগণ যে যে বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, সে সমুদয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-ধর্ম্ম বলিয়া কখনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, এইজন্য সে সকল সত্য। অথবা শমদমাদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ সত্যবাক্‌, এইজন্য তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ সত্য জানিয়া নরলীলাবেশে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

যুগপৎ সকলগুণ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণে আছে, এইজন্য বলিলেন তিনি পরার্দ্ধচন্দ্র হইতেও উজ্জ্বল; চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলতাদ্বারা বস্তু প্রকাশক, তিনি নিজপ্রভাবে তেমন সর্ব্বগুণ প্রকাশক। তাহা হইলেও সকল গুণ প্রকাশ না করিয়া, অন্ধকার যেমন বস্তুসকলকে আবৃত করিয়া থাকে, তিনি তদ্রূপ কোন কোন গুণকে আবৃত করিয়া রাখেন। এইরূপে গুণাবরণের উদ্দেশ্য, লীলামাধুর্য্য বিস্তার করা।] ১৪৯ ॥

অনুবাদ— অতএব অবসর-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই গুণ (১) সমুদায়ের বিশেষ আবির্ভাব নিবন্ধন এক ভগবান্‌ই লীলাবসর ক্রমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধীরোদাত্তাদি ব্যবহার-চতুষ্টয় প্রকাশ করেন।

---

(১) সত্য, শৌচাদি প্রসিদ্ধ গুণ এবং সত্য-শৌচ-শমবিরোধী যেসকল দোষ প্রেমবশ্যত্বাদি নিবন্ধন শ্রীভবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া গুণশিরোমণি-শোভা প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে মীমাংসা করা হইয়াছে, সে সকল গুণ। এইরূপে স্বতঃসিদ্ধ ও সংসর্গ-সিদ্ধভেদে গুণ দ্বিবিধ।

প্রকাশয়তি। তত্র তত্র ধীরোদাত্তো যথা, গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃদিতি। এতে চ গুণা গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদিশক্রসম্ভাষান্তলীলায়াং ব্যক্তাঃ সন্তি। অথ ধীরললিতঃ, বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ এতে চ শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীসহিতলীলায়াং সুষ্ঠু ব্যক্তাঃ। অথ ধীরশান্তঃ, শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥ এতে চ তাদৃশানাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সন্নিধৌ তৎপালনলীলায়ামুজ্জৃম্ভন্তে। অথ ধীরোদ্ধতঃ, মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী

সেই সেই ব্যবহারে ধীরোদাত্ত যথা,—"যে ব্যক্তি গম্ভীরপ্রকৃতি, বিনয়যুক্ত, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাকে ধীরোদাত্ত বলে।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।১২১। এই সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণে গোবর্দ্ধন ধারণ হইতে ইন্দ্রসম্ভাষা পর্য্যন্ত লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে।

ধীরললিত যথা—"ধীরললিত নায়ক রসিক, নবযৌবন-সম্পন্ন, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত, প্রায়শঃ প্রেয়সীবশ হয়েন।" ঐ ঐ। ১২৩।

এসকল গুণ শ্রীব্রজদেবীগণের সহিত লীলায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ধীরশান্ত যথা,—"যে ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি-গুণযুক্ত, তাঁহাকে ধীরশান্ত বলা হয়।" ঐ ঐ।১২৪। এ সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণে ধীরশান্ত-স্বভাব যুধিষ্ঠিরাদির সন্নিধানে তাঁহাদের পালন লীলায় সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ধীরোদ্ধত—"যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যবান্, অহঙ্কারী, ক্রোধী, চঞ্চল ও আত্ম-প্রশংসাকারী তাঁহাকে ধীরোদ্ধত বলা হয়।" ঐ ঐ।১২৬।

মায়াবী রোষণশ্চ যঃ। বিকথনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ। এতে চ তাদৃশানসুরান্ প্রাপ্য ক্বচিদুদয়ন্তে। অতএব দুষ্টদণ্ডনহেতুত্বাদেষাং গুণত্বঞ্চ। তদেবমুদ্দীপনেষু গুণা ব্যাখ্যাতাঃ। অথ তেষু জাতির্দ্বিবিধা; তস্য তৎসম্বন্ধিনাঞ্চেতি। তত্র তস্য জাতির্গোপত্বক্ষত্রিয়ত্বাদিকা। শ্যামত্বকিশোরত্বাদিকমন্যত্র তদুপমাবুদ্ধিজনকঞ্চ। তৎসম্বন্ধিনাং জাতিস্তু গবাদিকা জ্ঞেয়া। অথোদ্দীপনেষু ক্রিয়া লীলা এব। তাশ্চ দ্বিবিধাঃ। তত্র তৎসান্নিধ্যেন মায়য়া দর্শিতাঃ সৃষ্ট্যাদয়ো মায়িক্যঃ। তদীয়শ্রীবিগ্রহচেষ্টাস্তু স্মিতবিলাসখেলানৃত্যযুদ্ধাদয়ঃ স্বরূপশক্তিময্যঃ। শ্রীবিগ্রহস্য স্বরূপানন্দৈকরূপত্বাৎ। রময়াত্মশক্ত্যা যদৃযৎ

এসকল শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ-স্বভাব-সম্পন্ন অসুরগণের সান্নিধ্যবশতঃ কখন কখন উদিত হয়। অতএব দুষ্ট-দণ্ডনের হেতু বলিয়া এ সকলও গুণ। এই প্রকারে উদ্দীপন সকলে গুণ ব্যাখ্যাত হইল।

[পূর্ব্বে ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কালভেদে উদ্দীপন পঞ্চবিধ। এই পর্য্যন্ত গুণ বলা হইয়াছে।] অতঃপর উদ্দীপন সমূহের মধ্যে জাতি ব্যাখ্যাত হইতেছে। জাতি দ্বিবিধা; শ্রীকৃষ্ণের জাতি এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিতগণের জাতি। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জাতি—গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি এবং শ্যামত্ব, কিশোরত্ব প্রভৃতি অন্যত্র তাঁহার উপমা বুদ্ধিজনক উদ্দীপন। তাঁহার সম্পর্কিতগণ জাতিতে গো, গোপ প্রভৃতি।

উদ্দীপন সমূহের মধ্যে ক্রিয়া—তাঁহার লীলা। সেই লীলা দ্বিবিধা; তন্মধ্যে ভগবৎ-সান্নিধ্যমাত্রে মায়াদ্বারা প্রদর্শিতা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-ক্রিয়া মায়িকী লীলা। তাঁহার শ্রীবিগ্রহচেষ্টা—হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য, যুদ্ধাদি স্বরূপশক্তিময়ী লীলা। যেহেতু শ্রীবিগ্রহ একমাত্র

করিষ্যতীতি তৃতীয়স্থব্রহ্মস্তবাচ্চ। ঈশ্বরস্যাপি তস্য বর্ত্তত এব স্বাভাবিকং তদিচ্ছাকৌতুকং লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়েন। যথাহ—এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্য্যে সুরেশ্বরঃ। বিহর্ত্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৫০ ॥

স্বরূপানন্দরূপ; আর তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ যাহা যাহা করেন, তাহাই আত্মশক্তি রমা (রমানাম্নী-স্বরূপ-শক্তি) দ্বারা করেন।" শ্রীভা, ৩।৯।২৩

[বিবৃতি—সৃষ্ট্যাদি জগদ্ব্যাপার মায়াশক্তির কার্য্য হইলেও মায়া স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিতে পারেনা, শ্রীভগবানের মহাবিষ্ণু নামক পুরুষাবতারের সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎকার্য্য সম্পন্ন করেন্। মহাবিষ্ণু ইহাতে লিপ্ত নহেন, কেবল দৃষ্টিপাত দ্বারা মায়াতে সৃষ্ট্যাদি-শক্তি সঞ্চার করেন। এইরূপে ভগবৎসান্নিধ্য বশতঃ জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সে সকলও তাঁহার লীলা; সে সকল লীলা মায়াবলম্বনে ব্যক্ত হয় বলিয়া মায়িকী।

শ্রীভগবান্ নিজ মূর্ত্তিতে হাস্যাদি যেসকল চেষ্টা প্রকাশ করেন, সে সকল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সেই সেই চেষ্টা স্বরূপ-শক্তিময়ী লীলা।]

অনুবাদ—তিনি ঈশ্বর হইলেও স্বভাবতঃ তাঁহাতে লীলা-বাঞ্ছারূপ কৌতুক বর্ত্তমান আছে; ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, "সুখোন্মত্ত লোক যেমন সুখোদ্রেক হেতু নৃত্যাদি করিয়া থাকে, শ্রীভগবানও তেমন স্বরূপানন্দ বশতঃ নানালীলা-প্রকট করেন, এইরূপ লীলা করাই তাঁহার স্বভাব (২।১।৩৩)," যথা,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যদিও ভগবান্ একাকী দেব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন, তথাপি সমুদ্রমন্থনাদি দ্বারা বিহার করিবার অভিপ্রায়ে (দেবগণকে সে সকল কার্য্য করিবার জন্য) বলিয়া ছিলেন।" শ্রীভা, ৮।৬।১৭॥১৫০॥

এক এবেশ্বরঃ সমর্থোঽপীতি টীকা চ। অতএব তত্তজ্জাতি-লীলাভিনিবেশঃ শ্রূয়তে যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যস্যাং যস্যাং যদা যোনৌ প্রাদুর্ভবতি কারণাৎ। তদ্‌যোনিসদৃশং বৎস তদা লোকে বিচেষ্টতে॥ সংহর্ত্তুং জগদীশানঃ সমর্থোঽপি তদা নৃপ। তদ্‌যোনিসদৃশোপায়ৈর্বধ্যান্ হিংসতি যাদবেত্যাদি ॥ ৮ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫০ ॥

তত্র শ্রীবিগ্রহচেষ্টা দ্বিবিধাঃ ; ঐশ্বর্য্যমষ্যো মাধুর্য্যময্যশ্চেতি। তত্র নিজজনপ্রেমময়ত্বান্মাধুর্য্যময্য এব রমণাধিক্যে হেতবঃ। যথৈব পরমবিস্ময়হর্ষাভ্যামাহ—এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া

শ্লোক ব্যাখ্যা — ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "ভগবান একাকী দেবকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ।" অতএব—লীলা করাই শ্রীভগবানের স্বভাবহেতু, যে যে জাতিতে অবতীর্ণ হয়েন, তত্তৎ জাত্যুচিত লীলায় তাঁহার অভিনিবেশ শুনা যায়। যথা, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে বজ্রনাভকে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন—"হে বৎস! কারণ বশতঃ শ্রীভগবান্ যে যে সময় (মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি) যে যে যোনিতে আবির্ভূত হয়েন, সেই সেই সময় জগতে সেই সেই যোনি-সদৃশ (মৎস্যাদির মত) চেষ্টা করেন। হে নৃপ! হে যাদব! সমগ্র-জগৎ সংহার করিতে সমর্থ হইলেও সে যোনি সদৃশ চেষ্টায় বধ্য অসুরগণকে বধ করেন।" ॥১৫০॥

উক্ত নানা অবতারে শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা (শ্রীভগবান যে যে রূপে আবির্ভূত হয়েন, তত্তৎরূপের চেষ্টা) দ্বিবিধা ; ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী, তন্মধ্যে মাধুর্য্যময়ী চেষ্টা প্রিয়জনে প্রেমময়ী ; এইজন্য তাহাই বিহারাধিক্যের হেতু। তেমন কথাই শ্রীশুকদেব পরমবিস্ময় ও হর্ষের সহিত বলিয়াছেন—"এই প্রকারে নিগূঢ়াত্মগতি শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহার

গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্। রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীনারায়ণাদিরূপেষু স্বাবির্ভাবেষু রমালালিতপাদপল্লবোঽপি সেষু অলৌকিকেষ্বপি ব্রজবাসিষু নিরীক্ষ্য তদ্বপুরম্বরে চরদিত্যাদৌ হলধর ঈষদত্রসদিতি ন্যায়লব্ধেন তল্লীলামাধুর্য্যবিশেষাবেশেন

পদপল্লব লক্ষ্মী স্বয়ং লালন করেন, তিনি স্বমায়া-প্রভাবে বিবিধ চরিত্র দ্বারা গোপনন্দনত্ব বিড়ম্বন (অনুকরণ) পূর্ব্বক গ্রাম্যগণের সহিত গ্রাম্যের মত বিহার করেন। তাঁহাতে ঈশ্বর-চেষ্টা বর্ত্তমান্ ছিল।" শ্রীভা, ১০।১৫ ১৬॥১৫১॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি রূপ আর্বির্ভাব-সমূহের পদ-পল্লব শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং লালন করেন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে রমালালিত-পাদপল্লব বলা হইয়াছে; (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিন্তু রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণ লালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই।) স্বমায়া—স্বগণে যে মায়া—কৃপা, তাহা স্বমায়া, শ্রীকৃষ্ণের স্বগণ ব্রজবাসী, তাঁহারা অলৌকিক হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষে আবিষ্ট হইয়া লৌকিকের মত ব্যবহার করেন; শ্রীবলদেবের চরিত্রে তাহা দেখা যায়, "প্রলম্বাসুরের আকাশচারি কলেবর দর্শন করিয়া বলদেব কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন" (১) এই ন্যায়ানুসারে ব্রজজনের লৌকিক-চেষ্টা প্রতীত হয়। অর্থাৎ এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-মাধুর্য্যাবিষ্ট বলদেব যেমন নিজের অলৌকিকত্ব বিস্মৃত হইয়া সাধারণ লোকের মত ভীত হইয়াছিলেন, অন্যান্য ব্রজবাসীও তেমন লীলাবেশে আপনাদিগকে জগতের সাধারণ জন মনে করিতেন এবং তদনুরূপ চেষ্টা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ

---

(১) শ্রীভা, ১০।১৮।১৭

লৌকিকবদ্ব্যবহরৎস্থ যা মায়া কৃপা সাধবো হৃদয়ং মহ্যমিত্যাদি-ন্যায়েন তৎকৃতৈক্যব্যবহারঃ তয়া নিগূঢ়াত্মগতিস্তিরোহিতপারমৈ-শর্য্যস্থিতিঃ সন্ লৌকিকং যদ্গোপাত্মজত্বং তদেব অলৌকিক-গোপাত্মজত্বময়ৈশ্চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্ অনুকুর্বন্ রেমে স্বয়মপি রতি-মুবাহ। অতস্তাদৃশরমণেষু যথা তদিচ্ছা, ন তথা রমালালিত-পাদপল্লবত্বেঽপীতি দর্শিতম্। রমণমেব দর্শয়তি। যথাধুনাপি গ্রাম্যৈর্বালকৈঃ সমং কশ্চিদ্গ্রামাধিপবালকো রমতে তদ্বৎ।

উক্তরূপে রমালালিত-পাদপল্লব হইলেও ঈদৃশ ব্রজজনের প্রতি তাঁহার যে মায়া—কৃপা,— "সাধু আমার হৃদয়" ইত্যাদি (১) ন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণকৃত ঐক্য ব্যবহার অর্থাৎ ব্রজ-জনগণ যেমন লীলাবিষ্ট হইয়া সাধারণ জনের মত ব্যবহার করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তদনুরূপ ব্যবহার করেন; ইহাই তাঁহার স্বমায়া—স্বগণে কৃপা। সেই হেতু তিনি নিগূঢ় আত্মগতি—আপনার পারমৈশ্বর্য্য স্থিতির তিরোধান ঘটাইয়া লৌকিক (সাধারণ) যে গোপপুত্রত্ব,অলৌকিক গোপপুত্রত্বময় চরিত দ্বারা তাহার বিড়ম্বন—অনুকরণ পূর্ব্বক রমণ করেন, নিজেও প্রীতিলাভ করেন। এই কারণে তাদৃশ বিহারে তাঁহার যেমন অভিলাষ, যাহাতে লক্ষ্মী পাদপল্লব সেবা করেন, তেমন পারমৈশ্বর্য্যময় বিহারেও তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা নাই—ইহা প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিহার কি প্রকার, তাহা দেখাইতেছেন—এখনও যেমন গ্রাম্য বালকগণের সহিত কোন গ্রামাধ্যক্ষের বালক খেলা করেন, তিনিও ব্রজবালকগণের সহিত তেমন বিহার করেন।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৬৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তত্তল্লীলাপ্রাধান এব রসতে নত্বৈশ্বর্য্যপ্রধান ইত্যর্থ। দৃশ্যতে চ তত্তল্লীলাবেশঃ, স জাতকোপস্ফুরিতারুণাধর ইত্যাদৌ, রহোঽপি জাততাদৃশভাবাৎ। তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণ ইত্যাদৌ বালানাং স্বকরা-

---

গোপকুমার, গোপসখা, প্রভৃতিতে যে যে লীলা সম্ভব সেই সেই লীলা যাঁহাতে প্রধানতঃ বর্ত্তমান, তাদৃশরূপে তিনি সে সকল বিহার করেন; যাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইতে পারে, এমন ক্রীড়া তিনি করেন না। সেই সেই লীলাতে তাঁহার আবেশও দেখা যায়; দামবন্ধন-লীলার প্রাক্কালে শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য গমন করিলে "তাঁহার অরুণ অধর কম্পিত হইতে লাগিল।" শ্রীভা, ১০।৯।৪, নির্জ্জনেও তাদৃশভাব উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা লৌকিক-লীলায় আবেশের পরিচায়ক।

[যে স্থানে এমন অবস্থা হয়, তথায় আর কেহ ছিলেন না; যদি কেহ থাকিতেন, তবে উহা কপট ব্যবহার মনে করিবার অবকাশ ছিল, কিন্তু নির্জ্জন স্থানেও ঐরূপ আচরণ করায় তাহা যে যথার্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ব্রজেশ্বরীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কেবল যশোদানন্দন-অভিমানে আপনাকে জননীর উপেক্ষিত বিবেচনা করিয়া তাদৃশ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।] অঘাসুরের বধ-লীলায় গোপ-বালকগণ যখন অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিলেন, তখন—

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চমৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসানুঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ॥

শ্রীভা, ১০।১২।২৬

পচ্যুততাজাতানুতাপাৎ দিষ্টকৃতত্বমননাচ্চ। অতএব তস্য তত্তল্লীলাসু লোকানুসারি যদ্‌যদ্‌বুদ্ধিকর্ম্মসৌষ্ঠবং তত্তৎ সুষ্ঠু মুনিভিরপি সচমৎকারং বর্ণ্যতে। যথোক্তং শ্রীশুকেন জরাসন্ধযুদ্ধান্তে, স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ সমীহতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া। ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যত ইতি। তেষু

"সকল লোকের অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ অন্যনাথহীন দীন বালকগণকে নিজকরচ্যুত এবং মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের জঠরানলে তৃণীভূত হইতে দেখিয়া করুণায় কাতর হইলেন, এই দৈব কর্ম্মদর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন।"

এস্থলে বালকগণের নিজকরচ্যুতি-জনিত অনুতাপ এবং উহা দৈবকৃত মনন হইতে শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক-লীলাতে আবেশ প্রতীত হইতেছে। [শ্রীকৃষ্ণ যদি লৌকিক-লীলাতে আবিষ্ট না থাকিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রধান অলৌকিক-লীলায় রত থাকিতেন, তাহা হইলে অঘাসুর হইতে সখাগণের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, ইহা বিনানুসন্ধানে জ্ঞাত থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার অনুতাপ উপস্থিত হইত না এবং উহা দৈব-কৃত মনে করিতেন না; যেহেতু উহা তাঁহার লীলার পরিপাটী বিশেষ।]

অতএব শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাতে লোকানুসারি (মানুষের মত) বুদ্ধি ও কর্ম্মের যে যে সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, মুনিগণ বিস্ময়ের সহিত সুন্দররূপে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। যথা, জরাসন্ধ যুদ্ধ বর্ণনের পর শ্রীশুকোক্তি—"যাঁহার অনন্তগুণ, যিনি নিজ লীলাক্রমে ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে বিপক্ষ নিগ্রহ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি তিনি মর্ত্ত্যজনের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বর্ণন করিতেছি।"

শ্রীভা, ১০।৫০।২৯

চরিতেষু যদলৌকিকমাসীত্তদপি তত্তল্লীলারসমাত্রাসক্তস্য তস্য স্বভাবসিদ্ধৈশ্বর্য্যত্বেন লীলাখ্যা শক্তিরেব স্বয়ং সম্পাদিতবতীত্যাহ, ঈশং তত্তল্লীলোচিতসুঘটদুর্ঘটসর্ব্বার্থসাধকং চেষ্টিতং লীলৈব যস্য স ইতি। যথোক্তম্—অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব।

শ্রীকৃষ্ণের সে সকল চরিতে যাহা কিছু অলৌকিক ছিল, তাহাও কেবল সেই সেই লীলারসে আসক্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যরূপে লীলাখ্যা শক্তিই স্বয়ং সম্পাদন করিতেন, এইজন্য শ্লোকে (ব্যাখ্যাস্য-মান—এবং নিগূঢ়াত্মগতি ইত্যাদি ১০।১৫।১৬ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণকে ঈশচেষ্টিত বলিয়াছেন। ঈশ—সেই সেই লীলাযোগ্য সুসাধ্য দুঃসাধ্য সর্ব্বার্থ সাধক চেষ্টিত—লীলা যাঁহার, তিনি ঈশচেষ্টিত। তাদৃশ চেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"মনুষ্য-ক্রীড়া-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব দেখিয়া নারদ যেন হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।" শ্রীভা, ১০৬৯।২১

[শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নরলীলা-নিরত ছিলেন। শ্রীনারদ তাঁহার দ্বারকা-লীলায় যে সকল অলৌকিক লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকল তাঁহার লীলা-শক্তির উদ্ভাবিত, এইজন্য যোগমায়ার প্রভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি যোগমায়াই লীলার সহায়কারিণী।]

[শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় লীলায়ও লীলাশক্তিকর্ত্তৃক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন দেখা যায়। মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় শ্রীবলদেব প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকট অভিযোগ করিলেন। ব্রজেশ্বরী তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি বলিলেন—'মা, আমি মাটী খাই নাই ; ইহারা সকলে মিথ্যাবাদী। তবু যদি তুমি তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমার মুখও তোমার সম্মুখেই আছে,

যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীযুষোরিতি। যথা চ—যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ। ব্যাদত্তাব্যহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়া-মনুজবালকঃ। সা তত্র দদৃশে বিশ্বমিতি। অত্র যদি সত্য-গিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখমিত্যন্তা তদীয়সরসকৃতৈব। লীলা পূর্ব্বমুক্তা। অব্যাহতৈশ্বর্য্য ইত্যাদিকা তু তল্লীলাশক্তিকৃতৈব। সা চ ব্রজেশ্বর্য্যা বাৎসল্যপোষিকে বিস্ময়শঙ্কে পুষ্ণাতি। নাহং ভক্ষিত-

---

তুমি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাহা শুনিয়া শ্রীব্রজেশ্বরী বলি-লেন—] "যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তুমি মুখ ব্যাদন কর, ব্রজে-শ্বরী যখন একথা বলিলেন, তখন যাঁহার ঐশ্বর্য্য কখনও পরাহত হয় না, যিনি লীলায় নরবালক, সেই ভগবান্ হরি মুখ ব্যাদন করিলেন; যশোদা তাহাতে বিশ্ব দর্শন করিলেন। এস্থলে, "যদি তাহাদিগকে সত্যবাদী মনে কর, তাহা হইলে আমার মুখও তোমার সম্মুখেই আছে, তুমি দেখ,—" এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী লীলা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; তারপর "যাঁহার ঐশ্বর্য্য কখনও পরাহত হয় না" ইত্যাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার লীলাশক্তির উদ্ভাবিতালীলা। তাহাও ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য পোষক বিস্ময় ও ভয় পোষণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া "মা আমি মাটী খাই নাই" এই মিথ্যা কথাই বলিয়াছিলেন, লীলাশক্তি সে কথাই সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—বাহিরের বস্তু মুখদ্বারে উদরাভ্যন্তরে নেওয়াই খাওয়া। শ্রীকৃষ্ণের মুখ ব্যাদনের পর যশোদা তাহাতে বিশ্ব দেখি-লেন। ইহাতে দেখা গেল, বিশ্বের কোন বস্তু তাঁহার বাহিরে নাই। তিনি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া রামাদি বালকগণ অভি-যোগ করিয়াছিলেন, সেই মৃত্তিকা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার ভিতরে ছিল। সুতরাং তত্ত্বতঃ তাঁহার মৃত্তিকা ভক্ষণ করা হয় নাই; এই জন্য তিনি

ধানম্বেতি সম্ভ্রমেণ মিথ্যৈব কৃষ্ণবাক্যঞ্চ সত্যাপয়তি। এবং শ্রীদামোদরলীলায়াং যাবত্তস্য বন্ধনেচ্ছা ন জাতাসীৎ তাবদ্রজ্জু-পরম্পরাভ্যস্তস্মিন্ দ্ব্যঙ্গুলাধিকত্বপ্রকাশঃ। তদুক্তং তদ্দামেত্যা-

---

সত্যই বলিয়াছেন। লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বদনে বিশ্ব দর্শন করাইয়া এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (১)]

অনুবাদ—এই প্রকার (শ্রীকৃষ্ণ নর-লীলায় আবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য হইতে লীলাশক্তি প্রভাবে) দাম-বন্ধন লীলায় (ক) যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেচ্ছা না হইয়াছিল, তাবৎ বহু রজ্জু গ্রথিত হইলেও তাঁহার উদরদেশে দুই অঙ্গুলির আধিক্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮ অধ্যায়ে ২৩—৩৪ শ্লোকে মৃদ্ভক্ষণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

(ক) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৯ অধ্যায়ে দামবন্ধন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। একদা প্রত্যূষে গৃহদাসীসকল কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলে শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভোজনোপযোগী উত্তম নবনীত প্রস্তুত করিবার জন্য দধিমন্থন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীযশোদার নিকট আসিলেন, তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন পান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রজেশ্বরী দেখিলেন, গৃহান্তরে চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ অগ্নিতাপে উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া ভূমিতে রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য গমন করিলেন, ইহাতে ক্ষুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ দধি-মন্থন ভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া, গৃহের অপর প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুগ্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়া যশোদা এই ব্যাপার দেখিয়া যষ্টিহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইবার জন্য আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভয়ে পলাইতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরীও তাঁহার পাছে পাছে দৌড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁহার শিক্ষার জন্য তাঁহাকে নিজ কেশ-বন্ধনের রেশম-সূত্র দ্বারা বাঁধিতে উদ্যত হইলেন।

দিনা। যদা তু মাতৃশ্রমেণ তদিচ্ছা জাতা তদা ন তৎপ্রকাশঃ। তদুক্তং স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া ইত্যাদিনা। এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপাদৃষ্টি-প্রভাবেনৈব বিষময়মোহাৎ সখীনাং সমুদ্ধরণং তদাবেশেনৈব দাবাগ্নিপানে চিকীর্ষিতমাত্রে স্বয়ং তন্নাশ ইত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা তদ্দাম বধ্যমানস্য (খ ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর জননীর পরিশ্রম দেখিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেচ্ছা জন্মিল, তখন আর সেই আধিক্য প্রকাশ পায় নাই। তাহা স্বমাতুঃ-স্বিন্নগাত্রায়াঃ ইত্যাদি (গ) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি প্রভাবেই কালীয় হ্রদের জলপানে মূর্চ্ছিত সখাগণের বিষময় মোহ হইতে উদ্ধার এবং ব্রজরক্ষণাবেশেই শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নি পানেচ্ছা জন্মিবামাত্র তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

(খ) তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥
যদাসীত্তদপিন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনং॥

শ্রীভা, ১০।৯।১৩

নিজ বালককে অপরাধী মনে করিয়া যশোদা যখন বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রজ্জু দুই অঙ্গুলী ন্যূন হইল। তারপর আর একখানা রজ্জু যোগ করিলেন, তাহাতেও দুই অঙ্গুলী ন্যূন হইল। এইরূপে যত রজ্জু যোজনা করিতে লাগিলেন, ততই কেবল দুই অঙ্গুলী ন্যূন হইতে লাগিল। এইরূপে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া ব্রজেশ্বরী যখন পরিশ্রান্তা হইলেন, তখন—

(গ) স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াবিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃকৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

শ্রীভা, ১০।৯।১৩

[পরপৃষ্ঠা]

ক্রীড়ামনুজবালক ইতি ক্রীড়য়া লীলয়া মনুজবালকস্থিতিং প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। অন্যত্র চ ক্রীড়ামানুষরূপিণ ইতি। এবং কার্য্যমানুষ ইত্যত্রাপি কার্য্যং ক্রীড়ৈব। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতম্ এবং নিগূঢ়াত্মগতিরিত্যাদি ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ১০।৮।২৭ শ্লোকে ক্রীড়ামনুজবালকঃ ১০।১৬।৫৬ শ্লোকে ক্রীড়ামানুষ-রূপিণঃ, ১০।১৬।৫২ শ্লোকে কার্য্যমানুষঃ বলা হইয়াছে।]

ক্রীড়া-মনুজ—ক্রীড়া—লীলা, তদ্দারা নরবালকস্থিতি প্রাপ্ত হইলেও তিনি অব্যাহতৈশ্বর্য্য। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়ামানুষরূপী বলা হইয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে যে কার্য্য-মানুষ বলা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্য—ক্রীড়া। সুতরাং নিগূঢ়াত্মগতি-পদে তিরোহিত-পারমৈশ্বর্য্যরূপা যে অর্থ করা হইয়াছে, ক্রীড়ামনুজবালক প্রভৃতি পদ প্রয়োগহেতু তাহা সাধু ব্যাখ্যা, ইহাতে সংশয় নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে নিগূঢ়াত্মগতি পদের পারমৈশ্বর্য্যস্থিতির তিরোধান অর্থ করা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের অপর তিনটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ লীলাহেতু নরবালক—এইরূপ বলায় সেই অর্থ অসঙ্গত নহে। কারণ, লীলানুরোধে মনুষ্য-চেষ্টা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য গোপন করিতে হইয়াছিল; এইজন্য তিনি নিগূঢ়াত্মগতি ॥ ১৫১ ॥

নিজ মাতার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং তাঁহার কেশপাশ হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িতে লাগিল, এইরূপে তাঁহার পরিশ্রম দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন।

[ক, খ, গ পাদটীকা একসঙ্গে পড়িলে দাম-বন্ধন-লীলা সংক্ষেপে জানা যাইবে।]

৯০

অন্যত্র চ পূর্বরীত্যৈবাহ—কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্ব্রজযোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৫২ ॥

তাদৃশোঽপি তাভিঃ সহ রেমে। তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদৌ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতিবৎ। তত্র সর্বাভিরেব। যুগপল্লীলেচ্ছা যদা জাতা তদৈব তাবৎপ্রকাশা অপি তয়ৈব লীলাশক্ত্যা ঘটিতা ইত্যাহ কৃত্বেতি। লীলয়া লীলাশক্তিদ্বারৈব ন তু স্বদ্বারা তাবন্তমাত্মানম্ আত্মনঃ প্রকাশং কৃত্বা প্রকটয্য ॥ ১০।৩৩॥ শ্রীশুকঃ ॥১৫২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও (রাসবর্ণনে) পূর্ব্ব রীতিতেই (শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী নরলীলাতে লীলাশক্তিদ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদনের রীতিতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "যত ব্রজরমণী ছিলেন, ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) লীলাদ্বারা আপনাকে তত সংখ্যক করিয়া, তিনি আত্মারাম হইলেও তাঁহাদের সহিত রমণ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৩ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—তাদৃশ (আত্মারাম) হইলেও ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করিলেন—তস্যারবিন্দনয়নস্য ইত্যাদি শ্লোকে (১) "ব্রহ্মানন্দ-সেবিগণেরও চিত্ত তনুর সংক্ষোভ উপস্থিত করিল"—এস্থলে যেমন ব্রহ্মানন্দ-সেবিগণের ক্ষোভ অসম্ভব হইলেও শ্রীহরিচরণ-সম্পর্কিত তুলসীর গন্ধবাহী বায়ুর প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল, এস্থলে তেমন আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের অন্যের সহিত রমণ অসম্ভব হইলেও শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেম-প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। রাসলীলায় সকলের সহিত একসঙ্গে ক্রীড়া করিবার যখন ইচ্ছা হইয়াছিল, তখনই (যত সংখ্যক শ্রীগোপী ছিলেন) তত সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশও সেই লীলাশক্তি দ্বারা প্রকটিত হইয়াছিল। এই জন্য বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তদেবং মাধুর্য্যময্যায়া লীলায়া উৎকর্ষো দর্শিতঃ। অস্যাং মাধুর্য্যময্যাঞ্চ যুগপদ্বিচিত্রলীলাবিধানস্য তস্যাপি রমণাধিক্যহেতুত্বেন পূর্ব্বদর্শিতবিলাসময্যেব শ্রীশুকদেবাদীনামপি (শ্রীশিবব্রহ্মাদীনামপি) পরমমধুরত্বেন ভাসতে। পূর্ব্বত্র যথা ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যেত্যাদিষু চ তাদৃশত্বেন বর্ণনাৎ উত্তরত্র শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযুরিত্যাদিষু তত্রৈব মোহশ্রবণাচ্চ। অথ

আপনাকে তত সংখ্যক করিয়াছিলেন ; তাহা লীলাদ্বারা—আপনাদ্বারা নহে। আপনাকে তত সংখ্যক করার অর্থ—আপনার প্রকাশমূর্ত্তি-সকল প্রকটন করা ॥ ১৫২ ॥

এই প্রকারে মাধুর্য্যময়ী লীলার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। এই মাধুর্য্যময়ী লীলাতে যিনি যুগপৎ বিচিত্র লীলা বিধান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণেরও বিহারাধিক্যের হেতু থাকায় পূর্ব্বদর্শিত বিলাসময়ী (১) শ্রীশুকদেবাদির (শ্রীশিব-ব্রহ্মাদিরও) পরম মধুর বলিয়া প্রতীত হয়। রাসলীলার পূর্ব্বে যথা—ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি (২) শ্লোক-সমূহে শ্রীশুকদেব মাধুর্য্যময়ী লীলা তাদৃশ (পরমোপাদেয়) রূপে বর্ণন করিয়াছেন। রাস-লীলার পরে যুগল-গীতে "ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন, (শ্রীভা, ১০।৩৫।৮)—এই শ্লোকে মাধুর্য্যময়ী লীলাতে দেবেশ্বর-গণের মোহ শুনা যায় বলিয়া ঐ লীলাই তাঁহাদের কাছে পরম মধুর বোধহয়, ইহা বুঝা যাইতেছে।

---

(১) এই অনুচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী (১৫১) অনুচ্ছেদে সখাগণের সহিত নানা ক্রীড়াময়ী যে লীলা প্রদর্শিতা হইয়াছেন, সেই লীলা।

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১০০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ক্রীড়ামানুষরূপিণস্তস্যান্যা লোকমর্য্যাদাময়ী ধর্মানুষ্ঠানলীলা তু ধর্ম্মবীরাদিভক্তানামেব মধুরত্বেন ভাসতে ন তাদৃশানাম্। যথাহ,—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা। তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদ ॥ ১৫৩ ॥

তত্র হি শ্রীনারদো নানাক্রীড়ান্তরদর্শনেন সুখং লব্ধবান্ ধর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনেন তু খেদং ; তত্রাহ, ব্রহ্মন্নিতি ॥ ১০॥৬৯॥ শ্রীভগবান্নারদম্ ॥ ১৫৩ ॥

লীলা-মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের লোক-মর্যাদাময়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান-লীলা ধর্ম্মবীরাদি ভক্তগণের নিকট মধুর বোধহয়, কিন্তু শ্রীশুকদেবাদি একান্তিভক্তের নিকট তাহা মধুর বোধ হয় না। যথা—শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদিতা ; লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি ; হে পুত্র! তাহাতে তুমি খেদ করিও না।"

শ্রীভা, ১০।৬৯।২৪॥১৫৩॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্রীনারদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্য নানা ক্রীড়া দেখিয়া সুখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়া খেদযুক্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ হে ব্রহ্মন্ ইত্যাদি বলিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রমোচিত সমস্ত ধর্ম্ম পালন, সমাগত ব্রাহ্মণ এমন কি একান্ত-ভক্ত নারদের পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করিতেছেন দেখিয়া নারদ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উক্তরূপ বলিয়াছেন। শ্রীনারদের ক্ষোভ হইতে ঐ লীলায় যে একান্তিভক্তগণের রুচি নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। তথাপি ইহা গুণ-বিশেষ, অতএব উদ্দীপন-বিভাব, ধর্ম্মবীরগণ এই গুণের উদ্দীপনা হইতে বীররস আস্বাদন করেন।]

অথ পূর্ববদেব কনিষ্ঠজ্ঞানিভক্তানামেব মধুরত্বেন ভাসমানাং তদৌদাসীন্যলীলামপ্যাহ—তস্যৈব রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্। গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ১৫৪ ॥

গৃহমেধেষু গার্হস্থ্যোচিতধর্ম্মানুষ্ঠানেষু। বৈরাগ্যমৌদাসীন্যম্ ৩।৩। শ্রীমানুদ্ধবো বিদুরম্ ॥ ১৫৪ ॥

অথোদ্দীপনেষু তদীয়দ্রব্যাণি চ পরিষ্কারাস্ত্রবাদিত্রস্থানচিহ্ন-পরিবারভক্ততুলসীনির্মাল্যাদীনি। তত্র পরিষ্কারা বস্ত্রালঙ্কারপুষ্পাদয়ঃ। তে চ তদীয়াস্তৎস্বরূপভূতত্বেনৈব ভগবৎসন্দর্ভে দর্শিতাঃ তথাপি ভূষণভূষণাঙ্গমিতি ন্যায়েন তৎসৌন্দর্য্যসৌরভ্যাদিপরিষ্ক্রিয়-

---

অনুবাদ—ধর্ম্মবীরাদি ভক্তগণের আস্বাদনীয়রূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তেমন কনিষ্ঠ জ্ঞানি ভক্তগণেরই উপাদেয়রূপে প্রকাশ-মানা গার্হস্থ্যধর্ম্মে ঔদাসীন্য-লীলাও শ্রীউদ্ধব বর্ণন করিরাছেন—"শ্রীকৃষ্ণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য-সুখ ভোগ করিলেন, তারপর গৃহমেধযোগে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।"

শ্রীভা, ৩।৩।২২॥১৫৪॥

শ্লোকার্থঃ—গৃহমেধে—গার্হস্থ্যোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহে। বৈরাগ্য—ঔদাসীন্য ॥১৫৪॥

উদ্দীপন-সমূহের মধ্যে তদীয় দ্রব্য—পরিষ্কার, অস্ত্র, বাদিত্র, স্থান, চিহ্ন, পরিবার, ভক্ত, তুলসী, নির্ম্মাল্য-তুলসী প্রভৃতি। তন্মধ্যে পরি-ষ্কার (ভূষণ)—বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প প্রভৃতি। বস্ত্রালঙ্কারাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-ভূত (প্রাকৃত বস্তু নহে), ইহা ভগবৎসন্দর্ভে দেখান হইয়াছে। (১) তাহা হইলেও "অঙ্গ ভূষণের ভূষণ" (শ্রীভা, ৩।২।১২) এই ন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াই বস্ত্রালঙ্কারাদি

---

(১) ভগবৎসন্দর্ভ ৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মাণতয়ৈব তং পরিষ্কুর্বন্তি, ন কেবলস্বগুণেন। স চ তত্তদ্রূপান্ তান্ স্বশক্তিবিলাসান্ প্রাপ্য স্বীয়তত্তদ্‌গুণান্ বিশেষতঃ প্রকাশয়তীতি তস্য তত্তদপেক্ষাপি সিধ্যতি। অতএব পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইত্যাদৌ অভিব্যক্তাসমোর্দ্ধসৌন্দর্য্যস্যাপি পরিষ্কারত্বেন বর্ণিতয়োঃ স্রক্‌পীতাম্বরয়োঃরপি তাদৃশত্বং গম্যতে। ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরা ইতি রজকবাক্যং ত্বাসুরদৃষ্ট্যা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লৌকিকদৃষ্ট্যাপি সুবর্ণাঞ্জনচূর্ণাভ্যাং তৌ

তাঁহাকে ভূষিত করে, কেবল নিজগুণে তাহা পারে না। আর, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তির বিলাসভূত বস্ত্রালঙ্কার-পুষ্পাদিরূপ পরিষ্কার সকল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি রূপ গুণসকল বিশেষরূপে প্রকাশ করেন; ইহাতে তাঁহারও বস্ত্রাদির অপেক্ষা প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব "পীতবসনধারী, বনমালায় বিভূষিত সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৩২।১) শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার ও পরিষ্কাররূপে বর্ণিত পীতবস্ত্র ও বনমালার বিশেষ শোভাকরত্ব জানা যাইতেছে।

[শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন রজক কতকগুলি উত্তম বস্ত্র লইয়া যাইতেছে; তাঁহারা তখন তাহার নিকট সে গুলি চাহিলেন। ইহাতে সে কুপিত হইয়া কহিল,] "তোমরা সর্ব্বদা পর্ব্বতে ও বনে ভ্রমণ কর, এইরূপ বসন কখনও কি পরিধান করিয়াছ ? শ্রীভা. ১০।৪১। [রজকের এই উক্তি হইতে আপাততঃ মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পরিধানে যে সকল বস্ত্র ছিল, সে সকল রজকের নিকট যে বস্ত্র ছিল তাহা হইতে উৎকৃষ্ট নহে, বাস্তবিক তাহা নহে;] সেই রজক অসুর-প্রকৃতি ছিল, তাহার দৃষ্টিতে দিব্য বসন-সকলও নিকৃষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায়

তদা ভূষিতাম্বরাবিত্যুত্তমত্বাবগমাৎ। তথা মূলে চ। শ্যামং হিরণ্যপরিধিমিত্যাদি। আস্তাং তদপি। কালিয়-বরুণ-গোবিন্দাভিষেককর্ত্তৃমহেন্দ্রাদ্যুপহৃতাসঙ্খ্যবস্ত্রাদীনাং তদ্দিনে চাবশ্যং বিচিত্র-পরিহিতানাং তেনান্যথা প্রতীয়মানত্বমেব জ্ঞায়তে। ততঃ কংসাহৃত-বাসসাং স্বীকারশ্চ তদীয়স্বরূপশক্ত্যেকপ্রাদুর্ভাবরূপাণাং নরকাহৃত-

---

লৌকিক-দৃষ্টিতেও "শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তখন সুবর্ণ ও অঞ্জন চূর্ণদ্বারা ভূষিতবস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন।" ইহা হইতে তাঁহাদের বসনাদির উত্তমত্ব জানা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৩।১৬) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বসনাদির উত্তমত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল থাকুক ; কালীয়, বরুণ এবং গোবিন্দরূপে অভিষেককর্ত্তা ইন্দ্রাদি শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বস্ত্রাদি উপহার দিয়াছিলেন, সেই দিন (যে দিন রজকের নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করেন, সেদিন রাজধানীতে গিয়াছেন বলিয়া) সে সকল বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত ছিলেন ; সেই হেতু রজকের নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা নিজের উৎকৃষ্টবস্ত্রের অভাবনিবন্ধন নহে, তাহার অন্য উদ্দেশ্য মনে হইতেছে। তাহাতে আবার সেসকল বস্ত্র কংস-সংগৃহীত বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবতে) স্বীকার করায়, নরকাসুর যেমন তাঁহার স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাবরূপা ষোড়শসহস্র কন্যা আহরণ করিয়াছিল, কংসও তেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি-বিশেষরূপ সেসকল বস্ত্র আহরণ করিয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেসকল বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বলিয়া তিনি রজক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত উদ্দীপন-দ্রব্য পরিষ্কারের কথা বলা হইল।

তারপর, অস্ত্র—যষ্টি (বৃন্দাবনীয় লীলায় গোচরণার্থ), চক্র (দ্বারকালীলায় অসুর-সংহারার্থ)।

কন্যানামিবেতি জ্ঞেয়ম্ । অথাস্ত্রাণি যষ্টিচক্রাদীনি, বাদিত্রাণি বেণুশঙ্খাদীনি, স্থানানি বৃন্দাবনমথুরাদীনি, চিহ্নানি পদাঙ্কাদীনি, পরিবারা গোপাদ্যাঃ, নির্ম্মাল্যানি গোপীচন্দনাদীনি যথাযথং তত্র তত্র জ্ঞেয়ানি । অথোদ্দীপনেষু কালশ্চ তদীয়জন্মাষ্টম্যাদয়ঃ । তথা ভক্তস্য স্বযোগ্যতা চ তদুদ্দীপনত্বেন দৃশ্যতে । যথা—ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্ । উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥ ১৫৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫৫ ॥

তথা তদ্রসবিশেষেষু শ্রীভগবদঙ্গবিশেষা অপি উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্যং ভজন্তে । যথা শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ । বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥ ১৫৬ ॥

বাদিত্র (বাদ্যযন্ত্র)—(বৃন্দাবনে) বেণু, (দ্বারকায়) শঙ্খ প্রভৃতি। স্থান—বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি। চিহ্ন—পদচিহ্ন প্রভৃতি। পরিবার —গোপ প্রভৃতি। নির্ম্মাল্য—গোপীচন্দন প্রভৃতি।

এই সকল যথাযোগ্য বিভিন্ন রসের উদ্দীপক বস্তু বুঝিতে হইবে। কালরূপ উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি যেমন রসের উদ্দীপন করে, তেমন ভক্তের নিজ যোগ্যতাও রসের উদ্দীপন-বিভাব হইতে দেখা যায়। যথা,— "কুব্জা রূপ, গুণ, ঔদার্য্য-সম্পন্ন হওয়ায় কামাতুরা হইলেন। ঈষদ্ধাস্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪২।৮ ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীভগবানের গুণাদির মত বিশেষ বিশেষ রসে তাঁহার অঙ্গ-বিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। যথা, শ্রীসূত বলিয়াছেন—

শ্রিয়ঃ প্রেয়স্যাঃ। যাঃ সর্বেষামেব প্রিয়বর্গাণাং দৃশশ্চক্ষূংষি তাসাম্। লোকপালানাং পাল্যানাম্। সারঙ্গাণাং সর্বেষামেব ভক্তানাং নিবাস আশ্রয়ঃ যথাস্বং ভাবোদ্দীপনত্বাৎ ॥ ৯ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১৫৬ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ শ্রীর, সৌন্দর্য্যামৃতপূর্ণমুখ নয়ন-সমূহের, বাহুসকল লোকপালগণের, পদাম্বুজ সারঙ্গগণের নিবাস।" শ্রীভা, ১।১১।২৩॥১৫৬॥

শ্লোকব্যাখ্যাঃ—শ্রী—প্রেয়সীগণ। সমস্ত প্রিয়বর্গের যে নয়ন-সমূহ, শ্রীকৃষ্ণের মুখ সে সকলের নিবাস। লোকপাল—পাল্যগণ; শ্রীকৃষ্ণের বাহু তাঁহাদের নিবাস। সারঙ্গ—সমস্ত ভক্তগণ; শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল তাঁহাদের নিবাস। নিবাস—আশ্রয়। কারণ, সেই সেই অঙ্গ উঁহাদের স্ব স্ব ভাবের উদ্দীপনা করিয়া থাকে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল দর্শন করিলে প্রেয়সীগণের মধুর-রতির উদ্দীপনা হয়, এইজন্য বক্ষঃ তাহাদের আশ্রয়। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ নয়ন-সমূহের পানপাত্র, ইহার অর্থ--শ্রীমুখ সৌন্দর্য্যামৃতপূর্ণ পাত্র-বিশেষের মত; অর্থাৎ তাহাতে সমস্ত সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, সমস্ত প্রিয়বর্গের নয়ন তাহা হইতে সৌন্দর্য্যামৃত পান করে; তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিলে তদীয় প্রিয়বর্গের যিনি যে রতির আশ্রয়, তাঁহার সেই রতির উদ্দীপনা হয়। প্রিয়বর্গের নয়ন-সমূহ শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যামৃত পানে বিহ্বল থাকে বলিয়া শ্রীমুখ নয়ন-সকলের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের বাহু আশ্রিতগণের রক্ষণে পরম সমর্থ, তাহা অনন্ত বলপূর্ণ; পাল্যগণ সেই বাহু দর্শন করিলে তাঁহাদের পাল্যজনোচিত দাস্যরতির উদ্দীপনা হয়; এইজন্য বাহু তাঁহাদের আশ্রয়। সারঙ্গ-শব্দে ভ্রমর ও ভক্ত উভয়কে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের চরণকে কমল বলিয়া,ভ্রমর যেমন কমলের মধুপানে মত্ত থাকে।

ক্বচিদ্বিরোধিনোঽপি প্রতিযোগিমুখেন তদুদ্দীপনা ভবন্তি। সূর্য্যাদিতাপা ইব জলাভিলাষস্য। যথা—শ্রুত্বৈতৎ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্। কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ। বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুত ইত্যাদি ॥ ১৫৭ ॥

এবং বাৎসল্যাদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য ধূলিপঙ্কক্রীড়াদিকৃতমালিন্যাদয়োঽপি জ্ঞেয়াঃ। কান্তভাবাদৌ বৃদ্ধাদিপ্রাতিকূল্যাদয়োঽপি। যদা চ তে ভয়ানকাদিগৌণরসসপ্তকং জনয়ন্তি তদাপি পঞ্চবিধমুখ্যপ্রীতিরসপোষকতামেব প্রপদ্যন্তে। যথোক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ। এষু হাসাদয়ঃ

ভক্তগণ তেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুর্য্যপানে বিহ্বল থাকেন,—ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচরণকমল দাসভক্তগণের রতির উদ্দীপক হয় বলিয়া, তাহা তাঁহাদের আশ্রয়।] ॥১৫৬ ॥

অনুবাদ— সূর্য্যাদির তাপ যেমন জলাভিলাষের হেতু হয়, তেমন কোনস্থলে বিরোধিগণও প্রতিকূলতা দ্বারা রসের উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে। যথা, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ভগবান্ রাম বিপক্ষীয় রাজগণের এই উদ্যম এবং কন্যা হরণার্থ কৃষ্ণের একাকী গমন শ্রবণ পূর্ব্বক, ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুত হইয়া মহাবলের সহিত সত্বর কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৫৩।১৫ [এস্থলে বিপক্ষীয় রাজগণের প্রতিকূলতা দ্বারা শ্রীবলদেবের বাৎসল্য উদ্দীপ্ত হইয়াছে।] ॥ ১৫৭ ॥

এইরূপ বাৎসল্যাদিরসে শ্রীকৃষ্ণের ধূলি-কর্দ্দমাদিতে ক্রীড়াহেতু মালিন্যাদিও উদ্দীপন হইয়া থাকে। কান্তভাবাদিতে বৃদ্ধাদির প্রাতিকূল্যাদি উদ্দীপন হয়। তখন মালিন্য, প্রাতিকূল্য প্রভৃতি ভয়নকাদি গৌণ সপ্তরস উৎপন্ন করে, তখনও সেসকল পঞ্চবিধ মুখ্যরসের পোষকতাই করিয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তেমন কথাই বলা

প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতামিতি ॥ ১০ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫৭ ॥

হইয়াছে,—"শান্তাদি এই পাঁচটীই হরির ভক্তিরস। এই সকলে হাস্যাদি প্রায়ই ব্যভিচারিতা ধারণ করে।" উত্তর।৭।৭

[**বিবৃতি**—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস ; আর হাস্য, বীর, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী গৌণরস।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হয়। দ্বাদশ রসের দ্বাদশটী স্থায়িভাব। যখন কোন গৌণরস কোন মুখ্যরসের সহিত মিলিত হয়, তখন সেই গৌণ রসটী স্থায়িভাব-বিশিষ্ট হইলেও তাহা মুখ্যরসের ব্যভিচারি-ভাবরূপে পরিণত হয়। যেমন, যখন কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি কালীয়হ্রদে নিশ্চেষ্টের মত অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রজরাজ-দম্পতির করুণ রস উদ্রিক্ত হইলেও তদ্দ্বারা বাৎসল্যরসই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। যদিও কারুণ্য একটি স্থায়িভাব, তথাপি উক্তস্থলে উহা সঞ্চারিভাবের কার্য্য করিয়া স্থায়িভাব বাৎসল্য বৃদ্ধি করিয়াছিল ; তাহাতে বাৎসল্যরসই উচ্ছলিত হইয়াছিল। যেহেতু, ব্যভিচারিভাবের কার্য্য হইল,—

সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ ॥
উর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। দ।৩।২—১

ব্যভিচারিভাবসকল স্থায়িভাবের গতি সঞ্চার করে এবং স্থায়িভাব-রূপ অমৃত-সাগরে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবকে বর্দ্ধিত করে ; এইজন্য ব্যভিচারিভাব সকল স্থায়িভাব-রূপতাও প্রাপ্ত হয়।]

॥১৫৭॥

তদেবমুদ্দীপনা উদ্দিষ্টাঃ। এষু চ শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধিনস্তু প্রকৃষ্টাঃ। অহো যত্র সর্বেষামেব পরমপ্রীত্যেকাস্পদস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পরমপ্রীত্যাস্পদত্বং শ্রূয়তে। বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনমিত্যাদৌ। শ্লাঘিতঞ্চ স্বয়মেব, অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতমিত্যাদিভিঃ। তথা তদীয়পরমভক্তৈশ্চ তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্মেত্যা-

---

অনুবাদ—এই প্রকারে উদ্দীপন-বিভাব-সকলের উদ্দেশ দেওয়া হইল। এ সকলের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধীয়-উদ্দীপন সমূহই উত্তম; অহো! যাহাতে সকলেরই একমাত্র পরম প্রীত্যাস্পদ শ্রীকৃষ্ণেরও নিরতিশয় প্রীতি শুনা যায়। যথা,—

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতিঃ রামমাধবয়োর্নৃপ॥

শ্রীভা, ১০।১১।১৫

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন এবং যমুনার পুলিনসমূহ দেখিয়া কৃষ্ণ-বলরামের পরম প্রীতি জন্মিয়াছিল।"

কেবল তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই "অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং" ইত্যাদি শ্লোকসমূহে (১) শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় উদ্দীপন-সমূহের প্রশংসা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার পরমভক্তগণও প্রশংসা করিয়াছেন; পরম-

---

(১) অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতং॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৫

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলদেবকে বলিয়াছেন—হে দেববর! যাহারা তমোনাশের জন্য তরুজন্ম প্রকটন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসকল ফুল ফল উপহার দিয়া শিখাসমূহদ্বারা অমরার্চ্চিত আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে।

দিনা, আসামহো চরণরেণুজুষামিত্যাদিনা, বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিমিত্যাদিনা চ। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তত্রস্থাঃ প্রকাশা লীলাশ্চ পরমবরীয়াংসঃ। যথা ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে তদীয়শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপ্রস্তাবে—সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ। তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভমিতি। বাল্যঞ্চ ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমিতি প্রসিদ্ধম্। তথাচ হরিলীলাটীকায়ামুদাহৃতা স্মৃতিঃ—গর্ভস্থসদৃশো জ্ঞেয় আষ্টমাদ্বৎসরাচ্ছিশুঃ। বালশ্চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডশ্চেতি প্রোচ্যতে ইতি। অন্যত্র চ

ভক্ত শ্রীব্রহ্মা "তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম" ইত্যাদি শ্লোকে (১) শ্রীউদ্ধব "আসামহোচরণরেণু জুষাং" ইত্যাদি শ্লোকে (২) এবং শ্রীব্রজসুন্দরীগণ "বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং ইত্যাদি শ্লোকে (৩) সেই প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রকাশসমূহ ও লীলাসমূহ পরমশ্রেষ্ঠ। যথা—ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে, "হে মহাভাগগণ"! তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সহস্র সহস্র অবতার আছেন, সেই অবতার-সমূহের মধ্যে বালত্ব অতি দুর্লভ।" ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালত্বের প্রসিদ্ধি আছে। হরিলীলা-গ্রন্থের টীকায় উদাহৃত স্মৃতি-বচনেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছে— "অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত শিশু, তাহাকে গর্ভস্থের মত জানিবে (৪)। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য; তাহাকে পৌগণ্ডও বলা হয়।"

---

(১) ১০০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) ১০৫ অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৩) ২০৮ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ উদ্ধৃত হইবে।

(৪) ভক্ষ্যাভক্ষ্য বাচ্যাবাচ্য প্রভৃতি বিচারেই শিশুকে গর্ভস্থের মত জানিতে হইবে। যথা—

[পরপৃষ্ঠা]

শ্লাঘিতম্—নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্। গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহ-মিত্যাদিনা। অতএবৈকাদশে সর্বশ্রীকৃষ্ণচরিতকথনান্তে সামান্যতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতস্য ভক্ত্যুদ্দীপনত্বমুক্ত্বা বৈশিষ্ট্যবিবক্ষয়া বাল্যচরিতস্য পৃথগুক্তিঃ—ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতারবীর্য্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি। অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো ভক্তিং জনঃ

অন্যত্রও বাল্য প্রশংসিত হইয়াছে। যথা,—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! নন্দ পরম শুভজনক কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আর, মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদাই বা কি শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন?—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তনপান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা (দেবকী-বসুদেব) তাঁহার যে উদার বাল্য-লীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, জগৎ-পবিত্রকারক যে বাল্যচরিত্র কবিগণ (মহা-বিজ্ঞ ব্রহ্মাদি) কীর্ত্তন করেন, ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী সে লীলা সম্যক্ আস্বাদন করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৮।৩৬—৩৭

অতএব একাদশস্কন্ধে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণনের পর, সামান্য-রূপে শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের ভক্ত্যুদ্দীপনত্ব কীর্ত্তন করিয়া বৈশিষ্ট্য বর্ণনাভি-প্রায়ে বাল্য-চরিতের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন—"এই প্রকারে ভগবান্ হরির মনোহর অবতার, বীর্যাসমূহ ও পরমমঙ্গল-বাল-চরিত্র—যাহা

জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমাবয়ঃ।
স হি গর্ভসমোজ্ঞেয় ব্যক্তিমাত্র প্রদর্শকঃ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথা নৃতে।
তস্মিন্ কালে ন দোষঃ স্যাৎ স যাবন্নোপনীয়তে॥

ইতি মনুবচনম্।

পরমহংসগতো লভেতেতি। সোঽয়ং চ তৎপ্রকাশলীলানামুৎ-কর্ষো বহুবিধঃ। ঐশ্বর্য্যগতস্তাবৎ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরস-মূর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরদর্শনাদৌ। কারুণ্যগতশ্চ পূতনায়া অপি সাক্ষান্মাতৃগতিদানে। মাধুর্য্যগতস্তু তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরী-সৃপন্তাবিত্যাদৌ। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময় ইত্যাদৌ। গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদিত্যাদৌ। ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুমিত্যাদৌ। ক্বচি-দ্বনাশায় মনো দধদ্‌ব্রজাদিত্যাদৌ। ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ৎস্বিত্যাদৌ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য পরমমহংসগতি শ্রীকৃষ্ণে উত্তমাভক্তি লাভ করে।” শ্রীভা, ১১।৩১।১৮

সেই বৃন্দাবনীয় প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ বহু প্রকার। ঐশ্বর্য্যগত প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ—সত্য জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বর-দর্শন প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে (১)। কারুণ্যগত প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ—পূতনারও সাক্ষাৎ মাতৃগতি প্রদানে ব্যক্ত আছে। মাধুর্য্যগত প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষের বর্ণনা—(শ্রীশুকোক্তি) “শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে নিজ নিজ চরণযুগল আকর্ষণ করিয়া কুটিল-গতিতে (হামাগুড়ি দিয়া) গমন করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৮।১৬, (শ্রীব্রজেশ্বরীর প্রতি গোপীগণের উক্তি) “শ্রীকৃষ্ণ অসময়ে বৎসসকল মোচন করিয়া দেয়” ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৮।২০, (শ্রীশুকোক্তি) “গোপীগণ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ ভগবান্ নৃত্য করিয়াছিলেন” ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১১।7

“কোথাও বা বেণু বাদন করিতেন” ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।১১।২১, “শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে বনভোজনাভিলাষী হইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত

---

(১) শ্রীব্রহ্মা এই প্রকার দর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হমিত্যাদৌ। কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিদিত্যাদৌ। ধেনবো মন্দগামিন্য ইত্যাদৌ। শ্যামং হিরণ্য-পরিধিমিত্যাদৌ। ভগবানপি তা রাত্রীরিত্যাদৌ। বামবাহুকৃত-বামকপোল ইত্যাদৌ চ। কিং বহুনা সর্বত্রৈব সহৃদয়ৈঃ সর্ব এবাবগন্তব্যঃ। অথানুভাবাশ্চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে দ্বিবিধাঃ উদ্ভাস্বরাখ্যাঃ সাত্ত্বিকাখ্যাশ্চ। তত্র ভাবজা অপি বহিশ্চেষ্টা-

---

হইলেন" ইত্যাদি ১০।১১।২১, "কোথাও মদমত্ত ভ্রমরসকল গান করিলে শ্রীকৃষ্ণও গান করিতেন" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।১৫।১০, "কৃষ্ণের নৃত্যে কেহ গান করিতেন" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।১৮।৬ "শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আহূত হইয়া ধেনুসকল মন্দগামিনী হইল" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।২০।২৩, "শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ পীতবসন পরিধান করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২৩।১৬, "ভগবান্ও সে সকল রজনী শরৎকালীন মল্লিকায় প্রস্ফুটিত দেখিয়া" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।২৯।১ এবং "শ্রীকৃষ্ণ বাম বাহুমূলে বাম কপোল রাখিয়া" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৩৫।২, অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? সহৃদয় ব্যক্তিগণ সকল লীলায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও লীলা-সমূহের উৎকর্ষ জানিতে পারেন।

অনুভাব।

অনন্তর অনুভাবসকলের কথা বলা যাইতেছে। অনুভাবসকল চিত্তস্থ ভাবসকল জ্ঞাপন করে। তাহা দুই প্রকার; উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক। উদ্ভাস্বর নামক অনুভাবসকল ভাব-সম্ভূত হইলেও বহি-শ্চেষ্টা প্রায় সাধ্য। * ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে সে সকল কথিত হইয়াছে—"নৃত্য, বিলুণ্ঠন (মাটীতে গড়াগড়ি দেওয়া), গান, ক্রোশন

---

* অনুভাবস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তাউদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥
ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু। ২।১

প্রায়সাধ্যা উদ্ভাস্বরাঃ। তে চোক্তাঃ। নৃত্যং বিলুঠিতং গানং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমালোকানপেক্ষিতা॥ লালাস্রবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চেতি। অথ সাত্ত্বিকাঃ অন্তর্বিকারৈকজন্যাঃ। যত্রান্তর্বিকারোঽপি তদংশ ইতি ভাবত্বমপি

(চীৎকার), তনু মোটন (গা মোড়ামোড়ি দেওয়া), হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই তোলা), দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি।" দক্ষিণ।১।২

সাত্ত্বিক-সমূহ কেবল অন্তর্বিকার হইতে সমুৎপন্ন হয়, যে সাত্ত্বিক-সমূহে অন্তর্বিকার ও অনুভাবের অংশ হয়; ইহা হইতে সে সকলের ভাবত্ব মনে করা যায়।

[**বিবৃতি**—যে সকল চিহ্ন দ্বারা রতির আবির্ভাব জানা যায়, সে সকলের নাম অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুসমূহে মনঃসংযোগ ঘটিলে অনুভাবসমূহ ব্যক্ত হয়। রতির আশ্রয়ে (ভক্তে) রতির আবির্ভাব-দ্যোতক যে নৃত্যাদি উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ প্রবলাকারে প্রকাশিত হয়, সে সকলকে উদ্ভাস্বর বলে। আর স্তম্ভাদি অনুভাব, সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া সে সকলকে সাত্ত্বিক বলে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবসমূহ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা কিঞ্চিদ্ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। অনুভাবের যে লক্ষণ লেখা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, উভয়বিধ অনুভাবই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই ভেদ স্বীকারের তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকায় লিখিয়াছেন—নৃত্যাদি সত্ত্বোৎপন্ন হইলেও সে সকলের আবির্ভাব বুদ্ধিপূর্ব্বক। আর স্তম্ভাদি অনুভাব আপনা হইতে আবির্ভূত হয়।

অনুভাবসকলকে বহিশ্চেষ্টাপ্রায় সাধ্য বলিবার তাৎপর্য্য—সে সকল সাধন—অভ্যাস নহে অর্থাৎ নৃত্যাদি শিক্ষা করিয়া কেহ নৃত্যাদি

তেষাং মন্যন্তে, তত্র তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। এষু প্রলয়ো নষ্ট-চেষ্টতা। ভগবৎপ্রীতিহেতুকপ্রলয়ে চ বহিশ্চেষ্টানাশঃ। নত্বন্তর্ভগবৎস্ফূর্ত্ত্যাদেরপি। যথোক্তং শ্রীমদুদ্ধবমুদ্দিশ্য—স মুহূর্ত্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধুনির্বৃত ইত্যাদিনা, শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং

করিলে, তাহাকে অনুভাব বলা হইবে না। ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাবে উক্ত কারণে ভক্তের দেহে যে নৃত্যাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়, কেবল তাহাকেই অনুভাব বলে।]

অনুবাদ—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে সাত্ত্বিকভাবসমূহ কথিত হইয়াছে—"স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় —এই আটটীকে সাত্ত্বিকভাব বলে।" ইহার মধ্যে প্রলয়—চেষ্টা-লোপ। ভগবৎপ্রীতি-হেতুক প্রলয়ে বহিশ্চেষ্টা লোপ পায়, কিন্তু অন্তরের ভগবৎস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হয় না। যেমন শ্রীউদ্ধবের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—[বিদুর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় পার্ষদগণের কুশল-প্রশ্ন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্মরণ করিয়া] "তিনি মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলসুধা-পানে পরমানন্দিত হইলেন এবং তীব্র ভক্তিযোগে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গত হইল, ঈষন্নিমীলিত নয়ন হইতে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল; তিনি ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে পূর্ণমনোরথ দেখা গিয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি ভগবল্লোক হইতে নরলোকে পুনরাগমন করিলেন।"

শ্রীভা, ৩।২।৪—৬

পুনরাগত ইত্যন্তেন। যথা গারুড়ে—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়েতি।

ভগবৎপ্রীতি-হেতু প্রলয়ে অন্তরে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তির কথা গরুড়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় যোগস্থ যোগীর যে কোন মনোবৃত্তি অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া থাকে।" অতএব তৎকালে সেই সেই রসের আস্বাদন এবং ভেদ-স্ফূর্ত্তিও জানিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—শ্রীউদ্ধব যখন মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রলয় নামে সাত্ত্বিক উপস্থিত হইয়াছিল। সে অবস্থায় তাঁহার অন্তরে যে ভগবদনুভব বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। তখন তিনি দ্বারকার অপ্রকট প্রকাশস্থিত সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আপনাকে তত্রস্থ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণেচ্ছু শ্রীবিদুরের প্রেমাকর্ষণে তাঁহার সেই প্রেমসমাধি ভঙ্গ হইয়া বাহ্যস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহাতে তিনি যে নরলোকে অবস্থান করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন, ইহাই তাঁহার নরলোকে পুনরাগমন।

গরুড়পুরাণে প্রলয় নামক সাত্ত্বিককে সুষুপ্তি বলা হইয়াছে। বাস্তবিক সুষুপ্তি (স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রা) ও প্রলয় একই প্রকারের অবস্থা। সাধারণতঃ সুষুপ্তিদশায় মানবের বহির্বৃত্তি অন্তর্বৃত্তি উভয়ই লোপ পায়, কিন্তু প্রলয় নামক সাত্ত্বিকে ভক্তগণের মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হয় না, শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে ; তখন অন্তঃকরণে তদীয় স্ফূর্ত্তি বিরাজ করে। তাহাতে ভক্ত শান্তাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসমাধি প্রলয় নামক সাত্ত্বিকের অনুরূপ ; কিন্তু সমাধিতে উপাস্য-উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, আর

অতএব তদানীং তত্তদ্রসানামাস্বাদভেদস্ফূর্ত্তিরপ্যবগন্তব্যা। অথ সঞ্চারিণঃ, যে ব্যভিচারিণশ্চ ভণ্যন্তে, সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিমিতি বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তঃ স্থায়িনং প্রতীতি চ নিরুক্তেঃ, তে চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ। নির্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্বৌ। শঙ্কাত্রাসাবেগাউন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ ঔৎসুক্যত্বশ্চ। ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যং চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্বোধ ইতীমে ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ। এষাং লক্ষণমুজ্জ্বলে দর্শনীয়ম্। এষু ত্রাসঃ বৎসলাদিষু ভয়ানকাদিদর্শনাৎ তদর্থং তৎসঙ্গতিহানি-

প্রলয়ে ভক্তের মনোবৃত্তির বিলোপ না ঘটায় প্রীতির বিষয় ও আশ্রয়-রূপে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ের ভেদ স্ফূরিত হইতে থাকে।]

ব্যভিচারি-ভাব।

অনুবাদ—অনন্তর সঞ্চারিভাব-সকলের কথা বলা হইতেছে, যে সকল ভাব ব্যভিচারী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "ভাবের গতি সঞ্চারণ করে" এই অর্থে এ সকল ভাবকে সঞ্চারী, আর "বিশেষ ভাবে সর্ব্বপ্রধানরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে" এই অর্থে ব্যভিচারী বলে। ব্যভিচারিভাব তেত্রিশ প্রকার। যথা,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য (জড়তা), ব্রীড়া, অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, (ক্রোধ), অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি, ও বোধ এসকলকে ব্যভিচারী বলে।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। দক্ষিণ।৪।৩

তেত্রিশ ব্যভিচারি-মধ্যে ত্রাস—বৎসলাদিতে ভয়ানকাদি দর্শন-হেতু শ্রীভগবানের জন্য এবং তাঁহার সঙ্গভঙ্গ-ভয়ে আপনার জন্য ত্রাস জন্মে।

তর্কেণাত্মার্থঞ্চ ভবতি। নিদ্রা তচ্চিন্তয়া শূন্যচিত্তত্বেন তৎসঙ্গত্যানন্দব্যাপ্ত্যা চ ভবতি। শ্রমঃ পরমানন্দময়তদর্থায়াস-তাদাত্ম্যাপত্তৌ ভবতি। আলস্যং তাদৃশশ্রমহেতুকং কৃষ্ণেতরসম্বন্ধিক্রিয়াবিষয়কং ভবতি। বোধশ্চ তদ্দর্শনাদিবাসনায়াঃ স্বয়মুদ্বোধেন ভবতীত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ নির্বেদাদীনাঞ্চামীষাং লৌকিকগুণময়ভাবায়মানানামপি বস্তুতো গুণাতীতত্বমেব, তাদৃশ-ভগবৎপ্রীত্যধিষ্ঠানাৎ। অথৈতৎসংবলনাত্মকো ভগবৎপ্রীতিময়ো রসোঽপি ব্যঞ্জিত এব। স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।

নিদ্রা—ভগবচ্চিন্তায় শূন্যচিত্ততা-দ্বারা এবং ভগবৎসম্মিলনানন্দ-ব্যাপ্তি দ্বারা নিদ্রা উপস্থিত হয়। শ্রম—পরমানন্দময় শ্রীভগবানের-নিমিত্ত আয়াস-তাদাত্ম্যাপত্তিতে শ্রম উপস্থিত হয়। আলস্য—সেই প্রকার শ্রমহেতুক এবং কৃষ্ণভিন্ন তন্য সম্পর্কিত ক্রিয়া-বিষয়ে আলস্য জন্মে। বোধ—ভগবদ্দর্শনাদি বাসনা স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়া বোধ জন্মে। কতিপয় ব্যভিচারী সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। অপিচ ভগবৎপ্রীতিতে অধিষ্ঠান হেতু নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারি-সমূহ লৌকিক গুণময় ভাবের মত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে সে সকলের গুণাতীতত্বই মনে করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এসকল (স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব) সংবলনাত্মক * ভগবৎপ্রীতিময়-রসও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীপ্রবুদ্ধনামক যোগীন্দ্র নিমি-মহারাজকে বলিয়াছেন—"ভক্তগণ সর্ব্ব-পাপ-নাশন হরিকে স্মরণ করিয়া স্মরণ করাইয়া সাধনভক্তি-সঞ্জাতা প্রেমভক্তি দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা কৃষ্ণচিন্তায় কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আহ্লাদিত হয়েন, কখন

* যে ভগবৎপ্রীতিময় রসে বিভাবাদির সম্মিলন আছে।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ইত্যনেন। অত্র হরিরালম্বনো বিভাবঃ। স্মরণমুদ্দীপনঃ। স্মারণাদিক উদ্ভাস্বরাখ্যোঽনুভাবঃ। পুলকঃ সাত্ত্বিকঃ। চিন্তাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। সংজাতয়া ভক্ত্যেতি স্থায়ী। ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা ইতি তৎসম্বলনম্। পরং পরমরসাত্মকং বস্ত্বিত্যর্থঃ। এষ চ ভগবৎপ্রীতিময়রসঃ পঞ্চধা প্রীতের্ভেদ-পঞ্চকেন। তে চ জ্ঞানভক্তিময়বৎসলমৈত্রীময়োজ্জ্বলাখ্যাঃ ক্রমেণ জ্ঞেয়াঃ। এতেষাঞ্চ স্থায়িনাং ভাবান্তরাশ্রয়ত্বাৎ নিয়তাধারতাচ্চ মুখ্যত্বম্। ততস্তদীয়রসানামপি মুখ্যতা। যে ত্বন্যেঽদ্ভুতাদি-

---

অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য, কখন গান, কখন কৃষ্ণানুশীলন করেন; এই প্রকারে পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে মৌনাবলম্বন করেন।" শ্রীভাঃ, ১১।৩।৩২—৩৩, এস্থলে হরি—(আশ্রয়) আলম্বন-বিভাব। স্মরণ করা—উদ্দীপন বিভাব। স্মরণ করাইয়া দেওয়া—উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব। পুলক—সাত্ত্বিক। চিন্তাদি—সঞ্চারিভাব। সঞ্জাতা প্রেমভক্তি—স্থায়িভাব। "পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে মৌনাবলম্বন করেন"—ইহাতে বিভাবাদির সংবলন (সম্মিলন) বর্ণিত হইয়াছে। পরমবস্তু—পরমরসাত্মক বস্তু।

ভগবৎপ্রীতি পাঁচ প্রকার। এই হেতু ভগবৎপ্রীতিময়-রসও পাঁচ প্রকার। জ্ঞান (শান্তরস), ভক্তিময় (দাস্যরস), বৎসল (বাৎসল্য-রস), মৈত্রীময় ও উজ্জ্বল (মধুর রস)—প্রীতির ক্রমানুসারে এই পঞ্চবিধ রস জানা যায়। এই পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাব সমূহ অন্যভাবের আশ্রয় এবং নিয়তই আধাররূপে থাকে বলিয়া এ সকল মুখ্য। সেই হেতু সে সকল স্থায়িভাব-সঞ্জাত শান্তাদি রসও মুখ্য। আর যে

রসস্থায়িনো বিস্ময়াদয়স্তেষাং তৎপ্রীতিসম্বন্ধেনৈব ভাগবতরসান্তঃপাতাৎ পঞ্চবিধেষু প্রিয়েষু কাদাচিৎকোদ্ভবত্বেনানিয়তাধারত্বাচ্চ গৌণতা। ততস্তদীয়রসানামপি গৌণতা। তত্র মুখ্যা মধুরেণ সমাপয়েদিতিন্যায়েন গৌণরসানাং রসাভাসানামপ্যুপরি বিবরণীয়াঃ। গৌণাঃ সম্প্রতি বিব্রিয়ন্তে। যেষু বিস্ময়াদয়ো বিভাববৈশিষ্ট্যবশেন স্বয়ং তৎপ্রীত্যুত্থা অপি তৎপ্রীতিমাত্মসাৎকৃত্য বর্দ্ধমানাঃ স্থায়িনাং প্রপদ্যন্তে, তে চ অদ্ভুতো হাস্যবীরৌ চ রৌদ্রো ভীষণ ইত্যপি। বীভৎসঃ করুণশ্চেতি গৌণাঃ সপ্ত রসাঃ স্মৃতাঃ।

অদ্ভুতাদি-রসের বিস্ময়াদি স্থায়িভাব, সে সকল ভগবৎপ্রীতি সম্বন্ধেই ভাগবত-রসের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কদাচিৎ উপস্থিত হয় বলিয়া সেসকল নিয়ত আধার নহে; এইজন্য এসকলের গৌণত্ব। তন্নিবন্ধন বিস্ময়াদি স্থায়িভাবোৎপন্ন অদ্ভুতাদি রসেরও গৌণত্ব। "মধুরেণ সমাপয়েৎ—মধুরে সমাপন করিবে" এই ন্যায়ানুসারে মধুর-রস-প্রসঙ্গে মুখ্যরস-বর্ণনের উপসংহার করা হইবে। অতএব গৌণরস সকল এবং রসাভাস-সমূহ উপরে উপরে ক্রমশঃ বর্ণন করা উচিত। এখন গৌণরস-সমূহ বর্ণিত হইতেছে।

যে সকল গৌণরসে বিস্ময়াদি, বিভাব-বৈশিষ্ট্যবশে স্বয়ং ভগবৎ-প্রীতি সঞ্জাত হইলেও সেই প্রীতি আত্মসাৎ করণান্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্থায়িতা প্রাপ্ত হয়, সেই "গৌণরস অদ্ভুত, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস ও করুণ এই সপ্তবিধ।"

বিবৃতি—অদ্ভুতাদি গৌণরসের স্থায়ী বিস্ময়াদি স্বরূপতঃ স্থায়িতা লাভের যোগ্য নহে; বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু-নিচয়ের চমৎকারিতাদিদ্বারা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাও স্বতন্ত্র ভাবে নহে, ভগবৎপ্রীতি বিস্ময়াদির অন্তর্ভুক্ত হইলে সে সকলের স্থায়িতা সম্ভব হয়।]

তত্র তৎপ্রীতিময়োঽয়মদ্ভুতো রসঃ। যত্রালম্বনো লোকোত্তরাকস্মিকক্রিয়াদিমত্ত্বেন বিস্ময়বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তৎপ্রিয়শ্চ। উদ্দীপনাস্তাদৃশতচ্চেষ্টাঃ অনুভাবাঃ নেত্রবিস্তারাদ্যাঃ। ব্যভিচারিণশ্চাবেগহর্ষজাড্যাদ্যাঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ো বিস্ময়ঃ। তদুদাহরণঞ্চ, চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্ট-

অদ্ভুতরস।

অনুবাদ—সপ্তবিধ গৌণরস মধ্যে ভগবৎপ্রীতিময় অদ্ভুত রস কথিত হইতেছে, যাহাতে আলম্বন—অলৌকিক ক্রিয়াদি দ্বারা বিস্ময়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বিস্ময়ের আধার-শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় জন, উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর চেষ্টা, অনুভাব—নেত্রবিস্তারাদি, ব্যভিচারী—আবেগ, হর্ষ, জাড্য প্রভৃতি, স্থায়ী-শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিময় বিস্ময়। অদ্ভুতরসের উদাহরণ "ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এক দেহদ্বারা এক সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ-সহস্র স্ত্রীকে এক শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন" (শ্রীভা, ১০।৬৯।২) * ইত্যাদি।

* মহিষীগণের বিবাহানন্তর দেবর্ষি নারদ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শ্রীবিগ্রহে ষোড়শ সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই সংবাদে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াবৈভব দেখিবার জন্য দ্বারকায় গমন করেন। দেবর্ষির বিস্ময়ের হেতু—যদি সৌভরি মুনির মত কায়ব্যূহ রচনা দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে তিনি বিস্মিত হইতেন না; তিনি বহু মুনির কায়ব্যূহ রচনা দেখিয়াছেন, নিজেও তাহা করিতে সমর্থ, শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ-রচনা করেন নাই, আপনার প্রকাশমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কায়ব্যূহ এবং প্রকাশমূর্ত্তির ভেদ—কায়ব্যূহে দেহ বহু হইলেও সকল দেহের ক্রিয়া এক থাকে, অর্থাৎ তাহার একমূর্ত্তি হাত নাড়িলে অপর সকল মূর্ত্তিও হাত নাড়ে ইত্যাদি। প্রকাশ-মূর্ত্তিতে সেরূপ হয় না; প্রকাশে দেহ এক, ক্রিয়া বহু থাকে। ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

স্যাৎস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ইত্যাদিকম্ জ্ঞেয়ম্। অথ তন্ময়ো হাস্যো রসঃ। তত্রালম্বনশ্চেষ্টাবাগ্বেষবৈকৃত্যবিশেষবত্ত্বেন তৎপ্রীতিময়-হাসবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তৎপ্রিয়শ্চ। তথা যদি তদ্বিশেষ-বত্ত্বেনৈব তৎপ্রিয়াপ্রিয়ৌ চ তৎপ্রীতিময়হাসবিষয়ৌ ভবতস্তদাপি তৎকারণস্য প্রীতেবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি স এব মূলমালম্বনম্॥

হাস্যরস।

ভগবৎপ্রীতিময় হাস্যরস। তাহাতে আলম্বন—চেষ্টা, বাক্য ও বেষ-বিকৃতি-বিশেষ-দ্বারা ভগবৎপ্রীতিময় হাস্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, হাস্যের আধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন। তেমন আবার কখনও যদি চেষ্টাদির বিকৃতি-বিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অপ্রিয় উভয়বিধ ব্যক্তি হাস্যের বিষয় হয়, তাহা হইলে তখনও হাস্যের কারণের—প্রীতির বিষয় সেই শ্রীকৃষ্ণই মূলাবলম্বন (১)। সুতরাং হাস্যও শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রিয় ব্যক্তি বা কোন অপ্রিয় ব্যক্তির চেষ্টা, বাক্য কিম্বা বেশের বিকৃতি দেখিয়া যদি কোন ভক্তের হাস্যের উদ্রেক হয়, তবে সেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে হাস্যের বিষয় হয়েন, এস্থলে তাহার মীমাংসা করি-লেন। হাস্যের কারণ শব্দের বাচ্য—আশ্রয়ালম্বন, ভক্ত। ভক্তের প্রীতির বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ব্যক্তির বিকৃত চেষ্টাদি দেখিয়া ভক্ত মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অমুক এই চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় অমুক এই চেষ্টা করিতেছে; সাধারণ জনের বিকৃত চেষ্টায় তাঁহাদের হাস্যের উদ্রেক হয় না—তাহা তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, উহার প্রতি তাঁহারা উপেক্ষা প্রকাশই করেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের (প্রিয়াপ্রিয়) সম্বন্ধানুসরণ করিয়াই অন্যের চেষ্টাও হাস্যরতির কারণ হয়; এই হেতু—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণই মূলাবলম্বন।

হাস্যস্যাপি তদ্বিশিষ্টত্বেনৈব প্রবৃত্তেস্তু সুতরামেব। অতঃ কেবলস্য হাসাংশস্য বিষয়ত্বেন বিকৃততৎপ্রিয়াপ্রিয়ৌ বহিরঙ্গাবেবালম্বনাবিতি। এবং দানযুদ্ধবীররসাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। উদ্দীপনাস্তু তজ্জনকস্য চেষ্টাবাগ্‌বেষবৈকৃতাদয়ঃ। অনুভাবাশ্চ নাসৌষ্টগণ্ডবিস্পন্দনাদয়ঃ। ব্যভিচারিণো হর্ষালস্যাবহিত্থাদয়ঃ। স্থায়ী চ তৎপ্রীতিময়ো হাসঃ। স চ স্ববিষয়ানুমোদনাত্মকস্তদুৎপ্রাসাত্মকো বা চেতোবিকাশঃ। ততস্তদাত্মকত্বেন বিষয়োঽপ্যস্ত্যস্তি। তস্যোদাহরণে তু মোদনাত্মকো যথা, বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাস ইত্যাদি। হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিমিতি। এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে ইত্যাদি। ইত্থং স্ত্রীভিঃ

করিয়াই উপস্থিত হয়। এই হেতু, কেবল হাস্যাংশের বিষয়রূপে তাঁহার বিকৃত প্রিয়াপ্রিয় বহিরঙ্গালম্বন। দান, যুদ্ধ, বীরাদিতে এইরূপ জানিবে। হাস্যরসের উদ্দীপন—হাস্যজনক শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়জনের চেষ্টা, বাক্য, বেষাদির বিকৃতি প্রভৃতি। অনুভাব—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষরূপে স্পন্দনাদি। ব্যভিচারী—হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি। স্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় হাস। সেই হাস (হাস্যরতি)—স্ববিষয়ানুমোদনাত্মক কিংবা উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ (মনের প্রফুল্লতা)। সেই হেতু চিত্তবিকাশাত্মকরূপে হাস্যের বিষয়ও আছে। হাস্যরসের উদাহরণে মন প্রফুল্লকর অনুমোদনাত্মক বিষয় যথা—[গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন,] "শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন অসময়ে বৎস-সকল মোচন করে, আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিলে হাস্য করে ইত্যাদি। যাহা হাত দিয়া পাড়িতে পারে না তাহা পাড়িবার ব্যবস্থা করে। এই প্রকারে মনোরম ধৃষ্টতা প্রকাশ করে" ইত্যাদি। যে সকল গোপ-

সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভির্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যুপালব্ধু-মৈচ্ছদিত্যন্তম্ ॥ ১৫৮ ॥

ব্যাখ্যাতস্তদীয়চাপল্যলক্ষণোঽর্থো যস্যৈ সা ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥১৫৮ ॥

উৎপ্রাসাত্মকো যথা—তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ১৫৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৫৯ ॥

রমণী শ্রীকৃষ্ণের সভয়-নয়ন-বিশিষ্ট শ্রীমুখ অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা যাঁহার নিকট অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই হাস্যমুখী শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিবার ইচ্ছা করেন নাই।” শ্রীভা, ১০।৮।২০--২২।১৫৮ ॥

[শ্লোকে অর্থ-শব্দে কি বুঝাইতেছে তাহা প্রকাশ করিতেছেন]

শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য-লক্ষণ অর্থ যাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই ব্রজেশ্বরী—[তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া তদীয় চাপল্যের অনু-মোদন করিয়াছেন বুঝা যায়। ইহা অনুমোদনাত্মক হাস্যরতির দৃষ্টান্ত।] ॥১৫৮॥

উৎপ্রাসাত্মক হাস্য যথা—[কাত্যায়নীব্রতপরা শ্রীব্রজদেবীগণ তীরে পরিধেয় বসন রাখিয়া যমুনায় অবগাহন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ] “তাঁহাদের বসনসকল গ্রহণ করিয়া সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া যে সকল গোপবালক হাস্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত উচ্চহাস্য করিয়া পরিহাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।”

শ্রীভা, ১০।২২।৯।। ১৫৯ ॥

যথা চ—কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ। উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ১৬০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৬০ ॥

অথ তৎপ্রীতিময়ো বীররসঃ। তত্র বীররসশ্চতুর্দ্ধা। ধর্ম্মদয়াদানযুদ্ধাত্মকত্বেনোৎসাহস্য স্থায়িনশ্চাতুর্বিধ্যাৎ। তত্র ধর্ম্মবীররসঃ। তত্রালম্বনো ধর্ম্মচিকীর্ষাতিশয়লক্ষণস্য ধর্ম্মোৎসাহস্য বিষয়াভাবাৎ প্রীতিময়ত্বেনৈব লব্ধো বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তদ্ভক্তশ্চ। উদ্দীপনাঃ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদয়ঃ। অনুভাবা নয়শ্র-

---

তাহার অন্য দৃষ্টান্ত—[পৌণ্ড্রকের দূত আসিয়া তাহাকে যথার্থ বাসুদেব বলিয়া জ্ঞাপন করিলে] "অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যগণ তখন উচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৬৬।৩

[ইহা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়জনের বেষ-বিকৃতিজনিত হাস্য। পৌণ্ড্রক আপনাকে বাসুদেব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৃত্রিম চতুর্ভুজাদি ধারণ করিয়াছিল; তাহা শুনিয়া উগ্রসেনাদি হাস্য করিয়াছেন।]

॥ ১৬০ ॥

বীররস।

অনন্তর ভগবৎপ্রীতিময় বীররস কথিত হইতেছে। ধর্ম্ম, দয়া, দান ও যুদ্ধাত্মকরূপে উৎসাহরূপ স্থায়ী চতুর্ব্বিধ বলিয়া ধর্ম্ম, দয়া, দান ও যুদ্ধাত্মকভেদে বীররস চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ধর্ম্ম-বীররসে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রচুর ধর্ম্মানুষ্ঠান-বাঞ্ছারূপ ধর্ম্মোৎসাহের কোন বিষয় না থাকায়, তিনি প্রীতিময়রূপেই ধর্ম্ম-বীররসের বিষয় হয়েন। তাহার (ধর্ম্মবীররসের) আধার ভক্তগণ। উদ্দীপন—সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদি,

ক্ষাদয়ঃ। ব্যভিচারিণী মতিস্মৃত্যাদয়ঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ো ধর্ম্মোৎসাহঃ। তদুদাহরণঞ্চ, ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ। যক্ষ্যে বিভূতির্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ইত্যাদিকম্। অথ তন্ময়ো দয়াবীররসঃ। অত্রালম্বনস্তৎপ্রীতিজাতয়া তদীয়তাবগতসর্ব্বভূতবিষয়কদয়য়াত্মব্যয়েনাপি সন্তর্প্যমাণদীনবেষাচ্ছন্ন-নিজরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তাদৃশদয়াধারো ভক্তঃ। পিত্রাদীনাং

অনুভাব—বিনয়, শ্রদ্ধা প্রভৃতি। ব্যভিচারী—মতিস্মৃতি প্রভৃতি। স্থায়ী ভগবৎপ্রীতিময় ধর্ম্মোৎসাহ। তাহার দৃষ্টান্ত—[শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন,] "হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতিসকল অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। হে প্রভো! তুমি তাহা সম্পন্ন কর" (শ্রীভা, ১০।৭২।৩) ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবৎপ্রীতিময় দয়া-বীররস কথিত হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতি-সমুৎপন্না সর্ব্বভূত-বিষয়িনী যে দয়াদ্বারা সকলকে তদীয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়, সেই দয়ায় বশবর্ত্তী হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াও যাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবার ইচ্ছা হয়, এমন দীন-বেশাচ্ছন্ন নিজরূপ শ্রীকৃষ্ণ দয়া-বীররসের বিষয় (১)। তাদৃশ দয়ার আধার ভক্ত।

---

(১) দয়াবীররসে স্থায়ী ভাবরূপা যে দয়া, তাহা কেবল মনোবৃত্তি-বিশেষ নহে; এই দয়া ভগবৎপ্রীতি-সমুৎপন্না। এই দয়ায় সমস্ত জীবকে শ্রীভগবানের বলিয়া জানা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, দীন জনই ত দয়ার বিষয়; শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে দয়ার বিষয়ীভূত হইতে পারেন? তাহাতে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন দীনবেশ দ্বারা নিজরূপ আচ্ছন্ন করেন, তখন দয়ার আধার ভক্ত আপনার প্রাণ দিয়াও তাঁহার তৃপ্তি সাধন করেন; এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দয়ার বিষয় হয়েন।

[পরপৃষ্ঠা]

তাদৃশী দয়া তু বৎসলাদিকমেব পুষ্ণাতি করুণং বা। উদ্দীপনাস্তদার্ত্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ। অনুভাবা আশ্বাসনোক্ত্যাদয়ঃ। ব্যভিচারিণঃ ঔৎসুক্যমতিহর্ষাদয়ঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ো দয়োৎসাহঃ। উদাহরণঞ্চ, কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং জাতবেপথোঃ।

পিত্রাদির তাদৃশী দয়া বাৎসল্যাদি কিম্বা কারুণ্যই পোষণ করে। উদ্দীপন—দৈন্যার্ত্তি ব্যঞ্জনাদি। অনুভাব—অশ্বাসবাক্য প্রভৃতি। ব্যভিচারী—ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষ প্রভৃতি। স্থায়িভাব—ভগবৎপ্রীতিময় দয়োৎসাহ। দয়াবীররসের দৃষ্টান্ত—"রন্তিদেব কুটুম্ববর্গের সহিত ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হইয়া কম্পিত কলেবর হইয়াছেন, এমন সময় উত্তম

জৈমিনি ভারতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে—কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ময়ূরধ্বজ মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়েন। মায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং অর্জ্জুন যুবক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! এখানে আসিবার পথে এক সিংহ আমার পুত্রকে অক্রমণ করে। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নিজ দেহের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলে সিংহ বলিল, "যদি ময়ূরধ্বজ মহারাজ স্ত্রী পুত্র দ্বারা করাতে চিরাইয়া দেহটি দান করেন, তবে তোমার পুত্রকে ছাড়িতে পারি।" আমি সেই অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এখন ব্রাহ্মণকুমারের রক্ষার জন্য দয়া করিয়া দেহের দক্ষিণার্দ্ধ দান করুন। তখন ময়ূরধ্বজ মহারাজ যথোক্তরূপে দেহার্দ্ধ দানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার বাম নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—দুঃখ সহকারে দেহার্দ্ধ দিলে সিংহ তাহা গ্রহণ করিবে না। তখন ময়ূরধ্বজ বলিলেন, দেহ নাশের জন্য দুঃখ নহে; দুঃখ, দক্ষিণার্দ্ধ ব্রাহ্মণের কার্য্যে লাগিল, বামার্দ্ধ তাহাতে বঞ্চিত হইল,—এইজন্য; তাই বাম নয়ন অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। অতঃপর তাঁহার এই ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নিজরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ। তস্মৈ সংব্যভজৎ সোহন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। হরিং সর্ব্বত্র সংপশ্যন্নিত্যারভ্য, এবং প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া। পুক্কসায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গ-

খাদ্য পানীয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যখন ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন এক ভোজনাভিলাষী ব্রাহ্মণ-অতিথি উপস্থিত হইলেন। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া হরিকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করতঃ তাঁহাকে সে সকল দ্রব্য ভাগ করিয়া দিলেন। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। তৎপর অবশিষ্ট অন্ন পরিবারবর্গকে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় এক শূদ্র-অতিথি আসিল। রন্তিদেব হরিকে স্মরণ করিয়া খাদ্য সামগ্রী তাহাকে ভাগ করিয়া দিলেন। ভোজনান্তে শূদ্র-অতিথি চলিয়া গেলে, বহু কুক্কুর-পরিবৃত এক অতিথি আসিয়া কহিল, রাজন্! কুক্কুরদলের সহিত আমি ক্ষুধায় কাতর; ইহাদের সহিত আমাকে খাদ্য প্রদান করুন। রাজা ঐ ব্যক্তির বহু সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক কুক্কুর সকলের সহিত তাহাকে অবশিষ্ট খাদ্য দিয়া নমস্কার করিলেন। একজনের তৃপ্তি হইতে পারে, এই পরিমাণ পানীয় জল অবশিষ্ট থাকিতে তিনি যখন পানে উদ্যত হইলেন, তখন এক পুক্কশ উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিল, মহারাজ! এই অশুভ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ জল দিতে আজ্ঞা হউক। রন্তিদেব তাহার পিপাসা ও শ্রমের কথা শুনিয়া কৃপাবশে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, আমি পরমেশ্বর হইতে অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত গতি বা মুক্তি কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই—আমি যেন ভোক্তৃরূপে সকলের অন্তরে থাকিয়া সমস্ত প্রাণীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, তাহাতে যেন সকলের দুঃখ দূর হয়। এই দীন ব্যক্তি জীবন ধারণের বাসনা করিতেছে। ইহার জীবন-রক্ষার জন্য জলদান করিলে, আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ঘূর্ণতা, ক্লান্তি, খেদ, বিষাদ, মোহ সমস্ত দূরীভূত হইবে। এইরূপ কহিয়া স্বভাবতঃ দয়ালু রন্তিদেব নিজে মরণাপন্ন হইলেও সেই জল পুক্কশকে প্রদান করিলেন। ত্রিভুবনা-

করুণো নৃপঃ। তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্। আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতা ইত্যন্তম্॥ ৯৬১॥

স্পষ্টম্॥ ৯॥ ২১॥ শ্রীশুকঃ॥ ১৬১॥

অথ তন্ময়ো দানবীররসঃ। দ্বিধা চায়ং সম্পদ্যতে। বহুপ্রদত্বেন সমুপস্থিতদুরাপার্থত্যাগেন চ। তত্রে প্রথমস্যালম্বনম্

ধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ ফলাভিলাষিগণকে ফল দান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষ্ণু-মায়াবলম্বন করিয়া, ব্রাহ্মণাদিরূপে রন্তিদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকে স্বরূপ দর্শন করাইলেন।" শ্রীভা, ৯।২১।৪—১০॥১৬১॥

অতঃপর ভগবৎপ্রীতিময় দান-বীররস কথিত হইতেছে। এই রস দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়—বহুপ্রদরূপে ও সমুপস্থিত দুর্ল্লভবস্তু ত্যাগ দ্বারা।

[**বিবৃতি**—যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-সন্তোষের জন্য হঠাৎ সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, তাঁহাকে বহুপ্রদ বলে। বহুপ্রদ দ্বিবিধ; অন্য সম্প্রদানক ও তৎসম্প্রদানক। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদিকে সর্ব্বস্বপর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহাকে অন্য সম্প্রদানক বলে। আর যে ব্যক্তি হরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্বীয় অহন্তাস্পদ মমতাস্পদ সকলই শ্রীহরিকে সম্প্রদান করেন, তিনি তৎসম্প্রদানক। (১)]

(১) সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্ব্বমপ্যত।
দামোদরস্য সৌখ্যায় প্রোচ্যতে স বহুপ্রদঃ॥

কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়ার্থং তু যেন সর্ব্বস্বমর্প্যতে।
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যোঃ স আভ্যুদয়িকোভবেৎ॥
জ্ঞাতায় হরয়ে স্বীয়মহন্তা মমতাস্পদং।
সর্ব্বস্বং দীয়তে যেন স স্যাত্তৎসম্প্রদানকঃ॥

ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু। উত্তর।৩।১২—১৩

অন্যসম্প্রদানকে চ দানে দানদ্রব্যেণ তত্তৃপ্তেরেব মুখ্যোদ্দেশেন তদুদ্দেশে পর্য্যবসানাৎ। তৎসংপ্রদানকে তু স্পষ্টতদুদ্দেশাৎ দিৎসাতিশয়লক্ষণস্য দানোৎসাহস্য বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাধারস্তৎপ্রিয়শ্চ। অন্যঃ সংপ্রদানস্তু বহিরঙ্গঃ। উদ্দীপনাঃ সম্প্রদানবীক্ষাদ্যাঃ। অনুভাবা বাঞ্ছাধিকদানস্মিতাদ্যাঃ। ব্যভিচারিণো বিতর্কৌৎসুক্যহর্ষাদ্যাঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ো দানোৎসাহঃ। উদাহরণঞ্চ, নন্দস্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। ইত্যাদি ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—বহুপ্রদরূপে যে দান, তাহার আলম্বন—অন্য সম্প্রদানক দানে দানদ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই মুখ্যোদ্দেশ্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশ্যেই সেই দান পর্য্যবসিত হয় এবং তৎসম্প্রদানক দানের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে থাকে বলিয়া, উভয়ত্র অত্যন্ত দানেচ্ছারূপ দানোৎসাহের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হয়েন। তাহার আধার শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জন। এস্থলে অন্যসম্প্রদান বহিরঙ্গ। অর্থাৎ অন্যসম্প্রদানক দানেও শ্রীকৃষ্ণ-তৃপ্তিতেই মুখ্যোদ্দেশ্য থাকায় বস্তুতঃ সে দান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই হয়, তবে ব্রাহ্মণাদিকে যে দান করা হয়, তাহা বাহ্যিক চেষ্টা মাত্র।

উদ্দীপন—সম্প্রদান দর্শনাদি। অনুভাব—বাঞ্ছার অতিরিক্ত দান, স্মিত প্রভৃতি। ব্যভিচারী-বিতর্ক, ঔৎসুক্য, হর্ষ প্রভৃতি। স্থায়ী—কৃষ্ণ-প্রীতিময় দানোৎসাহ। উদাহরণ—

নন্দস্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্ ॥

*　　*　　*

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্তরত্নৌঘ-শাতকুম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥

*　　*　　*

স্পষ্টম্ ॥১০ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৬২ ॥

তথা, এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্। বামনায় দদাবেতামর্চ্চিত্বোদকপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬৩ ॥

এতাং পৃথ্বীম্ ॥ ৮ ॥ ২০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৬৩ ॥

নন্দো মহামনাস্তেভ্যোবাসোঽলঙ্কার-গোধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥
তৈস্তৈ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥

শ্রীভা, ১০।৫।১১

"পুত্র উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নানান্তর শুচি হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া অলঙ্কৃত করিলেন।

* * *

তারপর ব্রাহ্মণগণকে দুই নিযুত ধেনু ও সাতটী তিল-পর্ব্বত দান করিলেন। সেই পর্ব্বতসকল রত্নমণ্ডিত এবং সুবর্ণ-রসাক্ত বস্ত্রালঙ্কৃত ছিল।

* * *

মহামনা নন্দ সূত, মাগধ, বন্দিগণকে বস্ত্র অলঙ্কার গোধন দান করিলেন। অন্যান্য বিদ্যোপজীবিগণকে যথাভিলষিত তত্তৎদ্রব্য দ্বারা যথোচিত পূজা করিলেন। তাঁহার এই দানের উদ্দেশ্য বিষ্ণুর আরাধনা এবং পুত্রের অভ্যুদয়" ॥১৬২॥

বহুপ্রদত্বের অপর দৃষ্টান্ত—"মহাত্মা বলিরাজা গুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না; জল দ্বারা বামন-দেবকে অর্চ্চনা করিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন।" শ্রীভা, ৮।২০।১২॥১৬৩॥

অথ দ্বিতীয়স্যালম্বনঃ। উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগেচ্ছাতিশয়লক্ষণস্য তদুৎসাহস্য ধর্মোৎসাহবদেব বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাধারস্তদ্ভক্তশ্চ। উদ্দীপনাঃ কৃষ্ণালাপস্মিতাদয়ঃ। অনুভাবাস্তদুৎকর্ষবর্ণনদ্রঢ়িমাদয়ঃ। সঞ্চারিণো ধৃতিপ্রচুরাঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়স্ত্যাগোৎসাহঃ। তদুদাহরণং সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যেত্যাদিকমেব। অথ তন্ময়ো যুদ্ধবীররসঃ। তত্র যোদ্ধা তৎপ্রিয়তমঃ। তস্যৈব তৎপ্রীতিময়যুদ্ধোৎসাহাৎ প্রতিযোদ্ধা তু ক্রীড়াযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণো বা তৎপুরস্তস্যৈব মিত্রবিশেষো বা। সাক্ষাদ্‌যুদ্ধে পুনস্তৎপ্রতিপক্ষঃ। তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রতিযোদ্ধকত্বে তৎপ্রীতিময়যুযুৎসাতিশয়লক্ষণতদুৎসাহবিষয়তয়া তস্যৈ-

---

সমুপস্থিত দুর্ল্লভবস্তু ত্যাগরূপ দান বীররসের আলম্বন—ধর্ম্মোৎসাহের মত উপস্থিত দুর্ল্লভবস্তু ত্যাগের ইচ্ছারূপ দানোৎসাহের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আধার তাঁহার ভক্ত। উদ্দীপন—কৃষ্ণালাপ, স্মিত প্রভৃতি। অনুভাব—ত্যাগের উৎকর্ষ বর্ণন, দৃঢ়তা প্রভৃতি। সঞ্চারী প্রচুর ধৈর্য্য। স্থায়ী—ভগবৎ-প্রীতিময় ত্যাগোৎসাহ। তাহার উদাহরণ—শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যরূপ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্তগণ আমার সেবাভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।" শ্রীভা, ৩।২৫

ভগবৎ-প্রীতিময় যুদ্ধ বীররস। তাহাতে যোদ্ধা শ্রীভগবানের প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমের যুদ্ধোৎসাহ হইতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি হেতু প্রতিযোদ্ধা (বিপক্ষ)—ক্রীড়া-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণাগ্রস্থিত তাহারই মিত্র-বিশেষ। বাস্তব-যুদ্ধে আবার প্রতিযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ (বৈরী)। প্রতিপক্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রতিযোদ্ধা হয়েন, তখন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিময় প্রবল যুদ্ধেচ্ছারূপ উৎসাহের বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই আলম্বনত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতেছে;

ম্বালম্বনত্বং সর্বথা সিদ্ধম্। ইতরপ্রতিযোদ্ধৃকত্বেঽপি হাস্যরসবত্তৎ প্রীতিময়ত্বেন মূলমালম্বনত্বং তস্যৈব। তৎপ্রতিপক্ষস্তু যুযুৎসাংশমাত্রস্য বহিরঙ্গ আলম্বনঃ। তত্র যোদ্ধৃপ্রতিযোদ্ধারৌ মিত্রবিশেষাবাধারত্ববিষয়ত্বাভ্যামালম্বনাবিতি। উদ্দীপনাঃ প্রতিযোদ্ধৃকস্মিতাদয়ঃ। ব্যভিচারিণো গর্বাবেগাদয়ঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ো যুদ্ধোৎসাহঃ। উদাহরণঞ্চ ত্রিবিধপ্রতিযোদ্ধৃক্রমেণ—ভ্রামণৈর্জ্ঞেনৈঃ

(শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন) অন্য জন প্রতিযোদ্ধা হইলেও হাস্যরসের মত যুদ্ধ-বীররস কৃষ্ণ-প্রীতিময় হেতু, তাহাতে মূলাবলম্বন শ্রীকৃষ্ণই হয়েন। অর্থাৎ কোন স্থলে হাস্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় ব্যক্তি হইলে, ভক্তগণ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়তা সম্বন্ধ মনন-পূর্ব্বক যেমন সেই রস আস্বাদন করেন, তেমন এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষীয় যোদ্ধা তাঁহার বৈরী হইলেও রসিক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যে (বৈর) সম্বন্ধ আছে, সে কথা মনে করিয়া যুদ্ধ-বীররস আস্বাদন করেন;— "শ্রীকৃষ্ণের বৈরী" এই প্রতীতি অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষীয় যোদ্ধা যুদ্ধ-বীররসের অবলম্বন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল বিষয়ালম্বন। আর, সেই শত্রুব্যক্তি কেবল যুদ্ধেচ্ছার বহিরঙ্গ আলম্বন। কৃষ্ণ-প্রীতিময় যুদ্ধ-বীররসে (ক্রীড়াযুদ্ধে) যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধারূপ মিত্রদ্বয় আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন হয়েন। উদ্দীপন—প্রতিযোদ্ধার স্মিত প্রভৃতি। ব্যভিচারী—গর্ব্ব, আবেগ প্রভৃতি। স্থায়ী—কৃষ্ণ-প্রীতিময় যুদ্ধোৎসাহ। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রিয়তম ও কৃষ্ণ-প্রতিপক্ষভেদে ত্রিবিধ প্রতিযোদ্ধা। প্রতিযোদ্ধৃ-ভেদে ত্রিবিধ যুদ্ধ-বীররসের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রতিযোদ্ধা সেই যুদ্ধবীর-

ক্ষেপেরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ। চিক্রীড়তু নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১৬৪ ॥

কাকপক্ষশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশাঃ। তদ্ধারিণৌ রামকৃষ্ণৌ। নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন। তদ্ভেদৈর্ভ্রামণাদিভিঃ। এবমেব হরিবংশে—তথা গাণ্ডীবধন্বানং বিক্রীড়ন্ মধুসূদনঃ। জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুরিতি ॥ ১০ ॥ ১৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥১৬৪ ॥

তথা, রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুরিতি ॥১৬৫॥

অত্র তদগ্রে পরেঽপি গোপাস্তং সন্তোষয়ন্তো যুযুধুরিত্যাগতম্ ॥১০॥১৮॥ শ্রীশুকঃ ॥১৬৫॥

রসের দৃষ্টান্ত—"কাকপক্ষধর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ভ্রামণ (ঘুরণ), উল্লম্ফন (লাফাইয়া পড়া), ক্ষেপণ (ঠেলাঠেলি), আস্ফোটন (বাহুমূলে করতলাঘাত করণ) ও আকর্ষণ করিয়া কোন স্থানে নিযুদ্ধ করিতেন।" শ্রীভা, ১০।১৮।৭ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—কাকপক্ষ—চূড়াকরণের পূর্ববর্ত্তী কেশ; সেই কেশ-গ্রথিত তিনটী বেণীযুক্ত কৃষ্ণ বলরাম কাকপক্ষধর। নিযুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ। বাহুযুদ্ধের ভেদ ভ্রামণাদি।

এইরূপ উদাহরণ হরিবংশেও আছে—"কুন্তীর সম্মুখে ক্রীড়াযুদ্ধ করিয়া বিভু-মধুসূদন ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে জয় করিলেন" ॥ ১৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তম যাহাতে প্রতিযোদ্ধা সেই যুদ্ধবীর-রসের দৃষ্টান্ত—"রামকৃষ্ণাদি গোপগণ নৃত্য, গীত ও বাহুযুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।১৮।৬ ॥ ১৬৫ ॥

এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অন্য গোপগণও তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১৬৫ ॥

তথা জরাসন্ধবধে—সংচিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ। দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া। তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ। গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৬৬॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৭২॥ শ্রীশুকঃ ॥১৬৬॥

অথ তৎপ্রীতিময়ো রৌদ্ররসঃ। তত্রালম্বনস্তৎপ্রীতিময়ক্রোধস্য বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাধারস্তৎপ্রিয়জনশ্চ। তস্য বিষয়শ্চেত্তদ্ধিতস্তদ-হিতঃ স্বাহিতো বা ভবতি তদাপি পূর্ববত্তৎপ্রীতে বিষয়ত্বেন তস্যৈব মূলমালম্বনত্বম্। অন্যে তু ক্রোধাংশমাত্রস্য বহিরঙ্গালম্বনাঃ। তত্র

কৃষ্ণবৈরী যাহাতে প্রতিযোদ্ধা সেই যুদ্ধবীর-রসের উদাহরণ—"অমোঘ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণ শত্রু (জরাসন্ধ) বধের উপায় চিন্তন পূর্ব্বক বৃক্ষ-শাখা চিরিয়া—সঙ্কেতে তাহার বধের উপায় জানাইয়াছিলেন। মহাবলশালী বীরবর ভীম শত্রু-বধের উপায় জানিয়া তাহার পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৭২।৩৫ ॥ ১৬৬ ॥

রৌদ্ররস।

অতঃপর ভগবৎ-প্রীতিময় রৌদ্ররস কথিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন—কৃষ্ণ-প্রীতিময় ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়—তাঁহার প্রিয়-জন। ক্রোধের বিষয় যদি শ্রীকৃষ্ণহিত, শ্রীকৃষ্ণাহিত অথবা নিজাহিত হয়, তাহা হইলেও হাস্য এবং যুদ্ধবীর-রসের মত সেই প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণই মূলাবলম্বন হয়েন। অন্যজন কেবল ক্রোধাংশের বহিরঙ্গাবলম্বন।

প্রমাদাদিনা শ্রীকৃষ্ণাৎ সখ্যা অত্যাহিতে সখ্যাঃ ক্রোধবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তেন বধ্বাদীনামবগতে সঙ্গমে বৃদ্ধাদীনাঞ্চ স এব। অথ তদ্ধিতশ্চ প্রমাদেন তদনবেক্ষণাদন্যস্য ক্রোধবিষয়ঃ স্যাৎ। তদহিতো দৈত্যাদিঃ। স্বাহিতস্তু স্বস্য তৎসম্বন্ধবাধকঃ। অথোদ্দীপনাঃ ক্রোধবিষয়স্থাবজ্ঞাদয়ঃ। অনুভাবা হস্তনিষ্পেষাদয়ঃ। ব্যভিচারিণ আবেগাদয়ঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ঃ ক্রোধঃ। বৃদ্ধায়াস্তৎপ্রীতিময়ঃ ক্রোধঃ। বৃদ্ধায়াস্তৎপ্রীতিময়ত্বং ব্রজজনত্বাত্তদাপি

[রৌদ্ররসের বিষয়ালম্বন পাঁচ প্রকার। যথা—] ১। প্রমাদাদিহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অতিশয় অনিষ্ট হইলে সখীর ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। ২। প্রমাদাদিহেতু বধ্বাদির কৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হইলে, বৃদ্ধাদির ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হয়েন। ৩। কৃষ্ণের হিত (হিতকারীজন), প্রমাদ বশতঃ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে অসতর্ক হইলে ক্রোধের বিষয় হয়েন। ৪। শ্রীকৃষ্ণের অহিত (অনিষ্টকারী) দৈত্যাদি এবং ৫। নিজের অহিত (ভক্তের নিজের অনিষ্টকারী) অর্থাৎ আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বিঘ্নকারী ক্রোধের বিষয় হইয়া থাকে।

রৌদ্ররসের উদ্দীপন—ক্রোধ-বিষয়ের অবজ্ঞাদি। অনুভাব—হস্ত-নিষ্পেষণাদি। ব্যভিচারী—আবেগাদি। স্থায়ী—কৃষ্ণ-প্রীতিময় ক্রোধ। বৃদ্ধার (যে বৃদ্ধা নিজবধূর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হইয়া ক্রুদ্ধা হয়েন, তাহার) ক্রোধ কৃষ্ণ-প্রীতিময়; [সমস্ত ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে] ব্রজজন বলিয়া বৃদ্ধা কৃষ্ণ-প্রীতিময়ী। [যখন বধূর কৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হয়েন,] তখনও ক্রোধের

স্বাভাবিক্যাঃ প্রীতেরন্তর্ভাবমাত্রেণ অন্যেষাং তদ্বিকারত্বেন। তচ্চ তস্যৈব মঙ্গলকামনাপ্রায়তয়া। তত্র পূর্বেষাং ত্রয়াণামুদাহরণমন্য-

---

মধ্যে স্বাভাবিকী প্রীতিমাত্র বর্ত্তমান থাকায় বৃদ্ধার ক্রোধ প্রীতিময়। [নিম্নরেখ বৃদ্ধাদি পদে যে আদি শব্দ আছে, তদ্দ্বারা যাহাদিগকে বুঝাইতেছে, সেই] অন্য সকলের ক্রোধ স্বাভাবিকী প্রীতির বিকার হেতু তাহা প্রীতিময়। প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গল-কামনায় বৃদ্ধাদি ক্রোধ প্রকাশ করেন (১)।

উপরে যে পাঁচপ্রকার ক্রোধ-বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ত্রিবিধ ক্রোধ-বিষয়ের দৃষ্টান্ত অন্যত্র অনুসন্ধান করিবে। * শেষোক্ত দ্বিবিধ ক্রোধ-বিষয়ের দৃষ্টান্ত এস্থলে উপস্থিত করা যাইতেছে।

---

(১) পরবধূ-সঙ্গমে শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্ম হইবে, অধর্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল ঘটিবে—এই আশঙ্কায় ব্রজের বৃদ্ধাদি নিজবধূর কৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হইলে তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাহার উদ্দেশ্য—আমাদের ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই অধর্ম্মকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে, এই মাত্র।

* ১। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অত্যন্ত অহিত সম্ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর ক্রোধ—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হে মেধাবিনী রাধিকে তব প্রেমা কথং গরীয়ানভূৎ॥

বিদগ্ধমাধব ২।৫৩

ললিতা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্দেশ্যে কহিলেন, হে রাধে! আমরা মনোদুঃখে অদ্য যমপুরে গমন করিব; ইনি কপট-প্রণয়যুক্ত হাস্য তথাপি ত্যাগ

[পরপৃষ্ঠা]

ত্রান্বেষ্যম্। উত্তরয়োর্দ্বয়োস্তু যথা—ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা

শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টকারিজন ক্রোধের বিষয় হইবার দৃষ্টান্ত—"তার-

করিলেন না। হে বুদ্ধিমতী রাধিকে! যাহার ভিতর গভীর কপটতা বিরাজ করিতেছে, সেই গোপপল্লী-কামুকে তোমার প্রেম কিরূপে এত গরীয়ান্ হইল?

২। বৃদ্ধাদির ক্রোধ—

অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেব বধ্বাঃ পট
স্তবোরসি নিরীক্ষ্যতে বত ননেতি কিং জল্পসি।
অহো ব্রজবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং
ব্রজেশ্বরসুতেন মে সুতগৃহেহগ্নিরুত্থাপিতঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। উত্তর।৫।৪

ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বৃদ্ধা কহিলেন—অরে যুবতীতস্কর! স্পষ্টই তোর বক্ষে আমার বধূর বস্ত্র দেখিতেছি; হা কষ্ট! এখনও তুই কেন 'না' 'না'—একথা বলিতেছিস্? অহে ব্রজবাসিগণ! তোমরা কি চিৎকার শুনিতেছ না? ব্রজরাজপুত্র আমার পুত্রের গৃহে আগুন জ্বালাইয়াছে।

৩। শ্রীকৃষ্ণের হিত-পালনকারী জন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে অনবহিত হইলে ক্রোধের বিষয় হয়েন। দৃষ্টান্ত—

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মা বিলম্বং
বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বং।
ক্রট্যৎপলাশিদ্বয়মন্তরা তে
বদ্ধঃ সুতোহসৌ সখি বংভ্রমীতি॥

ভক্তি। উত্তর।৫।৬

দামবন্ধন-লীলায় যমলার্জ্জুন-বৃক্ষের প্রচণ্ড পতন-শব্দে শ্রীযশোদা মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীরোহিণী দেবী তাঁহাকে কহিলেন— মূঢ়ে! উঠ, উঠ, বিলম্ব করিও না। তুমি পুত্রশিক্ষা-বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞা বলিয়া বৃথা অভিমান কর। হে সখি! তোমার রজ্জুবদ্ধ পুত্র ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মৎস্যকেকয়সৃঞ্জয়াঃ। উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ॥
॥ ১৬৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥১৪॥ শ্রীশুকঃ ॥১৬৭ ॥

তথা, মৈবংবিধস্যাকরুণস্য নামাভূদক্রূর ইত্যেবমতীবদারুণঃ। যোসাবনাশাস্য সুদুঃখিতং জনং প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ
॥ ১৬৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৩৯॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ১৬৮ ॥

অথ তৎপ্রীতিময়ো ভয়ানকরসঃ। তত্রালম্বনশ্চিকীর্ষিততৎপীড়নাদ্দারুণাৎ যত্তদীয়প্রীতিময়ং ভয়ং তস্য বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তৎপ্রিয়জনশ্চ। কিঞ্চ, স্বস্য তদ্বিচ্ছেদং কুর্বাণাদ্ যত্তাদৃশং ভয়ং যচ্চ

পর পাণ্ডুপুত্রগণ এবং মৎস্যসৃঞ্জয়কেকয়-দেশবাসিগণ অস্ত্রোত্তোলন পূর্ব্বক শিশুপালকে বধ করিবার ইচ্ছায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"
শ্রীভা, ১০।৭৪।২৬ ॥ ১৬৭ ॥

নিজের অনিষ্টকারিজন ক্রোধের বিষয় হইবার দৃষ্টান্ত—[অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় প্রস্থান করেন, তখন ব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন,] "যাহার এইরূপ ব্যবহার, যাহার হৃদয় অকরুণ, তাহার নাম অক্রূর হওয়া ভাল হয় নাই। এব্যক্তি বড় নিষ্ঠুর,—যে অতি দুঃখিত জনগণকে আশ্বাস না দিয়া প্রাণ হইতে প্রিয় কৃষ্ণকে অতিদূর দেশে লইয়া যাইতেছে।" শ্রীভা, ১০।৩৯।২৪॥১৬৮॥

ভয়ানক রস।

অনন্তর ভগবৎপ্রীতিময় ভয়ানক রস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন—যে জন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দারুণ উৎপীড়ন ইচ্ছা করিয়াছে, তাহা হইতে যে তদীয় প্রীতিময় ভয়, তাহার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন। আর, যে জন ভক্তের নিজ সম্বন্ধে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ

স্বাপরাধকদর্থিতাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেব বা স্যাত্তস্য তস্য স্ববিষয়কত্বেঽপি পূর্ববৎ প্রীতের্বিষয়ত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব মূলালম্বনঃ। ভয়হেতুস্তূদ্দীপন এব ভবেৎ। বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্রেতি সপ্তম্যর্থত্বস্য পূর্বত্রৈব ব্যাপ্তেঃ। যেনেতি তৃতীয়ার্থস্য তূত্তরত্রৈব ব্যাপ্তেশ্চ স্ববিষয়ত্বে তু য এব বিষয়ঃ স এবাধার ইতি ভয়াংশমাত্রবিষয়ত্বেন পূর্ববদ্বহিরঙ্গ এবালম্বনোঽসৌ। তদাধারত্বেন ত্বন্তরঙ্গোঽপি। অথোদ্দীপনাঃ ভীষণভ্রূকুট্যাদ্যাঃ। অনুভাবা মুখশোষাদ্যাঃ। ব্যভিচারিণশ্চাপল্যাদ্যাঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ং ভয়ম্। তদুদাহরণঞ্চ, জন্ম

ঘটায়, তাহা হইতে যে তাদৃশ ভয় এবং নিজাপরাধ দ্বারা লাঞ্ছিত কৃষ্ণ হইতে যে ভয় (১) সেই সেই ভয়ের বিষয় ভক্ত নিজে হইলেও হাস্যাদি রসের মত শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয় বলিয়া তিনিই মূলাবলম্বন। তত্তৎস্থলে ভয়ের যাহা কারণ, তাহা উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে। যেহেতু, যাহাতে রত্যাদি বিভাবিত হয়, বিভাব-শব্দের এই ব্যুৎপত্তির সপ্তমী বিভক্তির অর্থের ব্যাপ্তি পূর্ব্বত্রই (শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে) প্রতীত হয়; যদ্দ্বারা বিভাবিত হয়, এই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থের ব্যাপ্তি উত্তরত্র (বিচ্ছেদ-কারকে বা অপরাধী ভক্তে) প্রতীত হয়। ভয় নিজ বিষয়ে হইলেও যিনি বিষয় তিনি (ভক্ত)ই আশ্রয়। এই হেতু ভয়াংশ মাত্রের (প্রীতির নহে) বিষয় বলিয়া ভয়ের কারণ (বিচ্ছেদ-কারকও অপরাধী ভক্ত) পূর্ব্ববৎ (বীররসাদির মত) বহিরঙ্গাবলম্বন। আবার ভয়ের আশ্রয় অন্তরঙ্গাবলম্বনও বটে। উদ্দীপন—ভীষণ ভ্রূকুটী প্রভৃতি। অনুভাব—মুখ-শোষাদি। ব্যভিচারী—চাপল্যাদি। স্থায়ী—কৃষ্ণ-প্রীতিময় ভয়। ত্রিবিধ ভয়ানক-রসের উদাহরণ ক্রমশঃ দেওয়া হইতেছে।

(১) নিজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে ভয়।

তে মষ্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥১৬৯॥

অত্র বিষয়ত্বেনৈব হেতুত্বং ন তু কারকান্তরত্বেন ॥১০॥১২॥ শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তম্ ॥১৬৯॥

তথা শঙ্খচূড়দৌরাত্ম্যে ক্রোশন্তং কৃষ্ণরামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহমিতি ॥ ১৭০ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৩৪॥ শ্রীশুকঃ ॥১৭০ ॥

তথাচ, অথ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশ-

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দারুণ উৎপীড়নাভিলাষী হইতে ভয়ের দৃষ্টান্ত, শ্রীদেবকী-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে মধুসূদন! আমাতে তোমার জন্ম হইল—একথা যেন পাপ-কংস জানিতে না পারে; আমি তোমার নিমিত্তই পাপ-কংস হইতে ভয় পাইতেছি, আমার চিত্ত অধীর হইতেছে।" শ্রীভা, ১০।৩।২৬ ॥১৬৯॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন বলিয়াই তাঁহাকে ভয়ের নিমিত্ত বলিয়াছেন, অন্য কোন ভয়কারক বলিয়া নহে ॥১৬৯॥

যেজন শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইতে ভয়ের দৃষ্টান্ত—বসন্তোৎসবে যখন ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত বিহার করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ শঙ্খচূড় নামক যক্ষ আসিয়া "আপনাদিগকে উত্তরদিকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহারা হে কৃষ্ণ! হে রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৪।১৯॥১৭০॥

নিজাপরাধ দ্বারা লাঞ্ছিত কৃষ্ণ হইতে ভয়ের দৃষ্টান্ত, শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য ও গো-বৎস-সকলকে হরণ করিবার পর, ভয়ে বলিয়াছেন—"হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এই হেতু

মানিনঃ। অজ্ঞাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥১৭১ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥১৭১ ॥

অথ তন্ময়ো বীভৎসরসঃ। অত্রাপি অন্যগুজুপ্সায়াস্তৎপ্রীতিময়ত্বেন পূর্ববত্তৎপ্রীতিবিষয়ত্বাচ্ছ্রীকৃষ্ণ এব মূলালম্বনঃ। তদাধার স্তৎপ্রিয়জনশ্চ। জুগুপ্সামাত্রাংশস্য বিষয়োহন্যস্তু বহিরঙ্গালম্বনঃ। উদ্দীপনা অন্যগতামেধ্যতাদয়ঃ। অনুভাবা নিষ্ঠীবনাদয়ঃ। ব্যভিচারিণো বিষাদাদয়ঃ। স্থায়ী চ তৎপ্রীতিময়ী জুগুপ্সা। উদাহরণঞ্চ, ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমিত্যাদিকং শ্রীরুক্মিণীবাক্যমেব। অথ

অজ্ঞ ; সুতরাং আমার নেত্রদ্বয় অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই হেতু "আপনা হইতে আমি পৃথক্ ঈশ্বর" এইরূপ অভিমান করিতেছি। আমাকে নিজ ভৃত্য জ্ঞানে অনুগ্রহ-পাত্র মনে করিয়া ক্ষমা করুন।" শ্রীভা, ১০।১৪।১০॥১৭১॥

বীভৎস রস।

অতঃপর ভগবৎ-প্রীতিময় বীভৎস-রস কথিত হইতেছে। ইহাতেও অন্যের প্রতি জুগুপ্সা (ঘৃণা), ভগবৎপ্রীতিময়ী। শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয়, এই হেতু জুগুপ্সারতিরও শ্রীকৃষ্ণই মূলালম্বন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়। জুগুপ্সা মাত্রের বিষয় অপর ব্যক্তি তাহাতে বহিরঙ্গালম্বন। উদ্দীপন—অমেধ্যতাদি। অনুভাব—নিষ্ঠীবনাদি (থুৎকারাদি)। ব্যভিচারী—বিষাদাদি। স্থায়ী—ভগবৎপ্রীতিময়ী জুগুপ্সা। উদাহরণ, শ্রীরুক্মিণী-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে

তৎপ্রীতিময়প্রেম্নানিষ্টাপ্তিপদতাবেদ্যত্বেন তৎপ্রীতিময়করুণাবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাধারস্তৎপ্রিয়শ্চ। উদ্দীপনাস্তৎকর্ম্মগুণরূপাদ্যাঃ। অনুভাবা মুখশোষবিলাপাদ্যাঃ। ব্যভিচারিণো জাড্যনির্বেদাদয়ঃ। স্থায়ী তৎপ্রীতিময়ঃ শোকঃ। উদাহরণঞ্চ, অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে। গোপাংশ্চ মূঢ়ঃধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তা ইত্যাদি ॥ ১৭২ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১৬॥ শ্রীশুকঃ ॥১৭॥

মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত, কফ-পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজন করে।" শ্রীভা, ১০৷৬০৷৪৩

করুণ রস।

ভগবৎপ্রীতিময় যে প্রেম, তদ্দারা নিষ্ঠাপ্রাপ্তির বিষয়রূপে জানা যায় বলিয়া (১) সেই প্রীতিময় করুণার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়—তাঁহার প্রিয় ব্যক্তি। উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, গুণ, রূপাদি। অনুভাব—মুখ-শোষ, বিলাপাদি। ব্যভিচারী—জাড্য-নির্বেবদাদি। স্থায়ী—কৃষ্ণপ্রীতিময় শোক। উদাহরণ, "শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদ মধ্যে সর্প-শরীর-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তীরে গোপগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে, গাভীসকল চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন করিতেছে—ইহা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন।"

শ্রীভা, ১০৷১৬৷১৮৷১৭২

---

(১) মমতাতিশয়ের আবির্ভাবে সমৃদ্ধা প্রীতি প্রেম। প্রেম দ্বারা নিষ্ঠাপ্রাপ্তির বিষয় বলিবার তাৎপর্য্য—প্রেমের উদ্রেক হেতু শ্রীকৃষ্ণ আমার—এই জ্ঞানের যে দৃঢ়তা, সেই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া তিনি তাহার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণে মমতানিবন্ধনই তাঁহার বিপদশঙ্কায় শোক উপস্থিত হয়, এই জন্য তিনি করুণার বিষয়।

প্রীতিমতো জনস্য চ যদ্যন্যোঽপি তৎকৃপাহীনো জনঃ শোচ-নীয়ো ভবতি তদা তত্রাপি তন্ময় এব করুণঃ স্যাৎ। যথা—ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥১৭৩॥

স্পষ্টম্ ॥৭॥ ৫ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদো গুরুপুত্রম্ ॥১৭৩॥

কিঞ্চ ত এব বিস্ময়াদয়ো যদি শ্রীকৃষ্ণাধারা ভবন্তি ত এব তৎ-প্রীতিময়চিত্তেষু সঞ্চরান্তি তদাপি তৎপ্রীতিময়াদ্ভুতরসাদয়ো ভবন্তি। যথা, অহো অমী দেববরামরার্চিতমিত্যাদিষু। অজাতপ্রীতীনান্তু

যদি ভগবৎকৃপাহীন অন্যজন শোচনীয় হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধেও প্রীতিমান জনের ভগবৎপ্রীতিময় করুণ রসের উদয় হয়। যথা,—শ্রীপ্রহ্লাদ গুরুপুত্রকে (শুক্রাচার্য্যের পুত্রকে) বলিয়াছেন—"যাহারা বিষয়-সুখকেই পুরুষার্থ মনে করে, সেই দুরাশয় ব্যক্তিগণ, যে ভগবান্ তাঁহাতে পুরুষার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, সেই ভগবান্‌কে জানিতে পারে না; তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের মত ব্রাহ্মণাদি অভিমানগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়।"

শ্রীভা, ৭।৫।২৪॥১৭৩

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যদি বিস্ময়াদির আশ্রয় হয়েন, তাহা হইলে সে সকলই কৃষ্ণপ্রীতিময় চিত্তে সঞ্চারিত হয়; তখনও ভগবৎপ্রীতিময় অদ্ভুত-রসের উদয় হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত, অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং ইত্যাদি (১) শ্লোক-সমূহ।

[**বিবৃতি**—পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, বিস্ময়াদি-রতির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়—কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি হইলে রসনিষ্পন্ন হয়; এ স্থলে

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৫৮ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

তৎসম্বন্ধেন যে বিস্ময়াদয়ো ভাবাস্তদীয়রসাশ্চ দৃশ্যন্তে, তেঽত্র তদনুকারিণ এব জ্ঞেয়াঃ। অথ রসানামাভাসতাপত্ত্যাদিজ্ঞানায়াশ্রয়নিয়মঃ পরস্পরং ব্যবহারোঽপ্যুদ্দিশ্যতে। তত্র আশ্রয়নিয়মঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধানুরূপ এব। যথা পিত্রাদিষু প্রাকৃতস্য বাৎসল্যস্যাশ্রয়ত্বং নিয়তম্। তথা মুখ্যানাং পঞ্চানাং মিথো ব্যবহারস্তদা-

---

দেখাইলেন শ্রীকৃষ্ণ যদি বিস্ময়রতির আশ্রয় হয়েন, তাহা হইলেও অদ্ভুত রস নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত শ্লোকে বৃক্ষসকল শ্রীবলদেবকে প্রণাম করিতেছে—এই বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় সূচিত হইতেছে; এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণই বিস্ময়রতির আশ্রয়। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন হয়েন বলিয়া ভগবৎপ্রীতিময় অদ্ভুত রস উদিত হয়; এ স্থলে ভগবৎ-প্রিয়জন—শ্রীবলদেবই বিষয়। তাহা হইলেও ভগবৎপ্রীতিময় অদ্ভুত রস নিষ্পন্ন হইয়াছে।]

অনুবাদ—অজাতপ্রীতি ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে বিস্ময়াদি-ভাব ও ভগবৎপ্রীতিময় রস দেখা যায়, তাহারা ইহাতে (ভাব প্রকটনে ও রসাস্বাদনে) অনুকারী মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের ভাবোদ্গম বা রসাস্বাদন দেখিয়া তাহার অনুকরণ করেন মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের ভাব বা রসের উদয় হয় না; যেহেতু প্রীতিই ভাবোদ্গমের বা রসাস্বাদনের প্রধান কারণ। প্রীতির আবির্ভাব ব্যতীত ভাবোদ্গম বা প্রীতিময় রস্যাস্বাদন অসম্ভব।

রসাভাসাদি।

অনন্তর রস সকলের আভাসতা প্রাপ্ত্যাদি জানিবার নিমিত্ত আশ্রয়-নিয়ম ও পরস্পর ব্যবহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে। তন্মধ্যে আশ্রয়-নিয়ম শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধানুরূপ; যথা,—পিত্রাদিতে প্রাকৃত-বাৎসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্বের মত ব্রজরাজাদিতে অপ্রাকৃত-বাৎসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্ব। অন্যান্য রসেও সেই প্রকার। মুখ্য পঞ্চরসের পরস্পর

শ্রয়াণাং জনানামিব। স চ কুলীনলোকত এবাবগন্তব্যঃ। ততো যেষাং বৈর্মিলিত্বা নর্ম্মবিহারাদৌ যথা সঙ্কোচার্হতা, তদীয়ানাং রসানাং তদীয়ৈরসৈরপি মিলনে তথা তদর্হতা। যথা ন, তথা ন। যথোল্লাসস্তথোল্লাস ইতি। যথা তৎপ্রেয়স্যাদীনাং তদ্বৎসলাদি-ভিস্তদাদিকম্। অথ গৌণানাং সপ্তানামপি রসানাং তেষু মুখ্যেষু পঞ্চসু প্রতীপত্বম্ উদাসীনত্বমনুগামিত্বঞ্চ যথাযুক্তমবগন্তব্যম্। যথা হাস্যস্য বিয়োগাত্মকেষু ভক্তিময়াদিষু চতুর্ষু প্রতীপত্বম্। শান্তে উদাসীনত্বম্। অন্যত্রানুগামিত্বমিত্যাদি। অথ গৌণানাং

ব্যবহার, সেই সেই রসের আশ্রয়-জনগণের অনুরূপ। সেই ব্যবহার অবশ্য কুলীন লোক হইতেই অবগত হইবে, কুলীন লোকদিগের যাঁহাদের সহিত যাঁহাদের মিলনে যেমন সঙ্কোচার্হতা, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রসে সেই সেই জনের আশ্রিত-রসের মিলনে তেমন সঙ্কোচার্হতা ঘটে। কুলীন লোকদিগের মধ্যে যাঁহার যাঁহার মিলনে নর্ম্মবিহারাদিতে সঙ্কোচ থাকে না, ইহাতেও সেই সেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভক্তগণের আশ্রিত-রসের মিলনে সঙ্কোচ থাকেনা। তাঁহাদের যে যে ব্যক্তির মিলনে উল্লাস উপস্থিত হয়, ভগবৎপ্রীতি-রসেও তাদৃশ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট-ভক্তগণাশ্রিত-রসের মিলনে উল্লাস উপস্থিত হয়। যথা,—ভগবৎ-প্রেয়সী প্রভৃতির ভগবংবৎসলাদির মিলনে সঙ্কোচাদি।

গৌণ-সপ্তরসে ও মুখ্য পঞ্চরসে যথাযোগ্য বৈর, উদাসীনতা ও অনুগামিতা আছে, বুঝিতে হইবে। যথা,—হাস্যের বিয়োগাত্মক ভক্তিময়াদি চারিরসে বৈর, শান্তে উদাসীনতা, অন্যত্র অনুগামিতা ইত্যাদি।

গৌণৈরপি বৈরমাধ্যস্থ্যমৈত্রাণি জ্ঞেয়ানি। যথা হাস্যস্য করুণ-ভয়ানকৌ বৈরিণৌ। বীরাদয়ো মধ্যস্থাঃ। অদ্ভুতো মিত্রমিত্যাদি। এবং তেষু দ্বাদশস্বপি স্থায়িনাং সঞ্চারিণামনুভাবানাং বিভাবানাং বিষয়ান্তরগতভাবাদীনামপি প্রতীপত্বৌদাসীন্যানুগামিত্বানি বিবেচনীয়ানি। তদেবং স্থিতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিষু কাব্যেষু চ রসস্যাযোগ্যরসান্তরাদিসঙ্গত্যা বাধ্যমানাস্বাদত্বমাভাসত্বম্। যত্র তু তৎ-সঙ্গতির্ভঙ্গিবিশেষেণ যোগ্যস্য স্থায়িন উৎকর্ষায় ভবতি তত্র রসোল্লাস এব। কেনাপ্যযোগ্যস্যোৎকর্ষে তু রসাভাসস্যৈবোল্লাস ইতি। অথ তত্র মুখ্যস্য মুখ্যসঙ্গত্যাভাসিত্বং যথা—স বৈ কিলায়ং

গৌণ-রসের সহিত গৌণ-রসের বৈর, মধ্যস্থতা ও মৈত্র বুঝিতে হইবে। যথাঃ—হাস্য-রসের করুণ ও ভয়ানক-রস বৈরী, বীরাদি মধ্যস্থ এবং অদ্ভুত-রস মিত্র ইত্যাদি। এই প্রকার দ্বাদশরসেও স্থায়ী, সঞ্চারী, অনুভাব, বিভাব এবং অন্য বিষয়গত ভাবাদিরও বৈর, ঔদাসীন্য, অনুগামিতা বিবেচনা করিতে হইবে। রস-সমূহের এই প্রকার সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কাব্য-সমূহে প্রস্তুত-রসের সহিত অযোগ্য অন্য রসের সম্মিলনে আস্বাদের যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই রসাভাস, আর যেস্থলে অন্য রসের সঙ্গতি, ভঙ্গি-বিশেষ দ্বারা যোগ্য স্থায়ীর (যে স্থায়িভাব অবলম্বনে কাব্য রচিত, তাহার) উৎকর্ষের হেতু হয়, সেস্থলে রসের উল্লাসই হইয়া থাকে; কোন কারণে অযোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ ঘটিলে রসাভাসেরই উল্লাস ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর রসাভাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে মুখ্য-রসের সহিত অন্য মুখ্য-রসের সম্মিলনে রসাভাসের দৃষ্টান্ত—[শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা-গমন সময়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের পুর-মহিলাসকল

পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনীতি, নূনং ব্রতস্নান-হুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ। পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুরিত্যাদ্যন্তম্॥ ১৭৪॥

জ্ঞানবিবেকাদিপ্রকাশেনাত্র হি শান্ত এবোপক্রান্তঃ। উপ-সংহৃতশ্চোজ্জ্বলঃ। তেন চাস্য বৎসলেনৈব মিলনে সঙ্কোচ এবেতি পরস্পরযোগ্যসঙ্গত্যাভাস্যতে। অত্র সমাধীয়তে চান্যৈঃ।

বলিয়াছেন,] "এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণ পুরুষ, একমাত্র যিনি আত্মায় অবিশেষরূপে অবস্থিত ছিলেন।"

* * * * *

ইনি যাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান, হোমাদি দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; যেহেতু, ব্রজসুন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্মরণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন, ইঁহারা তাহা মুহুর্মুহু পান করিতেছেন।" শ্রীভা, ১।১০।২১ ও ২৭ ॥ ১৭৪ ॥

জ্ঞান, বিবেকাদি প্রকাশন হেতু, এস্থলে শান্ত-রসের উপক্রম করা হইয়াছিল, উপসংহার করা হইয়াছে উজ্জ্বল-রসে। শান্ত-রসের সহিত উজ্জ্বল-রসের মিলনে এ স্থলে শান্ত-রসের সঙ্কোচ ঘটিয়াছে বলিয়া রসাভাস মনে হইতেছে। সেই কারণেই (শান্ত-রসে জ্ঞান-বিবেকাদির প্রকাশন হেতু) ইহার সহিত বৎসল-রসের মিলনে সঙ্কোচই ঘটে, এই হেতু পরস্পর অযোগ্য সঙ্গতি দ্বারা রসাভাস হয়। [শ্রীমদ্ভাগবত রসস্বরূপ, ইহাতে রসাভাস থাকিতে পারে না, এই হেতু] অপরাপর বিজ্ঞগণ এস্থলে এইরূপ সমাধান করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে পুরস্ত্রীগণের

স বৈ কিলেত্যাদিকমন্যেষাং বাক্যম্। নূনমিত্যাদিকন্ত্বন্যাসাম্। এবম্বিধা বদন্তীনামিত্যাদি শ্রীসূতবাক্যং চ সর্বানন্দনপরমেবেতি ॥ ১ ॥ ১০ ॥ কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

তথা, অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ। অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈক-তানয়োঃ। জগজ্জনন্যাং জগদীশবৈশসং স্যাদেবেত্যাদি॥ ১৭৫ ॥

অত্র দাসভাবাখ্যভক্তিময়স্য প্রকৃতত্বেন যোগ্যস্য তদযোগ্যোজ্জ্বলসঙ্গত্যাভাসিতত্বম্। তত্র দাসভা বস্তৎপ্রকরণসিদ্ধ এব।

বাক্য বলিয়া যাহা গ্রথিত আছে, তাহার সমস্ত তাঁহাদের বাক্য নহে; সেই প্রকরণে স বৈ কিল ইত্যাদি (শান্তরস-যোগ্য বর্ণনা—২১শ শ্লোক) অন্য পুরুষগণের উক্তি; নূনং ব্রত ইত্যাদি (উজ্জ্বল রসোপ-যোগি বর্ণনা—২৭শ শ্লোকে) অন্য রমণীগণের উক্তি, আর, এবম্বিধা বদন্তীনাং ইত্যাদি (৩১ শং শ্লোক *) শ্রীসূতের উক্তি, তাহা সকলের আনন্দব্যঞ্জক ॥১৭৪॥

তেমন অন্য দৃষ্টান্ত—পৃথুমহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন, আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া অখিল পুরুষশ্রেষ্ঠ, গুণালয় আপনারই ভজন করিব। লক্ষ্মী ও আমি উভয়ে আপনার চরণে একতান; এক পতির জন্য দুইজন অভিলাষী হওয়ায় আমাদের ত কলহ হইবে না ?" শ্রীভা, ৪।২০।২৪॥১৭৫॥

শ্লোকব্যাখ্যা—দাসভাব-নামক ভক্তিময় রসের আরম্ভ হেতু, যোগ্য স্থায়ীর (দাস্যরতির) সহিত অযোগ্য উজ্জ্বলের সম্মিলনে এস্থলে রসাভাস দেখা যায়। তাহাতে (পৃথুবাক্যে) দাসভাব সেই প্রকরণ সিদ্ধ।

---

* এবংবিধাবদন্তীনাং সগিরঃ পুরযোষিতাং।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥

উজ্জ্বলসঙ্গতিশ্চ পদ্মকরেব লালস ইত্যাদিনাবগম্যতে। অত্র সমাধানঞ্চ। ন খল্বস্য তদ্বৎ কান্তভাববাসনা জাতা কিন্তু ভক্তি-বাসনৈব। দৃষ্টান্তস্তত্র তস্যা ভক্ত্যংশ এব। তয়া স্পর্দ্ধা তু তৎপরমকৃপোন্নদ্ধত্বেন বীরাখ্যদাসতাং প্রাপ্তস্য নাযোগ্যেতি। অন্যে ত্বেবং মন্যন্তে। তৎ খলু তদীয়দীনবিষয়ককৃপাসূচকসপ্রেমবচন-বিনোদমাত্রং ন তু লক্ষ্মীস্পর্দ্ধাবহম্। করোষি ফল্গ্বপ্যুরুদীন-বৎসল ইতি স্বস্মিংস্তুচ্ছত্বমননাৎ। এবং শ্রীত্রিবিক্রমেণ বলি-

---

অর্থাৎ পৃথুমহারাজ যে দাস-ভাবাবলম্বন করিয়া স্তব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্তবসমূহে দেখা যায়; উক্ত শ্লোকটী সেই প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাও দাসভাব-ব্যঞ্জক। তাহাতে উজ্জ্বল ভাবের সম্মিলনের কথা "লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায়। [রস-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস-দোষ থাকিতে পারে না, তজ্জন্য] এস্থলে সমাধান—লক্ষ্মীর মত পৃথুমহারাজের কান্ত-ভাব বাসনা জন্মে নাই, কিন্তু ভক্তি-বাসনাই জন্মিয়াছিল; তাহার বাক্যে লক্ষ্মীর ভক্ত্যাং-শই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর পরম কৃপা-পুষ্ট বলিয়া বীরাখ্য দাস-ভাব-প্রাপ্ত পৃথুর পক্ষে লক্ষ্মীর সহিত প্রতি-যোগিতা অনুপযুক্তা নহে। অন্য জন কিন্তু এইরূপ মনে করেন—তাহা (সেই বাক্য) শ্রীবিষ্ণুর দীন-বিষয়ক কৃপাসূচক প্রেমময়-বাক্মাধুর্য্য মাত্র, লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা-সূচক নহে। যেহেতু "দীন-বৎসল আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের তুচ্ছ কার্য্য-কেও বহু মনে করেন," (শ্রীভা, ৪।২০।২৫) এই বাক্যে পৃথু-মহারাজ আপনাকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এইরূপ ভক্ত্যাংশের সাদৃশ্য বা উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দেখা যায়; শ্রীবামনদেব বলি-

শিরসি চরণেঽর্পিতে নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদমিত্যাদিকং শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যমপি দৃষ্টম্। শ্রীনরসিংহকৃতায়াং স্বানুকম্পায়ামপি —ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা। ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া যন্মে কৃতঃ শিরসি পদ্মকরপ্রসাদ ইতি। অত্র ব্রহ্মাদেরধুনা বিদ্যমানস্যাপি মমৈব শিরসীত্যর্থঃ। অত উভয়ত্রাপি তত্তদবতারসময়াপেক্ষয়ৈব তাদৃশপ্রসাদাভাবো বিবক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪॥১০॥ পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ১৭৫ ॥

রাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"এই প্রসাদ ব্রহ্মা ও লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়েন নাই" (শ্রীভা, ৮।২৩ ৪)। শ্রীনৃসিংহ-দেব যখন তাঁহার নিজের (শ্রীপ্রহ্লাদের) প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছেন, "হে ঈশ! রজোগুণ হইতে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণ যাহাতে প্রচুর, এমন যে অসুর-কুল, তাহাতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর, আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়? ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীর মস্তকে পদ্মবৎ সকল সন্তাপহারী আপনার প্রসাদরূপ যে কর অর্পিত হয় নাই, এই অনুকম্পায় তাহা আমার মস্তকে অর্পিত হইল।" শ্রীভা, ৭।৯।২৫

এস্থলে (যে স্থানে শ্রীনৃসিংহ প্রহ্লাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, সেই হিরণ্যকশিপু-পুরীতে) ব্রহ্মাদি উপস্থিত থাকিলেও আমা-রই শিরে শ্রীকর অর্পিত হইয়াছে, ইহা বলাই শ্রীপ্রহ্লাদের অভি-প্রায়। উভয় স্থলেই (শ্রীবলি ও প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনে) সেই সেই (শ্রীবামন ও শ্রীনৃসিংহ) অবতারের অপেক্ষায়ই তেমন প্রসাদাভাবের কথা বলা অভিপ্রেত হইয়াছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মাদি যে শ্রীবলি ও প্রহ্লাদের মত ভগবৎপ্রসাদ পায়েন

তথা শ্রীবসুদেবাদীনামপি পিত্রাদিত্বেন যোগ্যস্য বৎসলস্য তদযোগ্যভক্তিময়সঙ্গত্যাভাসিতত্বং তত্র তত্র দৃশ্যতে। তত্র সমাধানঞ্চাগ্রে অথ বলদেবাদাবিত্যাদৌ চিন্ত্যম্। মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুরিত্যাদিকানি শ্রীব্রজেশ্বরাদিবাক্যানি তু ন তাদৃশানি। অভিপ্রায়-বিশেষেণ বৎসলরসস্যৈব পুষ্টতয়া স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ। তথা, কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্‌গুরো। ভবতা সত্যকামেন

না, তাহা নহে, যখন শ্রীভগবান্ উক্ত ভক্তদ্বয়ের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীবামন ও নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেবল তখন তাঁহারা তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন নাই, অন্য সময়ে তাঁহারা তাদৃশ বা ততোঽধিক প্রসাদলাভ করেন ॥১৭৫॥

শ্রীবসুদেবাদিরও পিতৃত্বাদি হেতু যোগ্যবংসল রতির সহিত তাহার অযোগ্য ভক্তিময় (দাস্য) রতির সম্মিলনে রসাভাস, তাঁহারা যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সে স্থলে (স্তবাদিতে) দেখা যায়। তাহার সমাধান, অতঃপর শ্রীবলদেবাদির ভক্তি সম্বন্ধে যে সমাধান করা হইবে তদনুরূপ মনে করিতে হইবে। আর যে শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—"আমাদের মনের সকল বৃত্তি কৃষ্ণচরণ-কমলাশ্রয়া হউক" (শ্রীভা, ১০।৪৬।৫), ইহার সমাধান কিন্তু সেইরূপ নহে; কারণ, অভিপ্রায়-বিশেষ দ্বারা এই বাক্য বাৎসল্যরসেরই পোষক, ইহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে।

[শ্রীদাম-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি যে ভক্তিময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইতে রসাভাস দোষের সম্ভাবনা করা যায়। তাহার সমাধানও সেই প্রকার। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—] হে দেব-দেব! হে জগদ্‌গুরো! তুমি সত্যকাম। আমরা যখন তোমার

যেষাং বাসো গুরাবভূদিত্যাদি ॥ ১৭৬ ॥

অথ সখ্যময়স্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্বলিতভক্তিময়সঙ্গমেনাভাসীকৃতিঃ। অস্য শ্রীদামবিপ্রস্য সখ্যং হি কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদিত্যাদিনা। কথয়াঞ্চক্রতুরিত্যাদৌ করৌ গৃহ্য পরস্পরমিত্যনেন চ প্রকৃতং দৃশ্যত ইতি। অত্র চ সমাধানং শ্রীবলদেবাদিবদেব চিন্ত্যম্ ॥ ১০ ॥ ৮০॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৭৬ ॥

তথা, ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি ইতি ॥ ১৭৭ ॥

সহিত একত্র হইয়া গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের কি অসম্পন্ন রহিয়াছে ? শ্রীভা, ১০।৮০।৩৫॥১৭৬॥

উক্ত শ্লোকে সখ্যময় স্থায়িভাবের সহিত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তিময় ভাবের (দাস্য-রতির) সম্মিলনে রসাভাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রীদাম-বিপ্রের সখ্য "কৃষ্ণের একজন সখা ছিলেন" ইত্যাদি (১০।৮০।৪) শ্লোকে এবং কথয়াঞ্চক্রতু ইত্যাদি (১০।৮০।১৯) শ্লোকের "পরস্পর কর গ্রহণ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়। এস্থলেও সমাধান শ্রীবলদেবাদির মত মনে করিতে হইবে ॥১৭৬॥

[শ্রীরুক্মিণীদেবীর শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাব। তাঁহার বাক্যে শান্তরতির সূচনা হেতু রসাভাস সম্ভাবিত হয়। তাহার সমাধান করা যাইতেছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—] "আত্মারাম (১) মুনিগণ আপনার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; আপনি ত্রিজগতের আত্মা ও আত্মদ।" শ্রীভা, ১০।৬০।৪০॥১৭৭॥

---

(১) ন্যস্তদণ্ডৈরাত্মারামৈরিতি বৃহৎক্রমসন্দর্ভঃ।

আত্মা পরমাত্মা। আত্মদো মোক্ষেষু তত্তদাত্মাবির্ভাব-প্রকাশকঃ। কান্তাত্বেন যোগ্য উজ্জ্বল আত্মাদিশব্দব্যঞ্জিত-তদযোগ্যশান্তসঙ্গমেনাভাস্যতে। অত্র সমাধীয়তে চ। অস্যাঃ স্বীয়াত্বেন কান্তভাবে দাসীত্বাভিমানময়ী ভক্তিরপি যুজ্যত এব পতিব্রতাশিরোমণিত্বাৎ। যথোক্তং তদাদ্যা এবোদ্দিশ্য দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যমিতি। শ্রীরুক্মিণ্যাস্তু লক্ষ্মীরূপ-ত্বেনৈশ্বর্য্যস্বরূপজ্ঞানমিশ্রতাদৃশভক্তিমিশ্রকান্তভাবত্বাদত্র তাদৃশ-

---

শ্লোকব্যাখ্যাঃ—আত্মা—পরমাত্মা। আত্মদ—মোক্ষসমূহে সেই সেই আত্মাবির্ভাব-প্রকাশক (১)। শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বলিয়া মধুররতি তাঁহার যোগ্য স্থায়ী। আত্মাদি শব্দ দ্বারা শান্ত-রতি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা মধুর-রতির অযোগ্য। শ্রীরুক্মিণীর মধুর-রতিতে শান্ত-রতির সম্মিলনে এস্থলে রসাভাস মনে হয়। তাহার সমাধান—শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া প্রেয়সী। এই হেতু তাঁহার কান্তভাবে দাসীত্বাভিমানময়ী ভক্তির সম্মিলনও সমীচীন, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু, তিনি পতিব্রতাশিরোমণি; [পতিব্রতা রমণীগণের পতি-ভক্তির প্রসিদ্ধি সর্ব্বত্রই আছে।] শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির উদ্দেশ্যেই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শত শত দাসী প্রভুর দাস্য বিধান করিতেন" (শ্রীভা, ১০।৬১।৫), অর্থাৎ ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী হইলেও পতিব্রতা-সুলভ তদীয় দাস্যাভিমান হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীরুক্মিণী লক্ষ্মী-স্বরূপা। তাঁহার ভক্তি ঐশ্বর্য্য ও স্বরূপ-জ্ঞান-মিশ্রা; তাঁহার কান্তভাবে আবার সেই ভক্তির মিশ্রণ আছে।

---

(১) সালোক্যাদি মুক্তিতে মুক্তপুরুষ যে আত্ম (স্বরূপ)-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ সে সকল স্বরূপের প্রকাশক।

ভক্তিমাত্রপোষায় তাদৃগপ্যুক্তং যুক্তমিতি ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ১৭৭ ॥

অথ তন্মাধুর্য্যমাত্রানুভবময়কেবলকান্তভাবানামপি শ্রীব্রজদেবীনাং ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানিত্যাদিষু যা শান্তাদিসঙ্গতির্দৃশ্যতে, সা তু পুরতঃ সোপালম্ভাদিশ্লেষবাগ্‌ভঙ্গিময়ত্বেন ব্যাখ্যাস্যমানত্বং প্রত্যুত রসোল্লাসায়ৈব স্যাৎ। তথা, বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিদিত্যাদৌ বাৎসল্যসঙ্গতিঃ সঙ্গত্যন্তরেণ ব্যাখ্যাস্যতে। তথা

সেই কারণে এস্থলে তাদৃশ ভক্তির পোষণ হেতু, শ্রীরুক্মিণীর তেমন উক্তি সঙ্গত হইতে পারে ॥১৭৭॥

অতঃপর মাধুর্য্যানুসারি শুদ্ধ কান্ত-ভাবাশ্রিত শ্রীব্রজসুন্দরীগণের উক্তির রসাভাস সমাধান করা যাইতেছে। শ্রীব্রজদেবীগণের কেবল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানুভবময় কান্তভাব। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—'আপনি নিশ্চয়ই গোপিকা-নন্দন নহেন" (শ্রীভা, ১০৷৩১৷৪) ইত্যাদি। এজাতীয় উক্তিতে যে শান্তাদি রসের সঙ্গতি দেখাযায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিরস্কারাদি শ্লেষপূর্ণ (১) বাগ্‌ভঙ্গি বিশেষময় বলিয়া পরে ব্যাখ্যা করা হইবে। সুতরাং সেই বচনসমূহে রসাভাস হয় নাই, প্রত্যুত রসের উল্লাসই হইয়াছে।

রাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা শ্রীব্রজদেবীগণের চেষ্টা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"কোন গোপী অপর গোপীকে পুষ্পমাল্যদ্বারা বন্ধন করিয়া" (দামবন্ধন-লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীভা, ১০৷১০৷২৩)। ইহাতে যে মধুর-রসের সহিত বাৎসল্যরসের সঙ্গতি দেখাযায়, অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করা হইবে।

---

(১) শ্লেষ—বাক্যে বিভিন্নার্থ সন্নিবেশ। এস্থলে যে বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার করা হইয়াছে, সে বাক্যেই আবার তাঁহার স্তব করা হইয়াছে।

প্রকৃতে.জ্জ্বলে রসে রাসবর্ণনে দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ ইত্যাদিকং শ্রীমুনীন্দ্রবচনং তথা তদনন্তরং কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তমিত্যাদিকে রাজমুনীন্দ্রপ্রশ্নোত্তরে চ মোক্ষপ্রস্তাবব্যঞ্জিতশান্তরসসঙ্গত্যা রসাভাসত্বমকুর্বন্নিত্যত্র সমাধানঞ্চ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তথৈবাগ্রে চ তাৎকালিকশ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যন্তরায়নিরাসমাত্রমেব তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতং, ন ত্বন্যো।

প্রধান উজ্জ্বল রসে রাসবর্ণনে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।

শ্রীভা, ১০।২৯।৯

"দুঃসহ প্রিয়-বিরহ-জনিত তাপে তাঁহাদের সমুদয় অশুভ বিনষ্ট হইলে, ধ্যানযোগে অচ্যুতের আলিঙ্গন-সুখদ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল-বন্ধন ক্ষীণ হইল।"

তারপর শ্রীপরীক্ষিৎ ও শুকদেবের প্রশ্নোত্তরে "গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ কান্ত বলিয়া জানেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানেন না" (শ্রীভা, ১০।২৯।১১) ইত্যাদি শ্লোকসমূহে যে মোক্ষপ্রস্তাব করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা শান্তরস ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এ সকল শ্লোকে উজ্জ্বল-রসের সহিত শান্তরসের সম্মিলন প্রতীত হয়। এস্থলে রসাভাস স্বীকার না করিয়া সমাধান শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে করা হইয়াছে, এই সন্দর্ভেও পরে করা হইবে—তাৎকালিক শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বিঘ্ননিরসনই সেই প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্য মোক্ষ-প্রস্তাব তথায় উত্থাপিত হয় নাই, ইহাই মনে করিতে হইবে।

মোক্ষ ইত্যতশ্চিন্ত্যম্। তথা, তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ ইত্যাদৌ যোগীবানন্দসংপ্লুতা ইতি চৈবং ব্যাখ্যায়তে। যোগীতি ক্লীবৈকবচনং, তচ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্। লজ্জয়া যদ্যপি মনসি নিধায়ৈবোপগুহ্যাস্তে তথাপ্যত্যন্তাভিনিবেশেন যোগি সংযোগি যথা স্যাত্তদিবোপগুহ্যাস্তে ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রান্যত্রাপি যথাযোগং সমাধেয়ম্। অথ শ্রীবলদেবাদৌ বিরুদ্ধভাবাবস্থানং চৈবং চিন্ত্যম্। যথৈব শ্রীকৃষ্ণস্তত্তদ্ভক্তসুখব্যঞ্জকনানালীলার্থং বিরুদ্ধানপি গুণান্

শ্রীকৃষ্ণ-সম্মিলন বর্ণনে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতাঃ॥

শ্রীভা, ১০।৩২।৭

"কোন গোপী স্বীয়নেত্র-রন্ধ্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে লইয়া নয়নদ্বয় নিমীলন-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দ-যুক্তা হইলেন।" এস্থলে যোগীর মত ইত্যাদি বাক্যের এইরূপ ব্যাখা-করিতে হইবে—শ্লোকে যোগী শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচন, তাহা ক্রিয়া-বিশেষণ। লজ্জাবশতঃ যদিও মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, তথাপি অত্যন্ত অভিনিবেশ হেতু যোগী—সংযোগী যেমন হয় তেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন। এবংবিধ রসাভাস অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও যথোচিত সমাধান করিতে হইবে। [ফলকথা রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস-লেশ নাই।]

শ্রীবলদেবাদিতে বিরুদ্ধভাবের অবস্থানের সমধান-বিষয়ে এইরূপ মনে করিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখ-ব্যঞ্জক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণও ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি

ধারয়তি ন চ তৈর্বিরুধ্যতে অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণস্তেঽপি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগ্যতা। তথা শ্রীবলদেবস্য জ্যেষ্ঠত্বাৎ বৎসলত্বম্‌। একাত্মত্বাদ্বাল্যমারভ্য সহবিহারিত্বাচ্চ সখ্যম্‌। পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানসদ্ভাবাদ্ভক্তত্বমিতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশলীলাসময়স্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্বিধস্যাবির্ভবতি। ততো ন বিরোধোঽপি। ততঃ শঙ্খচূড়বধপ্রাক্তনহোরিকালীলায়াং শ্রীকৃষ্ণেন সমং যুগ্মীভূয় গানাদিকং তদ্‌দ্বারা দ্বারকাতঃ শ্রীব্রজদেবীষু সন্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ। এবং শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি ব্যাখ্যেয়ম্‌।

অচিন্ত্য শক্তিশালী বলিয়া তাহাতে কোন বিরোধ ঘটেনা—তেমন তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধগুণ ধারণ করিয়া থাকেন; তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে। যথা—শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বৎসল, উভয়ে একাত্মা এবং বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে বিহার করিয়াছেন বলিয়া সখা, আবার তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বর্ত্তমান আছে বলিয়া তিনি ভক্তও (দাসও) বটেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের যখন যেমন লীলা প্রকটিত হয়, সেই পরিকরগণের তখন তেমন ভাব উপস্থিত হয়; এই হেতু কোন বিরোধ ঘটিতে পারেনা। শ্রীবলদেবে বিবিধ লীলোপযোগী নানাগুণের সমাবেশ নিবন্ধন তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেও শঙ্খচূড়-বধের পূর্ব্ববর্ত্তিনী হোরিকা লীলায় (যে লীলায় প্রেয়সী গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছিলেন, তাহাতে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুগলিত হইয়া শ্রীবলদেবের গানাদি এবং তাঁহাদ্বারা দ্বারকা হইতে শ্রীব্রজদেবীগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ অসঙ্গত হয়না। শ্রীমদুদ্ধবাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে

অথ মুখ্যস্যাযোগ্যগৌণসঙ্গত্যাভাসত্বম্। দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতাবিত্যাদিষু জ্ঞেয়ম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণবিভাবিতভয়ানকসঙ্গত্যা তদ্বিষয়ো বৎসল আভাস্যতে। অত্র সমাধানঞ্চ প্রাক্তনম্ এব। অথ গৌণস্যাযোগ্যগৌণসঙ্গত্যাভাসত্বম্। যথা কালিয়হ্রদপ্রবেশলীলায়াম্—তাং

হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা লীলাপরিকর-বিধায় বিবিধ লীলোপযোগী নানা গুণ তাঁহাদের আছে; এইজন্য নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধ-লীলায়ও তাঁহাদের সহযোগিতা সম্ভবপর হইতে পারে; তাহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইতে পারেনা।

[এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলন সঞ্জাত রসাভাসদোষের সমাধান করা হইল।]

অতঃপর মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলনে যে রসাভাস হয়, তাহার সমাধান করা যাইতেছে। "পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম ভক্তিভরে প্রণাম করিলেও দেবকী-বসুদেব তাঁহাদিগকে জগদীশ্বরজ্ঞানে শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।" শ্রীভা, ১১।৪৪।৫১— এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বিভাবিত ভয়ানকরসের সম্মিলনে তদ্বিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক) বাৎসল্য রসাভাস ঘটিয়াছে। ইহাতে সমাধানে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ শ্রীবসুদেব-দেবকী লীলাপরিকর। তাঁহাদের মধ্যে নানা-লীলা নির্ব্বাহোপযোগী বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আছে। সেই হেতু লাল্যকে দেখিয়া বৎসলের ভীতি অসম্ভব হইলেও এস্থলে তাহা প্রকটিত হইয়াছে।

অনন্তর গৌণরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলন জনিত রসাভাসের সমাধান করা যাইতেছে। যথা,—কালীয়হ্রদ-প্রবেশ-

স্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ। প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥ ১৭৮ ॥

অত্র শ্রীবলদেবস্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবতোঽপ্যাধুনিকসামাজিক-ভক্তস্যেব ব্রজজনাধারকরুণানুভবময়ঃ করুণো যোগ্যঃ। স চ হাসসঙ্গত্যাভাস্যতে। সমাধানঞ্চ পূর্ব্ববন্নানাভাবস্যাপি তদ্বিধস্য তল্লীলাবিশেষরক্ষাসময়ানুরূপভাবোদয়াৎ। তদ্বিধা হি তস্য লীলা-প্রবর্ত্তকপরিকরা ইতি। হাসস্য কারণং প্রভাবজ্ঞানং হি অত্র

লীলায়, "ভগবান্ বলরাম অনুজের প্রভাব অবগত ছিলেন, এইহেতু ব্রজবাসিগণকে কাতর দেখিয়া কেবল হাস্য করিলেন, কিছু কহিলেননা।" শ্রীভা, ১১৬।১৫ ॥১৭৮ ॥

এস্থলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানবান্ শ্রীবলদেবেরও আধুনিক সামাজিক ভক্তের মত ব্রজজনের করুণানুভবময় করুণ-রস যোগ্য (১)। সেই করুণ এস্থলে হাস্য-সংযোগে আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নানা-ভাবযুক্ত শ্রীবলদেবেরও লীলাবিশেষ (কালীয়দমন-লীলা) পোষণের রীতি অনুসারে ভাবোদয় হেতু এই রসাভাসের সমাধানও পূর্ব্ববৎ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাবযুক্ত, তাঁহার লীলা-প্রবর্ত্তক পরিকরবর্গও তেমন নানাভাবযুক্ত। শ্রীবলদেবের হাস্যের কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-জ্ঞান।

---

(১) সামাজিক, প্রধানতঃ রতির আশ্রয়ের সহিত সাধারণী-করণ-ব্যাপার যুক্ত হইয়া রসাস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়হ্রদে নিমজ্জিত দেখিয়া ব্রজ-বাসীর যে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল, আধুনিক সামাজিক সাধারণী-করণ-ব্যাপারে সেই করুণা অনুভব করিয়া করুণরস আস্বাদন করেন। তৎকালে শ্রীবলদেবেরও ব্রজজনগণের করুণা অনুভব করিয়া করুণ হওয়া উচিত ছিল, ইহাই এস্থলে বক্তব্য। যে করুণার কথা বলা হইল, তাহার আধার বা আশ্রয় ব্রজজন, বিষয় কালীয়-হ্রদমগ্ন শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য মূলে ব্রজ-জনাধারক করুণা বলা হইয়াছে।

তেষাং প্রাণরক্ষার্থমেব ভাবান্তরান্যতিক্রম্যোদিতম্। ততশ্চৈবং হি তেষাং জ্ঞানমভূৎ। অয়ং চেত্তস্য পরমপ্রেষ্ঠো মর্ম্মবেত্তা চ হসতি তদা নাস্ত্যেব কাচিচ্চিন্তেতি। পুনরপি তদর্থৈব তস্য চেষ্টা দৃষ্টা। কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্। প্রত্যষেধৎ স ভগবন্রামঃ কৃষ্ণানুভাববিদিত্যত্র। লীলান্তে পুনঃ শ্রীকৃষ্ণলাভে রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিদিত্যত্র তু হাসঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যুপালম্ভব্যঞ্জক এব। শ্রীরুক্মিণীহরণলীলাদৌ তু ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতত্বং বর্ণিতম্। তস্মাত্তদিষ্টলীলানুরূপ্যান্ন

এস্থলে ব্রজ-বাসিগণের প্রাণরক্ষার জন্য অন্যান্য ভাব অতিক্রম করিয়া সেই জ্ঞান উদিত হইয়াছিল। তাঁহার হাস্য দেখিয়া উঁহাদের তখন এই জ্ঞান হইয়াছিল যে, এই বলরাম তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পরম-প্রিয় ও মর্ম্মবেত্তা; তিনি যখন হাসিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট-শঙ্কা নাই। আবারও ব্রজবাসিগণের প্রাণ রক্ষার জন্য শ্রীবলদেবের চেষ্টা দেখাযায়—"কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদিকে কালীয়হ্রদে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণের প্রভাববিজ্ঞ সেই ভগবান্ বলরাম তাঁহা-দিগকে নিষেধ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।১৬। তারপর কালীয়হ্রদ হইতে উত্থিত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া "কৃষ্ণের প্রভাববিদ্ বলরাম অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।১৬, এস্থলে শ্রীবলদেবের হাস্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার-ব্যঞ্জক।

[কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে শ্রীবলরামের শ্রীব্রজবাসিগণের মত স্নেহ ছিলনা, সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন,] রুক্মিণী-হরণ-লীলা প্রভৃতিতে শ্রীবলরামকে ভ্রাতৃ (কৃষ্ণ)-স্নেহ-পরিপ্লুত বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্থলে তাঁহার হাস্য,

বৈরূপ্যমিতি তত্র হাস্যোঽপি নাযোগ্যঃ ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৭৮ ॥

অথ স্থায়িভাবাযোগ্যত্বং প্রতিলক্ষণত এব প্রতিপন্নম্। ততঃ প্রীত্যাভাসত্বেঽবগতে রসাভাসত্বমপ্যবগম্যম্। অথাযোগ্যসঞ্চারিসঙ্গত্যাভাসত্বং যথা—স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদৃগ্গোচরো ভবান্। যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অত্র ভক্তিরনন্তাদিহেলনলক্ষণগর্ব সঙ্গত্যাভাস্যতে। তৎসমাধানঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট সেই লীলার অনুরূপ বলিয়া বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয় নাই ; এই হেতু সেই লীলায় হাস্যও অযোগ্য নহে ॥১৭৮॥

প্রতি-লক্ষণ (১) হইতেও স্থায়িভাবের অযোগ্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইতে প্রীত্যাভাস প্রতিপন্ন হইলে, রসাভাসও জানাযায়। অযোগ্য সঞ্চারি-সংযোগে রসাভাসের দৃষ্টান্ত, বিদেহরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"একান্ত ভক্ত হইতে অনন্ত, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, আমার প্রিয় নহেন—এ যাহা বলিয়াছেন, সেই নিজবাক্য সত্য করিবার জন্য আপনি আমাদের নয়নগোচর হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৮৬।১৭৯॥

শ্লোকব্যাখ্যা—[এস্থলে বিদেহরাজের গর্ব্বনামক সঞ্চারিভাব বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যেন আপনাকে অনন্ত প্রভৃতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয় মনে করিয়াছেন ; কেন না, তাঁহার বাক্য শুনিয়া আপাততঃ ইহাই প্রতীত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ অনন্তাদি হইতে তাঁহাকে অধিক প্রিয় মনে করেন বলিয়াই দর্শন দিতে আসিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে, শ্লোকের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখাইতেছেন—] এস্থলে স্থায়িভাবরূপা ভক্তি অনন্তাদি-হেলনরূপ সর্ব্বসম্মিলনে আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার সমাধান (যথাশ্রুতার্থ ছাড়া) অন্য প্রকার

---

(১) প্রতি-লক্ষণ—স্থায়িভাব, অনুভাব, বিভাব—প্রীতির এই সমুদয় লক্ষণ হইতে।

ব্যখ্যান্তরেণ। তদ্‌যথা, একান্তভক্তাম্মে মম অনন্তঃ স্বধামত্বেনাপি শ্রীর্জায়াত্বেনাপি অজঃ পুত্রত্বেনাপি ন প্রিয়ঃ। কিন্তু তেঽপ্যেকান্তভক্তশ্রেষ্ঠত্বেনৈব মম প্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্‌যদাত্থ তৎ স্ববচঃ ঋতং সত্যং কর্ত্তুং দর্শয়িতুং ভবানস্মদ্দৃগ্‌গোচরোঽভূৎ। তদনুগামিতাংশেনৈবাস্মান্ প্রত্যপি কৃপাং কৃতবানিত্যর্থঃ॥১০॥৮৬॥ মৈথিলঃ শ্রীভগবন্তম্॥

তথা, তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ। বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ ১৮০॥

ইত্থং তদ্বিয়োগজমহাদুঃখব্যঞ্জনাপ্রকারেণ। অত্র শ্রীব্রজেশ্বরয়োঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগদুঃখানুভবময়ী শ্রীমদুদ্ধবস্য ভক্তি-

---

ব্যাখ্যা দ্বারা করা যায়। সেই ব্যাখ্যা যথা—অনন্ত নিজধাম (বাসস্থান), লক্ষ্মী পত্নী এবং ব্রহ্মা পুত্র বলিয়া একান্ত ভক্ত হইতে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয় নহেন; কিন্তু তাঁহারাও একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়—এই যাহা বলিয়াছেন, সেই নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য—সেই বাক্য যে সত্য তাহা দেখাইবার জন্য, আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন; আমরা একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই অনন্ত প্রভৃতির অনুগামী—এই অংশেই আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াছেন॥১৭৯॥

তেমন (অযোগ্য-সঞ্চারিভাব-সম্মিলনে রসাভাসের) অপর দৃষ্টান্ত—"ভগবান্ কৃষ্ণে সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমানুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব নন্দকে বলিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৬।২৯।১৮০॥

শ্লোকব্যাখ্যাঃ—এই প্রকার—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ ব্যঞ্জিত হইয়াছে সেই প্রকার। এস্থলে শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখানুভবময়ী শ্রীউদ্ধবের ভক্তি, তাহার (ভক্তির) অযোগ্য

স্তদযোগ্যেন হর্ষেণাভাস্যতে। সমাধানঞ্চ শ্রীবলদেবহাসবদেব কার্য্যম্। তেষাং সান্ত্বনার্থমাগতস্য তস্যাপি দুঃখাভিব্যক্তির্ন যোগ্যা। ততস্তদ্‌যোগ্যস্তদীয়ানুরাগমহিমাচমৎকারজো হর্ষ এব তদর্থমুদিতঃ। অনন্তরং তথৈব সান্ত্বিতাশ্চ তে ইতি॥ ১০॥৪৬॥ শ্রীশুকঃ॥ ১৮০॥

তথা, এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে। ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ মধুসূদন॥ ১৮১॥

হর্ষসম্মিলনে আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমাধান, (কালীয়-দমন-লীলায় ব্রজবাসীর ব্যাকুলতা দর্শনে) শ্রীবলদেবের হাস্যের সমাধানের মত করিতে হইবে। (১৭৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির সান্ত্বনার জন্য যে উদ্ধব আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নহে; (কারণ, তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিলে তাঁহাদের দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিবে।) সেই হেতু তাঁহাদের অনুরাগ মহিমা দর্শনে বিস্ময়-জনিত হর্ষপ্রকাশ করাই শ্রীউদ্ধবের উপযুক্ত; ব্রজরাজ-দম্পতির অনুরাগ দর্শন করিয়াই শ্রীউদ্ধব আনন্দিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। [এস্থলে হর্ষ সঞ্চারী, তাহার সংযোগে রসাভাসের আশঙ্কা ছিল।] ১৮০॥

তদ্রূপ অন্য দৃষ্টান্ত—[শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবাদির সহিত যখন মথুরার রাজপথে পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন কুব্জা তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—] "হে বীর! এস, আমার গৃহে যাই, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না; তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত উন্মথিত হইয়াছে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

শ্রীভা, ১০।৪২।৮॥১৮১॥

অত্র নায়িকায়াঃ সর্বেষামগ্রত এতাদৃশং চাপল্যমত্যযোগ্যম্। তৎসঙ্গতিশ্চোজ্জ্বলমাভাসয়তি। সমাধানঞ্চাস্যাঃ সামান্যত্বাদদোষ ইতি ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥ সৈরিন্ধ্রী ভগবন্তম্ ॥ ১৮১ ॥

অত্র তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্ব ইত্যাদিকে তু ন তথা চাপল্যং

এস্থলে সর্ব্বজন-সম্মুখে নায়িকার এই প্রকার চাপল্য নিতান্ত অসঙ্গত। সেই চাপল্য-সম্মিলনে উজ্জ্বলরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমাধান—কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া দোষ হইতে পারে না ॥১৮১॥

[কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া তাঁহার চাপল্য না হয় উপেক্ষা করা গেল। শ্রীব্রজদেবীগণ নায়িকাশিরোমণি-স্বরূপা, যুগলগীতে—(শ্রীভা, ১০।৩৫ অধ্যায়ে) তাঁহাদেরও অযোগ্য চাপল্য দেখা যায়, তাহা ত উপেক্ষণীয় নহে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রীব্রজ-দেবীগণের উজ্জ্বল-রস দোষশূন্য কিরূপে বলা যায়? এস্থলে তাহার সমাধান করিতেছেন।] এস্থলে (স্থায়িভাবের সহিত অযোগ্য সঞ্চারি-ভাব-সম্মিলন-সঞ্জাত রসাভাস-প্রসঙ্গে) শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায় উপস্থিত হইয়া যে বলিয়াছেন,

তব সুতঃসতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥

শ্রীভা, ১০।৩৫।৮

"হে সতি! তোমার পুত্র যখন অধরবিম্বে বেণু সংযোগ করিয়া স্বরালাপ আরম্ভ করেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ হইলেও মোহপ্রাপ্ত হয়েন; তখন তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়।

মন্তব্যম্। তেষাং পদ্যানাং যুগলেন যুগলেন পৃথক্ পৃথক্ সম্বাদসংগ্রহ-রূপত্বাৎ। শ্রীব্রজেশ্বরীসভাস্থিতায়াশ্চাস্যাঃ সামান্যতস্তন্মাধুর্য্যবর্ণনমেব। তেন চ শক্রাদীনামেব মোহ উক্তঃ। ন তু ব্রজতি তেন বয়মিত্যা-দিবৎ ব্যোময়ানবনিতা ইত্যাদিবচ্চ স্বভাবস্য সজাতীয়ভাবস্য বা প্রকাশনমিতি। এবং কুন্দদামেত্যাদাবপি জ্ঞেয়ম্। তথা নৈবং

কেননা, তাঁহারা সেই স্বরালাপের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন না।" (শ্রীভা ১০।৩৫।৮) ইহাতে কুব্জার চাপল্যের মত তাঁহাদের চাপল্য অযোগ্য মনে করা সঙ্গত নহে। কারণ, সে সকল পদ্যে দুইটী দুইটী পৃথক্ পৃথক্ সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায় যে ব্রজসুন্দরী তাহা বর্ণন করিয়াছেন, সাধারণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বেণু-মাধুর্য্য-বর্ণনই তাঁহার অভিপ্রেত। তদ্দারা (বেণুমাধুর্য্য বর্ণনা দ্বারা) ইন্দ্রাদিরই মোহ কথিত হইয়াছে; ব্রজতি তেন বয়ম্ ইত্যাদি এবং ব্যোমযান-বনিতা ইত্যাদি শ্লোকের মত নিজের ভাবের কিংবা সজাতীয় ভাবের প্রকাশ করেন নাই। এই প্রকার "কুন্দদাম" ইত্যাদি শ্লোক-সম্বন্ধেও মনে করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে, বিরহার্ত্তা ব্রজ-দেবীগণ যে কৃষ্ণকথা আলাপ করিয়া কালাতিপাত করেন, শ্রীমদ্ভাগবতে যুগলগীতে (১০।৩৫ অধ্যায়ে) তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দুইটী করিয়া শ্লোকে লীলা ও তৎপোষ্যজনের পূর্ব্বাপরীভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া ইহা যুগলগীত নামে প্রসিদ্ধ।

যুগলগীতাধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের এক সভার কথা নহে। বিভিন্ন সভায় যে কথা হইয়াছিল, শ্রীশুকদেব একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, "হে ব্রজদেবীগণ," কোথাও বা (শ্রীযশোদার প্রতি) "হে সতি" সম্বোধন

করা হইয়াছে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, যুগলগীত বিভিন্ন সভায় আলোচিতা কৃষ্ণকথা। তন্মধ্যে শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায় তব সুত সতি ইত্যাদি কথা হইয়াছিল। আর শ্রীব্রজদেবীগণের সভায় ব্রজতি তেন বয়ম্ ইত্যাদি, ব্যোমযান-বনিতা ইত্যাদি কথা হইয়াছিল; আবার কুন্দদাম ইত্যাদি কথাও শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায়ই হইয়াছিল।

তব সুত সতি ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায় শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবতার মোহ বর্ণন করায় গুরুজন-সমক্ষে শ্রীব্রজদেবীগণের চাপল্য-দোষ প্রকাশ পায় নাই, যদি নিজেদের মোহ বর্ণন করিতেন, তবে দোষের বিষয় হইত।

ব্রজতি তেন ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে শ্রীব্রজ-দেবীগণ নিজেদের কন্দর্পপীড়া এবং কবরী ও বসন-শৈথিল্য বর্ণন করিয়া অত্যন্ত মোহের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীতে এ কথা কীর্ত্তিত হওয়ায় দোষ হয় নাই। এই শ্লোকে ব্রজদেবীগণের নিজ ভাব বর্ণিত হইয়াছে। ব্যোমযান বনিতা ইত্যাদি শ্লোকে বেণুগান শ্রবণে দেবীগণের কামপীড়া, কটিবসন স্খলন ও মোহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্রজদেবীগণের সজাতীয় ভাব। এই কথাও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে বর্ণিত হওয়ায়, দোষের বিষয় হয় নাই।

কুন্দদাম ইত্যাদি শ্লোকে সখাগণের সহিত যমুনা-বিহার, অপরাহ্নে গৃহাগমন এবং তৎকালে গন্ধর্ব্বাদির স্তব বর্ণিত হইয়াছে, এ কথা শ্রীব্রজেশ্বরীর সভায় কথিত হইয়াছে; তথায় এইরূপ প্রসঙ্গ দোষাবহ নহে।

ফলকথা, মধুর-রসাত্মক যে সকল কথা যুগলগীতে আছে, সে সকল কথা শ্রীব্রজদেবীগণের অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীতেই গীত হইয়াছে, গুরুজনের সভায় নহে। এই জন্য যুগলগীত শ্রীব্রজদেবীগণের চাপল্যের পরিচায়ক নহে।

বিভোহর্ত্তি ভবানিত্যাদিষু প্রকটতৎসঙ্গপ্রার্থনদৈন্যাদিকমযোগ্যত্বেন

এ স্থলে যে সকল শ্লোকের আলোচনা করা হইল, বোধ-সৌকর্য্যার্থ সানুবাদ সে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ॥

অন্তরীক্ষে দেবীগণ নিজ নিজ পতি সহ থাকিলেও (শ্রীকৃষ্ণের) বেণুগীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হয়েন, কাম-পরবশ-চিত্তা হইয়া লজ্জিতা ও মোহিতা হয়েন; তাঁহারা নিজেদের নীবিস্খলন পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না।

ব্রজতি তেন বয়ম্ সবিলাসবীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা॥

শ্রীভা, ১০।৩৫।৭

বেণু বাজাইয়া গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ সবিলাসাবলোকনে আমাদের মনে মনোভব অর্পণ করেন। তাহাতে আমরা তরুগণের অবস্থা লাভ করি; আমাদের কেশবন্ধন ও বসন যে স্খলিত হইয়া পড়ে, মোহ-বশতঃ তাহাও জানিতে পারি না।

কুন্দদামকৃত কৌতুকবেষো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার॥

শ্রীভা, ১০।৩৫।১১

হে অনঘে ব্রজেশ্বরি! তোমার বৎস নন্দনন্দন সুহৃদ্গণের সুখদাতা, তিনি যমুনায় স্নান পূর্ব্বক আনন্দে কুন্দ-কুসুমে সজ্জিত এবং গোপগোধনবৃত হইয়া বিহার করেন।]

অনুবাদ—রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণু-গান শ্রবণে সমাগতা শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে তিনি বাহ্যিক উপেক্ষাময় বচনে প্রত্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা বলিলেন—

প্রতীতমপি পুরতঃ শ্লেষেণ নিষেধার্থাদিতয়া ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ পরমরসাবহত্বেনৈব স্থাপনীয়ম্। অথাযোগ্যানুভাবসঙ্গত্যাভাসত্বং যথা—যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্। তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুমিত্যাদিদ্বয়ম্॥ ১৮২॥

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং,
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তবপাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান,
দেবো যথাদিপুরুষঃ ভজতে মুমুক্ষূন্॥

শ্রীভা, ১০।২৯।২৮

"হে বিভো! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূলে উপনীত হইয়াছি। আদিপুরুষ যে প্রকার মুমুক্ষুগণকে ভজন করে, হে দুরবগ্রহ! আপনিও ভক্তিমতী আমাদিগকে তদ্রূপ ভজন (অঙ্গীকার) করুন।"

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনারূপ দৈন্য, নায়িকার পক্ষে অযোগ্য হইলেও অগ্রে তাহা শ্লেষে (বিভিন্নার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক) নিষেধার্থাদিপররূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরম রসাবহরূপে স্থাপন করা হইবে। অনন্তর অযোগ্য অনুভাব সম্মিলনে রসাভাস-দোষের সমাধান করা যাইতেছে। শ্রীবলি, শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছেন—"আমি নিরপরাধ, যদিও ইনি (শ্রীবামনদেব) অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী ভীত এই রিপুকে হিংসা করিব না।" শ্রীভা, ৮।২০।১০॥১৮২॥

অত্র শুক্রবঞ্চনার্থপ্রযুক্তস্যাপি অধর্মাদিশব্দপ্রয়োগস্য তত্রাযোগ্যত্বাদাভাস্যত এব ভক্তিময়ঃ। সমাধানঞ্চ তদানীং সাক্ষাৎ ভক্তেরজাতত্বাৎ শ্রীত্রিবিক্রমপাদস্পর্শানন্তরমেব চ জাতত্বান্ন বিরোধ ইতি ॥ ৮॥২০॥ শ্রীবলিঃ শুক্রম্ ॥১৮২॥

তথা, জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যর্থায়োপকল্পত ইতি ॥১৮৩॥

এস্থলে শুক্রাচার্য্যকে বঞ্চনা করিবার জন্য প্রযুক্ত হইলেও শ্রীবামনদেব সম্বন্ধে অধর্ম্মাদিশব্দ প্রয়োগ অযোগ্য বলিয়া, ভক্তিময় (দাস্যরস) আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমাধান—তৎকালে শ্রীবলিমহারাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি জন্মে নাই, শ্রীবামনদেবের পাদস্পর্শ লাভের পর তাঁহার সাক্ষাৎ-ভক্তি জন্মিয়াছিল; এইজন্য এস্থলে কোন বিরোধ হইতে পারে না।

[**বিবৃতি**—অনুভাব প্রীতির কার্য্য। 'হিংসা করিব না' ইহা অনুভাবের পরিচায়ক। শ্রীবামনদেব অধর্ম্ম করিবেন, তিনি 'ভীত' 'রিপু' এ সকল বলা দানবীর ভক্ত শ্রীবলির উচিত নহে; তাহা বলাতে এস্থলে রসাভাস অনুমিত হয়। বাস্তবিক তাহা হয় নাই। তিনি যদি শুদ্ধভক্ত হইয়া ঐ সকল বলিতেন, তাহা হইলে দোষের বিষয় হইত। তিনি তখন দানরূপ কর্ম্মমিশ্রাভক্তির অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, এই হেতু তিনি তৎকালে শুদ্ধভক্ত হয়েন নাই; পরে হইয়াছিলেন। যখন শুদ্ধভক্তিলাভ করেন নাই, ভগবৎ-প্রীতিলাভ করেন নাই, ভগবদ্দাসাভিমান হৃদয়ে আসে নাই, তখন এই কথা বলিয়াছেন, তাই উহা দোষের বিষয় নহে। বিশেষতঃ উহা তাঁহার প্রাণের কথা নহে, তিনি শুক্রাচার্য্যকে বঞ্চনা করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং এইস্থলে রসাভাস-দোষ ধরা যায় না।] ১৮২॥

অপর দৃষ্টান্ত, শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধ বধের পরামর্শ দিবার

অত্রাযোগ্যেন সাক্ষান্নাম্না সম্বোধনেন দাস্যময় ভাভাস্যতে। বস্তুতস্তু তদাদিনাম্নাং তৎপরমহিমময়ত্বাৎ তন্ময়নাম্নাঞ্চ দাসাদিভিরপি সাক্ষাদ্‌গ্রহণদর্শনাৎ তদদোষ ইতি। যস্য নাম মহদ্‌যশ ইতি শ্রুতেঃ ॥১০॥৭১॥ উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্‌ ॥ ৯৮৩ ॥

তথা, সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে ॥ ১৮৪ ॥

পর বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধবধ বহু প্রয়োজন-সিদ্ধির হেতু হইবে।" শ্রীভা, ১০।৭১।৯॥১৮৩॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহার নাম করিয়া সম্বোধন করা অযোগ্য। ইহা দ্বারা দাস্যময় রসাভাস ঘটিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণাদি নাম তাঁহার পরম-মহিমময় এবং তাঁহার দাসাদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সে সকল নাম গ্রহণ করেন ইহা দেখা যায়, সুতরাং সেই নাম গ্রহণ দোষের বিষয় হয় নাই। [কাহারও যশঃকীর্ত্তনে যেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় না, তেমন শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় না; যেহেতু তাঁহার নামই তাঁহার পরম যশঃ-স্বরূপ।] শ্রুতি বলেন, "যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ॥" [এস্থলে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণ অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁহাকে প্রভো! ইত্যাদি না বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকা রসাভাসের হেতু। দাস-ভক্তগণ তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন বলিয়া উহাতে রসাভাস ঘটে নাই—ইহাই নিষ্কর্ষ।] ১৮৩॥

তদ্রূপ অন্য প্রসঙ্গ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে "সাধুগণের শুশ্রূষায় অর্জ্জুন এবং পাদ-প্রক্ষালনে শ্রীকৃষ্ণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন॥" শ্রীভা, ১০।৭৫।৫॥১৮৪॥

পাদাবনেজনে ইতি নিজন্তম্। অত্র পাণ্ডবরাজকৃততাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণনিয়োগস্যাযুক্তত্বাত্তস্য ভক্তিময়স্তেনাভাস্যতে। বস্তুতস্তু বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনা ইত্যুক্তত্বাৎ তেষু নিয়োজ্যেষু বান্ধবাঃ স্বয়মেবাবর্ত্তন্ত নেতরে ইব তন্নিযুক্তা এব। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু সুতরামেব স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিঃ। তেন চ চিন্তিত-মিদমিতি গম্যতে। সর্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যৈঃ সেৎস্যন্তি পাদাবনেজনং তু নান্যৈঃ সাভিমানত্বাৎ। ততশ্চ মম বন্ধূনামেষাং কর্ম্ম

মূলে "পাদাবনেজনে" শব্দে শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনে নিয়োগের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ শব্দটী নিজন্ত অর্থাৎ অন্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—এই অর্থ প্রতীতি করাইতেছে। এস্থলে পাণ্ডবরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির কর্তৃক তাদৃশ কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগ অযুক্ত বলিয়া তাহার ভক্তিময় (দাস্য) রসের আভাস ঘটিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, "যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে তাঁহার প্রেমবদ্ধ বান্ধবগণ পরিচর্য্যা কার্য্য করিয়াছিলেন।" (শ্রীভা, ১০।৭৫।৪) এই শ্রীশুকবচন-প্রমাণে বুঝাযায়, যে সকল ব্যক্তি রাজসূয়যজ্ঞে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বান্ধবগণ স্বয়ংই সে সকল কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্যলোক যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন তদ্রূপ নহে। তাহাতে বুঝাযায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে ইহাই চিন্তা করিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয়—সমস্ত কর্ম্মই অপর ব্যক্তিগণ সাধন করিবে, কিন্তু অভিমান-বশতঃ কেহ পাদপ্রক্ষালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। তাহাতে আমার এই বন্ধুগণের কর্ম্ম (রাজসূয় যজ্ঞ) হীনাঙ্গ হইবে।

বিগীতাঙ্গং স্যাদিতি ময়ৈবাত্রাগ্রহীতব্যমিতি। তদেবং তস্যেচ্ছায়াস্তদাশ্রিতৈর্দুর্লঙ্ঘ্যত্বাৎ তদ্বলাদেব তত্র তস্য প্রবৃত্তিঃ। এবং স্বয়মেব নারদাদিপাদপ্রক্ষালনেঽপি দৃষ্টম্। তং প্রতি চ স্বেচ্ছয়ৈব হি ভগবান্ ব্রাহ্মণত্বেন ভক্তত্বেন চ ব্যবহরতি। তত এব ক্বচিৎ পুত্র মা খিদ ইত্যপি বদতীতি ॥ ১০ ॥ ৭১ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ১৮৪ ॥

তথা, শ্রীদামানামগোপালো রামকেশবয়োঃ সখা। সুবল-স্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্নেদমব্রুবন্। রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলমিত্যাদি ॥ ১৮৫ ॥

এই হেতু ঐ কার্য্য (পাদপ্রক্ষালন) সম্পাদনে আমারই আগ্রহ করা উচিত।—এই বিবেচনা করিয়া তিনি উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া স্বেচ্ছাবশেই শ্রীকৃষ্ণ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা স্থির হইতেছে। এই প্রকার ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণের নিজেই নারদাদির পাদ-প্রক্ষালনেও দেখা যায়। শ্রীনারদ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত বলিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি স্বেচ্ছায়ই তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই হেতুই কোন স্থলে "হে পুত্র! মোহপ্রাপ্ত হইও না" (শ্রীভা, ১০।৬৯।২৪)—একথাও বলিয়াছেন ॥১৮৪॥

তেমন অন্য প্রসঙ্গ—"রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম নামক গোপবালক এবং সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য গোপবালকগণ প্রেমের সহিত বলিলেন—হে রাম! হে মহাবল! হে দুষ্টান্তকারী কৃষ্ণ! ইহার অনতিদূরে তালবৃক্ষ-সমাকীর্ণ মহাবন আছে ইত্যাদি।" শ্রীভা, ১০।১৫।১৭—১৮॥১৮৫॥

অত্রাযোগ্যেন ভয়স্থানগমননিয়োগেন সখ্যময় আভাস্যতে। বস্তুতস্তু সমানশীলত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যজ্ঞানাত্তৈস্তন্নিয়োগোঽপি নাযোগ্যঃ প্রত্যুত তেষাং তদ্বদ্বীরস্বভাবানাং তন্ময়প্রীতিপোষায়ৈব ভবতি। সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ। বহু-ব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহেত্যর্জ্জুনচরিতবৎ। অতএব প্রেম্নেতি মহাসত্ত্বদুষ্টনিবর্হণেতি চোক্তম্। অন্যত্র চ, অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি ॥১০॥১৫॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৮৫ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে ভয়সঙ্কুল স্থানে গমনে নিযুক্ত করা অনুচিত। এই নিয়োগে এস্থলে সখ্যময় রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সমান-চেষ্টাশীল বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য অবগত ছিলেন, এইজন্য তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক এই নিয়োগ অযোগ্য নহে। প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণের মত বীরস্বভাব সেই গোপকুমারগণের তাহা সখ্যময় প্রীতিপোষণের হেতুই হইয়াছিল। "অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু সর্প ও পশুকুল-সমাকীর্ণ মহাবনে বিহার করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন," (শ্রীভা, ১০ ৫৮ ১১) এস্থলে যেমন শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া শ্রীঅর্জ্জুন তাঁহাকে লইয়া হিংস্রজন্তু সমাকুল মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমন শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া গোপ-সখাগণ তাঁহাকে ভয়সঙ্কুল স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা "প্রেমের সহিত বলিয়াছেন" একথা বলা হইয়াছে, এবং মহাবল এবং দুষ্টনিবর্হণ সম্বোধন করা হইয়াছে। [গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই] অন্যত্র (অঘাসুরকে দেখিয়া) বলিয়াছেন "আমরা এ স্থানে প্রবেশ করিলে এ কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে ? যদি করে তবে বকাসুরের মত কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইবে।" শ্রীভা, ১০।১২।২৩॥১৮৫॥

বং দ্বারকাজলবিহারে ন চলসীত্যাদৌ বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রি-মিতি ॥ ১৮৬ ॥

অত্রাযোগ্যেন শ্বশুরনামগ্রহণেন স্বীয়ানাং কান্তভাব আভাস্যতে। বস্তুতস্তু দেবস্য পরমারাধ্যস্য শ্বশুরস্য যো নন্দনো মুখ্যঃ পুত্রঃ অস্মৎপতিরিত্যর্থঃ তস্যাঙ্ঘ্রিং বসু পরমধনস্বরূপমিত্যেব তন্মনসি স্থিতম্। তথাপি দৈবাত্তন্নামানুকরণদোষসমাধানঞ্চোন্মত্তবচস্ত্বেনো-পক্রান্তত্বাৎ ॥ ১০ ॥ ৯০ ॥ শ্রীপট্টমহিষ্যঃ ॥ ১৮৬ ॥

তথা, তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে

এই প্রকার (অযোগ্য অনুভাব সম্মিলনে) রসাভাসের অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারকায় জলবিহার-সময়ে মহিষীগণ ন চলসি ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৯০। ১৪) শ্লোকে বলিয়াছিলেন—"বসুদেব-নন্দন-চরণ" ॥১৮৬॥

[শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নাম মুখে উচ্চারণ করা তদীয় মহিষীগণের অসঙ্গত।] এস্থলে শ্বশুর-নাম গ্রহণরূপ অযোগ্য অনুভাব সম্মিলনে স্বকীয়া-প্রেয়সী মহিষীগণের কান্তভাবে রসাভাস-দোষ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, দেব—পরমারাধ্য শ্বশুরের যে মুখ্যপুত্র, আমাদের পতি, তাঁহার চরণ বসু—পরমধন-স্বরূপ, ইহাই তাঁহাদের (মহিষীগণের) মনে ছিল। তথাপি দৈবাৎ শ্বশুর-নাম গ্রহণরূপ দোষের সমাধান—উহা উন্মাত্তাবস্থায় (প্রেমবৈচিত্তের) উক্তি ; কেন না, তাঁহাদের প্রেমোন্মত্ত অবস্থার উক্তি বর্ণনেই ঐ কথা বর্ণন আরম্ভ হইয়াছে ॥ ১৮৬ ॥

তদ্রূপ রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে শ্রীমহিষীগণ "আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বে মনোদ্বারা দৃষ্টি-গোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা এবং নিকটবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের উদ্ভটভাব। সেই লজ্জাবতী রমণীগণ যদিও

পতিম্। নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ ১৮৭ ॥

দুরন্তভাবা উদ্ভটভাবা অতএব নিরুদ্ধমপ্যাস্রবৎ। অত্রাত্মজদ্বারালিঙ্গনেন কান্তভাব আভাস্যতে। তদ্দ্বারা তৎসম্ভোগাযোগ্যত্বাৎ। সমাধানঞ্চ প্রীতিসামান্যপরিপোষায়ৈব তথাচরিতং ন তু কান্তভাবপোষায়। তৎপোষস্তু দৃষ্ট্যাদিদ্বারৈব। তস্মান্ন দোষ ইতি ॥ ১ ॥ ১১ শ্রীসূতঃ ॥ ১৮৭ ॥

অশ্রু অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি বৈবশ্য-বশতঃ তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে অল্প অল্প অশ্রু ক্ষরিত হইয়াছিল।” শ্রীসূত শৌনককে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভা, ১।১১।২৮ ॥১৮৭॥

তাঁহাদের ভাব দুরন্ত—উদ্ভট। এই হেতু অশ্রু নিরোধ করিলেও তাহা ক্ষরিত হইয়াছিল। এস্থলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন হেতু কান্তভাব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, পুত্রদ্বারা পতিসম্ভোগ অযোগ্য। তাহার সমাধান—সাধারণ প্রীতিপোষণের জন্যই তাঁহারা তেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, কান্তভাব-পোষণের জন্য নহে। সাধারণপ্রীতিপোষণ দৃষ্ট্যাদি দ্বারাই হইয়াছিল। সুতরাং এস্থলে কোন দোষ নাই।

[**বিবৃতি**—এস্থলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন—পুত্রদ্বারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাইয়া সেই স্মৃতিতে তারপর সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করা নহে। যদি তদ্রূপ হইত, তবে দোষের বিষয় হইত। কিন্তু শ্রীমহিষীগণের পুত্রগণ তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছিল, ইহাতে যে কোন প্রিয় ব্যক্তির আলিঙ্গনে যে সুখ পাওয়া যায় তাঁহারা সেই সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, কান্তকে আলিঙ্গন করিলে কান্তার যে সুখ হয়, সেই সুখ নহে] ॥১৮৭॥

অথাযোগ্যবিভাবসঙ্গত্যাভাসত্বমুদাহ্রিয়তে। তত্রাযোগ্যোদ্দীপন-সঙ্গত্যা যথা, যদর্চিতমিত্যাদৌ যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতমিতি ॥ ১৮৮ ৷৷

অত্রানেন রহস্যলীলাচিহ্নেন দাসানুসন্ধানাযোগ্যেন দাস্যভাব-ময় আভাস্যতে। সমাধানঞ্চ। অত্রাস্য ভক্তিমাত্রসুলভত্বচিন্ত-নেঽভিনিবেশঃ ন তু তাদৃশলীলাবিশেষানুসন্ধানে। যথোক্তং

অনুবাদ—অনন্তর অযোগ্য বিভাব সম্মিলনে রসাভাস-দোষের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। [বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন-ভেদে দ্বিবিধ ;] তন্মধ্যে অযোগ্য উদ্দীপন সম্মিলনে রসাভাসের দৃষ্টান্ত—

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥
শ্রীভা, ১০।৩৮।৭

অক্রূর বৃন্দাবনে আসিবার সময় মনে মনে বলিয়াছিলেন, "যাহা ব্রহ্মাদি দেবগন, লক্ষ্মীদেবী, ভক্তগণ সহ মুনিগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, গোচারণ-সময়ে অনুচরগণের সহিত যাহা বৃন্দাবনে বিচরণ করে এবং যাহা গোপিকাগণের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত, আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণ-কমল দর্শন করিব ॥" ১৮৮ ॥

এই শ্লোকে, গোপিকাগণের "কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত" পদে যে রহস্য লীলা-চিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান দাসভক্তগণের অনুচিত ; অক্রূরের উক্তিতে সেই অযোগ্য কথার সমাবেশ থাকায় দাস্যভাবময় রসাভাস ঘটিয়াছে। এস্থলে অক্রূরের অভিনিবেশ ছিল, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেবল ভক্তি দ্বারাই সুলভ—এই চিন্তায় ; শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ লীলা-বিশেষানু-

টীকায়াম্—যদ্গোপিকানামিতি প্রেমমাত্রসুলভত্বমিত্যেতৎ। ততোঽননুসন্ধায়ৈব তদ্বিশেষণং ভক্তিমাত্রোপোদ্বলকত্বেন নির্দিষ্টত্বান্ন দোষ ইতি। এবং সমর্হণং যত্রেত্যাদিকং ব্যাখ্যেয়ম্

॥ ১০ ॥ ৩৮ ॥ অক্রূরঃ ॥ ৭৮ ॥

এবমুজ্জ্বলেঽপি পুত্ররূপস্যোদ্দীপনত্বাযোগ্যতা যং বৈ মুহুরি-

সন্ধানে তাঁহার অভিনিবেশ ছিল না। শ্রীস্বামিপাদ টীকায় তেমন ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—"যাহা গোপিকাগণের ইত্যাদিতে (শ্রীকৃষ্ণচরণের) প্রেমমাত্র-সুলভত্ব চিন্তনই অভিপ্রেত।" সুতরাং অনুসন্ধান না করিয়াই কেবল ভক্তির উল্লাসকরূপে সেই বিশেষণ (কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন দোষ ঘটে নাই। সমর্হণং যত্র (১) ইত্যাদি শ্লোকেরও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৮৮॥

এই প্রকার উজ্জ্বলরসেও পুত্ররূপের উদ্দীপনাযোগ্যতা যং বৈ ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায়। পরে তাহার সমাধান করিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে।

[শ্রীভা, ১০।৫৭।২৮—যং বৈ মুহু ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া তাঁহার মাতৃগণের শ্রীকৃষ্ণোদ্দীপন হইত। এইরূপ উদ্দীপন উজ্জ্বলরসের পক্ষে অযোগ্য ; ইহাতে রসাভাস-দোষের সম্ভাবনা আছে। তাহার সমাধান পরে করা হইবে।]

---

(১) সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যাপানুদৎ॥
শ্রীভা, ১০।৩৮।১৬

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করতঃ অক্রূর মনে মনে বলিয়াছিলেন [আমি চরণে পতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমার মস্তকে করকমল অর্পণ করিবেন।] শ্রীকৃষ্ণের সেই করকমলে ইন্দ্র পূজোপকরণ, বলি কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া ত্রিজগতের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বর্গীয় পদ্মবিশেষের গন্ধ তাহার গন্ধলেশের সদৃশ, তিনি সেই কর দ্বারা ব্রজরমণীগণের শ্রমাপনোদন করিয়াছেন।

ত্যাদৌ গম্যা। তচ্চাগ্রে সমাধানং ব্যাখ্যেয়ম্। অথালম্বনাযোগ্যতায়াং তাদৃশপ্রীত্যাধারাযোগ্যতয়াভাসত্বে যজ্ঞপত্নীনাং পুলিন্দী-হরিণ্যাদীনাং তত্রজাতিরূপমযোগ্যমুদাহার্য্যম্। অথ তাদৃশপ্রীতি-

---

অতঃপর আলম্বনাযোগ্যতায় রসাভাসের দৃষ্টান্ত [আশ্রয় ও বিষয়-ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ বলিয়া] প্রীতির আশ্রয়ালম্বনের অযোগ্যতায় রসাভাসের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে যজ্ঞপত্নী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতির সেই সেই জাতিরূপ অযোগ্যতা উদাহৃত হইতে পারে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণের অভিমান তিনি গোপকুমার। তাঁহার মধুর প্রীতির আশ্রয় ব্রাহ্মণী, পুলিন্দী বা হরিণী হওয়া অনুচিত, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সে সকলকে তাঁহার সেই প্রীতির আশ্রয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ১০।২৩ অধ্যায়ের শ্রুত্বাচ্যুতং ইত্যাদি (১৮শ) শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় শ্লোকে যজ্ঞপত্নীগণের প্রীতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য ইত্যাদি (১০।২১।১৭) শ্লোকে পুলিন্দী-গণের এবং ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয় ইত্যাদি (১০।২১।১১) শ্লোকে হরিণী-গণের ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ কোন সমাধান করেন নাই। তাহার হেতু ইহাই মনে হয়, ব্রাহ্মণীগণকে কান্তারূপে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন নাই, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট মধুর-রসের নায়িকার মত কোন ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা দাস্য মাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হেতু এ স্থলে মধুর-রস প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং এস্থলে উজ্জ্বল-রসাভাস-দোষ ঘটে নাই। আর পুলিন্দীগণকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ-ভাব-প্রকটনময় শ্লোকে নিজ রস বর্ণন করিয়াছেন—অথ নিজভাবপ্রকটনময়পদ্যেন নিজরসবর্ণনং। পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী।

বিষয়াযোগ্যত্বং যথা, অক্ষণ্বতামিত্যাদৌ বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরিত্যাদি ॥ ১৮৯ ॥

অত্র যদ্যপি শ্রীরামোঽপি শ্রীকৃষ্ণব্যূহত্বাৎ স এব, তথাপি শ্রীকৃষ্ণত্বাভাবাৎ তৎপ্রেয়সীভাববিশেষাযোগ্য এব। ততস্তেনাত্রো-

---

হরিণীগণকে উপলক্ষ করিয়াও শ্রীব্রজদেবীগণ নিজরস বর্ণন করিয়াছেন; বিশেষতঃ তাহাতে বৃন্দাবন-সম্বন্ধে তত্রত্য পশুজাতির মাহাত্ম্য এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ত্র পুলিন্দী এবং হরিণীগণকে আলম্বন করিয়া উজ্জ্বল বর্ণিত হয় নাই, সেই সেই স্থলে শ্রীব্রজদেবীগণই বাস্তবিক আলম্বন, এই জন্য রসাভাস-দোষ ঘটে নাই। প্রীতির আশ্রয়ের অযোগ্যতার কথা বলা হইল।]

অনুবাদ—উজ্জ্বল প্রীতির বিষয়ের অযোগ্যতার উদাহরণ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তো বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বৈনিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষঃ ॥

শ্রীভা, ১০।২১।৭

শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন, হে সখিগণ! চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের প্রিয় দর্শনই চক্ষুর ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে এইরূপ মনে হয় না। বয়স্যগণের সহিত পশুপাল সহ বনে প্রবেশকারী ব্রজপতি-তনয় রামকৃষ্ণের মধ্যে পশ্চাদ্ভাগে যে বদনকমলে বেণুসংলগ্ন আছে এবং যাহা হইতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বদন-কমল-মধু যাহারা পান করে, তাহারা সেই ফল লাভ করে॥” ১৮৯ ॥

এ স্থলে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণত্বের অভাব হেতু, তিনি (শ্রীবলরাম) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-গণের কান্তভাবের অযোগ্যই হয়েন। এই স্থলে সেই ভাববিশেষের

জ্জ্বলমাভাস্যতে। বস্তুতস্ত্বগ্রেঽবহিত্থাগর্ভেণ ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে অনু পশ্চাৎ বেণুজুষ্টং যন্মুখম্ ইত্যাদিব্যাখ্যানেন রসোৎকর্ষ এব সাধয়িতব্যঃ। এবমেব টীকায়ামপি রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়েঽনুৎপন্নানাম্ অতিবালানাং চান্যাসামিত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিরিতি ॥ ১০॥২১॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥ ১৮৯ ॥

বর্ণন হেতু উক্ত কারণে উজ্জ্বল-রসাভাস ঘটিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে অগ্রে (৩৭২ অনুচ্ছেদে) অবহিত্থাগর্ভ (শ্রীকৃষ্ণানুরাগ গোপনময়) ব্যাখ্যা দ্বারা রসোৎকর্ষই সাধন করা হইবে; সেই ব্যাখ্যা ব্রজপতি-তনয়-যুগল (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) মধ্যে অনু—পশ্চাৎ বেণুসেবিত—যে মুখ ইত্যাদি। [শ্রীব্রজদেবীগণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ গোপন করিয়া কৃষ্ণবলরামের যে মুখমাধুর্য্য সমস্ত ব্রজবাসী বর্ণন করিয়া থাকেন, সে মাধুর্য্য বর্ণনচ্ছলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-মুখমাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন; কেননা, তিনিই বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেণু বাজাইয়া যাইতেছিলেন এবং স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। সুতরাং এ স্থলে শ্রীব্রজদেবীগণের উক্তি শ্রীকৃষ্ণ-মুখমাধুর্য্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হওয়ায়, রসাভাস-দোষ ঘটে নাই।]

[এইরূপ দোষের অবকাশ অন্যত্রও দেখা যায়, শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া চৈত্র বৈশাখ দুই মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন] "ভগবান্ রাম গোপীগণের রতি বহন করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৬৫।১১

এ স্থলে টীকায় শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়াসময়ে যে সকল গোপী উৎপন্ন হয়েন নাই এবং যাঁহারা অত্যন্ত বালিকা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন সে সকল গোপীর রতি বহন করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।"

অথাযোগ্যস্য বিষয়ান্তরগতভাবাদিকস্য সঙ্গত্যাভাসত্বং যথা দেবহূতিবর্ণনে,—কামঃ স ভূয়াদিত্যাদৌ ক্ষিপতীমিব শ্রিয়মিতি ॥ ১৯০ ॥

অত্র দেবহূতিগতেনেদৃশরূপেণানুভাবেন শ্রীকর্দমস্য ভক্তিরাভাস্যতে। বস্তুতস্তু তেন জগৎসম্পত্তিরূপাং প্রাকৃতীং শ্রিয়মেবোদ্দিশ্য তথোক্তমিতি ন দোষঃ ॥৩॥২২॥ শ্রীকর্দমঃ ॥১৯০॥

[**বিবৃতি**—যে সকল গোপীর সহিত শ্রীবলরাম বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইতেন, তবে গুরুতর দোষ হইত। শ্রীস্বামিপাদই ঐ শ্লোকের টীকায় বলিলেন, ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী নহেন। সুতরাং এ স্থলেও রসাভাস-দোষ ঘটে নাই।] ১৮৯ ॥

অনুবাদ—অন্যবিষয়গত অযোগ্য ভাবাদির সম্মিলনে রসাভাসের দৃষ্টান্ত—

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্।

শ্রীভা, ৩।২২।১৪

স্বায়ম্ভুব মনুকে কর্দ্দমমুনি বলিয়াছিলেন—"হে নরদেব! আপনার কন্যার (দেবহূতির) এই (কর্দ্দমমুনিকে পতিরূপে প্রাপ্তির) অভিপ্রায় বেদবিধানানুসারে নির্ব্বাহিত হউক। যিনি নিজ অঙ্গকান্তিতে শ্রীর শোভাকে তুচ্ছ করিয়াছেন, আপনার সে কন্যাকে কে আদর না করিবে?" ১৯০॥

এ স্থলে দেবহূতিগত এইরূপ অনুভাব দ্বারা শ্রীকর্দ্দমমুনির ভক্তি-আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নিজ ভাবী পত্নীর শোভার নিকট শ্রীহরিপ্রেয়সী লক্ষ্মীর শোভাকে তুচ্ছ বলিয়া বর্ণন করায় ভক্তিরসের বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকর্দ্দমমুনি জগৎসম্পত্তিরূপা

তথা—উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ। ততোঽশিক্ষদ্‌গদাং কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ। মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা ॥ ১৯১ ॥

বিভুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। মানিত ইত্যাদিকং চ তস্যৈব বিশেষণমিতি সমাধানঞ্চ ॥১০॥৫৭॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৯১ ॥

প্রাকৃতী শ্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, এই হেতু তাঁহার উক্তি কোনরূপ দোষের বিষয় হয় নাই ॥ ১৯০ ॥

তদ্রূপ অন্য দৃষ্টান্ত—"প্রীতিযুক্ত মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিভু (বলদেব) কয়বৎসর মিথিলায় অবস্থান করিলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন গদাশিক্ষা করিলেন॥" ১৯১॥

[মূল শ্লোকে দেখা যায় সম্মানিত (মানিত) পদটী যেন দুর্য্যোধনের বিশেষণ, বাস্তবিক তাহা নহে ;) বিভু—শ্রীসঙ্কর্ষণ ; মানিত ইত্যাদি তাঁহারই বিশেষণ ; এস্থলে ইহাই সমীচীন।

[**বিবৃতি**—শ্রীবলদেব সম্মানিত হইলেন কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই, অথচ দুর্য্যোধন সম্মানিত হইলেন এইরূপ বর্ণনা আছে ; তাহা ঠিক হইলে শ্রীজনকের ভগবদ্ভক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইত ; কেননা, ভগবান্ শ্রীবলরামকে সম্মান না করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে সম্মান করিলেন। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীবলদেবই সম্মানিত হইয়াছেন—এই সিদ্ধান্ত হওয়ায় সে দোষ ঘটে নাই। এই দুইটী শ্লোকে অযোগ্য অন্য বিষয়গত ভাবাদি-সম্মিলন—যথাক্রমে শ্রীদেবহূতির শোভার কাছে শ্রীলক্ষ্মীর শোভা তুচ্ছ হওয়ার কথা এবং যে স্থানে শ্রীবলদেব উপস্থিত আছেন তথায় কেবল দুর্য্যোধনের সম্মাননা। এস্থলে যথাশ্রুতার্থ পরিহার করিয়া উক্ত দোষের সমাধান করিলেন]

॥১৯১॥

এবমগ্রে চ কেচিদন্যে রসাভাসাঃ পরিহরিষ্যন্তে। অথ যদুক্তং অযোগ্যসঙ্গতিরপি ভঙ্গীবিশেষেণ যোগ্যস্য স্থায়িন উৎকর্ষায় চেত্তদা রসোল্লাস ইতি, তত্র মুখ্যসঙ্গত্যা মুখ্যস্যোল্লাসো যথা, অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদৌ। অত্র ব্রহ্মণা ব্রজবাসিপ্রসঙ্গে জ্ঞান-ভক্তিবন্ধুভাবৌ ভাবিতৌ। যোগ্যশ্চাত্র বন্ধুভাব এব ভাবয়িতুম্। তদীয়স্বাভাবিকতদ্ভাবাস্বাদে সত্যন্যস্য বিরসত্বপ্রতিভানাৎ। তথাপি তত্র পরব্রহ্মপদব্যঞ্জিতয়া জ্ঞানভক্তেরযোগ্যা যা ভাবনা জ্ঞানভক্ত্যংশবাসিতসহৃদয়চমৎকারায় তদীয়ভাগ্যপ্রশংসাবৈশিষ্ট্য-শংসনভঙ্গ্যা তমেবোৎকর্ষয়িতুং প্রবর্ত্তিতেত্যুল্লসত্যেব রসঃ। এবম্

অনুবাদ—অগ্রে এইরূপ আরও কতিপয় রসাভাসের পরিহার (সমাধান) করা হইবে। আর, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অযোগ্য সম্মিলনও যদি ভঙ্গিবিশেষে যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষের হেতু হয়, তাহা হইলে রসের উল্লাস হয়, এখন দৃষ্টান্তের সহিত তাহা বলা যাইতেছে। তাহাতে মুখ্যরসের সম্মিলনে মুখ্যরসের উল্লাস যথা, শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"অহো! নন্দগোপের ব্রজবাসি-গণের এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য; যেহেতু, পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র।" শ্রীভা, ১০।১৪।৩২

এস্থলে ব্রহ্মা ব্রজবাসি-প্রসঙ্গে জ্ঞানভক্তি ও বন্ধুভাব ভাবনা করিয়াছিলেন। এস্থলে বন্ধুভাবই ভাবনা করিবার যোগ্য। যেহেতু, ব্রজবাসিগণের স্বাভাবিক বন্ধুভাব আস্বাদিত হইলে, অন্যভাব (জ্ঞান-ভক্তিময় ভাব) বিরস প্রতিভাত হয়। তথাপি তাহাতে পরম-ব্রহ্মপদব্যঞ্জিতা জ্ঞানভক্তির যে অযোগ্য ভাবনা, তাহা জ্ঞান-ভক্ত্যংশ-বাসিত সহৃদয়গণের চমৎকারার্থ, ব্রজবাসীর ভাগ্য প্রশংসা-বৈশিষ্ট্য বর্ণনভঙ্গিতে বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ প্রকাশ করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এস্থলে সেই হেতু রসের উল্লাস হইয়াছে।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদিকমপি ব্যাখ্যেয়ম্। তথা—

[**বিবৃতি**—বন্ধুভাবের সহিত শান্তভাবের সম্মিলন অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাণের মানুষ—একান্ত নিজজন মনে করা হয়, তাঁহাকে আবার ঈশ্বর মনে করিতে গেলে রসের হানি হয়। এস্থলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ব্রজবাসীর স্বাভাবিক বন্ধুভাবই বর্ণন করিতেছিলেন, সেই বর্ণনা শ্রবণ সময়ে সহৃদয়ের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের বান্ধবরূপে স্ফুরিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে আবার তাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শান্তভাবের আলম্বন পরমব্রহ্মরূপে স্ফুরণের অবকাশ উপস্থিত হইল। এইরূপে বন্ধুভাবের সহিত অযোগ্য শান্তভাবের সম্মিলন হেতু রসাভাস-দোষের উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু পরমব্রহ্ম-রূপে নির্দ্দেশ-ব্রজবাসীর ভাগ্য প্রশংসা সূচক হওয়াতে অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্ম তিনিই ব্রজবাসিগণের চিরন্তন মিত্র, তাঁহাদের ভাগ্য কি অদ্ভুত—এই অর্থ প্রকাশ করায়, যে সকল সহৃদয়ের চিত্তে জ্ঞান-ভক্তির সংস্কার আছে, উহা তাঁহাদের আস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পা-দন করিয়াছে,—যিনি যোগিধ্যেয় পরমব্রহ্ম, তিনি ব্রজবাসীর সনাতন মিত্র—এইভাব তাঁহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা ব্রজবাসীর বন্ধুভাব সমধিকরূপে আস্বাদন করিয়াছেন। এইজন্য এস্থলে রসের উল্লাস হইল বলা হইয়াছে]

অনুবাদ—ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি (১) শ্লোকেরও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—উক্তশ্লোকে শ্রীশুকদেব ব্রজবালকগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহার বর্ণন-প্রসঙ্গে তাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে সখ্যভাবের সহিত শান্ত ও দাস্য-ভাবের সম্মিলনে রসাভাস-দোষেরই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বর্ণন-ভঙ্গিতে জ্ঞান-ভক্তিবাসিত সহৃদয়ের

(১) সম্পূর্ণ-শ্লোকানুবাদ ১০০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ। পৈতৃষ্বসেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ১৯২ ॥

অত্র পিতৃষ্বস্রুস্তস্যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তিরযোগ্যা, বাৎসল্যন্তু যোগ্যম্। তথাপি ভগবদাদিপদব্যঞ্জিততাদৃশসঙ্গতির্যাসীৎ, তামতিক্রম্য ভ্রাত্রেয় ইতি পৈতৃষ্বসেয়ানিতি অম্বুরুহেক্ষণ ইতি চোক্তিভঙ্গ্যা বাৎসল্যসোৎকর্ষে সতি রসোল্লাসঃ ॥ ১০ ॥ ৪৯ ॥ শ্রীকুন্তী ॥ ১৯২ ॥

চিত্তে যিনি ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনিই ব্রজবালকগণের ক্রীড়াসহচর-সখারূপে স্ফুরিত হইয়া তাঁহাদের সখা-রসাস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছেন, এজন্য এস্থলেও রসের উল্লাস দেখা যায়।]

তদ্রূপ অন্যত্র, শ্রীকুন্তীদেবী অক্রূরকে বলিয়াছেন—'ভগবান্ ভক্তবৎসল শরণ্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ এবং কমলনয়ন রাম তাঁহাদের পৈতৃষ্বসেয় ভ্রাতৃগণকে কি স্মরণ করেন ?" শ্রীভা, ১০।৪৯।৯॥১৯২॥

এস্থলে পিসীমা কুন্তীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি অযোগ্যা ; বাৎসল্যই তাঁহার উপযুক্ত। তথাপি এস্থলে ভগবান্ প্রভৃতি পদে ব্যঞ্জিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তির যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র', 'পৈতৃষ্বসেয়' ও 'কমলনয়ন" পদে বচন-ভঙ্গিতে সেই সঙ্গতি অতিক্রম করিয়া বাৎসল্যোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে ; তাহাতে রসের উল্লাস ঘটিয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ প্রভৃতিরূপে জানিলেও তাঁহাকে ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করেন, শ্রীবলরাম ঈশ্বর হইলেও তাঁহাকে ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করেন, নিজের পুত্রগণকেও সেই ভগবান্ রামকৃষ্ণের পৈতৃষ্বসেয় ভাই বলিয়া মনে করেন, ইহাতে বাৎসল্যের নিকট ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের পরাভব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাৎসল্যের অতি বৃদ্ধি জানা যাইতেছে অর্থাৎ শ্রীকুন্তীদেবী রামকৃষ্ণকে ভগবান্

এবং শ্রীরাঘবেন্দ্রস্য কেবলমাধুর্য্যময়লীলায়াং হনুমতঃ কেবল-তন্ময়দাসভাবেঽপি স্বরূপৈশ্বর্য্যাদিজ্ঞানময়তদ্ভাবসঙ্গতির্নাতিযোগ্যাপি পশ্চান্মাধুর্য্যময় এব পর্য্যবসায়িতাভঙ্গ্যা তস্যৈবোৎকর্ষায় জাতেতি রসোল্লাস এব যোজনীয়ঃ। তত্রৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োর্মহিমজ্ঞানং

বলিয়া জানিলেও তাঁহাদের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সামাজিক এই অনুভব হইতে শ্রীকুন্তীর বাৎসল্য-রসের চমৎকারিতা আস্বাদন করেন। ইহা রসোল্লাসের পরিচায়ক।] ১৯২॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রের (রামচন্দ্রের) কেবল মাধুর্য্যময় লীলায়, হনুমানের কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাবে স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞানময় দাস্যভাবের সম্মিলন অযোগ্য হইলেও পরিশেষে মাধুর্য্যময় ভাবেই পর্য্যবসানের ভঙ্গিতে মাধুর্য্যময় ভাবেরই উৎকর্ষের হেতু হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীরামচন্দ্রের লীলা মাধুর্য্যময়ী। হনুমানেরও মাধুর্য্যময় দাস্যভাব, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে গদ্যে পদ্যে হনুমানাদির যে উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যবর্ণনা দেখা যায়, ইহাতে মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের সহিত স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্মিলনে রসাভাস-দোষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্বরূপাদি বর্ণনার পরিসমাপ্তি মাধুর্য্যময় লীলা ও দাস্যভাবে দেখা যায়। এই হেতু এস্থলে মাধুর্য্যজ্ঞানেরই প্রাধান্য। পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম ব্রজবাসীর সনাতন মিত্র হওয়ায় তাঁহাদের বন্ধুভাবের যেমন উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে, তেমন স্বরূপৈশ্বর্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন শ্রীহনুমান মাধুর্য্যময় দাস্যভাবে উপাসনা করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে মাধুর্য্যময় দাস্যভাবেরই উৎকর্ষ।]

অনুবাদ—তাহাতে হনুমানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য উভয়ের মহিমা জ্ঞানের বর্ণনা—

তস্যাহ—ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায়েত্যাদি ॥ ১৯৩ ॥

অত্র ভগবত ইত্যৈশ্বর্য্যম্ উত্তমশ্লোকায়েতি মাধুর্য্যং দর্শিতম্। স্বরূপজ্ঞানমাহ—যত্তদ্বিশুদ্ধানুভাবমাত্রমেকমিত্যাদি ॥ ১৯৪ ॥

যত্তৎ প্রসিদ্ধং শ্রীরামচন্দ্রস্য দুর্বাদলশ্যামলরূপম্। অত্র প্রকাশৈকলক্ষণবস্তুনঃ সূর্য্যাদিজ্যোতিষঃ প্রকাশকত্বং শৌক্ল্যাদিমত্ত্বমিত্যাদিধর্ম্মবৎ গুণরূপাদিলক্ষণতৎস্বরূপধর্ম্মস্যাপি তদাত্মকত্বদৃষ্ট্যা তন্মাত্রত্বমুক্তম্। য এব ধর্ম্মঃ স্বরূপশক্তিরিতি ভগবৎসন্দর্ভাদৌ

ওঁ, ভগবান্ উত্তমশ্লোককে নমস্কার করি ইত্যাদি। শ্রীভা ৫।১৯।৩।১৯৩ ॥

এস্থলে ভগবান্ শব্দে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, উত্তম শ্লোক শব্দে মাধুর্য্যজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপ-জ্ঞানের বর্ণনা—

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভব-মাত্রমেকং স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥
শ্রীভা, ৫।১৯।৪

"যাহা সেই, যিনি বিশুদ্ধানুভবমাত্র, এক, যিনি নিজতেজে ত্রিগুণময়ী মায়াকে দূরীভূত করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান, অনামরূপ ও নিরহঙ্কার তাঁহার শরণাপন্ন হই ॥" ১৯৪ ॥

যাহা সেই—শ্রীরামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ। এস্থলে প্রকাশৈক-লক্ষণ-বস্তু সূর্য্যাদি-জ্যোতির প্রকাশকত্ব, শুক্লতাদি-মত্তা প্রভৃতি ধর্ম্মের মত, গুণ-রূপাদি লক্ষণ তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্মের ও স্বরূপাত্মকতা লক্ষ্য করিয়া স্বরূপমাত্রত্বই কথিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মকে স্বরূপশক্তি বলিয়া ভগবৎ-সন্দর্ভাদিতে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উক্ত স্বরূপ-ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের রূপকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যাহা সেই" (মূলের যত্তৎ) পদে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট

স্থাপিতম্। অতএবৈকমপি। তস্যাশ্চ শক্তের্মায়াতিরিক্তত্বমাহ, স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থিতমিতি। স্বরূপশক্ত্যা দূরীভূতা ত্রৈগুণ্যাত্মিকা মায়াশক্তির্যস্মাৎ তৎ। অতঃ প্রশান্তং সর্বোপদ্রব-রহিতম্। অনুভাবমাত্রত্বে হেতুঃ, প্রত্যক্দৃশ্যাদন্যৎ। ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে

হইয়াছে, সেইরূপ বিশুদ্ধানুভবমাত্রাদি বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় রূপ আর স্বরূপের অভেদ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যেমন, প্রকাশকত্ব ও শুক্ল-ত্বাদি সূর্য্যাদিজ্যোতির ধর্ম্ম-হইলেও সে সকল তাহার স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমন দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম হইলেও সেই রূপকেই স্বরূপ বলা হইয়াছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাতে বলিলেন—এই স্বরূপ-ধর্ম্মকেই ভগবৎসন্দর্ভাদিতে স্বরূপশক্তি বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে; শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্যনিবন্ধন এস্থলে স্বরূপধর্ম্মকে স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা সঙ্গত হইয়াছে।]

অনুবাদ—স্বরূপধর্ম্মের স্বরূপাত্মকতা হেতু শ্রীরামচন্দ্রের রূপ (ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিরূপে প্রকাশ পাইলেও) একই বটে। তারপর সেই শক্তির (স্বরূপশক্তির—যাহা হইতে সেই রূপ অভিব্যক্ত তাহার) মায়াতিরিক্ততা বলিলেন,—নিজতেজে স্বরূপশক্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যাহা হইতে দূরীভূতা হইয়াছে, সেই রূপ তেমন। এই হেতু প্রশান্ত—সর্ব্বোপদ্রবরহিত। সেই রূপের অনুভব-মাত্রত্বের হেতু, তাহা প্রত্যক্—দৃশ্যবস্তু হইতে অন্য অর্থাৎ ইহা দৃশ্য বস্তু নহে। ইহার রূপ চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। "এই ভগবান্ আত্মদর্শনের জন্য যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ যাঁহার প্রতি নিজগুণে প্রসন্ন হয়েন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। আত্মা তাঁহার সম্বন্ধেই স্বকীয় তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

তনুং স্বামিতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ, অনামরূপম্। এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতিপ্রসিদ্ধপ্রাকৃত-নামরূপরহিতম্। তত্র হেতুঃ নিরহমিতি। আত্মশব্দেন হি শ্রুতাবস্যাং পরমাত্মনো জীবাখ্যশক্তিরূপোঽংশ উচ্যতে। অনেনেতি পৃথকৃত্বনির্দেশাৎ। তদ্রূপেণ চ প্রবেশো নামদেবতা-শব্দবাচ্যতেজোবারিমৃল্লক্ষণোপাধ্যভিনিবেশঃ। স চ তস্য জীবস্য তত্রাহন্তাধ্যাসাদেব ভবতি। ততোঽন্তর্য্যামিরূপেণ স্বয়ং তত্র স্থিতস্যাপি তদধ্যাসাভাবাদুপাধিকৃতনামরূপরাহিত্যং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বথাহঙ্কাররাহিত্যে সতি ব্যাকরবাণীতিপ্রয়োগস্যানর্হত্বাদিতি-

---

কঠ।১।২।২৩। সেইরূপ চক্ষুর অগোচর কেন? তাহাতে বলিলেন—অনামরূপ—প্রসিদ্ধ প্রাকৃতনামরূপরহিত। প্রাকৃত নামরূপ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে—"তেজ, জল ও মৃত্তিকারূপ তিন দেবতা, এই জীবাত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করিতেছি।" ৬।৩।২ [এস্থলে ভৌতিকদেহ সম্বন্ধে যে নামরূপ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মায়িক উপাধিমাত্র, এইজন্য প্রাকৃত। শ্রীরামচন্দ্র এই প্রাকৃত নামরূপ-রহিত।] তাহার হেতু ঐরূপ নিরহঙ্কার—অহঙ্কার শূন্য। এই শ্রুতিতে আত্মশব্দে পরমাত্মার জীবাখ্য শক্তিরূপ অংশ কথিত হইয়াছে। কারণ, "এই" শব্দদ্বারা তাহার পৃথকত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবাখ্য শক্তিরূপ অংশে প্রবেশ, দেবতা-শব্দ-বাচ্য তেজোবারি-মৃত্তিকারূপ উপাধিতে অভিনিবেশ। তাহাতে সেই জীবের অহন্তার অভিনিবেশ হইতে সেই অধ্যাস ঘটে। সুতরাং পরমাত্মা স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে (দেহে) অবস্থান করিলেও অহন্তার অধ্যাসের অভাবনিবন্ধন তাহার নামরূপরাহিত্য সঙ্গত; যেহেতু সর্ব্বাবস্থায় অহঙ্কার রহিত হইলে "প্রকাশ করিতেছি।"

ভাবঃ। নন্বু শ্রীরামরূপং ন সর্বৈরেবং প্রতীয়তে তত্রাহ, সুধিয়োপলম্ভনম্। শুদ্ধচিত্তেন স্বরূপতয়ৈবোপলভ্যত ইত্যর্থঃ। নাতঃ

এইরূপ প্রয়োগ অযোগ্য হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য, শ্রীরামরূপ যে এই প্রকার, সকলে ত ইহা বিশ্বাস করে না; তাহাতে বলিলেন —শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান—শুদ্ধচিত্তে স্বরূপেই উপলব্ধির বিষয় হয়েন।

[**বিবৃতি**—শ্রীহনুমানের উপাস্য দুর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীরামরূপকে যে তিনি স্বরূপ-পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া অবগত ছিলেন, এই শ্লোকে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। এই রূপ স্বরূপাভিন্ন—স্বগতভেদ বর্জ্জিত,—ইহাতে দেহ দেহী ভেদ নাই। এই রূপের তাদৃশত্ব বর্ণনের জন্য এক ইত্যাদি আটটী বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন।

দুর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের নামরূপ স্বরূপানুবন্ধী—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে "প্রকাশ করিতেছি" ক্রিয়ার কর্ত্তা পরমাত্মা, তাঁহার জীবাত্মারূপ অংশ পাঞ্চভৌতিক দেহে অভিনিবিষ্ট হইলে, সেই দেহ সম্বন্ধে নামরূপ প্রকাশ পায়। জীবাত্মার অহন্তা (অভিমান) সেই নামরূপ যুক্ত হয় অর্থাৎ আমার নাম অমুক, রূপ ঈদৃশ এই প্রকার প্রত্যয় জন্মে। পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও দেহ-সম্পর্কিত নামরূপের সহিত তাঁহার অহন্তা সংশ্লিষ্ট হয় না; এইজন্য পরমাত্মা প্রাকৃত নামরূপ রহিত। "প্রকাশ করিতেছি" এই ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ-কর্ত্তার নামরূপ অনুমিত হইতেছে। কেননা, নামরূপ বর্জ্জিত কেহ ঐরূপ বলিতে পারে না। এই হেতু পরমাত্মার স্বরূপানুবন্ধী শ্রীরামাদি নাম, দুর্ব্বাদল-শ্যামাদি রূপ আছে, ইহা প্রমাণিত হইতেছে] ॥১৯৪॥

পরং পরম যন্তবতঃ স্বরূপমিত্যাদি শ্রীব্রহ্মবাক্যাৎ। নন্বেবং-ভূতস্য মর্ত্যেষু প্রাকট্যে কিং প্রয়োজনম্? উচ্যতে। গৌণে সত্যপি প্রয়োজনান্তরে মুখ্যন্তু ভক্তেষু লীলামাধুর্য্যাভিব্যঞ্জন-মেবেত্যাহ,—মর্ত্যাবতারস্ত্বিহেত্যাদি ॥ ১৯৫ ॥

তুশব্দ আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। মর্ত্যলোকে যোঽবতার আবির্ভাবঃ, স তু সাধুজনোদ্বেজকরক্ষোবধায়ৈব কেবলং ন ভবতি, কিন্তু মর্ত্যশিক্ষণমপি। মর্ত্যেষু শিক্ষণং তত্তদর্থপ্রকাশনং যত্তন্ময়মপি।

শ্রীরামচন্দ্র যদি এই প্রকারই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মর্ত্ত্যজীব মধ্যে অবতীর্ণ হইবার কি প্রয়োজন আছে? তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে, অন্য গৌণ-প্রয়োজন থাকিলেও মুখ্য-প্রয়োজন কিন্তু ভক্ত-গণে লীলামাধুর্য্য অভিব্যক্ত করা, অতঃপর তাহাই বলিতেছেন –

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথাস্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥

শ্রীভা, ৫।১৯।৫

"বিভুর মর্ত্ত্যাবতার কিন্তু কেবল রাক্ষস-বধের জন্য নহে, এ সংসারে মর্ত্ত্যশিক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। নচেৎ আত্মা, ঈশ্বর, স্বরূপে রমমাণ তাঁহার, সীতা-বিরহ-জনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হয়?" ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্লোকের তু (কিন্তু) শব্দ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মর্ত্ত্যলোকে যে অবতার—আবির্ভাব, তাহা কেবল সাধুজনের উদ্বেগকারী রাক্ষস বধের জন্য নহে, কিন্তু মর্ত্ত্যশিক্ষাও তাহার উদ্দেশ্য। মর্ত্ত্যশিক্ষা—সেই সেই অর্থ প্রকাশ করা। (সেই

তত্র বহির্মুখেষু বিষয়াসঙ্গদুর্বারতাপ্রকাশনমানুষঙ্গিকম্। উদ্দেশ্যস্তু স্বভক্তিবাসনেষু চিত্তার্দ্রতাকরবিরহসংযোগময়নিজলীলা-বিশেষমাধুর্য্যপ্রকাশনম্। ততস্তদর্থমেবেত্যর্থঃ। অন্যথা যদি কেবলং তদ্বধায়ৈব স্যাত্তদা আত্মনঃ পরমাত্মত্বেন পরিপূর্ণস্য ঈশ্বরস্য সর্বান্তর্য্যামিণঃ স্বে স্বরূপে তদেকরূপে বৈকুণ্ঠে চ রমমাণস্য সীতাকৃতব্যসনানীতি কুতঃ স্যাৎ। মনসৈব তদ্বধে শক্তত্বাৎ তদ্ব্যসনাসম্ভবাচ্চ। নিজমাধুর্য্যপ্রকাশনপক্ষে তু তত্তৎ সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র কৃপারূপং তাদৃশলীলারূপঞ্চ মাধুর্য্যমধিকং শ্লাঘিতম্। তত্র শ্রীসীতাবিয়োগদুঃখঞ্চ লীলা-মাধুর্য্যান্তর্গতমেবেতি ন দোষ ইত্যপি দর্শিতম্। তাদৃশলীলা চ

সেই অর্থ কি তাহা বলিতেছেন।) তাহাতে (সেই শিক্ষণে) বহির্ম্মুখ-জনগণে বিষয়াসক্তির দুর্বারতা প্রকাশ আনুষঙ্গিক। (মূল) উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভক্তি-বাসনা-বিশিষ্ট জনের নিকট চিত্তদ্রবকর বিরহ-সংযোগময় নিজ লীলাবিশেষর মাধুর্য্য প্রকাশ করা; সেই অভিপ্রায়েই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্যথা, যদি কেবল রাক্ষস বধ করাই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আত্মা—পরমাত্মা বলিয়া যিনি পরিপূর্ণ, যিনি ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী, স্বরূপে কেবল নিজরূপে ও বৈকুণ্ঠে যিনি রমমাণ, তাঁহার সীতা-বিরহ-জনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হয়? কেননা, তিনি সঙ্কল্প মাত্রেই রাক্ষস বধ করিতে সমর্থ এবং তাঁহার দুঃখও অসম্ভব। নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাঁহার সে সকল সম্ভব হয়। এস্থলে তাঁহার কৃপারূপ এবং তাদৃশ লীলারূপ মাধুর্য্যই অধিক প্রশংসিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীসীতা-বিয়োগ-দুঃখ লীলা-মাধুর্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত; এই হেতু তাহাতে দোষ নাই ইহাও দেখান হইয়াছে॥ ১৯৫॥

ন প্রাকৃতবৎ কামাদিসক্ততয়া, কিন্তু স্বজনবিশেষবিষয়ককৃপা-বিশেষেণৈবেত্যাহ,—স বৈ ইত্যাদি ॥ ১৯৬ ॥

স বৈ খলু ত্রিলোক্যাং ন সক্তঃ। তত্র হেতুঃ, আত্মা পরমাত্মা ভগবান্ পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যাদিঃ। বাসুদেবঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চেতি। কিন্তু আত্মবতাম্ আত্মা স্বয়মেব নাথত্বেন বিদ্যতে যেষাং তেষাং স্ববিষয়কমমতাধারিণাং ভক্তবিশেষাণামিত্যর্থঃ। তেষামেব সুহৃত্তমঃ। তস্মাদ্‌যথান্যে স্ত্রীকৃতং স্ত্রীত্বহেতুকং কশ্মলং অশ্নুবতে তথা নাসাবশ্নুবীত। অতস্তস্যা আত্মবত্ত্বেনৈব তাদৃশকশ্মলহেতুতৎপ্রীতি

শ্রীরামচন্দ্রের তাদৃশ লীলা প্রাকৃতজনের মত কামাদির বশবর্ত্তিতায় প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু স্বজন-বিশেষ-বিষয়ক কৃপাবিশেষেই সেই লীলা প্রকটিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে—

ন বৈ স আত্মবতাং সুহৃত্তমঃ সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি ॥

শ্রীভা ৫।১৯।৫

শ্রীহনুমান বলিয়াছেন—"তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিগণের পরমসুহৃদ্, সেই ভগবান্ বাসুদেব ত্রিজগতের কোন বস্তুতেই আসক্ত হয়েন না। তাঁহার কখনও স্ত্রীকৃত দুঃখ উপস্থিত হইতে পারেনা, লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে ॥" ১৯৬ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—সেই রামচন্দ্র ত্রিজগতের কোন বস্তুতেই আসক্ত নহেন। তাহার (অনাসক্তির) হেতু, তিনি আত্মা—পরমাত্মা, ভগবান্—ঐশ্বর্য্যাদি। পরিপূর্ণরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে; আবার তিনি বাসুদেব—সর্ব্বাশ্রয়। কিন্তু আত্মবান্ ব্যক্তিগণের আত্মা—নিজেই যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান আছেন, নিজবিষয়ক মমতাধারী সেই বিশেষ ভক্তগণের তিনি সুহৃত্তম। সুতরাং অপরে যেমন স্ত্রীকৃত—স্ত্রীত্বহেতুক দুঃখ-ভোগ করে, শ্রীসীতা সে প্রকার দুঃখ ভোগ করেন নাই; অতএব

বিষয়তাপীতিভাবঃ। তথা দেবদূতসময়াতিক্রমেণ আত্মবতোঽপি লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগে যঃ, স খলু নাত্যন্তিক ইত্যাহ, ন লক্ষ্মণমিতি। বিহাতুমপি নার্হতি ন শক্নোতি। ঝটিত্যেব স্বর্গস্থতয়া স্বাগমনং প্রতীক্ষমাণৈস্তদাদিভিঃ সহ স্বধিষ্ণ্যারোহাৎ। অধুনাপি তেন সীতাদিভিশ্চ সহৈবাস্মিন্ কিংপুরুষবর্ষেঽপ্যস্মাভির্দৃশ্যমানত্বাৎ। ততো মর্য্যাদারক্ষার্থমেব কিঞ্চিত্তত্তদনুকরণমিতি ভাবঃ। পূর্বার্থ-

তিনি আত্মবতী (১) বলিয়া, তাঁহার যে দুঃখের কথা শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি-বিষয়তাই তাদৃশ দুঃখের হেতু হইতে পারে। তদ্রূপ দেবদূতের নিয়মাতিক্রমে আত্মবান্ হইলেও লক্ষ্মণের যে পরিত্যাগ, তাহা আত্যন্তিক ত্যাগ নহে ; এই জন্য বলিলেন, লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কেননা, স্বর্গস্থরূপে নিজাগমন প্রতীক্ষমাণ শ্রীসীতা প্রভৃতির সহিত শ্রীরামচন্দ্র নিজধামে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেইহেতু অধুনাও সীতা প্রভৃতির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে এই কিংপুরুষবর্ষেও আমরা দর্শন করিতেছি। সুতরাং মর্য্যাদারক্ষার জন্য দুঃখাদি কিঞ্চিৎ অনুকরণ মাত্র॥

[**বিবৃতি**—শ্রীসীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্র শোকাকুল হইয়াছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার এই শোকাকুলতা স্ত্রীগতচিত্ত পুরুষের স্ত্রী-বিচ্ছেদজনিত দুঃখের মত নহে। নিজ পরিকরগণের প্রতি তাঁহার যে কৃপা, সেই কৃপার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন। শ্লোকে তাহাই দেখান হইয়াছে। তিনি যে নিজজনে বিশেষ কৃপালু একথা "আত্মবান্গণের পরম সুহৃদ্" এই বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা আত্মবান্। যাঁহারা এইরূপ আত্মবান্, তিনি তাঁহাদের পরমসুহৃদ্ বলিয়া হিতকারী, তাঁহাদের

(১) আত্মা—পরমাত্মা যাঁহার নাথ, তিনি আত্মবতী।

দুঃখ-নিহন্তা। এমতাবস্থায় প্রকটলীলায় ভগবৎপরিকরবর্গের, কাহারও কাহারও যে দারুণ দুঃখ দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক সাধারণ মানবের দুঃখের মত নহে, উহা লীলা-পরিপাটী-বিশেষ। অন্য দুঃখ ভগবৎপ্রিয়-বর্গকে ব্যথিত করিতে পারেনা ; তাঁহারা কেবল ভগবদ্বিরহ-দুঃখেই মুহ্যমান হয়েন ; সেই দুঃখ ভগবৎ-প্রীতিরস আস্বাদনের অবকাশ-বিশেষ—; সংযোগে বিয়োগে সেই রস আস্বাদিত হয় ; সংযোগে বহিঃসাক্ষাৎকার এবং বিয়োগে অন্তঃসাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তগণ সেই রস-আস্বাদন করেন।

শ্রীসীতা রামচন্দ্রের একমাত্র-প্রেয়সী, পরিকরশ্রেষ্ঠা এবং পরাশক্তি। তিনি যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার এই দুঃখ স্ত্রীত্ব-নিবন্ধন নহে। অর্থাৎ দুষ্কৃতির বাহুল্যবশতঃ জীব স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়। তাহাতে পারতন্ত্র্যাদি জনিত বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। শ্রীসীতার দুঃখ দুষ্কৃতি-বহুল স্ত্রীদেহ-প্রাপ্তিহেতুক নহে। তিনি শ্রীভগবানের পরাশক্তি। শ্রীরামচন্দ্র যেমন নিত্যই পুরুষরত্ন-স্বরূপ, তিনিও নিত্যই রমণী-রত্ন-স্বরূপা। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নাথ—দুঃখ-নিহন্তা বলিয়া, সেই দুঃখ ভগবৎপ্রীতি সম্ভূত ; বিয়োগাত্মক প্রীতি রস আস্বাদনের জন্য তাঁহার সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য বলিলেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির বিষয়তাও সেই দুঃখের হেতু। শ্রীরাম-চন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা বাস্তবিক ত্যাগ নহে। আর, কালপুরুষের সহিত অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়া শ্রীলক্ষ্মণকে যে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও বাস্তবিক ত্যাগ নহে। তাহা লীলা অপ্রকট করিবার ভঙ্গিবিশেষ। প্রকটলীলাবসানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীহনুমান তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। এখন আমরা শ্রীসীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেছি।] ১৯৬॥

মেব স্থাপয়িতুং ভক্ত্যেককারণকারুণ্যপ্রমুখপরমমাধুর্য্যং সর্ব্বোদ্ধ্বমাহ, —দ্বাভ্যাম্—ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্না-কৃতিস্তোষহেতুঃ। তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥১৯৭॥

মহতঃ পুরুষাজ্জন্ম। সৌভগং সৌন্দর্য্যম্। আকৃতিঃ জাতিঃ। যদ্‌যস্মাৎ। তৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানস্মান্ তদীয়পরমভক্ত-শ্রীসীতান্বেষণাদিভক্তিতুষ্টত্বেন বত অহো লক্ষ্মণস্য সর্ব্বসদ্‌গুণলক্ষা-লক্ষিতস্য সুমিত্রানন্দনস্যাগ্রজোঽপি সখিত্বে কৃতবান্ দাস্যাযোগ্যা-নপি সহবিহারাদিনা সখীনিব কৃতবানিত্যর্থঃ। সুগ্রীবমুপলক্ষ্য বা

অনুবাদ—পূর্ব্বার্থই স্থাপন করিবার জন্য, ভক্তির একমাত্র কারণ কারুণ্য-প্রমুখ পরমমাধুর্য্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান দুইটি শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন—

শ্রীহনুমান বলিয়াছেন—"মহৎ হইতে জন্ম, সৌভগ, আকৃতি, বুদ্ধি, বাক্‌প্রয়োগ-নৈপুণ্য, এসকল দ্বারা লক্ষ্মণাগ্রজের প্রিয় হওয়া যায় না; কারণ, ঐসকল গুণ-বিহীন বনচর বানর আমাদিগকেও তিনি সখারূপে গ্রহণ করিয়াছেন।" শ্রীভা, ৫।১৯।৬॥১৯৭॥

শ্লোকব্যাখ্যা—মহাপুরুষ হইতে জন্ম, সৌভগ—সৌন্দর্য্য, আকৃতি—জাতি ইত্যাদি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় হওয়া যায় না; যেহেতু সেই জন্মাদি-বিবর্জ্জিত আমাদিগকে, তাঁহার পরম-ভক্ত শ্রীসীতার অন্বেষণাদিরূপ ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সখা করিয়াছেন, (তিনি কেমন?) সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-সম্পত্তিদ্বারা যিনি লক্ষিত হয়েন, সেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের অগ্রজ হইয়াও আমাদিগকে সখা করিয়াছেন, বস্তুতঃ আমরা তাঁহার দাসত্বের অযোগ্য, তথাপি সহবিহারাদি দ্বারা আমাদিগকে সখার মত করিয়া রাখিয়াছেন। অথবা সুগ্রীবকে উপ-লক্ষ করিয়া সখা করার কথা বলিয়াছেন ॥১৯৭॥

তথোক্তম্। তস্মাৎ,—সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ সর্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্। ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননা কোশলান্দিবম্ ॥ ১৯৮ ॥

পূর্বং স্বরূপজ্ঞানময়ভক্ত্যা মনুজাকৃতাবেব পরমস্বরূপত্বং দর্শিতবান্। সম্প্রতি মাধুর্য্যজ্ঞানময়ভক্ত্যাপি বিশিষ্য তমেবারাধয়তি মনুজাকৃতিং হরিমিতি। তত্রাপি শ্রীকপিলাদিকং ব্যাবর্ত্তয়তি রামমিতি। উত্তমম্ অসমোর্দ্ধগুণং সুকৃতজ্ঞং স্বল্পয়াপি ভক্ত্যা সন্তুষ্যন্তমিতি ॥৫৷১৯॥ শ্রীহনুমান্ ॥ ১৯৩—১৯৮ ॥

তথা মৈবং বিভোঽর্হতীত্যাদৌ প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মেত্যত্রাপি নর্ম্মালাপময়শ্লেষভক্ত্যা স্বীয়ভাবোৎকর্ষেণ রসো-

---

বনচর বানরকে পর্য্যন্ত সখ্য দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়া, "দেবতা, অসুর, বানর, নর কিংবা অন্য যে কোন জীব হউকনা কেন, সর্ব্বতোভাবে সকলেরই সুকৃতজ্ঞ, উত্তম, মানবাকৃতি হরি রামকে ভজন করা কর্ত্তব্য ;—যে রাম অযোধ্যাবাসী সকল জীবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন।" শ্রীভা, ৫৷১৯৷৭॥১৯৮॥

শ্লোকব্যাখ্যা—পূর্ব্বে স্বরূপ-জ্ঞানময় ভক্তি দ্বারা নরাকৃতিতেই পরমস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি মাধুর্য্য-জ্ঞানময় ভক্তিদ্বারাও বিশেষরূপে সেই নরাকৃতি হরিকে আরাধনা করিতেছেন। শ্রীকপিলাদিও নরাকৃতি হরি ; তাঁহাদের কথা বাদ দেওয়ার জন্য বলিলেন—রাম। সেই শ্রীরাম উত্তম—অসমোর্দ্ধগুণশালী, সুকৃতজ্ঞ—অত্যল্প ভক্তি দ্বারাও তিনি পরিতুষ্ট হয়েন ॥১৯৮॥

রাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানময় বচনের উত্তরে, শ্রীব্রজদেবীগণের প্রতিবচনে মৈবং বিভোঽর্হতি ইত্যাদি শ্লোক-সমূহের মধ্যে "আপনি দেহধারিগণের প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা" (শ্রীভা, ১০৷২৯৷২৯) এই

ল্লাসঃ পুরতো দর্শনীয়ঃ। অথাযোগ্যগৌণসঙ্গত্যাপি মুখ্যস্যোল্লাসো যথা, ত্বক্শ্মশ্রু রোমনখকেশেত্যাদিকং শ্রীরুক্মিণীবাক্যম্। অত্র প্রতীপত্বেনাযোগ্যস্যাপি বীভৎসস্য সঙ্গতিঃ প্রকৃতকৃষ্ণবিষয়ককান্তভাবপ্রশংসাকারিবচনভঙ্গ্যৈব কৃতেতি তদুৎকর্ষায়ৈব জাতা। ততো

বাক্যেও পরিহাসময় দ্ব্যর্থবোধক বচনভঙ্গিতে স্বীয় ভাবোৎকর্ষদ্বারা রসোল্লাস অগ্রে দেখান যাইবে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়তম ইত্যাদি রূপে বর্ণন করায়, তাঁহাকে পরমাত্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। তাহাতে মধুর-রসময়ী-রাসলীলার শান্তরসের সম্মিলন হেতু লাঘবের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সে সকল শব্দ তাঁহার স্বরূপকীর্ত্তন-সূচক না হইয়া অন্য অর্থ দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রীব্রজদেবীগণের পরিহাস সূচনা করিয়া মধুর রসের পুষ্টিসাধন করিতেছে; নায়িকার উপযুক্ত পরিহাসোক্তি উক্তরসের উল্লাস বর্দ্ধন করে। এজন্য এস্থলে মধুররসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে। যে অর্থ দ্বারা উক্ত শব্দসকল পরিহাসার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়, সেই অর্থ পরে প্রকাশ করা হইবে। এস্থলে অযোগ্য শান্তরসের সম্মিলনে বচন-ভঙ্গিতে মধুর-রসের উল্লাস প্রদর্শিত হইল]

অনুবাদ—অতঃপর অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলনে বচনভঙ্গিতে মুখ্যরসের উল্লাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা—ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ ইত্যাদি (১) শ্রীরুক্মিণীদেবীবাক্য। এস্থলে বৈরীরূপে অযোগ্য বীভৎস-রসের সম্মিলন, যাঁহার উৎকর্ষখ্যাপন উদ্দেশ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কান্তভাবের প্রশংসা সূচক হইয়া সেই ভাবের উৎকর্ষের

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১১২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

রসোল্লাস এবেতি। তথাহ্যত্রে—এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে। যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতির্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্॥ ১৯৯॥

স্ত্রীত্বং স্ত্রীজাতিঃ সা চ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যবরতজ্জাতিভেদত্বেনৈবাত্র গৃহীতা। অপাস্তপেশলত্বাদিকং হি তজ্জাত্যন্তরাশ্রয়ং ন তু রুক্মিণ্যাদ্যাশ্রয়ম্ তাভিস্তাসামপি সাধুত্বকরণাৎ। ততশ্চান্যাং তত্তদ্দোষযুক্তাং স্ত্রীজাতিমপি যা নিজকীর্ত্ত্যাদিনা শুদ্ধাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

হেতু হইতেছে। অর্থাৎ এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষখ্যাপন শ্রীরুক্মিণীদেবীর উদ্দেশ্য, তাহাতেই তাঁহার কান্তভাবের উল্লাস; তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা না করিয়া যে অন্য পুরুষের জঘন্যতা-খ্যাপন করিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়া মধুররসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে॥১৯৮॥

তদ্রূপ অন্য দৃষ্টান্ত—শ্রীদ্বারকা-মহিষীগণের উদ্দেশ্য হস্তিনাপুর-মহিলাগণ বলিয়াছেন—"শৌচ ও স্বাতন্ত্র্যরহিত স্ত্রীত্বকে ইঁহারা (শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি) পরমশোভিত করিয়াছেন; কারণ, আহরণ-সমূহ দ্বারা আসক্ত হইয়া যাহাদের গৃহ হইতে কমললোচন-পতি শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হয়েন না।" শ্রীভা, ১০।১০।১০॥ ১৯৯॥

শ্লোকব্যাখ্যা ঃ—স্ত্রীত্ব—স্ত্রীজাতি। তাহা এস্থলে শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি ভিন্ন অন্য সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। শৌচরাহিত্যাদি দোষ স্ত্রীজাতীয় অন্য সম্পর্কে, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি সম্পর্কে নহে। কারণ, স্ত্রীজাতীয় অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের সাধুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সে সকল দোষযুক্ত অন্য স্ত্রী-জাতিকেও নিজ কীর্ত্ত্যাদি-দ্বারা তাঁহারা শুদ্ধা করিয়াছেন। [এইহেতু তাঁহারা শৌচাদি রহিতা সাধারণ রমণীগণ হইতে ভিন্না।]

তাসাং তত্তদ্দোষরহিতসর্বগুণালঙ্কৃতত্বে তদবরাণাং সাধুত্ববিধানে চ হেতুমাহ, যাসামিতি। স্বয়ং তথাবিধোঽপি আহৃতিভিঃ প্রেয়সীজনোচিতগুণসমাহারৈর্যা এব হৃদি স্পৃশন্ মনস্ত্বাসজ্জন্ যাসাং গৃহাদপি ন জাত্বপৈতীতি। তস্মাদত্রাপি বীভৎসসঙ্গতিঃ পূর্ববদ্ব্যাখ্যেয়া ॥ ১ ॥১০॥ কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

অথ গৌণেষ্বযোগ্যমুখ্যানাং সঙ্গতাবপি পূর্বরীত্যাং রসোল্লাসো যথা—গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদস্মিতবিলোক-

---

তাঁহারা যে সেসকল দোষশূন্যা, সর্ব্বগুণে সমলঙ্কৃতা এবং অন্য রমণীগণের সাধুত্ব-বিধানে সমর্থা, তাহার হেতু বলিতেছেন—স্বয়ং তাদৃশী হইলেও আহরণ দ্বারা—প্রেয়সী-জনোচিত গুণ সমাহার দ্বারা তাঁহারা এমন প্রীতির পাত্রী হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হয়েন না; সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ, মহিষীগণের গৃহ হইতে বাহির হয়েন না এই বাক্যে কামুক পুরুষের মত তাঁহার আচরণ বর্ণিত হওয়ায়, এস্থলে মধুর রসে বীভৎসরসের সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই শ্লোকের পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যা করিয়া সমাধান করিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীজিত পুরুষ নহেন, তিনি মহিষীগণের প্রীত্যুত্থ সদ্‌গুণ-সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া সতত তাঁহাদের গৃহে বিরাজ করেন—এই বর্ণনায় শ্রীমহিষীগণের প্রীত্যুৎকর্ষ খ্যাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপারবশ্য প্রকটন করায় মধুররসের উল্লাস দেখা যায় ॥] ১৯৯ ॥

গৌণরস সকলে অযোগ্য-রসের সম্মিলন হইলে তদ্দ্বারা ভঙ্গিবিশেষে যদি যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলে যে রসোল্লাস ঘটে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—[শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া সর্প-শরীর বেষ্টিত হইলে] "গোপীগণের চিত্ত ভগবান্

গিরঃ স্মরন্তঃ। গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশু স্ত্রিলোকম্ ॥ ২০০ ॥

অত্র গৌণঃ করুণরস এব যোগ্যঃ। তত্র প্রতীপে সম্ভোগাখ্য উজ্জ্বলস্ত্বযোগ্যঃ। তথাপি তত্র স্মিতবিলোকাদিরূপতৎসঙ্গতিঃ স্মর্য্যমাণমাত্রত্বেন তত্তদ্ভাবাভিব্যঞ্জনভঙ্গ্যা শোকমুৎকর্ষয়তি। ততো রসোল্লাস এবেতি ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২০০ ॥

অথ মুখ্যেষ্বযোগ্যসঞ্চারিসঙ্গতাবপি যথা—তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিরিত্যাদি ॥ ২০১ ॥

জনস্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহারা প্রিয়তমকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার সৌহৃদ্য, সহাস-দৃষ্টি ও সস্মিত বচন স্মরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং প্রিয়বিরহে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১।১৬।১৮॥২০০॥

এস্থলে গৌণ করুণ রস যোগ্য। সম্ভোগ অর্থাৎ উজ্জ্বল-রস তাহার বিরুদ্ধ। করুণ-রসে উজ্জ্বল-রসের সম্মিলন অনুপযুক্ত। তথাপি এস্থলে সহাসদৃষ্টি প্রভৃতিরূপ উজ্জ্বল সঙ্গতি, স্মরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেই সেই ভাবাভিব্যক্তির ভঙ্গিতে করুণরসের স্থায়িভাব শোক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইহেতু এস্থলে রসের উল্লাস ঘটিয়াছে ॥২০০॥

মুখ্য রস-সমূহে অযোগ্য সঞ্চারি-সম্মিলনেও উক্তরূপে রসের উল্লাস হইতে পারে। যথা,—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মনো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥
শ্রীভা. ১০।২৯।৭

[শ্রীব্রজসুন্দরীগণ রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শুনিয়া যখন

অত্র চ তেষামগ্রে তাদৃশং চাপল্যমযোগ্যমপি তদানীং মোহাতিরেকাভিব্যঞ্জনাভঙ্গ্যা মহাভাবাখ্যং সর্বানুসন্ধানরহিতং কান্তভাবস্য উৎকর্ষমেব গময়ামাস। তত উল্লসত্যেব রস ইতি॥ ১০॥২৯॥

শ্রীশুকঃ॥ ২০১॥

এবমুদাহরণান্তরাণ্যপ্যূহ্যানি। অথ যদুক্তম্ অযোগ্যস্যোৎ-

যমুনাপুলিনে তাঁহার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন তখন;] "পতি, পিতৃবর্গ, ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবর্গ বারংবার তাঁহাদিগকে বারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি গোবিন্দ কর্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়া গমন করিলেন, কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না।" ২০১॥

এ স্থলে পত্যাদির সম্মুখে তাদৃশ চাপল্য অযোগ্য হইলেও তৎকালে তাঁহাদের মোহ-প্রাচুর্য্য-বর্ণন-ভঙ্গিতে কান্তভাবের সর্ব্বানুসন্ধান-রহিত মহাভাবাখ্য প্রীতির উৎকর্ষই প্রতীতি করাইতেছে, সেই হেতু এ স্থলে রসের উল্লাস।

[**বিবৃতি**—উক্ত শ্লোকে মুখ্যরস উজ্জ্বলের বর্ণনা। তাহার স্থায়ী কান্তভাব। এ স্থলে সঞ্চারী—চাপল্য। কান্তভাবে স্থলবিশেষে চাপল্য রসাবহ হইলেও পরকীয়া নায়িকার পত্যাদির অগ্রে চাপল্য কখনও রসাবহ হইতে পারে না, কিন্তু কান্তভাবের চরম পরিপাক মহাভাব; শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণ মহাভাববতী; মহাভাবের উদ্গমে নায়িকার অন্যানুসন্ধান থাকে না; সেই হেতু পত্যাদি যে বারণ করিতেছিলেন, শ্রীব্রজদেবীগণের সেই অনুসন্ধানই ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানে মোহিত হইয়া অভিসার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এই মোহের বর্ণনাই সামাজিকের চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে—মহাভাবের অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, এ জন্য এ স্থলে রসাভাস না হইয়া রসোল্লাস হইয়াছে॥] ২০১॥

অনুবাদ—যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষে রসোল্লাসের এইরূপ আরও

কর্ষে তু রসাভাসত্বস্থৈব উল্লাস ইতি তত্রোদাহরণম্—যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি ॥ ২০২ ॥

অত্র পিতৃভাবেনাভিব্যক্তস্য শ্রীবসুদেবস্য এব যোগ্যং বাৎসল্য-মতিক্রম্য সঙ্গতা ভক্তির্ন রসত্বায়োপপদ্যত ইতি। সমাধানঞ্চ পূর্বানুসারেণ শ্রীবলদেববদেব যোজনীয়ম্। রসাভাসপ্রসঙ্গে সমা-

---

বহু দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়। [যে স্থলে যে রস বর্ণনীয়, তথায় সেই রস যোগ্য, আর যে রস বর্ণনীয় নহে, তাহা অযোগ্য। অযোগ্য রসাদির সম্মিলনে যোগ্য রসের স্থায়িভাব যদি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসের উল্লাস; আর সেই সম্মিলনে যদি অযোগ্য রসের স্থায়ী উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসাভাসের উল্লাস হইয়া থাকে, এ কথা ১৭৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষে রসোল্লাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।] তারপর পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অযোগ্য রসের সম্মিলনে অযোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষে রসাভাসের উল্লাস হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইতেছে। শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণবলরামকে বলিয়াছেন—"তোমরা আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর।"

শ্রীভা, ১০।৮৫।১৭॥২০২ ॥

এ স্থলে পিতৃভাবে প্রকাশমান শ্রীবসুদেবের বাৎসল্যই যোগ্য। সেই বাৎসল্য অতিক্রম করিয়া তাঁহাতে ভক্তি (দাস্য)-সংযোগ রস-নির্ব্বাহ করিতে পারে না। পূর্ব্বে শ্রীবলদেবে বিরুদ্ধভাব-সংযোগের যে সমাধান করা হইয়াছে, এ স্থলেও তদ্রূপ সমাধান করিতে হইবে। *

---

* শ্রীকৃষ্ণ যেমন তদীয় ভক্তসুখব্যঞ্জক নানা লীলা নির্ব্বাহের জন্য বিরুদ্ধগুণ-সকলও ধারণ করিয়া থাকেন, তদীয় লীলাধিকারী পরিকরবর্গও তদ্রূপ বিরুদ্ধগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবানে যেমন

ধানানি চৈতানি তেষ্বেব নির্দ্দোষেষু ক্রিয়ন্তে। তদিতরেষু ন তদর্থ-মাগৃহ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বথা পরিহার্য্যস্তৎপ্রসঙ্গঃ। যোগ্যেন যোগ্যসঙ্গত্যা রসোল্লাসস্যোদাহরণানি তু স্বয়মূহ্যানি। অথ তৎ-প্রীতিবিশেষময়া রসাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ। তত্র শান্তাপরনামা জ্ঞানভক্তি-ময়ো রসঃ। তত্রালম্বনঃ পরব্রহ্মত্বেন স্ফুরন্ জ্ঞানভক্তিবিষয়শ্চতু-র্ভুজাদিরূপঃ শ্রীভগবান্। তদাধারা ভগবল্লীলাগতমহাজ্ঞানিভক্তাশ্চ।

রসাভাস-প্রসঙ্গে এ সকল সমাধান ভগবল্লীলাধিকারী নির্দ্দোষ পরিকরবর্গেই করা যায়; তাঁহারা ভিন্ন অন্যজনে রসাভাসের তাদৃশ সমাধানের জন্য আগ্রহ করা উচিত নহে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে (ভগবৎপরিকর ভিন্ন) অন্যত্র রসাভাস-প্রসঙ্গ পরিহার করা কর্ত্তব্য। যোগ্য স্থায়ীর সহিত যোগ্য রত্যাদির সম্মিলনে রসোল্লাসের উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত নিজেই বহন করিতেছেন।

শান্ত ভক্তিরস।

ভগবৎপ্রীতিময় রস-সমূহ নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সেই রসসমূহে যে শান্তরস আছে, তাহার অপর নাম জ্ঞান-ভক্তিময় রস। তাহাতে আলম্বন (বিষয়াবলম্বন)—পরমব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিমান, জ্ঞানভক্তির বিষয়, চতুর্ভুজাদি রূপ শ্রীভগবান্। তাহার আধার (আশ্রয়ালম্বন) ভগবল্লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তগণ। শান্তরসের এই দ্বিবিধ আলম্বন মধ্যে বিষয়ালম্বন ভগবান্ শ্রীসনকাদির বৈকুণ্ঠগমন-প্রসঙ্গে "এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভ" ইত্যাদি শ্লোকসমূহে (১) বর্ণিত হইয়াছেন, আর জ্ঞানিভক্তগণ আত্মারামাশ্চমুনয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকে (২) বর্ণিত হইয়াছেন।

সে সকল গুণের সমন্বয় সম্ভব হয়, তাঁহার পরিকরবর্গেও তেমন সমন্বয় সম্ভব হয়। ১৭৮ অনুচ্ছেদে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

(১), (২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৯২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তত্র ভগবান্, এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভ ইত্যাদিভিঃ শ্রীসনকাদীনাং বৈকুণ্ঠগমনে দর্শিতঃ। জ্ঞানিভক্তাশ্চ আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদিনা বর্ণিতাঃ। তেষু চ শ্রীচতুঃসনাদ্যা এব তাদৃশাঃ। শ্রীশুকদেবস্য তু লীলারসমাধুর্য্যাকৃষ্টতয়া শ্রীভাগবতাভিনিবেশাৎ। যত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতং সর্বোত্তমত্বমভিপ্রৈতি তত্রৈব গৃহ্যতা ভবেৎ। অথোদ্দীপনাশ্চ তস্য গুণক্রিয়াদ্রব্যপ্রায়াঃ। তত্র গুণাঃ, সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গত্বং সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তত্বং ভগবত্ত্বং পরমাত্মত্বং বিদ্যাশক্তি-প্রধানত্বং বিভুত্বং হতারিমুক্তিদায়কত্বং শান্তভক্তপ্রিয়ত্বং সমত্বং দান্তত্বং শান্তত্বং শুচিত্বম্ অদ্ভুতরূপবত্ত্বমিত্যাদয়ঃ। দ্রব্যাণি চ, মহোপনিষৎ জ্ঞানিভক্তপাদরজস্তুলসীতদীয়স্থানাদীনি। অথানুভাবাঃ, তত্তদ্গুণাদি

জ্ঞানিভক্তগণ মধ্যে শ্রীচতুঃসনাদি শান্তরসের আধার। শ্রীশুকদেব [প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন, পরে] লীলারস-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভাগবতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই হেতু যে অবস্থায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে অবস্থায়ই জ্ঞানভক্তিময় রসের আধাররূপে গৃহীত হইতে পারেন।

[**বিবৃতি**—ভগবৎপ্রীতিমান্ না হইলে পরমব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তি শান্তরসের আশ্রয় হইতে পারেন না। শ্রীশুকদেব আজন্ম জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন—তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মসমাধি-মগ্ন ছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাতে ভগবৎপ্রীতির সম্ভাব ছিলনা। পরে কোনরূপে ভগবল্লীলাকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং ভগবৎপ্রীতিমান্ হয়েন। সেই হইতে তিনি শান্তরসের আলম্বন হইয়াছেন।]

অনুবাদ—শান্তরসের উদ্দীপন—প্রধানতঃ শ্রীভগবানের গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য। গুণ—সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গত্ব, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্তত্ব, ভগবত্ত্ব, পরমাত্মত্ব, বিদ্যাশক্তি-প্রধানত্ব, বিভুত্ব, হতারিমুক্তিদায়কত্ব,

প্রশংসা পরব্রহ্মপরমাত্মাদিনামোচ্চারণং ব্রহ্মসুখাবধারণপূর্বকভগবদুন্মুখত্বমিত্যাদয়ঃ, নাসাগ্রন্যস্তদৃষ্টিত্বাবধূতচেষ্টা-জ্ঞানমুদ্রাদিপূর্বকজৃম্ভাঙ্গমোটনহরিনতিস্তুতিপ্রভৃতয়শ্চ। সাত্ত্বিকাশ্চ প্রায়ঃ প্রাকৃতা এব। অথ সঞ্চারিণঃ, নির্বেদ-ধৃতি-হর্ষ-মতি-স্মৃতি-বিষাদোৎসুকতাবেগ-বিতর্কাদ্যাঃ। অথ স্থায়ী জ্ঞানভক্তিঃ। সা চ যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মানাং ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধ ইত্যাদিভি-

---

শান্ত-ভক্তপ্রিয়ত্ব, সমত্ব, দান্তত্ব, শান্তত্ব, শুচিত্ব, অদ্ভুত-রূপত্ব প্রভৃতি। দ্রব্য — মহোপনিষৎ, জ্ঞানিভক্তপাদরজঃ, তুলসী, ভগবৎস্থান-সমূহ প্রভৃতি। অনুভাব—ভগবদ্গুণাদি-প্রশংসা, পরমব্রহ্মপরমাত্মাদি নামোচ্চারণ, ব্রহ্মসুখাবধারণপূর্ব্বক ভগবদুন্মুখত্ব প্রভৃতি এবং নাসাগ্রন্যস্ত-দৃষ্টিত্ব, অবধূত-চেষ্টা ও জ্ঞানমুদ্রাদি পূর্ব্বক জৃম্ভা অঙ্গমোটন হরি-নতি-স্তুতি প্রভৃতি। সাত্ত্বিক—প্রায়শঃ প্রাকৃত সাত্ত্বিক ভাব। সঞ্চারী—নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেশ, বিতর্ক প্রভৃতি। স্থায়ী জ্ঞানভক্তি।

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং
ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্তরাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব বিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন॥

শ্রীভা ৩।১৫।৪৬

শ্রীচতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবকে বলিলেন—"তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মাদিগের নিকট অন্তর্হৃত থাক অর্থাৎ তাহারা দেখিতে পায়না, কিন্তু অদ্য আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হৃত হইতে পারিলে না; আমাদের নয়নগোচর হইলে। তোমা হইতে উৎপন্ন আমাদের পিতা ব্রহ্মা, যখন তোমার রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন কর্ণপথে তুমি

ব্যঞ্জিতা। তন্ময়রসব্যঞ্জকঞ্চ তত্রৈব, তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ। অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিত্যাদিকম্। অত্রারবিন্দনয়ন আলম্বনঃ, বায়ুরুদ্দীপনঃ, সাত্ত্বিকবিশেষশ্চানুভাবঃ চিত্তসংক্ষোভিরূপো হর্ষঃ সঞ্চারী। অক্ষরজুষামপীতিনির্দ্দেশবিশিষ্টেন তন্নির্দ্দেশেন লব্ধা জ্ঞানভক্তিঃ স্থায়ী। তৎসমূহস্যৈকত্রানুভবেন সমর্থনাৎ জ্ঞানভক্তিময়ো রস ইতি বিবেচনীয়ম্। অথ ভক্তিময়েষু

আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ, সুতরাং কিরূপে অন্তর্হৃত হইবে? ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে জ্ঞানভক্তিরূপ স্থায়িভাব বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানভক্তিময় রসব্যঞ্জক উদাহরণও সেই অধ্যায়ে আছে। যথা,—"কমল-নয়ন শ্রীহরির চরণস্থিত কমল-কেশর-মিশ্রা তুলসীর সুগন্ধযুক্ত বায়ু অক্ষরানুভবী (ব্রহ্মানুভবসম্পন্ন) সনকাদির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের চিত্ত-তনুর ক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল।"

শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩

এ স্থলে কমলনয়ন—আলম্বন। বায়ু—উদ্দীপন। সাত্ত্বিক বিশেষ অনুভাব। চিত্ত-তনুর ক্ষোভরূপ হর্ষ—সঞ্চারী। অক্ষরসেবিগণেরও এই নির্দ্দেশ-বৈশিষ্ট্যদ্বারা সনকাদির যে ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞানভক্তি এ স্থলে স্থায়ী। জ্ঞানভক্তির উপযোগী বিভাবাদির একত্র অনুভব দ্বারা সমর্থিত হওয়ায়, এ স্থলে জ্ঞানভক্তিময় শান্তরস নিষ্পন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

আশ্রয় ভক্তিরস।

অনন্তর ভক্তিময় (দাস্য) রস-সমূহ মধ্যে আশ্রয়-ভক্তিময় রস উদাহৃত হইতেছে। তাহাতে (বিষয়) আলম্বন—পালকরূপে স্ফূর্ত্তিমান আশ্রয়ভক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। আধার (আশ্রয়ালম্বন) তাঁহার

রসেষু আশ্রভক্তিময়ো রস উদাহ্রিয়তে। তত্রালম্বনঃ পালকত্বেন স্ফুরন্নাশ্রয়ভক্ত্যাশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাধারাস্তল্লীলাগতপরমপাল্যাশ্চ। অত্র শ্রীকৃষ্ণোঽন্যত্রত্যেষু শ্রীমন্নরাকারতাপ্রধানঃ পরমেশ্বরাকারশ্চ। শ্রীমদ্ব্রজবাসিষু তু পরমধুরপ্রভাবশ্রীমন্নরাকার এব। অথ তে পাল্যা দ্বিবিধাঃ; প্রপঞ্চকার্য্যাধিকৃতা বহিরঙ্গাঃ, তদীয়চরণচ্ছায়ৈকজীবনাশ্চান্তরঙ্গাঃ। তত্র পূর্বেষাং ব্রহ্মশিবাদয়স্তু ভক্তিবিশেষসদ্ভাবাত্তদন্তরঙ্গা এব। অথোত্তরে ত্রিবিধাঃ; সাধারণাঃ, শ্রীযদুপুরবাসিনঃ, শ্রীমদ্ব্রজপুরবাসিনশ্চ। তত্র প্রথমে জরাসন্ধবন্ধরাজাদয় মুনিবিশেষাদয়শ্চ। উত্তরবর্গদ্বয়ং শ্রেণীজনাদিকম্। অথো-

---

লীলান্তঃপাতী পরম পাল্য পরিকরবর্গ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলান্তঃপাতী পরমপাল্যগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন; অন্যত্র (শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত পরমপাল্যগণের নিকট) শ্রীমন্নরাকার যাহাতে প্রধান এমন পরমেশ্বরাকার * আলম্বন। শ্রীমদুদ্ধবাদি আশ্রিত ভক্তগণের পরম-মধুর প্রভাব শ্রীমন্নরাকারই আলম্বন।

সেই পাল্যগণ দ্বিবিধ—প্রপঞ্চকার্য্য (জগৎকার্য্য)-অধিকারিগণ বহিরঙ্গ, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণচ্ছায়াই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহারা অন্তরঙ্গ। তন্মধ্যে ব্রহ্মাশিবাদি জগৎকার্য্যাধিকারী হইলেও ভক্তিবিশেষ বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারাও অন্তরঙ্গই বটেন। অন্তরঙ্গপাল্যগণ ত্রিবিধ—সাধারণ জন, শ্রীযদুপুরবাসী ও শ্রীমদ্ব্রজপুরবাসী। জরাসন্ধবন্ধরাজগণ ও কোন কোন মুনি সাধারণ পাল্য। শেষোক্ত দ্বিবিধ পাল্য শ্রীযদুপুরবাসী ও শ্রীব্রজবাসী অনুগতজনাদি। (১)

---

* শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথে নরাকারেরই প্রাধান্য—তাঁহার সমুদয় অবয়বই মনুষ্যোচিত, কেবল ঈশ্বরত্বসূচক চারিটী বাহু আছে।

(১) শ্রেণীজন শব্দ মূলে আছে। শ্রেণী—দল। যে সকল লোক দলে থাকে অর্থাৎ অনুগত, তাহারাই শ্রেণীজন।

দ্দীপনেষু গুণাঃ। তত্র পরমেশ্বরাকারাবলম্বনানাং ভগবত্ত্বম্ অবতারাবলীবীজত্বম্ আত্মারামাকর্ষিত্বং পূতনাদীনামপি তদ্বেশানুকরণেন মহাভক্তভাবদাতৃত্বং পরমাত্মত্বম্ অনন্তব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়ৈকরোমবিবরাংশত্বমিত্যাদয়ো বক্ষ্যমাণমিশ্রাঃ। শ্রীমন্নরাকারাবলম্বনানাং কৃপাম্বুধিত্বম্ আশ্রিতপালকত্বম্ অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং পরমারাধ্যত্বং সর্বজ্ঞত্বং সুদৃঢ়ব্রতত্বং সমৃদ্ধিমত্ত্বং ক্ষমাশীলত্বং দাক্ষিণ্যং সত্যং দাক্ষ্যং সর্বশুভঙ্করত্বং প্রতাপিত্বং ধার্মিকত্বং শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্বং ভক্তসুহৃত্ত্বং বদান্যত্বং তেজঃ কীর্ত্তিঃ ওজঃ সহো বলানি প্রেমবশ্যত্বাদয়শ্চ। অথ জাতয়ঃ।

ভক্তিময় রসের উদ্দীপন-সমূহ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ উদ্দীপন কথিত হইতেছে, [ভক্তিময় রসে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরাকারে ও শ্রীমন্নরাকারে এই দুইরূপে আলম্বন হইয়া থাকেন।] তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরাকারে যাঁহাদের প্রীতির আলম্বন, তাঁহাদের নিকট ভগবত্ত্ব, অবতারাবলী-বীজত্ব, আত্মারামাকর্ষিত্ব, পূতনাদিরও ভক্তবেশানুকরণে মহাভক্তভাব-দাতৃত্ব, পরমাত্মত্ব, অংশ-রূপেই (১) কেবল রোমকূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়-প্রদত্ব প্রভৃতি গুণসকল নিম্নলিখিত গুণসকলের সহিত মিশ্রভাবে উদ্দীপন হইয়া থাকে; আর শ্রীমন্নরাকার যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট কৃপাম্বুধিত্ব, আশ্রিতপালকত্ব, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, পরমারাধ্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সুদৃঢ়-ব্রতত্ব, সমৃদ্ধিমত্ত্ব, ক্ষমাশীলত্ব, দাক্ষিণ্য, সত্য, দাক্ষ্য, সর্ব্বশুভঙ্করত্ব, প্রতাপিত্ব, ধার্ম্মিকত্ব, শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্ব, ভক্তসুহৃত্ত্ব, বদান্যত্ব, তেজঃ, কীর্ত্তি, ওজঃ, বল-সমূহ, প্রেমবশ্যত্ব প্রভৃতি।

জাতিরূপ উদ্দীপন—[পূর্ব্বে ১৫০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে,

---

(১) মহাবিষ্ণুর রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলা।

পূর্বেষাং তত্তদনুকারিতয়া প্রতীতা গোপত্বাদয়ঃ তৎস্মারকাঃ শ্যামত্বাদয়শ্চ। উত্তরেষাং তত্তচ্ছ্রেষ্ঠত্বেনৈব প্রতীতাস্তে উভয়ে। অথ ক্রিয়াঃ। পূর্বেষাং সৃষ্টিস্থিত্যাদিকৃতো বিশ্বরূপদর্শনাদ্যাঃ বক্ষ্যমাণমিশ্রঃ। উত্তরেষাং পরপক্ষনিবর্হণস্বপক্ষপালনসানুগ্রহা

শ্রীকৃষ্ণের জাতিরূপ উদ্দীপন দ্বিবিধ—তাঁহার গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি এবং শ্যামকিশোরত্বাদি।] শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরাকার যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট গোপত্বাদির অনুকারিরূপে শ্রীকৃষ্ণের গোপত্বাদি এবং তাঁহার স্মৃতিকারক শ্যামত্বাদি জাতিরূপ উদ্দীপন হইয়া থাকে। আর শ্রীমন্নরাকার শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার গোপাদি-শ্রেষ্ঠত্ব ও কিশোর-শেখরত্বাদি জাতিরূপ উদ্দীপন হইয়া থাকে।

[**বিবৃতি**—দাস্য-রসের ভক্তগণ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর-রূপে, কেহ তাঁহাকে অপ্রাকৃত নররূপে প্রীতি করেন। যাঁহারা তাঁহাকে পরমেশ্বররূপে প্রতীতি করেন, তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ জাতিতে গোপ (বৃন্দাবনে) ও ক্ষত্রিয় (মথুরা-দ্বারকায়)-রূপে প্রতীত হইলেও তিনি বাস্তবিক পরমেশ্বর, গোপাদি জাতির অনুকরণ করেন মাত্র। আর তাঁহার যে শ্যামরূপ, তাহা তাঁহার পরমেশ্বরত্ব স্মরণ করাইতেছে; কেননা, শ্রীনারায়ণাদি তাদৃশ শ্যামরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে অপ্রাকৃত মানুষরূপে প্রীতি করেন, তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপশ্রেষ্ঠ কিম্বা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল কিশোরগণ মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।]

অনুবাদ—ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে যাঁহা-দের আলম্বন, তাঁহাদের নিকট সৃষ্টিস্থিত্যাদি-কর্তার নিম্নলিখিত ক্রিয়া-সমূহ-মিশ্র বিশ্বরূপ-দর্শনাদি ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন। যাঁহাদের

বলোকনাদ্যাঃ। অথ দ্রব্যাণি। তদীয়াস্ত্রবাদিত্রভূষণস্থানপদাঙ্কভক্তাদীনি। তানি চ পূর্বেষামলৌকিকতয়ৈব স্পষ্টানি। উত্তরেষাঞ্চ তান্যেব লৌকিকত্বেঽপি অলৌকিকায়মানতয়ৈব দর্শিতপ্রভাবানি। অথ কালাশ্চোভয়ত্র তজ্জন্মতদ্বিজয়াদিসম্বন্ধিন ইতি। অথানুভাবাঃ। তৎসম্বন্ধেনৈব বসতিস্তৎপ্রভাবাদিময়গুণনামকীর্ত্তনমিত্যাদয়ঃ। তথা পূর্বোক্তা অপি। অথ সঞ্চারিণঃ। তত্র যোগে হর্ষগর্বধৃতয়ঃ। অযোগে ক্লমব্যাধী। উভয়ত্র নির্বেদশঙ্কা

শ্রীমন্নরাকার আলম্বন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পরপক্ষদলন, স্বপক্ষপালন, সদয়াবলোকনাদি ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন হইয়া থাকে।

দ্রব্যরূপ উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গধনু), বাদিত্র (বংশী ও শৃঙ্গ), ভূষণ, স্থান, পদাঙ্ক, ভক্ত প্রভৃতি। যাঁহাদের পরমেশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন, তাঁহাদের নিকট এ সকল অলৌকিকরূপে, আর যাঁহাদের শ্রীমন্নরাকার আলম্বন তাঁহাদের নিকট এ সকল লৌকিক হইলেও অলৌকিকের মতই প্রভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। কালরূপ উদ্দীপন—উভয়ের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তাঁহার বিজয়াদি সম্বন্ধীয় কাল।

অনুভাব—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ লইয়া বসতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবাদিময় গুণ-নামকীর্ত্তন প্রভৃতি। পূর্ব্বে শান্ত-রসের যে সকল অনুভাব কথিত হইয়াছে, সে সকলও এই ভক্তিময় রসের অনুভাব হইয়া থাকে।

সঞ্চারী—যোগে—হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৃতি ; অযোগে (বিচ্ছেদকালে) ক্লম (ক্লান্তি) ও ব্যাধি। যোগ অযোগ উভয়াবস্থায় নির্ব্বেদ, শঙ্কা, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ব্রীড়া, মতি প্রভৃতি ; মৃতিও উভয়াবস্থায় সঞ্চারী ভাব হইতে পারে। [বিয়োগে মৃতি — সঞ্চারী

বিষাদদৈন্যচিন্তাস্মৃতিব্রীড়ামত্যাদয়ঃ মৃতিশ্চ। সা যোগেঽপি যথা শ্রীভীষ্মান্তিমচরিতে—বিশুদ্ধয়া ধারণয়েত্যাদি॥ ২০৩॥

এবং তত্র যুধি তুরগরজ ইত্যাদৌ মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্য-

আবির্ভাবের সম্ভাবনা করা যায়, যোগে কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন—] যোগেও শ্রীভীষ্মের অন্তিমচরিতে স্মৃতি সঞ্চারীর আবির্ভাব দেখা যায়। যথা,—

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভস্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ।
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমস্তুষ্টাবজন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনম্॥

শ্রীভা, ১।৯।২৮

"বিশুদ্ধ ধারণা দ্বারা ভীষ্মদেবের সমুদয় অমঙ্গল বিনষ্ট হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টিপাতে তাঁহার অস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনা উপশম প্রাপ্ত হইল। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম নিবৃত্ত হইল। অনন্তর দেহত্যাগাভিলাষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।"

[এই শ্লোকে যোগে—শ্রীকৃষ্ণ-সম্মিলনে শ্রীভীষ্মদেবের স্মৃতি নামক সঞ্চারী বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু, তিনি দেহত্যাগের জন্য স্তব করিয়াছিলেন এই কথা বর্ণিত হইয়াছে।]২০৩॥

এই ভীষ্ম-স্তবের—

যুধি তুরগ-রজোবিধূম্র-বিশ্বক্ কচ-লুলিত শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচিবিলসৎ কবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥

শ্রীভা, ১।৯।৩৯

"যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরবর্ণ কুন্তলে এবং শ্রম-জনিত স্বেদবিন্দুতে যাঁহার মুখ অলঙ্কৃত হইয়াছিল, আমার তীক্ষ্ণ শরে যাঁহার ত্বক্ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং কবচ (বর্ম্ম—যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অঙ্গাবরণ-বিশেষ) ত্রুটিত হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণে

মানত্বচীত্যনেনৈব স্বাপরাধদ্যোতকবাক্যে দৈন্যমুদাহার্য্যম্। শিতবিশিখহত ইত্যাদিকেঽপি ॥ ১ ॥ ৯ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২০৩ ॥

অথ স্থায়ী চাশ্রয়ভক্ত্যাখ্যঃ। যথা—ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা। ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥ ২০৪ ॥

আমার রতি হউক।" এই শ্লোকের "আমার তীক্ষ্ণশরে" ইত্যাদি শ্রীভীষ্মদেবের নিজাপরাধ-সূচক বাক্যে দৈন্য-সঞ্চারীর উদাহরণ দেখা যায়। অর্থাৎ এস্থলে ভীষ্মদেবের অভিপ্রায়—আমার দৌরাত্ম্য দেখ! আমি শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছি; আমার মত অপরাধী আর নাই!! এইরূপে তাহার দৈন্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

তারপর শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন—

শিতবিশিখহতোবিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥
শ্রীভা, ১।৯।৩৫

"যাঁহার অঙ্গে আমি তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করিয়াছিলাম, তাহাতে যাঁহার কবচ ছিন্ন হইয়াছিল, যাঁহার অঙ্গ রক্ত-প্লাবিত (যুদ্ধক্ষেত্রে যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা হইতে উত্থিত রক্তবিন্দু-মণ্ডিত), যিনি আমাকে বধ করিবার জন্য আততায়ী-আমার প্রতি বলপূর্ব্বক অভিসার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান মুকুন্দ আমার গতি হউন।" এই শ্লোকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈন্য-সঞ্চারী-ভাবোদ্গম বর্ণিত হইয়াছে ॥২০৩॥

আশ্রয়-ভক্তিময়-রসে স্থায়ী ভাব—আশ্রয়-ভক্তি-নামক ভগবৎ-প্রীতি। যথা,—দ্বারকা-প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে বিশ্ব-ভাবন! আপনি আমাদের মঙ্গলের হেতু, আপনিই আমাদের মাতা, সুহৃৎ, পতি, পিতা, সদ্‌গুরু, পরমদেবতা। আপনার অনুগমন

অত্র বিভাবোদ্ভাস্বরানুভাববৈশিষ্ট্যেনৈব সাত্ত্বিকাদীনামপি লব্ধত্বাৎ তৎসম্বলনচমৎকারাত্মকরসোদাহরণমপি জ্ঞেয়ম্। যথোক্তম্—সদ্ভাবশ্চেদ্বিভাবাদের্দ্বয়োরেকস্য বা ভবেৎ। ঝটিত্যন্য-সমাক্ষেপাত্তদা দোষো ন বিদ্যতে। অত্র সমাক্ষেপশ্চ প্রকরণ-বশাদিতি ॥ ১ ॥ ১১ ॥ দ্বারকাপ্রজাঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২০৪ ॥

আশ্রয়ভক্তিময়ো রসো দ্বিবিধঃ; অযোগাত্মকো যোগাত্মকশ্চ। অযোগো দ্বিবিধঃ; প্রথমাপ্রাপ্তির্বিয়োগশ্চ। যোগশ্চ দ্বিবিধঃ; ক্রমেণ দ্বিবিধাযোগানন্তরজঃ, সিদ্ধিস্তুষ্টিশ্চেতি। তত্র প্রথমা-প্রাপ্ত্যাত্মকমযোগমাহ—ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥ ২০৫ ॥

করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রীভা, ১।১১।৬ [মাতা প্রভৃতিই জীবের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এস্থলে তত্তদ্রূপে ভক্তি প্রকাশ করায়, ইঁহাদের ভক্তি আশ্রয়-ভক্তি-নামে অভিহিতা।] ॥২০৪॥

অযোগাত্মক ও যোগাত্মক ভেদে আশ্রয়-ভক্তি-ময়রস দ্বিবিধ। অযোগ আবার দ্বিবিধ; প্রথম অপ্রাপ্তি ও বিয়োগ। যোগও দ্বিবিধ; দ্বিবিধ অযোগের শেষে ক্রমশঃ দ্বিবিধ যোগ জন্মে; সেই যোগদ্বয় সিদ্ধি ও তুষ্টি নামে খ্যাত। [প্রথম অপ্রাপ্তির পর যে যোগ, তাহার নাম সিদ্ধি; আর বিয়োগের পর যে যোগ তাহার নাম তুষ্টি।]

তন্মধ্যে প্রথমাপ্রাপ্ত্যাত্মক অযোগ,—(যে সকল রাজা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বন্ধী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দূত দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন—)

"জরাসন্ধ-সংরুদ্ধ রাজগণ এইরূপে আপনার দর্শনাভিলাষে ভবদীয় পাদমূলের শরণাপন্ন হইয়াছে; সেই শরণাগত জনগণের কল্যাণ বিধান করুন।" শ্রীভা, ১০।৭।২৫॥২০৫॥

অত্র ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণ ইত্যনেন তদ্দর্শনার্থৈব বন্ধমুমুক্ষাপি বিজ্ঞাপিতা। ততঃ স্থায়ী দর্শিতঃ। পাদমূলমালম্বনম্। সংরোধো বিরোধমুখেনোদ্দীপনঃ। প্রপত্তিরুদ্ভাস্বরঃ। ঔৎসুক্যং দৈন্যঞ্চ সঞ্চারিণৌ। তাভ্যাং সাত্ত্বিকাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥ ১০ ॥ ৭০ ॥ রাজদূতঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২০৫ ॥

এস্থলে "আপনার দর্শনাভিলাষে ভবদীয় পাদমূলের শরণাপন্ন"—এই উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনের নিমিত্তই রাজগণের বন্ধন মোচনের ইচ্ছা, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহাতে রাজগণের শ্রীকৃষ্ণে স্থায়িভাব (প্রীতি) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল, আলম্বন। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সংরোধ এস্থলে বিরোধ-মুখে (প্রতিকূলতা দ্বারা) উদ্দীপন। শরণাগতি উদ্ভাস্বর। ঔৎসুক্য ও দৈন্য—সঞ্চারী। তদুভয় দ্বারা সাত্ত্বিকাদিও জানিতে হইবে।

[**বিবৃতি**—জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ যদি কেবল তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে এস্থলে আশ্রয়-ভক্তিরস-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ছিলনা; কারণ, যে কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ স্থায়ী ভাব রসরূপে পরিণত হয়, এস্থলে তাহার অভাব অনুমানের অবকাশ ছিল; কেননা, কোন সমর্থজনের প্রতি প্রীতি না থাকিলেও বিপত্তিত্রাণের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইবার রীতি দেখা যায়। সেই রাজগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষেই মুক্তি ইচ্ছা করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি সূচিত হইয়াছে। এই-রূপে স্থায়িভাবের সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহার রসতা নির্ব্বাহের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলাদিকে আলম্বনাদিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।]

॥২০৫॥

এতদনন্তরং সিদ্ধ্যাখ্যং যোগং তেষামেবাহ—দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্। শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুমিত্যারভ্য পিবন্ত ইব নেত্রাভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া। জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রমন্ত ইব বাহুভিঃ। প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্দ্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ। কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ। প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ॥ ২০৬॥

অনুবাদ—এস্থলে প্রথম অপ্রাপ্ত্যাত্মক অযোগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যে সিদ্ধাখ্য যোগ ঘটে, তাহা সেই রাজগণ সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে—[যাঁহারা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পর্ব্বতগহ্বরে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, জরাসন্ধ-বধের পর তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া দেখিলেন—]

"শ্রীকৃষ্ণ ঘনশ্যাম, তাঁহার পরিধানে পীত কৌষেয় বসন, তিনি শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত, চতুর্ভুজ, পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ নয়ন-বিশিষ্ট, প্রসন্ন বদন, স্ফূর্ত্তিশীল মকর-কুণ্ডলে শোভমান, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, কিরীটহারবলয়-মেখলাদি-বিশিষ্ট। তাঁহার গ্রীবাতে দীপ্তিমান কৌস্তুভমণি এবং কণ্ঠদেশে বনমালা লম্বিত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহারা চক্ষু দ্বারা যেন পান করিতে লাগিলেন, জিহ্বা দ্বারা যেন লেহন করিতে লাগিলেন, নাসাদ্বয় দ্বারা যেন আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং বাহুসকল দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনে তাঁহাদের কারাবাস-জনিত দুঃখ দূর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপত্তি হইতে তাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা মস্তক দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক অঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বাক্য দ্বারা হৃষীকেশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৭৩।২-৫॥২০৬॥

পিবন্ত ইত্যাদাবিবশব্দ উৎপ্রেক্ষায়াম্। তদদ্ভুতরূপদর্শনেন চক্ষুষোরত্যন্তবিস্ফারণাৎ পিবন্ত ইবেত্যুক্তম্। এবং তদীয়মধুরগন্ধজাতচরণারবিন্দলেহনলোভাৎ পুনঃ পুনর্যা জৃম্ভা জাতা তল্লিঙ্গেন তচ্চরণারবিন্দং লিহন্ত ইবেত্যুক্তম্। অতএব জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যামিতি। নাসাপুটফুল্লতালিঙ্গেন তস্য সর্বাঙ্গমেব যুগপজ্জিঘ্রন্ত ইবেত্যুক্তম্। তদর্থমিব তদ্বিস্তারণং কৃতমিত্যর্থঃ। তথাপি ভক্তত্বাত্তচ্চরণস্যৈবাবলেহেচ্ছা যুক্তেতি তথা ব্যাখ্যাতম্। এবমুত্তরত্রাপি। পরমাবেশকৃতবাহুচালনলিঙ্গেন তচ্চরণারবিন্দং

চক্ষুদ্বারা যেন পান করিতে লাগিলেন। এ স্থলে 'যেন' শব্দ উৎপ্রেক্ষায় প্রযুক্ত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতরূপ দর্শন করিয়া রাজগণের চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত বিস্ফারিত হইয়াছিল, সেই হেতু যেন পান করিতে লাগিলেন—এইরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রকার তাঁহার মধুরগন্ধ হইতে চরণকমল-লেহন-লোভ জন্মিয়াছিল, তাহা হইতে (মধুরগন্ধ হইতে) পুনঃ পুনঃ যে জৃম্ভা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই চিহ্ন দ্বারা তাঁহার চরণকমল যেন লেহন করিতে লাগিলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব নাসাদ্বয় দ্বারা যেন আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন—নাসাপুটের ফুল্লতা-লক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গই যেন যুগপৎ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন—এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য—তদীয় সর্ব্বাঙ্গ যুগপৎ আঘ্রাণ করিবার জন্যই যেন নাসাপুট বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও (সর্ব্বাঙ্গাস্বাদনের লোভ জন্মিলেও) রাজগণ ভক্ত (দাস্যভাব-সম্পন্ন) বলিয়া, তাঁহাদের পক্ষে তদীয় চরণাবলেহন-ইচ্ছাই সঙ্গতা হয়, এই হেতু তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। এই প্রকার আঘ্রাণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। পরমাবেশভরে তাঁহারা যে বাহু চালনা করিয়াছিলেন, সেই চিহ্নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ

শ্লিষ্যন্ত ইবাপীতি সর্ব্বথা তদাবেশ এব তাৎপর্য্যম্ ॥ ১০ ॥ ২৭৩ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ২০৬ ॥

অথ বিয়োগঃ। যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসারেত্যাদৌ শ্রীদ্বারকা-প্রজাবাক্যে তাসাং প্রভাবো ব্যক্তঃ। শ্রীব্রজপ্রজানাঞ্চ যদুপতি-র্দ্বিরদরাজবিহার ইত্যাদৌ মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপমিত্যনেন

যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পরমাবেশ সূচিত হইতেছিল, এ স্থলে ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২০৬ ॥

অনন্তর বিয়োগ বর্ণিত হইতেছে। শ্রীদ্বারকা-প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে কমলনয়ন! আপনি সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে যখন হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, তখন আপনার অদর্শনে সূর্য্যের অভাবে নয়নের আন্ধ্যের মত আমাদের ক্ষণকালও কোটিবৎসরের মত (দীর্ঘ-দুঃসহ-দুঃখময়) হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১।১১।৮ এই বাক্যে শ্রীদ্বারকা-প্রজাগণের প্রভাব * ব্যক্ত হইয়াছে।

যদুপতির্দ্বিরদরাজ-বিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিত বক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপং ॥

শ্রীভা, ১০।৩৫।১৩

"এই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহার গতি গজরাজের মত, যাঁহার মুখ প্রফুল্ল, তিনি ব্রজ-গো-সকলের দুরন্ত দিনতাপ মোচনের নিমিত্ত যামিনীপতি চন্দ্রের মত আসিতেছেন।" এই শ্লোকে শ্রীব্রজ-

---

* প্রভাব—এ স্থলে বিয়োগ-দুঃখের ক্ষমতা,—যাহাতে ক্ষণকাল কোটি বৎসরের মত মনে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দ্বারকা-প্রজাগণের কৃষ্ণপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সূচিতঃ। ব্রজ এব তিষ্ঠতাং বৃদ্ধবালগবামপি কিমুত মনুষ্যাণামিত্যর্থঃ। অথ তদনন্তরজং তুষ্ট্যাখ্যং যোগং দ্বারকাপ্রজানামাহ—আনর্ত্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্। দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিবেত্যাদি ॥ ২০৭ ॥

ইবেতি বাক্যালঙ্কারে ॥ ১ ॥১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২০৭ ॥

শ্রীব্রজপ্রজানামপি মোচয়ন্নিত্যাদিনৈব ব্যক্তঃ। তথা ব্রজবন-

প্রজাগণের বিয়োগ সূচিত হইয়াছে। যে সকল বৃদ্ধ গো এবং নিতান্ত শিশুবৎসকে শ্রীকৃষ্ণ চরাইতে নেন নাই, সে সকলেরই গোচারণ-কালে বিয়োগ-দুঃখ সম্ভব হয়। অন্য গো-সকল শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই বিচরণ করিতেছিল বলিয়া তৎকালে সে সকলের বিয়োগ-দুঃখ ছিল না; দিনান্তে ব্রজ-গো-সকলের দুঃখ মোচনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন বলায় যে সকল বৃদ্ধ ও শিশু গো গোচারণে যাইতে অসমর্থ—সে সকলের কথাই বলা হইয়াছে। গো-সকলেরই যদি শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে সন্তাপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে ব্রজস্থিত মনুষ্যগণের (যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে গমন করেন নাই, তাঁহাদের) যে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে নিতান্ত দুঃখ জন্মিয়াছিল, এ কথা বলা বাহুল্য।

অতঃপর বিয়োগ-শেষে সঞ্জাত তুষ্টি-নামক যোগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—"শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত-নামক সমৃদ্ধিশালী স্বীয় জনপদে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন, তাহাতে তদ্দেশবাসী জনগণের বিষাদ যেন উপশম প্রাপ্ত হইল। শ্রীভা, ১।১১।১॥২০৭॥

শ্লোকের "যেন" (মূলের ইব) অব্যয়টি বাক্যালঙ্কার; [উপমাবাচক নহে।] ॥২০৭॥

শ্রীব্রজপ্রজাগণেরও তুষ্টি-নামক যোগ পূর্ব্বোদ্ধৃত (২০৫ অনুচ্ছেদে) যদুপতি ইত্যাদি শ্লোকের "ব্রজ-গো-সকলের দুঃখ

স্থিতানামপি শ্রীব্রজদেবীবাক্যৈঃ বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিমিত্যাদিভিঃ, হন্ত চিত্রমবলা শৃণুতেদমিত্যাদিভিশ্চ জ্ঞেয়ঃ। অথ দাস্যভক্তিময়ো রসঃ। তত্রালম্বনঃ, প্রভুত্বেন স্ফুরন্ দাস্যভক্ত্যা-

দিনতাপ মোচন করিবার জন্য যামিনীপতি চন্দ্রের মত আসিতেছেন,"—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজবনস্থিত প্রাণিগণেরও তদ্রূপ যোগ শ্রীব্রজদেবীগণের বাক্য—বৃন্দাবনং সখিভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং ইত্যাদি এবং হন্তচিত্রমবলাশৃণুত ইত্যাদি শ্লোক-দ্বারা (১) জানা যায়।

দাস্যভক্তিময়রস।

অনন্তর দাস্যভক্তিময়রস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন প্রভুরূপে স্ফূর্ত্তিমান্ দাস্যভক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। তাহার আধার

(১) বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকী-সুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূর নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রি সান্বপরতান্য সমস্ত সত্ত্বং॥
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্র বেশং।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

* * * *

প্রায়োবতাম্বমুনয়ো বিহগাবনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

শ্রীভা, ১০।২১।১০—১১, ১৪

কোন কোন গোপী কহিলেন, হে সখি! বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার

শ্রেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তদাধারাঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাগতস্বোৎকৃষ্টতদীয়ভৃত্যাশ্চ। শ্রীকৃষ্ণ ইহ পরমেশ্বরাকারঃ শ্রীমন্নরাকারশ্চেতি দ্বিবিধঃ পূর্ব্বোক্তা-

---

শ্রীকৃষ্ণলীলাগত নিজগুণে গরীয়ান্ তাঁহার ভৃত্যবর্গ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরাকার ও শ্রীমন্নরাকার-ভেদে পূর্ব্ব বর্ণিত দ্বিবিধ

করিতেছে; কারণ, দেবকী-নন্দনের চরণ-কমল দ্বারা ইহার শোভাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই বৃন্দাবনে গোবিন্দের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা ময়ূরসকল নৃত্য করে এবং পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত সমস্ত প্রাণী নিষ্ক্রিয়াবস্থায় রহিয়াছে।

হরিণীগণ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা ধন্য। যেহেতু, তাহারা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পতি কৃষ্ণসারের সহিত বিচিত্র-বেশধারী নন্দ-নন্দনকে সপ্রণয় দৃষ্টি দ্বারা পূজা করে।

* * * *

ওমা, কি আশ্চর্য্য! এই বনে যে পক্ষিগণ আছে, তাহারা মুনি হইবার যোগ্য; যেহেতু, যাহাতে কৃষ্ণদর্শন ঘটে, তেমনভাবে মনোহর প্রবালশালী তরুশাখায় আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাদিত বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। অনির্ব্বচনীয় সুখোদয়ে তাহাদের নয়ন নিমীলিত হইয়াছে; তাহাদের কোন শব্দ নাই।

হন্তচিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হিকূজিতবেণুঃ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষামৃগ গাবো বেণুঃ বাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্॥

শ্রীভা, ১০।৩৫।৩

হে অবলাগণ! আরও অশ্চর্য্য গুণ, সেই নন্দ-নন্দন যাঁহার হাস্য হারবৎ বিশদ, যাঁহার বক্ষঃস্থলে স্থির বিদ্যুতের তুল্য লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা, যিনি আর্ত্তজন গণের নর্ম্মদ, তিনি যখন বংশীবাদ্য করেন, তখন ব্রজস্থিত গাভী-বৃষ ও মৃগসকলের চিত্ত সেই বাদ্যে অপহৃত হয়। সে সকল পশু দন্ত দ্বারা তৃণগ্রাস ধরিয়া উর্দ্ধ্ব কর্ণে নিদ্রিত বা চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করে।

বির্ভাব এব। তদ্‌ভৃত্যাশ্চ তদনুশীলত্বেন দ্বিবিধাঃ। পুনস্তে চ ত্রিবিধাঃ; অঙ্গসেবকাঃ পার্ষদাঃ প্রেষ্যাশ্চ। তত্রাঙ্গসেবকা অঙ্গাভ্যঞ্জকতাম্বূলবস্ত্রগন্ধসমর্পকাদয়ঃ। পার্ষদা মন্ত্রিসারথিসেনাধ্যক্ষধর্মাধ্যক্ষদেশাধ্যক্ষাদয়ঃ। বিদ্যাচাতুর্য্যেণ সভারঞ্জকাশ্চ। পুরোহিতস্য প্রাধান্যাৎ গুরুবর্গান্তঃপাত এব। পার্ষদত্বমপ্যংশেন। প্রেষ্যাঃ সাদিপদাতিশিল্পিপ্রভৃতয়ঃ। এতে চ যথাপূর্ব্বং প্রায়ঃ প্রিয়তরাঃ। শ্রীমদুদ্ধবদারুকপ্রভৃতীনান্ত্বঙ্গসেবাদিবৈশিষ্ট্যমপ্যস্তীতি সর্ব-

---

আবির্ভাব আলম্বন অর্থাৎ পূর্ব্বে পরমেশ্বরাকার ও শ্রীমন্নরাকার ভেদে যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে; দাস্য-ভক্তিরসে তদুভয়ই আলম্বন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ পরমেশ্বরাকার ও শ্রীমন্নরাকারে এই দ্বিবিধ রূপেরই অনুশীলন করেন বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ কেহ পরমেশ্বরাকারের সেবা করেন, কেহ শ্রীমন্নরাকারের সেবা করেন, এইরূপে ভৃত্যবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত। আবার অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য-ভেদে ভৃত্যবর্গ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে অঙ্গসেবক—অঙ্গাভ্যঞ্জক (অঙ্গমর্দ্দন কারী) তাম্বূলঅর্পণকারী, বস্ত্রঅর্পণকারী, গন্ধসমর্পণকারী ভেদে বহুবিধ। পার্ষদ—মন্ত্রী, সারথী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারক), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি। বিদ্যাচাতুর্য্য দ্বারা সভারঞ্জকও (ভাট প্রভৃতি) পার্ষদ। শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন পুরোহিতগণ গুরুবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে আংশিক পার্ষদত্ব বর্ত্তমান আছে। সাদি, (১) পদাতি, শিল্পি প্রভৃতি প্রেষ্য। ইহারা প্রায়ই যথাপূর্ব্বা প্রিয়তর। অর্থাৎ অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য এই ত্রিবিধ ভৃত্যবর্গের মধ্যে প্রেষ্য হইতে পার্ষদ প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্গসেবক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম। শ্রীউদ্ধব (মন্ত্রী), দারুক (সারথী) প্রভৃতি পার্ষদ। পার্ষদ হইলেও

---

(১) সাদি—অশ্বারোহী সৈন্য।

তোঽপ্যাধিক্যম্। তত্রাপি শ্রীমদুদ্ধবস্য বহুশোঽপি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখেত্যাদ্যুক্তেঃ। অথোদ্দীপনাঃ পূর্ব্বোক্তা এব। তত্র বিশেষতোঽঙ্গসেবকেষু গুণাঃ সৌন্দর্য্যসৌকুমার্য্যাদয়ঃ। ক্রিয়াঃ শয়নভোজনাদিকাঃ। দ্রব্যাণি তৎসেবোপযোগ্যানি তদুচ্ছিষ্টানি চ। পার্ষদেষু গুণাঃ প্রভুত্বাদয়ঃ। প্রেষ্যেষু প্রতাপাদয় ইত্যাদি। অথানুভাবাঃ প্রায়ঃ পূর্ব্বোক্তা এব। তথা যোগে স্বস্বকর্ম্মণি তাৎপর্য্যম্। যৎ খলু সেবাসময়ে কম্পস্তম্ভাদ্যুদ্ভবমপি বিলাপয়তি।

ইঁহাদের অঙ্গসেবাদি বৈশিষ্ট্যও আছে; এই হেতু ভৃত্যবর্গের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যেও আবার শ্রীউদ্ধবেরই সর্ব্বাধিক্য; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা" ইত্যাদি বহুবার বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উদ্দীপন-সকলই দাস্য-ভক্তিময়রসের উদ্দীপন, অর্থাৎ পূর্ব্বে আশ্রয়-ভক্তিরসে গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও কালরূপ যে সকল উদ্দীপনের কথা বলা হইয়াছে, ইহাতেও সে সকলই উদ্দীপন। তন্মধ্যে অঙ্গ-সেবকগণে বিশেষতর গুণ - সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি, ক্রিয়া শয়ন-ভোজন প্রভৃতি, দ্রব্য—তাহার সেবাযোগ্য বস্তু ও তাঁহার উচ্ছিষ্ঠ প্রভৃতি আর পার্ষদগণে প্রভুত্বাদি গুণ এবং প্রেষ্যগণে প্রতাপাদি গুণ উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অনুভাব—প্রায় পূর্ব্বোক্ত অনুভাব সকলই দাস্য-ভক্তিময়রসের অনুভাব অর্থাৎ পূর্ব্বে আশ্রয়ভক্তিরসে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধেই বসতি এবং তদীয় প্রভাবাদিময় গুণ নামকীর্ত্তন প্রভৃতি যে সকল অনুভাব কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সে সকলই অনুভাব। তদ্রূপ যোগাবস্থায় (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতাবস্থায়) দাসগণের নিজ নিজ কর্ম্মে তৎপরতাও এই রসের অনুভাব। সেই তৎপরতা এমনই যে, সেবা-সময়ে কম্প, স্তম্ভাদির উদ্গম হইলে (সেবার বিঘ্ন ঘটিবে ভাবিয়া)

তত্তৎকর্ম্মতাৎপর্য্যং হি তস্যাসাধারণো ধর্ম্মঃ কম্পাদিস্তু সর্বসাধারণস্ততঃ পূর্বস্যৈব বলবত্ত্বমিতি। এবমন্যত্রাপি রসে যথাযথমুন্নেয়ম্। অথাযোগেঽপি স্বস্বকর্ম্মানুসন্ধানং তদর্চ্চাস্বপি তত্তৎকৃতিরেব বা। অথ সঞ্চারিণোঽপি প্রাগুক্তা এব। অথ স্থায়ী চ দাস্যভক্ত্যাখ্যঃ। স চাক্রূরাদীনামৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানঃ। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং তত্তৎসদ্ভাবেঽপি মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধানঃ। শ্রীব্রজস্থানান্তু মাধুর্য্যৈকময় এব। অথাপ্যেষাং প্রীতের্ভক্তিত্বং শ্রীগোপরাজকুমারপরমগুণপ্রভাবত্বাদিনৈবা-

---

ভৃত্যগণ অনুশোচনা প্রকাশ করেন। অঙ্গসেবাদি কর্ম্ম-তৎপরতা দাস্যভক্তিময় রসের অসাধারণ ধর্ম্ম; আর কম্পাদি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ সকল রসেরই অনুভাব; এইজন্য এস্থলে উক্ত কর্ম্ম-তৎপরতারই বলবত্তা। এইরূপ অন্যান্য রসেও যে রসের যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম সেই রসের অনুভাবরূপে তাহারই বলবত্তা দেখা যায়। অযোগেও নিজ নিজ কর্ম্মানুসন্ধান কিংবা তদীয় শ্রীমূর্ত্তিতেও সেই সেই (পরিচর্য্যাদি) কর্ম্মানুষ্ঠান দাস্য-ভক্তিময়রসের অনুভাব।

আশ্রয়-ভক্তিরসে যোগে হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি এবং অযোগে ক্লম ও ব্যাধি —এই যে পাঁচ প্রকার সঞ্চারিভাবের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, দাস্য ভক্তিময়রসের সে সকলই অনুভাব।

দাস্যভক্তি-নামক—প্রীতি ইহার স্থায়িভাব। তাহা অক্রূরাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান, আর শ্রীমদুদ্ধবাদির দাস্যভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের উক্ত স্থায়িভাব মাধুর্য্যজ্ঞান-প্রধান। শ্রীব্রজস্থ-ভৃত্যগণের দাস্যভক্তি নামক স্থায়িভাব—কেবল মাধুর্য্যময়। [ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাবে ভক্তি অর্থাৎ দাস্যভাবোদ্রেক অসম্ভব। শ্রীব্রজস্থ-ভৃত্যগণে যদি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ প্রভুবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রীতির ভক্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহাতে বলিতেছেন,

দরসম্ভাবাৎ। তত্রাক্রূরস্য দদর্শ রামং কৃষ্ণঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতাবিত্যাদিলীলায়ামনুভূততাদৃশমাধুর্য্যস্যাপি যমুনাহ্রদে দৃষ্টেন তদৈশ্বর্য্যবিশেষেণৈব চমৎকারপরিপোষাত্তৎপ্রধানত্বং ব্যক্তম্। শ্রীমদুদ্ধবস্য মাধুর্য্যপ্রধানত্বন্তু শ্রীগোকুলভাগ্যশ্লাঘায়াং স্ফুটমেব ব্যক্তম্। অতএব তাদৃশস্যাপি তস্যৈবং স্বেচ্ছাময়নরলীলামাধুর্য্যাবেশঃ স্মর্য্যমাণো মম তদ্বিয়োগখেদং বর্দ্ধয়তীতি ভগবদন্তর্দ্ধানানন্তরং

তাঁহাদের মাধুর্য্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] শ্রীব্রজরাজ-কুমার, পরম গুণবান্, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বর্ত্তমান থাকায়, শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণের প্রীতির ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীঅক্রূর "ব্রজে গোদোহনগত রাম-কৃষ্ণকে দেখিলেন" (১) ইত্যাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য অনুভব করিলেও যমুনা-হ্রদে (২) তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিশেষ দর্শন করিয়া তাহাতেই চমৎকারিতা পোষণ করিয়াছেন, এই হেতু শ্রীঅক্রূরের দাস্য-ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদুদ্ধবের মাধুর্য্যপ্রধানত্ব শ্রীগোকুলের ভাগ্যপ্রশংসায় ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তিনি মাধুর্য্য-জ্ঞানময় ব্রজবাসীর ভাগ্যপ্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মাধুর্য্য-জ্ঞানের প্রতি আদর দেখা যায়; ইহা হইতে শ্রীউদ্ধবে মাধুর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ (অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী) হইলেও, তাঁহার ঈদৃশ স্বেচ্ছাময় নরলীলা মাধুর্য্যাবেশ স্মৃতিপথগত হইয়া আমার (শ্রীউদ্ধবের) তদীয় বিচ্ছেদদুঃখ বর্দ্ধন করিতেছে।" এইরূপ কথা শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধানের পর তিনি

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৬৯ অনুচ্ছেদে পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীভা, ১০।৩৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বয়মাহ—মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে। ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্ফুটং পুরাদ্‌ব্যবাৎসোদ্‌যদনন্তবীর্য্য ইত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

অতএব শ্লাঘিতং যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকমিতি। অগ্রে পরমমধুরত্বেন তাং লীলামপি বর্ণয়তি—বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে। চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ। ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা। একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ

নিজেই বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ অজ (জন্মরহিত) হইলেও বসুদেবের গৃহে যে তাঁহার জন্মানুকরণ, অনন্তবীর্য্য হইয়া কংসভয়ে ভীতের মত ব্রজে গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান এবং কাল-যবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন—এ সকল ভাবিয়া আমার খেদ জন্মিতেছে।"

শ্রীভা, ৩।২।১৬

[শ্রীউদ্ধবের মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল বলিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সবিশেষ অবগত থাকিলেও, যখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা অপ্রকট করিলেন, তখন তিনি তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই এ স্থলে অভিপ্রেত হইয়াছে।] ॥২০৮॥

শ্রীউদ্ধবে মাধুর্য্যজ্ঞানের আতিশয্যনিবন্ধন তিনি যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং ইত্যাদি শ্লোকে (১) মাধুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। মাধুর্য্যের প্রশংসা করিবার পর, পরমমধুরত্ব হেতু ব্রজলীলাও বর্ণন করিয়াছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর সুখ-সম্পাদনাভিপ্রায়ে কংস-কারাগারে বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর কংসভয়ে ভীত পিতাকে নিমিত্ত করিয়া নন্দব্রজে গমন করেন। তথায় বলরামের সহিত একাদশ বৎসর

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৮০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সবলোহবসৎ। পরীতো বতসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ। যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কলিতাঙ্ঘ্রিপে। কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্। রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধবালসিংহাবলোকন ইত্যাদি॥ ২০৯॥

রুদন্নিব হসন্নিতি জনন্যাদ্যগ্রে কৌমারচেষ্টাবিশেষঃ॥ ৩॥ ২॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ॥ ২০৯॥

অথ শ্রীব্রজস্থানাং মাধুর্য্যজ্ঞানৈকময়ত্বমাহ—পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ। অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ২১০॥

মহাত্মনো মহাগুণগণগুণিতস্য। হতপাপ্মানো ন তু বয়মিব তাদৃশভাগ্যান্তরায়লক্ষণপাপ্মযুক্তা ইতি শ্রীশুকদেবস্য দৈন্যোক্তি-স্তৎস্পৃহাতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি॥ ১০॥ ১৫॥ শ্রীশুকঃ॥ ২১০॥

গূঢ়তেজাঃ হইয়া অর্থাৎ নিজ প্রভাব গোপন করিয়া অবস্থান করেন।

তিনি বৎসপাল ও গোপবালকগণের সহিত বৎসচারণ করিতে করিতে যমুনাতীরস্থ উপবনে—যথায় বৃক্ষসমূহের উপরি পক্ষিকুল কুজন করিত তথায়—ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসিগণের দর্শনায় কৌমারলীলা দেখাইতে দেখাইতে কখন কখন যেন রোদন করিতেন, তৎকালে তাঁহাকে মুগ্ধ বালসিংহের ন্যায় দেখাইত” ইত্যাদি।

শ্রীভা, ৩।২।২৫—২৮॥২০৯॥

শ্রীব্রজস্থিত ভৃত্যগণের একমাত্র মাধুর্য্যজ্ঞানময়ত্ব, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—কেহ কেহ সেই মহাত্মার পাদসম্বাহন করিলেন, অপর কোন কোন নিষ্পাপজন ব্যজনসমূহ দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন।”

শ্রীভা, ১০।১৫।১৫॥২১০॥

তথা, হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য ইত্যাদি ॥ ২১১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ২১১ ॥

তদেতদ্বিভাবাদি-স্থায্যন্ত-সম্বলনচমৎকারাত্মকো রসো জ্ঞেয়ঃ। স চ পূর্ব্ববৎ প্রথমাপ্রাপ্ত্যাত্মকো যথা—অপ্যদ্ধ বিষ্ণোর্ম্মনুজত্বমীয়ুষো

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—মহাত্মা—মহাগুণসমূহে গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তেমন শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ যাঁহারা তাঁহারা নিষ্পাপ। তাঁহারা তাদৃশ ভাগ্য লাভের অন্তরায়স্বরূপ যে সকল পাপ, সে সকল পাপযুক্ত আমাদের মত নহেন; ইহা শ্রীশুকদেবের দৈন্যোক্তি। তাহাতে অত্যন্ত সেবাভিলাষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য ইত্যাদি (১) শ্লোকেও তদ্রূপ শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণের একমাত্র মাধুর্য্যজ্ঞানময়ত্ব কথিত হইয়াছে ॥২১১॥

বিভাব হইতে স্থায়িভাব পর্য্যন্ত রসোপকরণ-সমূহের সম্মিলনে চমৎকারাত্মক রসোদয় জানিতে হইবে। পূর্ব্বে আশ্রয়-ভক্তির বর্ণনে যেমন অযোগ ও যোগে সাকল্যে চতুর্ব্বিধ—(প্রথমাপ্রাপ্তি, বিয়োগ, সিদ্ধি ও তুষ্টি)-রসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এ স্থলে তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ রসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমাপ্রাপ্ত্যাত্মক

---

(১) হন্তায়মদ্রিরবলাহরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥

শ্রীভা, ১০।২১।১৮

হে সখিগণ! এই অদ্রি (গোবর্দ্ধন) নিশ্চয়ই হরিদাস-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই গিরি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দ (মূল)-সমূহ দ্বারা গো ও সখাগণ সহ তাঁহাদের (শ্রীকৃষ্ণবলরামের) পূজা করিতেছে।

ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া। লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং চ ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥ ২১২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৮ ॥ অক্রূরঃ ॥ ২১২ ॥

তদনন্তরপ্রাপ্তিলক্ষণসিদ্ধ্যাত্মকো যথা—ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। পুলকাচিত ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ ॥ ২১৩ ॥

স্বাখ্যানে অক্রূরোঽহং নমস্করোমি ইত্যেতল্লক্ষণে ॥ ১০ ॥৩৮॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২১৩ ॥

অথ ভগবদন্তর্দ্ধানানন্তরং বিয়োগাত্মকো যথা—ইতি ভাগবতঃ

অযোগ যথা—শ্রীঅক্রুর কংসকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হইয়া বলিয়াছেন—"পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার জন্য যিনি স্বেচ্ছায় নরলীলা অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি আজ সেই লাবণ্যনিকেতন বিষ্ণুর দর্শন পাইতে পারি! ইহাতে আমার নয়নদ্বয় কি সার্থক হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে।" শ্রীভা, ১০।৩৮।৯॥২১২॥

তারপর প্রাপ্তিলক্ষণ সিদ্ধিনামক রসের দৃষ্টান্ত, অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ভগবদ্দর্শানন্দে অক্রূরের নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লুত হইয়াছিল, তাঁহার অঙ্গ পুলকপূর্ণ হইয়াছিল, তিনি এত ঔৎসুক্যাকুল হইয়াছিলেন যে, স্বাখ্যানেও সমর্থ হয়েন নাই।"

শ্রীভা, ১০।৩৮।৩২॥২১৩॥

স্বাখ্যানে—আমি অক্রূর প্রণাম করিতেছি, এই বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেও সমর্থ হয়েন নাই ॥২১৩॥

ভগবদন্তর্দ্ধানের পর বিয়োগাত্মক-রসের দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ক্ষত্তা ভাগবতকে (শ্রীউদ্ধবকে) প্রিয়বিষয়ক এই বার্ত্তা

পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা বার্ত্তাং প্রিয়'শ্রয়াম্। প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ। যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া। স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ। পৃষ্টো বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াৎ ভর্ত্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ২১৪ ॥

ভাগবতঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ। ক্ষত্ত্রা শ্রীবিদুরেণ। জরসং বর্ষাণাং পঞ্চবিংশত্যুত্তরশতস্য তাদৃশানাং প্রাকট্যমর্য্যাদাকালস্যান্তিমং ভাগমিত্যেব বিবক্ষিতং ন তু জীর্ণত্বম্। শ্রীকৃষ্ণসবয়সস্তস্যাপি তদ্বন্নিত্যবয়স্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে স্থাপিতত্বাৎ। নোদ্ধবোঽণ্বপি

জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উপস্থিত হওয়ায় উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি প্রত্যুত্তরদানে সমর্থ হইলেন না।

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই উদ্ধব বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে কোন পুত্তলিকাকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন, তখন মাতা তাঁহাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য আহ্বান করিলে তিনি তাহা ইচ্ছা করিতেন না।

সেই উদ্ধব—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে কালক্রমে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তৎকালে সেই প্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহার কথা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায়, কিরূপে উত্তরদানে সমর্থ হইতে পারেন ?" শ্রীভা, ৩৷২৷১—৩৷২৷৪॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—ভাগবত—শ্রীমান্ উদ্ধব। ক্ষত্তা—শ্রীবিদুর। বৃদ্ধত্ব-শব্দে এ স্থলে নরলীল-শ্রীকৃষ্ণপরিকরের একশত পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে প্রাকট্যকাল, তাহার শেষভাগ অভিপ্রেত হইয়াছে,—জরাজীর্ণত্ব নহে। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক। তাঁহার বয়সও শ্রীকৃষ্ণের বয়সের মত নিত্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে নিশ্চিত হইয়াছে,

মন্ন্যূনে ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যবৈশিষ্ট্যাৎ। তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিমহৌজস ইত্যাদিনা কৈমুত্যাচ্চ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২১৪ ॥

অত্র কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে ইত্যাদৌ দুর্ভগো বত লোকোঽয়মিত্যাদিষু চাত্মীয়বিগর্হাদিলক্ষণো বিলাপশ্চ জ্ঞেয়ঃ। অথ

এই জন্য তিনি জরাজীর্ণ হইতে পারেন না। "উদ্ধব আমা হইতে অণুপরিমাণেও ন্যূন নহে" (শ্রীভা. ৩।৪।৩০) শ্রীভগবানের এই বিশেষবাক্য হইতে শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণতুল্যতা প্রতীত হইতেছে। "শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অতিবৃদ্ধও মহাবলশালী যুবা হইয়াছিলেন," (শ্রীভা. ১০।৪৫।১৫) এই-বাক্য-প্রমাণে কৈমুত্যন্যায়ে শ্রীউদ্ধব যে কখনও জরাজীর্ণ হয়েন না তাহা নিশ্চিত হইতেছে; [কেননা, মথুরাস্থিত বৃদ্ধ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যদি যৌবনসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিয়ত শ্রীকৃষ্ণসহচর শ্রীউদ্ধব যে যুবা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি ?] ॥২১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বিদুরোদ্ধব-সংবাদের বিয়োগাত্মক রস-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবোক্তিতে দুর্ভগোবত লোকোঽয়ং ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে আত্মীয়গণের নিন্দাদিরূপ (আক্ষেপময়) বিলাপও জানা যায়। (১)

---

(১) শ্রীউদ্ধব উবাচ—

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণহ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষহং ॥
দুর্ভগোবতলোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপং ॥

শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীবিদুর যাদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি

[পরপৃষ্ঠা]

বিয়োগানন্তরায়োপলক্ষণতুষ্ট্যাত্মক উদাহার্য্যঃ। তত্র সাক্ষাৎকারতুল্যস্ফূর্ত্ত্যাত্মকো যথা তদনন্তরমেব শ্রীমদুদ্ধবস্য—স মুহূর্ত্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সুধয়া ভৃশম্। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধুনির্বৃত ইত্যাদি ॥ ২১৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২১৫ ॥

[ইতি ভগবতঃ হইতে পাদাবনুস্মরন্ পর্যন্ত শ্লোকত্রয়ে বিয়োগে বাক্য-স্ফূর্ত্তির অভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে; আর দুর্ভগোবত ইত্যাদি শ্লোকে বিয়োগ-দশায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় বিয়োগে কথা বলার অসামর্থ্য এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন উভয়-বিধ অনুভাবই উপস্থিত হইতে পারে।]

অতঃপর বিয়োগের বিঘ্ন-জ্ঞাপক তুষ্ট্যাত্মক রসের উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহাতে সাক্ষাৎকার-সদৃশ স্ফূর্ত্ত্যাত্মক-রস যথা, বিচ্ছেদ-দুঃখে বৈবশ্যের পর শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—"শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল-সুধা আস্বাদন করিয়া তিনি মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তীব্র ভক্তিযোগে সেই সুধায় নিমগ্ন হইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।" শ্রীভা, ৩।২।৪।।২১৫।।

বলিলেন—"কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে আমাদের গৃহসকল কালরূপ অজগর কর্ত্তৃক গিলিত হইয়াছে; সে সকল গৃহবাসী আমাদের কুশল আর তোমাকে কি বলিব?

এই নরলোক নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাহাতে যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা! ক্ষীরোদ-সমুদ্রজাত চন্দ্রের সহিত তত্রত্য মৎস্যগণ একত্র বাস করিয়াও তাহাকে কমনীয় কোন জলচর মনে করিত, অমৃত-নিধি বলিয়া জানিতে পারে নাই। তেমন ঐ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারে নাই।"

ইহার পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকও শ্রীউদ্ধবের বিলাপোক্তি।

এবমেব ব্রজে তদ্বিরহদুঃখমগ্নে কৃপয়া ব্যবহাররক্ষার্থং কেষুচিদব্যবচ্ছেদেনৈব স্ফুরতীত্যত এব শ্রীমদুদ্ধবপ্রবেশে কেষাঞ্চিৎ সুখমপি বর্ণিতম্। বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভিরিত্যাদিভিশ্চ। তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজুরিত্যাদিনা চ। অতএব শ্রীভগবতাপি

বিরহদুঃখমগ্ন ব্রজে এইরূপেই ব্যবহার রক্ষার্থ কাহারও কাহারও নিকট কৃপাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পাইতেন; এই হেতু শ্রীমদুদ্ধবের ব্রজ-প্রবেশে কাহারও কাহারও সুখ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধোভরেণ বৎসকান্॥

শ্রীভা, ১০।৪৬।৮

সূর্য্যাস্ত-গমন-সময়ে শ্রীউদ্ধব ব্রজে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—"রজঃস্বলা গাভীর নিমিত্ত মত্ত গোবৃষ-সকল গর্জ্জন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, গাভীগণ স্তনভরে কাতর হইয়া নিজ নিজ বৎসগণের প্রতি ধাবিত হইতেছে।"

[ব্রজরাজের সহিত কৃষ্ণ-কথা বলিয়া শ্রীউদ্ধব রজনী অতিবাহিত করিলেন, প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য নির্ব্বাহার্থ তিনি যখন ব্রজরাজ-ভবন হইতে বাহির হইলেন, তখন]

গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্যদীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্॥ ৩৪
তা দীপ দীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজূ রজ্জু-
র্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ। ৩৫

শ্রীভা, ১০।৪৬।৩৪—৩৫

"গোপীগণ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং

দেহল্যাদি (দ্বারাগ্রবর্ত্তি স্থানাদি) মার্জ্জন করিয়া দধি মন্থন করিলেন। তাঁহারা দীপালোকে প্রদীপ্ত কাঞ্চ্যাদিস্থিত মণি এবং মন্থন-রজ্জুর আকর্ষণ-বশতঃ চঞ্চল কঙ্কণশ্রেণী দ্বারা শোভা পাইতেছিলেন।”

[**বিবৃতি**—এ স্থলে গো সকলের যে আনন্দ এবং ভূষিতা গোপীগণের প্রত্যূষে যে দধিমন্থন বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের তৎকালে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ ছিল না ইহা সূচিত হইতেছে। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি নাই তাহারা তদীয় বিরহে অবিচলিত থাকিতে পারে। ব্রজের গো, গোপী কৃষ্ণপ্রীতিহীন এ কথা বলা যায় না; এক কথায় বলিতে গেলে, ব্রজে কৃষ্ণপ্রীতিহীন কোন বস্তুই নাই। তাহা হইলে, যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন, তখন তাঁহারা কিরূপে সুখপূর্ণ ছিলেন? তাহার উত্তর—তৎকালে অনবরত তাঁহারা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিতেন, ঐ স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎকারের মত মনে হইত, এই জন্য তাঁহারা বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করেন নাই।

শ্রীব্রজের সকলেই যদি বিরহব্যাকুল হইতেন, তাহা হইলে তত্রস্থ ব্যবহারিক চেষ্টা নষ্ট হইত—কে কার সন্ধান লইতেন, এইরূপে ব্রজের লোকস্থিতি ধ্বংস হইত; এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া পশুপাখী, সাধারণ গোপগোপী প্রভৃতির নিকট সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতেন।

শ্রীব্রজে ত্রিবিধ প্রেম দেখা যায়—বিবেকশূন্য, বিশ্রম্ভ-প্রধান ও উৎকণ্ঠা-প্রধান। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ প্রেমে স্ফূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হয়. শেষোক্তপ্রেমে সাক্ষাৎকারকেও স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। যে সকল গোর কথা বর্ণিত হইয়াছে সে সকলের প্রেম বিবেক-শূন্য, যে গোপীগণের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রেম বিশ্রম্ভ-প্রধান। ব্রজের সাধারণ জনগণের প্রেম কাহারও বিবেকশূন্য, কাহারও বিশ্রম্ভ-প্রধান। সখাগণের প্রেম বিশ্রম্ভ-প্রধান। যাঁহাদের প্রেম বিবেকশূন্য তাঁহারা স্ফূর্ত্তিলাভেই মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের

প্রায়ঃ পিতরৌ প্রেয়সীশ্চেবোদ্দিশ্য সন্দিষ্টম্—গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্যেত্যাদিনা। পিত্রাদীনান্তু সর্বত্র দুঃখমাত্রস্ফুরণাদন্যেষাং সুখমপি নানুভবপদবীমারোহতি। অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং

কাছেই সর্ব্বদা আছেন। যাহাদের প্রেম বিশ্রম্ভপ্রধান, তাহারা স্ফূর্ত্তি লাভে মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিবেন বলিয়াছেন, এই তিনি আসিয়াছেন—আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। মাতা পিতা ও প্রেয়সী গোপীগণের প্রেম উৎকণ্ঠাপ্রধান। তাঁহাদের স্ফূর্ত্তিতে তৃপ্তি দূরের কথা, যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন, তখন অনেক সময় তিনি সম্মুখে থাকিলেও তাঁহারা ভাবিতেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! এইরূপে তাঁহারা সাক্ষাৎকারকেও স্ফূর্ত্তি মনে করিতেন। সুতরাং বিচ্ছেদ-কালে স্ফূর্ত্তি যে তাঁহাদের সান্ত্বনা উপস্থিত করিতে পারে নাই—ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।]

অনুবাদ—অতএব শ্রীভগবান্ ও মাতাপিতা এবং প্রেয়সী গোপীগণের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈ-বিমোচয় ॥

শ্রী ১০।৪৬।১

"হে সৌম্য উদ্ধব! ব্রজে গমন কর; আমার মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের প্রীতিবিধান কর এবং আমার কথিত বাক্য বলিয়া গোপীগণের আমার বিয়োগ জনিত মনঃপীড়া দূর কর।"

[নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হেতু বিচ্ছেদাবস্থায় ব্রজে কেহ কেহ সুখী থাকিলেও] পিত্রাদির সর্ব্বত্র কেবল দুঃখ স্ফুরিত হইত বলিয়া অন্যের সুখ ও তাঁহাদের অনুভূতির বিষয়ীভূত হইত না। "কৃষ্ণ কি আমাদিগকে—মাতা সুহৃদ্ সখাগণকে, যে ব্রজের তিনিই একমাত্র

সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিমিত্যাদি শ্রীব্রজেশ্বরবচনাৎ। তত্র শ্রীমদুদ্ধববাসে তু প্রায়ঃ সর্ব্বেষামপি তাদৃশীং স্ফূর্ত্তিং বর্ণয়তি—উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ। কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্রময়ামাস গোকুলম্॥ যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেহবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ। ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া॥ সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্। কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥ ২১৬॥

অথ সাক্ষাৎকারলক্ষণতুষ্ট্যাত্মকং শ্রীমদুদ্ধবস্যাহ—ততস্তমন্ত-

অধিপতি সেই ব্রজকে, গোগণকে, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনগিরিকে স্মরণ করেন ?” শ্রীভা, ১০।৪৬।১৪—শ্রীব্রজরাজের এই উক্তি হইতে পিত্রাদির কেবল দুঃখ স্ফূর্ত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীউদ্ধব যখন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, তখন কিন্তু প্রায় সমস্ত ব্রজবাসীরই অবিচ্ছেদে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে—“গোপীগণের মনঃসন্তাপ দূর করিবার জন্য উদ্ধব কতিপয় মাস ব্রজে বাস করিলেন। তিনি কৃষ্ণ-লীলা-কথা গান করিয়া গোকুলবাসীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

উদ্ধব যতদিন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ-কথাদ্বারা ব্রজবাসিগণের কাছে সে সকল দিন ক্ষণকালের মত বোধ হইয়াছিল।

হরিদাস উদ্ধব, নদী, বন, পর্ব্বত, গহ্বর এবং কুসুমিত বৃক্ষসকল দর্শন করিয়া, ব্রজবাসিগণকে কৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া বিহার করিয়াছিলেন।” শ্রীভা, ১০।৪৭।৪৮—৪৯॥২১৬॥

অনন্তর শ্রীউদ্ধবের ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণ তুষ্টিরূপ যোগ বর্ণিত হইয়াছে; শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—[দ্বারকালীলা অপ্রকট করিবার

হৃদি সংনিবেশ্য গতো মহাভাগবতো বিশালাম্। যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্ ॥ ২১৭ ॥

গম্যত ইতি গতিঃ। যথোপদিষ্টাং গতিমিত্যস্য তৃতীয়ানুসারেণায়মর্থঃ। পূর্বং তত্র তং প্রতি শ্রীভগবতা বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে দদামি যত্তদ্দুরবাপমন্যৈরিত্যনেন তদভীপ্সিতং দাতুং প্রতিশ্রুতম্। ত্বদীপ্সিতপূর্ত্ত্যর্থং যদন্যৈর্দুরবাপং তদ্দদামীত্যর্থঃ। তচ্চ দেয়ং পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্য ইত্যাদিনা সংক্ষেপভাগবতরূপমিত্যুদ্দিষ্টম্। অথ তাদৃশতৎপ্রতিশ্রুতশ্রবণেন

সময় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর,] "তারপর মহাভাগবত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া তপঃ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জগতের একমাত্র বন্ধু (শ্রীকৃষ্ণ) যাহার কথা বলিয়াছিলেন হরির সেই বিশাল গতি প্রাপ্ত হইলেন।"

শ্রীভা, ১১।২৯।৪৬॥২১৭

শ্লোক-ব্যাখ্যা :—গতি—যদ্দ্বারা গমন করা যায়। "যাহার কথা বলিয়াছিলেন হরির সেই বিশাল গতি।" ইহার তৃতীয় স্কন্ধানুসারে এই অর্থ হয় :—সেই তৃতীয় স্কন্ধে ইহার পূর্ব্বে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "তোমার মনের অভীষ্ট কি তাহা আমি অবগত আছি, যাহা অন্যের দুষ্প্রাপ্য তাহা তোমাকে দিতেছি।" (শ্রীভা, ৩।৪।১১), এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের অভীষ্ট বস্তু দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। "তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য যাহা অন্যের দুষ্প্রাপ্য তাহাই দিতেছি।" ইহাই সেই বাক্যের অর্থ।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষন্নায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎসূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

(শ্রীভা, ৩।৪।১৩)

পরমোৎসুকতয়া পরমনিজাভীপ্সিতমসৌ স্বয়মেব নিবেদিতবান্—কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষপীহ। তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবনোৎসুক ইত্যনেন।

"পূর্ব্বে পাদ্ম-কল্পে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে আমি স্বীয় নাভি-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্মমহিমা-প্রকাশক পরমজ্ঞান দান করিয়াছিলাম; জ্ঞানিগণ তাহাকে ভাগবত বলিয়া থাকেন।" এই শ্লোকে যে সংক্ষেপ ভারতের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সেই দেয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রতিশ্রুতি শুনিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত নিজ পরমাভীষ্ট শ্রীউদ্ধব স্বয়ংই বলিয়াছেন "হে ঈশ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণারবিন্দ সেবা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের কিছুই দুর্ল্লভ নহে। হে ভূমন্! আমি কিন্তু সে সকল প্রার্থনা করি না। আপনার চরণকমল সেবন করিবার জন্যই উৎসুক হইয়াছি।" শ্রীভা, ৩।৪।১৫

অনন্তর, আগন্তুক নিজ মোহ বিশেষ নিবেদন করিয়াছেন—

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নং।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ॥
মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ড সদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব॥

শ্রীভা, ৩।৪।১৬—১৭

"হে প্রভো! তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালরূপী হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর, আত্মরতি হইয়াও যে অনেকানেক স্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গৃহাশ্রম-ধর্ম্মাচরণ কর—এসকল দেখিয়া পণ্ডিতদিগের বুদ্ধিও সংশয়ে খিন্ন হয়। যাহার সদাত্মজ্ঞান অকুণ্ঠিত ও অখণ্ড, তিনি স্বয়ং

অথাগন্তুকং নিজমোহবিশেষঞ্চ নিবেদিতবান্—কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্যেত্যাদিভ্যাম্। তচ্চ সাক্ষাত্তদুপদেশবলেন প্রায়ঃ পরপ্রত্যায়নার্থমেব জ্ঞেয়ম্। নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূন ইত্যাদেঃ।

অপ্রমত্ত হইয়াও মন্ত্রণা-সকলের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া মুগ্ধজনের মত জিজ্ঞাসা করেন, "হে প্রভো, হে দেব! এই চেষ্টা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিতেছে।" সেই নিবেদন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপদেশ-প্রভাবে প্রায় পরপ্রত্যায়নের জন্যই বুঝিতে হইবে। কেননা, উদ্ধব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন "উদ্ধব আমা হইতে অণুও ন্যূন নহে।" শ্রীভা, ৩।৪।৩১।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণোক্তি-প্রমাণে বুঝা যায়, তাঁহার মত গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ, পার্ষদ শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য অবগত আছেন। ঈদৃশ মহাভাগবতছাড়া অন্যজন সেই রহস্য জানিতে পারে না। তথাপি অন্য জনগণকে সেই লীলা-রহস্য জানাইবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের মোহ-বিশেষ নিবেদন করিয়াছেন, বস্তুতঃ এই মোহ তাঁহার নহে, অন্য জনের। তিনি নিজেই উপদেশ-বলে এই মোহ নিরাকরণ করিতে পারিতেন, তথাপি মনে করিলেন আমার কথা শুনিয়া লোকে যতটা বিশ্বাস না করিবে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শুনিয়া ততটা বিশ্বাস করিবে। এই বিচার করিয়াই তাহা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য তাঁহার মোহ নাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিবেন, সেই উপদেশ অন্যকে শুনাইয়া তাহাদেরও মোহ ঘুচাইবেন।

যদিও অন্যকে জানাইবার জন্য তিনি লীলা-রহস্য শুনিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে নিজের যে কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাহা নহে, তিনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রভাবে লীলা-রহস্য অবগত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের মুখে সবিশেষ শুনিবার জন্য কৌতুহলী ছিলেন, এইজন্য "প্রায়" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।]

অথ তত্তদর্থোপযুক্ততয়া ভগবদুদ্দিষ্টার্থমপি প্রার্থিতবান্। জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ইত্যাদিনা। তত্র যদ্বৃজিনং তরেমেতি তাদৃশসেবাবিরহদুঃখম্। তাদৃশলোকমোহদুঃখঞ্চ তত্তরণস্য তদ্রহস্যজ্ঞানাধীনত্বাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ মদভীষ্টং শ্রীভগবানপি সম্পাদিতবানিতি শ্রীবিদুরং প্রতি কথিতং শ্রীমদুদ্ধবেন স্বয়মেব—ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।

অনুবাদ—অনন্তর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃ প্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রং।
অপি ক্ষমং নোগ্রহণায় ভর্ত্তুর্বদঞ্জসা যদ্বৃজিনং তরেম॥

শ্রীভা. ৩।৪।১৮

"হে ভগবন্! আপনি আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক যে ভজন ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, তাহা যদি আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে বলুন—যদ্দ্বারা অনায়াসে দুঃখ উত্তীর্ণ হইব।" এই শ্লোকে সেই সেই অর্থের (যাহা শ্রীউদ্ধবের অভীষ্ট কৃষ্ণসেবা এবং অন্য জনের সংসার মোহ ছেদনের) উপযোগিরূপে শ্রীভগবান্ যে সংক্ষেপ ভাগবতের উদ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাও প্রার্থনা করিলেন। শ্লোকে যে, দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার কথা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ (দ্বারকার প্রকটলীলায় যে সেবা করিয়াছিলেন, সেই) সেবা বিরহদুঃখ এবং তাদৃশ লোক মোহ দুঃখ। এই দুঃখত্রাণ ভগবদ্রহস্য জ্ঞানের অধীন বলিয়া, জ্ঞানং পরং ইত্যাদি শ্লোকে সেই জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছেন।

তারপর শ্রীভগবান্ আমার অভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন, একথা শ্রীউদ্ধব নিজেই বিদুরকে বলিয়াছেন—"আমি এইরূপে তাঁহাকে নিজ মনোভাব আবেদন করিলে, কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আপনার পরমস্থিতি উপদেশ করিলেন।" শ্রীভা, ৩।৪।১৯

আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিমিতি। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণেঽপি পরমবৈকুণ্ঠং দর্শয়তা তেনাত্মনঃ পরমভগবত্তারূপা স্থিতির্দর্শিতা। সা চ শ্রীদ্বারকাবৈভবরূপেণেতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে স্থাপিতমস্তি। সংক্ষেপশ্রীভাগবতরূপয়া চতুঃশ্লোক্যা চ। তস্যা তাদৃশত্বেঽপি বিচিত্রলীলাভক্তপরবশত্বরূপাসাবিতি তত্রৈব বোধিতম্। ততস্তদনুভবেনোভয়ত্রাপি শ্রীমদুদ্ধবস্য ধৈর্য্যং জাতমিতি তত্তদুপযোগঃ। ততশ্চ তামেব তদুপদিষ্টাং গতিং জগামেত্যর্থঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যিনি ব্রহ্মাকেও পরম-বৈকুণ্ঠ দেখাইয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে আপনার পরম-ভগবত্তারূপ স্থিতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই স্থিতি দ্বারকা-বৈভব-রূপে—ইহা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে স্থাপিত হইয়াছে। সংক্ষেপ-ভাগবত-রূপা চতুঃশ্লোকী দ্বারা শ্রীউদ্ধবের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-বৈভব প্রদর্শন ও চতুঃশ্লোকী-উপদেশ দ্বারা শ্রীউদ্ধবের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তাঁহার উক্ত স্থিতি বিচিত্রলীলা ও ভক্ত-পরবশত্বরূপা—এ কথা শ্রীউদ্ধবকে চতুঃশ্লোকী উপদেশে বুঝাইয়াছেন। তারপর দ্বারকা-বৈভব ও চতুঃশ্লোকী-ভাগবত উভয়স্থলেই তাদৃশী স্থিতি অনুভব করিয়া শ্রীউদ্ধবের ধৈর্য্য জন্মে। এইরূপে তদুভয় তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিকর ব্যাপার *। তদনন্তর ভগবদুপদিষ্টা সেই গতিই প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যে তাদৃশী গতি প্রাপ্ত হইবেন, এ সংবাদ শেষে (শ্রীকৃষ্ণোদ্ধব-সংবাদের শেষে) শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে দিয়াছেন—

---

* উপযোগঃ—ইষ্টসিদ্ধিকর-ব্যাপারঃ। ইতি বিষ্ণুমিশ্রঃ।

তথৈবোদ্দিষ্টমন্তে তং প্রত্যেকাদশে—জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে। যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেহহং চতুর্বিধঃ॥ ইতি। তস্য শ্রীকৃষ্ণরূপা গতিশ্চেয়ং শ্রীশুকদ্বারা শ্রীভাগবত-প্রচারাৎ পূর্ব্বমেব জ্ঞেয়া। স্বজ্ঞানপ্রচারার্থমেব হি সোহয়ং পৃথিব্যাং রক্ষিতঃ। তদনন্তরং চরিতার্থত্বাৎ ন প্রয়োজনমিতি। কিন্তু কায়ব্যূহেন শ্রীমদ্ব্রজেঽপ্যস্য তৎপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া। আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যামিতি দৃঢ়মনোরথাবগমাৎ॥ ১১॥ ২৯॥ শ্রীশুকঃ॥

॥ ২১৬॥ ২১৭॥

"জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি) ও দণ্ডনীতি এ সকলে যে চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ লাভ হয়, তোমার পক্ষে সে সমস্তই আমি।"

শ্রীভা, ১১।২৯।৩১

তাঁহার এই শ্রীকৃষ্ণরূপা গতি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি শ্রীশুকদেব দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। নিজ বিষয়ক জ্ঞান-প্রচারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখিয়াছিলেন; শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারের পর শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, তখন শ্রীউদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

বিয়োগানন্তর শ্রীউদ্ধব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু কায়ব্যূহ দ্বারা ব্রজেও তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। যেহেতু আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে; সে সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না॥২১৬ ২১৭॥

অথ প্রশ্রয়ভক্তিময়ো রসঃ। তত্রালম্বনো লালকত্বেন স্ফুরন্ প্রশ্রয়ভক্তিবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ পূর্ববৎ পরমেশ্বরাকারঃ শ্রীমন্নরাকারশ্চেতি দ্বিবিধাবির্ভাবঃ। তত্তদাশ্রয়ত্বেন চ লাল্যাশ্চ ত্রিবিধাঃ। তত্র পরমেশ্বরাকারাশ্রয়া ব্রহ্মাদয়ঃ। শ্রীমন্নরাকারাশ্রয়াঃ শ্রীদশাক্ষরধ্যানদর্শিতশ্রীগোকুলপৃথুকাঃ। উভয়াশ্রয়াঃ শ্রীদ্বারকাজন্মানঃ। তে চ সর্বে যথাযথং পুত্রানুজভ্রাতুষ্পুত্রাদয়ঃ। তত্র পুত্রাঃ কেচিদ্গুণতঃ কেচিদাকারতঃ কেচিদুভয়তশ্চ তদনুহারিপ্রায়াঃ। তত্র গুণানুহারিত্বমাহ—একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশদশাবলাঃ। অজীজনন্নবমান্ পিতুঃ সর্বাত্মসম্পদা ॥ ২১৮ ॥

প্রশ্রয়-ভক্তিময় রস।

অতঃপর প্রশ্রয়-ভক্তিময় রস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ লালকরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া প্রশ্রয়-ভক্তির বিষয় হয়েন। ইহাতে পূর্ব্ববৎ তাঁহার আবির্ভাব দ্বিবিধ; পরমেশ্বরাকার ও শ্রীমন্নরাকার। এই দ্বিবিধ আবির্ভাবের আশ্রয়-আলম্বনরূপে লাল্যবর্গ ত্রিবিধ; ব্রহ্মাদির আশ্রয় পরমেশ্বরাকার, শ্রীমদ্দশাক্ষর-মন্ত্রধ্যানে যে সকল গোপবালক দেখা যায় তাঁহাদের আশ্রয় শ্রীমন্নরাকার এবং শ্রীদ্বারকাজাত লাল্যগণের আশ্রয় উভয়বিধরূপ। সে সকল লাল্য—যথাযোগ্য পুত্র, অনুজ, ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। তন্মধ্যে পুত্রগণের কেহ কেহ গুণে, কেহ কেহ আকারে, কেহ কেহ বা উভয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ। তন্মধ্যে গুণে সাদৃশ্য, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের প্রত্যেকে দশটী করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহারা নিখিল আত্মসম্পদে (গুণে) পিতার তুল্য হইয়াছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৬১।১॥২১৮॥

তত্র সাম্বাদীনাং শ্রীকৃষ্ণশ্লাঘিতগুণত্বমাহ—জাম্ববত্যাঃ সুতা হেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতা ইতি ॥ ২১৯ ॥

অতঃ শ্রীসাম্বস্যৈকাদশাদৌ শ্রুতমন্যথাচেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণস্য মর্য্যাদাদর্শকতত্তল্লীলেচ্ছয়ৈব। তত্র শ্রীরুক্মিণীপুত্রাস্তু তেষ্বপি শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যা নাবমাঃ পিতুরিতি ॥ ২২০ ॥

অত্র পুনরুক্তিরেব শ্রৈষ্ঠ্যবোধিকা ॥ ১০ ॥ ৬২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২১৮-২২০ ॥

তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণও যে সাম্বাদির গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশুকোক্তিতে দেখা যায়। যথা,—"জাম্ববতীর এই সাম্বাদি পুত্রগণ পিতৃসম্মত হইয়াছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৬১।৬॥২১৯॥

[একাদশ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, যদুকুমারগণ কর্তৃক সাম্ব স্ত্রী-বেশে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাম্ব যদি তেমন গুণবান্ই হয়েন, তাহা হইলে এইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন কেন? তাহাতে বলিতেছেন—] শ্রীসাম্ব সদ্গুণে শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যাপ্ত প্রশংসাভাজন বলিয়া, একাদশ-স্কন্ধাদিতে তাঁহার যে অন্যরূপ চেষ্টার কথা শুনা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদা-দর্শক সেই সেই লীলা প্রদর্শন করিবার অভিলাষেই তিনি সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরুক্মিণীর পুত্রগণ শ্রীজাম্ববতীর পুত্রগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি রুক্মিণীর পুত্রগণ পিতার তুল্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৬১।৬॥২২০॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষীজাত সন্তানগণকে গুণে তাঁহার তুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ স্থলে প্রদ্যুম্নাদির কৃষ্ণ-সাদৃশ্য-বিষয়ক পুনরুক্তি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ॥২১৮—২২০॥

তত্র শ্রীপ্রদ্যুম্নস্যাতিশয়মাহ—কথং ত্বনেন সংপ্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ। আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ॥২২১॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫৫ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ২২১ ॥

কিঞ্চ যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্তন্মাতরো যদভজনহ-রূঢ়ভাবাঃ। চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে কামে স্মরেঽক্ষবিষয়ে কিমুতান্যনার্য্যঃ ॥ ২২২ ॥

শ্রীরুক্মিণীর পুত্রগণের মধ্যে শ্রীপ্রদ্যুম্নের শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরুক্মিণী বলিয়াছেন—"আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, অবলোকনাদি সর্ব্ববিষয়ে এ, কিরূপে শার্ঙ্গধন্বার (শ্রীকৃষ্ণের) সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল?" *

শ্রীভা, ১০।৫৫২৫॥২২১॥

শ্রীপ্রদ্যুম্নের পরমোৎকর্ষের আরও বর্ণনা দেখা যায়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"প্রদ্যুম্নে পিতৃস্বরূপ নিজেশভাব যাঁহাদের, তাঁহার সেই মাতৃগণ—যাঁহারা রূঢ়-ভাবসম্পন্না, তাঁহারা প্রদ্যুম্নকে যে রহোভজন করিয়াছেন, রমাস্পদ-বিম্ববিম্বে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সেই কাম, স্মর নয়নগোচর হইলে, অন্য নারীগণ যে তাঁহাকে ভজন করিবে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।" শ্রীভা, ১০।৫৫।২৮।২২২॥

---

* জন্মমাত্র প্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শম্বরাসুরকে বধ করেন। তারপর দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। তখন শ্রীরুক্মিণীদেবীও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার অবয়বাদিতে কৃষ্ণ-সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন। শ্রীরুক্মিণীর অন্য পুত্রগণ গুণে কৃষ্ণতুল্য হইলেও সর্ব্বাংশে নহেন। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া বিস্ময়ে এরূপ বলিতেন না। সর্ব্ববিষয়ে একমাত্র প্রদ্যুম্নই শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ, এইজন্য শ্রীরুক্মিণী-নন্দনগণ মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

যং প্রদ্যুম্নং তন্মাতরো মুহুরভজন্ দ্রষ্টুমাগতাঃ। পুনর্লজ্জয়া রহ একান্তদেশং চ অভজন্ নিলিল্যুরিত্যর্থঃ। তদেবং যদভজন্ তৎ খলু রমাস্পদবিম্বস্য লক্ষ্মীবিলাসভূমির্মূর্ত্তির্বিম্বে প্রতিমূর্ত্তৌ তস্মিন্ন চিত্রম্। বালকস্য পিতৃসাদৃশ্যে মাতৃণাং বাৎসল্যোদ্দীপ্তি-সম্ভবাৎ। তত্র যচ্চ রহঃ অভজৎ তদপি ন চিত্রমিত্যাহ, পিতৃ-সরূপনিজেশভাবাঃ। তদনন্তরং পিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সরূপেণ সারূপ্যাতিশয়েন নিজেশস্য আত্মীয়প্রভুমাত্রবুদ্ধ্যাবগতস্য ন তু রমণবুদ্ধ্যাবগতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবঃ স্ফূর্ত্তির্যাসু তাঃ। ততো

শ্লোকব্যাখ্যা—প্রদ্যুম্নকে তাঁহার মাতৃগণ যে বারংবার ভজন করিয়াছিলেন, সেই ভজন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের আগমন ছাড়া আর কিছুই নহে। দর্শন করিতে আসিয়া আবার তাঁহারা রহোভজন করিয়াছিলেন—একান্ত দেশে লুকাইয়াছিলেন। এইরূপ যে ভজন, তাহা রমাস্পদ-বিম্ববিম্বে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;—রমাস্পদ-বিম্ব—লক্ষ্মীর বিলাসভূমি যে মূর্ত্তি, তাহার বিম্ব—প্রতিমূর্ত্তি যিনি, অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাকে তেমন ভজন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, বালক পিতৃসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি জননীগণের অধিক বাৎসল্যোদ্রেক সম্ভব হয়। পিতৃসাদৃশ্য-প্রাপ্ত বালক প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া তাঁহার জননীগণ যে রহো-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় না হইবার কারণ বলিলেন, তাঁহাদের প্রদ্যুম্নে পিতৃসরূপ নিজেশ-ভাব ছিল। দর্শন করিতে আসিলে তাঁহাতে তদীয় পিতা শ্রীকৃষ্ণের সরূপ—সারূপ্যাতিশয় (রূপের প্রচুর সাদৃশ্য) দেখিয়া নিজেশ—আত্মীয় প্রভুমাত্র-বুদ্ধিতে যাঁহাকে অবগত আছেন তাঁহার, কিন্তু পতি-বুদ্ধিতে যাঁহাকে অবগত আছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের নহে, ভাব—স্ফূর্ত্তি যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, সেই

লজ্জাহেতুকং রহোভজনলক্ষণং পলায়নমপ্যুচিতমেবেতি ভাবঃ। তথোক্তমেতৎপ্রাগেব তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামমিত্যাদৌ কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হেতি। তত্র প্রভুত্বমাত্রস্ফূর্ত্তৌ হেতুঃ, রূঢ়ভাবাঃ, রূঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধমূলঃ ভাবঃ কান্তভাবো যাসাং তাঃ। কদাচিদন্যত্র চেতনে তৎসাদৃশ্যাতিশয়েনেশ্বরভাবঃ স্ফুরতু নাম রমণভাবস্তু ন সর্বথেত্যর্থঃ। শ্রীরুক্মিণ্যাস্তৎসদৃশবৎসলায়া অন্যস্যাশ্চেশ্বরভাবোঽপি নোদয়তে কিন্তু সর্বথা পুত্রভাব এব তৎসারূপ্যেণোদ্দীপ্তঃ স্যাৎ। যথোক্তং শ্রীরুক্মিণীদেব্যৈব কথং

প্রদ্যুম্ন-জননীগণের তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা-নিবন্ধন রহোভজন-লক্ষণ পলায়নও উচিত বটে। তদীয় মাতৃগণের তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় পলায়নের কথা এই শ্লোকের পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—"প্রদ্যুম্নের জলদশ্যামকান্তি, পীতকৌষেয়বসন, প্রলম্ববাহু, রক্তবর্ণচক্ষু, ঈষদ্ধাস্য-শোভিত সুন্দর বদন, নীলবর্ণ কুটিল-কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মুখকমল দেখিয়া রমণীগণ কৃষ্ণবোধে লজ্জায় লুক্কায়িতা হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।৫৫।২০-২১

প্রদ্যুম্নে শ্রীকৃষ্ণরূপের সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাতে কেবল প্রভুত্ব-স্ফূর্ত্তির হেতু বলিলেন, রূঢ়ভাবা—রূঢ়—কৃষ্ণে বদ্ধমূলভাব—কান্তভাব যাঁহাদের, সেই শ্রীমহিষীগণ কদাচিৎ অন্য কোন চেতন-বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিলেও তাঁহাদের ঈশ্বরভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু রমণভাবের লেশমাত্রও স্ফূরিত হয় না। শ্রীরুক্মিণীর এবং তাঁহার মত বাৎসল্যবতী অন্যান্য মহিষীর শ্রীকৃষ্ণ-সারূপ্য দেখিয়া ঈশ্বরভাবও উদিত হয় না, সর্ব্বতোভাবে বাৎসল্যভাব উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সেই ভাবোদয়ের কথা শ্রীরুক্মিণীদেবীই বলিয়াছেন—

ত্বনেন সংপ্রাপ্তমিত্যাদ্যনন্তরং স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে-ধৃতোঽর্ভকঃ। অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজ ইতি। তদেবং তাসামপি যত্র রমাস্পদবিম্ববিম্বত্বেন তাদৃশী ভ্রান্তিস্তত্র পরমমোহনে রমাস্পদবিম্বস্যৈবাপ্রাকৃতকামরূপাংশে জগদ্গতনিজাংশেন স্মরে স্মরণপথং গত্বাপি ক্ষোভকে সংপ্রতি তু স্বয়মেবাক্ষবিষয়তাং প্রাপ্তে সতি অন্যনার্য্যঃ কিমুত সুষ্ঠেব মোহং প্রাপ্তুমুদিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২২২ ॥

"এ কিরূপে শার্ঙ্গধন্বার সারূপ্য প্রাপ্ত হইল" ইত্যাদি বাক্যের পর, "যাহাকে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, এ সে-ই হইবে ; ইহাতে আমার প্রচুর প্রীতি জন্মিয়াছে ; ইহাকে দেখিয়া আমার বাম বাহু স্পন্দিত হইতেছে।" শ্রীভা, ১০।৫৫।২৬

তাহা হইলে এইরূপে রমাস্পদবিম্ববিম্ব বলিয়া যে প্রদ্যুম্নে তদীয় জননীগণের পর্য্যন্ত উক্তরূপ ভ্রান্তি দেখা যায়, সেই প্রদ্যুম্ন স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইলে অন্য নারীগণ যে মোহিতা হয়েন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তিনি আবার কেমন—রমাস্পদবিম্বেরই অপ্রাকৃত-কামরূপাংশ প্রদ্যুম্ন, তাঁহার জগদ্গত অংশ স্মর,—তাহা স্মৃতিপথ গত হইলেও ক্ষোভকারী হইয়া থাকে। এমন প্রদ্যুম্ন সম্প্রতি স্বয়ংই দৃষ্টির বিষয়ীভূত হওয়াতে অন্য নারীগণ যে অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইবেন—আনন্দিত হইবেন একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

[**বিবৃতি**—শ্রীপ্রদ্যুম্নের আকৃতি অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মত। এই আকৃতির জন্য জননীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ; তাই তাঁহাকে বারংবার দেখিতে আসিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া আকৃতির সাদৃশ্য-নিবন্ধন "ইনি কি তবে আমাদের প্রভু ?" এই ভাবিয়া

লুকাইতেন। যদিও শ্রীপ্রদ্যুম্নকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেহে লুকাইতেন, তথাপি "ইনি আমাদের পতি" এই ভাবনা তাঁহাদের উপস্থিত হইত না, ইহা তাঁহাদের ভাবেরই প্রভাব; শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ছাড়া অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের আকৃতির ঐক্য থাকিলেও তাঁহাদের পতিবুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের আকৃতিতে ঐক্য থাকিলেও স্বরূপে পার্থক্য আছে। এস্থলে যাঁহাদের কথা বলা হইল, সেই প্রদ্যুম্ন-জননী শ্রীমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রভুভাব ও পতিভাব দুই-ই ছিল। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রভুভাব উপস্থিত হইত, পতিভাব উপস্থিত হইত না—ইহাই এস্থলে বক্তব্য। যদি পতিভাব উপস্থিত হইত, তাহা হইলে দোষের কথা ছিল।

চেতনে কৃষ্ণসাদৃশ্য দেখিলে প্রভুভাব উপস্থিত হইবার কথা বলার তাৎপর্য্য—অচেতনে তাহা দেখিলে উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা মনে করিবার অবকাশ ছিল; সচেতনে তাহা হইতে পারে না বলিয়া প্রভুভাব উপস্থিত হইত। ইহা কিন্তু সকলের পক্ষে নহে; শ্রীরুক্মিণী ও অন্য যাঁহারা তাঁহার মত শ্রীপ্রদ্যুম্নকে স্নেহ করিতেন, অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ-সাদৃশ্য দেখিলে তাঁহাদের পুত্রবুদ্ধি হইত; কারণ, তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, তাঁহাদের পুত্র- প্রদ্যুম্নের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আকৃতিগত ঐক্য আছে।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন যে নারীগণ-মনোহারী ছিলেন, তাহা শ্লোকের শেষ ভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যাদিতে আত্মহারা হইয়া লক্ষ্মী যাঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, এই শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁহার অপ্রাকৃত কামরূপ অংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে গুণ নারীগণের চিত্ত উন্মথিত করে, ইনি তাহার মূর্ত্ত প্রকাশ। যে প্রাকৃত কাম—কন্দর্প স্মৃতি-পথগত হইয়া চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে, সেই কাম এই প্রদ্যুম্নের অংশ, (শ্রীকৃষ্ণের নহে)। যাঁহার অংশ স্মৃতিপথগত হইয়া চিত্ত-বিক্ষুব্ধ করে, তিনি স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইলে কোনও নারী কি আর স্থির থাকিতে

অথোদ্দীপনাঃ । গুণাঃ স্ববিষয়কশ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যস্মিতপ্রেক্ষাদয়ঃ । তথা তস্য কীর্ত্তিবুদ্ধিবলাদীনাং পরমমহত্ত্বঞ্চ । তথা জাতিক্রিয়াদয়োঽপি যথাযোগমবগন্তব্যাঃ । অথানুভাবাঃ বাল্যে মুহুস্তং প্রতি মৃদুবাচা স্বৈরপ্রশ্নপ্রার্থনাদিকম্ । তদঙ্গুলিবাহ্বাদ্যালম্বনেন স্থিতিঃ । তদুৎসঙ্গোপবেশঃ । তত্তাম্বূলচর্বিতাদানমিত্যাদ্যাঃ । অন্যদা তদাজ্ঞাপ্রতিপালনতচ্চেষ্টানুস্মরণস্বৈরতাবিমোক্ষাদয়ঃ । উভ-

---

পারে ? মাতৃবর্গ ছাড়া অন্য রমণীগণ সম্বন্ধেই একথা ; মাতৃবর্গের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । মাতৃবর্গের—যাঁহাদের বাৎসল্য প্রচুর তাঁহাদের—উঁহাকে দেখিয়া পুত্রভাব প্রবল হয়. যাঁহাদের তাহা অপ্রচুর তাঁহাদের প্রভুবুদ্ধি উপস্থিত হয় ; এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে যে দোষের অবকাশ ছিল, তাহা পরিহার করিলেন ।] ২২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রশ্রয়-ভক্তিময় রসের উদ্দীপন কথিত হইতেছে । (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গুণ, জাতি, ক্রিয়া ও দ্রব্য প্রধান উদ্দীপন ।)

গুণ—ভক্তের নিজ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য, স্মিতদৃষ্টি প্রভৃতি এবং তাঁহার কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বলাদির পরম মহত্ত্ব । জাতি-ক্রিয়াদি যথাযোগ্য অবগত হইবে ।

অনুভাব—বাল্যকালে মৃদুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ইচ্ছামত নানা প্রশ্ন করা, তাঁহার নিকট (ক্রীড়নকাদি) প্রার্থনা করা ; তাঁহার অঙ্গুলি বাহু প্রভৃতি অবলম্বনে অবস্থিতি ; তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন এবং তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণাদি । বাল্য ভিন্ন অন্য সময়ে (কৈশোরে, যৌবনে) শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন, তদীয় চেষ্টার অনুসরণ । স্বাতন্ত্র্য,

ষত্র তদনুগতিঃ। সাত্ত্বিকাশ্চ সর্বে। অথ ব্যভিচারিণঃ পূর্বোক্তা এব। অথ স্থায়ী চ প্রশ্রয়ভক্ত্যাখ্যঃ। তত্র বাল্যেতি লাল্যতাভিমানময়ত্বেন প্রশ্রয়বীজস্য দৈন্যাংশস্য সদ্ভাবাত্তদাখ্যত্বম্। তত্র বাল্যোদাহরণমবগন্তব্যম্। অন্যদীয়ং যথা নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তমিত্যাদৌ। প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ প্রহর্ষবেগোচ্ছসিতশয়নাসনভোজনাঃ। বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসমঙ্গলৈঃ। শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ। প্রত্যুজ্জগ্মূ রথৈর্হৃষ্টাঃ

ত্যাগ প্রভৃতি; উভয়ত্র (বাল্যকাল ও অন্য সময়ে) তাঁহার আনুগত্য।

সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি সমুদয়।

ব্যভিচারী—পূর্ব্বোক্ত হর্ষ গর্ব্ব প্রভৃতি (১)

স্থায়ী—প্রশ্রয়-ভক্তি নামক দাস্যরতি।

প্রশ্রয়-ভক্তিমান্‌গণের বাল্যে লাল্যতাভিমানময়ত্ব নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে প্রশ্রয়বীজ দৈন্যাংশ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহাদের স্থায়িভাব প্রশ্রয়-ভক্তি-নামে অভিহিত। তাহাতে বাল্যোদাহরণ জানা যায়। অর্থাৎ লাল্যাভিমানে যে দৈন্যাংশ বর্ত্তমান থাকে, তাহাতেই বাল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদীয় (প্রশ্রয়-ভক্তিমানের বাল্য ছাড়া অন্য সময়ের—কৈশোরাদির) উদাহরণ—"প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ (হস্তিনা হইতে) দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া" ইত্যাদি শ্লোকসমূহে "প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ এবং জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব আনন্দে শয়ন, উপবেশন ও ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রধান হস্তী, মাঙ্গলিক দ্রব্যধারী ব্রাহ্মণ, শঙ্খ তুরি ধ্বনি, বেদধ্বনি ও রথ-সমূহসহ প্রত্যুদ্গমনের (আগু

---

(১) ২০৩ অনুচ্ছেদে আশ্রয় ভক্তিরসের সঞ্চারিভাব-সকল দ্রষ্টব্য।

প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ॥ ২২৩ ॥

প্রণয়োঽত্র ভক্তিবিশেষঃ ॥ ১ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূত ॥ ১২৩ ॥

এবমত্র বিভাবাদিসংবলনাত্মকে প্রশ্রয়ভক্তিময়ে রসে পূর্ব্ববদ্-যোগাদয়োঽপি ভেদাঃ। ইতি ভক্তিময়ো রসঃ। অথ বাৎসল্যময়ো বৎসলাখ্যো রসঃ। তত্রালম্বনঃ লাল্যত্বেন স্ফুরন্ বাৎসল্যবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তদাধারাস্তৎপিত্রাদিরূপা গুরবশ্চ। তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমন্নরাকার এব। অথ গুরবঃ। তত্রা ভক্ত্যাদিমিশ্রাঃ শ্রীবসুদেবদেবকী-কুন্তীপ্রভৃতয়ঃ। শুদ্ধাস্তু শ্রীযশোদানন্দতৎসবয়োবল্লবীবল্লবপ্রভৃতয়ঃ। স্বাভাবিকং চৈষাং বাৎসল্যোপযোগি বৈদুষ্যং গোপ্যঃ সংস্পৃষ্ট-

---

বাড়াইয়া লইবার) জন্য সাদরে অগ্রসর হইলেন তাঁহারা হর্ষ ও প্রণয়হেতুক সম্ভ্রমযুক্ত হইয়াছিলেন।” শ্রীভা, ১।১১।১৬

এস্থলে প্রণয়—ভক্তিবিশেষ ॥২২৩॥

এইরূপে বিভাবাদি সম্বলনাত্মক প্রশ্রয়-ভক্তিময় রসে পূর্ব্বের মত যোগাদি ভেদও আছে। এই পর্য্যন্ত ভক্তিময় রস কথিত হইল।

বৎসল রস।

অনন্তর বাৎসল্যময় বৎসলাখ্য রস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন—লাল্যরূপে স্ফূর্ত্তিমান বাৎসল্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাহার (বাৎসল্যের) আধার পিত্রাদি-রূপ গুরুবর্গ, তাহাতে শ্রীমন্নরাকার শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন। গুরুবর্গের শ্রীবসুদেব, দেবকী, কুন্তী প্রভৃতি ভক্ত্যাদি মিশ্র বৎসল আর শ্রীযশোদা, নন্দ এবং তাহাদের সমবয়স্ক গোপ গোপী প্রভৃতি শুদ্ধ বৎসল। ইঁহাদের স্বাভাবিক বাৎসল্যোপযোগী বৈদগ্ধী—[পূতনা-বধের পর তাহার বক্ষঃ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া] “গোপীগণ সলিলস্পর্শ (আচমন) পূর্ব্বক নিজ অঙ্গে ও

অথ শৈশবচাপল্যমাহ—শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্। গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ ২২৬ ॥

তথা—কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্। শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ। বৎসান্মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ইত্যাদি ॥ ২২৭ ॥

গোপ্যশ্চেমাঃ শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ সবয়সঃ সম্বন্ধিন্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রৌঢ়ভ্রাতৃজায়াশ্চ। অন্যদা প্রশ্রয়ো লজ্জা প্রিয়ম্বদত্বং সারল্যং

শৈশব-চাপল্য, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"নিজেদের (শ্রীযশোদা-রোহিণীর) দুইটী সন্তান (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) অতিশয় চপল ও ক্রীড়াপর হইয়া উঠিলে তাঁহাদিগকে শৃঙ্গী, (বৃষাদি), দ্রংষ্ট্রী (কুক্কুর, বানরাদি), সর্প, পক্ষী, অগ্নি, জল ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে কিম্বা গৃহকর্ম্ম করিতে জননীদ্বয় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অনবস্থিত হইয়াছিল।"

শ্রীভা, ১০।৮।২৯।২২৬॥

"গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্য চাপল্য অবলোকন করিয়া সকলে তাঁহার মাতার নিকট আসিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যের কথা শুনিতে অভিলাষিণী ছিলেন; গোপীগণ তাঁহার নিকট বলিলেন—তোমার কৃষ্ণ অসময়ে বৎসসকল ছাড়িয়া দেয় ইত্যাদি।"
শ্রীভা, ১০।৮।১৯—২০॥২২৭॥

এস্থলে যে গোপীগণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীব্রজেশ্বরীর সমবয়স্কা, আত্মীয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়া ভ্রাতৃবধূ।

কৌমার-কাল ছাড়া অন্য সময়ে বিনয়, লজ্জা, প্রিয়ম্বদত্ব, সারল্য,

সলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্ । ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাস-মকুর্বতেত্যাদিভিঃ স্পষ্টম্ । অথোদ্দীপনেষু গুণাঃ । তত্র প্রথমতস্তস্য তদীয়লাল্যভাবমাহ—তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ । গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ২২৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২২৪ ।

এবম্, উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ । প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরমিত্যাদি, ইতি মায়ামনুষ্যস্যেত্যান্তম্ ॥২২৫

পিতরৌ শ্রীদেবকীবসুদেবৌ । প্রীণন্ প্রীণয়ন্ ॥ ১০ ॥৪৫ ॥ শ্রীশুকঃ ২২৫ ॥

করে পৃথকভাবে বীজ ন্যাস করিলেন, তারপর বালক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সমূহে বীজ ন্যাস করিলেন" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত আছে ।

উদ্দীপন-সমূহের মধ্যে গুণ—প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের তদীয় * লালাভাবোচিত গুণ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"স্তন্যকাম হরি দধিমন্থনকারিণী জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া মন্থন-দণ্ড ধরিয়া প্রীত্যুৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥২২৪।"

এইরূপ, "অগ্রজ (শ্রীবলরাম) সহ সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে মাতঃ ! হে পিতঃ !" শ্রীভা, ১০।৪৫।২॥২২৫॥

মাতা-পিতা—শ্রীদেবকী-বসুদেব । শ্লোকে যে প্রীণন্ শব্দ আছে, তাহা প্রীণয়ন্ শব্দের আর্ষ প্রয়োগ । তাহার অর্থ—প্রীতি সাধন-পূর্ব্বক ॥২২৫॥

---

* তদীয়—বৎসলের ।

দাতৃত্বমিত্যাদয়ঃ। তত্রাদ্যোদাহরণং কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং, কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চেত্যাদিকম্। অতো বালত্বেন মতত্বাদিন্দ্রমখপ্রসঙ্গে প্রাগল্ভ্যমপি তেষাং সুখদম্। কান্ত্যবয়ববয়সাং সৌন্দর্য্যং সর্ব্বসল্লক্ষণত্বং পূর্ণকৈশোরপর্য্যন্তং বৃদ্ধিরিত্যাদয়স্তু সর্ব্বদৈব। তত্র কান্ত্যা যথা—কালেন ব্রজতা তাত গোকুলে

দাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে শোভা পায়। তন্মধ্যে বিনয়ের উদাহরণ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়—

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্না সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরুদ্বহ ॥
ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০৷৮২৷২২

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিলেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে মাতাপিতা ব্রজরাজ-দম্পতিকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলেন, তখন প্রেমে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কিছু বলিতে পারিলেন না।"

ইন্দ্রযাগ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ প্রভৃতির সম্মুখে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে বালক মনে করিয়াছিলেন বলিয়া সেই প্রাগলভ্য তাঁহাদের সুখদ হইয়াছিল। কান্তি, অবয়ব-সমূহের সৌন্দর্য্য, সর্ব্ব সল্লক্ষণত্ব, পূর্ণ কৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কান্তির বর্ণনা যথা, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"কালক্রমে পিতা ব্রজরাজের গোকুলে (১) রাম কৃষ্ণ দুই ভাই হস্তদ্বয়

---

(১) মূলে যে "তাত গোকুলে" প্রয়োগ আছে, তাহার শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-সম্মত অনুবাদ দেওয়া হইল। সুখবিহারের স্বাচ্ছন্দ্য বুঝাইবার জন্য ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

রামকেশবৌ। জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুরিত্যাদি ॥ ২২৮ ॥

তথা—কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্ট-জানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা ॥ ২২৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ সঃ ॥ ২২৬—২২৯ ॥

তথা—ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে বভূবতুস্তৌ পশুপাল-সম্মতৌ ইত্যাদি ॥ ২৩০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ সঃ ॥ ২৩০ ॥

জাতিস্তু পূর্বোক্তা। ক্রিয়াশ্চ জন্মবাল্যক্রীড়াদয়ঃ। তত্র নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্ন ইত্যাদিনা জন্ম দর্শিতম্। বাল্যক্রীড়ামাহ—তাবঙ্ঘ্রি-

---

ও পদদ্বয়ে ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভা, ১০৮।১৫॥২২৮॥

"হে রাজর্ষে! অল্পকালেই রাম কৃষ্ণ জানুকর্ষণ ব্যতিরেকেই স্ববলে পদচালনা করিয়া গোকুলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৮।১৯॥২২৯॥

"তদনন্তর রামকৃষ্ণ পৌগণ্ড-বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে শ্রীব্রজরাজাদি কর্তৃক পশুপালন-কার্য্যে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।১৫।১॥২৩০॥

জাতি—পূর্ব্বোক্ত গোপত্বাদি। ক্রিয়া—জন্ম, বাল্যক্রীড়াদি।

জন্ম—"আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভা, ১০।৫।১

বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'শ্রীরাম কৃষ্ণ উভয়ে

যুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু। তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোরিত্যাদি। যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ। বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥ ২৩১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ সঃ ॥ ২৩১ ॥

আদিগ্রহণাৎ পৌগণ্ডাদৌ মান্যমাননাদয়োঽপি জ্ঞেয়াঃ। অথ দ্রব্যাণি চ তৎক্রীড়াভাণ্ডবসনাদীনি। কালাশ্চ তজ্জন্মদিনাদয়ঃ।

স্ব স্ব চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটিল গতিতে কটি ও চরণভূষণের কিঙ্কিনী-নিনাদসহকারে মনোহররূপে বারংবার গমন করিতেন। সেই ধ্বনিতে তাঁহাদের মানস হৃষ্ট হইত। কখন কখন ইতস্তত:-গমনকারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গিয়া মুগ্ধ ও প্রভীতের ন্যায় জননীদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিতেন।

শ্রীভা, ১০।৮।২৬

তদনন্তর যে সময় রাম-কৃষ্ণের কুমার-লীলা ব্রজাঙ্গনাগণের দর্শন-যোগ্য হইল, তখন বৎসগণের পুচ্ছ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তাহাতে বৎসসকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে পুচ্ছ ধরিয়া তাঁহারাও আকৃষ্ট হইতেন। তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণ কৌতুকবশতঃ গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আনন্দে হাস্য করিতেন।

শ্রীভা, ১০।৮।১৮॥২৩১॥

ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন নির্দ্দেশে "বাল্যক্রীড়াদি" পদে যে আদি শব্দ আছে, তাহাতে পৌগণ্ডাদি বয়সে মান্যজনের সম্মাননাদিও জানিতে হইবে। দ্রব্যরূপ উদ্দীপন—তাঁহার ক্রীড়াভাণ্ড, বসনাদি। কাল—তাঁহার জন্মদিনাদি। তাহাতে জন্মদিন—"কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের

অভিষেচনং যথা—কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্। বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচনৈশ্চকার সূনোরভিষেচনং সতীত্যাদি ॥ ২৩২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥ সঃ ॥ ২৩২ ॥

অথানুভাবেষূদ্ভাস্বরাঃ। তত্র লালনম্—তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে। যথাকালং যথাকামং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ। গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ। নীবিং বসিত্বা রুচিরং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ। জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ। সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতু র্ব্রজে ॥ ২৩৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ সঃ ॥ ২৩৩॥

অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসবাভিষেকে এবং জন্মনক্ষত্রযোগে অতিশয় মহোৎসব হইল। তাহাতে যাবতীয় ব্রজপুরন্ধ্রী উপস্থিত হইলেন। শ্রীযশোদা তাঁহাদিগকে লইয়া গীত, বাদ্য এবং ব্রাহ্মণপঠিত মন্ত্রসহকারে শিশুর অভিষেক করিলেন” ॥২৩২॥

অনন্তর বাৎসল্য-রসের অনুভাব-সমূহ মধ্যে উদ্ভাস্বর (১) বর্ণিত হইতেছে। লালন—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন “পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী-দেবী সময় ও ইচ্ছামত পুত্রদ্বয়ের উৎকৃষ্ট উপভোগ-সকল সম্পাদন করিতেন। গোচারণ হইতে গৃহে আসিবার পর স্নান অঙ্গমর্দ্দনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণের পথশ্রম দূর হইলে, মনোহর বসন পরিধান করিলেন এবং দিব্য মাল্য ও গন্ধে ভূষিত হইলেন। তারপর জননী সুস্বাদু অন্ন আনিয়া দিলে ভোজন করিয়া রমণীয় শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে নিদ্রা গেলেন।” শ্রীভা, ১০।১৫।২৯॥২৩৩॥

---

(১) লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, হিতোপদেশ দান, হিতপ্রবর্ত্তনার্থ তর্জ্জন, প্রলোভন জন্য বৃথা-হাস্য, দুষ্ট জীবাদি হইতে অনিষ্টশঙ্কা, তৎকার্য্যে প্রকারান্তর ভাবনা।

শিরোঘ্রাণম্—নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ২৩৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬ ॥ সঃ ॥ ২৩৪ ॥

আশীর্বাদঃ—তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং জীবেতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোহজনমুজ্জগুঃ ॥ ২৩৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫ ॥ সঃ ॥ ২৩৫ ॥

হিতোপদেশদানম্—কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব। অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তস্তুত্তবান্ ভোক্তুমর্হতীত্যাদি ॥২৩৬॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ২৩৬ ॥

শিরোঘ্রাণ—শ্রীশুকদেব বলিলেন "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! উদার-বুদ্ধি নন্দ প্রবাস (মথুরা) হইতে আসিয়া নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন; তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।৬।২৭॥২৩৪॥

আশীর্ব্বাদ—"গোপীগণ নন্দ-ভবনে আগমন করিয়া চিরজীবী হও বলিয়া বালক (শ্রীকৃষ্ণ) কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর পরস্পর হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও জল সিঞ্চন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের গুণগান করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৫।১০॥২৩৫॥

হিতোপদেশ দান—[শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যমুনাতীরে বালকগণের সহিত যখন ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন শ্রীযশোদা দূর হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন—] "হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে কমলনয়ন! বাপ আমার! এস, স্তন পান কর, আর খেলায় কাজ নাই; ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ভোজন করা উচিত।" শ্রীভা, ১০।১১।৯॥২৩৬॥

ইদমখিলং সাধারণবৎসলানামপি স্যাৎ। পিত্রোস্তু বিশেষতঃ। তত্র হিতপ্রবর্ত্তনার্থতর্জনাদিকং যথা—একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ। কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্। সা গৃহীত্বা করে পুত্রমুপালভ্য হিতৈষিণী। যশোদা ভয়সংভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত। কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্রহঃ। বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্ ॥ ২৩৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ সঃ ॥ ২৩৭ ॥

লালনাদি যে সকল অনুভাবের কথা বলা হইল, সে সকল সাধারণ বৎসলগণেরও থাকে। তবে মাতাপিতাতে বিশেষরূপেই বর্ত্তমান থাকে। মাতাপিতাতে হিতসাধনের জন্য তর্জ্জনাদি যথা, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"একদিন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন শ্রীযশোদার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে—এ কথা নিবেদন করিলেন।"

হিতৈষিণী যশোদা ক্রীড়াস্থানে যাইয়া পুত্রের হাত ধরিলেন; জননীর ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল ব্যাকুল হইল; তখন তাঁহাকে জননী যশোদা বলিতে লাগিলেন,—

হে অসংযতেন্দ্রিয়! আপনি (১) একান্তে লুকাইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন কেন? তোরই সঙ্গী এ সকল বালক এবং তোর অগ্রজ রামও এ কথা বলিতেছে। শ্রীভা, ১০।৮।২৫॥২৩৭॥

---

(১) মূলে যে ভবৎ (আপনি) শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা তিরস্কারসূচক; যাহাকে তুই বা তুমি বলা হয়, তাহাকে তিরস্কার করিবার জন্যই "আপনি" বলা হয়।

যথা চ দধিমণ্ডভাজনভেদনাদিচাপল্যানন্তরম্—কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মসিনী স্বপাণিনা। উদ্বীক্ষ্যমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ। ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা। ইয়েষ কিল তং বন্ধুং দাম্নাতদ্বীর্য্যকোবিদা ॥ ২৩৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৯ ॥ সঃ ॥ ২৩৮ ॥

অথ তর্জ্জনবিস্বাদৌষধপায়নাদিবল্লদাত্মভবং তৎসুখমপ্যাতি-

হিতসাধনার্থ তর্জ্জনাদির অপর দৃষ্টান্ত, দধিমণ্ড (২)-ভাণ্ডভঞ্জনরূপ চাপল্যের পর, (শ্রীশুকোক্ত) "দধিমণ্ড-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীর কাছে অপরাধী হইয়াছিলেন। সে জন্য জননীর ভয়ে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুসলিলে নয়নের কজ্জল বিগলিত হইয়া গিয়াছিল ; তিনি বাম হস্তের পৃষ্ঠভাগ দ্বারা নয়নদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল, তিনি কাতরভাবে ঊর্দ্ধদিকে চাহিতেছিলেন, শ্রীযশোদা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক ভর্ৎসন করিয়াছিলেন। তারপর পুত্রকে ভীত জানিয়া সন্তান-বৎসলা শ্রীযশোদা (তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য গৃহীত) যষ্টি ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার প্রভাবানুসন্ধানরহিতা-জননী তাঁহাকে বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন। "শ্রীভা. ১০।৯।৯॥২৩৮॥

[সন্তানের হিতার্থে মাতাপিতার] তর্জ্জন ও বিস্বাদ ঔষধ পান করাইবার মত, তৎকালে [বৎসলের] আত্মোত্থ শ্রীকৃষ্ণের সুখ

(২) দধিমণ্ড—দধিরমাৎ। যে পাত্রে দধি জমান হয়, তাহার মুখের দিকে অর্থাৎ উপরিভাগের দধি। তাহাতে নবনীত ভাগ প্রচুর থাকে। শ্রীব্রজেশ্বরী নবনীতের জন্য দধিমণ্ডই মন্থন করিতেছিলেন।

ক্রম্যায়তিভদ্রায়ৈতৎসমৃদ্ধয়ে চেষ্টা যথা—তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্। অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযাবুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে॥ ২৩৯॥

যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণশয়াস্ত্বৎকৃত ইত্যনেন কৈমুত্য-প্রাপ্তেস্তদ্গৃহসম্পত্তিসংপাদনপ্রযত্নস্তু সুতরামেব তদায়াতিসমৃদ্ধ্যর্থ এব। তত্র গোপজাতীনাং সত্যপি মহাসম্পত্ত্যন্তরে তৎকারণে চ দুগ্ধহেতুকসম্পত্ত্যর্থমেব মহানাগ্রহঃ স্বাভাবিকঃ। তস্মাদায়তীয়তৎ-সম্পত্তিবর্দ্ধনার্থং দুগ্ধরক্ষায়ামৌৎসুক্যমিদং বাৎসল্যবিলসিতমেব

অতিক্রম করিয়া, তাঁহার আয় রক্ষার জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য চেস্টাও অনুভাব-বিশেষ। তাহার দৃষ্টান্ত—(শ্রীশুকোক্তি) "ক্রোড়ে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণের সস্মিত বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীযশোদা তাঁহাকে —যে স্তন-হইতে স্নেহবশে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা পান করাইতে লাগিলেন। এমন সময় জ্বলন্তচুল্লীর উপরে যে দুগ্ধভাণ্ড ছিল, অগ্নির উত্তাপে তাহা হইতে দুগ্ধ উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অতৃপ্ত অবস্থায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বেগে তিনি সেই চুল্লীর কাছে গেলেন।" শ্রীভা, ১০।৯।২৩৯॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীব্রজজনের প্রীত্যুৎকর্ষ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—'যাঁহাদের গৃহ, অর্থ, সুহৃদ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় সমুদয়ই আপনার জন্য" (শ্রীভা, ১০।১৪।৩৩) এই বচন-প্রমাণে শ্রীব্রজেশ্বরীর গৃহসম্পত্তি সম্পাদনের প্রযত্ন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আয়োন্নতির জন্য, ইহাতে সংশয় নাই। তাহাতে আবার গোপজাতির শ্রীকৃষ্ণের জন্য, অন্য মহাসম্পত্তি থাকিলেও দুগ্ধ হইতে যে সম্পত্তি হয়, সেই সম্পত্তির জন্য তাঁহাদের মহান্ আগ্রহ স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধ রক্ষার এই আগ্রহ

সং বাৎসল্যং পুষ্ণাতি। সমুদ্রমিব তরঙ্গসংঘঃ। অত্র তস্যা হৃদয়মীদৃশম্। অয়ং স্বসম্পত্তিরক্ষাং ন জানাতি। ততঃ সম্প্রতি মদেককর্ত্তব্যাসাবিতি। অত্র চ স্নেহস্নুতমিতি স্বাভাবিকগাঢ়স্নেহং দর্শয়িত্বা তথৈব সূচিতম্। এবং তৎকৃতে দধিমন্থভাণ্ডভঙ্গেঽপি তস্যা বহিরেব কোপাভাসো দর্শিতঃ। মনসি তু প্রবলচাপল্য-দর্শনেন হর্ষ এব। যথাহ—উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্। ভিন্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম

বাৎসল্যের চেষ্টা-বিশেষ। তরঙ্গসমূহ যেরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধি প্রতীতি করায়, উক্ত চেষ্টাও তেমন বাৎসল্য পোষণ করিতেছে। এসম্বন্ধে শ্রীব্রজেশ্বরীর মনের ভাব এই:—এই শিশু এখন নিজ সম্পত্তির রক্ষা জানেনা; সুতরাং এখন তাহার সম্পত্তিরক্ষার যত্ন করা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। [শ্রীব্রজেশ্বরী প্রীতিহীনা বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে অনাদর করিয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহাতে বাৎসল্য-প্রীতির পরাবধি। বাৎসল্যের অনুভাব-বিশেষ —শ্রীকৃষ্ণসংযোগে স্তনের দুগ্ধ ক্ষরণ। শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করিতে আসিলে শ্রীব্রজেশ্বরীর স্তন-দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়াছিল। সেজন্য] শ্লোকে বলা হইয়াছে, "স্নেহবশে ক্ষরিত স্তন" পান করাইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্বাভাবিক গাঢ় স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি-রক্ষার জন্যই শ্রীযশোদার সেই চেষ্টা, ইহার সূচনা করিয়াছেন। এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দধিমন্থ-ভাণ্ড ভঙ্গেও তিনি বাহিরেই কোপাভাস দেখাইয়াছিলেন, মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবল চাপল্য দর্শনে তাঁহার আহ্লাদই হইয়াছিল। যথা,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীযশোদা চুল্লী হইতে সুতপ্ত দুগ্ধ অবতারণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দধিমন্থন স্থানে আসিয়া দেখেন, দধিমন্থভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। তাহা নিজ পুত্রেরই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিলেন, অথচ

তৎ জহাস তং চাপি ন তত্রে পশ্যতী ॥ ২৪০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৯ ॥ সঃ ॥ ২৪০ ॥

অথ দুঃখেঽপি তৎপ্রস্তোভনার্থে মৃষাহাস্যাদিকমপি যথা—উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্ । বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমোমোচ হ ।। ২৪১ ।।

প্রহসদ্বদনমিতি তু পাঠঃ ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ সঃ ॥ ২৪১

অত্র দুষ্টজীবাদিভ্যোঽনিষ্টশঙ্কামাহ—জন্ম তে মষ্যসৌ পাপো

তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না; ইহাতে হাস্য করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।৯।৫।২৪০॥

দুঃখেও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা হাস্যাদি ও বাৎসল্যের অনুভাব, যথা—[যমলার্জ্জুন ভঙ্গের পর, সেই বৃক্ষের পতন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া ব্রজরাজ আসিয়া দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ উদূখলের সঙ্গে বাঁধা আছেন, এবং সেই উদূখল আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ইতাতে তিনি দুঃখিত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া জননীর ভর্ৎসন, তাড়ন ও বন্ধনের নিমিত্ত কাঁদিয়া অধীর হইবেন মনে করিলেন। তাঁহাকে সে সকল ভুলাইয়া দিবার জন্য তিনি হাস্য করিয়াছিলেন।] "রজ্জুবদ্ধ নিজ পুত্র উদূখল আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, হাস্যমুখ নন্দ তাঁহার বন্ধন মোচন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।১১।৬।২৪১॥

কোন কোন গ্রন্থে হাস্যমুখ পদটী শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত দেখা যায়। [সেই পাঠান্তরে উদূখল আকর্ষণে যে খড়ৎ খড়ৎ শব্দ হইতেছিল, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের হাস্যের কারণ।] ॥২৪১॥

দুষ্ট জীবাদি হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও বাৎসল্যের অনুভাব, যথা—[কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলে, শ্রীদেবকী-দেবী তাঁহাকে বলিয়াছেন—] "হে মধুসূদন ! আমাতে তোমার জন্ম হইল ইহা যেন

মাবিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ২৪২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩ ॥ শ্রীদেবকী ॥২৪২ ॥

এবং শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজেত্যাদিকং দর্শিতম্। অথ তচ্ছ্রেয়োনিবন্ধনা দেবাদিপূজা—তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ। বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ২৪৩ ॥

অনেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতু তেন চ মৎপুত্রস্যোদয়ো ভবত্বিতি সঙ্কল্প্য সর্বান্ যথোচিতমপূজয়দিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ৫ ॥ সঃ ॥ ২৪৩ ॥

তথান্যেষাং সম্যগনির্ণীত এব প্রভাবে তৎকার্য্যস্য প্রকারান্তর-

পাপ-কংস জানিতে না পারে, আমি তোমারই নিমিত্ত কংস হইতে ভয় পাইতেছি, আমার চিত্ত অধীর হইয়াছে।” শ্রী, ১০।৩।২৬॥২৪২ ॥

শৃঙ্গ্যগ্নিদ্রংষ্ট্যাহি ইত্যাদি শ্লোকে দুষ্টজীব হইতে এই প্রকার অনিষ্টাশঙ্কারূপ বাৎসল্যের অনুভাব প্রদর্শিত হইয়াছে (১)।

শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থে দেবাদি পূজাও বাৎসল্যের অনুভাব। যথা— “সেই সেই সঙ্কল্পের সহিত উদার-চিত্ত নন্দ বিষ্ণুর আরাধনা এবং নিজ পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সূতমাগধাদির যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন।” শ্রীভা, ১০।৫ ১১॥২৪৩॥

ইহা দ্বারা বিষ্ণু প্রীত হউন, তাহাতে আমার পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি হউক —এই সঙ্কল্প করিয়া সকলকে যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন ॥২৪৩॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারিলেই মাতাপিতা ছাড়া অন্য বৎসলগণের পক্ষে সেই কার্য্যের অন্যরূপ কারণ ভাবনা উপস্থিত হইতে

---

(১) ২২৬ অনুচ্ছেদে শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

কারণতাভাবনা সম্ভবতি। যথা—অহো বতাত্যদ্ভুতমেব রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ। হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ। সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ইতি। শ্রীমৎপিত্রোস্তু সম্যক্ নির্ণীতেঽপি সম্ভবতি। যথা শ্রীমতী মাতা কিং স্বপ্ন ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণস্য বিশ্বোদরাদিত্বং স্বভাবং মত্বাপি পুনস্তদসম্ভবং মন্বানা অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরমিত্যাদিনা তচ্চ পরমেশ্বরনির্মিতমিত্যঙ্গীকৃতবতী। উৎপাতবত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং তচ্চরণারবিন্দমেব শরণত্বেনাশ্রিতবতী চ। পুনশ্চাহং মমাসাবিত্যাদিনা নিজভাবমেব

পারে। [ইহা বাৎসল্যেরই অনুভাব বিশেষ।] যথা—তৃণাবর্ত্ত-বধের পর ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিলেন; "অহো; এ অতি আশ্চর্য্য! এই বালক রাক্ষস কর্ত্তৃক মৃত্যুর কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুনর্ব্বার তাহা হইতে ফিরিয়া আসিল। হিংস্র ব্যক্তি নিজ পাপেই বিনষ্ট হইয়াছে, সাধু (শ্রীকৃষ্ণ) সমদর্শী বলিয়া ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৭।২৭

কোন কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইলেও তাঁহার মাতাপিতা সেই কার্য্যের অন্যরূপ কারণ যে মনে করেন তাহার দৃষ্টান্ত—মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের উদরে বিশ্ব দর্শন করিয়া ইহা কি স্বপ্ন কিম্বা দেবমায়া ইত্যাদি শ্লোকে তদীয় স্বাভাবিক প্রভাব মনে করিলেও প্রায় তাহা অসম্ভব মনে করিয়া অথো যথাবন্ন ইত্যাদি শ্লোকে সেই ব্যাপার পরমেশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। শেষে তাহা উৎপাতের মত মনে করিয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্য শরণারূপে তাঁহার চরণ-কমলকেই আশ্রয় করিয়াছেন। আবার, অহং মমাসৌ ইত্যাদি শ্লোকে নিজ ভাবই দৃঢ় করিয়া শ্রীভগবানের

দৃঢ়ীকৃত্য তচ্ছরণত্বমেবাবধারিতবতী। অহং মমাসৌ পতিরেষ মে স্থত ইত্যাদিকমিদন্তানির্দিষ্টত্বেন প্রত্যক্ষসিদ্ধমেব। তথাপি যন্মায়য়া ঈথম্ এতন্নানাপ্রকারেণ বিশ্বরূপদর্শনাকারা কুমতিঃ স এবেশ্বরো মম গতিরিত্যর্থঃ। যচ্চেত্থং বিদিততত্ত্বায়ামিত্যাদিকং তদনন্ত শ্রীশুকবাক্যং তত্রাপি তত্ত্বং পুত্রত্বম্। স ঈশ্বর ইতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈবেশ্বররূপো য আবির্ভাববিশেষঃ যত্রৈব প্রণতাস্মি তৎপদমিতি তদ্বাক্যানুসন্ধানমপি পর্য্যবসিতং স এব ব্যজ্যতে। বৈষ্ণবীমিতি বিশেষণেন মায়াশব্দস্য শক্তিমাত্রবাচকত্বেন তস্যাস্তৎ-

---

শরণাপত্তিরেই শ্রেয়স্করত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। অহং মমাসৌ পতিরেষমেস্থত ইত্যাদি শ্লোকে "এই আমার পুত্র" "এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে সাক্ষাদ্ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; "তথাপি যাঁহার মায়ায় আমার এই কুমতি"—নানা প্রকারে বিশ্বরূপ-দর্শনরূপ কুমতি, সেই ঈশ্বরই আমার গতি, শ্রীব্রজেশ্বরী এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পরে ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং ইত্যাদি শ্রীশুক-বাক্যে যে "তত্ত্ব" শব্দ আছে তাহার অর্থ পুত্রত্ব। শ্রীকৃষ্ণেরই ঈশ্বররূপ যে আবির্ভাব, এবং "সেই ভগবানের অত্যন্ত অচিন্ত্য চরণকমলে প্রণতা হই" এই ব্রজেশ্বরী-বাক্যোক্ত অননুসন্ধানও যাঁহাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই ঈশ্বররূপই উক্ত শ্লোকের স ঈশ্বর—এই পদদ্বয়ে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তারপর সেই শ্লোকে শ্রীযশোদার প্রতি "বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিলেন" বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে মায়া-শব্দের বৈষ্ণবী বিশেষণ দ্বারা, সে শব্দে কেবল শক্তি বুঝাইলেও তাহার স্বরূপশক্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিম্বা মায়া শব্দ দয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়,

স্বরূপশক্তিত্বং বোধ্যতে দয়ামাত্রবাচকত্বেন বা। অতএব যথা চোপনিষদ্ভিশ্চেত্যাদিনা নায়ং সুখাপো ভগবানিত্যাদ্যন্তেন গ্রন্থেন তৎপ্রশংসাপি কৃতা। এবম্ অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণ ইত্যাদিকস্য

তাহাতে বৈষ্ণবীমায়া অর্থে বিষ্ণুসম্বন্ধিনী দয়া। অতএব এবাাচোপনিষদ্ভিস্ত ইত্যাদি শ্লোক হইতে নায়ং সুখাপো ভগবান্ ইত্যাদি শ্লোক (১০।৮।৩৫ শ্লোক হইতে ১০।৯।১৬ পর্য্যন্ত শ্লোক) সমূহে শ্রীব্রজেশ্বরীর প্রশংসা করিয়াছেন।

[**বিবৃতি** — শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতেই বাৎসল্য-প্রীতির শেষ সীমা। শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেও, তাঁহারা মনে করেন সেই কার্য্য অন্য কোন কারণে হইয়াছে ; ইহাই হইল তাঁহাদের প্রীতির বিশেষত্ব। শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী ছাড়া অপর বৎসলগণ তাদৃশ কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব যদি সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারেন তাহা হইলে সেই কার্য্যের অন্যরূপ কারণ মনে করেন। তৃণাবর্ত্ত-বধ-লীলায় উহা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই ঘটিয়াছে, ব্রজজন তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই ; তবে তাঁহার সহিত ঐ কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বলিলেন, পাপী তৃণাবর্ত্ত নিজ পাপে মরিয়াছে, আর সাধু কৃষ্ণ উদারতাগুণে রক্ষা পাইয়াছে। অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত সাধু কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেই পাপে মরিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সাধু বলিয়া ধর্ম্ম-প্রভাবে রক্ষা পাইয়াছেন, এই তাঁহাদের অভিমত। এস্থলে তৃণাবর্ত্তের মৃত্যুর এবং শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার অন্য কারণ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই তাহা ঘটিয়াছে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও শ্রীব্রজজনের বাৎসল্য প্রেম-প্রভাবে তাহা হইতে পারে নাই।

মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখদ্বারে উদর মধ্যে বিশ্ব দর্শন করিয়া

কিংস্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিম্বা মদীয় মত বুদ্ধিমোহঃ। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চ নৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ শ্রী ভা, ১০।৮।৩০

"ইহা কি স্বপ্ন ? না, দেবতার মায়া ? কিম্বা আমার বুদ্ধির ভ্রান্তি ? অথবা আমার ছেলের কোন স্বাভাবিক নিজৈশ্বর্য্য ?" এই শ্লোকে শ্রীযশোদা সেই বিশ্বরূপ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অব্যবহিত পরেই মনে করিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না, যে কৃষ্ণ আমার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে তাহার এমন প্রভাব থাকিতে পারে না। ইহা পরমেশ্বরের প্রভাবেই ঘটিয়াছে। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন —

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং চেতোমনঃ কর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদ ॥
শ্রী ভা, ১০।৮।৩১

"যিনি চিত্ত মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা যথার্থরূপে বিষয় হয়েন না, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহা হইতে এই বিস্ময়কর ব্যাপার (শ্রীকৃষ্ণের উদরে বিশ্বদর্শন) উপস্থিত হইয়াছে, যিনি ইহার প্রতীতির হেতু, সেই ভগবানের অত্যন্ত অচিন্ত্যচরণকমলে প্রণতা হই।"

শ্রীভা, ১০।৮।৩১

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে যোগিগণ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার নিকট কিন্তু উহা অতি তুচ্ছ। এইজন্য তিনি বিশ্বরূপ-দর্শনকে উৎপাতের মত মনে করিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরের চরণে শরণাগতি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। "প্রণতাস্মি" পদদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের উদর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেও শ্রীযশোদার তাঁহার

প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে নাই। ইহাতেই তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পুত্রভাব যে বিন্দুমাত্রও অপনীত হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতোব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপাসতী।

গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতি স মে গতিঃ॥

শ্রীভা, ১০।৮।৩১।

"আমি যশোদা-নাম্নী গোপী, এই ব্রজেশ্বর আমার পতি, আমি ব্রজেশ্বরের অখিল সম্পত্তি রক্ষাকারিণী সতী পত্নী, এই কৃষ্ণ আমার পুত্র, এসকল গোপগোপী, গোধন আমার, এইরূপ কুমতি আমার যাঁহার মায়ায় হইতেছে সেই ভগবান্ আমার গতি।"

কোন কৃষ্ণকে তিনি পুত্র মনে করেন, তাহা যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছেন। এই কৃষ্ণ আমার পুত্র অর্থাৎ যাঁহার উদর মধ্যে তিনি তখনও বিশ্ব দর্শন করিতেছেন, তাঁহাকেই বলিতেছেন, এ'আমার পুত্র। বিশ্বরূপ-প্রদর্শনকারী শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে থাকিলেও তাহা তাঁহার কার্য্য মনে করিতেছেন না, পরমেশ্বরের কার্য্যই মনে করিতেছেন; তাহাও তাঁহার মায়া-প্রভাবে ঘটিয়াছে মনে করিয়া তাদৃশী প্রতীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "এই যে বিশ্ব দর্শন করিতেছি ইহা আমার কুমতি।"

এইরূপে কিছুতেই শ্রীব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য অপনীত হইল না দেখিয়া বিশ্বরূপ তিরোহিত করিলেন।

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপীকায়াং স ঈশ্বরঃ।

বৈষ্ণবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥

শ্রীভা, ১০।৮।৩৩

"এইরূপে গোপী যশোদা তত্ত্ব অবগত হইলে সেই বিভু ঈশ্বর তাঁহার নিকট পুত্র-স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন।"

এস্থলে তত্ত্ব-শব্দের অর্থ পুত্রত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব-বিশেষ—স্বয়ং ভগবান হইলেও তিনি যশোদা-নন্দন। যখন অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করেন তখনও তিনি যশোদা-নন্দনই থাকেন; ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব। শ্রীযশোদা এই তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন; যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদর মধ্যে বিশ্ব দর্শন করিতেছেন তখন তাঁহাকে তিনি পুত্ররূপে দেখিতেছেন ও জানিতেছেন। সুতরাং শ্রীযশোদার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকটনের কোন গৌরব নাই। সেই জন্য "বিভু ঈশ্বর" তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন, একথা বলিয়াছেন।

এই ঈশ্বর কে? তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন; তাঁহারই আবির্ভাব-বিশেষ। তাঁহা হইতেই শ্রীযশোদা বিশ্ব দর্শন করিয়াছেন, ইঁহাকেই পরমেশ্বর-জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছেন। অবশ্য তিনি জানিতেন না যে, এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। এক আবির্ভাবে যশোদা-নন্দনরূপে থাকিয়া, অপর আবির্ভাবে পরমেশ্বররূপে শ্রীজননীকে বিশ্ব দর্শন করান অচিন্ত্য-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই বিশ্ব-দর্শন-প্রসঙ্গেই ঈদৃশ আবির্ভাব-ভেদ শুনা যায়; যে শ্রীকৃষ্ণের উদর মধ্যে শ্রীযশোদা বিশ্ব দর্শন করিতেছেন, তাহাতেই আপনাকেও শ্রীকৃষ্ণকেও আবার দেখিতেছেন।

বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার-প্রসঙ্গে যে মায়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা ত্রিগুণময়ী কাপট্যরূপা মায়া নহে, এস্থলে মায়া অর্থে ভগবচ্ছক্তি; তাহা হইলেও ইহা বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া নহে একথা বুঝাইবার জন্য "বৈষ্ণবী" বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন; এই বৈষ্ণবী মায়া—শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি। মায়াশব্দের দয়া অর্থও অভিধানে

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দ ইত্যাদিকস্য চ স্বভাবোচিতশ্রীব্রজেশ্বর-বাক্যস্যান্তে লোকরীত্যা তদ্দুঃখশান্ত্যর্থং শ্রীমদুদ্ধবেন যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনমিত্যাদিনা তৎস্তুতিগর্ভতত্ত্বোপদেশে কৃতেঽপি তদ্ভাবনৈশ্চল্যং দর্শিতম্। এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য

প্রসিদ্ধ আছে; এস্থলে সে অর্থও হইতে পারে। বৈষ্ণবী-মায়া—পরমেশ্বর শ্রীহরি (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ)—যিনি বিশ্বদর্শন করাইয়াছেন তাঁহার দয়া। পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী-মায়া—বাৎসল্য-প্রীতি, ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক-বিশেষ বলিয়া ঐরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযশোদা বাৎসল্য-প্রীতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বররূপ আবির্ভাব অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া, সেই প্রীতি-সমুদ্রে বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তারপর যখন দেখিলেন সেই প্রীতি বিকৃত হইবার নহে, তখন সেই বিক্ষোভ ঘুচাইলেন, ইহাই পুত্রস্নেহময়ী মায়াবিস্তারের তাৎপর্য্য। এস্থলে শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রীতির নিকট শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ-প্রভুত্ব পরাজয় স্বীকার করিল। এয্যাচোপনিষদ্ভিস্ত ইত্যাদি শ্লোক হইতে দামবন্ধন-লীলাধ্যায়ের নায়ং সুখাপ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোক-সমূহে সেই প্রীতির উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর পারমৈশ্বর্য্য দর্শনেও শ্রীব্রজে-শ্বরীর পুত্রভাবের নিশ্চলতা দেখা গিয়াছে। এইরূপ অপিস্মরতি নঃ কৃষ্ণঃ ইত্যাদি এবং অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ ইত্যাদি শ্রীব্রজরাজের নিজভাবোচিত বাক্যের পর, লোকরীতিতে তাঁহাদের (শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর) দুঃখ শান্তির জন্য শ্রীমদুদ্ধব যুবাং শ্লাঘ্যতমৌনূনং ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাঁহাদিগকে স্তুতিগর্ভ তত্ত্বোপদেশ দান করিলেও শ্রীব্রজ-রাজের পুত্রভাবের নৈশ্চল্য দেখা যায়। যথা, শ্রীশুকোক্তি—"হে

কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্নিতি। এবং শ্রীব্রজেশ্বরস্য বিয়োগদুঃখব্যঞ্জনা-প্রকারেণ শ্রীমদুদ্ধবস্য তৎসান্ত্বনাপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অতস্তদ্ভাবনৈ-শ্চল্যং তত্ত্বোপদেশস্য বাস্তবমর্থান্তরন্ত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতমস্তি।

রাজন! এই প্রকারে কথা বলিতে বলিতে নন্দের এবং কৃষ্ণানুচর উদ্ধবের সেই রাত্রি অতীত হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।৪৬।

এই প্রকারে—শ্রীব্রজরাজের কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ ব্যক্ত করিতে করিতে, আর শ্রীউদ্ধবের তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে রজনী অতিবাহিত হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ব্রজরাজের পুত্র-ভাবের নৈশ্চল্য এবং তত্ত্বোপদেশের বাস্তবার্থ প্রদর্শিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বিরহ-দুঃখ-কাতর ব্রজজনের সান্ত্বনার জন্য শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ব্রজরাজ-ভবনে উপস্থিত হইলে, শ্রীব্রজরাজ বলিলেন—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবোবৃন্দাবনং গিরিং॥
অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুং।
কর্হিদ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং স্নুনসং সস্মিতেক্ষণং॥

শ্রীভা, ১০।৪৬।১৪—১৫

"অহে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে এবং তাহার মাতাকে স্মরণ করে? আর সুহৃদ্, সখা, গোপগণ, যে ব্রজের সে-ই এক-মাত্র গতি সেই ব্রজ, গো-সকল, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনের কথা কি তাহার মনে আছে?

গোবিন্দ কি স্বজনগণকে একবার দেখিবার জন্য আসিবে? আহা! তাহার বদন, সুন্দর নাসা ও সস্মিত নয়ন কবে দেখিব?"

এবং কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং পরিতঃ স্তুবৎস্বপি তাদৃশমহামুনিগোষ্ঠী-প্রভৃতিষু বিখ্যায়মানেঽপি শ্রীবসুদেবপুত্রত্বে শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তদ্ভাব-

---

শ্রীকৃষ্ণে ব্রজ-রাজের যে স্বাভাবিক পুত্রভাব আছে, তিনি তদনুসারে এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; তার পর শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজ-রাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রশংসাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিলেন—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃত মতিরীদৃশী ॥

শ্রীভা. ১০।৪৬।২১

"হে মানদ ! আপনারা দুইজন দেহধারীদিগের মধ্যে পরম প্রশংসনীয়। কারণ, অখিল-গুরু নারায়ণে আপনাদের এইরূপ মতি হইয়াছে।"

এই শ্লোকে বিজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীউদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদ্ভাবেই নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়াও ব্রজরাজের পুত্রভাব বিচলিত হয় নাই ; পূর্ব্বের মতই ছিল। সারারাত্রি তিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব পোষণ করিয়া তদীয় বিচ্ছেদ-দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীউদ্ধব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে নাই, পুত্রভাবই অবিচলিত ছিল।]

অনুবাদ—শ্রীব্রজরাজ এস্থলে (ব্রজে) শ্রীউদ্ধবের মুখেই শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ মহামুনি-গোষ্ঠী (দল) প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছিলেন, এবং তথায় শ্রীবসুদেবের পুত্র বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

নৈশ্চল্যং যথা—তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ। যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচ ইতি। অতএব মনসো

পুত্রভাব অবিচলিত ছিল। অর্থাৎ মহামুনি মহাবিজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিতেছিলেন এবং তিনি যে শ্রীবসুদেবের পুত্র ইহাও সকলের নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল; এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বা বসুদেবের পুত্র—শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী একথা মনে করিতে পারেন নাই, কেবল নিজের পুত্রই মনে করিয়াছেন। যথা,— [কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ব্রজরাজ-দম্পতিকে কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রেমে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া তাঁহাদের নিকট মৌন-ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন] "নন্দ ও মহাভাগ্যবতী যশোদা সেই পুত্রদ্বয়কে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইয়া, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উভয়কে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিশেষভাবে শোক ত্যাগ করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৮২।২৩

[**বিবৃতি**—কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে শ্রীবসুদেব পরম সমাদরে পরিজনবর্গের সহিত ব্রজরাজ-দম্পতিকে পটগৃহে (তাম্বুতে) লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারপর প্রথমে নন্দ পরে যশোদা নিজাসনে আপনার দুইপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বসাইয়া এক সঙ্গে দুই বাহুদ্বারা দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিলেও ব্রজরাজ-দম্পতির সঙ্কোচ জন্মে নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রভাবে পুত্রবুদ্ধিই ছিল এবং আট বৎসরের বালকের মতই দেখিতেছিলেন। এইজন্য নিঃসঙ্কোচে নিজাসনে বা আপন আপন উরুপরে পুত্রদ্বয়কে বসাইয়া দীর্ঘ বিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। শ্লোকে সুত শব্দ প্রয়োগ করিয়া, কুরুক্ষেত্রেও

বৃত্তয়ো নঃ স্যুরিত্যাদিদ্বয়ে শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য-প্রতিপাদকতদুপদেশাভ্যুপগমবাদেনাপি তথোক্তম্। তাদৃশেঽপি তস্মিন্ প্রতিজন্মৈব স্বীয়াং রতিমেব প্রার্থয়ামহ ইত্যর্থঃ। এষা

কৃষ্ণবলরামের প্রতি ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর পুত্রবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল—ইহা দেখাইলেন।]

অনুবাদ—[কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া এবং মুনিগণের মুখে শুনিয়াও যখন তাঁহার প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় নাই, তখন] শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-প্রতিপাদক যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সকলের সমর্থন-সূচক মনসোবৃত্তয় নঃ স্যুঃ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে শ্রীউদ্ধবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভ্যুপগম-বাদেই (তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াই) বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ (পরমেশ্বর) হইলেও প্রতিজন্মে তাঁহাতে নিজ রতি প্রার্থনা করিয়াছেন—ইহাই সেই বাক্যের অর্থ।

[**বিবৃতি**—শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীর সান্ত্বনার জন্য কয়মাস ব্রজে অবস্থান-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর—এমন বহু কথা শ্রীব্রজরাজব্রজেশ্বরীর নিকট বলিয়াছিলেন। তারপর শ্রীউদ্ধব যখন মথুরায় প্রস্থানোদ্যত হইলেন, তখন শ্রীব্রজরাজ বলিয়াছিলেন—

মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥

শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৮—৫৯

"আমাদের মনোবৃত্তি-সমূহ কৃষ্ণপাদম্বুজাশ্রয়া হউক, আমাদের

বাক্য তাঁহার নামকীর্ত্তনে এবং দেহ তাঁহার প্রণামাদিতে রত হউক।

আমরা স্বকর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, যে সকল পুণ্যকর্ম্ম ও দান করিয়াছি তদ্দ্বারা যেন পরমেশ্বর-কৃষ্ণে আমাদের রতি হয়।"

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীব্রজরাজের অভিপ্রায়—"হে উদ্ধব! কৃষ্ণকে আমি পুত্র বলিয়াই জানি। তবু তুমি যখন তাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ, তখন তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলেও আমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বর। তাহা হইলেও তিনি দশরথের পুত্র হইয়াছিলেন। দশরথের তাঁহাতে বড় অনুরাগ ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ-শঙ্কায়ই তিনি প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু এত কঠোর প্রাণ যে, তেমন গুণনিধি পুত্রের দীর্ঘ-বিচ্ছেদ সহ্য করিয়াও প্রাণ ধারণ করিতেছি। (১) আমাদের কৃষ্ণে প্রেমগন্ধও নাই, সেজন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া

---

(১) শ্রীকৌশল্যা-দশরথ হইতে শ্রীনন্দ-যশোদার প্রেম কম ছিল না। প্রীতিই ভগবদাবির্ভাবের হেতু, প্রীতি-অনুরূপই তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীরামচন্দ্র অংশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-আস্বাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক প্রীতি-সম্পত্তি প্রয়োজন। শ্রীব্রজরাজ-দম্পতির সেই প্রীতি-সম্পদ প্রচুর ছিল বলিয়াই তাঁহারা স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। তাহা হইলে, শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদে শ্রীদশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে ব্রজরাজ প্রাণ রক্ষা করিলেন কিরূপে? তাহার উত্তর—ব্রজপ্রেমের-বৈশিষ্ট্য; শ্রীদশরথের প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা শ্রীব্রজরাজের প্রাণ রক্ষা করাই কষ্টকর হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল—মুহুর্মুহুঃ তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন—আমি মরিয়া গেলে কৃষ্ণ আমার পিতৃহীন হইবে—পিতৃশোকে তাহাকে ক্রন্দন করিতে হইবে, আর কখনও যদি ব্রজে আসে—আসিবে নিশ্চয়ই—যখন সে আসিবার

[পরপৃষ্ঠা]

তেষাং রতিপ্রার্থনা চানুরাগময্যেব ন তু তদভাবময়ী। তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ। নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্ন-

---

গিয়াছে এবং ঈশ্বরত্ব-নিবন্ধন অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে দেবকীবসুদেবকে মাতাপিতা করিয়াছে। অহো! ত্রিজগতে নন্দযশোদাই দুর্ভাগ্য। বৎস উদ্ধব! তোমার কথাতেই বুঝিতেছি, প্রেমগন্ধহীন আমাদের সেই পরমেশ্বরকে পাওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি তাঁহাতে আমাদের যেন রতিমতি হয়, ইহাই প্রার্থনা।" শ্রীব্রজরাজের এই প্রার্থনা তাঁহাদের অনুরাগাভাব দ্যোতনা করিতেছে না, ইহা তাঁহাদের মহানু-রাগেরই মহান্ আবর্ত্ত। ইহাদ্বারা দৈন্যসঞ্চারীর প্রাবল্য জ্ঞাপিত হইতেছে। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই তিন রসের ভক্তেরই বিয়োগা-বস্থায় অত্যন্ত দৈন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই জন্য বলিতেছেন—]

অনুবাদ—শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের (নিজের ও শ্রীযশো-দার) যে রতি প্রার্থনা করিলেন, সেই প্রার্থনা অনুরাগময়ী, অনুরাগা-ভাবময়ী নহে। কারণ, এই শ্লোকদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসিগণের নিকট বিদায় হইয়া মথুরাগমনে উদ্যত হইলে, নন্দাদিগোপগণ নানা উপহার (১)-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনুরাগ-বশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন;

শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৭

কথা দিয়াছে,—তখন সে যদি দেখে—ব্রজে তাহার মাতাপিতা নাই, তাহা হইলে ত্রিজগৎ শূন্য দেখিবে, তখন কে তাহাকে আদর করিবে? সুতরাং আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে তাঁহার সুখের জন্য—তাঁহার সান্ত্বনার জন্য,—এই মনে করিয়া শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে বিধুর জীবনধারণ করিয়াছেন।

(১) নানা উপহার—শ্রীব্রজেশ্বরী দিয়াছিলেন পুত্রের জন্য, শ্রীবলদেব, রোহিণী ও দেবকীর জন্য পৃথক পৃথকভাবে নিজচিহ্নাঙ্কিত নবনী ও ক্ষীর-

শ্রুলোচনা ইত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাত্তদীয়ানুরাগযোগ্যমেব ব্যাখ্যেয়ম্। নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতভক্তিযোগ্যম্। যথা যদ্যপি তৎপ্রাপ্তিভাগ্যমস্মাকং দূরে বর্ত্ততে তথাপি তদীয়া রতিরস্তু মাপয়াত্বিতি কাকুঃ। তাদৃশরাগানুরূপমেব জীবান্তরসাধারণ্যেনোক্তম্। কর্ম্মভি র্ভ্রাম্যমাণানামিতি। তদেবং কেবলবাৎসল্যানুরূপমর্থান্তরঞ্চ সিধ্যতি। যতঃ পাদশব্দপ্রয়োগো বাৎসল্যেঽপি সম্প্রতি প্রাপ্ত্যসম্ভাবনাময়াৎ

সুতরাং মনসোবৃত্তয়ো নঃস্যু ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের কৃষ্ণানুরাগের উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করাই সমীচীন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রাভক্তির উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবেনা। সেই ব্যাখ্যা যথা—যদিও কৃষ্ণপ্রাপ্তি-ভাগ্য আমাদের দূরেই আছে,তথাপি কৃষ্ণরতি যেন আমাদের অন্তর্হ্ত না হয়—কাকুবাদে * একথা বলিয়াছেন। অন্যসাধারণ জীব প্রগাঢ় রাগভরে যেমন বলিয়া থাকে, তেমনই বলিয়াছেন—"আমরা স্বকর্ম্ম-বশতঃ পরমেশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি ... ... যেন পরমেশ্বর কৃষ্ণে রতি হয়।" তাহা হইলে শ্লোকদ্বয়ের বাৎসল্যযোগ্য অন্য অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। [তেমন ব্যাখ্যা করিতে গেলে মনসোবৃত্তয় ইত্যাদি শ্লোকে যে পাদ শব্দ আছে, তাহার গতি কি হইবে? মাতাপিতা কখনও পুত্রের চরণে চিত্তের আবেশ প্রার্থনা করেন না। ইহার সমাধানে বলিতেছেন, এস্থলে এইরূপ বলা দোষের বিষয় হয় নাই।] কারণ, তখন প্রাপ্তির অসম্ভাবনা-জনিত শঙ্কায়

লড্ডুকাদি; শ্রীব্রজদেবীগণ দিয়াছিলেন প্রাণেশ্বরের জন্য নিজশিল্পচিহ্নিত গুঞ্জাহারাদি। শ্রীদামাদি সখাগণ দিয়াছিলেন, প্রিয়সখার জন্য তাঁহার পরিচিত বন্যপুষ্প ফলমূলাদি, শ্রীব্রজরাজ দিয়াছিলেন পুত্রের জন্য কস্তুরী, গজমুক্তাহারাদি, শ্রীবসুদেবের জন্য ঘৃত-পক্কান্নাদি, উগ্রসেনের জন্য গোদুগ্ধাদি। আর শ্রীউদ্ধবকে সকলেই পৃথকরূপে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়াছিলেন।

* শোকভয়াদি দ্বারা কণ্ঠস্বর বিকৃত হইলে তাহাকে কাকু বলে।

দূরদেশবিয়োগাদ্দৈন্যেন যুক্তঃ। তথৈব হি চিত্রকেতোঃ করুণরসে দৃষ্টমস্তি। তৎপ্রহ্বনঞ্চ তৎকর্ত্তৃকং প্রহ্বনং নমস্কার ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বদীশ্বরশব্দশ্চ লালনয়ৈব প্রযুক্তঃ। লোকেঽপি তাদৃগুক্তিদর্শনাদিতি। ইত্যাদয় উদ্ভাস্বরাঃ। অথ সাত্ত্বিকাশ্চ

এবং দূরপ্রবাসে গমন-জনিত বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতায় বাৎসল্যেও দৈন্য বশতঃ পাদশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। তাদৃশ ব্যবহার চিত্রকেতুর করুণ-রসে দেখা যায়; তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি শোকাতুর হইয়া "পপাত বালস্য পাদমূলে—বালকের পাদমূলে পতিত হইলেন (শ্রীভা. ৬।১৭।৩৬।" অর্থাৎ চিত্রকেতু—শোকে উন্মত্ত হইয়া যেমন পুত্রের পদতলে পতিত হইয়াছিলেন, শ্রীব্রজরাজও নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তাহাতেও পুনর্ম্মিলনের অনিশ্চয়তা-দর্শনে শোকে উন্মত্তের মত হইয়া নিজপুত্রের চরণে চিত্তবৃত্তির প্রগাঢ় আবেশ-প্রার্থনা করিয়াছেন। মনসোবৃত্তয়ো নঃ ইত্যাদি শ্লোকে যে তৎপ্রহ্বণ—(তাহার প্রহ্বণ) পদ আছে, তাহার অর্থ তৎকর্ত্তৃক প্রহ্বণ নমস্কার অর্থাৎ ব্রজরাজ যে বলিয়াছেন—কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু—দেহ তাহার প্রণামাদিতে রত হউক, এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গৌরব প্রকাশ সূচিত হইতেছে; বৎসলের এইরূপ উক্তি শুদ্ধ বাৎসল্যের পরিচায়ক হইতে পারেনা। বাস্তবিকপক্ষে ব্রজরাজের সেই অভিপ্রায় নহে; তাঁহার অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ পিতৃজ্ঞানে আমার প্রতি প্রমাণাদি-রূপ যে গৌরব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শরীর মন ও বাক্যের যথাযোগ্য চেষ্টা তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। আর যে, তৎপরবর্ত্তী কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানানাং ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-শব্দ পূর্ব্ববৎ লালনার্থে প্রযুক্ত। সাধারণ লোক মধ্যেও সেইরূপ উক্তি দেখা যায়। এসকল বাৎসল্যের উদ্ভাস্বর।

পূর্ববদষ্টৌ। মাতুস্তু নব। স্তন্যস্রবসহিতত্বাৎ। অথ সঞ্চারিণোঽপ্যত্র প্রসিদ্ধা এব। তে চ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণকৃত-লীলাজাতাস্তল্লীলাশক্তিকৃতৈশ্বর্য্যময়লীলাজাতাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। ক্রমেণ যথা—কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্নিত্যাদাবমর্ষঃ। সা তত্র দদৃশে

[**বিবৃতি**—এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী মনসো বৃত্তয়ো নঃ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীব্রজরাজ অভ্যুপগমবাদে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই রীতিতেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব—বৎস উদ্ধব! লোকে শুভকর্ম্মাদি দ্বারা ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করে, আমিও শুভকর্ম্মাদি করিয়াছি, ইহার দ্বারা আমার ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করা উচিত হইলেও আমি অন্য ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করিতে পারিব না, কৃষ্ণ ছাড়া অন্যত্র আমার মনের আবেশ ঘটিবে না; তুমি বলিতেছ আমার পুত্র কৃষ্ণই ঈশ্বর। তাহা হইলে কৃষ্ণরূপ ঈশ্বরেই আমি জন্মে জন্মে রতি প্রার্থনা করিতেছি। ইহা লালন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমপূর্ণ আদর-সূচক। সাধারণ লোকেও যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা আছে, তাহার ফলে আমি জন্মে জন্মে যেন তাহাকে পাই। শ্রীব্রজরাজের উক্তি এই প্রকার।]

অনুবাদ—সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিকই বাৎসল্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাতার সাত্ত্বিক নববিধ; এই অষ্টসাত্ত্বিক ছাড়া তাঁহাতে স্তনের দুগ্ধক্ষরণরূপ অন্য এক সাত্ত্বিক উদিত হয়। বাৎসল্যের সঞ্চারিভাবসকল শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে। সে সকল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃত; লীলাজাত, লীলাশক্তিকৃত এবং ঐশ্বর্য্যময়-লীলাজাত। ক্রমশঃ সঞ্চারিভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা—কস্মান্ মৃদমদান্তাত্মন্ ইত্যাদি শ্লোকে (১) অমর্ষ। সা তত্র দদৃশে

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৩৭ অনুচ্ছেদে।

বিশ্বমিত্যাদৌ বিস্ময়ঃ শঙ্কা চেত্যাদি। অথ বাৎসল্যাখ্যঃ স্থায়ী। স যথা—তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগ-রুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্। দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৪৪ ॥

তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্মাতরৌ। ঘৃণয়া কৃপয়া ॥ ১০ ॥ ৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৪৪ ॥

তদেবং বিভাবাদিসম্বলনচমৎকারাত্মকো বৎসলরসঃ। তস্য চ প্রথমাপ্রাপ্তিময়ো ভেদো যথা—গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্। আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ॥ ইত্যাদি ॥ ॥ ২৪৫ ॥

বিশ্বম্ ইত্যাদি শ্লোকে (২) বিস্ময় ও শঙ্কা ইত্যাদি।

বৎসল-রসে বাৎসল্য স্থায়িভাব। সেই ভাব যথা,—"কৃপাভরে তাঁহাদের মাতৃযুগলের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। পঙ্ক ও অঙ্গরাগে সুন্দরাঙ্গ বালক দুইটীকে (শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে) দুই হাতে ধরিয়া কোলে তুলিয়া নিতেন এবং স্তনদান করিতেন। শিশুদ্বয় যখন স্তন পান করিতেন, তখন তাঁহারা হাস্য ও অল্পদন্তশোভিত মুখশোভা দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।" শ্রীভা, ১০।৮।১৭

তাঁহাদের—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মাতা যশোদা-রোহিণীর। শ্লোকে যে ঘৃণা-শব্দ আছে তাহার অর্থ কৃপা ॥২৪৪॥

এইরূপে দেখা গেল, বিভাবাদি সম্মিলনে বৎসলরস বিস্ময়কর হয়। তাঁহার প্রথম অপ্রাপ্তিময় ভেদ যথা,—"গোপীগণ যশোদার পুত্রোৎপত্তির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা বস্ত্র, অলঙ্কার, অঞ্জনাদি দ্বারা নিজকে ভূষিতা করিলেন ইত্যাদি।

শ্রীভা, ১০।৫।৭॥২৪৫॥

---

(২) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ১৫১ অনুচ্ছেদে।

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫ ॥ সঃ ॥ ২৪৫ ॥

অথ তদনন্তরপ্রাপ্তিলক্ষণসিদ্ধ্যাত্মকো যথা তা আশিষ ইত্যাদৌ। অথ বিয়োগাত্মকো যথা—ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ। অত্যুৎকণ্ঠোঽভবত্তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ। যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ। শৃণ্বত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৪৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৬ ॥ সঃ ॥ ২৪৬ ॥

অথ তদনন্তরতুষ্ট্যাত্মকো যোগো যথা। তাবাত্মাসনমারোপ্য

সেই অযোগের পর প্রাপ্তি-লক্ষণসিদ্ধিরূপ যোগ,—তা আশিষ ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

বিয়োগ যথা—[শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীর সান্ত্বনার জন্য আসিয়া ব্রজরাজ-দম্পতির নিকট উপস্থিত হইলে, পুত্রশোকাতুর শ্রীব্রজরাজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করেন। শ্রীশুকদেব ১০।৪৬ অধ্যায়ে তাহা বর্ণন করিয়া বলিলেন—] "নন্দের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত ছিল। তিনি পুত্রের এ সকল চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রেম-বিহ্বল হইলেন, বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীনন্দ উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের যে সকল চরিত্র বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া যশোদা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; স্নেহবশতঃ তাঁহার স্তনদ্বয় দুগ্ধপ্লাবিত হইল।"

শ্রীভা, ১০।৪৬।২১॥২৪৬॥

তাহার পর তুষ্টি-নামক যোগ—তাবাত্মাসনমারোপ্য ইত্যাদি

---

(১) ২৩৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদৌ। যথা চ তত্রৈব। নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরামযোঃ। অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥ ৭ ॥

গোবিন্দরামযোঃ প্রেম্ণা হেতুনা মাংসাংস্ত্রীন্ অবসৎ। তচ্চ মাসত্রয়ম্ অদ্য শ্ব ইতি কৃত্বা অবসদিত্যর্থঃ। অত্যন্তপরমানন্দেন তত্র দিনদ্বয়মিবাবসদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ সন্নবসৎ। সখ্যুঃ শ্রীবসুদেবস্য প্রিয়কৃদেব সন্। তদগ্রে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্বপুত্রভাবাপ্রকটনেন ব্যবহরংস্তস্য ব্রজনয়নাগ্রহং সাক্ষান্ন কুর্বন্নিত্যর্থঃ। তথা

শ্লোকে (১) বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যাত্রা-বর্ণনে অন্য শ্লোকেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"কৃষ্ণ-বলরামে প্রীতিনিবন্ধন এবং সখার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন-অভিলাষে যদুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নন্দ তিন মাস কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করেন। আজ কাল করিয়া সেই তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০।৮২।৪৮॥২৪৭॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—কৃষ্ণবলরামে প্রীতিহেতু তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই তিন মাস আজ কাল এইরূপ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। অর্থাৎ অত্যন্ত পরমানন্দে সেই তিন মাস আজ কাল দুই দিনের মত বোধ হইয়াছিল। কিরূপে বাস করিয়াছিলেন?—সখা শ্রীবসুদেবের প্রিয়কারী হইয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবসুদেবের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ পুত্রভাব যাহাতে প্রকটিত হয়—এরূপ ব্যবহার না করিয়া এবং তাঁহাকে ব্রজে আনিবার জন্য সাক্ষাদ্ভাবে আগ্রহ না করিয়া শ্রীব্রজরাজ সখার প্রিয়কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ২৪৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যদুভির্মানিতশ্চাবসদিতি। তদনন্তরমপি পুনর্বিয়োগাত্মকো যথা—ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ। পরার্দ্ধ্যাভরণ-ক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ। বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ। দত্তমাদায় পারিবর্হং যদুভির্যাপিতো যযৌ। নন্দো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে। মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মাথুরান্ যযুঃ ॥ ২৪৮ ॥

কামৈঃ শ্রীকৃষ্ণব্রজাগনাদিরূপৈরভিলাষৈর্নিভৃতং শ্রীকৃষ্ণেণ

[শ্রীনন্দ নিজজন-বর্গ সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রীতিতে বদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল বাস করিলেও কাহারও নিকট অনাদৃত হয়েন নাই, পরন্তু তিনি পরম সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অন্য যাদববর্গও তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলিলেন], যদুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন ॥ ২৪৭ ॥

এই যোগের পরও আবার বিয়োগাত্মক রস বর্ণিত হইয়াছে—"তারপর কামনা-সমূহ পূর্ণ হইলে ব্রজ (১) ও বান্ধববর্গ সহ নন্দ উত্তম আভরণ, পট্টবস্ত্র, নানা অমূল্য পরিচ্ছদের সহিত বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজযোগ্য দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া, যাদবগণ কর্ত্তৃক প্রস্থাপিত হইয়াছিলেন। নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ গোবিন্দ-চরণ-কমলে অর্পিত মনকে পুনর্গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সেইরূপেই মথুরায় প্রস্থান করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৮৪।৪৮—৪৯॥২৪৮॥

শ্লোকব্যাখ্যা :—কামনা—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমনাদিরূপ অভিলাষ। শ্রীকৃষ্ণ নিভৃতে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন; তিনি ব্রজে

---

(১) ব্রজ—ব্রজস্থিত গো, গোপগোপী প্রভৃতি।

পূর্য্যমাণঃ তদঙ্গীকারেণ সন্তোষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। শ্রীরামব্রজগমনে তামুদ্দিশ্য কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধস ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। তত্রৈব কৃষ্ণে কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্তাখিলরাধসস্ত্যক্তসর্ববিষয়া ইতি টীকোক্তেঃ। ততঃ শ্রীবসুদেবাদিভিঃ কর্তৃভিঃ পরার্দ্ধ্যাভরণাদিভিঃ কৃত্বা দত্তং যৎপারিবর্হং তত্তেষাং প্রীতিময়ত্বেনৈবাদায়েত্যর্থঃ। যাপিতো মহতা সৈন্যেন প্রস্থাপিতঃ। তদনন্তরং তেষাং পুনরত্যন্ত-প্রেমাবেশং বর্ণয়তি, নন্দ ইত্যাদি। মাথুরানিতি তত্রৈব তেন

পুনরাগমনের অঙ্গীকার করিয়া ব্রজ-রাজাদিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের কামনা-পূরণ। শ্রীবলরামের ব্রজাগমন-বর্ণনে ব্রজবাসি-গণের উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"কমল-নয়ন কৃষ্ণে তাঁহা-দিগের সমস্ত বিষয় অর্পিত ছিল" (১০।৬৫।৫), এই শ্লোকেরই টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিমিত্ত, তাঁহারা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন ছাড়া অন্য কোন কামনা ছিলনা, সুতরাং শ্রীবসু-দেবাদি উত্তম আভরণাদি দ্বারা যে রাজযোগ্য উপহার দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রীতিময় বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবসুদেব বিপুল সৈন্যবল সঙ্গে দিয়া সপরিকর শ্রীব্রজ-রাজকে প্রস্থা পিত করিয়াছিলেন। তারপর ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আবেশ বর্ণনা—নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ গোবিন্দ-চরণকমলে অর্পিত মন পুনঃ গ্রহণে অসমর্থ ইত্যাদি।

অনন্তর তাঁহাদের যে মথুরায় যাওরার কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য —মথুরায়ই গিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মন নিবদ্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণে, কোনরূপে দেহ মাত্র নিয়া গিয়াছিলেন।

রূপেণৈব কেবলস্বসম্বন্ধিতয়ৈব তেষাং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যাগ্রহো দর্শিতঃ ॥ ০ ॥ ৮৫ ॥সঃ ॥ ২৪৭ ॥ ২৪৮ ॥

এতদনন্তরং যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ইতি শ্রীদ্বারকাপ্রজাবাক্যানুসারেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভো-খাপিতপাদ্মগদ্যানুসারেণ চ নিত্যৈব তুষ্টিরবগন্তব্যা। ইতি

মথুরায়—ইহাদ্বারা ব্রজভূমিতে ব্রজোচিতরূপে এবং কেবল স্বীয় সম্বন্ধোচিত-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ দর্শিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের তথা ব্রজবাসীর আনন্দ-নিকেতন। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন-প্রত্যাশায় তাঁহারা কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে গমন-সময়ে মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে নিয়া ফিরিতে পারিবেন। তাহা হইল না দেখিয়া, কুরুক্ষেত্র হইতে আসিয়া বৃন্দাবনে গেলেন না। মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন বলিয়াছেন, যখন আসিবেন তখন তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিব। এখন বৃন্দাবনে গেলে, তত্রত্য যাবতীয় বস্তু তাঁহার স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বহ্নিতে আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা মথুরায় রহিয়া গেলেন। মথুরায় থাকিলেও তাঁহাদের মন ছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। এস্থলে 'মথুরা" শব্দে শ্রীগোপালচম্পূর বর্ণনা অনুসারে মথুরামণ্ডলস্থিত "গোরই" গ্রাম বুঝিতে হইবে।]

ইহার পর যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ ইত্যাদি শ্লোকে (১) দ্বারকা-প্রজাগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "আপনি যখন সুহৃদ্‌গণের দর্শনার্থ মথুরাগমন করেন" তদনুসারে এবং শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের বচনানুসারে ব্রজবাসিগণের নিত্যতুষ্টি জানা যায়

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৎসলাখ্যো রসঃ। অথ মৈত্রীময়ঃ। তত্রালম্বনঃ মিত্রত্বেন স্ফুরন্ মৈত্রীবিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাশ্রয়রূপাণি তল্লীলাগতানি স্বোৎকৃষ্ট-সজাতীয়ভাবানি তদীয়মিত্রাণি চ। তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ ক্বচিচ্চতু-

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট বর্ণিত না হওয়ায় ব্রজবাসীর বিচ্ছেদান্তে মিলন-ঘটিত "তুষ্টি"র অভাব দেখা যায়। সেই জন্য বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত দ্বারকা-প্রজা-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের পর ব্রজবাসিগণ মথুরায় বাস করিতেছিলেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজবাসীর সহিত মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। আর পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৪ অনুচ্ছেদে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। * ব্রজে পুনরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসীর সহিত আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই; শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশে তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন। এই জন্য তাঁহাদের নিত্যতুষ্টি বলিয়াছেন।]

অনুবাদ—এই পর্য্যন্ত বাৎসল্যরস বর্ণিত হইল।

মৈত্রীময় রস।

অতঃপর মৈত্রীময়রস (সখ্যরস) বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন, (বিষয়) মিত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই মৈত্রীর বিষয় হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের লীলান্তঃপাতী মিত্রবর্গ ইহার আশ্রয়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয়ভাব-বিশিষ্ট এবং সেই ভাব নিজ প্রভাবেই উৎকৃষ্ট সখ্যভাবে

* আমাদের সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৪৮০—৪৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভুজোঽপি শ্রীমন্নরাকারত্বেনৈব প্রতীতঃ। যথা শ্রীগীতাসু শ্রীমদর্জ্জুনেন তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইতি স্বপ্রার্থনানন্তরং তদ্রূপে প্রাদুর্ভূতে দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গত ইত্যুক্তম্। অতএব বিশ্বরূপাদীনাং তদ্দর্শনজাতসাধ্বসাদি-ভাবানাং চ ন কথমপি তদভীষ্টত্বম্। অথ তন্মিত্রাণি। সুহৃদঃ সখায়শ্চ। তত্র পূর্ব্বোক্তলক্ষণাঃ সুহৃদঃ শ্রীভীমসেনদ্রৌপদী-প্রভৃতয়ঃ। সখায়ঃ শ্রীমদর্জ্জুনশ্রীদামবিপ্রাদয়ঃ। শ্রীমতি গোকুলে শ্রীদামাদয়শ্চ। তে চ শ্রীভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধাঃ। তথাগমে

কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলেও শ্রীমন্নরাকার বলিয়াই প্রতীত হয়েন। যথা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একাদশাধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনের পর শ্রীঅর্জ্জুন প্রার্থনা করিলেন, "হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ হও।" ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে বলিলেন, "হে জনার্দ্দন! অধুনা তোমার সুন্দর মানুষরূপ দেখিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল, আমি সুস্থ হইলাম।" অতএব বিশ্বরূপাদি ও তদ্দর্শন-জনিত ভয়াদিভাব শ্রীঅর্জ্জুনের কিঞ্চিন্মাত্রও অভীষ্ট নহে।

সুহৃদ ও সখাভেদে মিত্র দ্বিবিধ। পরস্পর নিরুপাধি উপকার রসিকতাময়ী প্রীতি যাহাদের থাকে, তাহারা সুহৃদ; আর সহবিহার-শালী প্রণয়ময়ী প্রীতি যাহাদের থাকে তাহারা সখা; পূর্ব্বে ৮৪ অনুচ্ছেদে তাহাদের এই লক্ষণ বলা হইয়াছে। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সুহৃদ—শ্রীভীমসেন, দ্রৌপদী প্রভৃতি। সখা—শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীদাম বিপ্র-প্রভৃতি। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সখা। ইঁহাদের কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। আগমে বসুদাম,

বসুদামকিঙ্কিণ্যাদয়ঃ। ভবিষ্যোত্তরে মল্ললীলায়াং সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ। যক্ষেন্দ্রভট ইত্যাদ্যা গণিতাঃ। গণনা তু তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশ ইত্যুক্ত্যা। এষামপি শ্রীকৃষ্ণসাম্য-মেব। গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈশ্চেত্যাদৌ দর্শিতম্। গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না ইত্যাদিপদ্যে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তথৈব ব্যাখ্যাতম্।

কিঙ্কিণী প্রভৃতি সখার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে মল্ললীলায় সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট প্রভৃতি সখা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। [কেহ যদি বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদের নাম নাই, অন্যত্র তাঁহাদের নামোল্লেখ থাকিলেও কিরূপে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা স্বীকার করা যায়? তাহাতে বলিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদের নাম উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের আরও যে বহু সখা ছিলেন, তাহা জানা যায়।] "শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র গোপবালক ছিলেন।" শ্রীভা, ১০।১২ ২, এই যে অসংখ্য সখার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের কয়জনের নামই আগমাদিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহারই তুল্য। "সমান গুণ, স্বভাব, বয়স, বিলাস, বেশ-বিশিষ্ট গোপগণ সহ" ইত্যাদি আগমবাক্যে সখা-গণের শ্রীকৃষ্ণ-সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে "গোপ-জাতি-প্রতিচ্ছন্না" ইত্যাদি শ্লোকে (১) সেই প্রকারই ব্যাখ্যা করা

---

(১) গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণম্।
ঈড়িরে কৃষ্ণং রামঞ্চ নটা-ইব নটংনৃপ॥
শ্রীভা, ১০।১৮।৬

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—হে নৃপ! নট যেমন নটকে স্তব করে, গোপজাতিতে অভিব্যক্ত দেবগণও তেমন গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন।

(পরপৃষ্ঠা)

এষাং স্বাভাবিকবৈদুষ্যলক্ষকমপি দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়া ইত্যাদি-পদ্যমস্তি। বৈদগ্ধ্যমপি ক্বচিন্নৃত্যৎসু বালেষু ইত্যাদৌ শ্রীভগবতাপি শ্লাঘিতগুণত্বেন ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তে চ ত্রিবিধাঃ। সখায়ঃ প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্মসখাশ্চ। তত্তদ্ভাববৈশিষ্ট্যাৎ। তত্র শ্রীদামাদয়ঃ পরমমাধুর্য্যৈকময়প্রণয়াতিশয়িবিহারলালিত্যেনাধিকাঃ।

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের স্বাভাবিক বিদ্যাবত্তার পরিচয় দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ (২) ইত্যাদি পদ্যে দেখা যায়।

ক্বচিন্নৃত্যৎসু বালেষু ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণের গুণের প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাদ্বারা তাঁহাদের বিদগ্ধতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সেই সখাগণ তিন প্রকার; সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্ম-সখা। সেই সেই ভাববৈশিষ্ট্যদ্বারা ইঁহাদের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীদামাদি-শুদ্ধ-পরমমাধুর্য্যময়-প্রচুর প্রণয়পূর্ণ-বিহার লালিত্য দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইত্থং সতাং ইত্যাদি শ্লোক (১) হইতে তাহা জানা যায়।

এস্থলে দেবতা-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অভিহিত হইয়াছেন। শ্লোকে দেবপদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের মাহাত্ম্য-সাম্য, গোপালরূপী পদদ্বারা প্রকৃতি-বেশ-লীলা-সাম্য, আর নট দৃষ্টান্তদ্বারা গুণ-সাম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

(২) দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্রদীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি॥

শ্রীভা, ১০।২৩।৫

শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপকুমারগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্না করিয়া কহিয়াছেন—হে সত্তমগণ! দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অগ্নিষ্টোমীয় পশুমারণের পূর্ব্বে দীক্ষিতান্ন গ্রহণে দোষ, তদ্‌ভিন্নস্থলে এবং সৌত্রামণী ভিন্ন অন্য যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নভোজনে দোষ নাই।"

এই বাক্যে গোপকুমারগণের শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(১) ১০০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইত্থং সত্যমিত্যাদিনোক্তেঃ। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যালম্বনত্বঞ্চ বর্হাপীড়ং নটবরবপুরিত্যাদিনা বর্ণিতম্। অথোদ্দীপনেষু গুণাঃ। অভিব্যক্ত-মিত্রভাবতা আর্জবং কৃতজ্ঞত্বং বুদ্ধিঃ পাণ্ডিত্যং প্রতিভা দাক্ষ্যং শৌর্য্যং বলং ক্ষমা কারুণ্যং রক্তলোকত্বমিত্যাদয়ঃ। অবয়ব-বয়ঃসৌন্দর্য্যং সর্বসল্লক্ষণত্বমিত্যাদয়শ্চ। তত্র সৌহৃদ্যময়ে আর্জবাদীনাং প্রাধান্যম্। সখ্যময়ে তু বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিমিশ্রাণাং তেষাম্। তদুভয়াংশমিশ্রায়াং মৈত্র্যাং তু যাথসমংশদ্বয়স্য।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণুরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

শ্রীভা, ১০।২১।৫

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ নটবরবপুঃ ধারণ করিয়া স্বীয় পদচিহ্নে অঙ্কিত-বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণের মত কপিশবর্ণ বসন, গলে বৈজয়ন্তী-মালা। তিনি অধর-সুধায় বেণুর রন্ধ্র পূরণ করিতেছেন। গোপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেছে।" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্দীপন-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ—অভিব্যক্ত মিত্রভাবতা, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দক্ষতা, শৌর্য্য, বল-ক্ষমা, কারুণ্য, রক্তলোকত্ব প্রভৃতি এবং অবয়ব ও বয়সের সৌন্দর্য্য, সর্ব্বসল্লক্ষণত্ব প্রভৃতি।

সৌহৃদ্যময়-মৈত্রীতে সরলতা প্রভৃতির প্রাধান্য আর সখ্যময়-মৈত্রীতে বৈদগ্ধ্য, সৌন্দর্য্যাদিমিশ্র সরলতাদির প্রাধান্য। উভয়াংশ

তত্রাভিব্যক্ততত্তদ্ভাবতা শ্রীমদর্জ্জুনানুতাপে যথা, সখ্যং মৈত্রং সৌহৃদঞ্চেত্যগ্রে বক্ষ্যতে। শ্রীগোপেষু চ তাং ব্যনক্তি—তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্। মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহমিত্যাদি। ততো বৎসানদৃষ্টেত্য

মিশ্রিত মৈত্রীতে গুণাংশদ্বয়ের * যথাযোগ্য মিশ্রণ বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণে এ সকল গুণের অভিব্যক্তির কথা শ্রীঅর্জ্জুনের অনুতাপ-বর্ণনে দেখা যায়। তন্মধ্যে সখ্য, মৈত্রী, সৌহৃদ্য—এই গুণত্রয় সেই প্রসঙ্গে (২৭১ অনুচ্ছেদে) বর্ণিত হইবে। শ্রীগোপগণ সম্বন্ধে সেই সকল গুণের অভিব্যক্তির কথা, বনভোজন-লীলার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—[শ্রীকৃষ্ণ, সখা গোপবালকগণকে লইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন. সেই অবসরে ব্রহ্মা তাঁহাদের বৎসসকল হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। যে স্থানে বৎসসকল তৃণভোজন করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যখন বৎসসকল দেখিতে পাইলেন না, তখন গোপবালকগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তারপর] "সেই সখাগণকে ভয়সংত্রস্ত দেখিয়া সকলের অভয়-দাতা শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মিত্রগণ! তোমরা ভোজন হইতে বিরত হইও না, নিশ্চিন্ত মনে আহার কর; আমি সকলের বৎস আনিয়া দিব।

এই বলিয়া খাদ্যসামগ্রীর গ্রাস হাতে করিয়াই পর্ব্বত, পর্ব্বতগহ্বর ও লতাচ্ছাদিত গহ্বরে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ বৎসগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-মোক্ষণ-লীলা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অন্য মনোহর-লীলা-দর্শনাভিলাষে প্রথমে গোবৎসসকল, পরে [যখন শ্রীকৃষ্ণ বৎস সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন] শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য গোপ-

* গুণাংশদ্বয়—(১) সরলতা প্রভৃতি (২) বৈদগ্ধ্যাদিমিশ্র সরলতাদি।

পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্তত ইত্যন্তম্ ॥ ২৪৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৪৯ ॥

তথা—অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতমিত্যাদি ॥ ২৫০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ সঃ ॥ ২৫০ ॥

তথা—অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যা ইত্যাদি ॥ ২৫১ ॥

বালকগণকেও অপহরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ উক্ত স্থান-সমূহে বৎসসকলের অনুসন্ধান করিয়া যখন পাইলেন না, তখন যে পুলিনে বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সখাগণও নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বয়স্য উভয়কে চতুর্দ্দিকে বনে সন্ধান করিতে লাগিলেন।” শ্রীভা. ১০।১৩।১০-১৩ ॥ ২৪৯ ॥

অন্যত্রও সেই সকল গুণাভিব্যক্তির কথা শুনা যায়।

[কালীয়হ্রদের জলপানে মৃত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। ইহাতে মৈত্রীর উদ্দীপক কারুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—]

অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ॥
শ্রীভা. ১০।১৫।৫০

“গোপবালকগণ কালকূটপানে মৃত আপনাদের পুনর্জ্জীবন লাভে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিকেই কারণ মনে করিয়াছিলেন” ॥ ২৫০ ॥

অন্য দৃষ্টান্ত—

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পান্মৃদুলাচ্ছ বালুকং।

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২৫১ ॥

তথা—ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ২৫২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৫২ ॥

তথা—কুন্দদামেত্যাদৌ নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহারেতি ॥২৫৩॥

স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্রুমাকুলং ॥

শ্রীভা, ১০।১৩।৩

[বনভোজন-লীলায় যে সরোবর পুলিনে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, তথায় ভোজনের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিয়াছিলেন—]

"হে বয়স্যগণ! এই পুলিন অতিশয় রমণীয়; এখানে আমাদের কেলি-সম্পৎসকল বিদ্যমান রহিয়াছে, এখানে বালুকাসকল কোমল অথচ নির্ম্মল, আর সরোবরে প্রচুরপরিমাণে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ায়, গন্ধে ভ্রমর ও পক্ষিগণ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সহিত যে সকল তরু বিরাজিত আছে, সেই সকল তরুদ্বারা এই পুলিন ব্যাপ্ত আছে" ॥ ২৫১ ॥

অন্য দৃষ্টান্ত—[শ্রীশুকদেব সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—] "কোন কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বাহুযুদ্ধে পরিশ্রম-বশতঃ ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে পল্লব-শয্যায় গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করেন।"

শ্রীভা, ১০।১৫।১৫॥ ২৫২ ॥

তদ্রূপ কুন্দদাম ইত্যাদি শ্লোকের (১) "সখাগণের সুখদাতা (শ্রীকৃষ্ণ) গোপ-গোধন-বৃত হইয়া বিহার করেন" এই বাক্য মৈত্রীর

---

(১) ১৮২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তথা মণিধর ইত্যাদৌ প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্রেতি ॥ ২১৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ২৫৪ ॥

অথ জাতিশ্চ ক্ষত্রিয়ত্বম্। যত্র সৌহৃদময়স্য প্রাচুর্য্যম্। তথা গোপত্বং, যত্র সখ্যময়স্য প্রাচুর্য্যম্। অথ ক্রিয়াশ্চ। সৌহৃদময়ে বিক্রান্ত্যাদিপ্রধানাঃ। সখ্যময়ে তু নর্ম্মগাননানাভাষাশংসনগবাহ্বানবেণুবাদ্যাদিকলাবাল্যাদ্যুচিতক্রীড়াদয়ঃ। তত্র নর্ম্ম যথা—বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োরিত্যাদৌ তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরি সুহৃদো হাসয়ন্ নর্ম্মভিঃ স্বৈরিত্যাদি ॥ ২৫৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ সঃ ॥ ২৫৫ ॥

উদ্দীপকগুণের পরিচায়ক ॥ ২৫৩ ॥

এবং মণিধর ইত্যাদি শ্লোকের (২) "কোন সময়ে প্রণয়ী অনুচরের স্কন্ধে বাহু রাখিয়া গান করিয়াছেন, "এই বাক্যও সেই গুণের পরিচায়ক ॥ ২৫৪।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের জাতিরূপ উদ্দীপন দ্বিবিধ—গোপত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব। ক্ষত্রিয়ত্বে সৌহৃদ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য, আর গোপত্বে সখ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য।

ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন—সৌহৃদ্যময় প্রীতিরসে যে সকল ক্রিয়ায় (কার্য্যে) বিক্রমাদির প্রাধান্য থাকে, সে সকল ক্রিয়া এবং সখ্যময় প্রীতিরসে নর্ম্ম, গান, নানাভাষাবিজ্ঞতা, গবাহ্বান, বেণুবাদ্যাদি কলানৈপুণ্য, বাল্যাদি যোগ্য ক্রীড়া প্রভৃতি। তন্মধ্যে নর্ম্ম (পরিহাস) যথা,—বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ ইত্যাদি শ্লোকে "শ্রীকৃষ্ণ আপনার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সখাগণের মধ্যে বসিয়া স্বীয় পরিহাস-বাক্যে তাঁহাদিগকে হাস্য করাইতেছিলেন" ইত্যাদি।

শ্রীভা, ১০.১৩.৯ ॥ ২৫৫ ॥

(২) শ্রীভা, ১০।৩৫।১০ শ্লোক।

অন্যাশ্চ যথা—এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রীতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্। রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুষু। ক্বচিদগায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ। উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ। অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিদিত্যাদি ॥ ২৫৬ ॥

তথা—মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্। ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥ চকোরক্রৌঞ্চেত্যাদি ॥ ২৫৭ ॥

সখ্যময়-প্রীতিরসের (নর্ম্ম ছাড়া) অন্যান্য ক্রিয়ারূপ উদ্দীপনের দৃষ্টান্ত ঃ—(শ্রীশুকোক্তি) "শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে শ্রীবলদেবের সহিত পরিহাস করিতে করিতে শোভাময় বৃন্দাবনের প্রতি প্রীত হইয়া অনুগত বয়স্যাদির সহিত সন্তুষ্টচিত্তে গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত মানসগঙ্গাদি নদীতটে গোচারণ সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অনুচরগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে কোন স্থলে মদান্ধ অলিকুল গান করিতেছে দেখিয়া বলরামের সহিত মিলিত হইয়া তিনিও গান করিতে লাগিলেন। কোন স্থলে শুক অপেক্ষা সুমধুর কলবাক্য দ্বারা শব্দায়মান শুকপাখীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।১৫।৯—১১॥২৫৬॥

কোন স্থলে গো ও গোপবালকদিগের মনোহর মেঘগম্ভীর স্বরে (১) দূরগামি পশুগণকে সস্নেহে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কোন স্থলে চকোর, বক, চক্রবাক্ ভারদ্বাজ (ভারুই) ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের ধ্বনির অনুকরণ করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। কোনও সময়ে প্রাণিগণের মধ্যে যাইয়া, সে জাতীয় প্রাণী সিংহ ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইলে যেরূপ শব্দ করে, তদ্রূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীভা, ১০।১৫।১৩॥২৫৭॥

---

(১) মেঘগম্ভীর স্বর মহাপুরুষের স্বাভাবিক লক্ষণ।

স্পষ্টম্ ॥ ১২ ॥ ১৫ ॥ সঃ ॥ ২৫৭ ॥

তথা—তত্ত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ। হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথমিত্যাদি ॥ ২৫৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১৮ ॥ ১০ ॥ সঃ ॥ ২৫৮ ॥

তথা—বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গ-রবোৎসবাঢ্য ইত্যাদি ॥ ২৫৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ সঃ ॥ ২৫৯ ॥

অনেন গোপবেশশ্চ দর্শিতঃ। গাগোপকৈরনুবনং নয়তো-রিত্যাদৌ নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রমিত্যনেন চ। বিচিত্রত্বং

অন্যত্র—"বিহার-বিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে গোপগণ! আমরা বয়স ও বলের অনুরূপ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিব ইত্যাদি।" শ্রীভা, ১০।১৮।১৯॥২৫৮॥

ব্রহ্মস্তবাধ্যায়ে—"শিখিপুচ্ছ, পুষ্প, গৈরিকাদি দ্বারা বিচিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণ বংশী, পত্ররচিত বংশী ও শৃঙ্গারাদির অত্যুচ্চশব্দ এবং নৃত্যগীত ক্রীড়াদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। সে সময় অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ-স্বরে বৎসগণের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার দর্শন শ্রীযশোদা প্রভৃতির নয়নের উৎসবস্বরূপ।

শ্রীভা, ১০।১৪।৪৭॥ ২৫৯ ॥

এই শ্লোকে গোপবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে—এবং বেণুগীতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও গোপবেশের বর্ণনা দেখা যায়।

গাগোপকৈরনুবনং নয়তো রুদার
বেণু-স্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসুসখ্যঃ।
আপনন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগ পাশকৃৎ লক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥ শ্রীভা, ১০।২১।১৯

চাত্রে পট্টসূত্রমুক্তাদিময়ত্বেনাবগন্তব্যম্। তথা বর্হিণস্তবকধাতু-পলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্ব ইত্যাদিষু মল্লবেষঃ। শ্যামং হিরণ্য-

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী কোন গোপী কহিলেন "হে সখীগণ! গোপগণের সহিত বনে বনে গোচারণকারী এবং নির্যোগ পাশদ্বারা (১) শোভিত রামকৃষ্ণ সুমধুর পদ-সম্বলিত শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব-দ্বারা যে গতিমান-দিগের আপন্দন (জাড্য) এবং বৃক্ষগণের যে পুলকোদ্গম করাইতেছেন ইহা বড়ই বিচিত্র।"

পট্ট (রেশম) সূত্র ও মুক্তাদিময় বলিয়াও এস্থলে বিচিত্রত্ব অবগত হওয়া যায়।

এস্থলে যেমন শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ বর্ণিত হইয়াছে, তেমন যুগল-গীতে মল্লবেশ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

বর্হিণস্তবকধাতু-পলাশৈর্বদ্ধমল্ল-বিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি সগোপৈ র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ।
শ্রীভা, ১০৩৫।৪

[শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ নিমিত্ত বনে গেলে শ্রীব্রজদেবীগণ মিলিত হইয়া বিরহার্ত্তি বশতঃ তাঁহার চরিত্রগান করিতে করিতে বলিতেছেন—] "হে সখি! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকরাগ, ও তরু-পল্লবদ্বারা মুকুন্দ মল্লের ন্যায় বদ্ধপরিকর হইয়া বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকলকে আহ্বান করেন।" (২)

(১) নির্যোগপাশ—নির্যোগনামক পাশ। বৈঃ তোঃ। দোহন-সময়ে চপল-স্বভাব গাভীগণের বন্ধন রজ্জু। এই রজ্জু দ্বারা উষ্ণীব (পাগড়ী) বেষ্টন করিয়াছিলেন।

(২) শ্লোকস্থিত যত্র-শব্দের অনুবাদ দেওয়া গেল না। পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত তাহার সমুচ্চয়।

পরিধিমিত্যাদৌ নটবেষমিত্যনেন নটবেষঃ। মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ। গোপাঃ সমাযযূরাজন্নিত্যনুসারেণ রাজবেষশ্চ। এষ তু দ্বারকাদৌ প্রচুরঃ। তথা তত্র গোকুলে চ পরীধানীয়োত্তরীয়াভ্যাং ধার্ম্মিকগৃহস্থবেষশ্চাবগন্তব্যঃ। এষ এব নীবিং বসিত্বা রুচিরামিত্যনেন দর্শিতঃ। তৈস্তৈরেব হি তত্তল্লীলাঃ শোভন্ত ইতি। অথ দ্রব্যাণি চ বসণভূষণশঙ্খচক্র-

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং ইত্যাদি শ্লোকে (২) শ্রীকৃষ্ণকে নটবেষ বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই শ্লোকে তাঁহার নটবেষ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—"হে রাজন্! বহু বসন-ভূষণ-কঞ্চুক (জামা)—উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ভূষিত গোপগণ নানা উপহার-হস্তে (শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে) ব্রজরাজ-ভবনে সমাগত হইলেন।" (শ্রীভা, ১০।৫।৬) এই বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রাজবেষের কথাও জানা যায়। গোকুলে পরিধানীয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় (ধুতিচাদর) ধারণ করিয়া ধার্ম্মিক গৃহস্থের বেষে থাকেন, ইহাও জানা যায়। নীবিং বসিত্বা রুচিরং ইত্যাদি—শ্লোকে (৩) সেই বেষ বর্ণিত হইয়াছে। এসকল বেশ দ্বারা সেই সেই লীলা শোভা পায়।

[**বিবৃতি**---গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ব্রজরাজ-ভবনে আসিয়াছিলেন—এই বর্ণনা হইতে দেখা যায়, মহোৎসবে সাধারণ গোপগণেরও রাজবেশ ধারণের রীতি ছিল। সাধারণ গোপগণ সম্বন্ধে যখন একথা শুনা যাইতেছে তখন শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন যে উৎসব-বিশেষে রাজবেশ ধারণ করিতেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, জামা, পাগড়ী—এ সকলই রাজবেশ।

(২) ১৫৫ অনুচ্ছেদে শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৩) ২৩৩ অনুচ্ছেদে শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গবেণুযষ্টিপ্রেষ্ঠজনপ্রভৃতীনি। কালশ্চ তত্তৎক্রীড়োচিতাঃ। তে তু যথা—এবং বনং তদ্বর্ষিষ্টং পক্বখর্জ্জুরজম্বুমৎ। গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ। ধেনবো মন্দগামিন্য ইত্যাদি। বনৌকসঃ প্রমুদিতা ইত্যাদি। ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে ইত্যাদি।

গোপবেষ, মল্লবেষ, নটবেষ, রাজবেষ—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ বেষ দেখা যায়—ইহাই স্থির হইল। এই পঞ্চবিধ বেষ দ্বারা গোপাদ্যুচিত-লীলা শোভা পায়।]

অনুবাদ—দ্বারকাদিতেই রাজবেষের প্রাচুর্য্য।

দ্রব্যরূপ-উদ্দীপন—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি।

কালরূপ-উদ্দীপন—সেই সেই ক্রীড়ার (গোচারণ, বনভোজন, মল্লক্রীড়া প্রভৃতির) উপযুক্ত কাল। সে সকল কাল যথা,—শ্রীশুকদেব শ্রীবৃন্দাবনের বর্ষা-ঋতু বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "হে রাজন্! এই প্রকার বর্ষার সময় ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত গোষ্ঠ গোপালগণে পরিবৃত হইয়া, শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পক্ক খর্জ্জুর ও জম্বুবিশিষ্ট এক বনে প্রবেশ করিলেন।

স্তনভরে মন্দগামিনী ধেনুসকল শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দ্রুতগতিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল, প্রীতিবশে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সেই বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুলিন্দ্যাদি-বনবাসিগণ প্রফুল্ল, বনরাজী মধুক্ষরণশীল, পর্ব্বত হইতে জলধারা পড়িতেছে, জলের পতন-শব্দে গুহাসকল শব্দায়মান হইয়াছে। যখন বনমধ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ কখন বৃক্ষ-কোটরে, কখন গুহামধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কন্দ, মূল, ফল ভোজন করিয়া বিহার করিলেন।

দধ্যোদনমুপানীতমিত্যাদি। শাদ্বলোপরি সংবিশ্যেত্যাদি। প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্যেত্যাদ্যন্তম্‌ ॥ ২৬০ ॥

স্পষ্টম্‌ ॥ ১০ ॥ ২০ ॥ সঃ ॥ ২৬০ ॥

এবমন্যেঽপি স্মর্ত্তব্যাঃ। অথানুভাবেষূদ্ভাস্বরাঃ। তত্র সৌহৃদময়ে নিরূপাধিতদীয়হিতানুসন্ধানযুক্তাদিকথনসস্মিতগোষ্ঠী-

---

নিজ গৃহস্থিত কোন জন বা বান্ধবগণের আনীত দধি অন্নব্যঞ্জন * জল সন্নিহিত শিলার উপর বসিয়া বলরাম ও গোপগণের সহিত ভোজন করিলেন।

তখন তৃণসমূহের উপর শয়ন করিয়া নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত বৃষ, বৎসতর ও স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল রোমন্থন করিতেছিল।

সেই বর্ষা-সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বকাল-সুখাবহ নিজ শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমাদর করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।২০।২৩—২৪॥২৬০॥

কালরূপ উদ্দীপনের এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত মনে হয়।

অনন্তর মৈত্রীময় প্রীতিরসের অনুভাব প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে উদ্ভাস্বর, সৌহৃদময়ী মৈত্রীতে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের হিতানুসন্ধান, সঙ্গত কি অসঙ্গত কি তাহা বলা, সহাস্য আলাপ

---

* শ্লোকে—সম্ভোজনীয়ৈঃ পদ আছে। তাহারই অনুবাদ ব্যঞ্জন। সম্ভুজ্যতে এভিরিতিতৈঃ তেমনৈঃ সহেতি বা। (বৈষ্ণবতোষণী)

এ সকল দ্বারা সম্যক্‌রূপে ভোজন করা যায়, এই অর্থে ব্যঞ্জনই সম্ভোজনীয়।

গোচারণ-সময়ে মধ্যাহ্নভোজন-সামগ্রী মা ব্রজেশ্বরী পাঠাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি কেবল দধি আর অন্ন পাঠাইয়া থাকেন এরূপ মনে করা যায় না। তিনি অবশ্যই উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনও পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং সম্ভোজনীয় শব্দের ব্যঞ্জন-অর্থই সুন্দর হয়।

প্রভৃতয়ঃ। সখ্যময়ে অসঙ্কুচিতপ্রীতিময়চেষ্টাঃ। তাশ্চ সহ-নানাক্রীড়াসঙ্গীতাদিকলাভ্যাসভোজনোপবেশশয়নাদয়ঃ নর্ম্মরহো-লীলাকর্ণনকথাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ইত্থমিত্যাদিনা যা এব প্রশস্তাঃ। তথোদাহ্রিয়ন্তে—প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ। রাম-কৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ। কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্। বেণুপাণিদলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে। গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ। ঈড়িরে কৃষ্ণং রামঞ্চ নটা ইব নটং নৃপ। ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটন-

প্রভৃতি; আর সখ্যময়ী মৈত্রীতে অসঙ্কুচিত প্রীতিময় চেষ্টা। সেই চেষ্টা, যথা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একসঙ্গে নানা খেলা, সঙ্গীতাদি কলাভ্যাস, ভোজন, উপবেশন, শয়ন প্রভৃতি এবং পরিহাস, রহোলীলা শ্রবণ-কথনাদি—ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি শ্লোকে যে সকল ক্রীড়ার প্রশংসা করা হইয়াছে, সে সকল লীলা সখ্যময়ী মৈত্রীর উদ্ভাস্বর। তাদৃশ দৃষ্টান্ত, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"হে রাজন্! বৃন্দাবনে কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতি গোপগণ নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, স্তবক (পুষ্পগুচ্ছ), মালা, গৈরিক ধাতু—এ সকল দ্বারা ভূষিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালে কতিপয় গোপবালক গান করেন, কেহ কেহ বংশী, করতল শৃঙ্গবাদন করেন, কেহ কেহ প্রশংসা করেন। হে নৃপ! নট যেমন নটকে স্তব করে, গোপজাতি-প্রতিচ্ছন্ন দেবগণ (১) গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন।

(১) গোপগণ—শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণ। ইঁহারা দেবতা হইলেও গোপজাতি দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন—আত্মগোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু গুণাদি-দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছেন। এ স্থলে দেব-শব্দ ঈশ্বরতুল্য পুরুষ বুঝাইতেছে।

বিকর্ষণৈঃ। চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ। ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্। শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ। ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈরিত্যাদি ॥২৬১॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০॥১৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৬১ ॥

তথা—কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহ-কর্ণিকায়াঃ। কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিদিত্যাদি। সর্বে মিথো

কাকপক্ষধর শ্রীকৃষ্ণবলরাম পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ভ্রামণ, উল্লম্ফন, ক্ষেপণ, অস্ফোটন ও আকর্ষণ করিয়া বাহুযুদ্ধ করিতেন। (২) যখন অন্য গোপবালক নৃত্য করেন, তখন স্বয়ং কৃষ্ণবলরাম গায়ক ও বাদক হয়েন এবং 'সাধু', 'সাধু' বলিয়া নৃত্যের প্রশংসা করেন। কখন বিল্বফল দ্বারা, কখন কুম্ভবৃক্ষ ফলদ্বারা খেলা করেন ইত্যাদি।"

শ্রীভা, ১০।১৮।৬—৮॥২৬১॥

তদ্রূপ অন্য দৃষ্টান্ত—শ্রীশুকদেব বলিলেন—(বনভোজন-লীলায়) "ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সকলদিকে বহুপংক্তি রচনা করিয়া ভোজনে উপবেশন করিলেন। সকলেরই নয়ন শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত হইয়াছিল। বনমধ্যে সকলে একসঙ্গে উপবেশন করায় পদ্মের মত দেখাইতেছিল ; শ্রীকৃষ্ণ তাহার কর্ণিকার স্বরূপ আর গোপবালকগণ দলস্বরূপ হইয়াছিলেন।

তাহাদের মধ্যে কেহ পুষ্পদ্বারা, কেহ পত্রদ্বারা, কেহ অঙ্কুরদ্বারা, কেহ ফল, কেহ বৃক্ষত্বক, কেহ শিকা, কেহ প্রস্তরদ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

(২) ১৬৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্। হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ২৬২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ সঃ ॥ ২৬২ ॥

এবমন্যা অপি। তথা সৌহৃদসখ্যয়োঃ সাত্ত্বিকাশ্চান্বেয়াঃ। তত্র সৌহৃদেঽশ্রু যথা—তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজবাকুলেন্দ্রিয়ঃ। যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্ ॥ ২৬৩ ॥

অত্র সত্যপ্যগ্রজানুজত্বব্যবহারে সুহৃত্তমমিত্যনেন তদংশস্যৈবোল্লাসোঽভ্যুপগতঃ ॥ ১০ ॥ ৭১ ॥ সঃ ॥ ২৬৩ ॥

সখ্যে প্রলয়োঽপি যথা—তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্ট-

ভোজন-কালে সকলেই নিজ নিজ খাদ্যের বিশেষ বিশেষ আস্বাদ পৃথকরূপে দেখাইয়া হাস্য-পরিহাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।১৩।৬-৮॥ ২৬২ ॥

উদ্ভাস্বরের এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়। তদ্রূপ সৌহৃদ ও সখ্যের সাত্ত্বিক অনুভাবসকলেরও অনুসন্ধান করা যায়। তন্মধ্যে সৌহৃদে অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইল "ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুধারায় আকুল হইলেন। তৎপর অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব হৃষ্টচিত্তে সুহৃত্তম অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া প্রচুর প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৭১।২৪॥২৬৩॥

এ স্থলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ব্যবহার বর্ত্তমান থাকিলেও "সুহৃত্তম"-শব্দ প্রয়োগ হেতু, সৌহৃদ্যাংশের উল্লাস স্বীকৃত হইয়াছে ॥২৬৩॥

সখ্যে প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যথা—শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-নাগের শরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন

চেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থ-কলত্রকামাঃ দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥ ২৬৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥ সঃ ॥ ২৬৪ ॥

এবং তত্র তত্র সঞ্চারিণশ্চোন্নেয়াঃ। যথা সৌহৃদে তং মাতুলেয়মিত্যাদৌ হর্ষঃ। যথা চ সখ্যে কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তমিত্যাদ্যনন্তরম্ উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ। প্রমোদ-নিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ২৬৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৭ ॥ সঃ ॥ ২৬৫ ॥

অথ স্থায়ী মৈত্র্যাখ্যঃ। সঃ চৈশ্বর্য্যজ্ঞানসঙ্কুচিতঃ শ্রীদাম-

---

দেখিয়া তাঁহার গোপসখাগণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহারা দুঃখ-শোকভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হওয়া বিচিত্র নহে; কেননা, তাঁহারা আপনাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র, কাম—সকলই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীভা, ১০।১৬।১০॥২৬৪॥

সেই সেই লীলায় সঞ্চারিভাবেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, সৌহৃদে—"ভীম মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি শ্লোকে হর্ষ-নামক সঞ্চারী বর্ণিত হইয়াছে। সখ্যেও হর্ষ-নামক সঞ্চারীর দৃষ্টান্ত—"শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদ হইতে যখন নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন বিগতপ্রাণ পুনশ্চ সমাগত হইলে ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ হয়, গোপগণ তাঁহাকে পাইয়া সেইরূপ উত্থিত হইলেন। আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।১৭।১০—১১॥২৬৫॥

মৈত্রীময় প্রীতিরসের স্থায়িভাব মৈত্রী। শ্রীদামবিপ্রাদির সেইভাব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানদ্বারা সঙ্কোচিত আর শ্রীমদর্জ্জুনাদির সেই ভাব দ্বারা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সঙ্কোচিত। [এই উভয়বিধ মিত্রে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের মিশ্রণ আছে।] শ্রীগোপবালকগণের মৈত্রীরূপ

বিপ্রাদীনাম্। সঙ্কোচিতৈশ্বর্য্যজ্ঞানঃ শ্রীমদর্জ্জুনাদীনাম্। শুদ্ধঃ শ্রীগোপবালানাম্। অতএব কদাচিদপি ন বিকরোতি। তথৈব শ্রীরামব্রজাগমনে সমুপেত্যাথ গোপালা হাস্যহস্তগ্রহাদিভিরিত্যাদিকব্যবহারঃ। তত্র সৌহৃদাখ্যো ভেদঃ তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃ্ত ইত্যাদৌ জ্ঞেয়ঃ। সখ্যং যথা—একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজং। গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ। সাকং কৃষ্ণেন সংনদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ। বহুব্যাল-মৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥ ২৬৬ ॥

স্থায়িভাব শুদ্ধ; এই হেতু কখনও তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীগোপবালকগণের অবিকৃত মৈত্রীর সুস্পষ্ট বর্ণনা দেখা যায়। [শ্রীকৃষ্ণবলরাম বহুদিন মথুরা-দ্বারকায় অবস্থান করিয়াছেন, তথায় মহারাজোচিত ব্যবহার করিয়াছেন, দীর্ঘকালের অদর্শনে এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যের কথা জানিয়া শ্রীগোপবালকগণের মৈত্রীর সঙ্কোচ সম্ভবপর হইলেও তাহা হয় নাই। ঐশ্বর্য্য-দর্শনে শ্রীদাম-বিপ্র ও শ্রীঅর্জ্জুনের মৈত্রী সঙ্কোচের কথা প্রসিদ্ধ আছে, গোপবালকগণ সম্বন্ধে তেমন কিছু শুনা যায় না। শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে গোকুলে আগমন করিলে, গোপবালকগণ তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ অসঙ্কোচ ব্যবহার করিয়াছিলেন।] যথা,—শ্রীবলরামের ব্রজাগমনে, "গোপগণ সমীপগত হইয়া হাস্য, হস্তগ্রহণাদি দ্বারা তাঁহার সমাদর করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৬৫।৫, এই ব্যবহার অসঙ্কোচিত মৈত্রীর পরিচায়ক।

সেই স্থায়িভাবরূপা মৈত্রীর সৌহৃদাখ্যভেদের দৃষ্টান্ত "ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে জানা যায়। আর সখ্য নামক ভেদ যথা,—"একদা শত্রুহন্তা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কপিধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয়বাণ-বিশিষ্ট তূণীরদ্বয় লইয়া, একসঙ্গে বিহার করিবার জন্য বহু সর্প-মৃগ-সমাকীর্ণ মহাবনে

কৃষ্ণেন সাকং বিহর্ত্তুমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ ৫৮ ॥ সঃ ॥ ২৬৬ ॥

যথা চ—তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ স্নিগ্ধঃ বেত্রবিষাণ-বেণবঃ। স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥ ২৬৭ ॥

প্রবেশ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৫৮।১১॥২৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণ সহ একসঙ্গে বিহার করিবার জন্য—এইরূপ অর্থ যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, শ্লোকের তদ্রূপ অন্বয় করিতে হইবে।

[একসঙ্গে বিহার করা সখ্যের ধর্ম্ম। এস্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, উক্তশ্লোকে মৈত্রীর সখ্যনামক ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।]" ॥২৬৬॥

সখ্যের অপর দৃষ্টান্ত----"শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত সহস্র সহস্র স্নিগ্ধ গোপবালক নিজ নিজ সহস্রাধিক গোবৎস অগ্রে করিয়া পরমানন্দে বাহির হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সুন্দর শিকা (১), বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ ছিল।" শ্রীভা, ১০।১২॥২৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত—এস্থলে যে "ই" (মূলে এব) অব্যয় আছে, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**-গোপবালকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গিয়াছিলেন; অন্য কাহারও সঙ্গে যান নাই; যদিও সহস্র সহস্র সমবয়স্ক বালক একসঙ্গে যাইতেছিলেন, তথাপি কাহারই অন্য কাহারও প্রতি স্বতন্ত্রভাবে মনের আবেশ ছিলনা, সকলেরই ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; সকলের মনের ভাব 'আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই যাইতেছি।' ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ ভাব দেখা যাইতেছে। ইহাতে গোপবালকগণের সহ-বিহারশালি প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে

---

(১) শিকাতে ভোজনীয় সামগ্রী সকল বিভিন্নপাত্রে স্থাপিত ছিল।

এবকারেণ তদাসক্তিরূপো ভাবো দর্শিতঃ। যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্। অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ২৬৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১২ ॥ সঃ ॥ ২৬৮ ॥

যথা—চ উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা। নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥ ২৬৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ সঃ ॥ ২৬৯ ॥

বলিয়া ইহা স্থায়িভাব মৈত্রীর সখ্য-নামক ভেদের দৃষ্টান্ত। কেন না, পূর্ব্বে ৮৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সহ-বিহারশালি-প্রণয়ময়ী প্রীতির নাম সখ্য। এইরূপ সখ্যের আরও দৃষ্টান্ত আছে, যথা—]

অনুবাদ—"শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও বনশোভা দর্শন করিবার জন্য দূরে যাইতেন, তাহা হইলে 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে' এই বলিতে বলিতে গোপবালকগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন।" শ্রীভা, ১০.১২।৫॥২৬৮॥

[শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহার সহিত যখন পুলিন-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অপহরণপূর্ব্বক মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হয়। তারপর ব্রহ্মমোহনলীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যখন পুনর্ব্বার পুলিনে আনয়ন করিলেন তখন] "শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যে অতি সত্বর আসিলে! আমরা এক গ্রাসও ভোজন করি নাই। এস, নিশ্চিন্তমনে ভোজন কর।" (১) শ্রীভা, ১০।১৪।৬৩॥২৬৯॥

---

(১) লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে বৎসরেক কালও অল্পদিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ এব তেষাং জীবনমিত্যাহ—কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ। মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য দারকা রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়োগণঃ। স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতা প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ২৭০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥১১ ॥ সঃ ॥ ২৭০ ॥

তদেবং বিভাবাদিসম্মিলনাত্মকো মৈত্রীময়ো রসঃ। অস্য চ সৌহৃদময়ঃ সখ্যময় ইতি ভেদদ্বয়ং তত্র তত্রাবগন্তব্যম্। তস্য

শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সখাগণের প্রাণ ছিলেন, বকাসুরবধলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে এ কথা বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণকে মহাবকগ্রস্ত দেখিয়া শ্রীবলরামাদি বালকগণ প্রাণ গেলে ইন্দ্রিয়সকল যেরূপ অচেতন হয় সেইরূপ অচেতন হইলেন।

* * * *

শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের মুখ হইতে স্বস্থানে আগমন করিলে; প্রাণ-সঞ্চারে ইন্দ্রিয়গণের যে অবস্থা হয়, রামাদি গোপবালকগণেরও সে অবস্থা হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে বৎসসকল একত্র করিয়া ব্রজে আগমনপূর্ব্বক সকলের নিকট বকাসুরবধ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীভা, ১০।১১।২৭ ও ৩০॥২৭০॥

এইরূপে বিভাবাদি-সম্মিলনাত্মক মৈত্রীময়রস বর্ণিত হইল। ইহার (এই রসের) সৌহৃদময় ও সখ্যময় এই যে ভেদদ্বয় আছে—তাহা এই রসের বিভাবাদি বর্ণনে যে সকল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, সে সকল হইতে জানা যাইবে।

[বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী এবং স্থায়িভাবে সৌহৃদ ও সখ্য-নামক ভেদদ্বয় প্রদর্শন করিয়া এ সকলের সম্মিলনজাত রসেও

প্রথমাপ্রাপ্ত্যাত্মকসিদ্ধ্যাত্মকৌ ভেদৌ পূর্ববদূহ্যৌ। বিয়োগাত্মকো ভেদো যথা—এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাবিকল্পিতঃ। নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্ষিতঃ॥ শোকেন শুষ্যদ্বদনো হৃৎসরোজো হতপ্রভঃ। বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্। কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনাভৃজ্য নেত্রয়োঃ। পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ। সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ

যে সেই ভেদদ্বয় আছে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর তাহার দৃষ্টান্ত কোথায় আছে, তাহাও বলিলেন।]

মৈত্রীময়রসের প্রথমাপ্রাপ্ত্যাত্মক অযোগ এবং তদনন্তর সঙ্ঘটিত সিদ্ধি-নামক যোগের দৃষ্টান্ত বৎসল-রসের সেই দ্বিবিধ রসের মত উহ্য অর্থাৎ অন্যত্র এই দ্বিবিধ-রসের দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

অনন্তর মৈত্রীময়-রসের বিয়োগাত্মক ভেদ বর্ণিত হইতেছে।

[শ্রীকৃষ্ণ-লীলান্তর্দ্ধানের পর শ্রীঅর্জ্জুন বিষণ্ণ ও শোকাতুর হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীযুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার তাদৃশ অবস্থার কারণ কি তাহা জানিবার জন্য বিবিধ প্রশ্ন করেন, তাহাতে] "শ্রীকৃষ্ণের সখা কৃষ্ণ (অর্জ্জুন) ঐ সকল প্রশ্নদ্বারা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ের নানা—আশঙ্কা অনুমান করিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে কৃশ, শোকে শুষ্কবদন, শুষ্কহৃদয় ও হতপ্রভ হইলেন। মনোমধ্যে সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করিয়া প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ হইলেন না।

নয়নে যে শোকাশ্রু উদ্গত হইয়াছিল তাহা সম্বরণ এবং যাহা গলিত হইয়াছিল হস্তদ্বারা তাহা মার্জ্জন করিলেন বটে, কিন্তু পরোক্ষ (দৃষ্টির অগোচরীভূত শ্রীকৃষ্ণের) নিমিত্ত অত্যধিক প্রেমোৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর সারথ্যাদি কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য,

সারথ্যাদিষু সংস্মরন্। নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্গদয়া গিরেত্যাদি ॥ ২৭১ ॥

কৃষ্ণোঽর্জ্জুনঃ। আবিকল্পিত ইতি চ্ছেদঃ। নানাশঙ্কাস্পদং রূপম্ আলক্ষ্য বিকল্পিত ইত্যর্থঃ। শুচঃ শোকাশ্রূণি আমৃজ্য চ। পরোক্ষেণ দর্শনাগোচরেণ শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা। অতএবানিষ্ট-শঙ্কায়া অভাবাৎ নাত্র করুণরসাবকাশঃ। তদভাবশ্চৈষামৈশ্বর্য্যজ্ঞান-

---

মৈত্রী ও সৌহৃদ স্মরণ করিয়া বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে অগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন” ইত্যাদি। শ্রীভা, ১।১৪।১—৪॥২৭১॥

শ্রীকৃষ্ণের সখা—“কৃষ্ণ”—অর্জ্জুন। শ্লোকের রাজ্ঞাধিকল্পিতঃ পদের রাজ্ঞা+আধিকল্পিতঃ এইরূপ সন্ধি বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। মূলে যে শোক মার্জ্জনের কথা আছে তাহার অর্থ—শোকাশ্রু-মার্জ্জন। (সেইরূপ অনুবাদই করা হইয়াছে)। পরোক্ষনিমিত্ত দৃষ্টির অগোচরী-ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিমিত্ত। অতএব অনিষ্টাশঙ্কার অভাব নিবন্ধন এস্থলে করুণরসের অবকাশ নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্পন্ন ইঁহাদের (শ্রীঅর্জ্জুনাদির) শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কার অভাব আছেই। এই হেতু অতঃপর বঞ্চিতোঽহং ইত্যাদি অর্জ্জুনের বিলাপ সম্ভবপর হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন পাণ্ডবগণের বিশ্বাস ছিল—তিনি ভগবান, তিনি লীলা অপ্রকট করিয়াছেন মাত্র, তাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, ঘটিবার শঙ্কাও নাই ; তিনি দ্বারকার অপ্রকট-প্রকাশে নিজ জনগণের সহিত বিহার করিতেছেন। অন্তর্দ্ধানকে অর্জ্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের হেতু মনে করিতেন, তাহা হইলে এ স্থলে শোক স্থায়িভাব হইয়া করুণরস নিষ্পন্ন হইত। প্রিয়জনের অনিষ্টাশঙ্কাযুক্ত শোকই

সম্ভাবিনাং ভবত্যেব। ইতি বঞ্চিতোঽহমিত্যাদিকং বক্ষ্যমাণং বিলাপম্। অথ তদনন্তরং তুষ্ট্যাত্মকযোগো যথা—তে সাধুকৃতসর্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ। মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্। তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে। তস্মিন্ নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্। অবাপুর্দুরবাপাং তে

করুণ-রসের স্থায়িভাব হইতে পারে। এ স্থলে অর্জ্জুনের শোক পরম সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-সমুদ্ভূত। সেই হেতু এ স্থলে বিয়োগাত্মক মৈত্রীরস নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কা যদি অর্জ্জুনের শোকের হেতু হইত, তাহা হইলে তিনি সে কথা তুলিয়া বিলাপ করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি বিলাপ করিয়াছেন—

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণাবন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেব বিস্মাপনং মহৎ॥

অর্জ্জুন বিলাপ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "হে মহারাজ! বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আমার যে মহৎ তেজঃ দেবতারও বিস্ময়জনক ছিল, তাঁহার বঞ্চনায় তাহাও অপহৃত হইয়াছে।" এইরূপ বিলাপ করায় অর্জ্জুনের শোক বিয়োগ দুঃখময়, তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কাময় নহে—তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।]

অনুবাদ—সেই বিয়োগের পর সংঘটিত তুষ্ট্যাত্মক যোগ যথা—(শ্রীসূতোক্তি) "তাঁহারা সুন্দররূপে সর্ব্বার্থ বশীভূত করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের চরণ-কমলকে আত্যন্তিক জানিয়া মনোদ্বারা তাহাই ধারণ করিলেন। সেই ধ্যানপ্রভাবে যে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি একান্তমতি পাণ্ডবগণ সেই পরতত্ত্ব নারায়ণে গতি লাভ করিলেন, যাহা বিষয়াসক্ত অসদ্ব্যক্তিগণের দুর্ল্লভ।

অনদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ। বিধূতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি
॥ ২৭২ ॥

তে পাণ্ডবাঃ সাধু যথা স্যাত্তথা কৃতসর্বার্থা বশীকৃতধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষা অপি বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্বুজমেব আত্যন্তিকং পরম-পুরুষার্থং জ্ঞাত্বা তদেব মনসা ধারয়ামাসুঃ। নারায়ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। পুনর্গতিমেব বিশিনষ্টি, বিধূতকল্মষং যৎ আস্থানং নিত্যশ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশাস্পদং তদীয়া সভা। আত্মনা স্বশরীরেণৈব। তত্র হেতুঃ বিরজেনাপ্রাকৃতেন। হিশব্দোঽসম্ভাবনানিবৃত্ত্যর্থঃ। তথা—দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্। বাসুদেবে ভগবতি

তাহা বিধৃত কল্মষাস্থান, বিরজ, আত্মা দ্বারাই সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥” ২৭২ ॥

শ্লোক-সমূহের অর্থ:—তাঁহারা—পাণ্ডবগণ, সুন্দররূপে সর্ব্বার্থ—ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ, বশীভূত করিয়াও বৈকুণ্ঠের—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলকেই আত্যন্তিক—পরম-পুরুষার্থ জানিয়া, মনোদ্বারা তাহাই ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণপদে তাঁহাদের গতি বলিয়া আবার বিশেষরূপে সেই গতি বলিতেছেন—বিধৃত কল্মষ (বিশুদ্ধ) যে আস্থান—নিত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাস্পদ তাঁহার সভা। সেই সভা আত্মা দ্বারা স্বশরীরে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বশরীরে পাইবার হেতু, তাঁহাদের শরীর বিরজ—অপ্রাকৃত। বিরজাত্ম শব্দের পর যে “হি—” (নিশ্চয়ার্থক) অব্যয় আছে, তদ্দ্বারা তাদৃশ প্রাপ্তির অসম্ভাবনা নিষেধ করিয়াছেন॥ ২৭২ ॥

“দ্রৌপদী তাহা এবং পতিগণের অনপেক্ষতা জানিয়া বাসুদেব

হেকান্তগতিরাপ তম্ ॥ ২৭৩ ॥

আত্মানং প্রতি অনপেক্ষমাণানাম্। তৎ কৃষ্ণসঙ্গমনম্ আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বা। বাসুদেবে শ্রীবসুদেবনন্দনে। হি প্রসিদ্ধৌ। তস্মিন্নেকান্তমতিস্তমেব প্রাপ্তবতী ॥ ১ ॥ ১৫ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২৭৩ ॥

শ্রীব্রজকুমারাণাং দেশান্তরবিয়োগাত্মোদাহরণং তদনন্তর-তুষ্ট্যাত্মোদাহরণঞ্চ বৎসলানুসারেণেব জ্ঞেয়ম্। ইতি মৈত্রীময়ো রসঃ। অথোজ্জ্বলঃ। অত্রালম্বনঃ কান্তত্বেন স্ফুরন্ কান্তভাব-বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারাঃ সজাতীয়ভাবাস্তদীয়পরমবল্লভাশ্চ।

ভগবানে একান্ত-মতি হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।”

শ্রীভা, ১।১৫।৪৮॥২৭৩॥

শ্লোকব্যাখ্যা—আপনার প্রতি অনপেক্ষের মত ব্যবহার যাঁহারা করিয়াছেন, সেই পতিগণের তাহা—কৃষ্ণ-সম্মিলন জানিয়া—সম্যক্‌রূপে জানিয়া বাসুদেবে—শ্রীবসুদেব-নন্দন বলিয়া যিনি প্রসিদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণে একান্ত-মতি হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৭৩ ॥

শ্রীব্রজকুমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণের তাঁহার দেশা-ন্তর গমন হেতু বিয়োগাত্মক মৈত্রীময় রসের উদাহরণ এবং তাহার পর সঙ্ঘটিত তুষ্ট্যাত্মক মৈত্রীময় রসের উদাহরণ বাৎসল্য-রসানুসারেই জানা যায়। ইতি মৈত্রীময়রস।

উজ্জ্বল-রস।

অনন্তর উজ্জ্বল-রস বর্ণিত হইতেছে। ইহাতে আলম্বন—কান্ত-রূপে স্ফূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, আর সজাতীয়ভাবা তদীয় পরম-বল্লভাগণ আশ্রয়ালম্বন।

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা—শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্। রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ২৭৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫২ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ২৭৪ ॥

যথাচ—তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২৭৫ ॥

মন্মথস্যাপি মন্মথো মদনঃ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭৫ ॥

তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ হয়েন তাহা বলা যাইতেছে। শ্রীরুক্মিণী দেবী তাঁহাকে লিখিয়াছেন—"হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে সকল গুণ শ্রবণকারীর কর্ণ-বিবরদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ-তাপ হরণ করে, সে সকল গুণের কথা এবং তোমার যে রূপ চক্ষুষ্মান্ প্রাণি-মাত্রের নয়নের অখিলার্থলাভ-স্বরূপ, সেই রূপের কথা শ্রবণে আমার চিত্ত লজ্জাবিরহিত হইয়া তোমাতে আবিষ্ট হইয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৫২।২৯॥ ২৭৪ ॥

[রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া রোদন করিতেছিলেন। তখন] "পীত-বসনধারী, বনমালায় বিভূষিত, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ সস্মিত-বদনে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৩২।২ ॥ ২৭৫ ॥

মন্মথ-মন্মথ—মন্মথেরও মন্মথ—মদন। * (এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া, সর্ব্বাংশে উজ্জ্বল-রসের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।] ॥২৭৫॥

---

* বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ মধ্যে যাঁহারা সাক্ষান্মন্মথ—স্বয়ং কামদেব তাঁহাদেরও মন্মথ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যে চিত্তোন্মাদকারী সেইরূপ রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ। স্বর্গস্থ

[পরপৃষ্ঠা]

তথ তদ্বল্লভাস্থ সামান্যা সৈরিন্ধ্রী যথা—সৈব কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচতেতি দর্শিতা। পূর্বং তাদৃশদুর্ভগাপি অঙ্গরাগার্পণমাত্রলক্ষণেন ভজনেন তং প্রাপ্য। অহো আশ্চর্য্যে। তেন হেতুনা ইদং সহোষ্য-তামিত্যাদিলক্ষণমপি অযাচত যাচিতুং যোগ্যাভূৎ। তং কথং-ভূতমপি। কেবলঃ শুদ্ধপ্রেমবান্ তস্য ভাবঃ কৈবল্যং তত্রৈব

অনন্তর উজ্জ্বল-রসের আশ্রয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের কথা বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে সাধারণী নায়িকা শ্রীসৈরিন্ধ্রী (১) যথা,—"অহো! সেই দুর্ভগা কুব্জা অঙ্গরাগার্পণ-ফলে সেই কৈবল্যনাথ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া এই যাচ্‌ঞা করিল।" শ্রীভা, ১০।৪৮।৭

পূর্ব্বে কুব্জাত্ব দাসীত্ব লক্ষণ দুর্ভাগ্য যাঁহার ছিল সেই সৈরিন্ধ্রী কেবল অঙ্গরাগ অর্পণরূপ ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। ইহা বড় বিস্ময়কর; এই বিস্ময় সূচনার জন্য "অহো" অব্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই ভজন-প্রভাবে তিনি "এই"—আমার সহিত বাস-কর ইত্যাদি রূপ যাচ্ঞা করিবার যোগ্যতালাভ করিয়াছিলেন। যাহাকে পাইয়াছিলেন তিনি কি প্রকার?—তিনি কৈবল্যনাথ;—কেবল—শুদ্ধ প্রেমবান্, তাঁহার ভাব কৈবল্য, কৈবল্যেই তিনি নাথ—

দেবতা-বিশেষ যে প্রাকৃত কামদেব, তিনি স্বরূপে জীবতত্ত্ব এবং চতুর্ব্যূহান্তর্গত সাক্ষাৎ কামদেবের শক্ত্যংশাবেশ। এই প্রাকৃত কামদেব সৌন্দর্য্যে ত্রিজগতের স্ত্রী-পুরুষ সকলের চিত্ত-ক্ষোভকারী। এই প্রাকৃত মদন যে সাক্ষান্মন্মথের শক্ত্যংশাবেশ, শ্রীকৃষ্ণ সেই সাক্ষান্মন্মথ সকলেরও ক্ষোভকারক। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সৌন্দর্য্যোৎকর্ষের পরাবধি প্রদর্শিত হইল।

(১) সৈরিন্ধ্রী—পরবেশ্মস্থা স্ববশা শিল্পকারিকা। ইত্যমরঃ। পরগৃহস্থিতা স্বাধীনা শিল্পকারিণী রমণীকে সৈরিন্ধ্রী বলে।

নাথং বল্লভমপি। ততোঽস্যা আত্মতর্পণৈকতাৎপর্য্যায়াঃ সংপ্রত্যপি শ্রীব্রজদেব্যাদিবচ্ছুদ্ধপ্রেমাভাবো দর্শিতঃ। স্বীয়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাদয়ঃ যা এবোদ্দিশ্য স্তৌতি—যাঃ সংপর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসংবাহনাদিভিঃ। জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥২৭৬॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৯০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭৬ ॥

তথা—ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্। ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্। প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচতাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ। কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্য্যৈর্দাসীশতা

বল্লভ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও সৈরিন্ধ্রী উক্তরূপ যাচ্ঞা করিলেন। সুতরাং এখনও (যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনও) নিজ সুখেই তাঁহার তাৎপর্য্য। সুতরাং সৈরিন্ধ্রী শ্রীব্রজদেবীগণের মত শুদ্ধ প্রেমবতী নহেন, ইহা প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি স্বীয়া, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যাঁহারা পতিবুদ্ধিতে পাদসেবাদি করিয়া প্রেমসহকারে জগদ্গুরুর সম্যক্‌রূপে পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব?" শ্রীভা, ১০।৯০।১৭॥২৭৬॥

তদ্রূপ বর্ণনা—"ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার মহিমা অবগত নহেন, সেই রমাপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ষোড়শ সহস্র মহিষী নিরন্তর বর্দ্ধনশীল অনুরাগ, হাস্য, নবসঙ্গম-লালসা প্রভৃতি বহুবিভ্রম ভজন করিতে লাগিলেন।

শত শত দাসী বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমহিষীগণ প্রত্যুদ্গমন, আসনপ্রদান, পুষ্পাঞ্জলি ও রত্নাঞ্জলি-নিক্ষেপ, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল-প্রদান, বিশ্রামার্থব্যজন, গন্ধ ও মাল্যপ্রদান, কেশসংস্কার, শয্যা, স্নান,

অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ২৭৭ ॥

অতএব যেমাং ভজন্তি দাম্পত্য ইত্যাদি নিন্দা ত্বন্যপরত্বেনৈব নির্দিষ্টা। দিষ্ট্যা গৃহেশ্বরীত্যাদ্যুত্তরবাক্যাৎ। যথৈব কেতুমাল-

---

উপহারাদিদ্বারা বিভু শ্রীকৃষ্ণের দাস্য করিয়াছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৬১।৫॥২৭৭॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজন করিয়াছেন, পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে উক্তরূপে প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া,

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যায়া।
কামাত্মনোহপবর্গেশং মোহিতা মায়য়াহি মে ॥

শ্রীভা, ১০।৬০।৫০

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—"যাঁহারা দাম্পত্য-সুখোপভোগের নিমিত্ত তপস্যা ও ব্রতচর্য্যাদ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমাকে ভজন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মোহিত।"—এই বাক্যে দাম্পত্যসুখোপভোগের জন্য যাহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করে তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। তাহা (শ্রীকৃষ্ণভিন্ন) অন্য পুরুষকে পতিরূপে ভজন করা সম্বন্ধেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু, ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাকে পতিভাবে ভজন করার প্রশংসা করিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—"হে গৃহেশ্বরি! তুমি নিষ্কাম হইয়া যে নিরন্তর আমার সেবা করিতেছ তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়; উহা কপট-ব্যক্তির পক্ষে অতি দুষ্কর; দুরভিপ্রায়-বিশিষ্টা, স্বীয় প্রাণের প্রতি স্নেহশীলা ও প্রবঞ্চনা-পরা স্ত্রীদিগের পক্ষেও ইহা অতি দুষ্কর।" *

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্যকে পতিরূপে ভজন

---

* দিষ্ট্যা গৃহেশ্বরি ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৬০।৫২ শ্লোকের অনুবাদ।

বর্ষে শ্রীকামদেবাখ্যভগবদ্ব্যূহস্তুতৌ লক্ষ্মীবাক্যম্—স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্য-মিত্যাদিকম্ ॥ ১০ ॥ ৬৭ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭৭ ॥

অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ। যা এবাসমোর্দ্ধাঃ স্তুতাঃ। নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদব্রজসুন্দরী-

---

করার নিন্দা দেখা যায়; কেতুমালবর্ষে শ্রীকামদেবাখ্য ভগবদ্ব্যূহ-স্তুতি, লক্ষ্মীবাক্য—"আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়সকলের পতি। জগতে যে সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রতদ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের পতিগণ প্রিয় সন্তান-সন্ততি, ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারেনা, যেহেতু তাহারা অস্বাধীন।" শ্রীভা, ৫।১৮।১৯॥২৭৭॥

উজ্জ্বলরসের আশ্রয়রূপা শ্রীব্রজদেবীগণ পরমস্বীয়া হইলেও প্রকট-লীলায় পরকীয়ার মত প্রতীয়মানা হয়েন।

"রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, নলিনগন্ধরুচিশালিনী স্বর্যোষিদ্গণ মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে যে লক্ষ্মীর নিতান্তরতি, তাঁহারও এই প্রসাদ প্রাপ্তি ঘটে নাই; তাহাতে অন্য রমণীগণ কোথায়?" শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৩ এই শ্লোকে এবং

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

শ্রীভা, ১০।৪৪।৩

পামিত্যাদিষু। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপমিত্যাদৌ যা এবাসমোর্দ্ধং রূপং পশ্যন্তীত্যত্র। তথাচাহুঃ—যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপেত্যাদৌ ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তয়ানাঃ ॥ ২৭৮ ॥

উরুক্রমচিত্তমেব যানং যাসাং তাঃ। যাস্তচ্চিত্তং যত্র যত্র

মথুরাপুর-নারীগণের উক্তি—"গোপীগণ অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল, তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) যে রূপ লাবণ্যের সার, অসমোর্দ্ধ ও অনন্যসিদ্ধ, যাহা যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়, যাহা লক্ষ্মাদির দুর্ল্লভ এবং যাহা নূতন নূতন, সেই রূপ নয়ন ভরিয়া নিরন্তর পান করিতেছেন" এই শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণ অসমোর্দ্ধরূপে স্তুত হইয়াছেন।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৩) শ্লোকে লক্ষ্ম্যাদির দুর্ল্লভ প্রসাদলাভের কথায় এবং গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপদর্শনের কথায় শ্রীব্রজদেবীগণ অসমোর্দ্ধরূপে স্তুত হইয়াছেন। অর্থাৎ ইঁহারা রাসোৎসবে যাহা পাইয়াছেন, অন্য কেহ তাহা না পাওয়ায় এবং ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ-মাধুর্য্যের পরাবধি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়াছেন, অন্য কেহ তেমন রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারায় শ্রীব্রজদেবীগণের সমানই কেহ নাই, তাঁহাদের অধিক থাকা ত দূরের কথা—এবংবিধ প্রশংসাবাক্যে শ্রীশুকদেব তাঁহাদের স্তুতি করিয়াছেন।

এইরূপ আর একটী শ্লোকে মথুরা-নাগরীগণ শ্রীব্রজদেবীগণের পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়াছেন; যা দোহনেঽবহননে ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহারা বলিয়াছেন—"ব্রজ-স্ত্রীগণ উরুক্রম-চিত্ত-যানা।"

শ্রীভা, ১০।৪৪।১৪॥২৭৮॥

উরুক্রমের চিত্তই যান যাঁহাদের, তাঁহারা উরুক্রম-চিত্তযানা। শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত যেখানে যেখানে যায়, তাঁহারা সেই সেই স্থানে তাঁহার

গচ্ছতি তত্র তত্রৈব তদারূঢ়াস্তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ। চিন্তয়ানা ইতি পাঠে চিতিশ্চিন্তা ভাবনেতি পূর্ব্ববদেবার্থঃ ॥ ১০ ॥ ৪৪ ॥ মাথুরপুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭৮ ॥

অতএবাসামেব তত্র তত্র দর্শিত উৎকর্ষঃ পরকীয়ায়মাণত্বেন নিবারণাদিমাত্রাংশে লৌকিকরসবিদামপি তেন সেবিতঃ। যথাহ

চিত্তে আরোহণ করিয়া অবস্থান করেন। চিতয়ানা-স্থানে চিন্তয়ানা পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহাতে চিতি—চিন্তা—ভাবনা, এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে পূর্ব্বার্থই নিষ্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা উপস্থিত হউক না কেন, সর্ব্বত্রই সেই চিন্তার উপর অধিষ্ঠিত থাকেন শ্রীব্রজদেবীগণ। ফলকথা, শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন না; সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে ॥ ২৭৮ ॥

অতএব শ্রীউদ্ধব-উক্তি, মাথুর-নাগরীর উক্তি প্রভৃতিতে পরকীয়া-রূপে প্রতীতি-নিবন্ধন ব্রজদেবীগণের যে উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল নিবারণাদি-অংশে লৌকিক রসবিদ্গণ কর্ত্তৃকও অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছে।

[**বিবৃতি**—সাহিত্যদর্পণে—

পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাঞ্চানুরাগিণীম্।
আলম্বনং নায়িকাঃস্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ ॥

এই শ্লোকে পরোঢ়া-নায়িকাবলম্বনে উজ্জ্বলরস নিষ্পন্ন হয় না বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণ পরোঢ়া পরকীয়া। তাঁহাদের আলম্বনত্বে উজ্জ্বলরস নিষ্পন্ন হইল কিরূপে তাহার আভাস দিয়া, তাঁহাদের আলম্বন-সাদ্গুণ্য দেখাইবেন।

তাঁহাদের প্রসঙ্গে প্রথমে বলিলেন, ইঁহারা বাস্তবিক পরমস্বীয়া; প্রকটলীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা।

শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণকে স্বীয়া বলিয়া শ্রীব্রজদেবীগণকে পরম-স্বীয়া বলায়, ইঁহাদের স্বীয়াত্বের বৈশিষ্ট্য—শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। ইঁহারা প্রকট-লীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীত হওয়ায়, পরমস্বীয়াত্ব অপ্রকট-লীলায়—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এখন সেই পরম-স্বীয়াত্ব কি তাহা দেখা যাউক।

উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বীয়া-লক্ষণ—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশ-তৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

"যাঁহারা করগ্রহ-বিধি (বিবাহ-বিধি)-প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলা, তাঁহাদিগকে স্বকীয়া বলে।" স্বীয়া—স্বকীয়া একই কথা।

ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রেয়সীত্বে বিধিসিদ্ধ দাম্পত্যের অপেক্ষা আছে। অপ্রকট-লীলায় বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তনার কোন অবকাশ নাই, তথাপি তাহাতে শ্রীমহিষীগণের অভিমান,—আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী।

শ্রীব্রজদেবীগণের দাম্পত্য অনুরাগ-সিদ্ধ। শ্রীমহিষীগণে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা আছে—বিবাহ-বিধি প্রযুক্ত না হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ঈদৃশ স্বভাব-নিবন্ধন তাঁহারা প্রকট-লীলায় বিবাহিতা, আর লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের হৃদয়ে 'আমরা বিবাহিতা প্রেয়সী' এই অভিমান জাগ্রত আছে। শ্রীব্রজদেবীগণের পরাবধি প্রাপ্ত অনুরাগের কাছে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা উপস্থিত হইতে পারে না—'বিবাহ-বিধি প্রযুক্ত না

হইলে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ করিতে পারিব না' এমন কথা কখনও তাঁহাদের মনে হয় না, তাঁহাদের প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা—শ্রীকৃষ্ণকে চাই—কেবল তাঁহাকেই চাই, সে চাওয়াতে কোন বিশেষণের সংযোগ নাই—কোন উপাধির সংযোগ নাই ; তাহা শুদ্ধ চাওয়া। সেই জন্য প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলায় কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হইয়াছেন। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তি যোগমায়া-প্রভাবে শ্রীব্রজদেবীগণের উপর পরকীয়া-ভাবের কুহেলিকা আস্তৃত হইলেও তাঁহাদের প্রচণ্ড অনুরাগ-ভাস্কর-কিরণ সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা করাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি কি উপপতি এইরূপ কোন বৈধ বা অবৈধ সম্বন্ধের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই ; তাঁহাদের ভাবনা, শ্রীকৃষ্ণ—প্রিয়তম,—প্রাণকোটি প্রিয়তম —প্রাণবল্লভ। তাঁহারা প্রাণবল্লভকে পাইয়াছেন, সর্ব্বস্ব দিয়া রাসাদি-লীলায় প্রাণবল্লভের সেবা করিতেছেন—এইমাত্র তাঁহাদের কৃষ্ণসঙ্গমের তাৎপর্য্য। যোগমায়ার যে আবরণ, তাহা অপরের দৃষ্টি আবৃত করিয়াছিল, তাই তাহারা ব্রজদেবীগণকে পরকীয়া নায়িকারূপে দেখিয়াছেন * ইহাতে নিবারণাদির অবসর ঘটিয়াছে। অপ্রকট-

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রজদেবীগণের নিজেদের পরবধূত্বসূচক যে সকল উক্তি দেখা যায়, সে সকল তাঁহারা অন্যের নিকট যেমন শুনিয়াছেন, তদ্রূপ বলিয়াছেন, তাঁহাদের মনের কথা নহে।

কাচিত্তাভিরেব তেষু যৎ পতি-শব্দঃ প্রযুক্ত-স্তদ্বহির্লৌকিকব্যবহারত এব ভ্রান্তদৃষ্টিতঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ১৭৭ অনুচ্ছেদ।

শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী—যোগমায়া-কল্পিতানাং অন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং ন তু ভগবন্নিত্য-

[পরপৃষ্ঠা]

লীলায় যোগমায়ার আবরণ না থাকিলেও, শ্রীব্রজদেবীগণের কৃষ্ণ-সঙ্গমে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা না থাকায় "আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী" তাঁহাদের এইরূপ অভিমান উপস্থিতির অপরিহার্য্যতা সম্ভাবনা করা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রাণপতি, আমরা তাঁহার প্রেয়সী—এই স্বভাবসিদ্ধ অভিমান সতত তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরুক আছে।

শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ মৎ কামারমণং ইত্যাদি (শ্রীভা, ১১।১২।১২) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"পতিত্বং তূদ্বাহেন কন্যায়াঃ স্বীকারিত্বং লোক এব। ভগবতিতু স্বভাবেনাপি দৃশ্যতে। পরব্যোমাধিপস্য মহালক্ষ্মীপতিত্বং হ্যনাদিসিদ্ধমিতি'—নরলোকেই বিবাহ দ্বারা কন্যার পতিত্ব স্বীকৃত হয়, ভগবানে তাহা স্বভাবতঃই হইতে দেখা যায়; পরব্যোমাধিপতির (শ্রীনারায়ণের) মহালক্ষ্মীপতিত্ব অনাদিসিদ্ধ।" এই সিদ্ধান্তানুসারে বিবাহ কিংবা বিবাহিতা পত্ন্যাভিমান না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের গোপী-পতিত্ব এবং গোপীগণের স্বীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ঈশ্বরলীলায় বিবাহাভাবে দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্ফুরণ সম্ভবপর হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট উভয়লীলা নরলীলার অভিব্যক্তি-নিবন্ধন, অপ্রকটলীলায় বিবাহাভাবে শ্রীব্রজদেবীগণের তাঁহাতে প্রাণ-পতিত্ব স্ফুরণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহার উত্তর—অপ্রকটলীলায় দাস, সখা, মাতাপিতা, প্রেয়সী—সর্ব্ববিধ পরিকর লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। সেই লীলায় তিনি নিত্যকিশোর; তাহাতে জন্মলীলার অভিব্যক্তি নাই। জন্ম ব্যতীত কেহ কাহারও মাতাপিতা হইতে পারে না। শ্রীগোকুলের

প্রেয়সীনামিতি। তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রত্বং ন তু বাস্তবত্বং।

অপ্রকট প্রকাশে শ্রীনন্দযশোদা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা না দেখিলেও তাঁহাতে সর্ব্বদা পুত্রবুদ্ধি পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তিনিও তাঁহাদের সহিত পুত্রোচিত ব্যবহার করিতেছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ-সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে ; অপ্রকটলীলায় বিবাহ সঙ্ঘটিত হইবার অবকাশ নাই, অনাদিকাল হইতে উজ্জ্বলরসময় লীলা-প্রবাহ চলিতেছে, বিবাহ স্বীকার করিলে সেই লীলা-প্রবাহের আদি বা আরম্ভ-কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা অসম্ভব ; এইজন্য শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনুরাগসিদ্ধ দাম্পত্য-সম্বন্ধ নিত্য ; তাঁহারা সর্ব্বদাই জানেন —শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণপতি, তাঁহারা তাঁহার প্রেয়সী। কখন কিরূপে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অনুসন্ধান তাঁহাদের উপস্থিত হয় না। ফলকথা, লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে সব সমাধান হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীব্রজদেবীগণের অপ্রকটলীলায় বিবাহাপেক্ষা না থাকিলেও পরমস্বীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীব্রজদেবীগণের স্বীয়াত্ব-সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায়,—প্রেয়সী-গণের সকলই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অব্যভি-চারিত্ব নিবন্ধন প্রেয়সীরূপা শ্রীমহিষী কি শ্রীব্রজদেবী সকলই স্বীয়া-নায়িকা, তবে শ্রীমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম অনুরাগময় হইলেও তাহাতে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয়া বলিয়াছেন, শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম শুদ্ধ অনুরাগময়—অন্যাপেক্ষা রহিত—অনাবিল, এই জন্য তাঁহাদিগকে পরম-স্বীয়া বলিয়াছেন।

শ্রীব্রজদেবীগণ পরমস্বীয়া হইলেও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল-রসের বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রকটলীলায় পরকীয়া-রূপে তাঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণ-সঙ্গমে বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও লজ্জায় বাধা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের পরাবধি-প্রাপ্ত অনুরাগের উদ্দাম-প্রবাহে সে সকল ভাসিয়া গিয়াছে ; ধৈর্য্য,

লজ্জা, ধর্ম্ম, স্বজন, বান্ধব সকলকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হইয়াছেন। ধৈর্য্য, লজ্জাদি ত্যাগেই তাঁহাদের উৎকর্ষ নহে, তাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্য এ সকল ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের গৌরব। যেমন ব্যভিচারিণী রমণী অভীষ্ট পরপুরুষ-সঙ্গাভিলাষে ঐ সকল ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহাদের সেই ত্যাগের উদ্দেশ্য থাকে নিজ সুখসম্পাদন। শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ সুখসম্পাদনের জন্য বিন্দু-মাত্র চেষ্টা না করিয়া, কৃষ্ণসুখের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছেন। নিজ সুখবাসনার লেশমাত্র না রাখিয়া অন্যের সুখের জন্য এ ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত শ্রীব্রজদেবীগণ ছাড়া আর কোথাও নাই। ইহাই তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেম মহিমার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাঁহাদের এই অনুরাগ-মহিমা দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধবাদি মহাভাগবতগণ তাঁহাদের স্তব করিয়াছেন।

শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়া-ভাব পরম-স্বকীয়াভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ব্রজের পরকীয়া-ভাব বিশুদ্ধ; ভাগবত-পরমহংসচূড়ামণিগণের বাঞ্ছনীয় প্রেমোৎকর্ষ এই ভাবদ্বারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই হেতু অলৌকিকরসজ্ঞ শ্রীউদ্ধবাদি সেই ভাববতী শ্রীব্রজদেবীগণের স্তব করিয়াছেন। অন্যত্র ঈদৃশ ভাবশুদ্ধি বা প্রেমাভিব্যক্তির সম্ভাবনার লেশও নাই, এই হেতু পরকীয়াভাবে কেবল উঁহাদের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লৌকিকরসজ্ঞগণ পরোঢ়া নায়িকাতে রসনিষ্পত্তি অস্বীকার করিলেও ভগবল্লীলার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া ব্রজদেবীগণে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা পরকীয়াভাবের বারণাদি অংশের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিয়া তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন; ভাবশুদ্ধি বা রাগোৎকর্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নহে। অলৌকিক লৌকিক উভয়বিধ রসজ্ঞের ব্রজপরকীয়াভাবের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া তাহার উৎকর্ষ

ভরতঃ—বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্লভতা সা পরমা মন্মথস্য রতিরিতি। রুদ্রঃ—বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধমিতি। বিষ্ণুগুপ্তঃ—যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়মিতি।

খ্যাপন করিয়াছেন। অতঃপর লৌকিকরসজ্ঞগণের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছেন।]

অনুবাদ—লৌকিকরসজ্ঞ ভরতমুনি বলিয়াছেন—"লোক ও ধর্ম্ম যে রতি হইতে নায়ক-নায়িকা উভয়কে বহু নিবারণ করে, যে রতিতে নায়ক-নায়িকার কামুকত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে এবং যে রতি নায়ক-নায়িকার দুর্ল্লভতাময়ী তাহাই কন্দর্প-সম্বন্ধে উত্তমারতি।"

রুদ্র বলিয়াছেন—"নারীগণের বামতা, দুর্ল্লভতা এবং মিলনের যে বাধা, তাহাই কামদেবের পরমাস্ত্র মনে করি।"

বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়াছেন—"যাহাতে হরিণ-নয়নীগণের বিশেষনিষেধ ও সুদুর্লভতা বর্ত্তমান থাকে, নাগরদিগের হৃদয় তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত থাকে।"

[**বিবৃতি**—লৌকিকরসবিদ্ ভরতাদির মতে নারীগণের মিলনের বিঘ্নাদি রসোৎকর্ষের হেতু হয়। পরকীয়া নায়িকাতে সে সকল বিদ্যমান থাকায় ব্রজের পরকীয়াভাবে উজ্জ্বল-রসের উৎকর্ষ তাঁহারাও স্বীকার করেন—ইহাই এস্থলে নিশ্চিত হইল।

ব্রজে শ্রীধন্যাদি কতিপয় গোপকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব বিদ্যমান, বস্ত্রহরণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার

অতএব কাসাঞ্চিদ্গোপকুমারীণাং কাত্যায়নীজপানুসারেণ পতিভাবেঽপ্যাধিক্যমনুবর্ত্ততে ইতি। কেচিত্তু বারণাদিত এবাসাং প্রেমাধিক্যং মন্যন্তে। তন্ন। জাতিতোঽপ্যাধিক্যাৎ। তচ্চ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তীতি বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয় ইত্যাদিনা ব্যক্তম্। ন

করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের স্বীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে। গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহবস্তুতঃ। —উজ্জ্বলনীলমণি।

তাহা হইলেও ইঁহাদের অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের সুযোগ ঘটে নাই। গান্ধর্ব্বরীতির সেই বিবাহের কথা ব্রজে অব্যক্ত ছিল, সেই হেতু তাঁহাদের কৃষ্ণসঙ্গমে নিবারণাদি বর্ত্তমান ছিল। অব্যক্তত্বাদ্বিবাহস্য সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা।] উজ্জ্বল-নীলমণি।

অনুবাদ— অতএব কাত্যায়নী-জপানুসারে (১) কতিপয় গোপকুমারীর উৎকর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

[**বিবৃতি**—এস্থলে লৌকিক রসবিদ্‌গণের মতে স্বীয়া নায়িকা শ্রীমহিষীগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণে পতি-ভাববতী কাত্যায়নী-ব্রতপরা গোপকুমারীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। বলা বাহুল্য, অলৌকিক রসজ্ঞগণ প্রেমাধিক্য নিবন্ধন যাবতীয় ব্রজসুন্দরীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।]

অনুবাদ—কেহ কেহ বারণাদি হইতেই শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমাধিক্য মনে করেন। তাহা নহে; জাতিতেই তাঁহাদের প্রেম গরীয়ান্। তাঁহাদের প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ব্রজস্ত্রিয়োযদ্বাঞ্ছন্তি ইত্যাদি(২)শ্রীমহিষী-

(১) কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥
শ্রীভা, ১০।২২।২

(২) শ্লোকানুবাদ ৫৫৯ পৃষ্ঠায়।

হি বারণাদ্যংশমঙ্গীকৃত্য তেষাং লোভোজাতঃ। অনভীষ্টত্বাৎ। ততো জাত্যংশমেবেতি গম্যতে। অতঃ প্রবলজাতিত্বান্নিবারণাদিকমপ্যয়মতিক্রামতীত্যেবমেব শ্লাঘ্যতে যা দুস্ত্যজমিত্যাদিনা। মত্তহস্তিনাং বলস্য দুর্গাতিক্রমবন্নিবারণাদ্যতিক্রমো হি তাসাং প্রেমবলস্য ব্যঞ্জক এব ন তূৎপাদকঃ। জাত্যংশেনৈব প্রাবল্যে সতি নিবারণাদিসাম্যেঽপি তাসাং স্বেষু প্রেমতারতম্যং সম্ভবতি। যথা তাভিরপি শ্রীরাধায়াঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যেন শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব-বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদিনা। যা চ তাসাং

গণের উক্তিতে এবং বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ঃ ইত্যাদি শ্রীউদ্ধব-উক্তিতে (১) ব্যক্ত আছে। বারণাদি-অংশ অবলম্বন করিয়া শ্রীউদ্ধবাদির গোপী-প্রেমে লোভ জন্মে নাই, যেহেতু, বারণাদি তাঁহাদের অভীষ্ট নহে।

সুতরাং জাত্যংশেই গোপীপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জানা যাইতেছে। জাতিতেই প্রবল বলিয়া গোপীপ্রেম নিবারণাদি অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছে; এই কারণেই যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ইত্যাদি বাক্যে (২) শ্রীশুকদেব তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। দুর্গাতিক্রমে যেমন মত্তহস্তিগণের বল ব্যক্ত হয় মাত্র, উৎপন্ন হয়না, তেমন নিবারণাদি অতিক্রমে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেমবল ব্যক্ত হইয়াছে, উৎপন্ন হয় নাই। শ্রীব্রজদেবীগণের সকলের পক্ষে নিবারণাদি সমানই ছিল; ইহাতে যদি তাঁহাদের প্রেম জাত্যংশে প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে তারতম্য সম্ভবপর হইতে পারে। এই তারতম্যের কথা তাঁহারা স্বয়ং বলিয়াছেন;—শ্রীরাধিকার প্রেমবৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণ-বশিকারিত্ব-বৈশিষ্ট্য অনয়ারাধিতো নূনং ইত্যাদি শ্লোকে (৩) তাঁহারাই বর্ণন করিয়াছেন।

---

(১) শ্লোকানুবাদ ৫৩০ পৃষ্ঠায়।

(২) ৫৪৯ পৃষ্ঠায় শ্লোকানুবাদ।

(৩) ৫৬৫ ,, ,,

ক্ষোভে সতি প্রেম্নঃ প্রফুল্লতা সা খলু কৃষ্ণসর্পস্যেব স্বত এব সিদ্ধতয়া, নত্বপরত আহার্য্যতয়া। কেবলৌপপত্যস্য প্রেমবর্দ্ধনত্বং তু তাভিরেব স্বয়ং নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়মিতি নিন্দিতম্। যত্তু কশ্চিৎ পরকীয়াসু লঘুত্বং বক্তি,

---

তাঁহাদের ক্ষোভে যে প্রেমের যে প্রফুল্লতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-সর্পের ক্ষোভে তাহার বিষোদ্গীরণের মত স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কিছু হইতে সেই প্রফুল্লতা আসে নাই। "বেশ্যা নির্ধন পুরুষকে * * * উপপতিগণ ভোগান্তে অতৃপ্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করে" (১)—এই বাক্যে শ্রীব্রজদেবীগণ নিজেই কেবল ঔপপত্যের প্রেমবর্দ্ধনত্বের নিন্দা করিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—এই অনুচ্ছেদে ভাব হইতে শ্রীব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। প্রকটলীলায় তাঁহাদের পরকীয়াভাব। পরকীয়াভাবই তাঁহাদের উৎকর্ষের হেতু নহে, তাহার অন্য হেতু আছে; তাহাই বিচারের বিষয়।

পরকীয়াভাব স্বরূপতঃ নায়িকার উৎকর্ষের হেতু হইতে পারেনা; তাহা যদি হইত, তবে রসজ্ঞগণ যে কোন পরকীয়া-ভাববতী নায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিতেন। তাহা দেখা যায় না; তাঁহারা উহাদিগকে রসোপকরণ বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই—পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে তাহা দেখান হইয়াছে।

যে কোন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-নিষ্ঠ হইলেও পরকীয়াভাব উৎকর্ষ প্রকটন করিতে পারে না। শ্রীসৈরিন্ধ্রী (কুব্জা) কৃষ্ণ-প্রেয়সী। উজ্জ্বলনীলমণিতে তাঁহাকে পরকীয়া নায়িকা মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে—

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিধুরা ব্রজদেবীগণের উক্তি। উপস্থিত প্রসঙ্গাধীন বলিয়া এস্থলে শ্রীভা, ১০।৪৭। ৬ষ্ঠ শ্লোকের প্রথম চরণ এবং ঐ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের শেষ চরণ এস্থলে একত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভাব যোগাত্তু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়ৈব * সম্মতা।

নায়িকাভেদ। ৭

পরকীয়াভাবের জন্য কেহ তাহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রশংসা করেন নাই। ইহাতে দেখা গেল, পরকীয়াভাব স্বতন্ত্রভাবে কোন নায়িকার উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারে না।

পরন্তু পরকীয়াভাবই যদি নায়িকার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রীব্রজদেবীগণকে পরমস্বীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। পরকীযাভাবই যে তাঁহাদের উৎকর্ষের হেতু নহে, তাহা দেখাইবার জন্য সেই ভাবের কার্য্য নিবারণ, তুর্লভতা ও প্রচ্ছন্ন-কামুকতা যে শ্রীব্রজ-দেবীগণের উৎকর্ষের হেতু নহে তাহা দেখাইতেছেন।

প্রেমাধিক্যই নায়িকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিজ্ঞাপক। নিবারণাদি দ্বারা শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমাধিক্য প্রকটিত হয় নাই। অর্থাৎ স্রোতের জল রুদ্ধ হইলে যেমন প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তারপর অবরোধ অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তেমন অপ্রকটলীলায় শ্রীব্রজদেবীগণের যে প্রেম ছিল, প্রকটলীলায় পরকীয়াভাবের নিবারণাদিদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া তাহা বৃদ্ধি পাইবার পর সেই অবরোধ অতিক্রম করিয়া প্রবলভাবে ব্যক্ত হয় নাই, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ-প্রবৃদ্ধ প্রবল প্রেম-প্রবাহ সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় অবলীলাক্রমে স্বীয় স্বচ্ছন্দগতির বিরোধী যাবতীয় বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়াছে। ফলকথা, গোপী-প্রেম স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ। এই জন্য বলিয়াছেন, তাহাদের প্রেম জাতিতে শ্রেষ্ঠ।

* পরকীয়ৈব—এস্থলে এব অব্যয় সাদৃশ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী পরকীয়া-সদৃশী। পরকীয়া নায়িকার সম্পূর্ণ লক্ষণ তাঁহাতে নাই। সাধারণী, স্বীয়া ও পরকীয়াভেদে নায়িকা ত্রিবিধা। সাধারণী নায়িকা—বেশ্যা। তাহার নায়কে প্রীতি থাকে না; সে কেবল অর্থাভিলাষ করে। এইজন্য সাধারণী নায়িকাবলম্বনে রস নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শ্রীসৈরিন্ধ্রী সাধারণী হইলেও

এস্থলে প্রেমের জাতি বলিতে মধুরা-রতির ভেদ বুঝিতে হইবে। সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে মধুরা রতি ত্রিবিধা। শ্রীসৈরিন্ধ্রীতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং শ্রীব্রজদেবীগণে সমর্থা রতি। এই ত্রিবিধা রতি মধ্যে সমর্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত, সমঞ্জসা রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত এবং সমর্থা রতি মহাভাব পর্য্যন্ত পরিণতি লাভ করে। নিবারণাদি যোগেও সাধারণী কি সমঞ্জসা রতি মহাভাব পর্য্যন্ত পরিণতি লাভ করিতে পারে না, আর সমর্থারতি স্বীয়-স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দ্বারাই মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়। প্রাণিভেদে যেমন জঠরাগ্নির তারতম্য ঘটে এবং সেই ভেদ যেমন স্বাভাবিক,—ত্রিবিধা কৃষ্ণপ্রেয়সীর রতির তারতম্যও তাদৃশ। যেমন উপবাসের পর শশকের হস্তিতুল্য জঠরাগ্নি হয়না, তেমন নিবারণাদি যোগেও সাধা-রণী কি সমঞ্জসা রতি সমর্থা রতির সাম্য লাভ করিতে পারে না। সমর্থার এই বৈশিষ্ট্য জানিয়া মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, "যদ্বাচ্ছন্তি ভবভিয়োমুনয়োবয়ঞ্চ" উক্তিতে তিনি সেই রতিকে মুক্ত, মুমুক্ষু ও ভক্তগণের বাঞ্ছনীয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর "ব্রজস্ত্রিয়োযদ্বাঞ্ছন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমহিষীগণ সেই রতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

নিবারণাদি-অংশাবলম্বনে শ্রীউদ্ধবাদি শ্রীব্রজসুন্দরীনিষ্ঠ সমর্থা রতি প্রার্থনা করেন নাই। একদিন অন্তর আহার করায় কাহারও যদি

তাঁহার অন্য পুরুষ-সঙ্গ হয় নাই; তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ছিল, এই প্রীতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাকে উজ্জ্বলরসের আলম্বন স্বীকার করা হইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে কৃষ্ণবল্লভাগণকে স্বকীয়া-পরকীয়াভেদে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শ্রীসৈরিন্ধ্রীতে স্বকীয়া-লক্ষণের অভাবে পরকীয়াত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। তবে পরকীয়ার যাবতীয় লক্ষণের সমাবেশ নাই বলিয়া পরকীয়া-সদৃশী বলা হইয়াছে।

প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষুধার যেমন কেহ প্রশংসা করেনা, পক্ষান্তরে লঙ্ঘনদ্বারা ক্ষুধার প্রাবল্য মন্দ-ক্ষুধারই পরিচায়ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীব্রজদেবীগণের রতি যদি নিবরণাদি দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিত, তাহা হইলে বিজ্ঞশিরোমণি উদ্ধব তাহার প্রশংসা করিতেন না, পরন্তু রসজ্ঞগণ তাহাতে রতির দুর্ব্বলতাই বোধ করিতেন। সুতরাং শ্রীব্রজদেবীগণের রতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া শ্রীউদ্ধবাদি তাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রীতিমান ব্যক্তি মাত্রই প্রিয়তমের নিরুপদ্রব সঙ্গ বাঞ্ছা করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি সর্ব্বদা বিঘ্নসঙ্কুল হউক, উৎকণ্ঠাসহকারে দর্শনাদি লাভ করিব—এইরূপ বাঞ্ছা কোন ভক্তেরই হইতে পারেনা; এই নিমিত্ত নিবারণাদি শ্রীউদ্ধবাদির অনভীষ্ট-বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমর্থারতি স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা নিবারণাদি অতিক্রমে সমর্থা বলিয়া, সেই রতিমতী শ্রীব্রজদেবীগণকে শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া-নায়িকারূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহারা স্বাভাবিক প্রেমবলে কৃষ্ণসঙ্গমের যাবতীয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন। যা দুস্ত্যজং স্বজনং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীউদ্ধব সেই প্রেমবলের প্রশংসা করিয়াছেন, পরকীয়াভাবের প্রশংসা করেন নাই; বলা বাহুল্য, শ্রীমহিষীগণ সম্বন্ধে যদি পরকীয়াভাব কল্পিত হইত, তাহাহইলে তাঁহারা সেই প্রেমবলের পরিচয় দিতে পারিতেন না।

মত্তহস্তীর দুর্গাতিক্রমণ এবং কালসর্পের বিষোদ্গীরণের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণাদি কেবল প্রেমবল প্রকাশের সহায়, উৎপাদক নহে —ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

নিবারণাদি যে শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষের হেতু নহে, তাঁহাদের প্রেম-তারতম্য হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। নিবারণাদি সকলের পক্ষেই সমান ছিল, স্বভাবসিদ্ধ প্রেমবৈশিষ্ট্য দ্বারাই তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য ঘটিয়াছে।

তৎ খলু প্রাকৃতনায়কমবলম্বমানাসু যুক্তং ; তত্রৈব জগুপ্সিতত্বাৎ। অত্র তু গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চেত্যাদিনা তৎপ্রত্যাখ্যানাৎ। অত্র

পরকীয়াভাবের প্রেমবর্দ্ধনত্ব সম্বন্ধে বেশী আলোচনার কি প্রয়োজন ? শ্রীব্রজদেবীগণ স্বয়ংই তাহার নিন্দা করিয়াছেন। "বেশ্যা নির্ধন পুরুষকে ত্যাগ করে"—এই বাক্যে নায়িকার "উপপতি ভোগান্তে অতৃপ্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করে"—এই বাক্যে নায়কের স্বার্থসিদ্ধিই তাহাদের মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা থাকে, তাহা কখনও স্বার্থ-ত্যাগময় প্রেমের পরিবর্দ্ধক হইতে পারেনা।

শ্রীব্রজদেবীগণের যে পরকীয়া-ভাবের প্রশংসা লৌকিকালৌকিক সকল রসজ্ঞই করিয়াছেন, তাহা কেবল পরকীয়াভাব নহে, পরমস্বীয়া-ভাব ও সমর্থারতির সহিত তাহা মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আলম্বন, এই জন্য তাহার এত গৌরব।]

অনুবাদ— [ব্রজ-পরকীয়াভাবে রসোৎকর্ষ-স্থাপনের অনুকূলে প্রতিপক্ষ খণ্ডনের জন্য বলিতেছেন—] কেহ কেহ যে বলেন, পরকীয়া নায়িকায় রতির লাঘব ঘটে, যে সকল পরকীয়া নায়িকার প্রীতির আলম্বন প্রাকৃত-পুরুষ, সে সকলেই তাহা হইতে পারে ; কেননা, তাহাতেই পরকীয়া-ভাব ঘৃণার বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীব্রজদেবীগণ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব পরকীয়া-ভাবের জুগুপ্সাময়ত্ব পরিহার করিয়াছেন

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামপি দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্॥
শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৫

"যিনি গোপীগণের, তাঁহাদের পতিসকলের তথা নিখিল দেহীর অন্তশ্চারী এবং অধ্যক্ষ, তিনি এই লীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।"

[**বিবৃতি**—পরপুরুষ-বিষয়িণী রতি অধর্ম্মময়ী বলিয়া ঘৃণার

চ তৎপতীনামিতি তদ্ব্যবহারদৃষ্টিমাত্রেণোক্তং, ন তু পরমার্থদৃষ্ট্যা। তদ্দৃষ্ট্যা তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তাসাং স্বরূপশক্তিত্বমেবাত্র পরত্র চ স্থাপিতম্। তথাস্য শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য নায়কস্য তাদৃশভাবেনৈব প্রাপ্তৌ এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদিষু সর্বোর্দ্ধং শ্লাঘাশ্রবণাৎ পরমগরীয়স্ত্বমেব। অতএবোক্তম্—নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতাণাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণেতি। অথ তাসাং

বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কোন অবস্থায়ই শ্রীব্রজদেবীগণের পরপুরুষ নহেন। তিনি সততই তাঁহাদের হৃদয়-বিহারী—প্রকটলীলায় উপপতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাঁহাদের পক্ষে পরপুরুষ নহেন। এই নিমিত্ত ব্রজপরকীয়া ঘৃণার বিষয় নহে।]

অনুবাদ—উক্তশ্লোকে গোপগণকে যে ব্রজদেবীগণের পতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে নহে। প্রকটাপ্রকট উভয়লীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি—ইহা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে স্থাপিত হইয়াছে।

তেমন আবার তাদৃশ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ হেন নায়কের প্রাপ্তি ঘটায় এতাঃপরং তনুভৃতঃ ইত্যাদি শ্লোকসমূহে শ্রীব্রজদেবীগণের সর্ব্বোর্দ্ধ প্রশংসা শ্রবণ করা যায়। তাহাতে পরকীয়া নায়িকা শ্রীব্রজদেবীগণে রতির পরমোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে। এই হেতু উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—

"প্রাচীন পণ্ডিতেরা যে মুখ্য রসে পরোঢ়া-রমণী ইচ্ছা করেন নাই, তাহা কেবল গোকুল-কমল-নয়নীগণ ভিন্ন অন্য রমণী সমন্ধে। যেহেতু রসিকশেখর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষের আকাঙ্ক্ষায় ইঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।" নায়িকা।৩

স্বপত্যাভাসসম্বন্ধমপি বারয়িতুং যোজয়তি—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ২৭৯॥

এবং শ্রীভগবন্নিত্যপ্রিয়াণাং তাসাং সর্বদৈব বোদ্ধব্যমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্য মায়য়া মোহিতাঃ সন্তো মায়য়ৈব যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বস্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ জানন্তো নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ॥১০॥৩৩॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৭৯॥

[কেহ যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরমস্বীয়া নিজ প্রেয়সী গোপীগণকে পরকীয়া নায়িকারূপে আবির্ভূত করাইয়াছেন বলিয়া এস্থলে দোষ ঘটে নাই; আচ্ছা, তাহা মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইঁহারা যে অন্য গোপের পত্নী হইয়াছিলেন, ইহাতে ব্যভিচার-দোষস্পর্শে জুগুপ্সারতির উদ্রেকেরই ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] যে সকল গোপ শ্রীব্রজদেবীগণের পতির মত প্রতীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিলনা, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই; কারণ, তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া উঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে স্বপার্শ্বস্থিতা মনে করিয়াছিলেন;" শ্রীভা, ১০।৩৩।২৭৯।

শ্লোকার্থ—রাস-রজনীতে শ্রীব্রজদেবীগণ যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের পতিম্মন্য গোপগণ তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। শ্রীভগবন্নিত্য-প্রেয়সী তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটিয়াছিল মনে করিতে হইবে। সেই হেতু গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া—মায়া-প্রভাবে কল্পিতা যে নিজ নিজ পত্নী, তাহাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিতেন—

তদেবং ভাবত উৎকর্ষো দর্শিতঃ। দৈহিকং তমাহ—তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিত ইত্যাদৌ ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃত ইতি ॥ ২৮০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ সঃ ॥ ২৮০ ॥

কিঞ্চ—তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ২৮১ ॥

জানিতেন। এইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।

[**বিবৃতি**—অসূয়া—গুণে দোষারোপ, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ধার্ম্মিকত্ব-গুণে অধার্ম্মিকত্ব আরোপণ করা। গোপগণ যদি বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পত্নীগণকে ঘরের বাহির করিয়া উহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়া প্রকাশের অবকাশ থাকিত. গোপগণ তাহা জানিতে পারেন নাই ; যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজদেবীগণকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন, যমুনাপুলিন প্রভৃতিস্থলে ক্রীড়া করিতেন, তখন তাঁহাদের পতিম্মন্য গোপগণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র তাঁহারা কাছেই আছেন বলিয়া অনুভব করিতেন, এইজন্য অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের এই মনন যথার্থ নহে, শ্রীকৃষ্ণের মায়া প্রভাবে তাঁহারা ঐরূপ বুঝিতেন॥] ২৭৯॥

অনুবাদ—এইরূপে ভাব হইতে শ্রীব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য—তাভিঃ সমেতাভিরুদার-চেষ্টিতঃ ইত্যাদি শ্লোকে "গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নক্ষত্র-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।" (শ্রীভা, ১০।২৯।৪০)—এই বাক্যে ॥২৮০॥

এবং "স্বর্ণবর্ণ মণিসকলের মধ্যে নীলমণি যেমন অতিশয় শোভা

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ সঃ ॥ ২৮১ ॥

গুণবৈভবকৃতমপ্যাহ—তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ২৮২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ সঃ ॥ ২৮২ ॥

কলাবৈদগ্ধীকৃতমাহ—পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিরিত্যাদি। উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ২৮৩ ॥

ইদং জগৎ। অদ্যাপি যাসাং গীতাংশ এব জগতি

পায়, স্বর্ণকান্তি গোপীমণ্ডলীমধ্যে দেবকীসুত তেমন শোভা পাইলেন." (শ্রীভা, ১০।৩৩।৬; এই শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে ॥২৮১॥

গুণবৈভবকৃত বৈশিষ্ট্য—"ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিময় স্বরূপশক্তি-সমূহে পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণ বিধূতশোকা গোপীমণ্ডলী-দ্বারা পরিবৃত হইয়া তদ্রূপ অত্যন্ত শোভা পাইলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩২।৯॥২৮২॥

কলাবৈদগ্ধীকৃত বৈশিষ্ট্য—"পাদন্যাস, করচালন, সহাস্যভ্রূবিলাস প্রভৃতি দ্বারা * * * * কৃষ্ণবধূ গোপীগণ অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন।

নৃত্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, প্রেমে যাঁহাদের কণ্ঠ স্নিগ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই যাঁহাদের প্রিয়কার্য্য, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন, সেই গানে এই জগৎ আবৃত হইয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৩৩।৭—৮॥২৮৩॥

সেই গানে এই জগৎ আবৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ—অদ্যাপি

প্রচরন্তীত্যর্থঃ । যদুক্তং সঙ্গীতসারে—তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ । তেষু ষোড়সসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা-বরেতি । অন্তে চ তেষামেব বিভাগশ্চ তত্র স্বর্গাদিষু দর্শিত ইতি । কিঞ্চ—কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ । উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধুসাধ্বিতি । তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥২৮৪॥

স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ঃ সপ্ত জাতয়স্তেষু রাগোৎপত্তিহেতবঃ । তা উভয়ীরপি পরমপ্রবীণত্বাৎ স্বরান্তরেণ জাত্যন্তরেণ চামিশ্রিতাঃ শুদ্ধা এব উন্নিন্যে উৎকর্ষেণ জগৌ । অত্র শক্রসর্বপরমেষ্ঠি-

শ্রীব্রজদেবীগণের সেই গীতাংশ জগতে প্রচারিত হইতেছে ; যেহেতু, সঙ্গীতসারে উক্ত হইয়াছে—"যত জীব-জাতি আছে, তত্সংখ্যক রাগও আছে। তন্মধ্যে ষোড়শ সহস্র রাগ পূর্ব্বে গোপীগণ রচনা করিয়াছেন।" সেই গ্রন্থের শেষভাগে স্বর্গাদি-লোকে সে সকল রাগের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর, শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—"কোন গোপী মুকুন্দের সহিত অমিশ্রিতা স্বরজাতি উত্তমরূপে গান করিতে লাগিলেন ; তাহাতে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাধুবাদে সম্মানিতা করিলেন। কোন গোপী সেই স্বরজাতিকেই ধ্রুবতালে উত্তমরূপে গান করিলেন। মুকুন্দ তাঁহাকেও বহু সম্মান দান করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩৩।৯—১০॥২৮৭॥

স্বর—ষড়জাদি সপ্তস্বর। জাতি—সপ্তস্বরে রাগোৎপত্তির হেতু-নিচয়। সার্দ্ধশ্লোকে যে গোপীদ্বয়ের গানের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণা বলিয়া, অন্য স্বর ও অন্য জাতির সহিত অমিশ্রিতা—শুদ্ধা স্বরজাতি উত্তমরূপে গান করিলেন।

পুরোগানিশ্চিত-তত্ত্বগানস্য শ্রীমুকুন্দস্যাপি সহার্থত্বেনাপ্রাধান্যং বিবক্ষিতম্। তত্রাপ্যুচ্ছব্দেন। অতএব তেন পূজিতা। তদৈব তালান্তরেণ নিবদ্ধং গীতং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা যয়া ততোঽপ্যুৎকর্ষেণ জগৌ তস্যৈ পূর্ব্বস্যা অপ্যধিকং মানমদাৎ। ১০॥৩৩॥সঃ॥২৮৪॥

অথ তাসু সামান্যাসু সৈরিন্ধ্রী মুখ্যা। স্বকীয়াসু পট্টমহিষীষু শ্রীরুক্মিণীসত্যভামে মুখ্যে। যথা শ্রীহরিবংশে—কুটুম্বস্যেশ্বরী চাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা। সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবদিতি। অথ শ্রীব্রজদেবীষু মুখ্যা ভবিষ্যোত্তরোক্তাঃ—গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা

এ স্থলে "যাঁহার গানের তত্ত্ব ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি নিশ্চয় করিতে পারেন না," (শ্রীভা, ১০.৩৫।৮) সেই শ্রীমুকুন্দের গানে অপ্রাধান্য বর্ণনাভিপ্রায়ে "মুকুন্দের সহিত" বলিয়াছেন; তাহাতেও আবার "উত্তমরূপে গান করিয়াছেন," এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ সম্মান দান করিয়াছেন। সেই সময়েই আবার যে গোপী অন্য তালে নিবদ্ধ গান ধ্রুবতালে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে গান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আরও অধিক সম্মান দান করিয়াছিলেন ॥২৮৪॥

সাধারণী নায়িকাগণে শ্রীসৈরিন্ধ্রী মুখ্যা। স্বকীয়া পট্টমহিষীগণে শ্রীরুক্মিণী সত্যভামা—দুইজন মুখ্যা। যথা, শ্রীহরিবংশে—"ভীষ্মক-নন্দিনী রুক্মিণী কুটুম্বদিগের অধিশ্বরী, সত্যভামা স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা এবং অতিশয় সৌভাগ্যবতী ছিলেন।"

শ্রীব্রজদেবীগণমধ্যে যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহাদের নাম ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে মল্লদ্বাদশী-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—(১) গোপালী, (২) পালিকা, (৩) ধন্যা, (৪) বিশাখা, (৫) ধ্যাননিষ্ঠিকা,

সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। দশম্যপি তারকানাম্নীত্যর্থঃ। স্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতায়ান্তু ললিতা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রেতি চতস্রোঽন্যাঃ। অন্যত্র চন্দ্রাবলী চ শ্রূয়তে। সা চাত্রার্থ-সাম্যাৎ সোমাভৈবানুমেয়া। কার্ৎস্ন্যে তু প্রমদাশতকোটিভিরা-কুলিতে ইত্যাগমোপদেশঃ। এতাস্বপি শ্রীরাধিকৈব মুখ্যা। সৈব রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণেন পরমপ্রেমান্তর্ধাপিতেতি শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে দর্শিতমস্তি। প্রসিদ্ধা চ তথা সৈব সর্ব্বত্রেতি। অতঃ শ্রৈষ্ঠ্যচিহ্নেন গোপালতাপন্যুক্তা গান্ধর্বিকৈব সেত্যনুমেয়া। অথ

(৬) রাধা, (৭) অনুরাধা, (৮) সোমাভা, (৯) তারকা ও তন্নাম্নী দশম-সংখ্যক গোপী অর্থাৎ তাঁহার নামও (১০) তারকা। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ-সংহিতায় "ললিতা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা" অপর চারিজনের উল্লেখ আছে। অন্যত্র চন্দ্রাবলী-নাম্নী অপর মুখ্যা ব্রজদেবীর নাম শুনা যায়। এ স্থলে অর্থ-সাম্যবশতঃ * তিনি সোমাভা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সকলে মিলিয়া "বহু শতকোটি বনিতা—" এই আগম-বাক্যে বহুসংখ্যক গোপিকার কথা শুনা যায়। এ সকলেও শ্রীরাধিকা মুখ্যা। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া তিনিই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা। গোপাল-তাপনীতে যে গান্ধর্ব্বিকার উল্লেখ আছে, এই শ্রেষ্ঠত্ব-চিহ্ন দ্বারা তিনি শ্রীরাধা বলিয়া অনুমিতা হয়েন।

* সোমাভা—সোম—চন্দ্র, তাহার মত আভা (কান্তি) যাহার এই অর্থের সহিত চন্দ্রাবলী—চন্দ্র+আবলী (শ্রেণী) অর্থাৎ যিনি চন্দ্রশ্রেণীস্বরূপা—এই অর্থের সাদৃশ্য।

তাঃ শ্রীকৃষ্ণবল্লভাস্ত্রিবিধা দৃশ্যন্তে মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা ইতি। তাদৃশ্যশ্চ নবযৌবনস্পষ্টযৌবনসম্যগ্‌যৌবনৈর্বয়োভেদৈস্তত্তচ্চেষ্টাভিশ্চ। সম্যগ্‌যৌবনঞ্চ প্রাপ্তষোড়শবর্ষত্বমেব, নাধিকম্। কন্যাভির্ব্যষ্টবর্ষাভিরিতি গৌতমীয়তন্ত্রাৎ। তথা স্বভাবভেদেন ধীরা অধীরা মিশ্রগুণাশ্চেতি পুনস্ত্রিধাবগন্তব্যাঃ। প্রেমতারতম্যেন শ্রেষ্ঠাঃ সমা লঘব ইতি চ। অথ তা লীলাবস্থাভেদৈনৈকৈকা অভিসারিকা বাসকসজ্জোৎকণ্ঠিতা খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা কলহান্তরিতা প্রোষিতপ্রেয়সী স্বাধীনভর্ত্তৃকেত্যষ্টৌ নামানি ভজন্তি। তথা পরস্পরং ভাবানাং সাদৃশ্যকিঞ্চিৎসাদৃশ্যাস্ফুটসাদৃশ্যানি বিরোধিত্বং চৈতদ্ভেদচতুষ্টয়াৎ পুনশ্চত্বারি। সখী সুহৃৎ তটস্থা প্রাতি-

---

সেই কৃষ্ণবল্লভা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে ত্রিবিধা। নব-যৌবন, স্পষ্ট-যৌবন ও সম্যগ্‌ যৌবন এই ত্রিবিধ বয়সভেদে এবং সেই সেই (বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা-যোগ্য) চেষ্টা দ্বারা এই ভেদ জানা যায়। সম্যগ্‌ যৌবন—ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তি; ইহার অধিক নহে। যেহেতু, গৌতমীয়-তন্ত্রে "দ্ব্যষ্ট (ষোড়শ) বর্ষ বয়স্কা কন্যাগণের সহিত" শ্রীকৃষ্ণের বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

তেমন আবার স্বভাব-ভেদে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—এই ত্রিবিধ ভেদ এবং প্রেম-তারতম্যেও শ্রেষ্ঠা, সমা ও কনিষ্ঠা—এই ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়।

এই সকল নায়িকার প্রত্যেকেই লীলাবস্থাভেদে অভিসারিকা, বাসক-সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা—এই অষ্টবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

তেমন আবার পরস্পরের ভাবসমূহের সাদৃশ্য, কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য, অস্পষ্ট সাদৃশ্য ও বিরোধিতা—এই চতুর্ব্বিধ ভেদানুসারে নায়িকাগণ

পক্ষিকো চেতি ভাবভেদাশ্চ স্থায়িনিরূপণে জ্ঞেয়াঃ। তত্র সখী যথা—অপ্যেণপত্নীত্যাদিদ্বয়ে পুরতো দর্শনীয়া। অত্র হি তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমিতি স্বীয়তদ্দিদৃক্ষাদ্যোতনাৎ সখীতি তদ্দর্শন-সুখোপভোগসৌভাগ্যভাগিতাসাম্যেন তস্যাং সখ্যারোপণাৎ কান্তেতি কৃষ্ণসঙ্গিন্যাঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য কুলপতেরিতি শ্রীকৃষ্ণস্য

সখী, সুহৃৎ, তটস্থা ও প্রাতিপাক্ষিকী (বিপক্ষা) এই চতুর্বিবিধা হয়েন। ইঁহাদের ভাব-ভেদ স্থায়িনিরূপণে জানা যাইবে। তন্মধ্যে সখী যথা—অপ্যেণ পত্নী ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে অগ্রে (৩৭৯ অনুচ্ছেদে) দেখা যাইবে। [এ স্থলে প্রথম শ্লোকটীর অনুবাদ দেওয়া গেল।]

[রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীব্রজদেবীগণ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিণীদের প্রসন্নদৃষ্টি দর্শনে তাহারা কৃষ্ণ-দর্শন লাভ করিয়াছে মনে করিয়া কহিলেন—]

"হে সখি হরিণি! প্রিয়ার সহিত অচ্যুত অঙ্গসমূহ দ্বারা তোমাদের নয়নের পরমানন্দ বিস্তার করিতে করিতে এখানে কি আসিয়াছিলেন? কারণ, কান্তার অঙ্গসঙ্গ-নিবন্ধন তাঁহার কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত কুলপতির কুন্দ-কুসুম মালার গন্ধ এখানে পাওয়া যাইতেছে।"

উক্ত শ্লোকে (ক) "তোমাদের নয়নের পরমানন্দ বিস্তার"—এ কথা যে গোপী বলিয়াছেন, সেই গোপী-শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থায় হরিণীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহার দর্শনাভিলাষিণী,—ইহা ব্যক্ত হওয়ায়, (খ) "সখি"-শব্দে তাদৃশ-কৃষ্ণদর্শন-সুখোপভোগরূপ সৌভাগ্যশালিতা দ্বারা হরিণীতে সখ্যভাবের আরোপ করায় এবং (গ) কান্তা-শব্দে কৃষ্ণসঙ্গিনীর সৌভাগ্যাতিশয়ের, কুলপতি-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের, "কান্তার অঙ্গ-সঙ্গ" ইত্যাদি দ্বারা সেই কান্তা ও কৃষ্ণ

কান্তাঙ্গসঙ্গেত্যাদিনা তয়োর্মিথোঽঙ্গসঙ্গস্য তদীয়পরিমলস্য চানুমোদনাৎ সখ্যমেব স্পষ্টম্। অতএব তল্লীলানুমোদনমপি, বাহুং প্রিয়াংস ইত্যাদিনা। সুহৃদ্‌যথা—অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্

পরস্পরের অঙ্গ-সঙ্গের ও অঙ্গ-সঙ্গ সম্ভূত পরিমলের অনুমোদন করায় এ স্থলে সখ্যই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব বাহুং প্রিয়াংশ ইত্যাদি শ্লোকে সেই লীলা অনুমোদন করিয়াছেন।

[**বিবৃতি**—নায়িকাদিগের মধ্যে যাহার যাহার ভাবসাদৃশ্য থাকে, সেই সেই নায়িকা পরস্পরের সখী। সখীত্ব বুঝাইবার জন্য রাসের অপ্যেণপত্নী ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা যাহার উক্তি তিনি শ্রীরাধার সখী। শ্রীরাধার ভাবসাদৃশ্য দ্বারা উঁহার সখীত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরাধার ভাব—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে লইয়া বিহার করেন, উক্ত গোপীরও ভাব—শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধাকে লইয়া বিহার করেন। শ্রীরাধার সখীগণ ছাড়া অন্য গোপীগণের নিজের সঙ্গে কিম্বা নিজ যূথেশ্বরীর সঙ্গে কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা ছিল। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম-বাঞ্ছা কেবল তাঁহার সখীগণের ছিল। ইহা সখীভাবের স্বভাব। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার যে সখীগণের অভিপ্রেত, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্লোকটী বিশ্লেষণ করিয়াছেন। (ক) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিহার-দর্শনেচ্ছা প্রকাশ, (খ) যে তাহা দেখিয়াছে তাহাতে সখীত্বারোপণ এবং (গ) সেই বিহারের অনুমোদন। *]

অনুবাদ—সুহৃদ্ যথা। [যে প্রিয়াকে (শ্রীরাধাকে) লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন গোপী

---

* অনুবাদে ক, খ, গ চিহ্নদ্বারা হেতুত্রয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৮৫॥

অস্যাশ্চ তদ্ভাগ্যমাত্রপ্রশংসনাৎ ব্যক্তং সৌহৃদ্যম্। তটস্থা যথা—অপ্যেণপত্নীতি সখীবাক্যানন্তরং পৃচ্ছতেমা লতা বাহূন-প্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ২৮৬ ॥

অত্র সখীবচনং শ্রুত্বাপি তত্রৌদাসীন্যাত্তাটস্থ্যমেব ব্যক্তম্। এবমনয়ারাধিতো নূনমিতি সুহৃদ্বাক্যানন্তরমপি ধন্যা অহো অমী

বলিলেন—]"ইঁহা কর্তৃক ভগবান্ হরি,ঈশ্বর নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন। যেহেতু প্রীত হইয়া গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া নিভৃতস্থানে গমন করিয়াছেন।" শ্রীভা, ১০।৩০।২৮॥২৮৫॥

যে গোপী একথা বলিয়াছেন, তিনি কেবল শ্রীরাধার ভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কথায় সৌহৃদ ব্যক্ত হইয়াছে; [এইজন্য তিনি সুহৃদ্, সখী নহেন।]

তটস্থা যথা,—অপ্যেণপত্নী ইত্যাদি সখীবাক্যের পর, কোন গোপী বলিলেন—"হে সখিগণ! এই লতাসকলকে (কৃষ্ণের কথা) জিজ্ঞাসা কর, ইহারা বনস্পতির (স্কন্ধরূপ) বাহু আলিঙ্গন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নখদ্বারা স্পৃষ্টা হইয়া নিশ্চয়ই উৎপুলক ধারণ করিতেছে।"

শ্রীভা, ১০।৩০।১৩॥২৮৬॥

অপ্যেণপত্নী ইত্যাদি সখীবাক্যে এই গোপী, প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ না করায়, শ্রীরাধার প্রতি ইঁহার ঔদাসীন্য প্রকটন হেতু তাটস্থ্য ব্যক্ত হইয়াছে; ইনি তটস্থা।

আল্য ইত্যাদিবাক্যে চ। অথ প্রাতিপক্ষিকী যথা—অস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ। যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥ ২৮৭ ॥

অথ প্রকট এব মৎসর ইতি তাভ্যো বিলক্ষণত্বম্। তথৈব শ্রীহরিবংশাদৌ পারিজাতহরণে শ্রীরুক্মিণীং প্রতি সত্যভামায়াঃ স্পষ্টম্। ১০ ॥ ৩০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৮৫—২৮৭ ॥

অত্র বিচার্য্যতে। নন্বু ভগবদ্ভক্তেষু পরস্পরং প্রতিপক্ষিত্বম-সম্ভবমহৃদ্যঞ্চ। তথা তাসাং তৎ সৌভগমদমিত্যাদৌ তদীর্ষা-

---

প্রাতি-পাক্ষিকী যথা, [শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধার পদচিহ্ন-সকল দেখিয়া, কোন গোপী কহিলেন—] "ইহার পদচিহ্ন সকল আমাদের মহাদুঃখ জন্মাইতেছে, কারণ সকল গোপিকার ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত হরণ করিয়া সে একা ভোগ করিতেছে।" শ্রীভা, ১০।৩০।৩০॥২৮৭॥

এই গোপীর শ্রীরাধার প্রতি মাৎসর্য্য প্রকটিত হইয়াছে, অন্য যাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই; এইজন্য তাঁহাদিগ হইতে ইঁহাতে বৈলক্ষণ্য ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ শ্রীহরিবংশাদিতে পারিজাত-হরণাদি ব্যাপারে শ্রীরুক্মিণীর প্রতি সত্যভামার প্রতিপক্ষতা স্পষ্ট আছে ॥ ২৮৭ ॥

এস্থলে কিছু বিচার করা যাইতেছে। ভগবদ্ভক্তগণে পরস্পর বিরোধ অসম্ভব। তাহা হৃদ্য ও রুচিকর নহে। তদ্রূপ তাসাং তৎসৌভগমদং ইত্যাদি শ্লোকে (১) শ্রীভগবানেরও শ্রীব্রজদেবীগণের

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোক ২০৮ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

মদমানাদিদূরীচিকীর্ষা শ্রীভগবতোঽপি দৃশ্যতে। তথা শ্রীমতা মুনিনা স্বয়মপি তাভিস্তত্র দৌরাত্ম্যশব্দঃ প্রযুক্তোঽস্তীতি। তত্রোচ্যতে। সর্ব্বৈব হি শ্রীভগবতঃ ক্রীড়া প্রীতিপোষয়ৈব প্রবর্ত্ততে। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিত্যাদি। শ্রুত্বাপীত্যর্থঃ। তত্র শৃঙ্গারক্রীড়ায়াশ্চাস্যাঃ স্বভাবোঽয়ং যৎ খল্বীর্ষামদমানাদিলক্ষণতত্তদ্ভাববৈচিত্রীপরিকরতয়ৈব রসং পুষ্ণাতি। যত এব তাদৃশতয়ৈব কবিভির্ব্বর্ণ্যতে। শ্রীভগবতা চ স্বলীলায়ামঙ্গীক্রিয়তে। স্বস্মিন্নপি দক্ষিণানুকূলশঠধৃষ্টতেতি

ঈর্ষা, মদ, মানাদি দূর করিবার ইচ্ছা দেখা যায়; শ্রীমান্ মুনীন্দ্র শুকদেব নিজে এবং শ্রীব্রজদেবীগণ ঈদৃশ মদমানাদিতে দৌরাত্ম্য (২) শব্দ-প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য এই, শ্রীভগবানের সমুদয় ক্রীড়াই প্রীতি পোষণের জন্য প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ক্রীড়া সকল প্রকটন করেন, যে সকল ক্রীড়ার কথা শুনিয়াও শ্রদ্ধান্বিত ভক্তগণ তৎপর হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয়।" শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬।

শ্রীভগবৎ-ক্রীড়া-সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার-ক্রীড়ার স্বভাব এই যে, তাহা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেয়সীবর্গের ঈর্ষা, মদ, মানাদিরূপ ভাব-বৈচিত্রীকে পরিকর (সহায়) করিয়া রস পোষণ করে। যেহেতু, পণ্ডিতগণ তাদৃশরূপেই রসপরিপাটী বর্ণন করেন। শ্রীভগবানও নিজ লীলায় সে সকল অঙ্গীকার করেন। আপনাতেও দক্ষিণ, অনুকূল, শঠ ও ধৃষ্ট এই চতুর্ব্বিধ নায়কত্ব যথাস্থানে ব্যক্ত করেন।

---

(২) ১০।৩০ অঃ ও ৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চতুর্ব্বেদনায়কত্বং যথাস্থানং ব্যজ্যতে, তস্মাত্তল্লীলাশক্তিরেব তাসু তত্তদ্ভাবং দধাতি। তচ্চ ভাবানুরূপেণৈবেতি দর্শিতম্। অতএব যদা সর্ব্বাসামেব তদ্বিরহো ভবতি, তদা দৈন্যেনৈকজাতীয়ভাবত্বাপত্ত্যা সর্ব্বত্র সখ্যমেবাভিব্যজ্যতে। যথা—আন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ। দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীমিত্যত্র তস্যাং পূর্ব্বাসামেব সখীত্বব্যঞ্জনা। বিরহলীলা চ তাসাং ঝটিতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়কতৃষ্ণাতিশয়বর্দ্ধনার্থৈব। নাগরচূড়া-

---

সুতরাং লীলা-শক্তিই ভগবৎ-প্রেয়সীগণে ঈর্ষা, মদ, মানাদি ভাব রক্ষা করেন। ভাবানুরূপেই মানাদি অবস্থান করে, ইহা পূর্ব্বে (৮৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতএব প্রেয়সীগণের সকলেরই যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ উপস্থিত হয়, তখন দৈন্য বশতঃ একজাতীয় ভাব উপস্থিত হওয়ায় সকলেই সখ্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যথা—[রাসনৃত্য হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ তাঁহাকে লইয়া বিহার করেন, তারপর তাঁহাকেও ছাড়িয়া লুকায়িত হয়েন। অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ করিতে করিতে বিরহ-ব্যথিতা শ্রীরাধাকে দেখিতে পারেন। তখন সকলেরই পরস্পর সখীভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভাবসাম্যই সখীত্বের নিদান। তেমন সখী-ভাবের কথাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন]

"ভগবানের পথ অনুসন্ধান করিতে করিতে গোপীগণ নিকটে প্রিয়-বিরহে মোহিতা ও দুঃখিতা সখীকে দেখিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩০।৩৪ এস্থলে তাঁহাদের সকলেরই সখীভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

[যে বিরহ-লীলার কথা বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রকটন করেন কেন ? তাহাতে বলিতেছেন] শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীব্রজদেবীগণে প্রবল-তৃষ্ণা সত্বর বৃদ্ধি করিবার জন্য বিরহলীলা প্রকটন করেন। ব্রজদেবী-

মণীন্দ্রায় শ্রীকৃষ্ণায় চ তাসাং তদ্বৃদ্ধিরত্যর্থং রোচতে। যথোক্তম্—নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূনিত্যাদিনা। তস্মান্মধ্যে মধ্যে বিরহোঽপি ভবতি। তদা শ্রীকৃষ্ণস্য মদমানাদিবিনোদমতিক্রম্যাপি তদধ্যবসায়ঃ স্যাৎ। ততো মদমানয়োঃ প্রশমায় স্ববিষয়কতৃষ্ণাতিশয়রূপপ্রসাদায় চেতি তাসাং তৎ সৌভগেত্যত্রার্থঃ। সর্বসমুদিতরাসলীলার্থং মদস্য প্রশমায় মানস্য চ প্রসাদায় প্রসাদনায়েত্যর্থো বা। ততস্তদ্বর্দ্ধনেচ্ছাপ্যানুষঙ্গিকীতি সমানম্। অথ

গণের সেই তৃষ্ণাবৃদ্ধি, নাগরচূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত রুচিকর হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ইত্যাদি শ্লোকে সে কথা বলিয়াছেন। (১) সেই কারণে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটিয়া থাকে। তখন মদমানাদি বিনোদ অতিক্রম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সেই (বিরহ-সংঘটনের) অধ্যবসায় হয়। তন্নিবন্ধন তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত। শ্রীভা, ১০।২৯।৪৩

শ্রীব্রজদেবীগণের "সৌভাগ্যমদ এবং মান দর্শন করিয়া, প্রশমন ও প্রসাদনের জন্য কেশব অন্তর্দ্ধান করিলেন।" এই শ্লোকে যে প্রশমনের ও প্রসাদনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—মদ ও মানের প্রশমন নিমিত্ত এবং নিজ বিষয়ক তৃষ্ণাতিশয়রূপ প্রসাদের নিমিত্ত [শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন।] কিম্বা যাবতীয় উপকরণ সহ যে রাসলীলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত শ্রীব্রজদেবীগণের সৌভাগ্য প্রশমন (দমন) এবং মানপ্রসাদন (মানভঞ্জন) প্রয়োজন হইয়াছিল। [সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হৃত হইয়াছেন।] আনুষঙ্গিক

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৭৯ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

জাতে চ বিরহে দৈন্যেনৈব তাসাং তত্র দৌরাত্ম্যবুদ্ধিঃ। ন তু বস্তুত এব তদ্দৌরাত্ম্যং প্রেমৈকবিলাসরূপত্বাৎ। শ্রীমুনীন্দ্রোঽপি তদ্ভাবানুসারিত্বেনৈব তদ্বাক্যমনুবদতি—তয়া কথিতমাকর্ণ্যেত্যাদি। স্বয়ন্তু পূর্ব্বং তস্মিংস্তদীয়ে মদে দোষং প্রত্যাখ্যাতবানস্তি। যথা—রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ ২৮৮ ॥

তৃষ্ণাবর্দ্ধনেচ্ছাও ছিল। সুতরাং শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবল তৃষ্ণাবর্দ্ধনেচ্ছাই যে রাস হইতে অন্তর্দ্ধানের হেতু তাহা উভয়বিধ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিরহ উপস্থিত হওয়ায়, দৈন্যবশতঃ মানগর্ব্বে ব্রজদেবীগণের দৌরাত্ম্যবুদ্ধি হইয়াছিল, মানাদি প্রেমবিলাস-স্বরূপ বলিয়া বাস্তবিক দৌরাত্ম্য নহে। আর,

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

শ্রীভা, ১০ ৩০।৩৪

"শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার মানপ্রাপ্তি এবং দৌরাত্ম্য হইতে অবমান শুনিয়া গোপীগণ অত্যন্ত বিস্ময়-প্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্লোকে মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব যে "দৌরাত্ম্য" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের অভিমত নহে, তিনি শ্রীরাধার ভাবানুসরণ করিয়া তাঁহার বাক্যের পুনরুক্তি মাত্র করিয়াছেন। তিনি নিজে রাসপ্রসঙ্গে শ্রীরাধার গর্ব্বের দোষশূন্যতা কীর্ত্তন করিয়াছেন—"কামিগণের দৈন্য স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিবার জন্য স্বাত্মরত, আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডিত হইয়াই তাঁহার সহিত রমণ করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩০।৩০॥২৮৮॥

স্বাত্মরতঃ স্বতস্তুষ্টোঽপি আত্মারামঃ স্বক্রীড়োঽপি অখণ্ডিতঃ স্যাং সততাসক্তঃ সন্ রেমে। তাদৃশশ্চেৎ কিমিতি তদাসক্তো বভূব তয়া রেমে চ। অত আহ, তয়া ইত্থংভূতগুণো হরিরিতিবৎ তথাভূতগুণতয়া তদীয়প্রেমসর্ব্বস্বসাররূপয়েত্যর্থঃ। অতস্তস্যান্যেন তাদৃশত্বাসম্ভবাৎ প্রেমবিশেষ এবাসৌ স্ফুরতি ন তু কামঃ। স চ প্রেমবিশেষ ঈদৃশপ্রবলঃ যৎ কামিবদেব দৈন্যাদিকং তয়োঃ

শ্লোকব্যাখ্যা—স্বাত্মরত—আপনা হইতে তুষ্ট,আত্মারাম—আপনাতেই ক্রীড়াশীল হইয়াও অখণ্ডিত—তাঁহাতে (শ্রীরাধিকায়) সতত আসক্ত হইয়া ক্রীড়া করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বাত্মরত ও আত্মারামই হয়েন তাহা হইলে, শ্রীরাধার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহাতে বলিলেন, তাঁহার সহিত—শ্রীহরি যেমন নিজগুণে আত্মারাম মুনিগণের উপাস্য হইয়াছেন, তদ্রূপ যিনি কৃষ্ণবশিকারক নিজগুণে আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণেরও ক্রীড়া-সঙ্গিনী হইতে পারেন—যিনি তাঁহার প্রেমসার-সর্ব্বস্বরূপা হয়েন, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছেন।

অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণের স্বভাব এই :—স্বরূপাতিরিক্ত কোন বস্তুতে তাঁহাদের রতি জন্মেনা, কিন্তু শ্রীহরির গুণে তাঁহাদের সেই স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটে—তাঁহারা তাঁহাকে ভজন করিতে বাধ্য হয়েন; তেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত আত্মারাম বলিয়া স্বরূপাতিরিক্ত কোন বস্তুতে রতি বা ক্রীড়া না করাই স্বভাব হইলেও শ্রীরাধাতে এমন চমৎকার গুণ আছে যে, সেই গুণের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অন্যের সহিত তেমন বিহার অসম্ভব বলিয়া এই বিহারে প্রেম-বিশেষ স্ফুরিত—হইতেছে, কাম নহে। সেই প্রেম বিশেষ এত প্রবল যে, তদ্দ্বারা কামিজনের মত

প্রকটীভবতীত্যাহ কামিনামিতি। মদমানাদ্যাত্মকে কামিনীনাং প্রেমণি কামিনাং যদ্দৈন্যং লোকপ্রসিদ্ধং তদেব স্বদ্বারা তৎপ্রেমবিশেষপারবশ্যেন দর্শয়ন্ প্রকটয়ন্ রেমে। যদ্বা যয়ৈব লীলয়া স্বয়মেব তুচ্ছীভূতা সর্ব্বেঽপ্যন্যে নাগরম্মন্যা ইত্যাহ, কামিনামিতি। স্বলীলামহিম্না কামিনাং প্রাকৃতানাং দৈন্যং রসসম্পত্তিহীনত্বং স্ত্রীণাং চ প্রাকৃতানাং তং বিনান্যস্য ভজনেন দুরাত্মতাং দুষ্টভাবতাং দর্শয়ন্নিতি দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং রমাবক্ত্র মুল্লসতি ধৃতলাঞ্ছন ইতিবৎ ॥১০॥৩০॥ শ্রীশুকঃ ॥২৮৮॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও দৈন্যাদি পর্য্যন্ত প্রকটিত হয়, এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—কামিগণের দৈন্য ইত্যাদি। কামিনীগণের গর্ব্বমানাদিময় প্রেমে কামিগণের যে দৈন্যাদির কথা লোকে প্রসিদ্ধ আছে, শ্রীরাধার প্রেম-বিশেষের পারবশ্য নিবন্ধন, সেই দৈন্য প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিলেন। কিম্বা যে লীলা দ্বারা নাগরাভিমানী অন্য সকলে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই লীলাই করিয়াছেন; কামিগণের দৈন্যাদি বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। নিজ লীলা-মহিমায় কামিগণের-প্রাকৃত পুরুষগণের দৈন্য—রস-সম্পত্তিহীনতা এবং স্ত্রীগণের—প্রাকৃত স্ত্রীগণের তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ছাড়া অন্য পুরুষকে ভজন করা হেতু যে দুরাত্মতা—দুষ্টভাবতা, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিলেন। "লক্ষ্মীর বদন, চন্দ্রপরাভবকারী, ইহা দেখাইবার জন্য, নিষ্কলঙ্ক বদন উল্লসিত হইতেছে—" এই বাক্যে একের উল্লাসে যেমন অন্যের অপকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া—ত্রিজগতে যে সকল রমণী শ্রীকৃষ্ণছাড়া অন্য পুরুষকে ভজন করে, তাহাদের সকলেরই অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥২৮৮॥

ইত্যালম্বনো ব্যাখ্যাতঃ । অথোদ্দীপনেষু গুণাঃ । নারী-মোহনশীলত্বম্ • অবয়ববর্ণরসগন্ধস্পর্শশব্দসল্লক্ষণ-নবযৌবনানাং কমনীয়তা । নিত্যনূতনত্বম্ । অভিব্যক্তভাবত্বম্ । প্রেমবশ্যত্বম্ । সৌবুদ্ধসংপ্রতিভাদয়শ্চ । তত্র নারীমোহনশীলত্বাদিকং যথা—কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলমিতি ॥২৮৯॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥২১॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥২৮৯॥

নিত্যনূতনত্বঞ্চ যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগত ইত্যাদৌ দৃষ্টম্ । অথাভি-ব্যক্তভাবত্বম্ । তত্র পূর্বরাগে—শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজো-দরশ্রীমুষা দৃশা । সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥২৯০॥

এই পর্য্যন্ত উজ্জ্বল-রসের আলম্বন ব্যাখ্যাত হইল । অতঃপর তাহার উদ্দীপনসমূহ কথিত হইতেছে । তন্মধ্যে গুণ—নারীমোহন-শীলত্ব, অবয়ব-বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সল্লক্ষণ-নব-যৌবনের কমনীয়তা, নিত্যনূতনত্ব, অভিব্যক্তভাবত্ব, সৌবুদ্ধ (উত্তমজ্ঞানবত্তা) সৎপ্রতিভা প্রভৃতি ।

নারীমোহনত্বাদির দৃষ্টান্ত—শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন, "যাহা হইতে বনিতাগণের আনন্দ হয়, এমন রূপ ও সুস্বভাবশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া... ....দেবীগণ মুগ্ধ হয়েন।"

শ্রীভা, ১০।২১।১২॥২৮৯॥

নিত্যনূতনত্ব—যদ্যপসৌপার্শ্বগত ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্ট হয় । (১) অভিব্যক্তভাবত্ব — শ্রীব্রজদেবীগণে পূর্ব্বরাগে শ্রীকৃষ্ণের অভি-ব্যক্তভাবত্ব যথা, [তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গান করিয়াছেন] —"হে সুরতনাথ ! হে বরদ ! শরৎকালে সরোবরে সুজাত উত্তম

---

(১) সম্পূর্ণ শ্লোকানুবাদ ৪৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হে দৃশৈব সুরতযাচক। তত্রাপি হে কাত্যায়ন্যর্চনান্তে বরপ্রদ। তত্রাপি ভাববিশেষদর্শিতয়া দৃশা কৃত্বৈবাশুল্কদাসিকা-তুল্যাত্বং প্রাপ্তাস্ত্বয়ৈব পুনর্নিঘ্নতস্তব ন কিং বধঃ স্ত্রীহত্যাপি ন ভবতি। দৃশস্তাদৃশত্বে মহামোহনচৌরত্বং দর্শয়তি, শরদুদাশয় ইত্যাদি। তত্র মোহনত্বং দ্বিবিধং স্বরূপকৃতং ভুক্রিয়াকৃতঞ্চ। তদুভয়মপি তত্তদ্বিশেষণৈর্ব্যক্তম্। তথা—মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া

কমলগর্ভের শোভাহারী নয়ন দ্বারা তোমার বিনামূল্যের দাসী আমাদিগকে যে বধ করিতেছে, তাহা কি বধ নহে?”

শ্রীভা. ১০।৩১।২॥২৯০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা:—হে সুরতনাথ—হে সুরতযাচক—তুমি নয়ন-দ্বারাই সুরত যাচ্ঞা কর। তাহাতেও তুমি বরদ—কাত্যায়নী-পূজার পর তুমি আমাদিগকে বরপ্রদান করিয়াছ। তাহাতে ও নয়নভঙ্গিতে ভাববিশেষ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিনামূল্যের দাসীর মত করিয়া লইয়াছ। এখন তুমি আবার সেই আমাদিগকে নয়নভঙ্গিদ্বারা যে বধ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার বধ—স্ত্রীহত্যা করা হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। শরৎকালে সরোবরে সুজাত ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন তাদৃশ হওয়ায়, তাহার মহামোহন-চোরত্ব দেখাইয়াছেন। সেই মোহনত্ব দুই প্রকার; স্বরূপকৃত ও ভ্রুক্রিয়াকৃত। নয়নের যে যে বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উভয়বিধ মোহনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ “সুজাত” ও “উত্তম” বিশেষণ দ্বারা স্বরূপকৃত এবং “শোভাহরণকারী” বিশেষণ দ্বারা ভ্রুক্রিয়াকৃত মোহনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

তদ্রূপ অভিব্যক্তভাবত্বের আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত—শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—“হে কমল-নয়ন! তোমার মধুরবাণী

বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্পরেক্ষণ। বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥২৯১॥

মধুরয়েতি স্বরূপমাধুর্য্যং বল্গুবাক্যয়েত্যর্থমাধুর্য্যং বুধমনোজ্ঞয়েতি বুধানাং তাদৃশভাবাভিজ্ঞজনানামেব মনোজ্ঞয়েতি ভাববিশেষ মাধুর্য্যং ব্যঞ্জিতম্। তথা—প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্। রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥২৯২॥

সংবিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি। তথা—দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্। ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥২৯৩॥

মনোহর পদাবলীদ্বারা অলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণীদ্বারা আমাদের মোহ জন্মিয়াছে, আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার অধরামৃত প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত রাখ।" শ্রীভা, ১০।৩১।৮॥২৯১॥

মধুর বিশেষণে বাণীর স্বরূপ-মাধুর্য্য, মনোহর ইত্যাদি বিশেষণে অর্থমাধুর্য্য এবং বুধ ইত্যাদি বিশেষণে তাদৃশ-ভাববিশেষবিজ্ঞজনগণের মনোজ্ঞতা দ্বারা ভাববিশেষ-মাধুর্য্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"হে প্রিয়! হে কপট! তোমার হাস্য, সপ্রেম দৃষ্টি, যাহার ধ্যানে মঙ্গল হয় তেমন বিহার, নির্জ্জনে হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতনর্ম্ম, এ সকল আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে।" শ্রীভা, ২০।৩১।১০॥২৯২॥

মূল শ্লোকে যে "সংবিদঃ" পদ আছে, তাহার অর্থ সাঙ্কেত-নর্ম্ম (১)। "হে বীর! সায়ংকালে নীলকুন্তলে আবৃত, গোধূলি-ধূসর তোমার বদন-কমল প্রকটনপূর্ব্বক তাহা বারংবার প্রদর্শন করাইয়া আমাদের হৃদয়ে কন্দর্প অর্পণ কর।" শ্রীভা, ১০।৩১।১২॥২৯৩॥

---

(১) নর্ম্ম—বেণুধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা পরিহাস।

মুহুঃ পুনঃ পুনর্ব্যাজেন পরাবৃত্যোর্থঃ। তথা—পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ। গতিবিদস্তবোদ্‌গীত-মোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি। রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্। বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥২৯৪॥

গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতা ইতি অস্মাকং মোহনপ্রকার-জ্ঞানেনৈব ং তথা বেণুনা গীতবানিত্যর্থঃ ॥১০॥৩১॥ শ্রীগোপ্যঃ পরোক্ষস্থিতং শ্রীভগবন্তম্ ॥২৯০—২৯৪॥

বারংবার প্রদর্শন—গোসন্তালনাদি নানা ছলে বারংবার ঘুরাফেরা করিয়া মুখকমল দর্শন করান।

"হে অচ্যুত! হে কপট! তুমি আমাদের আগমনের কারণ জান। তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা হইয়া পতি, পুত্র, তাহাদের সম্পর্কিত জন, ভ্রাতা, বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিকট আসিয়াছি। রাত্রিকালে এ ভাবে সমাগতা রমণীগণকে কে ত্যাগ করে?

"নির্জ্জনে তোমার ক্রীড়া-সঙ্কেত, কন্দর্পোদ্রেক, হাস্যবদন, সপ্রেম-দৃষ্টি, লক্ষ্মীর বিলাসভূমিস্বরূপ বিশাল বক্ষঃ দেখিয়া আমাদের (তোমাতে) অত্যন্ত স্পৃহা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদের মন মুগ্ধ হইয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৩১।১৬—১৭॥২৯৪॥

"তুমি আমাদের আগমনের কারণ জান, আমরা তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা", ইহার অর্থ—আমরা কিরূপে মোহিতা হই, তাহা তুমি জান, জানিয়াই আমরা যাহাতে মোহিতা হই বেণুদ্বারা তেমন গান করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ রাস হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীব্রজদেবীগণ এই সকল শ্লোক গান করিয়াছেন ॥২৯০—২৯৪॥

এবং গবাং হিতায় তুলসী গোপীনাং রতিহেতবে। বৃন্দাবনে ত্বং বপিতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়মিতি স্কান্দে রেবাখণ্ডীয়তুলসীস্তব-বচনমপি তৎপূর্ব্বরাগে দর্শনীয়ম্। তথা সম্ভোগেঽপি—ইতি বিক্রবিতং তাসামিত্যাদৌ প্রহস্যেতি। তাভিঃ সমেতাভিরুদার-চেষ্টিত ইতি। উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিরিতি চ। উপগীয়মান ইত্যাদৌ উদ্‌গায়ন্নিতি। বাহুপ্রসারেত্যাদিকং চাভিব্যক্তভাবস্যো-দাহরণম্। অথ প্রেমবশ্যত্বং দ্বিবিধং প্রেমান্তরেণ প্রেয়সী-

---

এই প্রকার স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডীয় তুলসীস্তবেও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে শ্রীব্রজদেবীগণ সম্বন্ধে ভাবাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—"গোগণের হিত এবং গোপীগণের রতির নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) তুলসী তোমাকে বৃন্দাবনে রোপণ করিয়াছেন এবং সেবা করিয়াছেন।"

[এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বরাগে শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তভাবত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।] সম্ভোগেও তাহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। যথা—ইতিবিক্লবিতং ইত্যাদি (১০।২৯।৩৯) শ্লোকে "প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া" তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে "সমবেতা গোপীগণের সহিত উদার-চেষ্টাশীল" এবং "তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) উদার হাস্য ও কুন্দকুসুমের মত দন্তের মনোহর দ্যুতি" উপগীয়মান ইত্যাদি শ্লোকে "বাহুপ্রসারণ" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণে উজ্জ্বল-রসোপযোগী ভাবাভিব্যক্তির লক্ষণ। এ সকল তাঁহার গুণ-বিশেষরূপে উদ্দীপন-বিভাব।

অনন্তর প্রেমবশ্যত্ব-গুণের কথা বলা হইতেছে, তাহা দুই প্রকার—অন্য-প্রেমবশ্যত্ব ও প্রেয়সী-প্রেমবশ্যত্ব। অন্য-প্রেমবশ্যত্বগুণের দৃষ্টান্ত—কুন্দদামকৃত বেশ ইত্যাদি শ্লোকে (১) "শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের

---

(১) ১৮২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

প্রেম্ণা চ। তত্র পূর্বেণ নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহারেত্যত্রে দর্শিতম্। অথোত্তরেণ। তত্র পূর্ব্বরাগাত্মকেন যথা—তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি ইতি॥২৯৫॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৫৩॥ শ্রীভগবান্ রুক্মিণীদূতম্ ॥২৯৫॥

তথা—ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥২৯৬॥

যোগমায়াং তাসামসংখ্যানামসংখ্যবাঞ্ছাপূরিকাং স্বশক্তিং স্বভাবত এবাশ্রিতইত্যর্থঃ। সম্ভোগাত্মকেন যথা—ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বাঃ যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥২৯৭॥

সুখদ হইয়া বিহার করেন” এই বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেয়সী-প্রেমবশ্যত্বের দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীর প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট বলিয়াছেন—“আমিও তদ্গত (রুক্মিণীগত) চিত্ত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হইতে পারি না।” শ্রীভা, ১০।৫৩ এই দৃষ্টান্ত পূর্ব্বরাগাত্মক-বাক্যে ॥২৯৫॥

প্রেয়সী-প্রেমবশ্যত্বের অপর দৃষ্টান্ত—“ভগবান্‌ও শরৎ-ঋতুতে প্রফুল্লমল্লিকাময়ী রজনীসকল দেখিয়া যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে মন করিলেন।” শ্রীভা, ১০।২৯।১॥২৯৬॥

যোগমায়া অসংখ্য শ্রীব্রজদেবীগণের অসংখ্য বাঞ্ছাপূরণকারিণী শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি। স্বভাবতঃই সে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তিনি ক্রীড়া করিতে মন করেন। এই দৃষ্টান্ত পূর্ব্বরাগাত্মক-বাক্যে। তারপর সম্ভোগাত্মক-বাক্যে দৃষ্টান্ত—“যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কাতরোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক তিনি আত্মারাম হইলেও প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া এবং সদয় হইয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।” শ্রীভা, ১০।২৯।৩৯।২৯৭॥

অত্র বিক্লবিতমিতি তাসাং প্রেমাতিশয়জ্ঞাপকং সদয়মিতি তস্য তৎপ্রেমবশ্যত্বাতিশয়াভিধায়কম্। আত্মারামোঽপীতি তাসাং প্রেমগুণমাহাত্ম্যদর্শকম্। আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদৌ ইত্থম্ভূত-গুণো হরিরিতিবৎ ॥১০॥২৯॥ শ্রীশুকঃ ॥২৯৬—২৯৭॥

এবং রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীল ইতি ॥২৯৮॥

স্বাস্থ তাস্থ রতির্যস্য সঃ। তথা তাসাং রতিবিহারেণ ইত্যাদিকম্। গোপীকপোলসংশ্লেষেত্যাদিকং বিষ্ণুপুরাণপদ্যমপ্যা-

এ স্থলে "কাতরোক্তি" শব্দ তাঁহাদের প্রেমাধিক্য এবং "সদয়" শব্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যত্বাতিশয় জ্ঞাপন করিতেছে। "আত্মারাম হইলেও" এই উক্তি শ্রীব্রজদেবীগণের প্রেমবল প্রদর্শন করিতেছে, তাহা আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদি শ্লোকে "আত্মারামগণও—যাঁহারা আত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকে ভজন করে না, তাঁহারাও হরিকে ভজন করেন, তিনি এমনই গুণশালী." এই বাক্যে শ্রীহরি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে উক্ত শ্লোকে ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধেও সে কথার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মারামগণ স্বভাবতঃ কাহারও ভজন না করিলেও হরির গুণে বাধ্য হইয়া যেমন তাঁহাকে ভজন করেন, তেমন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইলেও তিনি শ্রীব্রজদেবীগণের গুণে তাঁহাদের প্রেমের বশবর্ত্তিতা স্বীকার করিয়াছেন ॥২৯৬—২৯৭॥ আরও কতিপয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীপ্রেমবশ্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"গজেন্দ্রের তুল্য লীলা প্রকাশ করিয়া স্বরতি শ্রীকৃষ্ণ গোপী-মণ্ডল মধ্যে ক্রীড়া করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৩।২৪॥২৯৮॥

স্বরতি—স্বা অর্থাৎ আপন প্রেয়সী, তাঁহাদিগেতে রতি যাঁহার তিনি স্বরতি।

তাসাং রতিবিহারেণ ইত্যাদি শ্লোক এবং গোপী-কপোল-সংশ্লেষ ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক (১) তাহার দৃষ্টান্ত।

(১) ৬৬৮ পৃষ্ঠায় শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

দাহৃতম্। কিঞ্চ—এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলা-সহাসৈঃ। রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ ॥ ২৯৯ ॥

অত্র রমেশ ইত্যনেন তস্য রমাবশীকারিত্বং দর্শিতম্। পরিষ্বঙ্গেত্যাদিনা তত্রাপি স্নিগ্ধেক্ষণেত্যাদিনা রেম ইত্যনেন চ তাসাং প্রেম্ণা তস্য বশ্যত্বং ব্যক্তম্। দৃষ্টান্তেন তু তদা তস্য তাসাং চার্ভকপ্রতিবিম্বয়োরিব গাননৃত্যাদিবিলাসেষু একচেষ্টতা-পত্তিসূচনয়া মিথঃ পরমপ্রেমাসক্তির্দর্শিতা। অপিচ—এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব

আরও দৃষ্টান্ত—"গোপীগণ যেমন বিবিধ বিভ্রমপ্রকাশপূর্ব্বক বিহার করিতেছিলেন, রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও তেমন আলিঙ্গন, হস্তগ্রহণ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদ্দাম বিলাস (স্তনস্পর্শ, চুম্বন) ও হাস্যসহকারে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। বালক যেমন আপনার ছায়ার সহিত খেলা করে, তাঁহার এই ক্রীড়াও তদ্রূপ।"

শ্রীভা, ১০।৩৩।১৭॥২৯৯॥

এ স্থলে রমাপতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে লক্ষ্মীকে বশীভূত করিতে পারেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি আলিঙ্গন ইত্যাদি—তাহাতেও আবার স্নিগ্ধদৃষ্টি ইত্যাদি সহকারে বিহার করেন, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমবশ, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার ও তাঁহাদের দৃষ্টান্তরূপে বালক ও তাহার প্রতিবিম্বের উল্লেখ করায় গান-নৃত্যাদি বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের এক প্রকারের চেষ্টাপরতা সূচনা করিয়া তাঁহাদের পরস্পরে পরম-প্রেমাসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

"এইরূপে যিনি সত্যকাম, অবলাগণ যাহার অনুরত, তিনি আত্মার

আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৩০০ ॥

এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ অনুরতো নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যত্র তাদৃশঃ স শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ আত্মনি চিত্তেঽবরুদ্ধং সমন্তান্নিগৃহ্য স্থাপিতং সৌরতং সুরতসম্বন্ধিভাবহাবাদিকং যেন তথাভূতঃ সন্ অতএব সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিতপ্রেমবিশেষঃ সন্ শরৎসম্বন্ধিন্যো যাবত্যো রসাশ্রয়াঃ কাব্যকথাঃ সন্তবন্তি তাঃ সর্বা এব সিষেবে। শরচ্ছব্দোঽত্রাখণ্ডমেব বা সংবৎসরং বদতি। ততঃ শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতত্বমুপলক্ষণমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। এবং সৌরতসংলাপৈরিতি শ্রীরুক্মিণীপরিহাসেঽপি সৌরতশব্দস্তাদৃশত্বেন প্রযুক্তঃ ॥ ১০ ॥৩৩॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩০০ ॥

সৌরত অবরুদ্ধ করিয়া চন্দ্রকিরণশালিনী শরৎকাব্য-কথা-রসাশ্রয়া রজনীসকল সেবা করিলেন।” শ্রীভা, ১০।৩৩।২৬॥৩০০॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত (১০।৩৩।১৭ শ্লোক-বর্ণিত) প্রকারে, যাঁহার প্রতি অবলাগণ অনুরত—নিরন্তর অনুরক্তচিত্তা, সেই তিনি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আত্মায়—চিত্তে সৌরত—সুরত-সম্বন্ধি ভাবহাবাদি অবরুদ্ধ—চতুর্দ্দিগ্ ব্যাপ্ত হাবভাবাদি আয়ত্ত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্য তিনি সত্যকাম—তাঁহার প্রেম ব্যভিচার-রহিত। এইরূপ তিনি, শরৎসম্বন্ধিনী যাবতীয় রসাশ্রয়া কাব্য-কথা আছে, সে সকলই সেবা করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে শরৎ-শব্দে অখণ্ড * সংবৎসরই কথিত হইয়াছে। তজ্জন্য চন্দ্রকিরণ-শোভিতত্ব এ স্থলে উপলক্ষণ, এই ব্যাখ্যা করা যায় ॥ ৩০০ ॥

---

* মূলের বা অব্যয়-সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত।

অত্রৈবমপি স্বয়মুক্তং ন পারয়েঽহমিত্যাদি। অথ প্রবাসাত্মকেন যথা—বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥ গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥ তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা ইত্যাদি॥ ৩০১॥

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেয়সী (শ্রীব্রজদেবী) গণের প্রেমপরবশ, তাহা ন পারয়েঽহং ইত্যাদি শ্লোকে তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এ পর্যন্ত সম্ভোগাত্মক-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-প্রেমবশ্যত্বগুণ প্রদর্শিত হইল। অতঃপর প্রবাসাত্মক (যে সকল বাক্যে বিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে সে সকল) বাক্যে প্রেয়সী-বশ্যত্বগুণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"উদ্ধব যাদবগণের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা, বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য এবং বুদ্ধিমানগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শরণাগতজনের দুঃখহারী ভগবান্ হরি নিজ হস্তে প্রিয়তম একান্তী ভক্ত উদ্ধবের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে উদ্ধব! হে সৌম্য! তুমি ব্রজে গমন কর, আমাদের মাতাপিতার সন্তোষবিধান কর, আর গোপীগণের আমার বিচ্ছেদজনিত মনোদুঃখ আমার সংবাদ-সমূহ দ্বারা (আমার কথিত বাক্যসকল বলিয়া) দূর কর। তাঁহাদের মন আমাতে নিবদ্ধ, আমিই তাঁহাদের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাঁহারা দৈহিক ব্যাপার ত্যাগ করিয়াছেন।"

শ্রীভা ১০।৪৬॥৩০১॥

তথাচ স্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতাদ্বারকামাহাত্ম্যে তাঃ প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যম্—ভগবানপি দাশার্হঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ। ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপিতি চ চিন্তয়ন্ বো হ্যহর্নিশমিতি। এবং রাজকুমারীণাং পরিণয়োঽপি তাভির্গোপকুমারীভিরেকাত্মত্বাৎ প্রায়স্তদ্বিরহকালক্ষপণার্থ এব তাসাং প্রাণপরিত্যাগপরিহারার্থ এব চ। যথোক্তং পাদ্মে—কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা ইতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্যম্—যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যাম্ম-

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতার দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীব্রজে-দেবীগণের প্রতি শ্রীমান্ উদ্ধবের তাদৃশ (শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-প্রেম-পারবশ্যময় বাক্য আছে। যথা,— "দাশার্হ ভগবান্‌ও কন্দর্পশর-পীড়িত হইয়াছেন। তিনি দিবা-রজনী আপনাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন।"

[কেহ বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি এত প্রীতিমানই হয়েন, তাহা হইলে তিনি দ্বারকা-লীলার রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিলেন কেন? তাহাতে বলিয়াছেন—] রাজকুমারীগণের বিবাহও শ্রীকৃষ্ণের গোপীপ্রেমবশ্যতাসূচক। যেহেতু, সেই রাজকুমারীগণ ও গোপকুমারীগণ একাত্মা ছিলেন, প্রায়শঃ সেই বিরহ-কাল যাপন এবং রাজকুমারীগণের প্রাণ পরিত্যাগ পরিহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপকুমারী ও রাজকুমারীগণের একাত্মতা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে — "তাঁহারা কৈশোরে গোপকন্যা এবং যৌবনে রাজকন্যা হইয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে না পাইলে রাজকুমারীগণের প্রাণপরিত্যাগের সংবাদ শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

সূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যামিতি। অথোদ্দীপনেষু জাতিঃ তত্র গোপত্বরূপামাহ—বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা ইত্যাদিনা ॥ ৩০২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥৩০২॥

যাদবত্বরূপাং সাদৃশ্যরূপাঞ্চাহ—মেঘ শ্রীমংস্ত্বমপি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনমিত্যাদিনা ॥ ৩০৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৯০ ॥ শ্রীপট্টমহিষ্যঃ ॥ ৩০৩ ॥

অথ ক্রিয়াঃ। তাশ্চ দ্বিবিধাঃ; ভাবসম্বন্ধিন্যঃ স্বাভাবিক-

তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন "হে কমল-নয়ন! যদি আপনার কৃপা না পাই, তাহা হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব? তজ্জন্য শতজন্ম কঠোর ব্রত অবলম্বন করিব।" [এই পর্য্যন্ত উদ্দীপন-সমূহ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণিত হইল।]

অতঃপর উদ্দীপন-সমূহের মধ্যে জাতিরূপ উদ্দীপন কথিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বভেদে জাতি দ্বিবিধ। গোপত্বরূপ জাতি বিবিধ গোপচরণেষু বিদগ্ধ ইত্যাদি শ্লোকে * কথিত হইয়াছে ॥৩০২॥

যাদবত্বরূপা ও সাদৃশ্যরূপা জাতি শ্রীপট্টমহিষীগণের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"হে শ্রীমন্ মেঘ! তুমি নিশ্চয়ই যাদবেন্দ্রের প্রিয় সখা হও।"

শ্রীভা, ১০।৯০ ॥৩০৩॥

ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন কথিত হইতেছে। ক্রিয়া দ্বিবিধা, ভাবসম্বন্ধিনী ও স্বাভাবিক বিনোদময়ী। ভাবসম্বন্ধিনী ক্রিয়া যথা—"অনঙ্গবর্দ্ধন-

---

* ১৮২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

বিনোদময্যশ্চ। পূর্বা যথা—নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনমিত্যাদি ॥৩০৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩০৪ ॥

উত্তরাঃ—বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রূরধরার্পিতবেণুরিত্যাদি ॥ ৩০৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥ ৩০৫ ॥

বিবিধগোপরমণেষু ইত্যাদৌ চ তা জ্ঞেয়াঃ। অথ দ্রব্যাণি। তত্র তস্য প্রেয়স্যো যথা—উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ। কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ৩০৬ ॥

গোত্রৈর্বর্গৈঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩০৬ ॥

কারী শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিয়া" ইত্যাদি (১০।২৯) শ্লোকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান ভাবসন্দাহ্নিনী ক্রিয়া ॥৩০৪॥

স্বাভাবিক বিনোদময়ী ক্রিয়া "শ্রীকৃষ্ণ বামবাহুমূলে বাম কপোল রাখিয়া ভ্রূ নাচাইতে নাচাইতে অধরে অর্পিত বেণুর রন্ধ্রে সুকোমল অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক বাদ্য করেন।" শ্রীভা, ১০।৩৫।২॥৩০৫॥

বিবিধ গোপরমণেষু ইত্যাদি শ্লোক হইতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক বিনোদময়ী ক্রিয়া জানা যায়।

অতঃপর দ্রব্যরূপ উদ্দীপন বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী যথা,—"ব্রজকুমারীগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ গোত্র সহ পরস্পর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক যমুনায় স্নান করিতে যাইতেন এবং চলিতে চলিতে উচৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতেন।"

শ্রীভাঃ ১০।২২।৪॥৩০৬॥

গোত্র—বর্গ। [নিজগোত্র—নিজের অন্তরঙ্গজন-সমূহ।] ৩০৬॥

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্যেত্যাদৌ চ স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্নিত্যুদাহার্য্যম্। তৎপরিকরাস্তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয় ইত্যাদি ॥ ৩০৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৭ ॥ সঃ ॥ ৩০৭ ॥

মণ্ডনম্—পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন ইত্যাদি ॥ ৩০৮ ॥

বংশী—গোপ্যঃ কিমচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুরিত্যাদি ॥ ৩০৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২১ ॥ তাঃ ॥ ৩০৮—৩০৯ ॥

তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ং।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥
শ্রীভা, ১০।২১।৩

"শ্রীকৃষ্ণের যে বেণুগীত শ্রবণে কন্দর্প উপস্থিত হয় তাহা স্মরণ করিয়া কোন গোপী তাঁহার অগোচরে নিজ সখীগণের নিকট তাহা বর্ণন করেন।" এই শ্লোকের "নিজ সখীগণের নিকট বর্ণন করেন" এই বাক্য দ্রব্যরূপ উদ্দীপনের দৃষ্টান্ত। [যে সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীর নিকট বর্ণন করেন, তাঁহারা বর্ণনাকারিণীর পক্ষে প্রেয়সীদ্রব্যরূপ উদ্দীপন।]

পরিকররূপ উদ্দীপনের দৃষ্টান্ত "ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে দেখিয়া" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৪৭।১॥৩০৭॥

মণ্ডনরূপ উদ্দীপনের কথা পূর্ণাঃপুলিন্দ্য ইত্যাদি শ্লোকে (১) বর্ণিত হইয়াছে। [তাহাতে কুঙ্কুমই উদ্দীপন দ্রব্য।]৩০৮॥

বংশী—"হে গোপীগণ! এই বেণু কি শুভকার্য্য করিয়াছিল?" (১০।২১।৯) ইত্যাদি বাক্যে বংশী উদ্দীপন-দ্রব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।
৩০৯॥

---

(১) ৫৬২ পৃষ্ঠায়।

পদাঙ্কঃ—পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মন ইত্যাদি ॥ ৩১০ ॥

পদধূলিঃ—ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যব্জরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ৩১১ ॥

অত্র প্রেমৈব তদুৎকর্ষং গময়তি নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। স্বভাবঃ খল্বয়ং প্রীতিপরমোৎকর্ষস্য যৎ স্ববিষয়ং সর্বত উৎকর্ষেণানুভাবয়তি। যথাদিভরতেন মৃগপ্রেম্ণা তদীয়খুরস্পর্শাৎ পৃথিব্যা অপি মহাভাগধেয়ত্বং বর্ণিতম্—কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা যদিয়মবনিরিত্যাদিনা। এবমেব—কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত

পদাঙ্ক—"মহাত্মা নন্দনন্দনের পদচিহ্নসকল ব্যক্ত আছে।" শ্রীভা, ১০।৩০।২১॥৩১০॥

পদধূলি—"হে সখীগণ! গোবিন্দচরণকমলরেণু সকল ধন্য, যে সকল রেণু ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও লক্ষ্মীদেবী অঘ-নিবৃত্তির (১) জন্য মস্তকে ধারণ করেন।" শ্রীভা, ১০৩০।২৫।৩১১॥

এস্থলে প্রেমই পদধূলির সেই উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছে, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নহে। প্রীতির পরমোৎকর্ষের স্বভাবই এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা নিজ বিষয়ের (প্রীতির বিষয়ালম্বনের) উৎকর্ষ অনুভব করায়। যথা, আদি ভরত (রাজর্ষি ভরত; মৃগপ্রেমবশে তদীয় খুরস্পর্শহেতু পৃথিবীরও মহাসৌভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন—"অহো, এই তপস্বিনী পৃথিবী কি তপস্যাই করিয়াছিল? যাহার প্রভাবে সেই বিনীত কৃষ্ণসার-তনয়ের শুভ-খুরচিহ্ন দ্বারা স্থানে স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে।" শ্রীভা, ৫।৮।২৪

রাসস্থল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীব্রজদেবীগণ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে পৃথিবীতে তাঁহার পদাঙ্ক দেখিয়া বলিয়াছেন, "হে পৃথিবি! তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে

---

(১) অঘ—ব্রহ্মাদি পক্ষে অপরাধ ও বিরহ-দুঃখ। লক্ষ্মীপক্ষে বিরহাদি দুঃখ।

কেশবাঙ্‌ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি। অপ্যঙ্‌ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভনেন ॥ ৩১২ ॥

অত্র পূর্বার্দ্ধে প্রেম্ণা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যমহিমোক্তিঃ। উত্তরার্দ্ধে তেনৈবান্যত্র হেয়তোক্তিঃ। অত্র চ অপীতি কিমর্থে। ততশ্চ এষোঽঙ্‌ঘ্রিসম্ভবো হর্ষবিকারঃ উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমস্য বিক্রমাদ্ব্যাপিপাদবিক্ষেপাদ্বা অপি কিং জাতঃ। অহো ইতি পক্ষান্তরে। বরাহবপুষঃ কান্তভাবতোঽপি পরিরম্ভনেন বা এষোঽঙ্‌ঘ্রিসম্ভবঃ কিং জাতঃ। ন হি ন হীত্যর্থঃ। অপীতি স্তোকার্থে বা।

যে, কেশবের চরণস্পর্শে পুলকিতা হইয়া রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছ। তোমার এই উৎসব কি কৃষ্ণচরণস্পর্শে, না ত্রিবিক্রমের (বামনদেবের) পাদে সর্ব্বাক্রমণ হেতু. অহো (কিম্বা) বরাহদেবের আলিঙ্গন হেতু ঘটিয়াছে?" শ্রীভা, ১০।৩০।১০॥৩১২॥

এই শ্লোকে পূর্ব্বার্দ্ধে (হে পৃথিবী ··· ··· করিয়াছ।) প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-মহিমা কথিত হইয়াছে। শেষার্দ্ধে সেই মহিমা বর্ণন দ্বারা অন্যত্র তুচ্ছতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধে যে অপি শব্দ আছে, তাহা কিমর্থে (কি) প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ—'এই চরণস্পর্শজাত হর্ষবিকার কি ত্রিবিক্রমের বিক্রম হইতে সর্ব্বব্যাপী পাদবিক্ষেপদ্বারা জন্মিয়াছে?' অহো-অব্যয় পক্ষান্তরে অর্থাৎ কিম্বা-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বরাহদেবের কান্তভাব সহকৃত আলিঙ্গনে কি এই চরণস্পর্শ-সম্ভূত হর্ষাবিকার উৎপন্ন হইয়াছে? না, না, [ইহা শ্রীকৃষ্ণের-চরণস্পর্শেরই ফল।]

অথবা 'অপি' (ও) অব্যয় স্তোকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ঘৃতের ও হয়' এ স্থলে সেই অব্যয়ের যেরূপ সার্থকতা আছে, উক্ত শ্লোকের

সর্পিষোঽপি স্যাদিতিবৎ। ততশ্চ উরুক্রমবিক্রমাদপি এষোঽঙ্ঘ্রি-সম্ভবো বিকারঃ স্যাৎ। কিন্তু স্তোক এব স্যাদিত্যর্থঃ

॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ তাঃ ॥ ৩১০—৩১২ ॥

নখাঙ্কঃ—পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনিত্যাদাবেব জ্ঞাতঃ। এবং

শেষার্দ্ধেও সেইরূপ সার্থকতা। তাহাতে অর্থ—বামনদেবের চরণ-দ্বারা সর্ব্বাক্রমণেও এই চরণ-স্পর্শসম্ভূত হর্ষবিকার জন্মিতে পারে, কিন্তু এত জন্মে না, ইহা হইতে কম জন্মে।

[**বিবৃতি**—বিরহিণী ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুরাদি দর্শনে তাহা পৃথিবীর পুলক মনে করিলেন। সেই পুলকোদ্গমের কারণ নিরূপণের জন্য তাঁহারা বিতর্ক করিতেছেন। শ্রীবরাহদেব রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার সময়ে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন, তারপর বলিমহারাজের দান গ্রহণচ্ছলে শ্রীবামনদেব একপদে সমস্ত পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিলেন, আর রাস হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে পদস্পর্শ দান করিয়াছেন। এই কারণত্রয়ের কোনটী পৃথিবীর পুলকের কারণ, তাহা বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণস্পর্শকেই কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ঘৃতেরও হয়—এই দৃষ্টান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য—প্রধানতঃ কোন কিছু অন্য দ্রব্যেরই হইয়া থাকে, তবে ঘৃতেরও হয়। এ স্থলে 'ও' অব্যয় যেমন ঘৃতদ্বারা হওয়ার গৌণত্ব সূচনা করিয়াছে, দার্ষ্টান্তিকে তেমন 'ও' অব্যয়টী শ্রীবামনদেবের চরণস্পর্শে হর্ষ-বিকারের অল্পতা সূচনা করিয়াছে।]

অনুবাদ—নখাঙ্ক (উদ্দীপন দ্রব্য)—

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥

শ্রীভা, ১০।৩০।১৩

বৃন্দাবনযমুনাদীন্যপ্যুদাহার্য্যাণি। অথ কালশ্চ রাসোৎসবাদি-সম্বন্ধী। স যথা—তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাস্বিত্যাদি ॥ ৩১৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥ তাঃ ॥ ৩১৩ ॥

তদেবং যথা তদীয়গুণাদয়ঃ উদ্দীপনাস্তথৈব তাদৃশসেবোপ-যোগিত্বেন তৎপ্রেয়সীগুণা অপি জ্ঞেয়াঃ। তে চ তাসামাত্মসম্বন্ধিন

রাস হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোন কোন গোপী কহিলেন, "হে সখীগণ! বনস্পতির শাখাবলম্বিতা লতা-সকলকে জিজ্ঞাসা কর, অহো! ইহারা শ্রীকৃষ্ণের নখর-স্পর্শে পুলক সকল ধারণ করিতেছে।"

বৃন্দাবন, যমুনা প্রভৃতিও এই প্রকার দ্রব্যরূপ উদ্দীপন।

কালরূপ উদ্দীপন—রাসোৎসবাদি সম্বন্ধী কাল, উজ্জ্বলরসে কালরূপ উদ্দীপন। যথা,—শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি
বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণ-নূপুর-রাসগোষ্ঠ্যামস্মাভি
রীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥

শ্রীভা, ১০।৪৭।৩৯

"কুমুদ, কুন্দ, চন্দ্রে রমণীয় যে সকল রজনীতে বৃন্দাবনে নূপুর-ধ্বনিতে শব্দায়মান রাস-সভায় প্রেয়সী আমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে সকল রজনী কি স্মরণ করেন? সে সময় আমরা তাঁহার মনোজ্ঞ কথাসকলের স্তব করিয়াছিলাম" ॥৩১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল যেমন উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে, তাদৃশ (সে সকল গুণ-পোষক) সেবোপযোগী বলিয়া তাঁহার প্রেয়সীগণের গুণসমূহও উদ্দীপন-বিভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে কতিপয় গুণ

আত্মাভীষ্টতদ্বল্লভাসম্বন্ধিনশ্চেত্যুভয়েঽপূহ্যাঃ। অথানুভাবাঃ। তত্র সৈরিন্ধ্র্যাদীনাং যথা—সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণা স্রগ্‌গন্ধ-তাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ। প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবমিত্যাদি ॥ ৩১৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীপট্টমহিষীণাম্ ইত্থং রমাপতিমবাপ্যেত্যাদিদ্বয় এব বিদিতাঃ। শ্রীব্রজদেবীনাং যথা—আসামহো ইত্যাদৌ যা দুস্ত্যজমিত্যাদি। তত্র চ বিবরণম্—তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূনরুচি-

---

তাঁহাদের নিজ সম্বন্ধীয়, কতিপয় গুণ নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেয়সী সম্বন্ধীয়, এইরূপে সে সকল গুণ দ্বিবিধ।

অনন্তর অনুভাব বর্ণিত হইতেছে। সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতির অনুভাব—"তিনি (সৈরিন্ধ্রী) স্নান, অনুলেপন, বসন, ভূষণ, মালা, গন্ধ, তাম্বূল, মধু প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা আপনার দেহকে শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ-যোগ্য করিয়া, সলজ্জভাবে লীলায় উদ্গত হাস্য এবং কটাক্ষ-দৃষ্টিসহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৮।৪॥৩১৪॥

শ্রীপট্টমহিষীগণের অনুভাব—ইত্থং রমাপতিং ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে (১) জানা যায়।

শ্রীব্রজদেবীগণের অনুভাব—আসামহো ইত্যাদি শ্লোকের (২) "যাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন-আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়াছেন"—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বজন, আর্য্যপথ ত্যাগ তাঁহাদের প্রীতির অনুভাব। সেই অনুভাবে বিবরণ—"অপরাহ্নে ব্রজে প্রবেশ-সময়ে গোখুরোত্থিত ধূলিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কেশকলাপ ধূসরিত হইয়াছিল, তাহা ময়ূরপুচ্ছ ও

---

(১) ২৭৭ অনুচ্ছেদে সানুবাদ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(২) ৫৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রেক্ষণচারুহাসম্। বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ। পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি। তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষমিত্যাদি ॥ ৩১৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩১৫ ॥

অথ প্রায়ঃ সর্বাসাং তে চতুর্বিধাঃ উদ্ভাস্বরসাত্ত্বিকালঙ্কারবাচিকাখ্যাঃ। তত্রোদ্ভাস্বরা উক্তাঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংশনং গাত্রমোটনম্। জৃম্ভা গাত্রস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতা ইতি। যথা—তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচ-

---

বন্য কুসুমদ্বারা শোভিত হইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি ও হাস্য মনোহর ছিল। তিনি বেণুবাদ্য করিতেছিলেন, অনুচরগণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন, গোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা ছিলেন; সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ নেত্র-ভৃঙ্গে তাঁহার মুখকমল মধু পান করিয়া দিবাভাগের বিরহজনিত সন্তাপ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সলজ্জ হাস্য, বিনয়যুক্ত অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।” শ্রীভা, ১০।১৫।২৮—২৯॥৩১৫॥

প্রায় সমুদয় ব্রজসুন্দরীর অনুভাব—উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক, অলঙ্কার ও বাচিকভেদে চতুর্ব্বিধ। উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ভাস্বরসকল বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—নীবি-উত্তরীয়-ধম্মিল্ল (খোঁপা) ভ্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, গাত্রের প্রফুল্লতা, নিশ্বাসাদি উদ্ভাস্বর। যথা,—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—“হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গে ব্রজদেবীগণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল, তাহাতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়কুল এমন আকুল

পট্টিকাং বা। নাঙ্গঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কুরূদ্বহেত্যাদি ॥৩১৬॥

সাত্ত্বিকাঃ—তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্। চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥৩১৭॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৩৩॥ শ্রীশুকঃ ॥৩১৭॥

অলঙ্কারাশ্চ বিংশতিঃ। তেষাং ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ। শোভামাধুর্য্যপ্রাগল্ভ্যোদার্য্যধৈর্য্যাদয়ঃ সপ্ত যত্নজাঃ। লীলাবিলাস-বিচ্ছিত্তিকিলকিঞ্চিতবিভ্রমবিব্বোকললিতমোট্টায়িতবিকৃতাদয়ো দশ স্বভাবজা ইতি। তত্র নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-

---

হইল যে, তাঁহাদের কেশ, পরিধেয় ক্ষৌমবস্ত্র ও উত্তরীয় শ্লথ হইয়া গেলেও যথাযথ ধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের মাল্য ও অলঙ্কারসমূহ বিস্রস্ত (এলোমেলো) হইয়া পড়িয়াছিল।"

শ্রীভা, ১০।৩৩।১৮॥৩১৬॥

সাত্ত্বিকসমূহ—"রাসে কোন এক গোপী আপনার স্কন্ধে অর্পিত, চন্দনলিপ্ত, পদ্মগন্ধী শ্রীকৃষ্ণের বাহু চুম্বন করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩৩।১২॥৩১৭॥

অলঙ্কার বিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা—এই তিন অঙ্গজ; শোভা, মাধুর্য্য, প্রাগলভ্য, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, কান্তি ও দীপ্তি—এই সাত যত্নজ; লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, কিলকিঞ্চিত, বিভ্রম, বিব্বোক, ললিত, কুট্টমিত মোট্টায়িত ও বিকৃত—এই দশ স্বভাবজ।

নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। যথা—[রাসোৎসবে সমাগতা ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—]

বিক্রিয়া। স যথা—চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেম্বিত্যাদি ॥ ৩৭৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৭৮ ॥

গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎ-প্রকাশো যঃ সঃ হাব ইতি কথ্যতে। স যথা শ্রীলক্ষ্মণাস্বয়ম্বরে—উন্নীয় বক্ত্র মুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ। রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারেরংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥ ৩৭৯ ॥

বক্ত্র মুন্নীয় রাজ্ঞস্তত্রাগতান্ পরিতো নিরীক্ষ্য শিশিরহাসকটাক্ষৈ-রূপলক্ষিতা মুরারেরংসে মালাং শনকৈর্নিদধ ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শনকৈরিতি লজ্জয়া ক্ষণং তির্য্যগ্গ্রীবাপ্যতিষ্ঠদিতি গ্রীবারেচকস্যাপি

"আমাদের চিত্ত সুখে গৃহ-ব্যাপারে রত ছিল, তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন।" শ্রীভা, ১০।২৯।৩১॥৩৭৮॥

যাহা গ্রীবাকে তীর্য্যক্ এবং ভ্রূনেত্রাদিকে বিকশিত করে, যাহা ভাব হইতে কিছু ব্যক্ত, তাহাকে হাব বলে। যথা, শ্রীলক্ষ্মণাদেবী বলিয়াছেন—"স্বয়ম্বর-সভায় কর্ণ-সমীপস্থ চূর্ণকুন্তল এবং কুন্তলের দীপ্তিতে উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে শোভমান মুখ উন্নত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিগণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অনুরক্তহৃদয়া আমি মৃদুহাস্য ও কটাক্ষদৃষ্টি-সহকারে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে নিজ হস্তস্থিত মালা অর্পণ করিলাম।" শ্রীভা, ১০।৮৩।২৬॥৩৭৯॥

বদন উন্নত করিয়া সভায় আগত রাজগণকে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুহাস্য ও কটাক্ষদৃষ্টিযুক্তা আমি ধীরে ধীরে মুরারির গলদেশে মালা অর্পণ করিলাম—এই অর্থ যাহাতে হয়, শ্লোকের তদ্রূপ অন্বয় করিতে হইবে। "ধীরে ধীরে" বলিবার তাৎপর্য্য—লজ্জায় ক্ষণকাল

সূচনম্ ॥ ১০ ॥ ৮৩ ॥ সৈব ॥ ৩১৯ ॥

এবং হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশৃঙ্গারসূচক ইতি লক্ষণানুসারেণ হেলাপ্যুদাহার্য্যা। সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্। সা যথা—তাসাং রতিবিহারেণেত্যাদি গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলেত্যাদ্যন্তদ্বয়ম্ ॥ ৩২০ ॥

মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থাসু চারুতা। তদযথা—কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বংস্থাস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং

গ্রীবা তীর্য্যক্ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারা হাব-নামক অলঙ্কারের গ্রীবাতীর্য্যক্ লক্ষণের সূচনা করা হইয়াছে ॥৩১৯॥

হাব যদি স্পষ্টভাবে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে। এই লক্ষণানুসারে হেলার উদাহরণ দেওয়া যায়। রূপ ও ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের বিভূষণের নাম শোভা। যথা—তাসাং রতিবিহারেণ ইত্যাদি শ্লোক (১) এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোক—

গোপ্যঃস্ফুরৎ পুরটকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া
সুধিত-হাস-নিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহ-স্পর্শপ্রমোদাঃ ॥

"গোপীগণ উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল এবং কুণ্ডলের কান্তিযুক্ত গণ্ডশোভায় অমৃতায়মান হাস্য ও মনোহর অবলোকন দ্বারা পতি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া, তাঁহার পবিত্র কর্ম্মসকল গান করিলেন এবং তদীয় নখস্পর্শে আনন্দলাভ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৩।২২॥৩২০

সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টাসমূহের চারুতার নাম মাধুর্য্য। যথা—"রাসে পরিশ্রান্তা কোন গোপী বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ অবলম্বন

---

(১) ৬৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ৩২১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩২১ ॥

নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা। সা চ—তত্রৈকাংসগতং বাহুমিত্যাদৌ দর্শিতা। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাং গতং বুধাঃ॥ তদ্যথা—হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠেত্যাদি ॥ ৩২২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ স্বয়মেব শ্রীরাধা ॥ ৩২২ ॥

তথা, অপি বত মধুপুর্য্যামিত্যাদৌ জ্ঞেয়ম্। স্থিরা চিত্তো-

করিলেন। সেই গোপীর হস্তের বলয় এবং কেশ-বন্ধনের মল্লিকা-কুসুম-গ্রথিত মালা শ্লথ হইয়াছিল।” শ্রীভা, ১০।৩৩।১১॥৩২১॥

প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে প্রগল্ভতা বলে। তাহা তত্রৈকাংসগতং বাহুং ইত্যাদি শ্লোকে (১) প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়কে পণ্ডিতগণ ঔদার্য্য বলিয়া থাকেন। যথা, শ্রীরাধা স্বয়ং বলিয়াছেন—“হা নাথ, হা রমণ! হা প্রিয়তম! হে মহাবাহো! হে সখে! তুমি কোথায় রহিলে? তোমার দাসী আমাকে নিজ সন্নিধান প্রদর্শন করাও।” শ্রীভা, ১০।৩০।৩৯॥৩২২॥

বিনয়ের অপর দৃষ্টান্ত—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু॥

শ্রীভা, ১০।৪৭।২১

শ্রীরাধা ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া কহিলেন—“আর্য্যপুত্র (পতি

---

(১) ৩১৭ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ম্নাতযাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে। তদ্‌যথা—মৃগয়ুরিব কপীন্দ্র-মিত্যাদৌ দুস্ত্যজস্তৎকথার্থ ইতি॥ ৩২৩॥

স্পষ্টম্‌॥ ১০।৪৬॥ সৈব॥ ৩২৩॥

এবং শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা। কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ। উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে। ইত্যনুসারেণ কান্তিদীপ্তী অপ্যুদাহার্য্যে। প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ। তস্যাং বেশক্রিয়য়া

শ্রীকৃষ্ণ) এখন কি মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ ও বন্ধু গোপগণকে স্মরণ করেন? কখনও কি দাসী আমাদের কথা মনে করেন? তিনি কি কখনও অগুরুর মত সুগন্ধী নিজ হস্ত আমাদের মস্তকে বিন্যস্ত করিবেন?"

যে চিত্তোন্নতি স্থির, তাহাকে ধৈর্য্য বলে। অর্থাৎ উচ্চ মনোভাব যদি অবিচলিত থাকে, তবে তাহাকে ধৈর্য্য বলে। যথা, মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের কথারূপ অর্থ দুস্ত্যজ" অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করিতে পারি না।

শ্রীভা, ১০ ৪৭।১৫॥৩২৩॥

কন্দর্পোদ্রেকে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত শোভাকেই কান্তি বলে। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা কান্তি অত্যন্ত বিস্তৃত হইলে তাহাকে দীপ্তি বলে। কান্তি ও দীপ্তির যে লক্ষণ উদ্ধৃত হইল তদনুসারে তদুভয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। (১)

রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ করাকে লীলা বলে। লীলায় বেশ-ক্রিয়াদ্বারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ যথা,—

---

(১) উজ্জ্বলনীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

তচ্চেষ্টানুকরণং যথা—অন্তর্হিতে ভগবতীত্যাদ্যনন্তরং গত্যানুরাগ-স্মিতেত্যাদি ॥ ৩২৪ ॥

তাসাং বাহুপ্রসারেত্যাদিনোক্তাস্তদীয়লীলা ইত্যর্থঃ। পশ্চাদা-বেশেন তদভেদভাবনারূপং গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিম্বিত্যাদি ॥ ৩২৫ ॥

অন্তর্হিতে ইত্যাদি শ্লোকে রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত সন্তপ্তা হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এ কথা বলিয়া

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ
র্মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে
স্তাস্তাবিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥

শ্রীভা, ১০।৩০।২

"রমাপতির গতি, অনুরাগ এবং হাস্যদ্বারা সবিলাস নিরীক্ষণ, মনোরম আলাপ, বিহার, বিভ্রমদ্বারা সেই প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহারা সে সকল চেষ্টার অনুকরণ করিতে লাগিলেন" ॥৩২৪॥

এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের যে চেষ্টার কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণ সম্বন্ধে বাহুপ্রসার পরিরম্ভ ইত্যাদি শ্লোক (১) বর্ণিত তদীয় লীলা।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর, আবেশে তাঁহার সহিত আপনাদিগের অভেদ মনে করিয়া, তদীয় চেষ্টার যে অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা এই—

---

(১) বাহুপ্রসার ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভা, ১০।২৯।৪৬

এবং স্ববিলাসরূপাং লীলামুদ্ভাব্যাপি তাসাং নিজো ভাবো নিগূঢ়ং তিষ্ঠত্যেব যথা বক্ষ্যতে যতন্ত্যন্নিদধেঽম্বরমিত্যত্র যতস্তীতি। অথৈতদগ্রেঽপি কালক্ষেপার্থং যা লীলা যাভির্গাতুং প্রবর্ত্তিতাঃ প্রেমাবেশেন তা লীলা এব তাস্বাবিষ্টা ইতি তত্তদনুকরণবিশেষে

গতিস্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ
প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥

"প্রিয়তমের গতি, ঈষৎহাস্য, মনোহরদৃষ্টি, সুন্দর সম্ভাষণ প্রভৃতিতে শ্রীব্রজদেবীগণের মূর্ত্তি এত আবিষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহারা পরস্পর "আমিই কৃষ্ণ" এ কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ক্রীড়া ও বিলাস করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩০।৩॥৩২৫॥

এই প্রকারে তাঁহাদের নিজভাব স্ববিলাসানুরূপ লীলা উদ্ভাবন করিয়াও নিগূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছিল। যথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, "কোন গোপী গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার অনুকরণপূর্ব্বক স্বীয় উত্তরীয় বসন উপরে তুলিয়া ধরিবার জন্য যত্ন করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩০।

এ স্থলে যে "যত্ন" শব্দ (১) আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজ ভাবস্থিতি জানা যাইতেছে। ইহার পূর্ব্বেও কালাতিপাত করিবার নিমিত্ত শ্রীব্রজদেবীগণমধ্যে যাঁহার যাঁহার গানের জন্য যে যে লীলা প্রবর্ত্তিতা হইয়াছিলেন, সেই সেই লীলাই তাঁহাদিগেতে আবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাই সেই সেই লীলানুকরণের হেতু। এই অনুকরণ

---

(১) যদি শ্রীব্রজদেবীগণের নিজভাব বিলুপ্ত হইত তাহা হইলে, বস্ত্র উত্তোলনের জন্য তাঁহাদের যত্ন করিতে হইত না; শ্রীকৃষ্ণ-আবেশেই তুলিয়া ফেলিতেন।

হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। এতদনুকরণঞ্চ প্রায়ো লীলাশব্দবাচ্যম্। বাল্যাদি-রূপস্যানালম্বনত্বেনোজ্জ্বলরসাঙ্গত্বাভাবাৎ। তত্র পূতনাদীনাং প্রীতিমাত্রবিরোধিভাবানামপি তথা শ্রীকৃষ্ণজনন্যাদীনাং নিজপ্রীতি-বিশেষবিরোধিভাবানামপি চেষ্টানুকরণং শ্রীকৃষ্ণানুকর্ত্রীণাং গোপিকানাং সখীভিস্তাসাং বিরহকালক্ষেপায় তত্তদ্ভাবপোষার্থং কৃত্রিমতয়ৈবাঙ্গীকৃতং ন তু তত্তদ্ভাবেনেতি সমাধেয়ম্। ক্বচিচ্চেবং ব্যাচক্ষতে পূতনাবধলীলাস্মরণাবেশে সতি কাসাঞ্চিৎ পূতনানু-করণমপি শ্রীকৃষ্ণানিষ্টাশঙ্কয়া ভয়েনৈব ভবতি। যথা লোকেঽপি

প্রায় লীলা-শব্দেই অভিহিত হইতে পারে। (এ স্থলে প্রায় বলিবার হেতু), বাল্যাদিরূপ মধুরারতির আলম্বন নহে বলিয়া, সে সকল উজ্জ্বল-রসের অঙ্গ হইতে পারে না। পূতনাদির ভাব সর্ব্ববিধ প্রীতির বিরোধী, আর শ্রীকৃষ্ণজননী প্রভৃতির ভাব নিজ প্রীতিবিশেষের (কান্তাপ্রেমের) বিরোধী; ইহাদের যে চেষ্টানুকরণের কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণানুকারিণী গোপীগণের বিরহকাল অতিবাহিত করাইবার জন্য সেই সেই ভাব পোষণার্থ তাঁহাদের সখীগণ কৃত্রিম ভাবেই অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই সেই ভাববশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারা তদ্রূপ আচরণ করেন নাই, এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পূতনা-বধলীলা-স্মরণাবেশ ঘটিলে কোন কোন ব্রজদেবীর শ্রীকৃষ্ণানিষ্টশঙ্কায় পূতনার অনুকরণও সম্ভব হয়। সাধারণ লোক নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় ভয়োন্মত্ত হইলে যেমন ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। এ স্থলে অনুকরণ যেমন আপনাতে প্রীতি সূচনা করে, তেমন শ্রীব্রজ-দেবীগণ কর্ত্তৃক পূতনাদির অনুকরণেও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিরই উল্লাস প্রতীত হয়, দ্বেষের নহে। সাধারণ লোকের আপনাতে সেই প্রীতি যেমন

আত্মানিষ্টাশঙ্কয়া ভয়োন্মত্তস্য তদ্ভয়হেতুব্যাঘ্রাদ্যনুকরণং ভবতি। ততস্তদনুকরণেঽপি আত্মনীব শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিরেবোল্লসতি ন তু দ্বেষঃ। সা প্রীতির্যথাত্মনি তদ্রূপতয়ৈব তিষ্ঠতি তথৈব তাসাং শ্রীকৃষ্ণেঽপি স্বভাবোচিতৈবানুবর্ত্ততে। ততো বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিদিত্যাদৌ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ তথৈব মন্তব্যম্। পূর্বং হি দামোদরলীলাস্মরণাবেশেন তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণভাবঃ। ততশ্চ বক্তুং নিলীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্যেত্যুক্তরীত্যা শ্রীযশোদাতো ভয়মপি জাতম্। বাল্যস্বভাবানুস্মরণেন তদনুকরণঞ্চ। ততশ্চ সৈব স্বয়মন্যাং কাঞ্চিত্তল্লীলাবেশেনৈব কৃষ্ণায়মানাং চ ববন্ধ। তথাপি পূর্ববৎ স্বভাবোচিতৈব প্রীতিস্তস্যামন্তর্বর্ত্তত এব। সা হি প্রীতি-

---

তাদৃশরূপে (১) অবস্থান করে, শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতিও তেমন স্বাভাবিকরূপে নিরন্তর বর্ত্তমান আছে। সেই কারণে (দামবন্ধন-লীলার অনুকরণ করিয়া) "কোন গোপী কৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে পুষ্পমালাদ্বারা বন্ধন করিলেন" (শ্রীভা, ১০।৩০) ইত্যাদি শ্রীযশোদা-নুকরণও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বে দামোদরলীলা স্মরণে প্রথমোক্তা গোপীর শ্রীকৃষ্ণভাব। তারপর "বদন লুকাইয়া ভয় ভাবনাস্থিত" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের যে ভয়ের কথা বলিয়াছেন, উক্ত গোপীর সেই ভয়ও জন্মিয়াছিল; বাল্য-স্বভাবানু-স্মরণ করিয়া শ্রীযশোদার অনুকরণও করিয়াছিলেন। তারপর সেই গোপী দামবন্ধনলীলাবেশে অন্য যে গোপী আপনাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। তাহা হইলেও নিজ ভাবোচিত প্রীতিই গোপীতে অন্তর্নিহিত ছিল। সেই প্রীতিই নিজ ভাবের পরম আশ্রয়স্বরূপা। সুতরাং বাহিরেই সেই সেই অনুকরণ এবং নিজভাব ও

---

(১) যাহাতে আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ সম্ভব হয়।

স্তুতস্তাবস্য পরম'শ্রেয়রূপা। ততো বহিরের তত্তদনুকরণাৎ শ্রীযশোদাভাবস্য চ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাবব্যবধানেন নিজভাবাস্পর্শান্ন বিরোধ ইতি ॥১০॥৩০॥ শ্রীশুকঃ ॥৩২৫॥

শ্রীযশোদাভাবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাব ব্যবধান থাকায়, শ্রীযশোদাভাব ব্রজদেবীর নিজভাবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এই হেতু শ্রীযশোদানুকরণে কোন বিরোধ ঘটিতে পারে না ॥৩২৫॥

[**বিবৃতি**—এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টানুকরণে লীলা-নামক অনুভাবের ব্যাপ্তি প্রদর্শন এবং পূতনার চেষ্টা ও শ্রীযশোদার চেষ্টানুকরণের সমাধান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০ অধ্যায়ে লীলা-নামক নায়িকানুভব বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ, পূতনাদির ও শ্রীযশোদার চেষ্টানুকরণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়।

লীলা-লক্ষণে বলা হইয়াছে "প্রিয়ানুকরণ লীলা।' শ্রীকৃষ্ণ— ব্রজদেবীগণের প্রিয় হইলেও কিশোর-রূপেই তিনি তাঁহাদের প্রীতির বিষয়—প্রিয়; বালক (শিশু)-রূপে নহে। সুতরাং বালক শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টার তাঁহারা যে অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা লীলা-নামক অনুভাব নহে। এইজন্য শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীভা ১০।৩০ অধ্যায়োক্ত অনুকরণকে—'প্রায় লীলা' বলিয়াছেন। প্রায় শব্দদ্বারা বালক-চেষ্টানুকরণ লীলাখ্য অনুভাব হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসোপযোগী চেষ্টা-সকলের অনুকরণই লীলাখ্য অনুভাব।

পূতনার চেষ্টা সর্ব্বপ্রকার প্রীতির বিরোধী, আর শ্রীযশোদার চেষ্টা কান্তা-প্রেমের বিরোধী, সে সকল চেষ্টা কিরূপে শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির অনুভাবরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল? দুই প্রকারে ইহার সমাধান করিয়াছেন। প্রথম সমাধান—যূথেশ্বরীগণ বিরহ-বৈবশ্যে কৃষ্ণাবিষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সখীগণ ইহা দেখিয়া মনে

করিলেন, ইহাদের সেই আবেশ যতক্ষণ রাখা যাইবে, ততক্ষণ তাঁহারা বিরহ-দুঃখ অনুভব করিবেন না। কৃষ্ণাবেশে তাঁহারা যে যে লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন, তাহাতে বিভোর রাখিতে হইলে সেই সেই লীলার পরিকরের সমাবেশ প্রয়োজন, ইহা বিচার করিয়া সখীগণ উক্ত পরিকরগণের কৃত্রিম চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে পূতনাদি ও শ্রীযশোদার চেষ্টানুকরণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল চেষ্টা কৃত্রিম বলিয়া দোষের—রসভঙ্গের—হেতু নহে।

যূথেশ্বরী শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল চেষ্টানুকরণ করিয়াছিলেন, সে সকলের প্রবৃত্তির হেতু কি, প্রসঙ্গতঃ তাহাও বলিয়াছেন। "যাহার যাহার গানের জন্য" ইত্যাদি বাক্যে তাহা কথিত হইয়াছে। শ্রীব্রজদেবীগণে শ্রীকৃষ্ণের সে সকল লীলা স্ফূরিত হইয়াছিল, স্ফূরণানুরূপ তাঁহারা গান করিয়াছেন এবং তাহাতে আবিষ্ট হইয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের সমাধান—পূতনাবধাদি লীলা স্মরণে আবিষ্ট হইলে ব্রজদেবীগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রথমে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন। তারপর সেই অভিমানে পূতনা হইতে ভীত হইয়া তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে আবার আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে পূতনা মনে করেন। তদ্রূপ দামবন্ধনলীলা স্মরণাবেশে প্রথমে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, সেই অভিমানে যশোদা হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া আপনাকে যশোদা মনে করেন। এস্থলে কৃষ্ণপ্রেয়সী অভিমানের উপর যদি পূতনা বা শ্রীযশোদা অভিমান উপস্থিত হইত, তাহা হইলে রসভঙ্গ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, হইয়াছে—প্রেয়সী গোপী অভিমানের উপর কৃষ্ণ-অভিমান। ব্যাঘ্র হইতে ভীত ব্যক্তি যেমন ব্যাঘ্র চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া আপনাকে ব্যাঘ্র মনে করে ইহাও তদ্রূপ।

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্। স যথা—তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলা ইতি ॥ ৩২৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ সঃ ॥ ৩২৬ ॥

গর্ব্বাভিলাসরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ তদ্‌যথা—তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং শ্রুত্বা

গতি, স্থান ও আসনাদির এবং মুখনেত্রাদির কর্ম্মের প্রিয়-সঙ্গম-জন্য তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে। যথা,—"সেই প্রিয়তমকে (শ্রীকৃষ্ণকে) সমাগত দর্শন করিয়া অবলা (শ্রীব্রজদেবী)-গণের নয়ন প্রীতিতে উৎফুল্ল হইল।" শ্রীভা, ১০।৩২।৩।৩২৬ ॥

"হর্ষহেতু গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের একত্র সম্মিলন ঘটিলে কিল-কিঞ্চিত বলে।" যথা—বস্ত্রহরণ-লীলায়—

তস্য তৎক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসানির্যযুঃ ॥

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণা ক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥

মাঽনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বান্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ং।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥

শ্যামসুন্দর তে দাস্যং করবামঃ তবোদিতং।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রবামহে ॥

শ্রীভা, ১০।২২।৯—১১

গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতা ইত্যাদি এবং ব্রুবতি গোবিন্দ ইত্যাদি মানয়ং ভোঃ কৃথা ইত্যাদি শ্যামসুন্দর তে দাস্য ইত্যাদ্যন্তম্ ॥৩২৭॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ সঃ ॥ ৩২৭ ॥

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদি-ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥ স যথা—ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুরিতি ॥ ৩২৮ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসোক্তি অবগত হইয়া গোপকুমারীগণ প্রেমরসে নিমগ্না হইলেন এবং লজ্জাসহকারে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ জল হইতে নির্গত হইলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ বারংবার নানা কথা বলিতে থাকিলে, পরিহাসে তাঁহাদের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল, তাঁহারা শীতল সলিলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন রাখিয়া কম্পিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি অন্যায় কার্য্য করিওনা। আমরা তোমাকে জানি, তুমি আমাদের প্রিয়; তুমি নন্দগোপের নন্দন এবং ব্রজের প্রশংসাভাজন। আমরা শীতে কাঁপিতেছি; আমাদের বস্ত্রগুলি দাও।

হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী; তুমি যেমন বলিবে, আমরা তদ্রূপ করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদের বসন দাও, নচেৎ রাজাকে বলিয়া দিব।"৩২৭ ॥

বল্লভ-সমীপে অভিসার-কালে প্রবল মদনাবেশে হার-মাল্যাদির অযথাস্থানে ধারণের নাম বিভ্রম।

[রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া ব্রজদেবীগণ—]

"বসন-ভূষণ-সকল ধারণের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, অর্থাৎ এক অঙ্গের বসন-ভূষণ অন্য অঙ্গে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। শ্রীভা, ১০।২৯।৬॥৩২৮ ॥

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ। স চ একা ভ্রূকুটিমাবধ্যেত্যাদাবুদাহরিষ্যতে। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥ তচ্চ পূর্ব্বত্রৈব জ্ঞেয়ম্॥ ১০॥ ২৯॥ সং॥ ৩২৮॥

কান্তাস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমিতীর্য্যতে। তচ্চ কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবেত্যাদাবেব জ্ঞেয়ম্। হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥ তদ্‌যথা—পরিধায় স্ববাসাংসি

গর্ব্ব ও মান হেতু কান্ত ও কান্তদত্ত বস্তুতে যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক। একা ভ্রূকুটিমাবধ্য ইত্যাদি শ্লোকে (৩৭৮ অনুচ্ছেদে) ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইবে।

"যাহাতে নায়িকার অঙ্গসকলের বিন্যাস-ভঙ্গি, সুকুমারত্ব, ভ্রূবিন্যাসের মনোহরতা প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে।" ইহার উদাহরণ পূর্ব্বত্র (বিব্বোকের উদাহরণে) জানা যায়॥৩২৮॥

কান্তের স্মরণ ও তাঁহার বার্ত্তাদি শ্রবণে স্থায়িভাবের ভাবনা হেতু হৃদয়-মধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। ইহার দৃষ্টান্ত কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসব রূপশীলং ইত্যাদি শ্লোকে (১) জানা যায়।

লজ্জা, মান, ঈর্ষাদি দ্বারা যাহাতে নিজ বক্তব্য বিষয় বলা হয়না, অথচ চেষ্টাদ্বারা প্রকাশ করা হয়, নায়িকার এ অবস্থাকে বিকৃত বলে। যথা,—[বস্ত্রহরণ-লীলায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র অর্পণ করিলেন, তখন

(১) শ্লোকানুবাদ ২৯৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

প্রেষ্টসঙ্গমসজ্জিতাঃ। গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ৩২৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ সঃ ॥ ৩২৯ ॥

এবম্ আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ। কৃষ্ণেনাঙ্গস্য সংস্পর্শে হৃৎপ্রীতাবপি সংভ্রমাৎ। বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈরিত্যনুসারেণ বিচ্ছিত্তিকুট্টমিতে অপি

গোপকুমারীগণ] "স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রিয়সঙ্গমে বশীভূতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের চিত্ত গৃহীত হওয়ায়, তাঁহারা স্থানান্তরে যাইতে পারিলেন না ; সলজ্জ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।২২।১৭॥৩২৯॥

যে বেশ রচনা অল্প হইয়াও দেহ-কান্তির পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অঙ্গসংস্পর্শে হৃদয়ে প্রীত হইলেও সম্ভ্রম বশতঃ ব্যথিতের মত বাহিরের ক্রোধকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত বলেন। কথিত লক্ষণানুসারে বিচ্ছিত্তি ও কুট্টমিতের লক্ষণ জানিতে হইবে। (১)

[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক, অলঙ্কার ও বাচিকভেদে উজ্জ্বলরসের অনুভাব চতুর্ব্বিধ। উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও অলঙ্কার ত্রিবিধ অনুভাবের কথা বলা হইল।] অতঃপর বাচিক অনুভাব বলা হইতেছে। [আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অভিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে বাচিক দ্বাদশ প্রকার।]

---

(১) উজ্জ্বল-নীলমণির অলঙ্কার-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞেয়ে। অথ বাচিকাঃ। তত্র চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপঃ। স যথা—কা স্ত্রাঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসংমোহিতেত্যাদি ॥৩৩০॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৩০ ॥

বিলাপো দুঃখজং বচঃ। স যথা—পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্য-মিত্যাদি ॥ ৩৩১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥ তাঃ ॥ ৩৩১

চাটু (প্রশংসা) সূচক প্রিয়োক্তির নাম আলাপ। যথা, শ্রীব্রজ-দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥

"হে গোবিন্দ! তোমার কলপদযুক্ত দীর্ঘ মূর্চ্ছনাময় যে বেণুগীত তাহা শ্রবণে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ রমণী নিজ-ধর্ম্ম হইতে চলিতা না হয়? আর তোমার যে রূপ দেখিয়া, গো, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ পর্য্যন্ত পুলক ধারণ করে, ত্রৈলোক্য-সৌভগ সে রূপ দেখিয়া কোন্ রমণী ধর্ম্মভ্রষ্টা না হয়? শ্রীভা, ১০।২৯।২৭॥৩৩০॥

দুঃখজনিত বাক্যের নাম বিলাপ। যথা—

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৪৩

[শ্রীব্রজদেবীগণকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য সমাগত শ্রীউদ্ধবের নিকট তাঁহারা তীব্রোৎকণ্ঠাহেতু কৃষ্ণপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা কল্পনা করিয়া কহিলেন—]

"স্বৈরিণী পিঙ্গলাও বলিয়াছে—নৈরাশ্য পরম সুখ, তাহা আমরা জানি; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের আশা দূরতিক্রম্যা ॥"৩৩১॥

উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে। স যথা—স্বাগতং বো মহাভাগা ইত্যাদিকং ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজ্ঞাত ইত্যাদ্যন্তম্ ॥ ৩৩২ ॥

অত্র শ্রীকৃষ্ণবাক্যেষু প্রথমোঽর্থস্তাসু বেণ্বাদিমোহিতাস্বপি বাম্যমাচরন্তীষু সঙ্গপ্রার্থনারূপঃ। দ্বিতীয়স্তু পরিহাসায় তদ্ভাবপরীক্ষণায় চ তদাগমনকারণস্বসঙ্গপ্রত্যাখ্যানরূপঃ। তথৈব তাসাং বাক্যেষ্বপি তৎপ্রার্থনাপ্রত্যাখ্যানরূপঃ প্রথমঃ। দ্বিতীয়স্তু উৎকণ্ঠাস্বভাবব্যঞ্জিতস্তৎসঙ্গপ্রার্থনারূপঃ। অতএব পারস্পরিকসমানবৈদগ্ধীময়ত্বাদতিতরাং রসঃ পুষ্যেত। স্বাগতমিতি উভয়ত্র

উক্তি-প্রত্যুক্তি-বিশিষ্ট বাক্যকে সংলাপ বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৭—৩৮) স্বাগতং ভো মহাভাগা হইতে ব্যক্ত ভবান্ ইত্যাদি পর্য্যন্ত শ্লোক-সমূহে সংলাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥৩৩২॥

এই সকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্য-সমূহে প্রথম অর্থ—বেণু-গানাদিতে মোহিতা হইলেও বাম্যভাব-প্রকটনকারিণী শ্রীব্রজদেবীগণের সঙ্গ প্রার্থনারূপ। দ্বিতীয় অর্থ—পরিহাস ও তাঁহাদের ভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আগমনের হেতুভূত নিজ সঙ্গ প্রত্যাখ্যানরূপ। তদ্রূপ শ্রীব্রজদেবীগণের বাক্যসমূহেও শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানরূপ অর্থ প্রথম, আর উৎকণ্ঠা স্বভাবে পরিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-প্রার্থনারূপ অর্থ দ্বিতীয়, অতএব এ স্থলে নায়ক নায়িকা উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি তুল্য বৈদগ্ধীময়ী বলিয়া রসের নিরতিশয় পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

[শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্লোকসমূহের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রার্থনারূপ প্রথম অর্থ—]

সমানমেব। রজন্যেষেতি যদি কথঞ্চিদাগতা এব তদধুনা তু রজন্যা ঘোররূপাদিত্বাৎ ব্রজং প্রতি ন যাত যাতুং নার্হথ। কিন্তু স্ত্রীভির্যুস্মাভিরিহ মম বীরস্য সন্নিধাবেব স্থেয়ং স্থাতুং যোগ্যমিতি। সুমধ্যমা ইতি পুনর্গমনে খেদমপি দর্শিতবান্। ন চ মৎসন্নিধাব-

স্বাগতং ইত্যাদি শ্লোক (১) উভয় অর্থেই সমান।

রজন্যেষা ইত্যাদি শ্লোকে (২) যদি কোনরূপে তোমরা আসিয়াছই, তথাপি কিন্তু এই রজনী ঘোররূপা (ভয়ঙ্করী) বলিয়া এখন তোমরা ব্রজে যাইতে পার না—তোমাদের যাওয়া উচিত নহে। তোমরা স্ত্রী; তোমাদের এখানে বীরপুরুষ আমার নিকট থাকাই উচিত। সেই শ্লোকে "সুমধ্যমা" পদে তাঁহাদের পুনর্গমনে খেদও প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ সুমধ্যমা তোমাদের কটীদেশ অতি ক্ষীণ, একবার যে আসিয়াছ, তাহাতেই বড় ক্লিষ্টা হইয়াছ, আহা! আবার ব্রজে ফিরিয়া যাইতে হইলে তোমাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না—এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

(১) স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমন কারণং॥

হে ভাগ্যবতী ব্রজরামাগণ! তোমরা সুখে আসিয়াছ ত? তোমাদের প্রিয় কি কার্য্য করিব? ব্রজের কুশল এবং তোমাদের আগমনের কারণ বল।

(২) রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্ব-নিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥

এই রজনী ঘোররূপা, এখন এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণীসকল বিচরণ করিতেছে। শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমাগণ, এখন এখানে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নয়।

বস্থানে বন্ধুভ্যো ভেতব্যমিত্যাহ, মাতর ইতি। বন্ধুভ্যঃ সাধ্বসং মাকৃধ্বং যতস্তে মাত্রাদয়ো বন্ধবো রাত্রাবস্মিন্ অপশ্যন্ত এব বিচিন্বন্তি। ততো নাস্তি তেষামত্রাগমনসম্ভাবনেতি ভাবঃ। পুত্রাঃ দেবরম্মন্যাদিপুত্রাঃ সপত্ন্যাদিপুত্রা বা। নিজারামদর্শনয়া

আমার সন্নিধানে অবস্থান করিলে বন্ধুগণ হইতে কোন ভয় নাই, এই অভিপ্রায়ে মাতরং ইত্যাদি শ্লোকে (৩) বলিয়াছেন—(এ স্থানে অবস্থান করা পক্ষে] বন্ধুগণ হইতে ভয় পাইও না। কারণ, মাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন না, সে জন্য তাহাদের এ স্থানে আগমনের সম্ভাবনা নাই। আর যে পুত্রগণের কথা বলিয়াছেন, তাহারা ব্রজসুন্দরীগণের দেবর-ম্মন্যাদির পুত্র বা সপত্নী-প্রভৃতির পুত্র *।

---

(৩) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃধ্বং বন্ধুসাধ্বসং॥

তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি তোমাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায় অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণ হইতে কি তোমাদের ভয় নাই।

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষের কোনরূপ সংসর্গ হয় নাই ; সুতরাং তাঁহাদের পুত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া পুত্রের কথা বলিয়াছেন।

দেবরম্মন্য—দেবর বলিয়া যাহারা অভিমান করে। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য গোপগণ শ্রীব্রজদেবীগণের পতি না হওয়ায় তাহাদের ভ্রাতৃগণও দেবর হইতে পারে না।

তাসাং ভাবমুদ্দীপয়তি দৃষ্টং বনমিতি। নিগময়তি তদ্‌যথেতি। যস্মাদ্ৰজন্যেষা ঘোররূপেত্যাদিকো হেতুঃ। তত্তস্মাচ্চিরকালং ব্যাপ্য ঘোষং মায়াত। অচিরমধুনৈব মায়াতেতি বা। ততস্তত্রে গত্বা পতীন্ যুষ্মৎপতিত্বেন ক্লৃপ্তাংস্তানপি মাশুশ্রূষধ্বম্। হে

তারপর নিজের আরাম দেখাইয়া তাঁহাদের ভাব উদ্দীপন করিতেছেন—দৃষ্টং বনং ইত্যাদি শ্লোকে (৪)। সেই বন যে প্রকার তাহা বুঝাইতেছেন; কেন বুঝাইতেছেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন— এই রজনী ঘোররূপা, হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণা। অর্থাৎ এই বন কুসুম-শোভিত, পূর্ণচন্দ্রকিরণ-রঞ্জিত এবং যমুনার জলকণাবাহী শীতল পবন-সঞ্চরণে আন্দোলিত তরুরাজি-শোভিত; অপরদিকে এই রজনী ভয়ঙ্করী, হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণা। সুতরাং তদযাত মা চিরং ইত্যাদি শ্লোকে (৫) বলিতেছেন—দীর্ঘকাল-মধ্যে তোমরা ব্রজে যাইও না, তথায় যাইয়া পতি—তোমাদের পতিরূপে যাহারা কল্পিত হইয়াছে, তাহাদের সেবা করিও না। [যদি বল, আমরা না গেলে বৎসগণকে কে দুগ্ধ পান করাইবে? তাহাতে বলিতেছেন—] হে

(৪) দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতং।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লব-শোভিতং॥

এই কুসুমিত বন পূর্ণচন্দ্র-করোজ্জ্বল, যমুনা-জলকণবাহী পবন-সঞ্চরণে আন্দোলিত বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত, তোমরা বোধহয় এই বন দেখিতে আসিয়াছ? দেখা হইয়াছে ত?

(৫) তদধাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥

হে সতীগণ! ব্রজে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। গৃহে যাইয়া পতিসেবা কর। বৎস ও বালকগণ ক্রন্দন করিতেছে। দুগ্ধ দোহন কর এবং পান করাও।

সতীঃ সত্যঃ পরমোত্তমাঃ। যে চ বৎসাদয়স্তে চ মাক্রন্দন্তি ততস্তান্ মাপায়য়ত তদর্থং মাদুহ্যত চেতি। যদি স্বয়মেব ভবত্যো মদনুরাগেণৈবাগতা ন তত্র মৎপ্রার্থনাপেক্ষাপি তদা তদতীব যুক্তমাচরিতমিত্যাহ অথবেতি। মম ময়ি। যদি জন্তুমাত্রাণ্যেব ময়ি প্রীয়ন্তে তদা ভবতীনাং কামিনীনাং কান্তভাবাত্মক এব সঃ স্নেহো ভবেদিতি ভাবঃ। ননু ভর্ত্তৃশুশ্রূষণপরিত্যাগে স্ত্রীণাং দোষস্তত্রাহ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিতি। অমায়য়া যো ভর্ত্তা তস্যৈব

সতীগণ!—হে পরমোত্তমাগণ! ব্রজে যে সকল বৎসাদি রহিয়াছে, তাহারা ত কাঁদিতেছে না, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাইও না। অর্থাৎ তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাইতে হইবে না, সুতরাং দোহনও করিতে হইবে না।

যদি তোমরা আমার প্রতি অনুরাগবশে, আমার প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই এ স্থানে আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে অত্যন্ত সঙ্গত আচরণই করিয়াছ; ইহা অথবা ইত্যাদি শ্লোকে (৬) বলিয়াছেন। শ্লোকে যে মম পদ আছে, তাহার অর্থ—'আমার' নহে 'আমাতে'। প্রাণি-মাত্রেই যখন আমাতে প্রীতিমান্, তখন কামিনী তোমাদের সেই স্নেহ কান্তভাবাত্মকই হইবে।

যদি শ্রীব্রজদেবীগণ বলেন, তোমাতে কান্তভাববতী হইয়া এ স্থানে থাকিলে, আমাদিগকে পতিসেবা ত্যাগ করিতে হইবে। পতিসেবা

---

(৬) অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎপ্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥

অথবা আমাতে (আমার প্রতি) স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তোমরা এখানে আসিয়াছ। ইহা সঙ্গত বটে; যেহেতু, সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে।

শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ। তথা তদ্বন্ধূনাঞ্চ। যুষ্মাকন্তু অনুপভুক্তাত্বেন লক্ষ্যমাণানাং দাম্পত্যব্যবহারাভাবাৎ কেনাপি মায়য়ৈব তৎকল্পিতমিতি লক্ষ্যতে। ততো ন দোষ ইতি ভাবঃ। অঙ্গীকৃত্যাপি পতিত্বং প্রকারান্তরেণ তৎসেবাং স্মৃতিবাক্যদ্বারাপি পরিহরতি দুঃশাল ইতি। অপাতক্যেব ন হাতব্যঃ। তে তু

ত্যাগ করিলে স্ত্রীগণের দোষ ঘটে। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং ইত্যাদি শ্লোকে (৭) তাহার উত্তরে বলিলেন, অমায়ায় যে পতি তাহার সেবাই পরমধর্ম্ম। তেমন সেই পতির বন্ধুগণের সেবাও ধর্ম্ম। তোমাদিগকে অনুপভুক্তা দেখা যাইতেছে, তোমাদের সহিত কাহারও দাম্পত্য ব্যবহার ঘটে নাই, মায়াদ্বারাই তোমাদের তথাকথিত পতি কল্পিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের সেবা ত্যাগে কোন দোষ নাই।

[যে সকল গোপের সহিত শ্রীব্রজদেবীগণের বিবাহ কল্পিত হইয়াছে] তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে স্মৃতিবাক্য দ্বারা তাহাদের সেবা পরিত্যাগের কথা দুঃশীল ইত্যাদি শ্লোকে (৮) বলিয়াছেন—অপাতকী পতিই ত্যাগ করা উচিত নয়। তাহারা

(৭) ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥

হে কল্যাণীগণ! অকপটে পতির সেবা, তাহার বন্ধুবর্গের সেবা তথা পুত্র কন্যাগণের লালন পালন করাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম।

(৮) দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়োরোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যোলোকেপ্সুভিরপাতকী॥

অপাতকী পতি দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধন এ সকলের যে কোনরূপ হউক না কেন, পতিলোকাভিলাষিণী রমণীর তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে।

পাতকিন এবেতি সাসূয়ো ভাবঃ। অপাতকিত্বাঙ্গীকারমাশঙ্ক্য ছলেন স্মৃতিবাক্যান্তরমন্যথার্থতয়া ব্যঞ্জয়ন্নপি তৎসেবাং প্রত্যাচষ্টে অস্বর্গ্যমিতি। উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ সা উপপতিস্তস্যা ভাব ঔপপত্যং পতিসামীপ্যমিত্যর্থঃ। তৎ খল্বস্বর্গ্যাদীতি। অথ ময্যপি জাতো ভাবঃ ক্লেশায়ৈব ভবতীত্যাশঙ্ক্যাপি মা পরাঙ্মুখী-

কিন্তু পাতকীই বটে—ইহা অসূয়াযুক্ত ভাব। অর্থাৎ যাহারা তোমাদের পতি বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধ, তাহারা যদি অপাতকী হইত, তবে তাহাদের সেবা ত্যাগ করিলে দোষের বিষয় হইত, তাহারা পাতকী, সুতরাং তাহাদের সেবা ত্যাগ করিলে কোন দোষ হইবে না। অসূয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে পাতকী বলিয়াছেন, বাস্তবিক পাতকী বলেন নাই।

যদি শ্রীব্রজদেবীগণ পতিম্মন্য গোপগণকে অপাতকী স্বীকার করেন, সেই আশঙ্কায় ছলসহকারে অন্য স্মৃতিবাক্যের বিপরীত অর্থ ব্যঞ্জিত করিয়াও তাহাদের সেবা প্রত্যাখ্যান করিলেন—অস্বর্গ্যং শ্লোকে (৯)। সেই শ্লোকে ঔপপত্যকে অস্বর্গ্য—স্বর্গকর নহে বলিয়াছেন।

তাহার অর্থঃ—উপ—সমীপে পতি যাহার, তিনি উপপতি। উপপতির ভাব ঔপপত্য—পতি-সামীপ্য। তাহা অস্বর্গকর। অর্থাৎ তোমাদের পতির সমীপে অবস্থান স্বর্গকর নহে। ছলনা করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

অতঃপর, আমাতে সমুৎপন্ন ভাব দুঃখের হেতু হয়—[শ্রীব্রজদেবী-

(৯) অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য (উপপতিসঙ্গ) সর্ব্বত্রই স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল, অযশোজনক, অতি তুচ্ছ, দুঃখোৎপাদক ও ভয়াবহ।

ভবতেত্যাহ শ্রবণাদিতি। যথা শ্রবণাদিনা মদ্ভাবো মদপ্রাপ্ত্যা দুঃখময়স্তথা সন্নিকর্ষেণ মৎপ্রাপ্ত্যা ন ভবতি। ততস্তস্মাদ্‌গৃহান্‌ গৃহসদৃশান্‌ কুঞ্জান্‌ প্রতিযাত প্রবিশত। পর্য্যুদাসোঽত্র নঞেতি। তদেবং শ্রীকৃষ্ণবাক্যস্য প্রার্থনারূপোঽর্থো ব্যাখ্যাতঃ। অর্থান্তরং তু প্রসিদ্ধম্‌। তত্র পুত্র্যা ইতি সপরিহাসদোষোদ্গারেণাপি প্রত্যাখ্যানম্‌। অথ তাদৃশকৃষ্ণবাক্যশ্রবণানন্তরং তাসামবস্থা-

---

গণের] এইরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়াও শ্রবণাৎ ইত্যাদি শ্লোকে (১০) বলিলেন, তোমরা পরাঙ্মুখী হইও না। সে শ্লোকের তাৎপর্য্য—আমাতে সমুৎপন্ন ভাব, আমার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন শ্রবণাদি দ্বারা যেমন দুঃখময় হয়, সান্নিধ্যে অবস্থানে মৎপ্রাপ্তিনিবন্ধন সেরূপ দুঃখময় হয় না। সেই হেতু গৃহসকলে—গৃহসদৃশ কুঞ্জসকলে প্রবেশ কর, এ স্থলে নঞটী পর্য্যুদাস নঞ। *

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবাক্যের প্রার্থনারূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। অন্য (প্রত্যাখ্যানরূপ) অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। [সেই অর্থ পাদটীকার শ্লোকসমূহের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবার পর, শ্রীব্রজদেবীগণের যে

---

(১০) শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্‌॥

শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং নিরন্তর কীর্ত্তনে আমার প্রতি যেমন ভাব জন্মে, আমার সন্নিকর্ষে থাকিলে তেমন জন্মে না। অতএব তোমরা গৃহে যাও।

* যে স্থলে বিধিবোধিত বস্তুরই প্রাধান্য, কিন্তু নিষেধের প্রাধান্য নাই, আর যে নঞ পরবর্ত্তী পদের সহিত অন্বিত হয়, পরন্তু ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না, তাহাই পর্য্যুদাস নঞ। এ স্থলে সন্নিকর্ষের সহিত নঞের অন্বয়। অতএব ইহা পর্য্যুদাস নঞ।

বর্ণনম্—ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্যেত্যাদিত্রিভিঃ। অর্থদ্বিতয়স্যৈব তর্কেণ তদভিপ্রায়নিশ্চয়াভাবাদুৎকণ্ঠাস্বাভাব্যেন প্রত্যাখ্যানস্যৈব সুষ্ঠু স্ফুরিতত্বাৎ। তদ্বাক্যস্য বিপ্রিয়ত্বং তাসাং বিষাদাদিকঞ্চ। তত্রোভয়ত্রাপি চিন্তায়া যুক্তত্বাৎ মুখনমনাদিচেষ্টাস্বপি ন রসভঙ্গঃ।

অবস্থা হইয়াছিল, তাহা শ্রীশুকদেব ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে * বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্লোকসমূহের [শ্রীব্রজ-দেবীগণের সঙ্গ-প্রার্থনাময়] দ্বিতীয় প্রকারের অর্থও হইতে পারে—এইরূপ বিচার করিয়া, তদীয় অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে না পারায় উৎকণ্ঠা-স্বভাবে প্রত্যাখ্যানময় অর্থই স্ফুরিত হইয়াছিল, ইহাই তাঁহাদের উক্তরূপ অবস্থা ঘটিবার কারণ। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের বাক্য তাঁহাদের কাছে অপ্রিয় বোধ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিষাদাদি উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়বিধ অর্থ গ্রহণেই চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে, এই হেতু মুখ-নমনাদি চেষ্টায় রসভঙ্গ হয় নাই। পদদ্বারা

---

* ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ের অনুবাদ—

গোপীগণ গোবিন্দ-কথিত ঈদৃশ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণা হইলেন; তাঁহাদের নৈরাশ্য ও দুর্নিবার চিন্তা উপস্থিত হইল।

তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইল। শোক-সম্ভূত উষ্ণ নিশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইল। অবনতবদনে তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়া চরণদ্বারা ভূমি লিখিতে লাগিলেন। নয়ন-সলিলে তাঁহাদের কজ্জল ও কুচকুঙ্কুম প্রক্ষালিত হইতে লাগিল।

সেই গোপীগণ কৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অশ্রু-সলিলে আচ্ছন্ন নয়ন-যুগল মার্জ্জনপূর্ব্বক, ঈষৎ কোপাবেশ হেতু গদ্গদ বাক্যে—যিনি প্রিয়তম হইয়াও অপ্রিয়ের মত কথা বলিতেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—।

পদা ভ্রূলেখনং চাত্র নায়িকয়া স্বয়মভিযোগোঽপ্যুক্তমস্তি। অথ তাসামপি তদনুরূপং বাক্যং মৈবমিত্যাদি। মেতি তৎপ্রার্থনা-নিরাকরণে সর্ববিষয়ান্ পতিপুত্রাদীন্ সংত্যজ্য যাস্তব পাদমূলং ভক্তাস্তা এব দুরবগ্রহং নিরর্গলং যথা স্যাত্তথা ভজস্ব। পাদমূলমিতি তাসু নিজোৎকর্ষখ্যাপনম্। অস্মান্ পুনরতথাভূতান্ আ সম্যগ্-

---

ভূমিলেখন, এরূপ স্থলে নায়িকার স্বাভিযোগের লক্ষণ বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অনুরূপ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের বাক্য মৈবং ইত্যাদি। মৈবং বিভো ইত্যাদি শ্লোকে (১) যে "না" (মা) শব্দ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা নিবারণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তারপর বলিলেন, "যেসকল রমণী পতি-পুত্রাদি সর্ববিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজন করে, তাহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে ভজন কর।" এ স্থলে "পাদমূল" শব্দ প্রয়োগ করিয়া সে সকল রমণী হইতে আপনাদের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ সে সকল রমণীর মত আমরা তোমার পাদমূল ভজন করি না, আমাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে—ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তোমার পাদমূল ভজনকারিণীগণকে ভজন কর, আর যাহারা তাহাদের মত নয়, সেই

---

(১) মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥

হে বিভো, এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল সেবা করিতেছি। আদিপুরুষ নারায়ণ যেরূপ মুমুক্ষুগণকে অঙ্গীকার করেন, আপনিও সেই প্রকার আমাদিগকে অঙ্গীকার করেন, এমন স্বচ্ছন্দচিত্তে ত্যাগ করিবেন না।

দর্শনপ্রসঙ্গাদিষ্বপি ত্যজ। তত্রান্যাসাং ভজনে স্বেষাং ত্যাগে চ সদাচারং দৃষ্টান্তয়তি দেব ইতি। স হি ত্যক্তবিষয়কর্ম্মাদিতয়া স্বং ভজতো মুমুক্ষূনেব ভজতি নান্যানিতি। অথ শাস্ত্রার্থদ্বারা তদুপদেশং নিরাকুর্বন্তি যৎ পত্যপত্যেতি। সধর্ম্মঃ সুষ্ঠু অধর্ম্মঃ। ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসম্। উক্তং ছলেন প্রতি-

আমাদিগকে সম্যগ্ দর্শনাদি ব্যাপারেও ত্যাগ কর অর্থাৎ আমাদের প্রতি সাগ্রহদৃষ্টিও নিক্ষেপ করিও না—এই অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকল রমণীর ভজনে এবং আপনাদের ত্যাগে দৃষ্টান্ত দিলেন—আদিপুরুষ ইত্যাদি। আদিপুরুষ নারায়ণ, যাঁহারা বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজন করেন, সেই মুমুক্ষুগণকেই ভজন করেন, অন্য কাহাকেও নহে।

অনন্তর শাস্ত্রার্থ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ নিরাকরণ করিলেন— যৎপত্যপত্য ইত্যাদি শ্লোকে (২)। তাহাতে যে স্বধর্ম্ম পদ আছে, তাহার অর্থ—সু + অধর্ম্ম—অত্যন্ত অধর্ম্ম। আর, শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মবিৎ বলিয়াছেন, তাহা পরিহাস মাত্র। "ধর্ম্মবিদ্ তুমি যাহা বলিয়াছ"— একথার অর্থ—তুমি যাহা ছলে প্রতিপাদন করিয়াছ। কেন না,

(২) যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠোভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

হে প্রভো! পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবদিগের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপদিশ্যমান্ (উপদেশের বিষয়) ঈশ্বর আপনাতেই থাকুক; আপনিই দেহধারিগণের আত্মা, প্রিয়তম ও বন্ধু। ১০।২৯।২৯

পাদিতম্। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যাদাবন্যথাযোজনাভিপ্রায়াৎ। এতদধর্ম্মনিরাকরণোপদেশবাক্যম্ তৎপদে উপদেষ্টরি ঈশে স্বতন্ত্রাচারে ত্বয্যেবাস্তু ত্বমেবাধর্ম্মান্নিবর্ত্তস্বেত্যর্থঃ। ততো যুষ্মাকং কিমিত্যত আহুঃ প্রেষ্ঠ ইতি। বন্ধুরাত্মা সুন্দরস্বভাবো ভবান্ প্রাণিমাত্রাণাং কিল প্রেষ্ঠঃ। ততস্তেনৈব সর্বে বয়ং মঙ্গলিনঃ স্যামেত্যর্থঃ। অথবা মদভিস্নেহাদিত্যাদিকং নিরাকুর্বন্তি কুর্বন্তি

পতিসেবাদি যে সকল উপদেশ দিয়াছে, সে সকলে (যথা-শ্রুত অর্থ ছাড়া) অন্যরূপ অর্থ যোজনা করাই তোমার অভিপ্রায় বুঝা গিয়াছে। তুমি যে অধর্ম্ম-নিরাকরণ উপদেশ দিয়াছ, তাহা তৎপদে—উপদেষ্টা ঈশ—স্বতন্ত্রাচার তোমাতেই থাকুক,—তুমিই অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হও। তাহাতে তোমাদের কি হইবে [শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্ন সম্ভাবনা করিয়া,] উত্তরে বলিলেন, আপনি :প্রিয়তম ;—বন্ধুরাত্মা—সুন্দর-স্বভাব, আপনি প্রাণি-মাত্রের প্রিয়তম। সেই হেতু আপনি অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে, আমরা সকলেই মঙ্গলযুক্ত হইব। ২৯

অথবা আমাতে স্নেহপরতন্ত্র হইয়া ইত্যাদি (২২শ) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য বলিলেন, কুর্ব্বন্তি হি ইত্যাদি (৩)। তাহাতে পতি-পুত্রাদিকে আর্ত্তিদ

---

(৩) কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব
আত্মন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।
তন্ন প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্মছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥

হে আত্মন্! সারাসার-বিবেক চতুর ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক প্রেমাস্পদরূপ আপনাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন, পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখদায়ক, সে সকল দ্বারা কি হইবে? হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমরা চিরকাল যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন করিবেন না। ৩০

হীতি। আর্ত্তিং দ্যন্তি ছিন্দন্তীতি তাদৃশৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভূতৈঃ স্বে আত্মনি দেহাদৌ নিত্যপ্রিয়ে সতি যাঃ কুশলা ভবন্তি তাঃ কিং ত্বয়ি রতিং কান্তভাবং কুর্ব্বন্তি অপি তু নেবেত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ নোঽস্মভ্যং প্রসীদ ইমং দুরাগ্রহং ত্যজেত্যর্থঃ। তত্র বরদেশ্বরেতি সোপালম্ভং সম্বোধনম্। এষ এব বরোঽস্মভ্যং দীয়তামিতি বোধকম্। তদেব ব্যঞ্জয়ন্তি ত্বয়ি চিরাদ্ধৃতা অবস্থিতা যা আশা তৃষ্ণা তাং ব্যাপ্য বয়ং মা স্ম মা ভবাম। তস্যাং ত্বন্মনঃস্থিতায়াং তৃষ্ণায়াং বয়মুদাসীনা এব ভবাম ইত্যর্থঃ। ততস্তাং ছিন্দ্যা ইতি। অরবিন্দনেত্রেতি। এতাদৃশেঽপি নেত্রে কৌটিল্যং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। মা স্মেত্যস্তের্ম্মাযোগে লঙি রূপম্। আশায়াঃ কর্ম্মত্বঞ্চ

বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—আর্ত্তি যাহারা খণ্ডন করে, তাহারা আর্ত্তিদ। তেমন পত্যাদিকে হেতু করিয়া, নিজ দেহাদি নিত্যপ্রিয় হওয়ায়, যে সকল রমণী কুশলযুক্তা হয়, তাহারা কি কখনও তোমাতে রতি—কান্তভাব করে ? কখনই না। সেই হেতু আমাদিগকে প্রসন্ন হও—আমাদের প্রতি তোমার এই দুরাগ্রহ ত্যাগ কর। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে যে বরদেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহা তিরস্কার-সূচক। তাহার তাৎপর্য্য—তুমি স্বীয় দুরাগ্রহ ত্যাগরূপ বর আমাদিগকে প্রদান কর। তোমাতে (তোমার হৃদয়ে) চিরকাল যে আশা—তৃষ্ণা অবস্থান করিতেছে, আমরা সে তৃষ্ণা ব্যাপিয়া থাকিব না—আমরা তেমন হইব না, ইহার তাৎপর্য্য—তোমার হৃদয়ে (আমাদের সঙ্গ-বিষয়ে) যে তৃষ্ণা আছে, তাহাতে আমরা উদাসীনা। সুতরাং সেই আশা ছেদন কর। কমল-নয়ন সম্বোধনের অভিপ্রায়, এমন নয়নে কুটিলতা থাকা সঙ্গত নহে। মা—স্ম স্থলে যে "স্ম" পদ আছে, তাহা মা শব্দ যোগে অস্ ধাতুর লঙ্ বিভক্তির রূপ। এস্থলে

গোদোহমস্তীতিবৎ। শ্রবণাদ্দর্শনাদিত্যাদিসূচিতং নিজভাবজন্মাপ-লপন্তি চিত্তমিতি। নোঽস্মাকং চিত্তং সুখ এব বর্ত্ততে ন তু ভবতা তস্মাদপহৃতম্। যস্মাৎ গৃহেষু নিবিশতি। তত্র চিহ্নং করাবপি গৃহকৃত্যার্থং নিবিশত ইতি। যদুক্তং সুমধ্যমা ইতি তত্রাহুঃ পাদৌ কথং তব পাদমূলাৎ পদমপি ন চলতঃ। অপি তু দূরমেব চলতঃ। ততঃ কথং ব্রজং ন যামঃ অপিতু যাম এবেত্যর্থঃ। যত্তূক্তং ব্রজং

আশা কর্ম্মকারক। 'গোদোহ আছে' বলিলে গোদোহে যেরূপ কর্ম্মত্ব প্রতীত হয়, এস্থলেও তদ্রূপ। ৩০

শ্রবণাদ্দর্শনাৎ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের যে ভাবোৎপত্তি সূচনা করিয়াছেন, চিত্তং সুখেন ইত্যাদি শ্লোকে (৪) তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমাদের চিত্ত সুখেই আছে, তুমি তাহা হইতে চুরি করিতে পার নাই; যেহেতু, তাহা গৃহ-সকলে নিবিষ্ট হইতেছে। তাহার চিহ্ন হস্তদ্বয়ও গৃহকর্ম্ম করিবার জন্য নিবিষ্ট আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে সুমধ্যমা বলিয়াছেন, তাহাতে বলিলেন, আমাদের পদযুগল তোমার পাদমূল হইতে কি এক পদও চলিবে না? বহুদূরই ত চলিতেছে। সুতরাং আমরা ব্রজে যাবনা

---

(৪) চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা॥

আমাদের যে চিত্ত এতকাল সুখে গৃহ-ব্যাপারে রত ছিল, তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন, যে করযুগল গৃহকার্য্যে রত ছিল, তাহাও আপনি হরণ করিয়াছেন; আমাদের পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে একপদও চলিতেছে না, আমরা কিরূপে ব্রজে যাইব? যাইয়াই বা কি করিব? ৩১

প্রতি ন যাত কিন্ত্বিহৈব স্থীয়তামিতি তত্রাহুঃ, করবাম কিং বেতি। অগৃহান্ প্রতিযাতেতি সতৃষ্ণং যদুক্তং তত্রাহুঃ সিঞ্চেতি। অঙ্গ হে কামুক নোঽস্মাকং স্বাভাবিকাৎ হাসাবলোকসহিতাৎ কলগীতা-জ্জাতো যস্তব হৃচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ। অস্মদীয়স্য তস্য কথঞ্চিদপ্রাপ্যত্বাদিতি। অন্যোঽপি রসলুব্ধো লোভ্যবস্তুনোঽ-প্রাপ্তৌ নিজোষ্ঠমেব লেঢ়ীতি নর্ম্ম চ ব্যঞ্জিতম্। তত্র হেতুমাহুঃ নো ইতি ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীত্যাদিবৎ অত্র চেচ্ছব্দোঽপি নিশ্চয়ে। ততশ্চ যস্মাৎ নিশ্চিতমেব বয়ং তে

কেন? নিশ্চয়ই যাব। আর, শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, তোমরা ব্রজে যাইও না, এখানেই থাক। তাহাতে বলিলেন, [এখানে থাকিয়া] আমরা কি করিব? প্রতিযাত ততো গৃহান্—[ততঃ অগৃহান্ প্রতি-যাত এইরূপ অন্বয় করিয়া,] অগৃহের প্রতি গমন কর—এইরূপ যে কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলিলেন, সিঞ্চাঙ্গ নস্তদধরামৃতং—হে অঙ্গ!—হে কামুক! আমাদের স্বাভাবিক হাস্য অবলোকনের সহিত যে কল (মধুর) সঙ্গীত, তাহা হইতে উৎপন্ন তোমার যে হৃচ্ছয়াগ্নি (কামাগ্নি) তাহাতে তোমার অধরামৃত-পূরক দ্বারা সেচন কর। আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র অধরামৃত পাওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। অন্যরসলুব্ধ জনও লোভ্য বস্তু না পাইলে নিজ ওষ্ঠ লেহন করে, [তুমিও সেরূপ কর;] এই পরিহাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে। [অতঃপর নো চেদ্বয়ং ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধের অর্থ করিতেছেন।] আমাদের অধরামৃত তোমার অপ্রাপ্য হইবার হেতু বলিতেছি—নো ইত্যাদি। 'তুমি যদি রক্ষক হও, তাহা হইলে বিঘ্নের মস্তকে পদ রক্ষা করে'—এই বাক্যে 'যদি' শব্দ যেমন নিশ্চয়ার্থসূচক, তেমন এস্থলে "চেৎ (যদি)" শব্দ নিশ্চয়ার্থ সূচনা করিতেছে। তাহাতে অর্থ—আমরা যখন

তব বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা নো ভবামঃ ততো ধ্যানে বিষয়েঽপি তব পদয়োঃ পদবীমপি ন যামঃ ন স্পৃশামঃ। সখে ইতি সম্বোধ্য প্রাচীনমিথোবাল্যক্রীড়াগতসৌহৃদ্যপ্রকটনেন নিজবচস আর্জবং প্রকটিতবত্যঃ। ননু সখ্যেন বাল্যক্রীড়ায়ামপি স্পর্শাদিকং যাতমেবাস্তি তর্হি কথমহো ইদানীমুদাসীনাঃ স্থ তত্রাহুঃ যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষ অরণ্যজনাঃ পশুপক্ষ্যাদয়স্তেষাং প্রিয়স্ত্ব বাল্যভাবেন

তোমার বিরহাগ্নিতে নিশ্চয়ই দগ্ধ-শরীরা নহি, তখন ধ্যান-বিষয়েও তোমার পদদ্বয়ের সমীপেও যাইব না—স্পর্শ করিবনা। তারপর 'সখে' সম্বোধন করিয়া পরস্পর বাল্যক্রীড়া-গত পূর্ব্বসৌহৃদ্য প্রকটন পূর্ব্বক নিজ বাক্যের সরলতা প্রকটন করিয়াছেন। ৩২

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, সখ্যভাবে বাল্যক্রীড়া করিবার সময় তোমাদের সহিতও আমার স্পর্শাদি ঘটিয়াছে, তবে আর এখন কেন তোমরা উদাসীনা আছ? তাহাতে বলিলেন—যর্হ্যম্বুজাক্ষ ইত্যাদি (৫) তাহার অর্থ—হে কমল-নয়ন! অরণ্যজন—পশুপক্ষ্যাদি, তাহাদের প্রিয়—বাল্যভাবে যে তুমি তাহাদের সহিত মিত্রতা

---

(৫) যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বতপারয়ামঃ॥

হে কমল-নয়ন! আপনার যে চরণতল কোন সময়ে ব্রজ-রমাকে (শ্রীরাধাকে) আনন্দ প্রদান করিয়াছিল, সেই চরণতল স্পর্শে আপনা হইতে যখন আনন্দ লাভ করিয়াছি, তখন অন্যের সমক্ষে কি আমরা যাইতে পারিব? কিছুতেই আমরা অন্যত্র যাইতে পারিব না।

তৈরেব কৃতমৈত্রস্য তব যর্হি যদা ক্বচিদপি রমায়া রমণ্যা দত্তাবসরং পাদতলং জাতং তদনুগত্যাবুন্মুখং বভূবেত্যর্থঃ তৎপ্রভৃত্যেব বয়ং তদপি নাস্প্রাক্ষ্ম ন স্পৃষ্টবত্যঃ। কিমুতান্যদঙ্গম্। তদেবং নিজদার্ঢ্যেনৈব পূর্ব্বং ত্বয়াভিরমিতাঃ কারিতবাল্যক্রীড়া অপি বয়ম্ অধুনা অঙ্গঃ অনায়াসেন অন্যেষাং গুরুজনাদীনাং সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ। বতেতি শঙ্কায়াম্। অন্যথা তৈরপি ত্যজ্যেমহীতি ভাবঃ। অথ প্রীয়ন্তে মম জন্তব ইত্যত্র কামিন্যো যূয়ং কান্তভাবাত্মকমেব স্নেহং কর্ত্তুমর্হথেতি যদভিপ্রেতং তত্র লক্ষ্যাদিরূপমুদাহরণমাশঙ্ক্য পরিহরন্তি শ্রীরিতি। শ্রীরপি বক্ষসি তথা প্রসিদ্ধে

করিয়াছিলে সেই তোমার, যখন কোনরূপে রমার—রমণীর প্রদত্ত অবসর পাদতল প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহার অনুগতিতে উন্মুখ হইয়াছিল অর্থাৎ যদবধি কোন রমণী তাহার অনুসরণ করিবার জন্য তোমার যে পদতলকে অবসর দিয়াছে, (তৎ প্রভৃতি) সেই পদতলও আমরা স্পর্শ করি না ; অন্য অঙ্গের কথা আর কি বলিব ? এইরূপ নিজ দৃঢ়তা দ্বারাই পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক অভিরমিতা—তুমি আমাদিগকে বাল্য-ক্রীড়া করাইলেও এখন আমরা অনায়াসে অন্য গুরুজনাদির সমক্ষে থাকিতে সমর্থা হইয়াছি, শ্লোকে বত অব্যয় শঙ্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহাতে অর্থ—[ও মা !!] তাহা না হইলে তাহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেন। ৩৩

'সকল প্রাণীই আমাকে প্রীতি করে' ইহাতে কামিনী তোমাদের আমার প্রতি কান্তভাবোচিত স্নেহ করাই সমীচীন, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্মী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অর্থাৎ লক্ষ্মী প্রভৃতিও সেরূপ স্নেহ করে—এই দৃষ্টান্ত যদি উপস্থিত

শ্রীবিষ্ণোরুরসি পদং লব্ধাপি যস্য তব শ্রীগোকুলবৃন্দাবনস্থিতং পদাম্বুজরজস্তুলস্যা বৃন্দয়া সহ চকমে। ত্বজ্জন্মত আরভ্য নন্দস্য ব্রজো রমাক্রীড়ো বভূবেতি তুলসীলক্ষণরূপান্তরা বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে নিত্যবাসমকরোদিতি চ মুনিজনপ্রসিদ্ধেঃ। কথম্ভূতমপি রজশ্চকমে। ভৃত্যৈর্ব্রজসম্বন্ধিভির্জুষ্টং শিরোধারণাদিনোপভুক্তমপি। সা তু কীদৃঙ্মহিমাপি। যস্যাঃ স্ববিষয়ককৃপাবীক্ষণে

করেন, এই আশঙ্কায় বলিলেন—শ্রীর্যৎপদাম্বুজ ইত্যাদি (৬)।

লক্ষ্মী-বক্ষে—তাদৃশ শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে স্থান পাইয়াও যে, তোমার শ্রীগোকুল-বৃন্দাবন-স্থিত চরণকমলরজঃ তুলসী—বৃন্দার সহিত কামনা করিয়াছেন, তাহা 'তোমার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দব্রজ রমার ক্রীড়াস্পদ হইয়াছিল এবং তুলসীলক্ষণা অন্যরূপা বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে নিত্য বাস করিয়াছেন'—এই মুনিজন-প্রসিদ্ধ কথা হইতে জানা যায়। কিরূপ রজঃ কামনা করিয়াছেন?—ভৃত্য—ব্রজ-সম্বন্ধি ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক জুষ্ট—তাঁহারা মস্তকে ধারণ প্রভৃতি দ্বারা যে রজঃ উপভোগ করিয়াছেন, [লক্ষ্মী তুলসীর সহিত সেই রজ কামনা করিয়াছেন।] সেই লক্ষ্মী কিদৃশ মহিমাশালিনী?—নিজ বিষয়ে যাঁহার কৃপাদৃষ্টি

---

(৬) শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্য সুরপ্রয়াস
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

যাঁহার কৃপদৃষ্টি লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রযত্ন, সেই লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত আপনার যে চরণরজঃ কামনা করেন, ভৃত্যগণ (ভক্তগণ) যে চরণ-সেবা করে, আমরা লক্ষ্মীর মত সেই চরণ-রেণুর শরণাপন্ন হইলাম। ৩৪

উত অপি অন্যস্থরাণাং তৎপার্ষদাদীনামপি প্রয়াসস্তাদৃশমহিমাপি। বয়ঞ্চেতি চ শব্দঃ কাকুসূচকস্যাপিশব্দস্য সমানার্থঃ। ততো যথা শ্রীর্যথা চ বৃন্দা তদ্বন্বয়মপি মুগ্ধাঃ সত্যঃ তস্য তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। প্রাক্তনং বাক্যং নিগময়ন্তি, তন্ন ইতি। বৃজিনার্দনেতি কর্ম্মণ্য ন এব। হে সর্বদুঃখনিবারক ততস্তস্মাৎ

লাভের জন্য অন্য দেবতা—ভগবৎ-পার্ষদাদিরও প্রয়াস, লক্ষ্মী তাদৃশ প্রভাবশালিনী। অর্থাৎ নিজের কল্যাণের জন্য ভগবৎপার্ষদাদি যে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে যত্ন করেন, সেই লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃ কামনা করেন।

বয়ঞ্চ পদের "চ" শব্দ কাকুসূচক, অপি শব্দের সমান অর্থ প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে অর্থ যেমন লক্ষ্মী, যেমন বৃন্দা, সেই প্রকার আমরাও কি মুগ্ধা হইয়া সেই তোমার পদরজের শরণাপন্না হইয়াছি? কখনই নহে। ৩৪

পূর্ব্ব বাক্য ভালরূপে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, তন্ন প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন ইত্যাদি (৭)। বৃজিনার্দ্দন পদে কর্ম্মবাচ্যে অন্ হইয়াছে। হে সর্ব্বদুঃখনিবারক! [আমরা যখন তোমার পদরজঃ কামনা করি না,

---

(৭) তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহিদাস্যং॥

হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রতিপন্ন হউন। আপনার উপাসনা করিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তীব্র কামসন্তপ্তা হইয়াছি। হে পুরুষভূষণ! আমাদিগকে দাস্য দান করুন। ৩৫

নোঽস্মান্ প্রতি প্রসীদ ইমাং তুদৃ'ষ্টিং ত্যজেত্যর্থঃ। নন্নু যূয়মপি গৃহাদিত্যাগেনাত্রাগত্য তদ্বদেব মৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ তত্রাহুঃ ন তেঽঙ্ঘ্রিমূলমিতি। তদ্বদ্বসতীর্বিসৃজ্য ত্বদুপাসনাশাঃ সত্যস্তবাঙ্-ঘ্রিমূলং ন প্রাপ্তা অপি তু কৌতুকেনৈব জ্যোৎস্নায়াং বৃন্দাবন-দর্শনার্থমাগতা ইত্যর্থঃ। অতস্ত্বদীয়তাদৃশনিরীক্ষণজাততীব্রকামেন তপ্তাত্মানো যাস্তাসামেব দাস্যং দেহি ন তু মাদৃশীনাম্। অত্র যষ্ঠী চাত্যন্তদানাভাবে সম্প্রদানত্বং ন ভবতীতি বিবক্ষয়া। অতস্তদপি দানং গোকুলেঽস্মিন্ নাতিস্থিরীভবিষ্যতীতি ভাবঃ। পুরুষভূষণেতি সম্বোধনঞ্চ শ্লিষ্টম্। পুরুষান্ গোকুলগতান্ সখিজনানেব ভূষয়তি

তখন] আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও—এই মন্দদৃষ্টি ত্যাগ কর। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, তোমরাও গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক এ স্থানে আগমন করিয়া লক্ষ্ম্যাদির মতই আমার পাদরজের শরণাপন্না হইয়াছ, এই আশঙ্কা করিয়া বলিলেন, নতেঽঙ্ঘ্রিমূলং—আমরা সেই প্রকার গৃহাদি ত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা-আশায় তোমার পাদমূলে উপস্থিত হই নাই। আমরা কৌতুকের বশবর্ত্তিনী হইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি। এই হেতু, তোমার তাদৃশ দৃষ্টিজাত তীব্র কামে যাহারা আপনাকে সন্তপ্তা মনে করে তাঁহাদের সম্বন্ধেই তুমি দাস্য দান কর, আমাদের মত যাহারা, তাহাদিগকে নহে। এ স্থলে (শ্লোকে তপ্তাত্মনাং এবং অনুবাদে তাহাদের) যে যষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দানাভাবে সম্প্রদানত্ব হয় না—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য। ইহার তাৎপর্য্য—এই গোকুলে সেই দান অত্যন্ত স্থায়ী হইবে না। পুরুষভূষণ পদটী শ্লিষ্ট প্রয়োগ। পুরুষ—গোকুলগত সখাগণকেই ভূষিত কর, আজ পর্য্যন্ত কোন গোকুল-

ন ত্বদ্যাপি গোকুলরমণীং কাঞ্চিদপি। অতস্তাদৃশতপ্তাত্মানোঽপি নায়িকাঃ কল্পনামাত্রময্য ইতি ভাবঃ। অত্র ভাবান্তরেণাগতিসূচনাৎ দৃষ্টং বনং কুসুমিতম্ ইত্যনেন তদ্ভাবোদ্দীপনমপি নাদৃতম্। অথ শ্রবণাদিত্যাদৌ দর্শনান্ময়ি ভাব ইত্যনেন যন্নিজসৌন্দর্য্যবলং দর্শিতং তত্রাহুঃ বীক্ষ্যেতি। অত্রাপ্যন্ত্যশ্চশব্দঃ কাক্বাম্। পূর্ব্বস্ত্ত তত্ত-

---

রমণীকে ভূষিত করিতে পার নাই। এই হেতু তোমার দৃষ্টিজাত কামসন্তপ্তা রমণীর কথা যে আমরা বলিয়াছি, বাস্তবিক তেমন কোন রমণী নাই, উহা কল্পনা মাত্র। এই শ্লোকে অন্যভাবে (জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃন্দাবনের শোভা দর্শনার্থ) আগমন সূচনা করিয়া "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং" ইত্যাদি বাক্যে সূচিত শ্রীকৃষ্ণের ভাবোদ্দীপনেরও তাঁহারা আদর করেন নাই। ৩৫

শ্রবণাদ্দর্শনাৎ ইত্যাদি শ্লোকে "আমার দর্শনে ভাবোৎপন্ন হয়" একথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নিজ সৌন্দর্য্য-বল দেখাইয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং (৮) ইত্যাদি। এই শ্লোকে যে দুইটী

হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার উপাসনা করিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তীব্রকামসন্তপ্তা হইয়াছি, হে পুরুষ-ভূষণ! আমাদিগকে দাস্য দান করুন। ৩৫

(৮) বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি—
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০।২৯।৩৬

আপনার অলকাবৃত মুখ, কুণ্ডল-শোভায় শোভিত গণ্ডস্থল, সুধাময় অধর, সহাস-দৃষ্টি, অভয়প্রদ করযুগল, লক্ষ্মীর একমাত্র রতিজনক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা আপনার দাসী হইয়াছি।

ভুক্তসমুচ্চয়ে। এতদপি এতচ্চাপি বিলোক্য দাস্যো ভবাম অপি তু ন সর্বথৈব ইত্যর্থঃ। ননু যদ্যেবং দৃঢ়ব্রতা ভবথ তর্হি কথমিহৈব সর্বাং রাত্রিং ন তিষ্ঠথেত্যাশঙ্ক্য পুনঃ সশঙ্কমাহুঃ কা স্ত্র্যঙ্গ তে ইতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি অঙ্গ হে কলপদায়ত-বেণুগীত হে সম্মোহিত সম্মোহনাখ্যকামবাণমোহিত। ত্রৈলোক্যাম্ এষা কা স্ত্রী যা তে ত্বত্তঃ সকাশাৎ আর্য্যচরিতাৎ সদাচারাদ্ধেতোরপি ন চলেৎ। অস্তু স্মাকং পরমসাধুমর্য্যাদাব্রতানাং দূরতো

"চ" শব্দ আছে (দত্তাভয়ং + চ, রমণং + চ) তন্মধ্যে শেষের "চ" কাকা (নিষেধ-ব্যঞ্জক)। পূর্ব্বের "চ" শ্রীকৃষ্ণের মুখাদির যে বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকলের সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য—[তোমার অলকাবৃত মুখ, কুণ্ডল-শোভিত গণ্ড, সুধাময় অধর, সহাস্যাবলোকন, অভয়দ ভুজদণ্ডযুগল] ইহার একটী—কেবল একটী নহে, সবগুলি দেখিয়াও কি আমরা তোমার দাসী হইব ? কখনই না। ৩৬

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, তোমরা যদি এমনি দৃঢ়ব্রতা হও, তাহা হইলে সমগ্র রজনী কেন এস্থানে অবস্থান করিবেনা ? এই আশঙ্কায় বলিলেন, কাস্ত্র্যঙ্গ তে ইত্যাদি। (৯) তাহার মর্ম্ম—হে অঙ্গ ! * হে কলপদায়ত বেণুগীত ! হে সম্মোহিত—হে সম্মোহন নামক কামবাণে মোহিত। পরম সাধুব্রত-ধারিণী আমাদের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন স্ত্রী আছে, যে তোমার নিকট হইতে আর্য্যচরিত হেতু বিচলিতা না হয় ? অর্থাৎ তোমার মত কামুকের কাছে থাকিলে সদাচার—পবিত্রতা নষ্ট হইবে ভাবিয়া ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই ভয়ে

(৯) শ্লোকানুবাদ ৩৩০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

* অঙ্গ—সম্বোধন।

বার্ত্তা। তদেবং ততশ্চলনে হেতুং সংবোধনদ্বয়েন গুণগতং ভাবগতং চ ত্বদীয়ং দোষমুক্ত্বা রূপগতঞ্চাহুঃ ত্রৈলোক্যেতি। তথা আর্য্যচরিতাদেব হেতোরিদঞ্চ রূপং বিলোক্য কা ন চলেৎ। যৎ যস্মাৎ গোদ্বিজেতি। সুন্দরীণাং সুন্দরপরপুরুষনিকট-স্থিতির্হি বাঢ়ং লোকবিগানায় স্যাদিতি। রজন্যেষেত্যাদৌ ইহ বীরস্থ মম সন্নিধৌস্থেয়মিত্যত্র বলাৎকারমপ্যাশঙ্ক্য সস্তুতিকমিব প্রার্থয়ন্তে ব্যক্তং ভবানিতি। যস্মাৎ ঈদৃশো জাতস্তস্মাৎ হে

অস্থির হয়; আমাদের মত সাধুশীলা রমণীর ত কথাই নাই। এইরূপে আর্য্যচরিত হইতে বিচলনের হেতুভূত তদীয় গুণগত ও ভাবগত দোষ দুইটী সম্বোধনে উল্লেখ করিয়া, রূপগত দোষ ত্রৈলোক্য সৌভগ ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমার গুণ ও ভাব যেমন নারীগণে সদাচার ভ্রংশনের হেতু, তোমার রূপও তেমন তাহাদের সদাচার ধ্বংসের কারণ। তোমার যে রূপ দেখিয়া, গো, পক্ষী ও বৃক্ষ পুলকিত হয়, সে রূপ দেখিয়া আর্য্যচরিত হেতু—সদাচার নষ্ট হইবে শঙ্কায় কোন্ রমণী বিচলিতা না হয়? অর্থাৎ সকলেই হইয়া থাকে। কেননা, সুন্দরীগণের সুন্দর পুরুষের নিকট অবস্থান, অত্যন্ত লোক-নিন্দার বিষয় হইয়া থাকে। ৩৭

রজন্যেষা ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—"এস্থলে বীর আমার নিকট থাকাই তোমাদের উচিত।" ইহাতে বলাৎকার আশঙ্কা করিয়া যেন স্তুতি-সহকারে প্রার্থনা করিলেন, ব্যক্তভবান্ ইত্যাদি (১০)। —যখন তুমি ব্রজজনের ভয়হারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ,

---

(১০) ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেব যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষুচ শিরঃসুচ কিঙ্করীণাং॥

[পরপৃষ্ঠা]

আর্ত্তবন্ধো ধর্ম্মচ্যুতিভয়তোঽপি ব্রজজনাংস্ত্রায়মাণ কিঙ্করীনাং গৃহদাসীনামপি ভবদ্দর্শনজাতকামতপ্তেষ্বপি স্তনেষু করপঙ্কজং নো নিধেহি নার্পয়। অস্তু তাবৎ স্তনানাং বার্ত্তা। তাসাং শিরঃস্থ মা নিধেহি। তদেবং সতি মাদৃশীনাস্তু সৎকুলজাতানাং পরমসতীনাং তত্তদ্বার্ত্তাং মনসাপি ন নিধেহীতি ভাবঃ। তদেবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রার্থনাপ্রত্যাখ্যানরূপোঽর্থো ব্যাখ্যাতঃ। স্বয়ম্ আদৃত্য বিশেষেণ প্রার্থনারূপো ব্যঙ্গেঽর্থশ্চ প্রায়ঃ প্রসিদ্ধ এব। তত্র ধর্ম্মাশাস্ত্রো-পদেশবলেন যৎ পত্যাদীনামনুবৃত্তের্নিত্যত্বং শ্রীভগবতা স্থাপিতং

তখন হে আর্ত্তবন্ধো! ধর্ম্মচ্যুতি-ভয় হইতেও ব্রজজনগণের ত্রাণকারী তুমি, কিঙ্করী—গৃহদাসীগণের তোমার দর্শন হেতু কামতপ্ত স্তনের উপর নিজ করকমল অর্পণ করিও না। [তাহা করিলে ব্রজজনের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে।] তাহাদের স্তনের কথা দূরে থাকুক, মস্তকেও তুমি হস্তার্পণ করিওনা) এইরূপ ব্যবহারই যখন তোমার সঙ্গত হইতেছে, তখন আমাদের মত সৎকুল-জাতা পরম সতীগণ-সম্বন্ধে সে কথা মনেও স্থান দিও না—ইহাই তাঁহাদের কথার মর্ম্ম।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীব্রজদেবীগণ তাঁহার প্রার্থনার প্রতি আদর প্রকাশ করিয়া, নিজেরা বিশেষভাবে প্রার্থনারূপ যে অর্থ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে *। শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ-বলে তিনি যে পত্যাদির

দেব নারায়ণ যেরূপ দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত অদিতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ ব্রজ-ভয়ার্ত্তি-হারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই হেতু হে আর্ত্তবন্ধো! কিঙ্করীগণের তপ্তস্তনে ও মস্তকে আপনার কর-কমল অর্পণ করুন। ১০।২৯।৩৮

* শ্লোকানুবাদে সেই অর্থ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানশাস্ত্রমালম্ব্য তন্নিরাকর্ত্তুং প্রতিভাবচনেনৈব তস্য পরমাত্মত্বং কল্পয়ন্ত্যঃ সর্বোপদেশানাং তদনুগতাবেব তাৎপর্য্যং স্থাপয়ন্তি যৎ পত্যপত্যেতি। এতৎ স্বধর্ম্মোপদেশবাক্যং সর্বোপদেশ-বাক্যানাং তাৎপর্য্যাস্পদে ত্বয্যেবাস্তু ত্বদ্ভজন এব পর্য্যবস্যত্বিত্যর্থঃ। কথমহং তদাস্পদং তত্রাহুঃ ত্বম্ আত্মা পরমাত্মেতি। ততস্তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীত্যাদিশাস্ত্রবলেন ত্বমেব তস্য পদমিত্যর্থঃ। অথ মম পরমাত্মত্বমপি কুতস্তত্র সপ্রতিভমাহুঃ কিল প্রসিদ্ধৌ, তনুভৃতাং প্রেষ্ঠঃ নিরুপাধিপ্রেমাস্পদং বন্ধুর্নিরু-পাধিহিতকারী চ ভবানিতি। তচ্চ দ্বয়ং পরমাত্মলক্ষণত্বেন আত্ম-

---

অনুবৃত্তির নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীব্রজদেবীগণ জ্ঞানশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা নিরসন করিবার জন্য সপ্রতিভ বাক্যে তাঁহার পরমাত্মত্ব কল্পনা করিয়া, সমস্ত উপদেশের শ্রীকৃষ্ণানুগতিতেই তাৎপর্য্য স্থাপন করিয়াছেন—যৎপত্যপত্য ইত্যাদি শ্লোকে (১১)।

এই যে তোমার স্বধর্ম্মোপদেশ বাক্য, তাহা সর্ব্বোপদেশ বাক্য-সমূহের তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত তোমাতেই থাকুক—তোমার ভজনেই পর্য্যবসিত হউক। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, আমি কিরূপে তেমন হইলাম? তাহাতে বলিলেন, তুমি আত্মা—পরমাত্মা। "ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা অবগত হয়েন," (বৃহদারণ্যক)—এই শ্রুতি-প্রমাণে তোমাতেই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, আমার পরমাত্মত্ব কোথায়? সপ্রতিভ ভাবে তাহার উত্তরে বলিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ আছে; তুমি দেহধারিগণের প্রেষ্ঠ—নিরুপাধি প্রেমাস্পদ এবং বন্ধু—নিরুপাধি হিতকারী। তোমার প্রেষ্ঠত্ব ও বন্ধুত্ব পরমাত্মত্বনিবন্ধন "আত্মার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত

---

(১১) এই অনুচ্ছেদে শ্রীব্রজদেবীগণের উক্তি ২য় শ্লোক, পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

নস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাদিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ ত্বমেব পরমাত্মেতি সিদ্ধম্। তস্মাত্ত্বদুপাসনোন্মুখানামস্মাকং ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেতি বলবত্তরজ্ঞানশাস্ত্রো-পদেশেন স্বধর্ম্মপরিত্যাগেঽপি ন দোষ ইতি ভাবঃ। তাসাং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানঞ্চ তন্মাধুর্য্যানুভবাতিশয়েনোদেতুং ন শক্নোতীতি পূর্বমেব দর্শিতম্। তত্র চ বিশেষতঃ সদাচারং প্রমাণয়ন্তি কুর্বন্তি হীতি। কুশলাঃ সারাসারবিদ্বাংসঃ সন্তঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। বিশেষত ইত্যর্থঃ। স্ব আত্মনি পরমাত্মনীতি পূর্বাভিপ্রায়েণ। স্বে আত্মনি অন্তঃকরণে নিত্যপ্রিয়ত্বেনানু-ভূয়মানো যস্ত্বং তস্মিংস্ত্বয়ীত্যর্থঃ ইত্যভিপ্রায়েণ বা। যস্মাত্ত্বে

সকলই প্রিয়।" (বৃঃ আঃ ৪।২।৫)—এই জ্ঞান শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং তুমি যে পরমাত্মা, ইহা স্থির হইল। "ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে। নিত্যবস্তু (ভগবল্লোক) কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না," (মুণ্ডক, ২।১২)—এই বলবত্তর জ্ঞান-শাস্ত্রোপদেশ-বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ দোষের বিষয় নহে। শ্রীব্রজদেবীগণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যজ্ঞান প্রচুর থাকায়, তাঁহাদের নিকট তদীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে (স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে) সদাচার প্রমাণ দিতেছেন—কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি। কুশল—সারাসার জ্ঞানী সাধুগণ তোমাতে বিশেষরূপে রতি করিয়া থাকেন। [কিদৃশ তোমাতে রতি করেন, তাহা বলিলেন] স্ব-আত্মায়—পরমাত্মায় অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানে তোমাতে সাধুগণ রতি করেন। অথবা স্বীয় আত্মায়—অন্তঃকরণে নিত্য প্রিয়রূপে যে তুমি অনুভূত হইয়া থাক, সেই তোমাতে প্রীতি করেন, এই অভিপ্রায়েও সে কথা বলিতে পারেন। যে কারণে এবম্ভূত

চৈবংভূতে ত্বয্যেব রতিং কুর্বন্তি ন তু ধর্ম্মাদৌ তদ্ধেতৌ গৃহাদৌ বা। তস্মাদস্মাকং পত্যাদিভিঃ কিম্। যর্হ্যম্বুজাক্ষেত্যাদিষু রমাদিশব্দাঃ শ্রীর্যৎপদাম্বুজেত্যাদিবদেব ব্যাখ্যেয়াঃ। ইতি বাচিকানুভাবেষু সংলাপব্যাখ্যা ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৩২ ॥

সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ। স যথা—হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে ॥ ৩৩৩ ॥

তোমাতে তাঁহারা রতি করেন, ধর্ম্মাদি বা ধর্ম্মাদি-সাধন-গৃহাদিতে রতি করেন না, সেই কারণে আমাদেরও পত্যাদি দ্বারা কি প্রয়োজন? অর্থাৎ পরমাত্মা বা নিত্যপ্রিয় বলিয়া সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণে রতি করেন, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুতে পরমাত্মত্ব বা নিত্যপ্রিয়ত্ব নাই বলিয়া তাঁহারা সে সকলে রতি করেন না। যে কারণে সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণে রতি করেন, শ্রীব্রজদেবীগণও সেই কারণে তাঁহাতে রতি করিয়াছেন; যে কারণে সাধুগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে রতি নাই, সেই কারণে তাঁহাদের পত্যাদিতে রতি নাই, তাঁহারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ইত্যাদি শ্লোকে যে রমাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার শ্রীর্যৎ পদাম্বুজ ইত্যাদি শ্লোকের মত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বাচিকানুভাবসকল মধ্যে সংলাপ ব্যাখ্যাত হইল ॥৩৩২॥

বিদেশগতজনের নিজ বার্ত্তা প্রেরণকে সন্দেশ বলে। যথা—[শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন—] "হে কৃষ্ণ! হে ব্রজনাথ! হে রমানাথ! হে আর্ত্তিনাশন! হে গোবিন্দ! দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন গোকুলকে উদ্ধার কর।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৩৩৩।

অন্যার্থকথনং যত্তু সোঽপদেশ ইতীর্য্যতে। স যথা—নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা ইত্যাদি জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়মিত্যন্তম্ ॥ ৩৩৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীগোপ্য উদ্ধবম্ ॥ ৩৩৪ ॥

যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে। স যথা শ্রীবলদেবাগমনে—কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাং পরাঃ। যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥ ৩৩৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬৫ ॥ তাঃ ॥ ৩৩৫ ॥

ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তির্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে। স যথা—কৃষ্ণং নিরীক্ষ্যেত্যাদৌ দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ইত্যাদি ॥ ৩৩৬ ॥

অন্যরূপ কথন দ্বারা বক্তব্য বিষয় বর্ণনকে অপদেশ বলে। [শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির প্রতি দোষারোপ করিয়া উদ্ধবের নিকট বলিলেন—] "গণিকারা নির্ধন পুরুষকে * * * উপপতিগণ উপভোগান্তে অনুরক্তা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করে।"

শ্রীভা, ১০।৪৭।৬—৭॥৩৩৪॥

শিক্ষার্থক বাক্যকে উপদেশ বলে। শ্রীবলদেব দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে [আক্ষেপপূর্ব্বক] কোন গোপী বলিলেন—"হে গোপীগণ! কৃষ্ণের কথায় আমাদের কি হইবে? এখন অন্য কথা বল। আমাদিগকে ছাড়িয়া যদি তাঁহার কালাতিবাহিত হইতে পারে, তবে আমরাও তাঁহাকে ছাড়িয়া কাল যাপন করিতে পারিব।" শ্রীভা, ১০।৬৫।৯॥৩৩৫॥

ছলে নিজ অভিলাষ প্রকাশ করার নাম ব্যপদেশ। যথা—[পূর্ব্বানুরাগে বেণুগীত বর্ণনে শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন—] "কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া * * * * রথারোহণে গমনকারিণী দেবীগণ কামে

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২১ ॥ তাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এবং প্রলাপানুলাপাপলাপাতিদেশনির্দেশা অপি পঞ্চ বাচিকেষু জ্ঞেয়াঃ। ইত্যনুভাবাঃ। অথ ব্যভিচারিণঃ তত্র নির্বেদঃ সাবমানে স্যাৎ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা ইতি ॥৩৩৭॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৭ ॥ তাঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অনুতাপো বিষাদকঃ। অক্ষণ্বতাং ফলমিদমিত্যাদৌ দৃশ্যঃ ॥ ৩৩৮ ॥

দৈন্যমৌর্জিত্যরাহিত্যে। তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দনেত্যাদি ॥ ৩৩৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ তাঃ ॥ ৩৩৯ ॥

মোহিতা হইয়াছিলেন।" [এ স্থলে নিজেদের তাদৃশ মোহ-বর্ণনই অভিপ্রেত।] শ্রীভা, ১০।২১।১২॥৩৩৬॥

এই প্রকার প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, অতিদেশ ও নির্দ্দেশ-ভেদে আরও পঞ্চবিধ বাচিক অনুভাব আছে। এই পর্য্যন্ত অনুভাব বর্ণিত হইল।

অনন্তর ব্যভিচারিভাব-সকল কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে নিজ অপমানে নির্ব্বেদ উদিত হয়। যথা, শ্রীব্রজদেবীগণ আক্ষেপ করিয়া শ্রীউদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—"লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট আমরা কে ?"

শ্রীভা, ১০।৪৭।১৩॥৩৩৭॥

অনুতাপের নাম বিষাদ। অক্ষণ্বতাং ফলমিদং (১) ইত্যাদি শ্লোকে বিষাদ দেখা যায় ॥৩৩৮॥

তেজস্বিতার অভাব দৈন্য। যথা—তন্ন প্রসীদ ইত্যাদি (২) ॥৩৩৯॥

---

(১) ৩৭২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ৩৩২ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় শ্লোকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

উল্লাসে বিবেকশমনো মদঃ। তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়া ইত্যাদি ॥ ৩৪০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৪০ ॥

অন্যস্য হেলনে গর্বঃ। তস্যাঃস্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টা ইত্যাদি ॥ ৩৪১ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ৩৪১ ॥

শঙ্কা স্বানিষ্টতর্কিতে। অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতমিত্যাদি ॥ ৩৪২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫৩ ॥ সা ॥ ৩৪২ ॥

ত্রাসো ভিয়া মনঃক্ষোভে। ক্রোশন্তং রামকৃষ্ণেতি বিলোক্য-

উল্লাসে বিবেক নষ্ট হওয়ার নাম মদ। যথা—তদঙ্গসঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়া ইত্যাদি (১) ॥৩৪০॥

অন্যকে অবহেলা করার নাম গর্ব্ব। যথা,—শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"হে অচ্যুত! হে শত্রুদমন! হরবিরিঞ্চি-সভায় গীয়মান তোমার কথা যে রমণী শ্রবণ করে নাই, তুমি যে সকল রাজার কথা বলিলে—যাহারা স্ত্রীদিগের গৃহে গর্দ্দভ, অশ্ব, বিড়াল বা ভৃত্যের মত থাকে—তাহারা সেই রমণীগণের পতি হয়।" ॥৩৪১॥

নিজ অনিষ্ট চিন্তার নাম শঙ্কা। যথা, [শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরিত বিপ্রের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া রুক্মিণীর বিতর্ক—] "অনিন্দিতাত্মা (যাঁহার চিত্তে কাঠিন্যাদি দোষ নাই, সেই) শ্রীকৃষ্ণ আগমনে উদ্যত হইয়াও আমার প্রতি কোন কারণে ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিবেন না।" শ্রীভা, ১০।৫৩।১৮॥৩৪২॥

ভয়ে মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইলে, তাহার নাম ত্রাস। যথা,—"শঙ্খচূড় আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, শ্রীব্রজসুন্দরীগণ—হে

---

(১) ৩১৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

স্বপরিগ্রহমিতি ॥ ৩৪৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৪৩ ॥

আবেগশ্চিত্তসম্ভ্রমে। দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদিত্যাদি। ৩৪৪॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ সঃ ॥ ৩৪৪ ॥

উন্মাদো হৃদয়ভ্রান্তী। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা ইত্যাদি ॥ ৩৪৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ সঃ ॥ ৩৪৫ ॥

অপস্মারো মনোলয়ে। ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥ ৩৪৬ ॥

রাম! হে কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩৪।১৯।৩৪৩॥

চিত্ত-সম্ভ্রম ঘটনের নাম আবেগ। যথা,—"কোন গোপী দুগ্ধ দো[illegible] করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে দোহন ত্যাগ-পূর্ব্বক অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তিনি গমন করিলেন।" ইত্যাদি

শ্রীভা, ১০।২৯।৫॥৩৪৪॥

হৃদয়-ভ্রান্তিতে উন্মাদ ব্যভিচারী ঘটে। যথা,—[রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর] "বিরহিণী গোপীগণ সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীভা, ১০।৩০।৫॥৩৪৫॥

মনোলয়ে অপস্মার উপস্থিত হয়। শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"গোপীগণের প্রিয়সকলের মধ্যে প্রিয়তম আমি দূরে গমন করিলে, তাহারা আমাকে স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহারা বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় বিহ্বল আছে।"

শ্রীভা, ১০।৪৬।৪॥৩৪৬॥

ব্যাধিস্তৎপ্রভবে ভাবে। ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চনেতি ॥ ৩৪৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৬ ॥ শ্রীভগবানুদ্ধবম্ ॥ ৩৪৭ ॥

মোহো হৃন্মূঢ়তাত্মনি। নিজপাদাব্জদলৈরিত্যাদৌ কুজগতিং গমিতা ইত্যাদি ॥ ৩৪৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৪৮ ॥

প্রাণত্যাগে মৃতিঃ সাস্মিন্নসিদ্ধবপুষাং রতৌ। অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদিত্যাদৌ কৃষ্ণসন্দর্ভে ব্যাখ্যাতা। অন্যত্র কৃষ্ণকৃত্যেভ্যো বলিনঃ ক্লেশশঙ্কয়া। আলস্যমচিকীর্ষায়াং কৃত্রিমং তেষু চোজ্জ্বলে।

মনোলয়জনিত অবস্থাবিশেষ ব্যাধি। যথা,—তৎপর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "গোপীগণ অতি কষ্টে কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিতেছে।" শ্রীভা, ১০।৪৬।৫।৩৪৭॥

হৃদয়ের মূঢ়তা অর্থাৎ বোধশূন্যতা উপস্থিত হওয়ার নাম মোহ। যথা,—নিজ পাদাব্জদল ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন—[শ্রীকৃষ্ণের সবিলাস দৃষ্টিদ্বারা অর্পিত কন্দর্পবেগে এবং বংশীধ্বনি শ্রবণে] "আমরা বৃক্ষসকলের অবস্থা প্রাপ্ত হই।" ১০ ৩৫।৯।৩৪৮॥

প্রাণ ত্যাগের নাম মৃতি। উজ্জ্বলরসে অসিদ্ধদেহাগণের রতি-অবস্থায় তাহা উপস্থিত হইয়া থাকে। রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিবার পর কতিপয় গোপী গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না, তাঁহারা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে গুণময় দেহ ত্যাগ করেন। এই ব্যাপারঘটিত গোপীগণের গুণময় দেহ-ত্যাগ-মীমাংসা-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে অসিদ্ধদেহাগণের রতি-অবস্থায় মৃতি-নামক ব্যভিচারী ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কৃষ্ণবিষয়ক কার্য্য ছাড়া অন্যত্র অত্যন্ত ক্লেশ-শঙ্কায় আলস্য সম্ভব

তত্র কৃষ্ণকৃত্যেভ্যোঽন্যত্র তদ্‌যথা। তদঙ্গসঙ্গেত্যাদৌ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা। নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয় ইতি ॥ ৩৪৯ ॥

অত্রাঞ্জঃ সুখেন ন সমর্থা ইতি তাদৃশেঽপি কৃত্যে ক্লেশশঙ্কাং নিগময়তি ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অথোজ্জ্বলে কৃষ্ণসহিতবিহারকৃত্যেষু চ কৃত্রিমং তদ্‌যথা—ন পারয়েঽহং চলিতুমিত্যাদি ॥ ৩৫০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ শ্রীরাধা ॥ ৩৫০ ॥

জাড্যমপ্রতিপত্তৌ স্যাৎ। তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী কৃষ্ণমানসা। অপশ্যতী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ৩৫১ ॥

হয়। উজ্জ্বলরসে কৃষ্ণকার্য্যসমূহে আলস্য কৃত্রিম। কৃষ্ণকার্য্য ছাড়া অন্যত্র আলস্য যথা,—"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে অত্যন্ত হর্ষবশতঃ ব্রজরমণীগণের ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইল। কেশ, পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র শিথিল হইয়া গেলেও তাঁহারা অনায়াসে পূর্ব্ববৎ ধারণ করিতে পারিলেন না।" শ্রীভা, ১০।৩৩।১৮॥৩৪৯॥

অনায়াসে—সুখে পারিলেন না বলায়, তাদৃশ কার্য্যেও তাঁহাদের ক্লেশ-শঙ্কা জানাইতেছেন। [ইহাই আলস্য।] ৩৪৯॥

উজ্জ্বলরসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকার্য্যে আলস্য কৃত্রিম। যথা,—[রাস হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হত হওয়ার পর, কিছুক্ষণ তিনি কৃষ্ণের সহিত বিহার করিলেন, তারপর বলিলেন,] "আমি আর চলিতে পারি না" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩০।৩১—এ স্থলে যে আলস্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা কৃত্রিম ॥৩৫০॥

বিচারশূন্যতাই জাড্য। যথা,—শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্পূর্ণরূপে জানিয়া, শ্রীরুক্মিণী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন, [যে ব্রাহ্মণকে

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ॥

ব্রীড়েত্যাহুরধৃষ্টতাম্। পত্ত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা। সব্রীড়মৈক্ষত্তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৩৫২ ॥

ইদং ভাবসাঙ্কর্য্যেঽপ্যুদাহার্য্যম্ ॥ ১০ ॥ ৫৪ ॥ সঃ ॥৩৫২॥

অবহিত্থাকারগুপ্তৌ। সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনমিত্যাদি ॥ ৩৫৩ ॥

সভাজনাদিনা কোপাচ্ছাদনম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ সঃ ॥ ৩৫৩ ॥

স্মৃতিঃ প্রাগ্জ্ঞাতচিন্তনে। তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভির্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে ইত্যাদৌ দর্শিতা।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সেই] ব্রাহ্মণকে প্রিয়বস্তু কি দিবেন দেখিতে পাইলেন না অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দানও ইহাতে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া প্রণাম করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৫৩।২৫

অধৃষ্টতাকে ব্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা বলে। যথা,—"সুমধ্যমা রুক্মিণী স্বীয় পতির সৈন্যগণকে শর-বর্ষণে আচ্ছন্ন দেখিয়া, ভীতি-ব্যাকুল-নয়নে অথচ সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন!" শ্রীভা, ১০।৫৪।৪

এই শ্লোক ভাবসাঙ্কর্য্যের অর্থাৎ ভয় ও লজ্জা—দুই ভাব সম্মিলনেরও দৃষ্টান্ত ॥৩৫১॥

আকার গোপনের নাম অবহিত্থা। যথা,—"শ্রীব্রজদেবীগণ অনঙ্গোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিয়া" ইত্যাদি।

রাস-নৃত্য হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের কোপ জন্মিয়াছিল; সম্মাননাদি দ্বারা সেই কোপাচ্ছাদন করিয়াছিলেন ॥৩৫২॥

পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের চিন্তা করার নাম স্মৃতি। যথা,—শ্রীব্রজদেবীগণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—"কুমুদ, কুন্দ ও চন্দ্রকিরণে

ঊহো বিতর্ক ইত্যুক্তঃ। ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্রেত্যাদি ॥ ৩৫৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৫৪ ॥

ধ্যানং চিন্তেতি ভণ্যতে। কৃত্বা মুখান্যবশুচ ইত্যাদি ॥ ৩৫৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৫৫ ॥

রমণীয় বৃন্দাবনে নূপুরধ্বনিতে শব্দায়মান রাস-সভায় প্রিয়বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল রজনীতে বিহার করিয়াছেন, সে সকল রজনী কি কখনও স্মরণ করেন ? সে সময় আমরা তাঁহার মনোজ্ঞ কথা-সকলের স্তব করিয়াছিলাম।" শ্রী ভা, ১০।৪৭।৩৯

ঊহ (বস্তুর তত্ত্বনির্ণায়ক বিচার) কে বিতর্ক বলে। যথা,—রাস হইতে অন্তর্হ্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীগোপীগণ কতক্ষণ তাঁহার পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিতেছিলেন, তারপর কেবল শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে লইয়া অন্তর্হ্ত হইয়াছেন, এ স্থলে তাঁহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। বোধ হয় তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর সুকোমল পদতল খিন্ন হইতেছে দেখিয়া প্রিয়তম তাঁহাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছেন।"

শ্রী ভা, ১০।৩০।২৬॥৩৫৪

ধ্যানকে চিন্তা-নামক সঞ্চারী বলা হয়। যথা,—রাস-রজনীতে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে, "শ্রীব্রজসুন্দরীগণের গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইল। শোকজাত উষ্ণ নিশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইল। তাঁহারা মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখী হইয়া, চরণ দ্বারা ভূমি লেখন করিতে লাগিলেন। কজ্জলযুক্ত অশ্রুজলে তাঁহাদের কুচকুঙ্কুম ধৌত হইতে লাগিল। শ্রী ভা, ১০।২৯।২৬॥৩৫৫॥

মতিঃ স্যাদর্থনির্দ্ধারে। ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসীতি ॥ ৩৫৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ৩৫৬ ॥

ঔৎসুক্যং সময়াক্ষমা। নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনমিত্যাদি ॥ ৩৫৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৫৭ ॥

ঔগ্র্যং চান্যে কৃত্রিমং ক্বাপি। যথা ক্রূরস্ত্বমক্রূর ইত্যাদৌ। তচ্চ ক্বাপি কৃত্রিমং যথা—দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ইতি ॥ ৩৫৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীব্রজকুমার্য্যঃ ॥ ৩৫৮ ॥

অর্থ-নির্দ্ধারণের নাম মতি। যথা,—শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "গর্ব্বাদি-রহিত মুনিগণ আপনার কার্য্য কীর্ত্তন করেন, আপনি সর্ব্বমূল-স্বরূপ এবং ভজনকারিগণকে আত্মদান করেন; এইজন্য আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

শ্রীভা, ১০।৬০।৩৭ ॥ ৩৫৬ ॥

কাল-বিলম্বে অসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য। যথা,—"রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প-বৃদ্ধিকারী বেণুগান শ্রবণে ব্রজরমণীগণ অন্যের চেষ্টার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, যেখানে কান্ত শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তথায় আসিলেন।" শ্রীভা, ১০।২৯।৪॥৩৫৭॥

উজ্জ্বলরসে অন্যের প্রতিই উগ্রতা (ক্রোধ) প্রকাশ পায়। কোনস্থলে (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা সখীর প্রতি যে উগ্রতা) তাহা কৃত্রিম। যথা, শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন—"অক্রূর! তুমি ক্রূর" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৩৯।১৯

কুত্রাপি কৃত্রিম উগ্রতা, যথা— বস্ত্র-হরণোপলক্ষে শ্রীব্রজদেবীগণ

অমর্ষস্ত্বসহিষ্ণুতা। পতিসুতান্বয়েত্যাদৌ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশীতি ॥ ৩৫৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩১ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অসূয়ান্যোদয়দ্বেষে। তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভমিত্যাদৌ। চাপলং চিত্তলাঘবে। শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহন ইত্যাদৌ মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কামিতি ॥ ৩৬০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৫২ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ৩৬০ ॥

বলিয়াছেন—" হে ধর্ম্মজ্ঞ! বস্ত্রসকল দাও, নচেৎ আমরা রাজাকে বলিব।" শ্রীভা, ১০।২২।১১ ॥ ৩৫৮ ॥

অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। যথা,—গোপীগীতে শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পতি-সুতান্বয় ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন, "রাত্রিকালে কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীগণকে ত্যাগ করে?"

শ্রীভা, ১০।৩১।১৬ ॥ ৩৫৯ ॥

অন্যের উৎকর্ষের প্রতি দ্বেষের নাম অসূয়া। যথা রাস-রজনীতে [অন্তর্হৃত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিয়া কোন গোপী কহিলেন,] "তাঁহার (শ্রীরাধার) এই পদচিহ্নসকল আমাদের দুঃখ উপস্থিত করিয়াছে।" শ্রীভা, ১০।৩০।২৬

চিত্তের লাঘব অর্থাৎ গাম্ভীর্য্যের অভাবকে চাপল বলে। যথা,—শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে শ্বোভাবিনি ইত্যাদি শ্লোকে লিখিয়াছেন, "তুমি বীর্য্যস্বরূপ শুল্ক দ্বারা রাক্ষস বিধিতে (হরণ করিয়া) আমাকে বিবাহ কর।" শ্রীভা, ১০।৫২।৩৩॥৩৬০॥

চেতোনিমীলনং নিদ্রা। এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে অশ্রুকুলাকুলে ॥ ৩৬১ ॥

স্বপ্নঃ সুপ্তিরিতীর্য্যতে। এষ চ ঊষাদৃষ্টান্তেনানুমেয়ঃ।
বোধো নিদ্রাদিবিচ্ছেদ ইতি ত্রিংশত্রয়াধিকা। ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে ইত্যনন্তরম্ এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ।
বাম উরুভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ৩৬২ ॥

চিত্তের নিমীলনের অর্থাৎ বাহ্য-চেষ্টার অভাবের নাম নিদ্রা। যথা—"গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্তা তরুণী রুক্মিণী এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দাগমনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই মনে করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৫৩।২০॥৩৬১॥

স্বপ্নকে সুপ্তি বলে। ঊষার দৃষ্টান্তদ্বারা (১) স্বপ্ন নামক ব্যভিচারী অনুমান করা যায়।

নিদ্রাদি বিচ্ছেদের নাম বোধ। এই তেত্রিশ ব্যভিচারী বর্ণিত হইল। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে (১০।৫৩।২০) শ্রীরুক্মিণীদেবীর নিদ্রা-নামক ব্যভিচারী বর্ণনের পর, শ্রীশুকদেব তাঁহার বোধ বর্ণন করিয়াছেন। যথা, "হে রাজন্! এই প্রকারে গোবিন্দাগমন প্রতীক্ষা-কারিণী রুক্মিণীর প্রিয়সমাগম সূচক বাম উরু, ভুজ ও নেত্র স্ফূরিত হইতে লাগিল।" শ্রীভা, ১০।৫৩।২১॥৩৬২॥

---

(১) শ্রীভা, ১০।৬২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বাণরাজ-নন্দিনী ঊষা শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হয়েন এবং সখী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন।

তেন স্ফুরণেন জজাগারেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥৫৭॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৬২॥

অথ কান্তভাবঃ স্থায়ী। তস্য চ হেতুদ্বয়ম্। শ্রীকৃষ্ণস্বভাবো বামাবিশেষস্বভাবশ্চেতি। প্রথমো যথা—কান্যং শ্রয়ীত তবপাদ-সরোজগন্ধমাঘ্রায়েত্যাদিষু ॥ ৩৬৩ ॥

উত্তরো যথা—নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন। অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ। ব্যূঢ়ায়া অপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবমিতি ॥ ৩৬৪ ॥

যদ্ভবতোক্তম্ অথাত্মনোঽনুরূপমিত্যাদিকং তত্তব বাক্যং

সেই স্ফূরণ দ্বারা রুক্মিণীর জাগরণ বুঝাইতেছে ॥৩৬২॥

উজ্জ্বলরসে কান্তভাব স্থায়ী। তাহার হেতু দ্বিবিধ—শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব ও রমণীবিশেষের স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব যথা,—শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁহাকে বলিয়াছেন,—"তোমার চরণকমলের আঘ্রাণ করিবার পর, কোন্ রমণী অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে? অর্থাৎ কেবল তোমাকেই আশ্রয় করে, অন্য কাহাকেও নহে" ইত্যাদি।

শ্রীভা, ১০।৬০।৪০॥৩৬৩॥

রমণীবিশেষের স্বভাব যথা,—[শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি তোমার যোগ্য নহি। নিজানুরূপ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজন কর। তাহার উত্তরে দেবী বলিলেন—] "হে মধুসূদন! তোমার বাক্য মিথ্যা মনে করি না, অম্বার মত প্রায় কন্যারই এক পুরুষে রতি হইয়া থাকে; অসতী স্ত্রী পরিণীতা হইয়াও নব নব পুরুষকে অভিলাষ করে।"

শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫—৪৬॥৩৬৪॥

শ্লোকার্থ :—শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনি নিজানুরূপ

স্ত্রীজাতৌ প্রায়ো নানৃতং মন্যে। যত অম্বায়া যথা ক্বচিদেকত্র সাল্ব এব রতির্জাতা তথান্যস্যাঃ কন্যায়া একত্র রতিঃ প্রায় এব স্যাৎ। ন তু নিয়মেন। কিঞ্চ ব্যূঢ়ায়া অপীতি। যদ্বা কন্যায়া অপি ক্বচিদেকত্র রতিঃ স্যাৎ। প্রায় ইতি সাধ্ব্যা এবেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ অম্বায়া ইবেতি। পুংশ্চল্যাস্তু ব্যূঢ়ায়া অপি মনো নবং নবমভ্যেতি। তস্মাৎ পরমপুণ্যশীলায়া এব ত্বয়ি স্বভাবতো রতির্ভবেদিতি ভাবঃ॥ ১০ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীরুক্মিণী ॥ ৩৬৪ ॥

ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্ত্রী-জাতিতে প্রায় মিথ্যা মনে হয় না। কারণ, অম্বার যেমন একস্থলে—শাল্বে রতি জন্মিয়াছিল, অন্য কন্যারও তেমন একস্থলে (এক পুরুষের প্রতি) প্রায়ই রতি জন্মে; ইহা কিন্তু কোন নিয়ম দ্বারা নহে। আর, বিবাহিতারও এক পুরুষেই রতি থাকে।

অর্থান্তর—কন্যারও কোন স্থলে এক পুরুষেই রতি থাকে। শ্লোকে প্রায় শব্দ প্রয়োগ করিয়া কেবল সাধ্বীগণের রতিই সেই প্রকার, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহাতে দৃষ্টান্ত—কেবল অম্বার মত কন্যাগণেরই সেইরূপ হয়। অর্থাৎ বিবাহিতা রমণীর একজনে—পতিতে রতি থাকা সম্ভবপর, ইহার নিয়ম আছে; কন্যা—অবিবাহিতার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিতে রতি জন্মিবার নিয়ম না থাকিলেও প্রায়শঃ এক ব্যক্তিতেই তাহাদের রতি জন্মে। কোন বিধির বশবর্ত্তিনী হইয়া যে তাহারা একমাত্র পুরুষে অনুরাগিণী হয় তাহা নহে, উহা তাহাদের একনিষ্ঠতার পরিচায়ক। পুংশ্চলী অর্থাৎ অসতী রমণীগণ বিবাহিতা হইলেও তাহাদের মন নূতন নূতন পুরুষে অনুরাগী হয়। সুতরাং অতিশয় পুণ্যবতী রমণীরই তোমাতে রতি জন্মে ॥৩৬৪॥

এষ চ স্থায়ী সাক্ষাদুপভোগাত্মকস্তদনুমোদনাত্মকশ্চেতি দ্বিবিধঃ। পূর্ব্বঃ সাক্ষান্নায়িকানাম্। উত্তরঃ সখীনাম্। উভয়ব্যপদেশানামুভয়াবপি। তত্ৰোপভোগাত্মকঃ স সামান্যতো যথা—কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলমিতি ॥ ৩৬৫ ॥।

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২১ ॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৬৫ ॥

স এব পুনঃ সম্ভোগেচ্ছানিদানঃ সৈরিন্ধ্র্যাদৌ যথা—সহোষ্যতা-

এই কান্তভাব দ্বিবিধ; সাক্ষাদুপভোগাত্মক ও সাক্ষাদুপভোগ-অনুমোদনাত্মক। প্রথম প্রকারের কান্তভাব নায়িকাগণের, আর শেষোক্ত কান্তভাব তাঁহাদের সখীগণের। যে সকল নায়িকাতে নায়িকাত্ব ও সখীত্বের মিশ্রণ থাকে, সে সকলে উভয়বিধ কান্তভাবের মিশ্রণ থাকে। তন্মধ্যে উপভোগাত্মক কান্তভাব যথা,—বেণুগীতে শ্রীব্রজদেবীগণ বলিয়াছেন—"যাঁহার রূপ গুণ বনিতাগণের আনন্দদায়ক, সেই কৃষ্ণকে দেখিয়া" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।২১। [এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। কেননা, তিনি বনিতা; রূপ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন বলিয়াই রূপকে আনন্দদায়ক বলিয়াছেন] ॥ ৩৬৫ ॥

[কান্তভাব বা মধুরারতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রিবিধা। সম্ভোগেচ্ছাই সাধারণীরতির কারণ। এই জন্য যে সকল নায়িকাতে সাধারণী রতি বর্ত্তমান, তাঁহাদের কান্তভাব সম্ভোগেচ্ছা-নিদান। সমঞ্জসারতিতে সম্ভোগেচ্ছা কখনও রতির সহিত অভিন্ন থাকে, কখনও পৃথগ্‌রূপে প্রতীত হয়। সমর্থারতিতে সম্ভোগেচ্ছা রতির সহিত অভিন্ন থাকে। কান্তদ্বারা নিজ সুখসম্পাদনই

মিহ প্রেষ্ঠেত্যাদি ॥ ৩৬৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৪৮ ॥ সৈব ॥ ৩৬৬ ॥

ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগেচ্ছুঃ পট্টমহিষীষু যথা, স্মায়াবলোকলব-দর্শিতেত্যাদৌ। স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছুঃ শ্রীব্রজদেবীষু যথা, যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদিষু। আসাং চৈষ স্বাভাবিক এব। অতএব স্বপরিত্যাগজাতের্ষয়া দোষং কল্পয়িত্বা তৎপরিত্যাগা-

---

সম্ভোগ। সাধারণীরতিতে নিজ সুখ-সাধনেচ্ছা সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে। সমঞ্জসারতিতে নিজের ও কান্তের উভয়ের সুখ-সম্পাদনেচ্ছা থাকে। আর সমর্থারতিতে কেবল কান্তের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাই থাকে। এ স্থলে সেই ত্রিবিধ রতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন।]

সেই কান্তভাব আবার সৈরিন্ধ্র্যাদিতে সম্ভোগেচ্ছা-নিদান। যথা, সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—"হে প্রিয়তম! এ স্থানে আমার সহিত বাস কর" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৪৮।৭॥৩৬৬॥

শ্রীদ্বারকা-মহিষীগণে কখনও কখনও কান্তভাব হইতে সম্ভোগেচ্ছা পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পায়। যথা, স্মায়াবলোকলব ইত্যাদি (১)।

শ্রীব্রজদেবীগণে কান্তভাব হইতে সম্ভোগেচ্ছা অভিন্ন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রতি ছাড়া তাঁহাদের পৃথক্ সম্ভোগেচ্ছা নাই। যথা,—রাস হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁহারা গান করিয়াছেন—যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং ইত্যাদি। (২)

শ্রীব্রজদেবীগণের ঈদৃশ কান্তভাব স্বাভাবিক। এই হেতু, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে, তজ্জনিত ঈর্ষাবশে তাঁহার দোষ কল্পনা করিয়া তাঁহারা উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে

---

(১) ১৪২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সামর্থ্যোক্তিঃ। যথা, মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রমিত্যাদৌ দুস্ত্যজস্তৎকথার্থ ইতি। এষ চাষু বহুভেদো বর্ত্ততে। একত্র ভাবে খলু মিথুনস্য মিথ আদর-বিশেষঃ। যত্র প্রেয়সীনাং ত্বদীয়ত্বাভিমানাতিশয়েন কান্তং প্রতি পারতন্ত্র্যবিনয়স্তুতিদাক্ষিণ্যপ্রাচুর্য্যম্, অন্যত্র মদীয়ত্বাতিশয়ঃ, যত্র পরতন্ত্রকান্ততয়ান্তর্ম্মজ্ঞতানর্ম্মকৌটিল্যাভাসপ্রাচুর্য্যম্, এতদ্‌যুগলস্য চ ভেদস্য বহ্বংশস্বল্পাংশতৎসাঙ্কর্য্যভেদেনাপরাসু চ বহুবিধ ইতি। এতে চ ভাবা যথোক্তাঃ। কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজ´গৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্॥

অসমর্থা—এ কথা বলিয়াছেন; যথা,—মৃগয়ুরিব কপীন্দ্র ইত্যাদি শ্লোকে "শ্রীকৃষ্ণের কথারূপ অর্থ দুস্ত্যজ।" শ্রীভা, ১০।৪৭।১৫

শ্রীব্রজদেবীগণের কান্তভাবে বহু ভেদ আছে। [তাহা আবার স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত।] এক প্রকার ভাবে নায়ক-নায়িকা পরস্পরে পরস্পরের আদর বিশেষ বর্ত্তমান থাকে; তাহাতে প্রেয়সীগণের প্রচুর ত্বদীয়তাভিমান (আমি তোমার এইরূপ মনোভাব) থাকায়, কান্তের প্রতি নিজেদের পারতন্ত্র্য (অধীনতা); বিনয়, স্তুতি, দাক্ষিণ্য (অনুকূলতা) প্রচুররূপে ব্যক্ত হয়। অন্য প্রকার কান্তভাবে প্রেয়সীগণের প্রচুর মদীয়তা (তুমি আমার) অভিমান থাকে; তাহাতে কান্ত আপনার অধীন বলিয়া তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞান, পরিহাস ও কৌটিল্যাভাস প্রচুর বর্ত্তমান থাকে। এই যে দুই প্রকারের ভেদের কথা বলা হইল, তদুভয়ের (ত্বদীয়তা ও মদীয়তার) প্রচুরাংশ, অল্পাংশ ও সম্মিলন দ্বারা [উক্ত দ্বিবিধ প্রেয়সী ছাড়া] অন্য প্রেয়সীগণের ভাবে বহুভেদ বর্ত্তমান আছে।

এই সকল ভাব শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—[রাস হইতে অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীব্রজদেবীগণের নিকট আবির্ভূত

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাত্তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্। একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সংতপ্তা হৃদয়ে ন্যধাৎ॥ একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা। ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষৈপের্নির্দষ্টদশনচ্ছদা। অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥ তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥ সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ। জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৩৬৭॥

হইলেন, তখন] "কোন গোপী আনন্দে অঞ্জলিদ্বারা তাঁহার করকমল গ্রহণ করিলেন। কোন গোপী চন্দন-চর্চ্চিত তদীয় বাহু স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিলেন, কোন গোপী অঞ্জলি পাতিয়া তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিরহসন্তপ্তা এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্বীয় স্তনোপরি স্থাপন করাইলেন।

এক গোপী প্রণয়-কোপে বিহ্বলা হইয়া ভ্রূযুগল কুটিল করতঃ, ওষ্ঠাধর দংশনপূর্ব্বক কটাক্ষদৃষ্টি দ্বারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিতেছেন,—এ ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন।

অপর গোপী অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল-মাধুরী পান করিতে লাগিলেন। সাধু পুরুষেরা তদীয় চরণকমল সেবা করিয়া যেমন তৃপ্তিলাভ করেন না, উক্ত গোপী তেমন সম্যগ্‌রূপে সেই মাধুর্য্য পান করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না।

কোন গোপী স্বীয় নেত্ররন্ধ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে নিয়া নয়ন মুদ্রণপূর্ব্বক (মানসে) আলিঙ্গন করতঃ অন্তঃসাক্ষাৎকারে যোগীর যে অবস্থা হয়, তদ্রূপ পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দসংযুক্তা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সমস্ত গোপী পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন।

অত্রাদরবিশেষময়প্রাগুক্তভাবা কাচিৎ করাম্বুজমিত্যত্র প্রথমোক্তা। ইয়ঞ্চ সর্বাগ্রস্থিতত্বাদাদৌ বর্ণ্যতে। ততো জ্যেষ্ঠেতি গম্যতে। ততশ্চ সর্বাদৌ তয়ৈব মিলনং কৃষ্ণস্য। তথা তস্যামেব শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্যাদরাতিশয়োঽবগম্যতে। এবং তয়াঞ্জলিনা করগ্রহণাৎ তস্যা অপি তস্মিন্নাদরো ব্যক্তঃ। তৎপারতন্ত্র্যাদিকমপি। মধ্যস্থিতত্বং চাস্যাঃ। ততঃ সাধ্বেবেদং প্রথমোদাহরণম্। অথ মদীয়ত্বাতিশয়ময়দ্বিতীয়োদাহরণম্। একা ভ্রুকুটিমাবধ্যেত্যাদি। এষা খলু মধ্যতো বর্ণনয়া মধ্যস্থিতেত্যবগম্যতে। মধ্যস্থিতত্বং

পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষুজন যেরূপ তাপমুক্ত হয়, তাঁহারাও সেরূপ বিরহতাপমুক্ত হইলেন।”

শ্রীভা, ১০।৩২।৪—৮।৩৬৭॥

শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে আদরবিশেষময় কান্তভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাদৃশ ভাবময়ী (ত্বদীয়তাভাবময়ী) কোন গোপী অঞ্জলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার কথা প্রথমে বলা হইয়াছে, সুতরাং ইনি জ্যেষ্ঠা বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই হেতু, সর্ব্বাগ্রে ইঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহার প্রতি প্রচুর আদর বুঝা যাইতেছে। অঞ্জলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কর গ্রহণ করায় সেই গোপীরও তাঁহার প্রতি আদর ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে উক্ত ব্রজসুন্দরীর পারতন্ত্র্য (শ্রীকৃষ্ণাধীনতা), বিনয় প্রভৃতি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। গোপীমণ্ডলীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি-নিবন্ধন প্রথমে ইঁহার উদাহরণ সমীচীন বটে।

তারপর প্রচুর মদীয়তাভিমানময়ী দ্বিতীয় প্রকার কান্তভাববতীর উদাহরণ দিয়াছেন—“এক গোপী প্রণয়কোপে বিহ্বল হইয়া” ইত্যাদি শ্লোকে। মধ্যভাগে ইঁহার বর্ণনা করায়, ইঁহাকে মধ্যস্থিতা বুঝিতে

চাস্যাঃ পরমদুর্লভতাং ব্যনক্তি। ততোভাববিশেষধারিতা চাস্যা গম্যতে। তস্য সাক্ষাৎপ্রত্যায়কঞ্চ মদীয়ত্বাতিশয়াদিবোধকভ্রূ-ভঙ্গ্যাদিকমেবাস্তি। ইয়ঞ্চ শ্রীরাধৈব জ্ঞেয়া। ঈদৃশ এব ভাবোঽস্যাঃ কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ব্রতরত্নাকরধৃতভবিষ্যবচনে দৃশ্যতে—তস্মিন্ দিনে চ ভগবান্ রাত্রৌ রাধাগৃহং যযৌ। সা চ ক্রুদ্ধা তমুদরে কাঞ্চীদাম্না ববন্ধ হ॥ কৃষ্ণস্তু সর্ব্বমাবেদ্য নিজগেহ-মহোৎসবম্। প্রিয়াং প্রসাদয়ামাস ততঃ সা তমমোচয়দিতি॥ ততঃ সিদ্ধে চ তস্যা ভাবস্য তাদৃশত্বে যথা রাধা প্রিয়েত্যাদি পাদ্মাদিবচনানুসারেণ অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদ্যনুসারেণ চ তন্মা-হাত্ম্যাত্তাদৃশভাবমাহাত্ম্যমেব স্ফুটমুপলভ্যতে। দ্বারকায়ামেতদনুগত-

হইবে। মধ্যস্থলে অবস্থিতি ইঁহার পরম দুর্লভতা ব্যক্ত করিতেছে, তাহাতে ইনি যে ভাববিশেষধারিণী, তাহাও জানা যাইতেছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই ভাববিশেষের কথা যাহাতে জানা যায়, এমন প্রচুর মদীয়তাবোধক ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি তাঁহাতেই ব্যক্ত হইয়াছিল। ইনি শ্রীরাধা। তাঁহার ঈদৃশ ভাব কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে ব্রতরত্নাকর ধৃত ভবিষ্যবচনে বর্ণিত হইয়াছে—"সেই দিনে ও রাত্রিতে ভগবান্ রাধার গৃহে গিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চীদাম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরে বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহের মহোৎসবের সকল কথা বলিয়া প্রিয়াকে প্রসন্ন করেন, তখন প্রিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন।" এতন্নিবন্ধন (প্রেম-প্রাবল্য হেতু, শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া-ছিলেন বলিয়া) শ্রীরাধার প্রেমবৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হওয়ায়, "যথা রাধা প্রিয়া" (১) ইত্যাদি-পদ্মাদি বচনানুসারে এবং "অনয়ারাধিতং" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য প্রমাণে শ্রীরাধার মাহাত্ম্য হইতে মদীয়তাভিমানময় কান্তভাবের মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভাবত্বেনৈব শ্রীসত্যভামাপি সর্বতঃ প্রশস্তা। তত্র ভাবসাদৃশ্যং সর্বতঃ প্রশস্তত্বঞ্চ যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে। মদ্‌গেহনিকুটাথায় তদায়ং নীয়তাং তরুরিতি। পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণবাক্যঞ্চ যথা—ন মে ত্বত্তঃ প্রিয়তমেত্যাদি। শ্রীহরিবংশে বৈশম্পায়নবচনঞ্চ তন্নির্দ্ধারকম্—সৌভাগ্যে চাধিকাভবদিতি। অথ যা চ পূর্বভাবোপলক্ষিতা সাপি তদ্ভাববিরোধিভাবত্বেন তৎপ্রতিপক্ষনায়িকা স্যাৎ। চন্দ্রাবল্যেব সেতি চ প্রসিদ্ধম্। যথোক্তং শ্রীবিল্বমঙ্গলেন—রাধামোহন-মন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্ রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং

দ্বারকায় শ্রীসত্যভামার ভাব শ্রীরাধার ভাবের অনুগত বলিয়া, নিখিল মহিষী হইতে তাঁহার প্রশংসা শুনা যায়। তাহাতে ভাব-সাদৃশ্যও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততা যথা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে [তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,] "তুমি আমাকে বলিয়াছ,'তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়া'—সেই বাক্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করিবার জন্য এই (পারিজাত) বৃক্ষ লইয়া চল।" পাদ্ম-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য যথা, "তোমা হইতে আমার প্রিয়তমা নাই" ইত্যাদি। শ্রীহরিবংশে বৈশম্পায়নবাক্যও শ্রীসত্যভামার উৎকর্ষ-নির্দ্ধারক, যথা—"সৌভাগ্যে [সত্যভামা] অধিকা ছিলেন।"

ত্বদীয়তাময়ভাব দ্বারা যাঁহার সূচনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাব শ্রীরাধার ভাবের বিরোধী বলিয়া, তিনি ইঁহার প্রতিপক্ষ নায়িকা। তিনি চন্দ্রাবলী, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। যথা, শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"রাধার মোহন মন্দির হইতে চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধে! কুশল ত? তাঁহার এই কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলী শ্লেষে বলিলেন—(কংসক্ষেমং) সে কুশল কি? তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

শুস্ত্বাহ চন্দ্রাবলী। কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক্ব দৃষ্টস্ত্বয়া রাধা ক্কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতু ব ইতি। অত্র চন্দ্রাবল্যাঃ সদৃশভাবা কাচিদঞ্জলিনেত্যাদিনা বর্ণিতা। একা তদঙ্ঘ্রি-কমলমিত্যাদিনা চ। এতে তৎসখ্যৌ পদ্মাশৈব্যে ইত্যভিযুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ। শ্রীরাধায়াঃ সদৃশভাবা, চ অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যামিত্যাদিনা বর্ণিতা। তং কাচিদিত্যাদিনা চ। মদীয়োঽসৌ মামনুভবিষ্যতীতি স্বয়ংগ্রাহস্পর্শাদ্যভাবেন বাম্যস্পর্শাৎ। তত্তশ্চৈতে তৎসখ্যৌ। এতে

অয়ি বিমুগ্ধ-হৃদয়ে! তুমি কংস দেখিলে কোথায়? চন্দ্রাবলী কহিলেন, এ স্থলে রাধা কোথায়? ইহা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যে হরি লজ্জায় অবনতবদন হইয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে পালন করুন।”

রাসে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব-বর্ণনে কাচিদঞ্জলিনা (কোন গোপী অঞ্জলি পাড়িয়া) ইত্যাদি বাক্যে চন্দ্রাবলীর সদৃশ ভাববতী নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন। একা তদঙ্ঘ্রিকমলং (বিরহসন্তপ্তা এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল) ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশী নায়িকার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইজন চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা ও পদ্মা বলিয়া বর্ণিত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীরাধার সদৃশ ভাববতীর কথা, অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং (অপর গোপী অনিমিষনয়নে) ইত্যাদি এবং তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ (কোন গোপী স্বীয় নেত্র দ্বারা) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত আছে। [চন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখীগণ আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিলেন, ইঁহারা কিন্তু স্পর্শ করিলেন না; তাঁহাদের প্রত্যেকের মনে ছিল] ‘উনি ত আমারই হয়েন, আমাকে অনুভব (আলিঙ্গনাদি) করিবেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আগ্রহের সহিত স্পর্শ করিলেন না দেখিয়া, তাঁহাদের বাম্য উপস্থিত হইল। এই হেতু উক্ত রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন।

চ প্রায়স্তৎসমানত্বাৎ তদনুগততয়া পাঠাচ্চানুরাধাবিশাখে ভবেতাম্। যে খলু বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি রাধানুরাধেতি ভবিষ্যোত্তরপঠিতে তত্রানুরাধৈব ললিতেত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিঃ। সঙ্করভাবা চ কাচিদ্ধারেত্যাদিনোক্তা তদ্বাহোরংসে ধারণেন পূর্বস্যা দাক্ষিণ্যাংশেন সাম্যাৎ; উত্তরস্যা মদীয়ত্বাতিশয়াংশেনেত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। অস্যা মদীয়ত্বাংশপ্রাবল্যাৎ শ্রীরাধায়াং সৌহার্দ্দম্। এষা খলু শ্যামলেত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিঃ। অত্রাষ্টমী চ বিষ্ণুপুরাণোক্তা যথা—কাচিদায়াস্ত-

---

মদীয়তাভিমানময় কান্তভাববতী বলিয়া ইঁহারা শ্রীরাধার সখী। ইঁহারা প্রায় শ্রীরাধার সমান হেতু এবং তাঁহার অনুগতরূপে ইঁহাদের বিষয় বর্ণিত হওয়ায়, ইঁহারা অনুরাধা এবং বিশাখা হইবেন। যে দুইজনের কথা "**বিশাখা** ধ্যাননিষ্ঠিকা," "রাধা **অনুরাধা**" —ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ইহারা সেই দুইজন। অনুরাধাই ললিতা বলিয়া বর্ণিত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে।

সঙ্করভাববতী অর্থাৎ যাঁহাতে ত্বদীয়তা মদীয়তা উভয় ভাবের সম্মিলন আছে, তাঁহার কথা "কাচিদ্ধার" (কোন গোপী চন্দন-চর্চ্চিত) ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাহু নিজ স্কন্ধে ধারণ করায়, প্রথমে বর্ণিতার (চন্দ্রাবলীর) দাক্ষিণ্যাংশে এবং শেষোক্তার (শ্রীরাধার) প্রচুর মদীয়তাংশে সাম্য হেতু ইহার ভাব-সাঙ্কর্য্যাদি জানা যায়।

এই শ্রীগোপসুন্দরীতে মদীয়তাংশের প্রাবল্য হেতু শ্রীরাধাতে ইঁহার সৌহার্দ্দ্য আছে। ইনি শ্যামলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

[এ পর্য্যন্ত শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শব্যা ও পদ্মা—এই সাতজনের কথা বলা হইয়াছে।] অষ্টমী নায়িকার কথা

মালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণকৃষ্ণেহতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদীরয়দিতি। অস্যা নাতিস্ফুটভাবত্বাত্তাটস্থ্যম্। এষা চ ভদ্রেত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিঃ। তেষাং ভাবানাং পরমানন্দেকরূপত্বং দর্শয়তি সর্বা ইতি ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অথানুমোদনাত্মকে কান্তভাবে সাধ্যে তৎসম্ভাবনার্থং তদীয়লেশানুমোদনমাত্রস্যোদাহরণং যথা—অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা। অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ। কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ। অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—কোন গোপী গোবিন্দকে আসিতে দেখিয়া পরম হর্ষে কেবল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এ কথা বলিয়াছিলেন। আর কিছু বলেন নাই।" ইঁহার ভাব সুস্পষ্ট নহে বলিয়া ইনি তটস্থপক্ষা। ইনি ভদ্রা বলিয়া কথিত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে। "শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সমস্ত গোপী" ইত্যাদি শ্লোকে * সে সকল ভাবের পরমানন্দরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩৬৭ ॥

[সাক্ষাদুপভোগাত্মক ও তদনুমোদনাত্মক-ভেদে কান্তভাব দ্বিবিধ। এ পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত ভাবের বিষয় বর্ণিত হইল। অতঃপর শেষোক্ত কান্তভাব বর্ণিত হইতেছে।]

অনুমোদনাত্মক কান্তভাব যে স্থলে পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে, তথায় সে ভাব সমুৎপাদনার্থ তাহার লেশমাত্র অনুমোদনের দৃষ্টান্ত, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডীননগরে উপস্থিত হইলে, প্রেমকলাবদ্ধ নাগরিকেরা বলিতে লাগিলেন যে, ইঁহার ভার্য্যা হইবার যোগ্যা রুক্মিণী, অন্য কেহ নহে। অনিন্দ্যকলেবর ইনিই রুক্মিণীর সমুচিত পতি। আমাদের

---

* শ্রীভা, ১০৩২।৮ শ্লোক।

পাণিগচ্যুতঃ। এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ ॥ ৩৬৮ ॥

অত্র নানাবাসনজনানামেষাং হৃদি তত্তন্নানাবিলাসময়স্য কান্তভাবস্য পূর্ণস্বরূপস্পর্শাযোগ্যত্বাৎ কথঞ্চিত্তদ্দাম্পত্যস্থিতিমাত্রলক্ষণস্য তদীয়সামান্যাংশস্যৈবানুমোদনমাত্রং জাতম্। অতএব প্রেমকলাবদ্ধা ইত্যুক্তম্। প্রেম্নঃ কান্তভাবস্য যা কলা কোঽপি লেশস্তেন বদ্ধাস্তদনুমোদনসুখাকুলা ইত্যর্থঃ। তত এবং যস্য কলয়াপি বিষমভাবানামপি সর্বেষাং পুরৌকসাং তথা চিত্তবৃন্দমুল্লাসিতম্। যথা যুগপদেকমত্যমেব সর্বভাবাতিক্রমেণ সর্বেষাং জাতম্। স এব যত্র ভাবরাকাধীশঃ স্বয়মুদয়তে তচ্চিত্তানাং তাদৃশ উল্লাসস্তু পরাৎপর এব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৫৩ ॥ সঃ ৩২৮ ॥

যে কিছু সুকৃতি আছে, তদ্দ্বারা ত্রিলোক-কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া এই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, যেন অচ্যুত রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন।”

শ্রীভা, ১০ ৫৩।৪৫॥৩৬৮॥

এ স্থলে নানা বাসনাবিশিষ্ট নাগরিকের হৃদয়ে পূর্ববর্ণিত বিবিধ-বিলাসময় কান্তভাবের পূর্ণস্বরূপ স্পর্শে অযোগ্য বলিয়া, কোনরূপে কেবল সেই দাম্পত্য-স্থিতিরূপ কান্তভাবের সামান্য অংশেরই অনুমোদন উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদিগকে প্রেমকলাবদ্ধ বলিয়াছেন। তাহার অর্থ—প্রেমের—কান্তভাবের যে কলা—কিছুমাত্র লেশ, তদ্দ্বারা বদ্ধ—সেই সুখে আকুল। যাহার (যে কান্তভাবের) কলাদ্বারা বিষম ভাববিশিষ্ট হইলেও সমস্ত নাগরিকের চিত্তবৃন্দ সেই প্রকার উল্লসিত হইয়াছিল, সকলের সর্বপ্রকার ভাব অতিক্রমপূর্বক সকলকে একমত করিয়া সে ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কান্তভাবরূপ পূর্ণশশধর স্বয়ং যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয়,

অথ সাক্ষাত্তদনুমোদনাত্মকপূর্ণকান্তভাবস্যোদাহরণমাহ—অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ। বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ। অন্বীয়মান ইহ ব স্তরবঃ প্রণামং কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬৯ ॥

এণপত্নি এণত্বপ্রয়োগেন হে প্রশস্তনেত্রে পত্নীত্বপ্রয়োগেন বুদ্ধ্যা তু হে মাদৃশমানুষীতুল্যে ইত্যর্থঃ। তত্রাপি হে সখি

তাঁহাদের চিত্তে সেই ভাবের নিরতিশয় উল্লাস হইয়া থাকে, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৩৬৮ ॥

অতঃপর সাক্ষাদুপভোগ অনুমোদনাত্মক কান্তভাবের উদাহরণ—"হে সখি এণ-পত্নি! (হরিণি) প্রিয়ার সহিত অচ্যুত অঙ্গসমূহ দ্বারা তোমাদের নয়নের পরমানন্দ বিস্তার করিতে করিতে কি এখানে আসিয়াছিলেন? কারণ, কান্তার অঙ্গসঙ্গ-নিবন্ধন তাঁহার কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুলপতির কুসুম-মালার গন্ধ এখানে পাওয়া যাইতেছে।

হে তরুগণ! রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ, করে কমল গ্রহণপূর্ব্বক প্রিয়ার স্কন্ধে বাহু রাখিয়া, পরস্পর সপ্রণয়-দৃষ্টিসহকারে বিচরণ করিতে করিতে এখানে যখন আসিয়াছিলেন, তখন তোমাদের প্রণাম কি অভিনন্দিত করিয়াছিলেন? তখন তুলসীস্থিত মদান্ধ অলিকুল তাঁহার অনুগমন করিতেছিল।" শ্রীভা, ১০।৩০।১১—১২॥৩৬৯॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—এণ-পত্নি! পদে এণত্ব প্রয়োগ করিয়া, হে প্রশস্তনেত্রে! পত্নীত্ব প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিতে কিন্তু হে মাদৃশ-মানুষীতুল্যে! এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া

বক্ষ্যমাণসৌভাগ্যভরেণ হে লব্ধমদ্বিধসখ্যে। প্রিয়য়া সহ অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। শ্লেষেণ তস্যাঃ সকাশাদবিশ্লিষ্টঃ সন্ গাত্রৈরুভয়োঃ পরস্পরমাসঙ্গেন শোভাবিশেষং প্রাপ্তৈরঙ্গৈঃ কৃত্বা বস্তুদৃশীনাং দৃশাং নেত্রাণাং সুনির্বৃতিং কেবলশ্রীকৃষ্ণদর্শনজানন্দাদপি অতিশয়িতমানন্দং তন্বন্ বিস্তারয়ন্ উত্তরোত্তরমুৎকর্ষয়ন্ অপি কিম্ উপগতঃ যুষ্মৎসমীপং প্রাপ্তোহভূৎ। নন্বু কথমিদং ভবতীভিরনুমিতম্ ইত্যাশঙ্ক্যানুমানলিঙ্গং তন্মিথুনশ্লাঘাগর্ভবচনেনাহুঃ কান্তেতি। কুলপতেব্রজনাথবংশতিলকস্য যা কুন্দস্রক্ তস্যা গন্ধঃ সৌরভ্যমিহ বাতি বায়ুসঙ্গেন প্রসরতি। কথম্ভূতায়াঃ স্রজঃ কান্তা সর্বসদ্গুণ্যেন তস্যাপি লালসাস্পদরূপা যা স্যাত্তস্যা অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমেন

বলিলেন, হে সখি! বক্ষমাণ সৌভাগ্যভরে হে লব্ধমদ্বিধ-সখ্যে! প্রিয়ার সহিত অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণ, শ্লেষে [অচ্যুত—যিনি চ্যুত—বিযুক্ত হয়েন নাই—এই অর্থে] প্রিয়ার নিকট হইতে অবিযুক্ত ভাবে—পরস্পরালিঙ্গনে শোভাবিশেষ প্রাপ্ত উভয়ের অঙ্গাবয়ব-সমূহ দ্বারা তোমাদের তাদৃশ নয়নসমূহের সুনিবৃতি—কেবল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দ হইতে অত্যধিক আনন্দ বিস্তার করিতে করিতে—সেই আনন্দের উৎকর্ষ-সাধন করিয়াও কি উপগত হইয়াছিলেন? তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? [যদি হরিণী বলে,] আপনারা কিরূপে এই অনুমান করিলেন? এই আশঙ্কায় অনুমানের চিহ্ন সেই স্ত্রী-পুরুষের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রশংসাগর্ভ বাক্যে বলিলেন, কান্তার ইত্যাদি। কুলপতি—ব্রজরাজবংশ-তিলকের যে কুন্দমালা, তাহার গন্ধ—সৌরভ্য এ স্থলে বায়ুর সঙ্গে বিস্তৃত আছে। সেই মালা কিদৃশী? কান্তা—সর্ববসদ্গুণ দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণেরও লালসার বিষয় হয়েন, তাঁহার অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিতা। এ স্থলে সেই মালার যে গন্ধ

রঞ্জিতায়াঃ। অতঃ সন্ততপরিচয়বিশেষেণ তস্ক্রৎসৌরভ্যবিশেষ-স্থাত্রাস্মাভিরবধারিতত্বাৎ ভবতীনামত্র চরন্তীনাং সমীপং প্রাপ্ত এবাসৌ তয়া যুত ইত্যর্থঃ। অথ তাং তদ্দর্শনজাতেন হর্ষেণ সম্প্রতি তদ্বিয়োগজাতেন দুঃখেন চ স্থগিতবচনামাশঙ্ক্য তেন চ তয়োঃ সঙ্গমমেব নির্দ্ধার্য্য পরমানন্দেনতদবসরোচিতং তদীয়বিলাস-বিশেষং বর্ণয়ন্ত্যস্তত্র পুষ্পাদিভরনম্রাণাং তরূণামপি তদীয়সৌবিদ-ল্লাদিভৃত্যবিশেষভাবেন তন্নমস্কারমুৎপ্রেক্ষ্য পুনস্তেষামেব তৎসন্নিধি-জন্যসৌভাগ্যবিশেষে তান্ প্রত্যেব পৃচ্ছন্ত্যস্তয়োস্তাদৃশবিলাস-বেশাতিশয়মাহুঃ, বাহুং প্রিয়াংস ইতি। অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমানঃ। পরস্পরং প্রণয়াবলোকৈশ্চরন্ ক্রীড়ন্। ইহ বো যুষ্মাকং প্রণামং

পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত আমাদের সর্ব্বদা বিশেষ পরিচয় আছে। সেই পরিচিত গন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিতেছি, এ স্থলে বিচরণশীলা তোমাদের নিকট কান্তার সহিত মিলিত হইয়া উনি (শ্রীকৃষ্ণ) আসিয়াছিলেন।

হরিণীগণকে সেই দর্শনজনিত হর্ষে এবং অধুনা কৃষ্ণবিয়োগজনিত দুঃখে মৌনাবলম্বিনী মনে করিয়া, আবার তদ্দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম নিশ্চয় করিয়া, পরমানন্দে সেই অবসর-যোগ্য শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। সে স্থলে পুষ্পাদিভরে অবনত তরুসকলকে শ্রীকৃষ্ণের কৌঞ্চকী (অন্তঃপুর রক্ষক) প্রভৃতি ভৃত্যবিশেষরূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের নমস্কার উৎপ্রেক্ষা করিলেন। আবার তাহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত সৌভাগ্যবিশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাদৃশ প্রচুর বিলাসাবেশ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন—প্রিয়ার স্কন্ধে বাহু রাখিয়া ইত্যাদি। অন্বীয়মান—অনুগম্যমান অর্থাৎ তুলসীস্থিত অলিকুল যাঁহার অনুগমন করিতেছিল।

কিং বাভিনন্দতি সাদরং গৃহ্ণাতি। অপি তু বিলাসাবিষ্টস্য তস্য তদভিনন্দনং ন সম্ভাবয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ৩০ শ্রীরাধাসখ্যঃ
॥ ৩৬৯ ॥

তদেবমালম্বনাদিস্থায্যন্তভাবসম্বলনং চমৎকারাবহতয়া উজ্জ্বলাখ্যো রসঃ স্যাৎ। তস্য চ ভেদদ্বয়ং বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগশ্চেতি। তত্র বিপ্রলম্ভো বিপ্রকর্ষেণ লম্ভঃ প্রাপ্তির্যস্য স তথা। যথোক্তম্—যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বা তয়োর্মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রহৃষ্যতে। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেঃ সম্ভোগোন্নতিকারক ইতি। তদুন্নতিকারকত্বমন্যত্র চোক্তম্—ন বিনা বিপ্রলম্ভেন

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর প্রণয়াবলোকন-সহকারে বিচরণ—ক্রীড়া করিতে করিতে এ স্বসে তোমাদের প্রণাম কি অভিনন্দন—সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমরা কিন্তু বিলাসাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক তোমাদের প্রণাম অভিনন্দনের সম্ভাবনা করিতে পারি না ॥৩৬৯॥

এইরূপে আলম্বনাদি এবং স্থায়িভাবের চরম সীমার (মহাভাবের) সম্মিলনচমৎকারিতা বহন করিয়া উজ্জ্বল-নামক রস পরিনিষ্পন্ন হয়। উজ্জ্বলরসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-নামক দুইটী ভেদ আছে। তন্মধ্যে বিপ্রকর্ষে (ব্যবধানে) প্রাপ্তি যাহার, তাহা বিপ্রলম্ভ। উজ্জ্বল-নীলমণিতে উক্ত হইয়াছে—"নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অভাবে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক হইয়া থাকে। অন্যত্র (উজ্জ্বলনীলমণি ভিন্ন অন্য রসগ্রন্থে) বলা হইয়াছে, "বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। যেমন রঞ্জিত-বস্ত্র পুনর্ব্বার

সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ॥ কাষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবৰ্দ্ধত ইতি। যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণেণ—নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূনিত্যাদি। অন্যত্র চ—যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বৰ্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বৰ্ত্ততে। স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচর ইতি। তস্য বিপ্রলম্ভস্য চত্বারো ভেদাঃ ; পূর্বরাগো মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চেতি। অথ সম্ভোগশ্চ যূনোঃ

রঞ্জিত হইলে তাহার রাগ (রং) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ইহাও তদ্রূপ।” শ্রীকৃষ্ণ রাস-রজনীতে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিকট নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি ইত্যাদি শ্লোকে (১) বিপ্রলম্ভ দ্বারা সম্ভোগ-পুষ্টির কথাই বলিয়াছেন। অন্যত্রও (শ্রীউদ্ধব দ্বারা বাৰ্ত্তা প্রেরণেও) তিনি বলিয়াছেন—“তোমাদের প্রিয় আমি যে তোমাদের দৃষ্টির দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা, তোমরা যেন সর্ব্বদা আমাকে ধ্যান কর—সেই অভিপ্রায়ে। সেই ধ্যানের উদ্দেশ্য—আমার সহিত তোমাদের মনের সন্নিকর্ষ ঘটান। কেননা, দূরবর্ত্তী প্রিয়তমে রমণীগণের চিত্ত যেমন আবিষ্ট হইয়া বৰ্ত্তমান থাকে, নিকটবর্ত্তী দৃষ্টিগোচর প্রিয়তমে তেমন নিবিষ্ট হয় না।” শ্রীভা, ১০।৪৭।৩১—৩২।

সেই বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—এই চতুর্ব্বিধ ভেদ আছে।

সম্ভোগ—একত্রিত নায়ক-নায়িকার মিলিতভাবে যাহাতে ভোগ হয়, সেই ভাবকে সম্ভোগ বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে সম্ভোগ-লক্ষণ

(১) ৩৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সঙ্গতয়োঃ সম্বন্ধতয়া ভোগো যত্র স ভাব উচ্যতে। যথোক্তম্—দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ উচ্যত ইতি। স চ পূর্বরাগানন্তরজ ইত্যাদিসংজ্ঞয়া চতুর্বিধঃ। তত্র পূর্বরাগঃ। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে। স চ পট্টমহিষীষু শ্রীরুক্মিণ্যা যথা—সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ। গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিমিত্যাদি॥৩৭০॥

স্পষ্টম্॥ ১০॥ ৫২॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩৭০॥

এইরূপ কথিত হইয়াছে—"নায়ক-নায়িকা পরস্পরের আনুকূল্য হইতে দর্শনালিঙ্গনাদির যে নিরতিশয় সেবা (আচরণ), তদ্দ্বারা ভাব উল্লাসের উপর আহরণ করিয়া সম্ভোগ-নামে অভিহিত হয়।" *

পূর্ব্বরাগাদি চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের পর সমুৎপন্ন সম্ভোগ চারিপ্রকার।

পূর্ব্বরাগ—যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া বিভাবাদির সম্মিলনে নায়ক-নায়িকা উভয়ে আস্বাদময়ী হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। পট্টমহিষীগণমধ্যে শ্রীরুক্মিণীর পূর্ব্বরাগ যথা,—"রুক্মিণী গৃহাগত লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বীর্য্য, গুণ ও সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে আপনার যোগ্য পতি মনে করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।৫২।১৭॥৩৭০॥

---

* আনুকূল্য-শব্দ প্রয়োগ করিয়া উভয়ের স্বসুখ-তাৎপর্য্য নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে কামময় পাশবিক ক্রিয়াবিশেষ নহে, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন।

অথ ব্রজদেবীনাম্। তত্র যদাসাং ক্বচিদ্বাল্যেঽপি সম্ভোগো বর্ণ্যতে তৎ খলু ঔৎপত্তিকভাববতীনাং তাসাং মধ্যে কাসাঞ্চিন্নিমিত্ত-বিশেষং প্রাপ্য কদাচিৎ কদাচিত্তদ্ভাবাবির্ভাবপ্রভাবেন কৈশোরাবি-র্ভাবাৎ সঙ্গচ্ছতে। যথা ভবিষ্যে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাশ্রিত ইত্যাদিনোক্তম্। অন্যদা তদাচ্ছাদনে সতি তৎ কৈশোরাদিকমাচ্ছন্নমেব তিষ্ঠতি। তস্মাদ্ভা-বাদীনামবিচ্ছেদাভাবান্নাতিরসাধায়কত্বমিতি নাত্রোট্টঙ্ক্যতে। অথ মহাতেজস্বিতয়া ষষ্ঠবর্ষমেবারভ্য কৈশোরাবির্ভাবাবিচ্ছেদে সতি তাসামপি পুনঃ পূর্ব্বরাগো জায়তে। ততোঽন্যাসান্তু সুতরাং স

শ্রীব্রজদেবীগণের পূর্ব্বরাগ।—তাহাতে ইহাঁদের যে কোন স্থলে বাল্যেও সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ভাববতী তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিমিত্ত কদাচিৎ সেই ভাবাবির্ভাব প্রভাবে কৈশোরাবির্ভাব হেতু সঙ্গত হয়। যথা, ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে —"ভগবান্ কৃষ্ণ বাল্যেও কৈশোরভাব আশ্রয় করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে সেই কথা বলা হইয়াছে। অন্য সময়ে সেই ভাব আচ্ছাদিত হইলে কৈশোরাদিও আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করে। সেই হেতু ভাবাদির অবিচ্ছিন্নতার অভাব ঘটে বলিয়া, বাল্যের সম্ভোগ অত্যন্ত রসধায়ক নহে, এই নিমিত্ত সেই প্রসঙ্গ এ স্থলে উপস্থিত হইবে না। অতঃপর, মহাতেজস্বিতা-প্রভাবে ষষ্ঠ বর্ষ হইতে অবিচ্ছেদে কৈশোরাবির্ভাব ঘটিলে, শ্রীব্রজদেবীগণের পুনর্ব্বার পূর্ব্বরাগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তারপর অন্য (পূর্ব্বে শ্রীভা, ১০।১৯।৮ গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহাদের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই, সেই) ব্রজদেবী-

তুদাহ্রিয়তে। যথা—আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্। জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ৩৭১ ॥

গোপ্যস্তু ন জহুঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণেতি। বিরহে প্রত্যুত তাপকরত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ২০ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৭১ ॥

তদ্বিবরণঞ্চ—ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা। ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকো বনম্ ॥ কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্। মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য

গণের পূর্ব্বরাগ উদাহৃত হইয়াছে। যথা,—[শরৎ-সমাগমে] "সমশীতোষ্ণ পুষ্পবনের বায়ু স্পর্শে জনগণ তাপমুক্ত হইল, কিন্তু কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক হৃতচিত্তা গোপীগণ তাপমুক্তা হইলেন না।"

শ্রীভা, ১০।২০।৫৭॥৩৭১॥

জনগণ যাহাতে তাপমুক্ত হইয়াছিল, গোপীগণ তাহাতে তাপমুক্ত হইতে পারেন নাই; তাহার হেতু—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। তাহা (শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক চিত্তহরণ অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ) বিরহে তাপকর হইয়া থাকে ॥৩৭১॥

শ্রীব্রজদেবীগণের পূর্ব্বরাগের বিবরণ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, "এই প্রকার শরৎঋতুর সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের জল নির্ম্মল হইয়াছিল এবং প্রস্ফুটিত পদ্মময় সরোবর স্পর্শে সুগন্ধী বায়ু তথায় প্রবাহিত হইতেছিল। গাভীগণ ও গোপগণ সহ এবম্ভূত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। ১।

গোপগণ ও বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিত-বনসমূহ মধ্যে মত্ত ভ্রমর ও পক্ষিকুল কর্ত্তৃক শব্দিত সরোবর, নদী ও পর্ব্বতবিশিষ্ট বনে প্রবেশ করিয়া বেণুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২।

বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্। তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্। নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ। বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্। রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ। ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥ শ্রীগোপ্যঊচুঃ। অক্ষণ্বতাং

যাহা হইতে কন্দর্পোদ্রেক ঘটে, শ্রীকৃষ্ণের এমন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজদেবীগণ পরোক্ষরূপে নিজ সখীগণের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৩।

হে নৃপ! সেইরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও কৃষ্ণচেষ্টাস্মরণে ব্রজদেবীগণ কন্দর্পবেগে বিক্ষিপ্তচিত্তা হইলেন বলিয়া বর্ণন করিতে অসমর্থা হইলেন। ৪।

[কিরূপ কৃষ্ণ-চেষ্টা স্মৃতিপথগত হইয়া তাঁহাদের ক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,] "শ্রীকৃষ্ণ নটবররূপ ধারণ করিয়া নিজ পদাঙ্কিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার (পদ্মের মত পীতবর্ণ পুষ্পবিশেষ), পরিধানে কনকের মত কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি অধরসুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন। গোপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছেন। ৫।

হে রাজন! এই প্রকার সর্ব্বভূত-মনোহর বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সমুদয় ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৬।

শ্রীগোপীগণ কহিলেন—হে সখীগণ! ব্রজরাজকুমার-যুগল যখন

ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ। বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্। চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ। মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ। গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্। ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥৩৭২ ॥

পশুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখাগণের সহিত ব্রজে প্রবেশ করেন, তখন পশ্চাদ্‌গামী যাঁহার মুখে বেণু বিরাজ করে, যিনি অনুরক্তজনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য যাঁহারা পান করেন, সেই চক্ষুষ্মানগণের নয়ন সার্থক মনে করি ; ইহা হইতে অধিক কিছু জানি না। ৭।

আম্রের নবপল্লব, মুকুল ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত মুকুটে মস্তক, উৎপল-মধ্যস্থিত কোষে কর্ণদ্বয়, লীলাকমলে দক্ষিণকর, মালায় গলদেশ এবং শোভানুরূপ নীল, পীত-রক্ত বসনের বিচিত্র বেশে অঙ্গ শোভিত করিয়া কোন সময়ে রঙ্গভূমিস্থিত নটের ন্যায় রামকৃষ্ণ গোপ-সখাগণের মধ্যে বিরাজ করেন। ৮।

হে গোপীগণ ! [শ্রীকৃষ্ণের] বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যাচরণ করিয়াছিল বলিতে পারি না ; যেহেতু ঐ বেণু আমাদের ভোগযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত নিঃশেষে যথেষ্ট পান করিতেছে। বেণুর এই সৌভাগ্য দর্শনে যে নদীসকলের জলে উহা পুষ্ট হইয়াছিল, তাহারা কমলচ্ছলে রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে এবং যাহাদের বংশে সেই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই তরুগণ স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিয়া কুলবৃদ্ধপুরুষগণ যেরূপ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তদ্রূপ মধুধারাচ্ছলে আনন্দধারা বর্ষণ করিতেছে।" শ্রীভা, ১০।২১।১—৯॥৩৭২॥

তথা, বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিমিত্যাদি। ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা ইত্যাদি। কৃষ্ণং নিরীক্ষ্যেত্যাদি। গাবশ্চ কৃষ্ণমুখেত্যাদি। গোগোপকৈরিত্যাদিকঞ্চ স্মর্ত্তব্যম্। ইত্থমিতি। ইত্থং পূর্বাধ্যায়বর্ণিতপ্রকারেণ। কুসুমিতেতি পূর্বেণান্বয়ং। অত্রত্যং বনং তদন্তর্বনম্। শুষ্মিণো মত্তাঃ।

এই সকল শ্লোকের মত বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং ইত্যাদি (১), ধন্যাঃস্ম মূঢ়মতয়োঽপি ইত্যাদি (২), কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য ইত্যাদি (৩), গাবশ্চ কৃষ্ণমুখং ইত্যাদি (৪), গো-গোপকৈঃ ইত্যাদি (৫) কয়টী শ্লোকও শ্রীব্রজদেবীগণের পূর্ব্বরাগ-ব্যঞ্জক।

[উদ্ধৃত শ্রীভা, ১০।২১।১—৯ শ্লোকের টীকা—]

প্রথম শ্লোকস্থ "এই প্রকার" পূর্ব্বাধ্যায় (২০শ) বর্ণিত প্রকার।

দ্বিতীয় শ্লোকস্থ "কুসুমিত" পদের অন্বয় পূর্ব্ব শ্লোকের বন-পদের সহিত। এই শ্লোকে যে বনের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বনের অন্তর্গত। শুষ্মি—মত্ত।

(১) ৮৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
(২) ৮৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
(৩) ৯৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
(৪) গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গত-বেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিত কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবা স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥

গাভীসকল উন্নমিত কর্ণপুট দ্বারা কৃষ্ণমুখচন্দ্র-নিঃসৃত বেণুগানামৃত পান করিতে করিতে এবং বৎসসকল মাতৃস্তনক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস মুখে মাত্র রাখিয়া দৃষ্টিপথ দ্বারা মনোমধ্যে গোবিন্দকে যেন আলিঙ্গন করিতেছে; সেইহেতু তাহাদের নয়নে অশ্রুলেশ দৃষ্ট হইতেছে।

(৫) ৯১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তদ্ব্রজেতি কৃষ্ণস্য বেণুগীতং আশ্রুত্য। তথাপি পরোক্ষং লজ্জয়া নিজভাবাবরণায় তদগ্রজাদিবর্ণনসহযোগেনাচ্ছন্নং যথা স্যাৎ তথৈবাবর্ণয়ন্। সমুচিতবর্ণনং হি প্রীতিমাত্রং বোধয়তি ন তু কান্তভাবমিতি। তদ্বর্ণয়িতুমিতি তথাপি নাশকন্। পরোক্ষ-বর্ণনায়াং ন সমর্থা বভূবুঃ। তত্র হেতুঃ স্মরন্ত্য ইতি। তত্র চ হেতুঃ স্মরবেগেনেতি। পূর্বোক্তং কৃষ্ণচেষ্টিতং বর্ণয়ন্তি বর্হাপীড়-মিতি। অধরসুধয়েতি ফুৎকারস্য তৎপ্রাচুর্য্যং বিবক্ষিতম্।

তৃতীয় শ্লোকে যে বেণুগীত শ্রবণের কথা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তৃতীয় চরণের কৃষ্ণস্য পদের অন্বয় দ্বিতীয় চরণের বেণুগীত পদের সহিত করিতে হইবে। তাহাতে যে পরোক্ষ বর্ণনের কথা আছে, তাহা লজ্জাহেতু নিজভাব আবরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজাদির (শ্রীবলদেবাদির) বর্ণন সহযোগে যাহাতে তাঁহার কথা আবৃত থাকে তদ্রূপ বর্ণনা। শ্রীব্রজদেবীগণ সেইরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন; সমুচিত বর্ণনা প্রীতি মাত্র প্রতীতি করায়, কান্তভাব প্রতীতি করায় না।

চতুর্থ শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণের যে পরোক্ষ বর্ণনায়ও অসামর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু কৃষ্ণচেষ্টাস্মরণ। তাহাতে তখন কন্দর্পবেগে তাঁহাদের চিত্তবিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই হেতু পরোক্ষ বর্ণনেও অসমর্থা হইয়াছিলেন।

পঞ্চম শ্লোকে মূল শ্লোকোক্ত কৃষ্ণচেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণ নটবররূপ ধারণ করিয়া ইত্যাদি বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে যে অধর-সুধায় বেণুরন্ধ্র পূরণের কথা আছে, তদ্দারা ফুৎকারে অধর-সুধার প্রাচুর্য্য বর্ণনই অভিপ্রেত। সুতরাং অধর-সুধার প্রাচুর্য্যানুভবে শ্রীব্রজদেবীগণের তাদৃশ মোহ সঙ্গত বটে।

ততশ্চ যুক্ত এব তদনুভবেন তাসাং তাদৃশো মোহ ইতি ভাবঃ। নাশকন্নিত্যেতদ্বিবৃণোতি ইতীতি। অভিরেভিরে উন্মদা বভূবুঃ। অথ যথা নাশকংস্তথা তদ্বাক্যদ্বারৈব দর্শয়তি শ্রীগোপ্য উচুরিত্যাদিনা। তত্র দ্বিধা পরোক্ষীকরণাশক্তিঃ। একত্রাজ্ঞানতোঽপি ভাবপ্রাবল্যেনৈবার্থান্তরাবির্ভাবেন। অন্যত্র ভাবপারবশ্যেন জ্ঞানত

শ্রীকৃষ্ণচেষ্টা বর্ণনে শ্রীব্রজদেবীগণের অসামর্থ্যের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে হে রাজন্ ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। সেই শ্লোকে যে তাঁহাদের পরস্পর আলিঙ্গনের কথা আছে, তাহাতে তাঁহাদের প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর, তাঁহারা পরোক্ষভাবে বর্ণন করিতে অসমর্থা হইয়া যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রীগোপীগণ বলিলেন ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগোপীবাক্যে পরোক্ষকরণাসামর্থ্য দুই প্রকার দেখা যায়, একস্থলে অজ্ঞানেও ভাব-প্রাবল্যবশে অর্থান্তর আবির্ভাব দ্বারা, অন্যত্র ভাব-পারবশ্যহেতু জ্ঞান-পূর্ব্বক ভাব প্রকটন দ্বারা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত হে সখীগণ ইত্যাদি সপ্তম শ্লোক। এস্থলে অর্থান্তর — ব্রজরাজকুমার-যুগলের মধ্যে কনিষ্ঠ বলিয়া, তাহাতে অনু-পশ্চাদগামী বেণু-সেবিত বদন যাহারা পান করেন ইত্যাদি অর্থযোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রজ-রাজকুমার শ্রীরাম-কৃষ্ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ বলিয়া পাছে পাছে যাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার বেণুযুক্ত বদন পাছেই থাকে। সেই মুখমাধুর্য্য যাঁহারা পান করেন, তাঁহাদের নয়ন সার্থক। শ্রীব্রজদেবীগণ কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিবার নিমিত্ত শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিলেও তাঁহার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন করায় তাঁহাদের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এব তত্তুদ্‌ঘাটনেন। তত্র প্রথমেন যথা অক্ষণ্বতামিতি। অর্থান্তরং চাত্র ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে কনিষ্ঠত্বেন তদনু পশ্চাৎ বেণুজুষ্টং মুখং তৎ যৈর্নিপীতমিতি যোজ্যম্। অথোত্তরেণ যথা চূতপ্রবালে-ত্যাদিদ্বয়ম্। তত্র প্রথমং পরোক্ষীকরণে। দ্বিতীয়ং তদশক্তা-বিতি জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রে চ গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতে-ত্যাদিষু বিজাতীয়ভাববর্ণনমপি পরোক্ষবিধানে মন্তব্যম্। অথোপ-সংহারঃ—এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ। বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ৩৭৩ ॥

তন্ময়তাং তদাবিষ্টতাম্। স্ত্রীময়ঃ ষিড়্গ ইতিবৎ ॥ ১০ ॥ ॥ ২১ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৭৩ ॥

ভাবপারবশ্যে জ্ঞানতঃ ভাবাভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত চূত-প্রবাল (আম্রের নবপল্লব) ইত্যাদি দুইটী শ্লোক।

উক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ভাব-গোপন, দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত তাহাতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতেছে।

এই প্রকার পরোক্ষবিধানার্থই অগ্রবর্ত্তী "গোগণ কৃষ্ণমুখ-নির্গত বেণুগীতামৃত শ্রবণ করিয়া" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২১।১৩) শ্লোক-সমূহে বিজাতীয় ভাব বর্ণন করিয়াছেন। এবংবিধ পূর্ব্বরাগ বর্ণনের উপসংহার "বৃন্দাবনচারী ভগবানের এই প্রকার যে ক্রীড়া, তাহা বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।২১।২০॥৩৭৩॥

তন্ময়তা—তদাবিষ্টতা। স্ত্রীময় কামুক বলিলে যেমন, স্ত্রীতে কামুকের পরমাবেশ সূচিত হয়, এস্থলে তন্ময়তা শব্দে শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে পরমাবেশ সূচিত হইয়াছে ॥৩৭৩॥

তথা তাসু কুমারীণাং, হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতমিত্যাদি ॥ ৩৭৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ সঃ ॥ ৩৭৪ ॥

অত্র কামলেখাদিপ্রস্থাপনং মতম্। তত্রোদাহরণং, শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং ত ইত্যাদি শ্রীরুক্মিণীসন্দেশাদিকং জ্ঞেয়ম্। অথ পূর্ব্বরাগানন্তরজঃ সম্ভোগঃ। তত্র সম্ভোগস্য সামান্যাকারেণ সন্দর্শনসংজল্পসংস্পর্শসংপ্রয়োগলক্ষণভেদচতুষ্টয়-ভিন্নত্বং দৃশ্যতে। সন্দর্শনং সম্যগ্দর্শনং যত্র স ভাবঃ ইত্যাদি। অথ রুক্মিণ্যাঃ সন্দর্শনসংস্পর্শনাখ্যৌ তদনন্তরজৌ সম্ভোগৌ যথা—সৈবং শনৈশ্চলয়তী চরণজাকোষৌ প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষনাণা। উৎসার্য্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণমধ্যে কুমারীগণের পূর্ব্বানুরাগ — "হেমন্তঋতুর প্রথমমাসে নন্দ-ব্রজ-কুমারিকাগণ হবিষ্য ভোজন করিয়া কাত্যায়ণী অর্চ্চনারূপ ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বস্ত্রহরণাধ্যায়ে (শ্রীভা, ১০।২২) বর্ণিত হইয়াছে ॥৩৭৪॥

এই অবস্থায় কামলেখাদি প্রেরণ সঙ্গত হয়। "হে ভুবনসুন্দর! আপনার গুণ শ্রবণ করিয়া" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৫২।২৯) শ্রীরুক্মিণীর প্রেরিত সংবাদাদি কামলেখার উদাহরণ।

অনন্তর পূর্ব্বরাগান্তর সংঘটিত সম্ভোগ বর্ণিত হইতেছে। সেই সম্ভোগের সাধারণতঃ সন্দর্শন সংজল্প সংস্পর্শ ও সম্প্রয়োগ-রূপ চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। সম্যগ্ দর্শন যাহাতে, সেইভাব সন্দর্শন ইত্যাদি। শ্রীরুক্মিণীদেবীর পূর্ব্বরাগান্তর সঞ্জাত সন্দর্শন ও সংস্পর্শন নামক সম্ভোগ যথা,—

"অল্পে অল্পে চরণকমলদ্বয় সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় ভগবানের প্রাপ্তি

নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতং সা। তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতামিতি ॥ ৩৭৫ ॥

ভগবতঃ প্রাপ্তিং তত্রাগমনং হ্রিয়া প্রসমীক্ষমাণা সলজ্জং দ্রষ্টুমারভমানা প্রাপ্তান্ পুরতঃ স্থিতান্ নৃপানৈক্ষত। ততশ্চ ব্যাকুলচিত্তা তত্রৈব পুনরচ্যুতমপি দদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ৫২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অথ ব্রজকুমারীণাং সন্দর্শনসংজল্পৌ যথা—তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হেত্যাদি ॥ ৩৭৬ ॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্। তেন যদ্যপি তাসাং স্ববিষয়প্রেমোৎ-

দর্শনার্থিনী রুক্মিণী বামকরাঙ্গুলি দ্বারা অলকাবলী উত্তোলন করিয়া উপস্থিত রাজগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজকন্যা (রুক্মিণী) রথারোহণে প্রবৃত্তা হইলে, বিদ্বেষী রাজগণের সাক্ষাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিলেন।”

শ্রীভা. ১০ ৫৩।৪১-৪২॥৩৭৫॥

ভগবানের প্রাপ্তি—তাঁহার তথায় আগমন, দর্শনার্থিনী সলজ্জভাবে দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, উপস্থিত—সম্মুখস্থিত রাজগণকে দর্শন করিলেন তারপর ব্যাকুলচিত্তা হইয়া সেই স্থানেই আবার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন—ইহাই উক্ত (৪১) শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৩৭৫ ॥

ব্রজকুমারীগণের সন্দর্শন ও সংজল্প,—যথা “শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণের বস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। হাস্যকারী বালকগণের সহিত উচ্চহাস্য সহকারে পরিহাস-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।” শ্রীভাঃ, ১০।২২.৬॥৩৭৬॥

এস্থলে বিবেচনার বিষয় এই:— শ্রীকৃষ্ণ যদিও নিজ বিষয়ে

কর্ষো জ্ঞায়ত এব তথাপি তদভিব্যঞ্জকচেষ্টাবিশেষদ্বারা সাক্ষাত্তদাস্বাদায় তাদৃশী লীলা সনর্ম্ম বিস্তারিতা। বিদগ্ধানাঞ্চ যথা বনিতানুরাগাস্বাদনে বাঞ্ছা ন তথা তৎস্পর্শাদাবপি। তত্র লজ্জাচ্ছেদো নাম পূর্বানুরাগব্যঞ্জকো দশাবিশেষো বর্ত্ততে। তথোক্তম্ —নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং সম্ভোগস্তথা সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতা স্মরদশা দশৈব স্যুরিতি। তেষু চ ব্যঞ্জকেষু কুলকুমারীণাং লজ্জাচ্ছেদ এব পরাকাষ্ঠা। তা হি দশমীমপ্যঙ্গীকুর্বন্তি ন তু বৈজাত্যম্। ততোঽনুরাগাতিশয়াস্বাদনার্থং তথা পরিহসিতম্। সখায়শ্চেতি। ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুরিতি সত্যতত্তদবিনাভাব-

---

ব্রজকুমারীগণের প্রেমোৎকর্ষ অবগত আছেন, তথাপি তৎপ্রকাশক চেষ্টাবিশেষ দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের গরীয়ান্ প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য কৌতুকের সহিত তাদৃশ (বস্ত্রহরণ) লীলা বিস্তার করিয়াছেন। বনিতার (অনুরাগবতী রমণীর) অনুরাগাস্বাদনে রসজ্ঞগণের যেমন বাঞ্ছা হয়, তাহার স্পর্শাদিতে তেমন বাঞ্ছা হয় না। তাহাতে (বস্ত্রহরণ লীলায়) লজ্জাচ্ছেদ-নামক পূর্ব্বানুরাগব্যঞ্জক দশাবিশেষ আছে। রসশাস্ত্রে সেই দশার উল্লেখ আছে—"নয়ন প্রীতি, প্রথম-সম্ভোগ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, বিষয়-নিবৃত্তি, লজ্জাচ্ছেদ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—এই দশবিধা স্মরদশা।" অনুরাগব্যঞ্জক দশাসমূহ মধ্যে কুল-কুমারীগণের লজ্জাচ্ছেদেই অনুরাগের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হয়। তাঁহারা দশমী (মৃত্যু) দশা অঙ্গীকার করেন, তথাপি লজ্জাত্যাগে সম্মতা হয়েন না। সুতরাং ব্রজকুমারীগণের প্রচুরতম অনুরাগ আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার পরিহাস করিয়াছেন।

ব্যক্ত্যা হসন্তিরিত্যাদৌ বালশব্দপ্রযুক্ত্যা চ তদীয়সখ্যব্যতিরিক্ত-ভাবান্তরাস্পর্শিনস্তদঙ্গনির্বিশেষা অত্র বালা এব চ। যে চোক্তা গৌতমীয়তন্ত্রে প্রথমাবরণপূজায়াম্—দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণীর্গন্ধ-পুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। আত্মা-ভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ইতি। ততো রহস্যত্বাৎ তাদৃশানুরাগাস্বাদকৌতুকপ্রয়োজনকনর্মপরিপাটীময়ত্বাত্তস্যাং লীলায়াং ন রসত্বব্যাঘাতঃ প্রত্যুত তদুল্লাস এব। তথৈব তস্যাং লীলায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ং মুনীন্দ্র এব ব্যাচষ্টে। ভগবানাহতা বীক্ষ্য

বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল সখার কথা বলা হইয়াছে, অতঃপর তাঁহাদের বিষয় বলা যাইতেছে—"আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই, এই বালকগণও তাহা জানে" (শ্রীভা, ১০।২২।১১), এই বাক্যে সখাগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গছাড়া হয়েন না—এই ভাব ব্যক্ত হওয়ায় এবং হাস্যকারী ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদিগকে বালক বলিয়া উল্লেখ করায়। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ভিন্ন অন্যভাব স্পর্শ করেন না—এমন তদীয় অঙ্গনির্ব্বিশেষ সখাগণকে উক্ত শ্লোকে "বালক" বলা হইয়াছে। গৌতমীয়-তন্ত্রে প্রথমাবরণ পূজায় উঁহাদের উল্লেখ আছে—"দাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিণীকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়েন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নরূপে পূজনীয়; শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার, তাঁহারাও সেই প্রকার।" সুতরাং উক্ত সখাগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেও বস্ত্রহরণ-লীলা গুপ্তভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই কারণে এবং তাদৃশ অনুরাগাস্বাদনরূপ কৌতুক নির্ব্বাহার্থ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস-পরিপাটীময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া বস্ত্রহরণ-লীলায় রসের ব্যাঘাত ঘটে নাই, তাহার উল্লাসই হইয়াছে। শ্রীশুকদেব সেই

শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ। স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥ ৩৭৭॥

আহতা আগতাঃ। লজ্জাত্যাগেঽপি স্ত্রীজাতিস্বভাবেন লজ্জাংশাবশেষাৎ নম্রতয়েষত্তগ্নদেহা বা এবমুৎকণ্ঠাভিব্যক্ত্যা তদ্ভাবমুগ্ধত্বাভিব্যক্ত্যা চ শুদ্ধঃ পরমৌজ্জ্বল্যেনাবগতো যো ভাবস্তেন তদাস্বাদনেন জনিতচিত্তপ্রসক্তিঃ। অথ পুনরপি যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ইত্যাদিকং তল্লজ্জাংশাবশেষনিঃশেষতাদর্শনকৌতুকার্থং শ্রীকৃষ্ণনর্মবাক্যম্। তদনন্তরম্ ইত্যচ্যুতেনেত্যাদিকং তাসামপি তথৈব

লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শুদ্ধ ভাবে প্রসাদিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে আহতা দেখিয়া প্রীত হইলেন; তাঁহাদের বস্ত্রসকল স্কন্ধে রাখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন।"

শ্রীভা, ১০।২২।১৩॥৩৭৭॥

আহতা—আগতা। কিংবা ব্রজকুমারীগণ লজ্জা ত্যাগ করিলেও স্ত্রী-স্বভাবে লজ্জাংশ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া, নম্রতাহেতু তাঁহাদের দেহ ঈষত্তগ্ন দেখা গিয়াছিল, এই জন্য তাঁহাদিগকে আহতা বলিয়াছেন। এই প্রকারে উৎকণ্ঠা অভিব্যক্তি এবং সেই ভাবমুগ্ধতা অভিব্যক্তি হেতু (শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধভাব প্রসাদিত)। শুদ্ধ—পরমোজ্জ্বলতা দ্বারা যে ভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা—সেই ভাবাস্বাদন দ্বারা তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহাকে শুদ্ধভাব প্রসাদিত বলা হইয়াছে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে "তোমরা ব্রতধারণপূর্ব্বক যে বিবস্ত্রা হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২২।১৯) যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অবশিষ্ট লজ্জাংশ ধ্বংস দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে (শ্রীকৃষ্ণের) কৌতুক-বাক্য।

ইহার পর, "শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিবস্ত্র-স্নানকে দোষ বলিয়া উল্লেখ

তদ্বচনস্থিতত্ত্বব্যঞ্জকং মুনীন্দ্রবাক্যং পূর্বতোঽপ্যুৎকণ্ঠাং ভাবমুগ্ধত্বঞ্চ ব্যঞ্জয়তি। তদনন্তরমপি স্বয়ং তথৈব ব্যাচষ্টে। দৃঢ়ং প্রলব্ধা স্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতা ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ। বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ৩৭৮ ॥

দৃঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ যূয়ং বিবস্ত্রা ইত্যাদিনা। ত্রপয়া লজ্জয়া চ হাপিতা অত্রাগত্য স্ববাসাংসীত্যাগ্রহেণ। প্রস্তোভিতা উপহসিতাঃ সত্যং ব্রুবাণি নো নর্মেত্যাদিনা। ক্রীড়নবৎ কারিতাশ্চ বদ্ধাঞ্জলিমিত্যাদি প্রায়শ্চিত্তচ্ছলেন। ন চ তাসাং তত্র দোষোঽস্তি, যেন বঞ্চনাদিকং কৃতং, প্রত্যুত তস্মৈবেত্যাহ স্বয়ং তেনৈব, বস্ত্রাণি চ হৃতানি ইতি। তথাপি তং প্রতি তা নাভ্যসূয়ন্ প্রত্যুত প্রিয়স্য তস্য সঙ্গেন নির্বৃতাঃ পরমানন্দমগ্না বভূবুরিতি। ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৭৮ ॥

করায় ব্রজবালাগণ তাহা আপনাদের ব্রতভঙ্গের কারণ মনে করিলেন; অনন্তর সেই ব্রত পূর্ত্তিকামনায়, সেই ব্রত এবং অন্যান্য অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধ্য ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা প্রণাম করিলেন; যেহেতু তাঁহা হইতে নিখিল দোষ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" শ্রীভা. ১০ ২২।২০, —এই শ্রীশুকোক্তিতে ব্রজকুমারীগণের যে তাদৃশরূপে শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তিতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠা ও ভাবমুগ্ধতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

তারপর শ্রীশুকদেব নিজেই সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রলব্ধা, লজ্জাদ্বারা ত্যজিতা, প্রস্তোভিতা হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলিকার মত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করিলেও তাঁহারা উঁহার প্রতি

অথ যজ্ঞপত্নীনাং ব্রাহ্মণীত্বেন যোগ্যত্বাভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য তাসু ভাবেঽনুদিতে সতি পূর্বরাগ ইব প্রতীয়মানো যো ভাবস্তদনন্তরং চ সন্দর্শনসংজল্পরূপসম্ভোগ ইব প্রতীয়মানো যঃ স তু সম্ভোগাভাসস্তস্য হেমন্তস্যানন্তরে নিদাঘে দ্রষ্টব্যঃ। যথাহ—অথ গোপৈঃ

দোষারোপ করেন নাই; পরন্তু তাঁহারা প্রিয়তম তাঁহার সঙ্গ পাইয়া পরমানন্দিতা হইয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।২২।২২॥৩৭৮॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করিবার বহু কারণ ছিল; ব্রজকুমারীগণ তাহা করেন নাই, দোষারোপের কারণসকল যথা,—] [প্রলব্ধা] "তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। [ত্যজিতা]—'তোমরা এ স্থানে আসিয়া নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদিগকে লজ্জা দিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। [প্রস্তোভিতা]—"সত্য বলিতেছি, ইহা পরিহাস নহে," এই বাক্যে উপহাস করিয়াছেন। বিবস্ত্র হইয়া স্নানের প্রায়শ্চিত্তরূপে "তোমরা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আস" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলিকার মত করিয়াছেন। ব্রজকুমারীগণের সঙ্গে বঞ্চনা করিতে পারেন, তাঁহাদের এমন কোন দোষ ছিল না; প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ ছিল, এই জন্য শ্রীশুকদেব স্বয়ং বলিয়াছেন [শ্রীকৃষ্ণ] তাঁহাদের বস্ত্রসকল হরণ করিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহারা দোষারোপ করেন নাই, পরন্তু প্রিয় তাঁহার সঙ্গলাভে পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন ॥৩৭৮॥

আর, যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইবার যোগ্যা নহেন; এই জন্য উঁহাদের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ উদিত না হওয়ায়, পূর্ব্বরাগের মত প্রতীয়মান যে ভাব এবং তদনন্তর সন্দর্শন ও সংজল্পরূপ সম্ভোগের মত প্রতীয়মান যে সম্ভোগাভাস, তাহা হেমন্ত-বর্ণনের পর নিদাঘ-বর্ণনায় দ্রষ্টব্য। যথা, শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ। বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ৩০৯ ॥

অথ ব্রজকুমার্য্যনুগ্রহানন্তরং কচিন্নিদাঘদিন ইত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যমিহ আগামিনিদাঘান্তরং ব্যবচ্ছিনত্তি। তস্মিংশ্চ দিনে শ্রীবলদেবোঽপি সঙ্গ আসীদিত্যাহ সহাগ্রজ ইতি। বৃন্দাবনাদ্গতো দূরমিতি পর্বতময়কাম্যকবনগমনাৎ। ততশ্চ ধাতুরাগবেশস্তেন তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গত ইত্যনেন চ লব্ধত্বাৎ।

"অনন্তর ভগবান্ দেবকীসুত গোপগণ-পরিবৃত হইয়া গো-চারণের জন্য অগ্রজের সহিত বৃন্দাবন হইতে দূরে গমন করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।২২।২১॥৩৭৯॥

অনন্তর ব্রজকুমারীগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার পর কোন গ্রীষ্ম-দিনে। যে বৎসর হেমন্তে ব্রজকুমারীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বৎসরের গ্রীষ্মঋতুতে যজ্ঞপত্নীগণের প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ তাহা না বুঝিয়া, পরবর্ত্তী বৎসরের গ্রীষ্ম-ঋতু যাহাতে না বুঝেন, সেই অভিপ্রায়ে অনন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। [পরবর্ত্তী বৎসরের গ্রীষ্মঋতু হইলে, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ, রাসের পর প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহা নহে।] সেইদিন শ্রীবলদেব সঙ্গে ছিলেন, এই জন্য অগ্রজের সহিত বলিয়াছেন। পর্ব্বতময় কাম্যকবনে গিয়াছিলেন বলিয়াই "বৃন্দাবন হইতে দূরে গিয়াছেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের ধাতুরাগ বেশ (কাম্যকবনের সৌগন্ধিক নামক গৈরিকদ্বারা রচিত তিলকাদি সজ্জা) বর্ণিত হইয়াছে। *

"নম্রশাখ-বৃক্ষসকলের মধ্যবর্ত্তী পথে যমুনায় গেলেন" শ্রীভা,

---

* শ্রীভা, ১০।২৩।১৩ শ্লোকে।

তদেতচ্চ ব্রজং দক্ষিণীকৃত্য গতত্বাৎ সঙ্গতম্। যমুনোপকণ্ঠগত্যা পশ্চাদেষ ভক্তক্রীড়নাখ্যং কুট্টিমং চ গত ইতি জ্ঞেয়ম্। তস্য চ দক্ষিণতো মধুপুরাদুত্তরতো যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা ঊষুরিতি চ। অতঃ কংসসমীপবাসত্বাৎ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্নিত্যনেন তেষাং ব্রাহ্মণানাং শ্রীভগবন্মিলনং ন জাতমিতি ক্রমোঽত্র কর্ত্তব্যঃ। তস্য দিনস্য গুণেন শব্দেন চ নিদাঘসম্বন্ধিত্বমাহ—নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ। আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ। ইত্যাদি ॥ ৩৮০ ॥

নিদাঘস্য অর্কতাপে তিগ্মে সতি। অথ সম্ভোগাভাসো যথা—

১০।২২।৩৬,—এই বর্ণনা দ্বারাও কাম্যকবন-গমন-বর্ণন প্রতীত হয়। ব্রজ দক্ষিণে রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া উক্তরূপে গমন-বর্ণন সঙ্গত হইয়াছে। যমুনার তীরে তীরে যাইয়া পরে ভক্তক্রীড়ন নামক কুট্টিমে (চত্বরে—বাঁধান ভূমিতে) গিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সে স্থানের দক্ষিণে এবং মথুরাপুরীর উত্তরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই হেতু, যাজ্ঞিকগণ কংস সমীপে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য "কংসভয়ে গমন করেন নাই।" শ্রীভা, ১০।২৩।৩৭,—এই বর্ণনানুসারে সেই ব্রাহ্মণগণের ভগবৎ-সম্মিলন ঘটে নাই, এই ক্রম এ স্থলে করা যায়।

নৈসর্গিকগুণ বর্ণনা ও স্পষ্টোক্তি দ্বারা সেই দিনটী যে গ্রীষ্ম-সম্বন্ধীয় তাহা বলিতেছেন—"নিদাঘ-সূর্য্যতাপ প্রখর হইলে, বৃক্ষ-সকলকে ছায়াদ্বারা আপনাদের ছত্রতুল্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালক-দিগকে বলিতে লাগিলেন" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।২২।২১॥৩৮০॥

নিদাঘের (গ্রীষ্মঋতুর) সূর্য্যতাপ প্রখর হইলে,—[ইহার "নিদাঘ" শব্দদ্বারা স্পষ্টোক্তিতে এবং সূর্য্যতাপ প্রখর ইত্যাদি দ্বারা গুণবর্ণনায় গ্রীষ্মঋতুর সূচনা করিয়াছেন।]

যমুনোপবনে রম্যে তরুপল্লবমণ্ডিতে। বিচরন্তং যুতং গোপৈর্দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে। বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্। প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ র্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ। অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ৩৮১ ॥

অভিমতয়োঽহঙ্কারবৃত্তয়ঃ যথা প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং প্রাপ্য নানাভিমন্তব্যকৃতং তাপং জহতি তথা তা অপি তদপ্রাপ্তিতাপ-

---

অনন্তর যজ্ঞপত্নীগণে সম্ভোগাভাস—"তরুপল্লব-মণ্ডিত রমণীয় যমুনার উপবনে যজ্ঞপত্নীগণ গোপগণ সহ বিচরণশীল অগ্রজের সহিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, তাঁহার পরিধানে পীতবসন। বনমালা, ময়ুরপুচ্ছ, গৈরিক ধাতু ও প্রবাল দ্বারা তিনি নটবরবেশে সজ্জিত; সখার স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া অপর হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদনকমলে মনোহর হাস্য শোভা পাইতেছে।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বহুবার শ্রবণ করায়, তাঁহাদের কর্ণেন্দ্রিয় কৃতার্থ হইয়াছিল। যে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মন মগ্ন ছিল, নয়নদ্বারে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া সুদীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে অভিমতি সকল প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন সন্তাপমুক্ত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা সন্তাপমুক্ত হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।২৩।১৫—১৭॥৩৮১॥

অভিমতি—অহঙ্কার বৃত্তিসকল, প্রাজ্ঞকে—সুষুপ্তি সাক্ষীকে প্রাপ্ত হইয়া, নানাভিমান করা হেতু যে তাপ, সেই তাপ মুক্ত হয়; তদ্রূপ যজ্ঞপত্নীগণও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত যে তাপ, তাহা হইতে মুক্ত

মিত্যর্থঃ। তত্র তাসাং কস্যাশ্চিত্তু তদৈবাযোগ্যতানাশেন স পূর্বরাগান্তরজঃ সম্ভোগঃ সংস্পর্শনাদ্যাত্মকোঽপি বভূবেত্যাহ—

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্। হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৮২ ॥

কর্মানুবন্ধব্রাহ্মণদেহপরিত্যাগেন তদযোগ্যত্বে নষ্টে যথা হৃদোপগূঢ়োঽসৌ তথৈব তং প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবমিত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদাদিভ্যঃ। সা চ তস্যাস্তৎপ্রাপ্তিঃ গোপীরূপপ্রাপ্তেরেব সম্ভবতি ন ব্রাহ্মণীরূপেণেতি সূচিতম্। এবং লীলানরবপুরিত্যাদৌ গবাদিকা এব রময়ন্ রেমে নান্যা

হইলেন। তন্মধ্যে কোন যজ্ঞপত্নীর অযোগ্যতা নাশপূর্ব্বক, পূর্ব্বরাগান্তরজাত সেই সংস্পর্শনাদ্যাত্মক সম্ভোগ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যথা,—

"যজ্ঞপত্নীগণের একজনকে তাঁহার পতি বিশেষরূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, ভগবানকে তদ্রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ বিশেষরূপে ত্যাগ করিলেন।"

শ্রীভা, ১০।২৩।২৮ ॥ ৩৮২ ॥

কর্ম্মানুবন্ধ (পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফললব্ধ) ব্রাহ্মণদেহ পরিত্যাগে কৃষ্ণপ্রেয়সীত্বলাভের অযোগ্যতা নষ্ট হওয়ায়, হৃদয়ে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। "অন্তঃকালে যাহা চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে দেহান্তে তাহাই প্রাপ্ত হয়"—এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদির বাক্যপ্রমাণে উক্ত যজ্ঞপত্নীর তাদৃশী প্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার বল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি গোপীরূপ প্রাপ্তির পরই সম্ভব, ব্রাহ্মণীরূপে নহে—ইহাও এস্থলে সূচিত হইয়াছে; এবং লীলা নরবপু ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৩।২৯) শ্লোকের "গো, গোপ ও গোপীদিগকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করেন"—এই

ইত্যর্থেন। যথা চাত্র ব্রজে তস্যাস্তদৈব তৎপ্রাপ্তেরপ্রসিদ্ধত্বাদ-ঘটমানত্বাচ্চ ন তৎ সম্ভাবনীয়ম্। শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজস্য চ লোকা-প্রকটতয়াপ্যনন্তধা প্রকাশভেদানাং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদৌ স্থাপিতত্বাৎ। তথাত্র সাক্ষাদ্দশমী দশাপি ন দোষায়। তাদৃশকৃচ্ছ্রেণ তৎপ্রাপ্তৌ তদনুসন্ধানাবিচ্ছেদেনোৎকণ্ঠাপুষ্ট্যা তস্যা রসস্যৈবোৎকর্ষাৎ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৭৯-৩৮২ ॥

অথ তদনন্তরমেব শরদি সর্বাসামেব শ্রীব্রজদেবীনাং সন্দর্শ-

বাক্যের অর্থ হইতেও প্রতিপন্ন হয়—শ্রীকৃষ্ণ গবাদি লইয়া ক্রীড়া করেন, অন্যের সঙ্গে নহে। [সুতরাং যজ্ঞপত্নীগণের গোপীদেহ প্রাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সঙ্গতা হয়।] ব্রজের প্রকট প্রকাশে উক্ত যজ্ঞপত্নীর তৎকালে কৃষ্ণসঙ্গ-প্রাপ্তি অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব বলিয়া, তাহার সম্ভাবনা করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজের লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত অনন্তপ্রকার প্রকাশের কথা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রজের তদানীন্তন প্রকটপ্রকাশে উক্ত যজ্ঞপত্নীর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি না হওয়ায়, অপ্রকটপ্রকাশেই সেই প্রাপ্তি নিশ্চিত হইতেছে। প্রকট-প্রকাশে প্রাপ্তির অসম্ভাবনার মত উক্ত যজ্ঞপত্নীর সাক্ষাৎ দশমীদশা (দেহত্যাগ) দোষের বিষয় নহে। কারণ, তাদৃশ কষ্টের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে অবিচ্ছেদে কৃষ্ণানুসন্ধান বর্তমান থাকায় উৎকণ্ঠা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল; এইজন্য তাঁহার (উক্ত যজ্ঞপত্নীর) রসোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৭৯—৩৮২ ॥

গ্রীষ্মঋতুতে যজ্ঞপত্নীগণের সম্ভোগাভাস বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শরৎঋতুতে (রাসে) সমস্ত শ্রীব্রজদেবীগণের পূর্ববরাগান্তরজাত সন্দর্শনাদি সর্বপ্রকার—(সন্দর্শন, সংজল্প, সংস্পর্শ ও সম্প্রয়োগ)

নাদিসর্বাত্মক এব পূর্বরাগান্তরজঃ সম্ভোগো বর্ণ্যতে। তত্র কুমারীণামপি তাদৃশপ্রাপ্তাবকৃতার্থম্মন্যানাং পূর্বরাগাংশো নাতিগতঃ। কস্যাশ্চিৎ পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য ইত্যনুসারেণ কাসাঞ্চিত্তু যর্হ্যম্বুজাক্ষেত্যাদাবস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতীত্যনেন শ্রুতো যঃ স্পর্শঃ সোঽপি বেণুগীতকৃততন্মূর্চ্ছাদিশমনানুরোধেনৈব ন তু সম্ভোগরীত্যেতি মন্তব্যঃ। যত এব তস্য তাসামপি অপূর্ববৎ প্রত্যাখ্যানপ্রার্থনাবাক্যে সংগচ্ছেতে। অথ তাসাং যথা—নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং

সম্ভোগই বর্ণিত হইয়াছে। [শরৎঋতুর পূর্ব্বে] বস্ত্রহরণলীলায় ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থা মনে করেন নাই; এইজন্য সেই প্রাপ্তিতে তাঁহাদের পূর্ব্বরাগাংশ অতিক্রান্ত হয় নাই। পূর্ণা, পুলিন্দ্য ইত্যাদি শ্লোকে (১) কোন গোপীর, যর্হ্যম্বুজাক্ষ ইত্যাদি শ্লোকে (২) কোন কোন গোপীর যে রাসের পূর্ব্বে কৃষ্ণ-স্পার্শলাভের কথা শুনা যায়, তাহাও উঁহাদের বেণুগীত শ্রবণজ-মূর্চ্ছাদি প্রশমনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল; সম্ভোগ-রীতিতে সেই স্পর্শ সংঘটিত হইয়াছিল মনে হয় না। কারণ, রাসপ্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রজদেবীগণের প্রত্যাখ্যান ও প্রার্থনাবাক্যে পূর্ব্বে যে তাঁহাদের কখনও মিলন ঘটে নাই, তাহাই দেখা যায়। [শ্রীব্রজদেবীগণের রাসের মিলনই যে প্রথম মিলন, তাহা তাঁহাদের অভিসার বর্ণনা হইতেই প্রতিপন্ন হয়।] যথা,—"কন্দর্প বৃদ্ধিকারী [শ্রীকৃষ্ণের] সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া, যে ব্রজরমণীগণের চিত্ত কৃষ্ণকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাঁহারা স্বীয় উদ্যম

---

(১) ৫৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) ১০২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ। আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলা ইত্যাদি॥ ৩৮৩॥

স্পষ্টম্॥ ১০॥ ২৯॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩৮৩॥

অথ তদন্তরালে মানরূপো বিপ্রলম্ভঃ। তত্র যথোক্তম্। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোর-হেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি। তথা—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধীমান উচ্যতে॥

অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমমিতি। ততোহস্য সহেতু-নির্হেতুশ্চেতি ভেদদ্বয়ে চ সতি হেতুরপি যথোক্তঃ — হেতুরীর্ষ্যা-

---

অন্য কাহাকেও না জানাইয়া যে স্থানে সেই বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তথায় আগমন করিলেন, গমন-সময়ে বেগে তাঁহাদের কুণ্ডল সকল আন্দোলিত হইয়াছিল” ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।২৯।৪। ৩৮৩॥

অনন্তর, সম্ভোগের মধ্যে যে মানরূপ বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। মান সম্বন্ধে রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“সর্পের গতির মত প্রেমের গতি কুটিলা; এই নিমিত্ত সকারণে বা অকারণে যুবক-যুবতীর মানের উদয় হইয়া থাকে।” তদ্রূপ আরও বলা হইয়াছে—

“পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্রস্থিত নায়ক-নায়িকার স্বাভীষ্ট আলিঙ্গন, দর্শনাদি রোধকারী ভাবকে মান বলে।

* * * * *

প্রণয়ই মানের উত্তম স্থান।”

—উজ্জ্বলনীলমণি।

সকারণে ও অকারণে মানোদয় সম্ভাবনায়, সহেতু ও নির্হেতু

বিপক্ষাদেবৈশিষ্ট্যে প্রেমসাৎকৃতে। ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষা-মানত্বমৃচ্ছতি ইতি। যথা চ—স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষা চ প্রণয়ং বিনা। তস্মান্মানপ্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ ইতি। অতএব হরিবংশে—রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব। ভীতভীতোঽতি শনকৈর্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥ রূপযৌবনসম্পন্না সৌভাগ্যেন চ গর্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষাবশং গতেতি॥ অতঃ প্রিয়কৃতস্নেহভঙ্গানুমানেন সহেতুরীর্ষামানো ভবতি। এষ চ বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পরম-সুখদঃ। যথা চোক্তং শ্রীরুক্মিণীং প্রতি স্বয়মেব—ত্বদ্বচঃ

ভেদে মান দ্বিবিধ। হেতু সম্বন্ধে উজ্জ্বল-নীলমণিতে বলা হইয়াছে—"মানের হেতু ঈর্ষা। প্রিয় ব্যক্তি বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্য প্রকটন করিলে, প্রণয় প্রধান ভাব ঈর্ষারূপে মনে পরিণত হয়।

স্নেহ ব্যতিরেকে ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয়না। সেই হেতু এই প্রকার মান নায়ক-নায়িকা উভয়ের প্রেম-প্রকাশক।"

এই হেতু হরিবংশে বলা হইয়াছে—"শ্রীসত্যভামা রুষিতার মত হইলে, যদুনন্দন চিন্তিতের ন্যায় ভীত ভীত হইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

সত্যভামা রূপযৌবনসম্পন্না এবং সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে পারিজাত-পুষ্পাদি দিয়াছিলেন — একথা শ্রবণ মাত্র তিনি অভিমানবতী হইয়া ঈর্ষার বশীভূতা হইলেন।"

এরূপ স্থলে প্রিয়ব্যক্তি স্নেহভঙ্গ করিয়াছেন — এই অনুমানে সহেতু-ঈর্ষা মানে পরিণত হয়। এই প্রকার মানময় বিলাস শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখদ। যথা,—শ্রীকৃষ্ণ নিজে রুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—"হে সুন্দরি! তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত পরিহাস

শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে। মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধর মীক্ষিতুমিত্যাদি। শ্রীরুক্মিণ্যামপি তদবিক্ষেপিত্বং ব্যক্তং, জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজেত্যাদৌ। যুক্তঞ্চ তৎ, কান্তাভাবাখ্যায়াঃ প্রীতেঃ পোষকত্বেন তদ্ভাবস্থাবগমাৎ প্রাচীনকবিসম্প্রদায়সম্মতত্বাচ্চ। তস্মাদাদরণীয় এব মানাখ্যো ভাবঃ। তত্র সর্বাসাং যুগপত্ত্যাগেন সঙ্গপ্রাথম্যেন চ তথাসুদয়ান্নিগূঢ়স্তম্মানলেশো রাসে শ্রীব্রজদেবীনাং জাতঃ। স চ পরিত্যাগজের্ষাহেতুক এব জ্ঞেয়ঃ। যথা—সভাজ-

---

করিয়া আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। আমার আরও ইচ্ছা ছিল, প্রণয়-কোপে কম্পিত অধরবিশিষ্ট তোমার মুখদর্শন করি।”

শ্রীভা, ১০।১৬২৮—২৯।

“হে গদাগ্রজ! হে ঈশ! সিংহ যেমন অন্য পশুকে দূরীভূত করিয়া স্বীয় বলি অর্থাৎ খাদ্য হরণ করে, তদ্রূপ শাঙ্গর্ধনুর নিনাদদ্বারা জরাসন্ধাদি রাজগণকে দূর করিয়া স্বীয় ভোগ্যা আমাকে যে তুমি হরণ করিয়াছ, সেই তুমি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রে বাস করিতেছ বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছ, তোমার সেই জাড্য-বাক্য মন্দ নহে,” (শ্রীভা, ১০।৬০।৩৮) এই রুক্মিণীবাক্যে তাঁহাতে মানের অবিক্ষেপিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা সঙ্গতও বটে; কারণ, সেইভাব (মান) কান্তভাবাখ্য প্রীতির পোষক বলিয়াই জানা যায় এবং তাহা প্রাচীন কবি-সম্প্রদায়েরও অনুমোদিত, সুতরাং মানাখ্যভাব আদরণীয়।

শারদীয় রাসে একসঙ্গে সমস্ত শ্রীব্রজদেবীকে ত্যাগ করায় এবং তাহা তাঁহাদের প্রথম সঙ্গ বলিয়া, বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনাদি জনিত ঈর্ষার উদ্রেক তাঁহাদের হইতে পারে নাই। সুতরাং রাসে তাঁহাদের মানলেশ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা, পরিত্যাগজনিত ঈর্ষাহেতুকই বুঝা যায়। যথা—“রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে

য়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা। সংস্পর্শনেনঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ইত্যাদি ॥ ৩৮৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮৪ ॥

এষ চ স্তুত্যাদিভিঃ শাম্যতি। যথৈব তা স্তুষ্টাব। এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি ॥ ৩৮৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩৮৫ ॥

অথ নির্হেতুঃ প্রণয়মানঃ। নির্হেতুত্বঞ্চাত্র কেবলপ্রণয়-

ঈষৎকুপিতা শ্রীব্রজসুন্দরীগণ (পুনর্ম্মিলনের পর) সহাস্য লীলাবলোকন বিলসিত ভ্রূযুগলদ্বারা কন্দর্পবর্দ্ধনকারী তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। তারপর ক্রোড়স্থিত তাঁহার করচরণ সংস্পর্শনপূর্ব্বক স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৩২।১৫॥৩৮৪॥

স্তবাদিদ্বারা ঈদৃশ মান প্রশমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণব্রজদেবীগণের স্তব করিয়াই তাঁহাদের উক্ত মান প্রশমিত করিয়াছিলেন। যথা,—হে অবলাগণ! তোমরা আমার জন্য এইরূপ লোকাপেক্ষা, শাস্ত্রমর্য্যাদা—সব ত্যাগ করিয়াছিলে। আমি কিন্তু, সেই তোমরা যাহাতে আমার অনুবৃত্তি কর—এই অভিপ্রায়ে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। তদবস্থায় আমি তোমাদিগকে ভজনা করিয়াছি, আমি তোমাদের প্রিয়; হে প্রিয়াগণ! আমার প্রতি তোমাদের রোষারোপ করা উচিত নহে। আমি কিন্তু, আমার সহিত অনিন্দ্যসংযোগবতী তোমাদের সম্বন্ধে স্বীয় সমুচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ ইত্যাদি।

শ্রীভা, ১০।৩২।২১—২২॥৩৮৫॥

অনন্তর নির্হেতু প্রণয়মান বর্ণিত হইতেছে। ইহা কেবল প্রণয়ের

বিলসিতত্বেন হেত্বভাবান্মন্যতে। এষ নায়কস্যাপি ভবতি। ভগবৎপ্রীতিময়ে রসে স তূদ্দীপনোঽপি প্রসঙ্গাদত্রোদাহরণীয়ঃ। যত্র তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ ইত্যাদি প্রকরণং যোজনান্তরেণ মন্যতে, তত্র মানঃ প্রণয়মানঃ। তস্য হেতুঃ সৌভগমদঃ। ততো মানস্য প্রশমরূপায় তাসাং প্রসাদায় স্বয়মপি প্রণয়মানেনৈবান্তরধীয়ত। তথাগ্রেঽপি—যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বন ইত্যাদৌ তস্যাঃ প্রণয়মানঃ। যেনৈবোক্তম্—ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মন ইতি।

বিলাস-বিশেষ বলিয়া, এই মানে হেতুর অভাব প্রতীত হয়; এইজন্য ইহাকে নির্হেতু মান বলা যায়। নির্হেতু প্রণয়মান নায়কেরও হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রীতিময় রসে সেই উদ্দীপনও (যে কারণে মনে উপস্থিত হয়, তাহাতেও) ক্রমে উদাহরণ দেওয়া যায়, যাহাতে "তাঁহাদের (শ্রীব্রজসুন্দরীগণের) সৌভগমদ ও মান দেখিয়া কেশব" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৯।৩৯) প্রকরণ দৃষ্টান্তরূপে যোজনা করিলে মনে হয়, তাহাতে মানের যে কথা আছে, তাহা প্রণয়মান। সেই মানের হেতু সৌভগমদ। তজ্জন্য মানের প্রশমনরূপ তাঁহাদের প্রসন্নতা-লাভার্থে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও প্রণয়মানযুক্ত হইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। উক্ত শ্লোকের পরে "অন্য রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) যে গোপীকে আনিয়াছিলেন, তিনি তখন আপনাকে সমস্ত ব্রজসুন্দরী হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন" (শ্রীভা, ১০।৩০।৩৫—৩৬) এই বাক্যে শ্রীরাধার প্রণয়মান উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু মানভরে তিনি বলিয়াছেন—"আমি চলিতে পারিতেছিনা, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল।" শ্রীভা, ১০।৩০।৩৭

অথ পূর্ববত্তস্যাপি প্রণয়মানঃ। প্রণয়কোপেনৈব সোঽপ্যে-তদনন্তরমেনাং স্কন্ধ আরুহ্যতামিত্যুক্তবান্ ততোঽন্তর্হিতবাংশ্চ। অত্র শ্রীব্রজদেবীনামহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু হেত্বাভাসজোঽসৌ। যাসাং খলু প্রণয়ঃ স্বপ্রবাহাত্যুদ্রেকেণ স্বরসাবর্ত্তরূপং কৌটিল্যং স্পৃশন্মানা-খ্যপ্রীতিবিশেষতাং প্রাপ্নোতি, তাসামেব মানাখ্যবিপ্রলম্ভোঽপি শুদ্ধো জায়তে। ততোঽন্যাসাং পুনর্হেতুলাভেঽপি বিষাদভয়চিন্তা-প্রায় এব জায়তে। যথা শ্রীরুক্মিণীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণয়পরিহাস-বচনময়েঽধ্যায়ে তদ্বৃত্তম্। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য সকৌতুকোঽয়মভিপ্রায়ঃ। ইয়ং খলু সরলপ্রেমবতী পরমগাম্ভীর্য্যবতী চ। ততো মমাভীষ্টঃ প্রিয়াকোপবিলাসঃ প্রেমনির্বন্ধপ্রকাশকসবিকারকণ্ঠোক্তিবিশেষো

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ব্বের মত প্রণয়মান উপস্থিত হইয়াছিল। প্রণয়কোপভরে তিনি শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন "স্কন্ধে আরোহণ কর" (শ্রীভা, ১০।৩০।৩৮); তারপর অন্তর্হ্নত হইলেন। এস্থলে শ্রীব্রজ-দেবীগণের অহেতু, শ্রীকৃষ্ণের হেত্বাভাসজ মান।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রণয় নিজপ্রবাহোদ্রেকদ্বারা স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্যস্পর্শে মাননামক প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদেরই শুদ্ধ-মানাখ্য বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন হয়। তাহাতে অন্য কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের আবার হেতুসত্ত্বেও বিষাদময় চিন্তাপ্রধান মান উপস্থিত হয়, যথা— শ্রীমদ্ভাগবতের যে অধ্যায়ে (১০।৬০) শ্রীরুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-পরিহাসময় বচন-সমূহ আছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সকৌতুক অভিপ্রায়—"ইনি (শ্রীরুক্মিণী) সরল-প্রেমবতী এবং গাম্ভীর্য্যবতী। সেই হেতু আমি যে প্রিয়ার সকোপ বিলাপ কিম্বা প্রেমনির্ব্বন্ধ প্রকা-শক (১), সবিকার (২) কণ্ঠোক্তিবিশেষ শ্রবণের ইচ্ছা করি, তাহা এই

---

(১) প্রেমনির্ব্বন্ধ প্রকাশক—যাহাতে 'অত্যন্ত ভালবাসি,' এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

(২) সবিকার—অশ্রু, পুলকাদি সমন্বিত।

বা নাস্যাং স্ফুটমুপলভ্যতে। তস্মাৎকোপবিলাসো বা তজ্জননাভাবে তু তাদৃশোক্তির্বা যথাস্যাং প্রকাশতে, তথা বাঢ়ং পরিহাসেন প্রযতিষ্যে। তত্র যস্যাং কোপজননে ভ্রাতৃবৈরূপ্যাদিকমপি কারণং নাসীৎ তস্যাং তত্রান্যৎ পরমাযোগ্যমেব। কিন্তু মদবিশ্লেষসুখমেবাস্যাঃ সর্বস্বমিতি তদ্দর্পন্যক্কারেণৈব কোপঃ সংভবেৎ। যদি ততোঽপি কোপো নাবির্ভবেৎ তথাপি মদ্বিশ্লেষভয়েন পূর্বানুরাগবদধুনাপি বিকারবিশেষসহিতনিগদেনৈব প্রেমনির্বন্ধঃ প্রাকাশ্যতেতি। তথাহি তত্র রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈরিত্যাদিকস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণবচনস্য সপ্রণয়ত্বং পরিহাসময়ত্বঞ্চ তাং রূপিণীমিত্যাদৌ প্রীতঃ স্ময়ন্নিত্যনেন ব্যক্তম্। পরিহাসময়ত্বন্তু বিশেষতোঽপ্যুক্তম্।

রুক্মিণীতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে না। সুতরাং কোপবিলাস (ক্রোধপূর্ণ চেষ্টা), আর তাহা যদি না হয়, তবে তাদৃশোক্তি উঁহা হইতে যাহা প্রকাশ পায়, যথেষ্ট পরিহাস দ্বারা আমি সেই চেষ্টা করিব। তাহাতেও বিবেচনার বিষয় এই যে, ভ্রাতৃ-বৈরূপ্যাদি হইতে যাঁহার কোপোদ্রেক হয় নাই, তাঁহার নিকট অন্য চেষ্টা অত্যন্ত অযোগ্য। তবে, [আর একটা কৌশলাবলম্বন করা যায়] আমার মিলন-সুখই উঁহার সর্ব্বস্ব। সেই মিলন-সুখের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করিলে উঁহার কোপ উপস্থিত হইবে। যদি তাহাতেও কোপ না জন্মে, তথাপি আমার বিরহভয়ে পূর্ব্বানুরাগের মত এখনও বিকার-বিশেষের সহিত স্পষ্টভাবে প্রেমনির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবেন।” শ্রীমদ্ভাগবতের তাদৃশ বর্ণনা—“হে রাজপুত্রি! তোমাকে * * * * রাজারা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৬০।১০) শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য যে প্রণয়ময় ও পরিহাসময় তাহা তাং রূপিণীং ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৬০।৯) শ্লোকের ‘শ্রীকৃষ্ণ, প্রীতি-সহকারে হাসিতে হাসিতে

প্রসঙ্গেন তস্যাঃ প্রেমসারল্যাদিদ্বয়মপি। তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্। হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পতেতি হাস্যং পরিহাসঃ তত্র প্রৌঢ়িঃ অবশ্যমেনাং সরলপ্রেমাণমপি গম্ভীরামপি ক্ষোভয়িষ্যামীতি গর্বঃ তাং প্রণয়রসকৌটিল্যাভাবেনাজানন্ত্যা ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি হাস্যপ্রৌঢ়েভ্রমচ্চিত্তামিত্যুক্তম্। তত্র তেন পরিহাসেন কোপবিলাসাদিদর্শনমেবাভীষ্টমিতি স্বয়মেবোক্তম্। মা মাং বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্। ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে। মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্। কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রুকুটীতটম্। অয়ং

বলিলেন”— এই বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে নিজেই বলিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরুক্মিণীর প্রেম-সারল্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ণিত হইয়াছে—“ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়ার প্রেম-বন্ধন দেখিয়া হাস্য ও প্রৌঢ়িতে অনভিজ্ঞা তাঁহার প্রতি সকরুণ হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।” শ্রীভা, ১০।৬০।২৪

হাস্য—পরিহাস। প্রৌঢ়ি—ইনি সরল-প্রেমবতী ও গাম্ভীর্য্য-শালিনী হইলেও আমি তাঁহার ক্ষোভোৎ-পাদন করিব—এই গর্ব্ব। শ্রীরুক্মিণীতে প্রণয়-কুটিলতা না থাকায়, তিনি পরিহাস বুঝিতে পারেন নাই, এস্থলে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও (১০।৬০।২৭ শ্লোকে) শ্রীরুক্মিণীকে “হাস্য প্রৌঢ়িতে ভ্রান্তচিত্তা” বলা হইয়াছে। সেই পরিহাস দ্বারা কোপবিলাসাদি দর্শনই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত, তাহা তিনি নিজেই সে স্থলে বলিয়াছেন—

“হে বৈদর্ভি! আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না। হে সুন্দরি! তোমাকে আমি মৎ-পরায়ণা বলিয়া জানি। তোমার কথা শুনিবার জন্য পরিহাস করিয়া আমি এরূপ করিয়াছি। কটাক্ষ-

হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্। যদ্ধর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু মানিনীতি। অত্র যদ্যপি তস্যাঃ প্রাগ্ ভয়মেব বর্ণিতং তথাপি তত্রাসূয়াপ্রয়োগঃ প্রোত্তম্ভনার্থ এব। তৎপ্রয়োগেণ হি স্বস্য তদধীনতাক্ষিপ্যতে। অতএব ভামিনীত্যপি সংবোধিতম্। অথ তস্য প্রেমনির্বন্ধপ্রকাশকবিকারদর্শনেচ্ছাপি প্রাক্তনেনৈব বাক্যেন ব্যক্তা। তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধন-মিত্যনেন। তথা নিগদেনৈব তদ্ব্যক্তিদর্শনেচ্ছা স্বয়মেব ব্যঞ্জিতা। সাধ্বেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্র্যুপলম্ভিতেতি। পূর্বং হি ত্বং বৈ

বিক্ষেপে অরুণবর্ণ এবং সুন্দর ভ্রূকুটি-সমন্বিত তোমার বদন নিরীক্ষণের জন্য আমি এরূপ আচরণ করিয়াছি।

হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহে প্রিয়ার সহিত হাস্য-পরিহাসে কালাতিপাত হইলেই গৃহস্থগণের পরম লাভ।"

শ্রীভা. ১০।৬০।২৮—৩০।

যদিও প্রথমে * শ্রীরুক্মিণীর ভয়ের উল্লেখ আছে, তথাপি তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এস্থলে "অসূয়া" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই শব্দ প্রয়োগে নিজে তাঁহার অধীন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। অতএব "ভামিনি!" (কোপন-স্বভাবা স্ত্রী বলিয়া) সম্বোধন করিয়াছেন।

আর, শ্রীরুক্মিণীর প্রেম-নির্ব্বন্ধ-প্রকাশক বিকার দর্শনেচ্ছাও যে শ্রীকৃষ্ণের ছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "ভগবান্ কৃষ্ণ, প্রিয়ার সেই প্রেমবন্ধন দেখিয়া" এই বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, তিনি স্পষ্ট বাক্যে নিজেই তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—"হে সাধ্বি! হে রাজপুত্রি! ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমি তোমার সহিত পরিহাস করিলাম।" শ্রীভা, ১০।৬০।৪৭, ইহার পূর্ব্বে

---

* আশ্রুত্য ভীতা হৃদি ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৬০।২১ শ্লোকে।

সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মেত্যাদিকং তথাপি নিগদিতমস্তি। অত্র পরিহাসজ্ঞানানন্তরং তদ্দিদৃক্ষিতা কিঞ্চিৎ কোপব্যক্তিশ্চ জাতাস্তি। জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজেত্যাদিষু। জাড্যস্য প্রাচুর্য্যবিবক্ষয়া জাড্যমেব বচ ইতি সামানাধিকরণ্যেনোক্তম্। মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং স্মিতিবৎ। অথ তদবিশ্লেষদর্পশ্চিক্কার এব তৎক্ষোভে-হেতুরিত্যত্রাপি শ্রীশুকবাক্যম্। এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব। মন্যমানামবিশ্লেষাত্তদ্দর্পঘ্ন উপারমদিতি। অন্যস্য চ তত্র হেতুত্বং স্বয়মেব নিরাকৃতম্। ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধিঃনির্জিতস্য

শ্রীরুক্মিণী-দেবীও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"তুমিই সমস্ত পুরুষার্থময়; ফলাত্মা।" শ্রীভা, ১০।৬০।৩৬

শ্রীরুক্মিণী যখন শ্রীকৃষ্ণবাক্য পরিহাস বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখন যে কোপাভিব্যক্তি দর্শনের (শ্রীকৃষ্ণ) ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছিল—"হে গদাগ্রজ! * * তোমার সেই জাড্য বাক্য" ইত্যাদিতে (১০।৬০।৩৮) তাহা দেখা যায়। এস্থলে জাড্যের প্রাচুর্য্য বর্ণনাভিপ্রায়ে যাহা জাড্য তাহাই বাক্য—এইরূপ সামানাধিকরণ্যে উক্ত হইয়াছে। তাহা "মাধুর্য্য কি অমৃত নহে?" এই বাক্যের মত।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-দর্পের তুচ্ছতা খ্যাপনই শ্রীরুক্মিণীর ক্ষোভের হেতু, এই প্রসঙ্গে শ্রীশুক-বাক্য—"এই সকল কথা বলিবার পর, স্বীয় বল্লভাকে মানিনী দেখিয়া, তাঁহার দর্পনাশ-পূর্ব্বক বিরত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৬০।২১

তাঁহার মানোৎপাদনের অপর হেতু শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিরাকরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্য কারণে যে রুক্মিণীর মান উপস্থিত হইতে পারে না তাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার

প্রোদ্বাহপর্বণি চ তদ্বধমজ্জগোষ্ঠ্যাম্ দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ইতি। অত্র চ প্রকরণে তস্যাঃ প্রণয়স্যাপি তাদৃশত্বাভাবাৎ মানাযোগ্যত্বমপি দর্শিতম্। তস্মাৎ সাধূক্তং যাসাং খলু প্রণয় ইত্যাদি। অথ মানানন্তরজঃ সম্ভোগো যথা—ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। জহু বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষ ইত্যাদি ॥ ৩৮৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮৬ ॥

অথ প্রেমবৈচিত্ত্যম্। তল্লক্ষণঞ্চ প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমো-

---

বিরূপ করণ, বিবাহ-পর্ব্বোপলক্ষে পাশাক্রীড়া স্থানে সেই ভ্রাতার বধসাধন—এ সকল স্মরণ করিয়াও আমাদের বিচ্ছেদভয়ে সেই দারুণ দুঃখ তুমি সহ্য করিয়াছ; আমাদিগকে কিছু বল নাই। তাহাতে তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়াছ।"

শ্রীভা, ১০।৬০।৫৪

এই প্রকরণে শ্রীরুক্মিণীর প্রণয়ে স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্যাভাবে মানাযোগ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে (শ্রীব্রজদেবীগণ-সম্বন্ধে) যে বলা হইয়াছে, যাঁহাদের প্রণয় নিজ প্রবাহোদ্রেক দ্বারা স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্য স্পর্শে মানাখ্যা প্রীতি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, তাহা সমীচীন বটে।

অতঃপর মানান্তর সঞ্জাত সম্ভোগের কথা বলা যাইতেছে। যথা,—"এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার কর-চরণাদি অঙ্গসমূহ দ্বারা কল্যাণ সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীব্রজদেবীগণ বিরহদুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৩।১॥৩৮৬॥

প্রেমবৈচিত্ত্য। তাহার লক্ষণ—"প্রিয়ব্যক্তি সন্নিধানে থাকিলেও

স্যাদভ্রমাস্তবেৎ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা—কৃষ্ণস্ত্যেবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ। নর্ম্মক্ষ্বেলীপরিষ্বঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ। উচুর্মুকুন্দৈকধিয়ো গির উন্মত্তবজ্জড়ম্। চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি নিগদতঃ শৃণু। শ্রীমহিষ্য উচুঃ। কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্বিদ্ধ-

---

প্রেমোৎকর্ষ-বশতঃ বিচ্ছেদভয়ে যে আর্ত্তি, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।" যথা—শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সহিত এই প্রকার বিহার (জলক্রীড়া) করিতেছিলেন; গতি, আলাপ, স্মিত, দৃষ্টি, নর্ম্ম ও আলিঙ্গন দ্বারা তিনি তাঁহাদের বুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন।"

একমাত্র মুকুন্দেই যাঁহাদের বুদ্ধি নিবদ্ধ ছিল, সেই মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তের মত (জড়) বিচারশূন্য হইয়া যাহা বলিলেন, তাহা বলিতেছি, শুন" [—শ্রীশুকোক্তি।]

শ্রীমহিষীগণ বলিলেন—"হে সখি কুররি! জগতে তুমি একা নিদ্রাহীনা হইয়া শয়নেচ্ছাও করিতেছ না; যেহেতু, বিলাপ করিতেছ। আমাদের পতি রাত্রিতে প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে, কমলনয়নের হাস্য ও উদার লীলা দৃষ্টিদ্বারা তোমার চিত্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে।

হে চক্রবাকি! তুমি রাত্রিকালে স্বীয় বন্ধুকে না দেখিয়াই কি নেত্রদ্বয় নিমীলিত কর না? কেবল কাতর হইয়া রোদন কর; না, দাস্যপ্রাপ্তা আমাদের মত অচ্যুত-পদসেবিত মালা কবরীতে ধারণ করিবার জন্য রোদন করিতেছ?

হে জলনিধে! তুমি সর্ব্বদা রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে না পারিয়াই কি জাগরণপূর্ব্বক রোদন করিতেছ? না, মুকুন্দ তোমার

চেতা নয়ননলিনহাসোদারলীলেক্ষিতেন। তথা নেত্রে নিমীলয়-সীত্যাদি। ভোঃ ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদস্বন্নিত্যাদি। ত্বং যক্ষ্মা-ণেত্যাদি। কিংন্বাচরিতমিত্যাদি। মেঘ শ্রীমন্নিত্যাদি। প্রিয়দারে

ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি হরণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মত দারুণ দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত হইয়াছ ? আহা ! ইহা বড়ই কষ্টের বিষয়।

হে চন্দ্র ! প্রবল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণতাবশতঃ স্বীয় কান্তিদ্বারা কি অন্ধকার বিনষ্ট করিতে পারিতেছ না ? কিম্বা আমাদের মত মুকুন্দের বাক্যসকল বিস্মৃত হইয়াছ বলিয়া কি তোমাকে নীরব দেখা যাইতেছে ?

হে মলয়ানিল ! আমরা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, আমাদের যে হৃদয় গোবিন্দের কটাক্ষবাণে বিদীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কন্দর্পকে প্রেরণ করিতেছ ?

হে শোভাসম্পন্ন মেঘ ! তুমি যাদবেন্দ্রের সখা। সেই নিমিত্ত তুমি আমাদের ন্যায় প্রেমবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীবৎসচিহ্ন ধ্যান করিতেছ। আর, তাঁহার দুঃখদ প্রসঙ্গ বারংবার স্মরণ করিয়া আমাদের মত উৎকণ্ঠাসহকারে দুঃখিতচিত্তে বারংবার বাষ্পধারা মোচন করিতেছ ?

হে রমণীয়কণ্ঠ কোকিল ! তুমি এই মৃতসঞ্জীবনী কথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের সদৃশ শব্দ করিতেছ। অতএব তোমার কি প্রিয় আচরণ করিব—বল।

হে ক্ষিতিধর (পর্ব্বত) ! তুমি চলিতেছ না, কিছু বলিতেছ না; বোধহয় কোন মহদর্থ চিন্তা করিতেছ। কিম্বা আমাদের মত বসুদেব-নন্দনের চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিবার কামনা করিতেছ ?

হে সিন্ধুপত্নী নদীগণ ! তোমাদের গভীর প্রদেশ শুষ্ক হইয়াছে, কমলের শোভা নাই। তোমরা অতিশয় কৃশ হইয়াছ। আমরা

ত্যাদি। ন চলন্নীত্যাদি। শুষ্যদ্রুদা ইত্যাদি। হংস স্বাগতম্-মাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গং শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্॥ ৩৮৭॥

এবং বিহরতঃ কৃষ্ণস্য গত্যাদিভিঃ স্ত্রীণাং ধিয়োঃ হৃতাঃ। ততশ্চ তা মুকুন্দৈকধিয়ঃ সমাহিতা ইব ক্ষণমগিরঃ সত্যঃ পুনরনুরাগবিশেষেণ উন্মত্তা ইব বিহরন্তমপি তমরবিন্দাক্ষং পরোক্ষবচ্চিন্ত-

---

মধুপতির প্রণয়াবলোকনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ কৃশা ও শুষ্কহৃদয়া হইয়াছি, তোমরা প্রিয়তম সিন্ধুর প্রণয়াবলোকনে বঞ্চিত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছ।

হে হংস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? এস, এস; এই দুগ্ধ পান কর। হে প্রিয়! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল; তোমাকে আমরা দূত বলিয়া জানি। তিনি সুখে আছেন ত? অস্থির-প্রেম তিনি আমাদের কথা কি স্মরণ করেন? তাঁহার কেবল কথাতেই মিষ্টতা আছে, তিনি অরতিপ্রদ। লক্ষ্মী ব্যতীত আমরা কেন তাঁহাকে ভজন করিব? লক্ষ্মী বারংবার অনাদৃতা হইয়াও তাঁহাকে ভজন করে—করুক। আমরা একনিষ্ঠা—আমাদের মত মানিনী স্ত্রীগণের নিজ সম্মান সিদ্ধিতেই একমাত্র নিষ্ঠা।" শ্রীভা, ১০।৯০।৭—১৬॥

শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা—এই প্রকার (জলক্রীড়ায়) বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের গত্যাদি দ্বারা স্ত্রীগণের বুদ্ধি অপহৃতা হইয়াছিল। তারপর, একমাত্র মুকুন্দেই চিত্তবৃত্তি নিবদ্ধ থাকায়, তাঁহারা সমাধিস্থের মত ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার অনুরাগবিশেষবশে উন্মাদিনীর মত হইলেন। সে অবস্থায় কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের

য়ন্ত্যো জড়ং বিবেকশূন্যং যথা ঊচুঃ। তানি বচনানি মে মম গদতো বাক্যতঃ শৃণ্বিতি। অথ বিরহস্পর্শীনি তান্যেবোন্মাদ-বাক্যান্যাহুঃ কুররীত্যাদি। হে কুররি জগতি ত্বমেবৈকা রাত্র্যাং বিলপসি। অতএব ন শেষে ন নিদ্রাসি। ঈশ্বরঃ অস্মৎস্বামী তু গুপ্তবোধঃ ক্বচিদাচ্ছন্নঃ স্বপিতি। তস্মাদস্মাকং তব চ বিলাপাদি-সাধর্ম্ম্যাদিদমনুমীয়ত ইত্যাহুঃ, বয়মিবেতি। এবমন্যত্রাপি যোজ-নীয়ম্। তদৈব দৈবাদাগতং হংসং দূতং কল্পয়িত্বাহুঃ হংসেতি। নোঽস্মান্ প্রতি পুরা রহসি উক্তং কিম্বা স্মরতি। স্মরতু মামেবে-

---

সহিত বিহার করিলেও তাঁহাকে অগোচরে অবস্থিতের মত ভাবিয়া জড়—বিচারশূন্য হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বচনসমূহ আমার (শ্রীশুকদেবের) বাক্য হইতে শুন ; [শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন]

অতঃপর বিরহস্পর্শী সেই উন্মাদ-বচনসমূহ কুররি ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে বলিয়াছেন।

হে কুররি ! জগতে একমাত্র তুমিই রাত্রিতে বিলাপ করিতেছ। অতএব শয়ন কর নাই—ঘুমাও নাই, বুঝা যাইতেছে। ঈশ্বর—আমাদের স্বামী গুপ্তবোধ—প্রচ্ছন্ন হইয়া (লুকাইয়া) নিদ্রিত আছেন। আমাদের আর তোমার বিলাপাদির সাম্য হইতে অনুমিত হইতেছে, কমলনয়নের হাস্য ও উদার লীলাদৃষ্টি দ্বারা তোমার চিত্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে।

সেই সময়েই দৈবাৎ আগত হংসকে দূত কল্পনা করিয়া কহিলেন, হে হংস ! পূর্ব্বে [শ্রীকৃষ্ণ] গোপনে আমাদের কাছে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ করেন ? "আমাকেই স্মরণ করুক"—তাঁহার এই প্রকার অভিপ্রায় কল্পনা করিয়া বলিলেন, আমরা তাঁহাকে

ত্যাশয়েনাহুঃ তমিতি। যদি চ তদাগ্রহস্তদা হে ক্ষৌদ্রে সৌহৃদ্য-চাঞ্চল্যেন ক্ষুদ্রস্ত তস্য দূত। তমেব কামদং যুবতিজনক্ষোভকমন্ত্রা-লাপয় আহ্বয়। কিন্তু যামাসজ্য বয়ং ত্যক্তাঃ তাং শ্রিয়মৃতে। তাং সোল্লুণ্ঠং স্তৌতি। স্ত্রিয়াং মধ্যে সৈব একত্র তস্মিন্ নিষ্ঠা যস্যাস্তাদৃশী। ততঃ কথং তস্যাং নাসজ্যেতেতি ব্যঞ্জিতম্। কাক্বা স্বেষামপি তন্নিষ্ঠত্বং ব্যজ্য সোল্লুণ্ঠত্বং দর্শিতম্। অথ তাসাং তদ্বিধাশেষবিপ্রলম্ভানন্তরজং নিত্যমেব সর্বাত্মকসম্ভোগ-মাহ—ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥ ৩৮৮ ॥

কেন ভজন করিব? যদি তাঁহার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে হে ক্ষৌদ্র!—সৌহৃদ্য-চাপল্যহেতু অর্থাৎ সৌহৃদ্যের স্থিরতা না থাকায় তিনি ক্ষুদ্র, তুমি তাহার দূত!—হে ক্ষুদ্রের দূত! সেই কামদ-যুবতী-জনের ক্ষোভকারী তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন কর, কিন্তু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মীকে আনিও না। সেই লক্ষ্মী কিদৃশী?—স্ত্রীগণ মধ্যে কেবল তাঁহারই একমাত্র তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) নিষ্ঠা। সুতরাং তিনি কেন লক্ষ্মীতে আসক্ত না হইবেন? [অবশ্যই আসক্ত আছেন] ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কাক্বায় * (বিতর্কে) আপনাদের শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ব্যঞ্জিত করিয়া সোল্লুণ্ঠত্ব ‡ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীমহিষীগণের তাদৃশ অশেষ বিপ্রলম্ভের পর সঞ্জাত নিত্যই সর্ব্বাত্মক সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে—"যোগেশ্বর কৃষ্ণের প্রতি-

---

* স্ত্রীগণ মধ্যে কেবল তাঁহারই কি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা? আমরা কি তাঁহাতে পরিনিষ্ঠিতা নহি? ইহাই কাক্বার তাৎপর্য্য।

‡ সোল্লুণ্ঠবচনরীতি—মান, গর্ব্ব, ব্যাজস্তুতি, কাঁহা নিন্দা কাঁহাও সম্মান। —শ্রীচৈঃ চঃ।

বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্থ সম্বন্ধিনীং গতিং নিত্যসংযোগং লেভিরে। অত্র হেতুঃ মাধব্যঃ মধুবংশোদ্ভবস্থ শ্রীকৃষ্ণস্থৈব নিত্যপ্রেয়স্যস্তাঃ॥ ১০॥ ৯০॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩৮৮॥

অথ প্রবাসঃ। নানাবিধশ্চৈষ তদনন্তরসঙ্গশ্চ শ্রীব্রজদেবীরেবাধিকৃত্যোদাহরণোয়ঃ। সঙ্গত্যর্থং তত্র প্রবাসলক্ষণম্। পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে। তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোহয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যত ইত্যর্থঃ। অত্র চিন্তাপ্রজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ। অয়ঞ্চ কিঞ্চিদ্দূরগ-

---

ক্রিয়মাণ এই প্রকার ভাব দ্বারা মাধবীগণ বৈষ্ণবী গতি লাভ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৯০।১৬॥৩৮৮॥

বৈষ্ণবী গতি—বিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধিনী গতি—নিত্য সংযোগ লাভ করিলেন। ইহার হেতু, তাঁহারা মাধবী—মধুবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী॥ ৩৮৮॥

প্রবাস—ইহা নানা প্রকার। প্রবাসান্তর মিলনের দৃষ্টান্ত শ্রীব্রজদেবীগণ সম্বন্ধে দেওয়া যায়। অর্থ-সঙ্গতি নিমিত্ত উজ্জ্বল-নীলমণি-বর্ণিত প্রবাসলক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে—"পূর্ব্বসঙ্গত যুবক যুবতীর দেশান্তরাদি দ্বারা যে ব্যবধান ঘটে, প্রাজ্ঞগণ তাহাকে প্রবাস বলেন।" ব্যবধান-জনিত বিপ্রলম্ভকে প্রবাস বলা হয়। ইহাতে চিন্তা, প্রজাগর (নিদ্রানাশ), উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশটী দশা উপস্থিত হয়। এই প্রবাস কিঞ্চিদ্দূর-গমনময় ও সুদূর-গমনময় ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কিঞ্চিদ্দূর-গমনময় প্রবাসও দ্বিবিধ—এক-লীলাগত ও লীলাপরম্পরাগত।

মনময়ঃ সুদূরগমনময়শ্চ। তত্র পূর্বোঽপি দ্বিবিধঃ; একলীলাগতঃ লীলাপরম্পরান্তরালগতশ্চ। পূর্বো যথা, অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অপশ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপমিত্যাদি ॥ ৩৮৯ ॥

তথা, তস্মাচান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যতেতি ॥ ৩৯০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ সঃ ॥ ৩৯০ ॥

অত্র প্রলাপাখ্যা দশা চ। হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠেত্যাদি ॥৩৯১॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥ শ্রীরাধা ॥ ৩৯ ॥

তথা, জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র

এক-লীলাগত, যথা—"শ্রীভগবান্ অতর্কিতভাবে অন্তর্হত হইলে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীগণের যেরূপ সন্তাপ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ সন্তপ্তা হইলেন।"

শ্রীভা, ১০।৩০।১॥ ৩৮৯॥

অন্য দৃষ্টান্ত—"শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হত হইলেন। সেই বধূ (শ্রীরাধা) অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩০।২৮।২৯০॥

প্রবাসে প্রলাপাখ্যা দশা—[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে শ্রীরাধার প্রলাপ] "হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! ইত্যাদি * ॥৩৯১॥

[সমুদয় শ্রীব্রজদেবীর প্রলাপ—] "হে প্রিয়! তোমার জন্মহেতু ব্রজ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে জয়যুক্ত হইতেছে। মহালক্ষ্মী এই স্থান অলঙ্কৃত করিয়া নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। তোমার দর্শন আশায় যাহারা প্রাণ ধারণ করিতেছে, সেই গোপীগণ চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করিতেছে; তুমি তাহাদিগকে দর্শন দান কর।

---

* ৯৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে। তথা, শরদুদাশয়ে সাধুজাতেত্যাদি। বিষজলাপ্যয়েত্যাদি। ন খলু গোপিকানন্দনেত্যাদি। মধুরয়া গিরেত্যাদি। বিরচিতাভয়-

''শ্রীভা, ১০।৩১।১, এইরূপ আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত, শ্রীভাঃ ১০।৩১ অধ্যায়ে—

শরদুদাশয়ে ইত্যাদি (১)
বিষজলাপ্যয়াৎ ইত্যাদি।(২)
নখলু গোপিকানন্দন ইত্যাদি। (৩)
মধুরয়া গিরা ইত্যাদি (৪)
বিরচিতাভয়ং ইত্যাদি।(৫)

(১) ৯৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়াদৃষভতেবয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

হে শ্রেষ্ঠ! বিষজল-পানে মৃত্যু হইতে, অঘাসুর হইতে, বাতবৃষ্টি হইতে, বজ্রপাত হইতে, বৃষাত্মজ ও ময়াত্মজ হইতে এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে আমাদিগকে বারংবার রক্ষা করিয়াছ।

(৩) ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতবিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

হে সখে! তুমি গোপিকানন্দন নহ, কিন্তু অখিল প্রাণীর বুদ্ধিসাক্ষী। বিশ্বপালনের জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু তুমি সাত্বতকুলে উদিত হইয়াছ।

(৪) ৯৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৫) বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্যতে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্তকামদং শিরসিধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং॥

হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! সংসারভীত প্রাণিগণ তোমার চরণকমল আশ্রয় করিলে

মিত্যাদি। ব্রজজনার্ত্তিহন্নিত্যাদি। প্রণতদেহিনামিত্যাদি। তব কথামৃতমিত্যাদি। প্রহসিতমিত্যাদি। চলসি যদ্ ব্রজাদিত্যাদি।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ ইত্যাদি।(৬)

প্রণতদেহিনাং ইত্যাদি।(৭)

তব কথামৃতং ইত্যাদি।(৮)

প্রহসিতাং ইত্যাদি।(৯)

যে হস্ত তাহাদিগকে অভয় দান করে, যাহা বরদ, যদ্দ্বারা কমলার করকমল গ্রহণ করিয়াছে, হে কান্ত, সেই করসরোরুহ আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

(৬) ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্মনোজলরুহাননং চারুদর্শয়॥

সখে! তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারী। হে বীর! তোমার হাস্য নিজজনের গর্ব্বনাশক। আমরা তোমারই কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। আমরা যোষিৎ, আমাদিগকে বদন-কমল দর্শন করাও।

(৭) প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণুকুচেষু নঃ কৃন্ধিহৃচ্ছয়ং॥

তোমার চরণকমল প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন, তৃণচর পশুদিগের অনুগামী, লক্ষ্মীর নিকেতন, উহা কালিয়-নাগের ফণায় অর্পিত হইয়াছিল, সেই চরণ আমাদের স্তনে অর্পণ কর এবং আমাদের কাম ছেদন কর।

(৮) তব কথামৃতমৃত্তং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ॥

তোমার কথারূপ অমৃত, তাপিতজনের জীবন রক্ষার অবলম্বন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার স্তুতি করেন; তাহা হইতে কামকর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয় এবং তাহা শান্তিদায়ক; এ জগতে যাঁহারা সেই কথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বার্থদাতা।

(৯) ৯৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দিনপরিক্ষয় ইত্যাদি। প্রণতকামদমিত্যাদি। স্বরতবর্দ্ধনমিত্যাদি। অটতি যদ্ভবানিত্যাদি। পতিসুতান্বয়েত্যাদি।

চলসি যদ্‌ব্রজাৎ ইত্যাদি।(১০)

দিনপরিক্ষয়ে ইত্যাদি।(১১)

প্রণত কামদং ইত্যাদি।(১২)

সুরত বর্দ্ধনং ইত্যাদি।(১৩)

অটতি যদ্ভবান্ ইত্যাদি।(১৪)

(১০) চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথতে পদং।

শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতিনঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥

হে নাথ! হে কান্ত! তুমি যখন পশু চারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার কমল-সুকোমল চরণ শস্যমঞ্জরী তৃণ ও অঙ্কুরে অর্পিত হইয়া ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়।

(১১) ৯৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১২) প্রণত কামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চতে রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্॥

হে মনঃদুঃখোপশমন! হে রমণ! তোমার এই চরণকমল প্রণত জনের অভীষ্টপ্রদ, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক পূজিত, ধরণীর ভূষণ-স্বরূপ ধ্যান মাত্র আপদ্‌নিবারণকারী, সেবাসময়েও সুখ-স্বরূপ; সেই চরণকমল আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

(১৩) ২৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১৪) অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটিযুর্গায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্‌দৃশাম্॥

দিবাভাগে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে দেখিতে না পাওয়ায় ব্রজের প্রাণি মাত্রের ক্ষণার্দ্ধকালও যুগের মত দুর্যাপনীয় মনে হয়। দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার কুটিল কুন্তল ও শ্রীমুখ-দর্শন-সময়ে নিমেষ ব্যবধানও অসহ্য হওয়ায় উহাদের নিকট চক্ষুর পক্ষ্ম সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাও নিন্দিত হয়েন।

রহসি সম্বিদমিত্যাদি। ব্রজবনৌকসামিত্যাদি। যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভিঃ ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৩৯২॥

তত্র বিষজলাপ্যয়াদিত্যাদিকং সর্বস্যৈব গোকুলস্য স্বরক্ষণীয়তাদৃষ্ট্যাপ্যস্মানধুনা রক্ষেত্যভিপ্রায়ম্। বৃষাত্মজাৎ বৎসাৎ

পাতি সুতান্বয় ইত্যাদি। (১৫)

রহসি সম্বিদম্ ইত্যাদি। (১৬)

ব্রজবনৌকসাম্ ইত্যাদি। (১৭)

যত্তে সুজাত ইত্যাদি। (১৮) ॥৩৯২॥

শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা (টিপ্পনী)—বিষজলাপ্যয়াৎ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণের অভিপ্রায়—সমস্ত গোকুলের প্রতি যে তোমার স্বরক্ষণীয়তা-দৃষ্টি আছে, অন্ততঃ তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। অর্থাৎ তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) সমস্ত গোকুলকেই নিজ রক্ষণীয়রূপে দেখ; প্রেয়সী-বিবেচনায় রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত না হইলে অন্ততঃ গোকুলবাসিনী বলিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। উক্ত শ্লোকের বৃষাত্মজ—বৎসাসুর, ময়াত্মজ—ব্যোমাসুর।

---

(১৫) ৯৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১৬) ঐ ঐ ঐ

(১৭) ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।

ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥

তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসিসকলের দুঃখনিরসনার্থ এবং বিশ্বের পরম-মঙ্গল-স্বরূপ। তোমাকে পাইবার জন্য যাহাদের অভিলাষ সেই তোমার নিজজন আমাদের কন্দর্প-পীড়া যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দান কর।

(১৮) ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ময়াত্মজাৎ ব্যোমাসুরাদিত্যর্থঃ। পুনশ্চ তত্তদলৌকিককর্ম লক্ষ্যীকৃত্য ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানিত্যাদিদ্বয়ে যাচকরীত্যা দৈন্যেন তত্র পরমেশ্বরত্বারোপ ইয়ং স্তুতিঃ। ততো বিশ্বস্যাপি স্বরক্ষণীয়তাদৃষ্ট্যাপ্যস্মানধুনা রক্ষেতি পূর্ববৎ। তত্রাপি সাত্বতানাং বৈষ্ণবানাং শ্রীমন্নন্দাদীনাং কুলেঽবতীর্ণত্বাৎ তত্রাপি বাল্যেঽস্মৎসখিত্বাপ্তেবৈশিষ্ট্যমেব যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। বৃষ্ণিধুর্য্য ইতি

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের সে সকল (কালিয়-দমনাদি) অলৌকিক কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ন খলু গোপিকানন্দন ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে যাচকরীতিতে দৈন্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বরত্বের আরোপ করিয়াছেন, * ইহা স্তুতি। তাহাতে অভিপ্রায়—পরমেশ্বর বলিয়া তুমি সমগ্র জগৎকে নিজ-রক্ষণীয়রূপে দেখ, সে দৃষ্টিতেও অর্থাৎ জগৎরক্ষক তুমি অন্ততঃ জগদ্বাসিনী বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। [কেবল সেই হেতু আমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করিতেছি না, একে তুমি নিখিল জগতের রক্ষক,] তাহাতে আবার সাত্বত—বৈষ্ণব শ্রীনন্দাদির কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহাতেও আবার বাল্যে আমাদের সহিত সখ্য ব্যবহার করিয়াছিলে; সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা তোমার উচিত।

[বিরচিতাভয়ং ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণিধুর্য্য—যাদব-শ্রেষ্ঠ সম্বোধন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া জানেন, তাঁহারা ঐরূপ সম্বোধন করিলেন কেন? তাহাতে

* শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই; তাঁহারা উঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াই জানেন, যাচক যেমন দাতাকে খুব বড় বলিয়া—সাধারণ ধনী হইলেও রাজাবাবু বলিয়া স্তুতি করে, শ্রীব্রজদেবীগণও এস্থলে সে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছেন।

তেষামপি যদুবংশোৎপন্নত্বাৎ। তথাচ স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে—গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ। রক্ষিতা যাদবাঃ সর্বে ইন্দ্রবৃষ্টি-নিবারণাদিতি। তত্রৈবান্যত্র অপি শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডপ্রস্তাবে—যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণেতি। অথবা বিষজলাপ্যয়াদিত্যাদিনা স্তুত্বা পুনঃ সপ্রণয়ের্ষমাহুঃ, ন খল্বিত্যর্দ্ধেন। এবং দুরবস্থাপন্নানামস্মাকম্ উপেক্ষয়া ভবান্ খলু নিশ্চয়েন গোপিকায়াঃ সর্বেষাং ব্রজবাসিনামস্মাকং রক্ষাকারিণ্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা নন্দনো নাস্তি কিন্তু কস্যাপি সুখেন দুঃখেন চাস্পৃষ্টত্বাৎ অখিলদেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্ শুদ্ধজীবদ্রষ্টা পরমাত্মাস্তি।

বলিতেছেন—] শ্রীমন্নান্দাদিও যদু-বংশোৎপন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণিধুর্য্য বলিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের মথুরা-মাহাত্ম্যে গোপগণকে যাদব বলা হইয়াছে। যথা—"যে স্থানে ভগবান্ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান গোবর্দ্ধন। ইন্দ্রের বৃষ্টি নিবারণ করিয়া সমস্ত যাদবকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" স্কন্দপুরাণের অন্যত্র শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড-প্রস্তাবে—"যে স্থানে যদুবৈরী ইন্দ্র কর্তৃক ভগবান্ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড।"

[গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র গোপগণের বৈরী হইয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত শ্লোকদ্বয়ে গোপগণের যাদবত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে।]

অথবা (অর্থান্তর)—বিষ-জলাপ্যয়াৎ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পুনরায় সপ্রণয় ঈর্ষাসহকারে "ন খলু গোপিকনন্দন" ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন—এই প্রকার দুরাবস্থাপন্না আমাদিগকে রক্ষা করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায়, আপনি নিশ্চয়ই গোপিকার—সমস্ত ব্রজবাসিনী আমাদের রক্ষাকারিণী শ্রীব্রজেশ্বরীর নন্দন নহেন;

এবমপি নূনং ব্রহ্মণার্থিতত্বে নানাসক্ততয়ৈব সর্বরক্ষাবতীর্ণত্বাৎ নাস্মানুপেক্ষিতুমর্হতি ইতি পুনঃ সদৈন্যমাহুঃ বিখনসেত্যর্দ্ধেন। পূর্ববৎ তদভিপ্রায়েণৈব বিরচিতাভয়মিত্যাদিকমপ্যুক্তম্। প্রণতদেহিনামিতি। শ্রীনিকেতনমপি প্রণতদেহিপ্রভৃতীনাং পাপকর্ষণাদিরূপং তত এব পরমকরুণাময়ত্বেনাবগতমস্মাকং কুচেষ্বপি হৃচ্ছয়কর্ত্তনায় কর্ত্তুমুচিতমিত্যর্থঃ। হৃচ্ছয়নিদানং তদনুরূপং প্রতীকারান্তরং চাহুঃ মধুরয়েতি। নূনং যৎসৌরভ্যাদিগন্ধতয়ৈব তব গীর্মধুরা মনো মোহয়তি তদেবাধরসীধু ভবেদত্রৌষধমিত্যর্থঃ। অহো তবাধরসীধু

কাহারও সুখে দুঃখে অস্পৃষ্ট বলিয়া আপনি অখিল প্রাণীর অন্তরাত্মদৃক্— শুদ্ধজীবদ্রষ্টা পরমাত্মাই হয়েন। এইরূপ হইলেও নিশ্চয়ই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বরক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া অনাসক্তভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। এই হেতু আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত হয় না,—এই অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার দৈন্যসহকারে বলিলেন—বিখনসার্থিত ইত্যাদি।

পূর্ব্বের মত আপনাদের রক্ষাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—বিরচিতাভয়ং ইত্যাদি।

প্রণত-দেহিনাং ইত্যাদি শ্লোকের অভিপ্রায় — আপনার চরণকমল শ্রীনিকেতন (লক্ষ্মীর বাসস্থল) হইলেও প্রণত-দেহি প্রভৃতির পাপকর্ষণাদিরূপ ; সেই হেতু তাহা পরম করুণা-ময় বলিয়া জানা যাইতেছে। কন্দর্পবিলাসের জন্য তাহা আমাদের স্তনসকলে স্থাপন করা উচিত।

কন্দর্পনিদান ও তদনুরূপ (১) অন্য প্রতীকার বলিলেন—মধুরয়া গিরা ইত্যাদি। যাহার সৌরভমিশ্রণে আপনার মধুরবাণী মন মোহিত করে, সেই অধরমধু এ অবস্থায় (কন্দর্প-পীড়ায়)

---

(১) তদনুরূপ—স্তনে চরণকমল অর্পণে কন্দর্পপীড়ার প্রতীকারের মত।

তাদৃশপুণ্যহীনাভিঃ কথং সুলভং স্যাৎ। যতঃ সা মধুরা গীরপ্যস্ত দূরে। গুরুগোষ্ঠীনিয়মবন্ধনকষ্টমাপন্নাভিরস্মাভিঃ প্রসঙ্গান্তরেণাপি জনপরম্পরাপ্রথ্যায়মানমপি তব চরিতামৃতমপি দুর্লভমিত্যাহ, তব কথামৃতমিতি। তদ্‌যে গৃণন্তি তেঽপি অস্মভ্যং ভূরিদা জাতাঃ। কুতঃ পুনর্যুষ্মাকং ময্যেতাবাননুরাগস্তত্রাহুঃ, প্রহাসতমিত্যাদি। কথং মম প্রহসিতাদীনামেতাদৃশত্বং তত্রাহুঃ, হে কুহকেতি। তাদৃশী কাপি কুহনা যা ত্বয়ি বিদ্যতে তাং ত্বমেব বেৎসীত্যর্থঃ। এবমন্যান্যপি যোজনীয়ানি। পরমপ্রকর্ষেণাহুঃ, যত্তে সুজাতেতি ॥১০॥৩১॥ শ্রীগোপ্যঃ ॥ ৩৯২ ॥

পরমৌষধ! অহো! আপনার অধরমধু তাদৃশ পুণ্যহীনা আমাদের পক্ষে কিরূপে সুলভ হইবে? যেহেতু, সেই মধুর বাণী আমাদিগ হইতে দূরে থাকে; গুরুজনবর্গের সভার নিয়মে অবরোধ-প্রাপ্তা আমাদের পক্ষে অন্য প্রসঙ্গে ও জনপরম্পরায় প্রকীর্ত্তিত আপনার চরিতামৃত দুর্ল্লভ,—এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, তব কথামৃত ইত্যাদি। সেই চরিতামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাও আমাদিগকে প্রচুর-দানকারী হয়েন।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, আমাতে তোমাদের এত অনুরাগ জন্মিল কিরূপে? তাহাতে বলিলেন—প্রহসিতং ইত্যাদি। [শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন,] আমার হাস্যাদি কিরূপে তেমন (অনুরাগ-জনক) হইল? তাহাতে বলিলেন, হে কুহক! তোমাতে তেমন কুহক আছে, যদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে এত অনুরাগিণী করিয়াছ। সেই কুহকের কথা কেবল তুমিই জান। এইরূপ অন্যান্য শ্লোকেরও অর্থ-যোজনা করা যায়। অনুরাগের পরমোৎকর্ষ-খ্যাপন করিয়া বলিলেন—যত্তে সুজাত ইত্যাদি ॥৩৯২॥

এতদনন্তরং সম্ভোগোদাহরণঞ্চ দর্শিতম্। তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠমিত্যাদিভিঃ। অত্র চ ক্রমেণ বিরহসন্তাপধূতিঃ। তত্র প্রথমতো যথা—সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ। জহুর্বিরহজং তাপং তদ্রঙ্গোপচিতাশিষঃ॥ ৩৯৩॥

স্পষ্টম্॥ ১০॥ ৩২॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩৯৩॥

অথ দ্বিতীয়ং কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসমাহ—গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ। কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥ ৩৯৪॥

তত্র চ তাসাং প্রলাপাখ্যমবস্থামাহ—শ্রীগোপ্য ঊচুঃ। বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রূরধরার্পিতবেণুঃ। কোমলাঙ্গুলিভিরা

ইহার পরে সম্ভোগের উদাহরণ—তং বিলোক্যাগতং ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায়। এ স্থলে ক্রমশঃ শ্রীব্রজদেবীগণের বিরহসন্তাপ-নাশ বর্ণিত হইয়াছে। যথা, "ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন তদ্বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করেন, গোপীগণ কেশবের ঈষদ্দর্শনে তদ্রূপ পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদের বিরহসন্তাপ দূরীভূত হইল।" শ্রীভা, ১০৩২'৯, কিঞ্চিদ্দূরগমনময় প্রবাসের প্রথম প্রকারের (এক লীলাগত) দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল॥৩৯৩॥

দ্বিতীয় প্রকারের (লীলাপরম্পরাগত) কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস যথা,—"শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে যাহাদের মন বেগে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, সেই গোপীগণ তদীয় লীলাগানপূর্ব্বক অতি কষ্টে দিবস অতিবাহিত করিতেন।" শ্রীভা, ১০।৩৫ ১॥৩৯৪॥

তদবস্থায় তাঁহাদের প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগোপীগণ কহিলেন—"হে ব্রজাঙ্গনাগণ! বামভুজমূলে বামগণ্ড রাখিয়া ভ্রূযুগল নর্ত্তনপূর্ব্বক যখন মুকুন্দ অধরে অর্পিত বেণুরন্ধ্রে কোমল অঙ্গুলি

শ্রিতম র্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ। ব্যোমযানবনিতাঃ সহসিদ্ধৈ-র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ। কামমার্গণসমর্পিতচিত্তা কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩৯৫ ॥

তথা, হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদমিত্যাদি বৃন্দশো ব্রজবৃষা ইত্যাদ্যন্তম্। বর্হিণস্তবকেত্যাদি তর্হি ভগ্নগতয় ইত্যাদ্যন্তম্। অনুচরৈরিত্যাদি বনলতা ইত্যাদ্যন্তম্। দর্শনীয়তিলক ইত্যাদি সরসি সারসেত্যাদ্যন্তম্। সহবল ইত্যাদি মন্দবিক্রমেত্যাদ্যন্তম্।

সঞ্চালন সহকারে বাদ্য করেন, তখন দেবনারীগণ সিদ্ধ-স্বপতি সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেও সেই বেণুগীত শ্রবণে বিস্মিত হয়েন এবং কাম-শরে চিত্ত সমর্পণ করেন ; তাঁহাদের নীবী স্খলিত হয়। তাঁহারা সলজ্জভাবে মোহিত হয়েন।” ॥৩৯৫॥

হে অবলাগণ, অহো ! ইহা অত্যাদ্ভুত !! শ্রবণ কর,—যাহার হাস্য মনোহর, যাঁহার বক্ষে স্থির বিদ্যুতের মত লক্ষ্মীরেখা, সেই নন্দনন্দন যখন আর্ত্তজনের সুখনিমিত্ত বেণুবাদন করেন, তখন ব্রজের বৃষ, গো, মৃগ দূর হইতে দলে দলে সেই বেণুবাদ্য শ্রবণে আত্মহারা অবস্থায় উৎকর্ণ হইয়া নিদ্রিত ও চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তৃণগ্রাস দন্তে দংশন-পূর্ব্বক (চর্ব্বণ না করিয়া স্থিরভাবে) অবস্থান করে।

হে সখি ! মুকুন্দ যখন ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত মল্লের ন্যায় বদ্ধপরিকর হইয়া বলদেব এবং গোপগণের সহিত গাভীসকলকে আহ্বান করেন, তখন বায়ুসমানীত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলরেণু লাভেচ্ছায় অবহুপুণ্যশালিনী আমাদের মত নদী-সকলের গতি ভগ্ন হয় ; প্রেমে তাহাদের তরঙ্গসকল স্পন্দিত এবং জল স্তম্ভিত হয়।

আদিপুরুষ নারায়ণের মত অনুচর গোপগণ সম্যগ্রূপে যাঁহার

বিবিধগোপচরণেষ্বিত্যাদি সবনশ ইত্যাদ্যন্তম্। নিজপদাব্জদলৈরিত্যাদি ব্রজতি তেন বয়মিত্যাদ্যন্তম্। মণিধর ইত্যাদি ক্বণিতবেণুরবেত্যাদ্যন্তম্। কুন্দদামেত্যাদি মন্দবায়ুরিত্যাদ্যন্তঞ্চ তত্তদ্‌যুগলং স্মর্ত্তব্যম্। অত্র সহসিদ্ধৈরিতি তেষামপি তাদৃশবেণুবাদ্যমহিম্না বনিতাভাবা-পত্তিঃ সূচিতা। অনুচরৈরিতি। অত্রাদিপুরুষ ইবাচলভূতিরিত্যনেনৈব বোধ্যতে। এবমেব সর্ব্বত্র তাসাং প্রেমকৃত-

---

বীর্য্য বর্ণন করেন, লক্ষ্মী যাঁহার অচলা, সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে বিচরণ করিতে করিতে গিরিতটে বিচরণশীল গো-সকলকে বেণুরবে আহ্বান করেন, তখন ফলফুলে সুশোভিত, ফলভরে অবনত, প্রেমে পুলকিত বনলতা ও তরুসকল আপনাতে বিষ্ণু প্রকাশমান ইহা সূচনা করিয়াই যেন মধুধারা বর্ষণ করে।

সুন্দর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যখন দিব্যাতিদিব্য কুসুমসমূহ রচিত বনমালায় বিরাজিতা দিব্য গন্ধশালিনী তুলসীর মধুপানে মত্ত ভ্রমরের অভীষ্ট উচ্চ সঙ্গীত সমাদর করিয়া বেণুবাদন করেন, তখন সরোবরস্থিত সারস, হংস ও অন্য পক্ষিসকল সেই মনোহর গীতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক সংযতভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল।

হে ব্রজদেবীগণ! বলদেব সহ বিরাজমান, কুসুমরচিত কর্ণ-ভূষণে শোভমান শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইয়া জগতের হর্ষবিধানের নিমিত্ত যখন বেণুধ্বনিতে বিশ্ব পূর্ণ করেন, তখন মহদতিক্রমে (১) শঙ্কিতচিত্ত মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে, সেই সুহৃদের প্রতি কুসুম বর্ষণ করে (২) এবং ছত্রের মত ছায়াদান করে।”

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদালঙ্ঘন কিম্বা উচ্চ গর্জ্জনে বেণুরব আচ্ছাদন-ভয়ে।

(২) মেঘান্তরালে অবস্থিত দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি।

সর্ব্বোত্তমতাস্ফূর্ত্ত্যা। ক্বচিত্তদৈশ্বর্য্যবর্ণনমুৎপ্রেক্ষৈব যৎপত্যপত্যে- ত্যাদিবদিতি। বনলতা ইতি। অত্র বিষ্ণুং সর্ব্বত্রৈব স্ফুরন্তং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। নিজপদাব্জেতি। অত্র ব্রজভূশব্দেন তৎস্থানি তৃণাদীনি লক্ষ্যন্তে। তেষাঞ্চ খুরতোদশমনং স্পর্শমাহাত্ম্যেন নিত্যমঙ্কুরশালিত্বকরণাৎ। অতএবাপরিমিতচতুষ্পাদবিগাহেঽপি

এই প্রকার, বিবিধ গোপরমণেষু ইত্যাদি, (১), নিজ পদাব্জদল ইত্যাদি (২), মণিধর ইত্যাদি (৩), এবং কুন্দদাম ইত্যাদি (৪) যুগল শ্লোকে শ্রীব্রজদেবীগণের প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

এস্থলে "সিদ্ধ স্বপতিগণ" শব্দে যে দেবগণের কথা বলা হইয়াছে, বেণুবাদ্য-মহিমায় তাঁহাদেরও বনিতাভাব-প্রাপ্তি সূচিত হইয়াছে।

অনুচরৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে আদিপুরুষ নারায়ণের মত শ্রীকৃষ্ণের স্থির ঐশ্বর্য্যের কথা জ্ঞাপিত হইয়াছে। এই প্রকারে শ্রীব্রজদেবীগণের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমকৃত সর্ব্বোত্তমতা স্ফূর্ত্তি হেতু কোনস্থলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বর্ণন উৎপ্রেক্ষাই বটে; তাহা "যৎপত্যপত্য" ইত্যাদি শ্লোকের মত। বনলতা ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণু শব্দে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূরণ অভিপ্রেত হইয়াছে।

নিজ পদাব্জ ইত্যাদি শ্লোকে যে ব্রজভূমির উল্লেখ আছে, তাহাতে তৃণাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শ-মাহাত্ম্যে সে সকল নিত্য অঙ্কুরশালী হয় বলিয়া, তাহাদের খুরাঘাত-বেদনা শান্তি বলা হইয়াছে। অতএব (তৃণাদির নিত্য অঙ্কুরশালিতা-দ্বারা)

(১) ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) ১০৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩) ৯০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৪) ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তচ্চারস্য সমাবেশঃ সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ম্। এতদনন্তরং দর্শনাত্মকসম্ভোগো যথা—বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ। উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্। দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এব দেবকীজঠরভূরুডুরাজঃ ॥৩৯৬॥

অত্র দেবকীজঠরভূরিতি সঙ্কেতনামগ্রহণম্। সঙ্কেতমূলন্তু প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজ ইতি জ্ঞেয়ম্। অথবা

অপরিমিত চতুষ্পদের বিচরণে বিলোড়িত হইলেও ব্রজভূমিতে পশুচারণ সুসম্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ইহার পর দর্শনাত্মক-সম্ভোগ যথা [শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণ হইতে আসিতে দেখিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ পরস্পর আনন্দে বলিতে লাগিলেন—] "যিনি ব্রজের গোসকলের হিতকারী, যিনি গোবর্দ্ধনধারী, সেই দেবকীজঠরজ গোকুলচন্দ্র সুহৃজ্জনের মনোরথ পূর্ণ করিবার বাসনায় দিনান্তে গোধন সকল সঙ্কলন করিয়া আগমন করিতেছেন। পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁহার চরণ-বন্দন করিতেছেন, তিনি বেণু বাজাইতেছেন, অনুচরগণ তাঁহার যশের প্রশংসা করিতেছেন; তাঁহার গলদেশের মাল্য গাভীসকলের খুররজে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অহো! তিনি শ্রমজাত কান্তিদ্বারাও সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন।" শ্রীভা. ১০।৩৫।১২॥৩৯৬।

এস্থলে দেবকী-জঠরজ-শব্দে সংকেতে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। [ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীব্রজদেবীগণ উক্ত রূপ সঙ্কেত অঙ্গীকার করিলেন কেন? তাঁহাদের পক্ষে যশোদানন্দন বলিয়া সঙ্কেত করাই ত সঙ্গত। তাহাতে বলিতেছেন—] সঙ্কেতের বীজ শ্রীব্রজরাজের প্রতি "তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন"—এই গর্গবাক্য। অর্থাৎ

অনেনৈবাপ্রসিদ্ধোঽপি দেবকীশব্দোঽত্র শ্রীযশোদায়ামেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র তস্যা এব তন্মাতৃত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ। নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনুরিত্যত্র মেরুদেব্যা এব সুদেবীতি সংজ্ঞাবৎ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চেতি পুরাণান্তরবচনঞ্চ। এবং মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈশদিতি যদুপতিদ্বিরদরাজবিহার ইতি স্মর্ত্তব্যম্। ব্রজগবামিতি তত্র স্থিতা বাল-বৃদ্ধা গাবস্তেষামপ্যুপ-

---

এতদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মান্তরে দেবকী-বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সে কথার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দেবকী-জঠরজ বলিয়াছেন। অথবা [শ্রীব্রজেশ্বরীর একটী নাম দেবকী, তাহা অপ্রসিদ্ধ] এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী-জঠরজ বলিয়া অপ্রসিদ্ধ দেবকী শব্দও শ্রীযশোদায় প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীযশোদাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "সুদেবী-নন্দন ঋষভদেব নাভিরাজা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন," ইহাতে মেরুদেবী যেমন সুদেবী নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন, এস্থলে তদ্রূপ শ্রীযশোদার দেবকী সংজ্ঞা হইয়াছে। "নন্দভার্য্যা যশোদা ও দেবকী এই দুই নামে প্রসিদ্ধা"—এই পুরাণান্তর (আদিপুরাণ) বচনও তাহার প্রমাণ।

এই প্রকার মদবিঘূর্ণিত লোচন ইত্যাদি এবং যদুপতি দ্বিরদরাজবিহার ইত্যাদি শ্লোকযুগল (১) দর্শনাত্মক সম্ভোগের দৃষ্টান্ত মনে করা যায়। তাহাতে যে ব্রজগবাং (ব্রজের গো-সকল) শব্দ আছে, তদ্দ্বারা ব্রজস্থিত শিশু ও বৃদ্ধ গো (—যাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ চরাইতে নেন নাই, সে) সকলের ও উপলক্ষণরূপে যোগ (শ্রীকৃষ্ণদর্শন) বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত শ্লোকে শ্রীব্রজ-

---

(১) ৮৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষণত্বেনোক্তাঃ। তথৈতদগ্রে—এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ। রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ৩৯০ ॥

এবমপরাহ্লেষু তদীয়াগমনানন্দেন নিত্যমহঃস্বপি রেমিরে ॥১০॥৩৫॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৯৭॥

অথ দূরপ্রবাসঃ। স চ ভাবো ভবন্ ভূতশ্চেতি ত্রিবিধঃ। তত্র ভাবী যথা—গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবু র্ব্যথিতা ভৃশম্। রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতমিত্যাদি ॥৩৯৮॥

দেবীগণের দর্শনাত্মক সম্ভোগ বর্ণন অভিপ্রেত হইলেও আনুসঙ্গিক ভাবে উক্ত গো-সকলের বিরহান্তর সংঘটিত যোগ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের পরেও দর্শনাত্মক সম্ভোগের দৃষ্টান্ত :—[শ্রীশুকোক্তি] "হে রাজন্! ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে এই প্রকারে দিনমান বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনপ্রাণ কৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মহান্ উৎসব হইয়াছিল।" শ্রীভা, ১০ ৩৫।১৪॥৩৯৭॥

[রজনীযোগে ব্রজসুন্দরীগণের বিহার প্রসিদ্ধ আছে।] এই প্রকারে (মদবিঘূর্ণিত লোচন ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বর্ণনার মত) অপরাহ্ণ সমূহে শ্রীকৃষ্ণের আগমনানন্দে নিত্য দিনমানেও তাঁহারা বিহার করিতেন—ইহাই উক্ত (১০ ৩৫।১৪) শ্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে ॥৩৯৭॥

অনন্তর দূর প্রবাস বর্ণিত হইতেছে। তাহা ভাবী (ভবিষ্যৎ), ভবন্ (বর্ত্তমান) ও ভূত (অতীত) ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ভাবী যথা,—"রামকৃষ্ণকে মধুপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন, তাহা শুনিয়া গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন।" শ্রী ভা, ১০।৩৮ ১২॥৩৯৮॥

তাসাং বিলাপশ্চ। অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৩৯॥

তথা, যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতমিত্যাদি। ক্রূরস্ত্বম-ক্রূরেত্যাদি। ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদ ইত্যাদি। সুখং প্রভাতা রজনীয়মিত্যাদি। যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখ ইত্যাদি-

---

শ্রীব্রজদেবীগণের তদবস্থায় বিলাপ—"বিধাতঃ তোমাতে দয়ার লেশ মাত্রও নাই; তুমি জীবগণকে মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা সংযুক্ত করিয়া মিলন সুখলাভে কৃতার্থ হইতে না হইতেই বিযুক্ত কর। তোমার চেষ্টা অজ্ঞ বালকের চেষ্টার মত নিরর্থক।" শ্রীভা, ১০।৩৮।১৭।৩৯॥

বিলাপের অন্য দৃষ্টান্ত—যস্ত্বং প্রদর্শ্য ... ... সুখং প্রভাতা পর্য্যন্ত শ্লোকত্রয় এবং যোঽহ্নঃক্ষয়ে ইত্যাদি শ্লোক। (১)

---

(১) অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরা গমন করিলে ব্রজদেবীগণ বলিলেন—হে বিধাতঃ! শ্রীকৃষ্ণের যে বদন শ্যামবর্ণ কুন্তলে আবৃত, সুন্দর কপোল ও উন্নত নাসিকায় মনোহর, শোকনাশি ঈষদ্ধাস্যে সুন্দর, তুমি সেই বদন একবার দর্শন করাইয়া আবার তাহা অদৃশ্য করিতেছ; তোমার এই কার্য্য নিন্দনীয়।

অতি ক্রূর তুমি অক্রূর নাম ধরিয়া আসিয়া আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে, অজ্ঞবৎ তাহা হরণ করিতেছ, আমরা তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের একদেশে তোমার সমগ্র সৃষ্টি-নৈপুণ্য দর্শন করিতাম।

[বিধাতার কথা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—] নন্দ-নন্দনের সৌহার্দ্দ স্থির নহে; আমরা পতি, পুত্র, গৃহ, স্বজন ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার দাস্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার কৃতকার্য্যে ব্যথিতা আমাদের প্রতি তিনি দৃক্ পাতও করিতেছেন না; কারণ, তিনি নূতন ভালবাসেন

[পরপৃষ্ঠা]

কঞ্চ স্মর্ত্তব্যম্। ভবন্ যথা—গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানু-রঞ্জিতাঃ। প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ইত্যাদি। তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে। বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্তঃ প্রিয়চেষ্টিতমিত্যন্তম্ ॥৪০০॥

বিশোকা বিবিধশোকবৃত্তয়ঃ সত্যঃ। তত্তদ্গানে তত্তল্লীলায়াঃ সাক্ষাদিব স্ফূর্ত্তের্বা বিশোকপ্রায়া অহনী অহোরাত্রং নিন্যুর্যা-পয়ামাসুঃ ॥১০॥২৯॥ শ্রীশুকঃ ॥৪০০॥

ভবন্ দূর প্রবাস—[মথুরা গমন সময়ে] "গোপীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া তাঁহা কর্তৃক নিরীক্ষণাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আনন্দিতা হইলেন এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

* * * *

তাঁহারা গোবিন্দের প্রত্যাবর্ত্তনে নিরাশ হইয়া নিবৃত্তা হইলেন এবং প্রিয়তমের চরিত্র গানে বিশোকা হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীভা, ১৯।৩৯।৩২ ও ৩৪॥৪০০॥

বিশোকা—বিবিধ শোক-বৃত্তি-বিশিষ্টা হইয়া কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সকল গান কালে সেই সকল লীলা সাক্ষাৎ দর্শনের মত স্ফূর্ত্তি হেতু শোক রহিতার মত দিবা রজনী যাপন করিয়াছিলেন ॥৪০০॥

"এই রজনী সুপ্রভাতা হউক" বলিয়া মধুপুর-নারীগণ যে আশীষ্ প্রার্থনা করিয়াছিল, অদ্য তাহা সত্য হইল; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের যে বদন নেত্রপ্রান্তে বর্দ্ধমান হাস্য দ্বারা আসবস্বরূপ, তাহা পান করিতে পাইবে।

× × × × ×

দিবাবসানে গোধূলিধূসর অলকা ও বনমালাশোভিত শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া বেণুগান সহকারে ব্রজে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের চিত্ত হরণ করে; তাঁহা ব্যতিরেকে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব?"

শ্রীভা, ১০।৩৯।১৮-২১ ও ১৮

ভূতো যথা—তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা ইত্যাদিনা দর্শিতঃ। অত্র দূতমুখেন পরস্পরসন্দেশশ্চ দৃশ্যতে। দূতা স্ফুরিতসখ্যাংশা উদ্ধববলদেবাদয়ঃ। তত্র তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসংকৃতং সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিরিত্যাদিদিশা পূর্বং রচিতাকারগুপ্তীনামপি তাসাং মহার্ত্তানাং মহাসঙ্কোচপরিত্যাগমপ্যাহ—ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ। কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥৪০১॥

অপৃচ্ছন্নিতি প্রাক্তনক্রিয়য়ান্বয়ঃ ॥১০॥৪৭॥ শ্রীশুকঃ ॥৪০১॥

ভূত দূর প্রবাস যথা—[শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—] "তাঁহাদের মন আমাতে, তাঁহাদের প্রাণ আমাতে, আমার নিমিত্ত তাঁহারা দৈহিক চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন,"—(শ্রীভা, ১০৪৬২) ইত্যাদি শ্লোকে ভূত দূর প্রবাস প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দূতমুখে পরস্পর সংবাদ প্রেরণ দেখা যায়। যাঁহাদের মধ্যে সখ্যাংশ স্ফুরিত হইয়াছে, এমন উদ্ধব বলদেবাদি দূত।

তন্মধ্যে "গোপীগণ বিনয়াবনত হইয়া সলজ্জ হাস্য-দৃষ্টি ও সুমিষ্ট বচনাদি দ্বারা উদ্ধবের সৎকার করিলেন" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৪৭।৩) শ্লোক শ্রীউদ্ধবের দৌত্যের দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে যে শ্রীব্রজদেবীগণ তাঁহার নিকট লজ্জায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন, পরে অত্যন্ত দুঃখিতা তাঁহাদের মহাসঙ্কোচ পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে—"যাঁহাদের কায়, বাক্য, মন গোবিন্দে নিবেশিত হইয়াছিল, সেই গোপীগণ কৃষ্ণদূত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে, লোকব্যবহার বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৮

পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকের "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন" ক্রিয়ার সহিত এই শ্লোকের অন্বয় ॥৪০১॥

অতএব গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছ রামসন্দর্শনাদৃতাঃ। ক্বচিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভ ইত্যাদি ॥৪০২॥

হসন্ত্যঃ প্রেমের্ষয়া কৃষ্ণমুপহসন্ত্য ইত্যর্থঃ

॥১০॥৬৬॥ সঃ ৪০২॥

যথৈব শ্রীমদুদ্ধবসন্নিধাবুন্মাদবচনমপি দর্শিতম্—কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্। প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৪০৩॥

কাচিচ্ছ্রীরাধা। তথৈব ব্যাখ্যাতং বাসনাভাষ্যে। এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীদশমটিপ্পণ্যাং দৃশ্যমিতি। তত্র উন্মাদেনৈব মানিনীভঙ্গ্যাহ অষ্টভিঃ। মধুপ কিতববন্ধো ইত্যাদি ॥৪০৩॥

অতএব—(দূতে সখ্যাংশ স্ফূরন্ হেতু) "রাম-সন্দর্শনে আদরবতী গোপীগণ হাস্যসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুর-স্ত্রীজন-বল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত?' শ্রীভা, ১০।৪৭।৬

এস্থলে যে হাস্যের কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য—প্রেমজনিত ঈর্ষাবশে শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করা ॥৪০২॥

শ্রীমদুদ্ধব-সন্নিধানে যেমন উন্মাদ-বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, [শ্রীবলদেব সন্নিধানে বিরহিণী ব্রজদেবীগণের হাস্যও তদ্রূপ। সেই উন্মাদ-বচন—] "কোন গোপী কৃষ্ণ-সঙ্গম স্মরণপূর্ব্বক মধুকরকে দেখিয়া তাহাকে প্রিয়-প্রেরিত দূত কল্পনা করতঃ একথা বলিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭ ৪০৩॥

কোন গোপী শ্রীরাধা। বাসনা-ভাষ্যে তেমন ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। ইহার বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের টিপ্পনীতে (বৈষ্ণবতোষণীতে) দ্রষ্টব্য। তিনি উন্মাদাবস্থায় উদ্ধব-সন্নিধানে মানিনী ভঙ্গিতে মধুপ কিতব বন্ধু ইত্যাদি আটটী শ্লোক বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৪০৩ ॥

মানে কারণমাহ—সকৃদধরসুধামিত্যাদি ॥৪০৫॥

অত্র কিম্বদন্তীমাশ্রিত্য পদ্মায়াং প্রতিনায়িকাত্বেনোপন্যাসঃ ক্রিয়তে। দূতপ্রস্তুতিপ্রত্যাখ্যানম্। কিমিহেতি ॥৪০৬॥

বিজয়তে সর্বং বশীকরোতীতি বিজয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব সখা ত্বদ্বন্ধুঃ। তস্য সখীনাং সম্প্রতি মাথুরীনামেবাগ্রতঃ তস্য বিজয়স্য

[শ্রীরাধার উক্তি সেই শ্লোক-সমূহ:—] মানে কারণ—"হে মধুকর! তুমি যেমন কুসুমকে ত্যাগ কর, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ স্বীয় মোহিনী অধরসুধা একবার আমাদিগকে পান করাইয়া সদ্য ত্যাগ করিয়াছেন। পদ্মা (লক্ষ্মী) কেন তাঁহার পাদপদ্ম ত্যাগ করেন না? বোধ হয় উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা কথায় তাঁহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে।" [আমরা কিন্তু পদ্মার মত অচতুরা নহি।]

শ্রীভা, ১০।৪৭।১১॥৪০৫॥

এস্থলে "লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী"—এই প্রবাদ অবলম্বন-পূর্ব্বক লক্ষ্মীকে প্রতি (প্রতিপক্ষ) নায়িকারূপে কল্পনা করিয়াছেন।

[উক্ত শ্লোকে যখন শ্রীকৃষ্ণের দোষোদ্গার করিতেছিলেন, তখনও ভ্রমর শ্রীরাধার চরণসমীপে গুঞ্জন করিতেছিলেন, তাহা তিনি উত্তম স্তুতি মনে করিয়াছিলেন। তারপর] দূতের উত্তম স্তুতি প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টান্ত—"হে ষট্‌পদ! গৃহহীন যদুগণের অধিপতির পুরাতন কথা কেন তুমি আমাদের নিকট বেশী গান করিতেছ? বিজয়সখার সখীগণের অগ্রে যাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর। সম্প্রতি তিনি উঁহাদের কামপীড়া দূর করিয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে ইষ্টবস্তু দান করিবেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭।১২॥৪০৬॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বিজয় অর্থাৎ বশীভূত করেন, এই হেতু তিনি বিজয়। তিনিই সখা—তোমার বন্ধু। তাঁহার

তদ্বশীকারপর্য্যন্তস্য প্রসঙ্গঃ। তথাপি তদাসক্তৌ তদ্দোষ এব কারণমিতি স্বদোষং পরিহরন্ত্যো দৈন্যমালক্ষ্য তস্য নির্দ্দয়ত্বং প্রতিপাদয়তি দিবি ভুবি চেত্যাদি ॥৪০৭॥

অপি চ এবমপি অস্মদ্বিধকৃপণপক্ষপাতে সত্যেব তত্র উত্তমশ্লোকশব্দো ভবিতুমর্হতি সংপ্রতি তু তস্য তদভাবদর্শনান্ন সদয়ত্বং তদভাবান্নতরামুত্তমশ্লোকত্বমপি ইতি ভাবঃ। স্বকৌমল্যমুদ্রয়া

সখী—সম্প্রতি মাথুরী (মথুরানাগরী) গণের অগ্রে তাঁহার সেই বিজয়ের—তাঁহাদের বশীকরণ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গের গান কর। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণে (পুরনারীগণের) আসক্তিতে তাঁহার দোষই কারণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দোষেই নারীগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তিতে আপনাদের কোন দোষ নাই—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তাহার নির্দ্দয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিলেন—"স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে যে সকল রমণী আছে, কপট মনোহর হাস্য ও ভ্রূকম্পনকারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন্ স্ত্রী দুষ্প্রাপ্য? কেহই নহে। লক্ষ্মী তাঁহার চরণরেণুর উপাসনা করে। আমরা লক্ষ্মীর কাছে কি? শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই প্রকার, তথাপি তাঁহাকে বলিও, দীনজনে দয়াশীল পুরুষের প্রতিই উত্তম-শ্লোক-শব্দ প্রযুক্ত হয়। শ্রীভা. ১০।৪৭।১৩॥৪০৭॥

শ্লোকব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার (নিখিল নারীর বাঞ্ছিত এবং লক্ষ্মী-নিষেবিতচরণ) হইলেও আমাদের মত দীনজনের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিলে, তাঁহাকে উত্তম-শ্লোক বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি তাঁহাতে দীন-পক্ষপাত দৃষ্ট না হওয়ায়, তাঁহাতে সদয়ত্ব নাই। সদয়তার অভাবে তাঁহাতে উত্তম-শ্লোকত্ব মোটেই নাই।

নিজের কোমলতা দ্বারা ভ্রমরের গুঞ্জনকে শ্রীকৃষ্ণের চাটুকারিতা

জনিতং তচ্চাটুকারোদ্যমাতিশয়ং মত্বাহ বিসৃজ শিরসীত্যাদি ॥৪০৮॥

ততঃ প্রণয়েৰ্ষয়া তস্মিন্ দোষমারোপ্যাপি স্বস্যাস্তদীয়াসক্তি-পরিত্যাগাসামর্থ্যং বর্ণয়ন্তী তত্তদ্দোষং পরিহরতি মৃগয়ুরিবেত্যাদি ॥৪০৯॥

এবং তাহা অতিরিক্ত চেষ্টা মনে করিয়া ভ্রমরকে বলিলেন—"চরণ যে মাথায় রাখিয়াছ (চরণতলে যে লুটাইতেছ)—এ চেষ্টা ছাড়। আমি বুঝিয়াছি, অনুনয় বিনয় সহকারে চাটুবাক্যে দূত কর্ম্ম করা, চতুর তুমি মুকুন্দ হইতে শিখিয়াছ। তাঁহার নিমিত্ত আমরা পতি-পুত্র, ইহলোক, পরলোক ত্যাগ করিয়াছি; তিনি কিন্তু এমনই অব্যবস্থিত-চিত্ত যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় আমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব?"

শ্রীভা, ১০।৪৭।১৬॥৪০৮॥

তারপর প্রণয়-জনিত ঈর্ষাবশে শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ করিবার পরও তাঁহার প্রতি স্বীয় আসক্তি-পরিত্যাগাসামর্থ্য বর্ণন করিতে করিতে সে সকল দোষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন—

"অহে মধুকর! শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-সকল স্মরণ করিয়া আমরা অত্যন্ত ভয় পাইতেছি, তিনি এমন ক্রূর যে রামাবতারে ব্যাধের মত বালিরাজাকে বিদ্ধ করিয়াছেন, সীতা-পরবশ হইয়াও শূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছেন, বামনাবতারে বলিরাজার পূজোপহার ভোজন করিয়া তাঁহাকে কাকের মত (১) বন্ধন করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণ-বর্ণ জনের সহিত সখ্যে প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার কথারূপ অর্থ দুস্ত্যজ। শ্রীভা, ১০।৪৭।১৫॥৪০৯॥

---

(১) কাককে কোন লোক কিছু খাইতে দিলে, সে তাহা খাইবার পরেও স্বজাতীয় অন্য সকলকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বেষ্টিত করে।

যতস্তেঽপ্যসিতা এবংবিধাস্তস্মাৎ অসিতস্য শ্যামজাতিমাত্রস্য সখ্যৈঃ প্রণয়বন্ধৈঃ। পুনঃ তৎকথায়া যদ্ দুস্ত্যজত্বং তৎ খলু তস্যাপি দোষত্বেনৈব স্থাপয়তি যদনুচরিতেত্যাদি ॥৪১০॥

কর্ণস্যৈব পীযূষং ন তু মনস ইত্যাপাতমাত্রস্বাদ্যত্বং বোধিতম্। বিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মত্বাদেব বিনষ্টা অচেতনপ্রায়া জাতাঃ। ইহ বৃন্দাবনে বিহঙ্গাঃ শুকাদয়োঽপি। ভিক্ষোঃ সন্ন্যাসিনশ্চর্য্যাং দেহাদি-নৈরপেক্ষ্যং চরন্তি আচরন্তো দৃশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। ততঃ সানুতাপ-মাহ, বয়মৃতমিবেতি ॥৪১১॥

যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীবামনদেব কৃষ্ণবর্ণ—কৃষ্ণের মত। সেই কৃষ্ণবর্ণের—শ্যামজাতি-মাত্রের সখ্যের—প্রণয়বন্ধনে কি প্রয়োজন? আবার তাঁহার কথায় যে দুস্ত্যজত্ব, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের দোষরূপে স্থাপন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্ররূপ যে লীলাকথা, তাহা কর্ণের অমৃত স্বরূপ, তাহার কণিকা মাত্র পান করায় যাহাদের দ্বন্দ্বধর্ম্ম (সুখ-দুঃখাদি বোধ) তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা অনেকেই তৎক্ষণাৎ দীনগৃহ কুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে বিহঙ্গের মত ভিক্ষুচর্য্যা অর্থাৎ কোনরূপ মাত্র প্রাণরক্ষা করিতেছেন।"

শ্রীভা, ১০।৪৭।১৬॥৪১০॥

শ্রীকৃষ্ণের চরিত-কথা কর্ণেরই পীযূষ, মনের নহে;—একথায় তাহার আপাত-আস্বাদ্যত্ব বোধিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই কথা শোনার সময়ই ভাল লাগে, অর্থদ্বারা মনের উল্লাস বর্দ্ধন করে না—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কথা শুনায় যাঁহাদের দ্বন্দ্বধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহারা বিনষ্ট—অচেতন-প্রায় হইয়াছে, এখানে—বৃন্দাবনে বিহঙ্গ—শুকাদিও ভিক্ষু—সন্ন্যাসী, তাহার চর্য্য—দেহাদি-নৈরপেক্ষ্য আচরণ করিতেছেন, দেখা যায়।

তদেবমষ্টকেন মানভঙ্গীং ব্যজ্য স্বকাঠিন্যাতিশয়েন দূতং নিবর্ত্তমানমাশঙ্ক্য কলহান্তরিতাভঙ্গ্যা দ্বয়েনাহ প্রিয়সখেতি ॥৪১২॥

তারপর অনুতাপ-সহকারে বলিতেছেন—"ব্যাধের সঙ্গীতের (বংশী-ধ্বনির) প্রতি বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণসার-মৃগবধূ হরিণী যেমন নিজের দুর্দ্দশা দর্শন করে (বাণাহত হয়), কৃষ্ণের কপটবাক্যে বিশ্বাস করায়, আমাদেরও তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার নখাঘাত-জনিত দারুণ কন্দর্পপীড়া আমরা বারংবার দেখিতেছি। অতএব হে উপ-মন্ত্রিন্ (হে দূত)! এখন কৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া অন্য কথা বল। শ্রীভা, ১০।৪৭।১৭॥৪১১॥

এই প্রকারে অষ্ট শ্লোকে মানভঙ্গী ব্যক্ত করিলেন। পরে, স্বীয় কঠোরতা দ্বারা দূত প্রত্যাবর্ত্তনপর হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া কলহা-ন্তরিতা ভঙ্গীতে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন,—

[অনন্তর ভ্রমর যেন গমন করিয়া পুনরাগত হইল, এই বিবেচনায় কহিলেন,] অহে ভ্রমর! তুমি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সখা, প্রিয়কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কি পুনরাগমন করিয়াছ? হে দূত! তুমি আমার মাননীয়। তোমার অভিলাষ কি, ব্যক্ত কর। যিনি কখনও মিথুনী-ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সেই কৃষ্ণের পার্শ্বে কেন আমা-দিগকে লইয়া যাইবে? তিনি লক্ষ্মীনাম্নী বধূর সহিত সতত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভা, ১০।৪৭।১৮॥৪১২॥

শ্লোকব্যাখ্যা—কলহান্তরিতা-ভঙ্গীতেও কুটিলতার সহিত বলিয়া-ছেন—শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে কেন আমাদিগকে লইয়া যাইবে? তিনি মিথুনী-ভাব পরিত্যাগ করিতে না পারায়, লক্ষ্মী-বধূর সহিত সতত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে যে লক্ষ্মী-রেখা আছে, তাহাকেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ॥৪১২॥

তত্রাপি সকৌটিল্যমর্দ্ধেনাহ নয়সীতি। দ্বন্দ্বং মিথুনীভাবঃ। দুস্ত্যজদ্বন্দ্বত্বেহেতুঃ সততমিতি। অত্র তদ্বক্ষসি স্থিতা লক্ষ্মা-রেখৈব প্রেমের্ষ্যয়া সাক্ষাত্তদ্রূপত্বেনোৎপ্রেক্ষিতা। অন্তে সদৈন্য-মাহ, অপি বতেতি ॥৪১৩॥

অত্র তাসাং সান্ত্বনং তদ্দূতেন দ্বিধা ক্রিয়তে স্বকৃতস্তুতিবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণসন্দেশেন চ। অত্র স্তুতিবাক্যম্। অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণসন্দেশো যথোদাহৃতং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে।

শেষে (ভ্রমর-গীতের শেষ শ্লোকে) দৈন্য-সহকারে ভ্রমরকে বলিয়াছেন—"হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) কি এখন মথুরায় আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ ও বন্ধু গোপদিগকে স্মরণ করেন? তাঁহার দাসী আমাদের কথা কি কখনও মনে করেন? তিনি কবে অগুরুবৎ সুগন্ধ হস্ত আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন?"

১০।৪৭।১৯॥৪১৩॥

এই অবস্থায় সেই দূত দুই প্রকারে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করেন — নিজকৃত স্তুতি দ্বারা ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ (শ্রীকৃষ্ণ-কথিত সংবাদ) দ্বারা। শ্রীব্রজদেবীগণের নিকট স্তুতিবাক্য, শ্রীউদ্ধব কহিলেন—অহো! ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহাদের মন এই প্রকারে (মহাপ্রেম সহকারে) অর্পিত হইয়াছে, সেই আপনারা লোক-পূজিত এবং কৃতার্থা।" শ্রীভা, ১০।৭২০

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ— 'আপনাদের সহিত সর্ব্বস্বরূপে আমার কোনরূপ বিচ্ছেদ নাই" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০৪৭।২৬) শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে কৃষ্ণসন্দেশের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে (এই কৃষ্ণসন্দেশে) প্রকাশ-ভেদে সমস্ত ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বৃন্দাবন-বিহার শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উক্ত

ভবতীনাং বিয়োগো ন ইত্যাদিকঃ। অত্র প্রকাশান্তরেণ সর্বব্রজ-সহিতস্য তস্য নিত্যবৃন্দাবনবিহাররূপোঽর্থস্তত্রৈব প্রতিপাদিতঃ। যস্তু ব্যক্তো জ্ঞানযোগপ্রতিপাদকঃ স চ দুঃখাদৌ শময়িতব্যে লোকরীত্যা সম্ভবতীত্যেকে। তত্র জ্ঞানযোগোপদেশেন তাসাং ন শান্তিরিতি দ্বিতীয়সন্দেশো যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ ইত্যাদিকঃ। যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যামিত্যন্তঃ। অত্র যত্ত্বহমিত্যাদৌ অপি

গ্রন্থে এই শ্লোকের জ্ঞানযোগ-প্রতিপাদক যে অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা প্রশমনযোগ্য দুঃখাদিতে লোকরীতি অনুসারে সঙ্গত হইতে পারে। এই এক প্রকার সন্দেশ।

সান্ত্বন-প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ উপদেশ প্রদান করিলে [বিশুদ্ধ প্রেমবতী] ব্রজসুন্দরী শান্তি হইতে পারেনা মনে করিয়া দ্বিতীয় প্রকারের সন্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এই:—"আপনাদের প্রিয় হইয়াও যে আমি আপনাদের দৃষ্টির ব্যবধানে আছি, তাহা আমার নিয়ত ধ্যান-সাধক মন সন্নিকর্ষ ঘটাইবার জন্য। কেন না,

দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রীগণের চিত্ত যেমন আবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে, নিকটবর্ত্তী নয়নগোচর প্রিয়তমের প্রতি মন তেমন নিবিষ্ট হয়না।

আপনারা অশেষ-বৃত্তি-রহিত মনকে কৃষ্ণ আমাতে আবিষ্ট করাইয়া নিরন্ত বারংবার স্মরণ করিতে করিতে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

হে কল্যাণীগণ! এই বৃন্দাবনে রাসবিহার-কালে যে সকল অবলা অবরুদ্ধ হওয়ায় আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।"

শ্রী.ভা,১০।৪৭।৩১-৩৩

স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া গতানিত্যাদিবক্ষ্যমাণানুসারেণ কার্য্যান্তরস্যাপি ভবৎপ্রেমসুখবৃদ্ধিফলত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ। উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজমিত্যত্রাপি ব্যপেতবিরহজ্বরত্বং তদাগমনাদিশ্রবণেনাপাতশান্তিরূপমেব। ক্বচিদ্‌গদাগ্রজঃ সৌম্যেত্যাদ্যুক্তেঃ। আত্মানং তস্য তদ্ভূততয়া তৎপ্রের্য্যত্বেনান্তঃকরণাধিষ্ঠাতারম্ অধোক্ষজং শ্রীকৃষ্ণমেব মত্বা তদাত্মত্বেনোদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুরিত্যর্থঃ। যথা

এ বিষয়ে অতঃপর কুরুক্ষেত্রমিলনে অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্যান্তরের (নিজজনগণের স্বার্থ সাধনের) কথা বলিবেন, তাহারও উদ্দেশ্য 'আপনার (শ্রীরাধার) প্রেমসুখবৃদ্ধি,' যত্বহং ("আপনাদের প্রিয় হইয়াও)" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"তাহার পর কৃষ্ণসন্দেশ দ্বারা গোপীগণের বিরহজ্বর বিগত হইল। তাঁহারা আত্মা অধোক্ষজ জানিয়া উদ্ধবকে পূজা করিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৭।৪৭

এস্থলে যে বিরহজ্বর অপগমের কথা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের আগমনাদি-শ্রবণে ক্ষণিক শান্তি মাত্র। কারণ, কৃষ্ণসন্দেশ শ্রবণের পর বলিয়াছেন হে সৌম্য উদ্ধব! গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে প্রীতি প্রকাশ করিতেন, তাহা কি এখন মধুপুর-নারীগণের প্রতি প্রকাশ করিতেছেন? তিনিও সে সকল রমণীর স্নিগ্ধ-সলজ্জ হাস্য সহকৃত উদার দৃষ্টিদ্বারা অর্চ্চিত হইতেছেন।" শ্রীভা, ১০।৪৬।৩৬, [এই শ্লোকে কৃষ্ণসন্দেশ শ্রবণের পরও শ্রীব্রজদেবীগণের ক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছে।]

"আত্মা অধোক্ষজ জানিয়া উদ্ধবকে" যে পূজা করার কথা বলা

চোক্তম্—তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্। নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়দিতি ॥১০॥৪৭॥ শ্রীশুকঃ ॥৪০২—৪১৩॥

এবং শ্রীবলদেবদ্বারকসন্দেশোঽপ্যনুমেয়ঃ। সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ। সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদ

হইয়াছে, তাহার অর্থ—আত্মা অন্তর্য্যামিরূপে সকলের প্রেরক; শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার অন্তঃকরণাধিষ্ঠাতা। অধোক্ষজ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের অন্তর্যামী এই মনে করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন, স্বতন্ত্ররূপে নহে।

"গৃহদ্বারে উপস্থিত কৃষ্ণানুচর প্রিয় উদ্ধবের নিকট সমাগমন পূর্ব্বক নন্দ প্রীত হইলেন, তিনি আলিঙ্গন করিয়া বাসুদেবুদ্ধিতে তাঁহাকে পূজা করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৪৬।১২, এই শ্লোকে যেমন পূজা বর্ণিত হইয়াছে, ব্রজদেবীগণের উক্ত পূজাও সেই প্রকার। অর্থাৎ বৈষ্ণবে বাসুদেব অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া, বৈষ্ণব—উদ্ধব বাসুদেব হইতে অভিন্ন এই বিবেচনায়, ব্রজরাজ যেমন তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন; তেমন উদ্ধবের অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ, এই হেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন—এই বিবেচনায় ব্রজদেবীগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। ব্রজরাজের পূজা যেমন আতিথ্যোচিতা, উহাঁদের পূজাও সেই প্রকার॥

শ্রীবলদেবদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ যে সন্দেশ (সংবাদ) প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রকার (সান্ত্বনার জন্য) মনে হয়।

"নানাপ্রকার অনুনয়ে সুপণ্ডিত ভগবান্ বলদেব শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ঙ্গম সন্দেশ দ্বারা গোপীগণকে সান্ত্বনা দান করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৬৫।১০, এই শ্লোকে বলদেব দ্বারা প্রেরিত কৃষ্ণ-সন্দেশ গোপীগণের সান্ত্বনার কথা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

ইত্যনুসারেণ। অথ তদনন্তরজঃ সন্দর্শনাদিময়ঃ সম্ভোগঃ কুরুক্ষেত্রে প্রসিদ্ধঃ। যথা—গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য তাপং তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥৪১৪॥

তদেবং তাসাং অবস্থামুক্ত্বা শ্রীভগবতোঽপি তদ্বিষয়কস্নেহময়ীমীহামাহ—ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ। আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৪১৫॥

অন্তঃসংক্ষোভেণাপি রুক্ষ এব প্রহাসোঽয়ং স্বাপরাধং ক্ষময়তা প্রপঞ্চিতঃ। তত্র স্বব্যবহারোপপত্ত্যা সান্ত্বয়তি—অপি স্মরথ

কুরুক্ষেত্রে দূর-প্রবাসান্তরজাত সন্দর্শনাদিময় সম্ভোগ প্রসিদ্ধ আছে। যথা—যাঁহার দর্শনে চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকে শাপদেন, গোপীগণ সেই প্রাণ- কোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু দ্বারা হৃদয়স্থ করতঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্তগণের দুর্ল্লভ তদ্ভাব (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মহাভাব-বিশেষের অভিব্যক্তি) প্রাপ্ত হইলেন।" শ্রীভা, ১০।৮২।২৭॥ ৪১৪

কুরুক্ষেত্র-মিলন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব এইরূপে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের—শ্রীভগবানের স্নেহময়ী চেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন—' ভগবান্ নিজবিরহে অত্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্তা শ্রীব্রজদেবীগণের সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইয়া আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর হাস্যসহকারে ইহা বলিলেন।" শ্রীভা, ১০ ৮২।২৭॥৪১৫॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধই হইয়াছিল। তথাপি যে হাস্য করিয়াছেন, তাহা নিজাপরাধ-ক্ষমার্থী তাঁহার রুক্ষ হাস্য। সেস্থলে নিজব্যবহার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন—"হে সখীগণ!

নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণ-চেতসঃ ॥৪১৬॥

কিংবা রোষেণ স্মরণমপি ন কুরুথেতি ভাবঃ। তত্র স্বদোষ-নিবারণং স্বানামিতি। স্বানাং স্বেষামস্মৎপিতুঃ শ্রীব্রজরাজস্য বন্ধুবর্গাণাং যাদবানাম্। উভয়েষামপি যাদবত্বেন জ্ঞাতীনামিতি বা। তত্রাতিবিলম্বে কারণং শত্রুপক্ষেতি। ততশ্চ ভবতীনাং নির্ব্বিঘ্নঃ সংযোগোঽপ্যনেন ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। আত্মনো বামান্তরসঙ্গমাশঙ্ক্য পরমেশ্বরপারতন্ত্র্যোপপাদনেন সান্ত্বয়তি—

আমরা নিজজনগণের স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত যাইয়া শত্রুপক্ষ সংহার মানসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছি, আমাদের কথা কি মনে করিয়াছিলে? শ্রীভা, ১০।৮২।২৮॥৪১৬॥

"রোষবশে কি আমাদিগকে স্মরণও কর নাই?" একথা বলাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। নিজদোষ-নিবারণার্থ বলিয়াছেন—"নিজ-জনগণের স্বার্থসাধন নিমিত্ত" ইত্যাদি। নিজজন—আমাদের পিতা শ্রীব্রজরাজের বন্ধুবর্গ যাদবগণ। কোথাও স্বানাং (নিজজনগণের) স্থলে জ্ঞাতীনাং (জ্ঞাতিগণের) পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহাতে সমাধান—শ্রীব্রজরাজাদি গোপগণ এবং শ্রীবসুদেবাদি যাদবগণ উভয় যদুবংশ-সম্ভূত বলিয়া উহাদের জ্ঞাতিত্ব সম্ভব হইয়াছে। নিজজনগণের স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত যাইয়া বিলম্ব করিবার হেতু—শত্রুপক্ষনিধন করিবার ইচ্ছা। শত্রুপক্ষনিধন হইলেই আপনাদের সহিত নির্ব্বিঘ্ন সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে—এই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত কার্য্যে বিলম্বের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, "ব্রজ-দেবীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই; শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া আমি বিলম্ব করিয়াছি, তাঁহারা ইহাই ভাবিতেছেন।" তাহাতে

অপ্যবধ্যা যথাস্মান্ ত্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া। নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চেত্যাদি দ্বয়ম্ ॥ ৪১৭ ॥

স্বস্য পরমেশ্বরত্বপ্রসিদ্ধিমাশঙ্ক্য সঙ্কুচন্ তথাপি বিরহজাত-প্রেমাতিশয়োঽয়ং যুষ্মদভীষ্টাব্যাঘাতায়ৈব জাত ইত্যাহ— ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৪১৮ ॥

টীকা চ—ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় কল্পতে। যত্তু

আপনার পরমেশ্বরাধীনতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন—"আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া কি অবজ্ঞা করিয়াছেন? তাহা উচিত হয় না, ভগবানই জীবগণকে যুক্ত ও বিযুক্ত করেন।

বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা, ধূলা প্রভৃতিকে মিলিত করিয়া আবার বিযুক্ত করে, জীবস্রষ্টা ঈশ্বরও জীবসকলকে তদ্রূপ করেন।" শ্রী ভা, ১০।৮২।২৯-৩০॥৪১৭॥

ইহাতে শ্রীব্রজদেবীগণ বলেন, অন্য পরমেশ্বর কাহার কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছ? তোমারই পরমেশ্বরত্বের প্রসিদ্ধি আছে। এই আশঙ্কায় বলিলেন, তাহা হইলেও এই বিরহজাত প্রেম-প্রাচুর্য্য, আপনাদের নিরুপদ্রব ইষ্টসিদ্ধির হেতু হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা হইতে নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (নিত্য পার্ষদত্ব) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি আপনাদের যে স্নেহ আছে, ইহা বড়ই মঙ্গলের বিষয়; কেননা, এই স্নেহই আমার প্রাপ্তিসাধক। ঐ ৩১॥৪১৮॥

উক্ত শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা—"আমার প্রতি যে কোন প্রকারের ভক্তিই অমৃতত্ব দান করিতে পারে। আপনাদের যে আমার প্রতি

ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীৎ তদ্দিষ্ট্যা অতিভদ্রম্। কুতঃ মদাপনঃ মৎপ্রাপণ ইত্যেষা। তত্র স্বপ্রাপ্তৌ বিশ্বাসার্থং দেশান্তরস্থিতস্যাপি স্বস্য শ্রীকৃষ্ণাখ্যনরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ সর্বাশ্রয়ত্বমনুভাবয়তি—অহং হি সর্বভূতানামিত্যাদিদ্বয়ে ॥ ৪১৯ ॥

উক্তঞ্চ দামোদরলীলায়াং ন চান্তর্ন বহির্যস্য ইত্যাদি। অত্র চ পদ্যদ্বয়ে প্রকাশান্তরেণ বৃন্দাবন এব সর্বব্রজসহিততদীয়-নিত্যবিহারঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতঃ। স এবাত্রানুসন্ধেয়ঃ। তত্র

স্নেহ আছে, তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা, সেই স্নেহ আমার প্রাপ্তিসাধক।"

দেশান্তরে অবস্থান করিলেও নিজ প্রাপ্তি প্রত্যয় করাইবার জন্য, নরাকৃতি পরমব্রহ্ম আপনার সর্ব্বাশ্রয়ত্ব অনুভব করাইয়াছেন—"হে অঙ্গনাগণ! ভৌতিক পদার্থের আদি-অবসানে অন্তরে বাহিরে যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বর্ত্তমান আছে, আমি তদ্রূপ সর্ব্ব-ভূতের আদি অন্ত, অন্তর বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছি।

জীবদেহ-সমূহে আকাশাদি পঞ্চভূত বর্ত্তমান আছে। আত্মা নিজেই দেহসকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। দেহ আত্মা উভয় পরমেশ্বর-আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই হেতু নিজ দেহ আত্মা উভয়কে অক্ষর-আমাতে অর্থাৎ যে আমি শ্রীবৃন্দাবনে গোপালনাদি ক্রীড়া হইতে ক্ষরিত—বিচলিত হইনা, সেই আমাতে সদা রাসাদি ক্রীড়া দ্বারা শোভমান দর্শন কর।" শ্রীভা, ১০।৮২।৩২—৩৩॥৪১৯॥

নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব দামবন্ধন-লীলার নচান্তর্ন বহির্যস্য ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের (১০।৮২।৩২।৩৩) ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বৃন্দাবনেই প্রকাশভেদে সর্ব্বব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা দেখা যাইতে পারে।

চ তাসাং তথৈবানুভবোদয়ো জাত ইত্যাহ—অধ্যাত্মশিক্ষয়েতি ॥ ৪২০ ॥

আত্মানং স্বং শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য যা শিক্ষা তয়া। বিরহোদ্ভূত-তদনুস্মরণজীর্ণদেহাস্তং শ্রীকৃষ্ণং তথৈবান্বভবন্নিতি। একে ত্বাহুঃ অহং হীত্যাদিকং লোকরীত্যা দুঃখনিবারণার্থমেব ব্রহ্মজ্ঞানমুক্তং ন তু তত্র তাৎপর্য্যম্। যথা রুক্মিবৈরূপ্যকৃতৌ শ্রীবলদেবেন শ্রীরুক্মিণ্যৈ তদুপদিষ্টং তস্যাঃ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীত্বাৎ লৌকিক-লীলাবিশেষত্বমেব বহতি ন তু তত্র তাৎপর্য্যং তদ্বৎ। তদেবমেব

শ্রীব্রজদেবীগণের সেই প্রকার (নিত্যবিহার) অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এই প্রকার অধ্যাত্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা জীর্ণদেহা গোপীগণ সেই শিক্ষার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেন।" ঐ ৩৩॥৪২০॥

অধ্যাত্মশিক্ষা—আত্মা-আপনাকে অধিকার করিয়া (আপনার সম্বন্ধে) শ্রীকৃষ্ণ যে শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিরহবশে নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে যাঁহাদের দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় শিক্ষানুরূপে অনুভব করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, "হে অঙ্গনাগণ!" ইত্যাদি শ্লোকে লোক-রীতিতে দুঃখ-নিবারণের জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ তাৎপর্য্য নহে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর বৈরূপ্যসাধন করিলে (১) শ্রীবলদেব শ্রীরুক্মিণীকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন; তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীহেতু, তাহা লৌকিকলীলার বিশেষত্ব বহন করিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার তাৎপর্য্য নহে, এ স্থলেও সেই

(১) শ্রীভা, ১০।৫৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাদৃশাধ্যাত্মশিক্ষয়াপি তাস্তমেবাধ্যগান্ ন তু ব্রহ্মেতি। তথাপি তাসাং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠামাহ—আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দমিত্যাদি ॥ ৪২১ ॥

তত্র হে নলিননাভ নোঽস্মাকং দুঃখোদ্রেকেণ ত্বচ্চিন্তনারম্ভজায়মানমূর্চ্ছানাং তে তব পদারবিন্দং মনস্যপ্যুদিয়াৎ। যৎ খলু যথা ভবতোপদিষ্টং তদনুসারেণাক্ষুভিতভাবৈর্বোধৈর্যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমিত্যাদি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যা ॥ ১০ ॥৮২॥ শ্রীশুকঃ ॥৪১৪—৪২১॥

প্রকার। সুতরাং তাদৃশ অধ্যাত্ম-শিক্ষায়ও ব্রজদেবীগণ অপ্রকট-লীলার নিত্যবিহারশীল শ্রীকৃষ্ণকেই অবগত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাকে নহে।

তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে—"হে নলিননাভ! অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তনীয়, সংসারকূপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার চরণকমল গৃহসেবিনী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক।

হে নলিননাভ! দুঃখোদ্রেকে যখন আপনাকে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, তখনই আমরা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হই, এতাদৃশী আমাদের মনে আপনার চরণকমল উদিত হউক। যাহা যেভাবে উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহাদের ভাব-জ্ঞান অক্ষোভিত থাকে, "সেই যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে আপনার চরণকমল চিন্তনীয়" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা এস্থলে দেখা যাইতে পারে। (২) ॥ ৪২১ ॥

---

(২) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭১ অনুচ্ছেদ। আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থের ৪২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তদেবং সন্দর্শনসংস্পর্শনসংজল্পাত্মকসম্ভোগোহত্র দর্শিতঃ। তস্মিন্ মাসত্রয়সম্বাসাত্মকে চ বৈশিষ্ট্যান্তরমপ্যূহ্যম্। অথ পুনস্তদনন্তরজাতবিপ্রলম্ভানন্তরমপি ভাবী যঃ পুনর্বিচ্ছেদঃ সম্ভোগঃ স চ স চ তত্রৈব সূচিতোঽস্তি। যথা, তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিরিতি ॥ ৪২২ ॥

আহুশ্চেত্যাদিনা যথা তাসাং সাক্ষাত্তৎপ্রাপ্তিপর্য্যন্তমভীষ্টং তথানুগৃহ্য গতির্নিত্যতয়া প্রাপ্তব্যঃ ॥ ১০ ॥ ৮৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥৪২২ ॥

এবমেব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পাদ্মোত্তরখণ্ডাদ্যনুসারেণ দর্শিতমস্তি। তত্র হি শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাতো বৃন্দাবনে পুনরাগমনম্। তদা

এইরূপে সন্দর্শন-সংস্পর্শন-সংজল্পাত্মক সম্ভোগ এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। কুরুক্ষেত্রে মাসত্রয়-সম্বাসাত্মক (সম্যগ্‌রূপে একত্র অবস্থানরূপ) সম্ভোগের অন্য বৈশিষ্ট্য এ স্থলে ঊহ্য আছে।

আবার তাহার পরেও ভবিষ্যতে যে পুনর্ব্বিচ্ছেদ ও সম্ভোগ উপস্থিত হইবে, সেই বিচ্ছেদ ও সম্ভোগের কথা সে স্থলেই সূচিত হইয়াছে। যথা,—"গোপীগণের গুরু ও গতি সেই ভগবান্ সেই প্রকার অনুগ্রহ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৮৩।১॥৪২২॥

অনুগ্রহ—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (৮২।৩৫) হে নলিননাভ ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণের সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে অভীষ্টের কথা বলা হইয়াছে, সেই অভীষ্টসিদ্ধিরূপ অনুগ্রহ। কেননা, তিনি তাঁহাদের গতি—নিত্যপ্রাপ্তব্য ॥ ৪২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পাদ্মোত্তর-খণ্ডানুসারে নিত্যপ্রাপ্তি এই প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে।—শ্রীকৃষ্ণ [দন্তবক্রবধের পর] দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পুনরাগমন করেন। তখন প্রাপঞ্চিকলোকের নিকট প্রকট থাকিয়া দুইমাস ব্রজদেবীগণের সহিত বিহার করেন। তৎপর

প্রাপঞ্চিকলোকপ্রকটতয়া মাসদ্বয়ং তাভিঃ ক্রীড়া। তদনন্তরং চ তদপ্রকটতয়া তাভ্যো নিত্যসংযোগদানমিতি। একাদশেঽপি স্বয়মেবোদ্ধবং প্রতি তদেব স্পষ্টমুক্তম্। তত্র রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীত ইত্যাদিদ্বয়ে বিয়োগতীব্রাধয়স্তা মত্তোঽন্যং সুখায় ন দদৃশুরিতি। তাস্তাঃ ক্ষপা ময়া হীনাঃ কল্পসমা বভূবুরিতি

প্রাপঞ্চিকলোকের নিকট অপ্রকটভাবে শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে নিত্যসংযোগ দান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবের নিকট স্পষ্টভাবে সে কথা বলিয়াছেন—

"অক্রূর বলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে আমাতে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার বিচ্ছেদ-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আমাভিন্ন অন্য কোন বস্তুকেই সুখের সামগ্রী বলিয়া দেখেন নাই।

"তাঁহাদের প্রিয়তম আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমার সহিত যে সকল রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে সকল রজনী ক্ষণার্দ্ধকালের মত মনে করিয়াছিলেন। আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া যে সকল রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন, সে সকল রাত্রি তাঁহাদের নিকট কল্প কালের মত দীর্ঘ প্রতীত হইয়াছিল।"

শ্রীভা, ১১।১২।৯—১১

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের অতীত বিরহের কথা বলিয়াছেন। [দ্বারকায় প্রকটবিহার-সময়েই শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ এসকল বলিয়াছেন। তখন প্রকটব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি না থাকায়, শ্রীব্রজদেবীগণের বিরহ বর্ত্তমান থাকার কথা; কিন্তু সে সময় অতীত বিরহ বর্ণন করায়, তৎকালে প্রকাশান্তরে—অপ্রকট ব্রজে

চাতীতপ্রয়োগেণ তদানীং বিরহস্য নাস্তিত্বং বোধিতম্। তদনন্তরং স্বপ্রাপ্তিসুখোল্লাসশ্চ বর্ণিতঃ। তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয় ইত্যাদিদ্বয়েন। অনু মহাবিরহস্য পশ্চাদ্‌যঃ সঙ্গস্তেন বদ্ধধিয়ঃ সত্যঃ পরমানন্দাবেশেন তদানীং কিমপি নাবিদন্। হর্ষমোহং প্রাপুরিত্যর্থঃ। তত্র তজ্‌জ্ঞানস্য কৃষ্ণৈকতানতায়াং দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অস্যার্থান্তরমপি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কৃতমস্তি। মৎকামা

লীলায় তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার সূচিত হইয়াছে।] সুতরাং তৎকালে শ্রীব্রজদেবীগণের বিরহ ছিলনা—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের স্বপ্রাপ্তি-সুখোল্লাস বর্ণন করিয়াছেন—"সমাধিকালে মুনিগণ যেমন নামরূপ জানেনা, তদ্রূপ মদীয় অনুষঙ্গবদ্ধবুদ্ধি গোপীগণ স্ব, আত্মা, উহা, ইহা জানেনা ; সমুদ্র-সলিলে নদী যেমন প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাঁহারা নামরূপে প্রায় প্রবিষ্টা।" শ্রীভা, ১১।১২।১১

মদীয় অনুষঙ্গ-বদ্ধ বুদ্ধি—"অনু—মহাবিরহের পর যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গ, তাহাতে যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির নিশ্চলভাবে অবস্থিতি, সেই গোপীগণ তৎকালে পরমানন্দাবেশে কিছুই জনিতে পারে নাই ; হর্ষ ও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" সে অবস্থায় তাঁহাদের জ্ঞানের একতানতার দৃষ্টান্ত—"সমুদ্র-সলিলে যেমন নদী প্রবেশ করে।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এই শ্লোকের অন্য অর্থও করা হইয়াছে (১)।

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপ-জ্ঞানবতী মৎকামা অবলাগণ জাররূপে প্রতীত

(১) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৬০ অনুচ্ছেদ, আমাদের সম্পাদিত-গ্রন্থের ৪৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রমণং জারমিত্যাদৌ তদনন্তরপক্ষে তঞ্চ যাদৃশং প্রাপুস্তথা বিশিনষ্টি। বিবৃতঞ্চ তত্রৈব সংক্ষেপতশ্চ। মাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমং ব্রহ্ম প্রাপুঃ। তঞ্চ মন্নিত্যপ্রেয়সীলক্ষণং স্বস্বরূপমজানন্ত্যো জাররূপং পূর্ব্বং প্রাপুঃ। তথাপি ময়ি কামঃ রমণত্বেনাভিলাষো যাষাং তাদৃশঃ সত্যো রমণরূপং তু পশ্চাদিতি। অতঃ পরকীয়াভাসত্বঞ্চাসাং কালকতিপয়ময়ত্বেনৈব ব্যাখ্যাতম্। এবমেবাভিপ্রেতমস্মদুপজীব্য-শ্রীমচ্চরণানামুজ্জ্বলনীলমণৌ তত্রোপক্রমো নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণেত্যত্র

রমণ পরমব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গ-প্রভাবে অন্য সহস্র সহস্র জনও প্রাপ্ত হইয়াছে।" শ্রীভা, ১১।১২।১২

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এই প্রাপ্তি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

আমাকে—শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা আমার নিত্যপ্রেয়সীলক্ষণ নিজস্বরূপ না জানিয়া পূর্ব্বে সেই আমাকে জাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি মৎকামা—আমাতে কাম—রমণ (পতি) ভাবে অভিলাষ যাহাদের, তাহাদের মত হইয়া পশ্চাৎ রমণরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীব্রজদেবীগণে যে পরকীয়াভাব প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কিছুকাল-ব্যাপী—ইহা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অস্মদুপজীব্য শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদের উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের উপক্রমে নেষ্টা যদঙ্গিনিরসে ইত্যাদি শ্লোকে এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। এস্থলে অবতার-সময়েই পরকীয়ার মত ব্যবহারের কথা অবগত হওয়া যায়। আর সেই গ্রন্থের উপসংহারে ললিতমাধবের দৃষ্কং হন্ত দধানয়া বপুঃ ইত্যাদি শ্লোকে ঔপপত্য-ভ্রম-নিবৃত্তিক

অবতারসময় এব তথা ব্যবহারনিগমনাৎ। উপসংহারে চ ললিত-মাধবস্য দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিত্যাদাবৌপপত্যভ্রমহানানন্তর-লীলায়াং সর্বফলস্য সমৃদ্ধিমদাখ্যস্য সম্ভোগস্য দর্শিতত্বাৎ। তদেব-মস্য বিপ্রলম্ভচতুষ্টয়পুষ্টস্য সম্ভোগচতুষ্টয়স্য সন্দর্শনাদিত্রয়াত্মক-স্যাবান্তরভেদা অন্যেঽপি জ্ঞেয়াঃ। যথা লীলাচৌর্য্যং সঙ্গানং রাসঃ জলক্রীড়া বৃন্দাবনবিহার ইত্যাদয়ঃ। তত্র লীলাচৌর্য্যং যথা তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বর ইত্যাদি ॥ ৪২৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ২২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪২৩ ॥

সঙ্গানম্—কাচিৎ সমং মুকুন্দেনেত্যাদৌ। এবং কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্ব্রজে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্। উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজাম্বরৌ। ইত্যাদি॥ ৪২৪ ॥

পরবর্ত্তিনী লীলায় সর্ব্বফলস্বরূপ সমৃদ্ধিমান্ নামক সম্ভোগ দর্শিত হইয়াছে।

এই প্রকার বিপ্রলম্ভ-চতুষ্টয়-পুষ্ট সন্দর্শনাদি ভেদত্রয়াত্মক সম্ভোগের অন্য ভেদও জানা যায়। যথা,—লীলাচৌর্য্য, সঙ্গান, রাস, জলক্রীড়া, বৃন্দাবন-বিহার ইত্যাদি।

লীলাচৌর্য্য—তাসাং বাসাংস্যুপাদায় ইত্যাদি (১) ॥৪২৩॥

সঙ্গান—কাচিৎসমং ইত্যাদি (২)।

"এই প্রকারে কোন সময়ে অদ্ভুত-বিক্রমশালী গোবিন্দ ও বলরাম ব্রজরমণীগণের মধ্যগত হইয়া রাত্রিকালে ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন।

সৌহার্দ্দবন্ধনে বদ্ধ রমণীগণ ললিতাক্ষরে তাঁহাদের গুণগান

---

(১) ৭৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ২৮৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

প্রায়ো হোরিকাবসরোঽয়ম্। ব্রজ এব গানেন সভ্রাতৃকস্যাপি তস্য স্ত্রীজনৈর্বিহারাৎ। তথা ভবিষ্যোত্তরবিধানাৎ। তথৈবাদ্যা- পার্য্যাবর্ত্তীয়প্রজানামাচারোঽপি দৃশ্যতে। অত্র চ নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকমিতি তন্মহোৎসবশালিন্যাং ফাল্গুন- পৌর্ণমাস্যাং হেমন্তশিশিরহিমকুজ্ঝটিকান্তে চন্দ্রাদ্যুল্লাসে তদুল্লাসো বর্ণিতঃ। তস্মাত্তদানীং সখ্যোল্লাসধারিণা শ্রীরামেণাপি যুক্তিঃ সঙ্গতৈব। বনে রাত্র্যামিতি পাঠস্তু ক্বাচিৎক এব। তত্র চ ব্রজান্তস্থমের বনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪২৪ ॥

করিয়াছিলেন। উভয়ে উত্তম ভূষণে ভূষিত এবং অনুলেপন; মাল্য ও বিশুদ্ধবসনে সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীভা, ১০।৩৪।

ইহা হোরিকা-উৎসব। কারণ, ব্রজেই সভ্রাতৃক (ভ্রাতা বলরাম সহ বর্ত্তমান) শ্রীকৃষ্ণ রমণীগণের সহিত গান করিয়া বিহার করিয়াছিলেন; ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাদৃশ বিহারের বিধান আছে; অদ্যাপি হোরিকা-উৎসবে আর্য্যবর্ত্তীয় প্রজাগণের তাদৃশ আচরণ দেখা যায়।

এস্থলে "সেই নিশার প্রারম্ভে চন্দ্র এবং তারকানিকর উদিত হইয়াছিল" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৩৫।১৫) শ্লোকে হেমন্ত ও শীত ঋতুর অবসানে সেই মহোৎসব-শালিনী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রাদির উল্লাসে সেই উল্লাস বর্ণিত হইয়াছে।

হোরিকা-উৎসবহেতু সখ্যোল্লাসধারী শ্রীবলরামেরও সম্মিলিত বিহার সঙ্গত হয়।

"ব্রজে রাত্রিকালে" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "বনে রাত্রিকালে" পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহাতে ব্রজস্থিত বনই বুঝিতে হইবে ॥ ৪২৪ ॥

রাসঃ—তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ ইত্যাদি ॥ ৪২৫ ॥

জলক্রীড়া—সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমান ইত্যাদি ॥ ৪২৬ ॥

বৃন্দাবনবিহারঃ—ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিল-জুষ্টদিক্‌তটে ইত্যাদি ॥ ৪২৭ ॥

স্পষ্টম্‌ ॥ ১০ ॥ ৩৩ ॥ সঃ ॥ ৪২৫—৪২৭ ॥

অথ সংপ্রয়োগো যথা, বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীত্যাদি ॥ ৪২৮ ॥

স্পষ্টম্‌ ॥ ১০ ॥ ২৯ ॥ সঃ ৪২৮ ॥

ইয়ঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যোজ্জ্বললীলা রাসসম্বন্ধিন্যপ্যনন্তত্বেন সম্মতা

রাস—"গোবিন্দ অনুব্রত স্ত্রী-রত্নগণের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩৩।২॥৪২৫॥

জলক্রীড়া—"জল-মধ্যে যুবতীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার জল সেচন করিতে লাগিলেন।" শ্রীভা ১০।৩৩।২৪॥৪২৬॥

বৃন্দাবন-বিহার—"তদনন্তর মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন করেণুগণ সহ বিহার করে, তেমন ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনার উপবনে (বৃন্দাবনে) বিহার করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।৩৩।২৪॥৪২৭॥

অনন্তর সম্প্রয়োগ যথা—"শ্রীকৃষ্ণ বাহু প্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্ত-চূর্ণ কুন্তল-উরু-স্তন-নীবি ইত্যাদি স্পর্শ, নখাগ্র-পাত কটাক্ষনিক্ষেপ, পরিহাস ও ক্রীড়াদ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেমাত্মক কাম উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।" শ্রীভা, ১০।২৯।৪১॥৪২৮॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই উজ্জ্বল-রসময়ী লীলা রাস-সম্বন্ধিনী হইলেও

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা ইত্যাদৌ। অথ সর্বসৌভাগ্যবতী-মূর্দ্ধমণেঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সম্বন্ধিনীং লীলাং বর্ণয়ন্তি—কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা। অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াং করেণোঃ করিণা যথা॥ অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে। অস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ। যৈকাপহৃত্য

"এবং শশাঙ্কাংশু" ইত্যাদি শ্লোকে (১) অনন্ত বলিয়া শ্রীশুকদেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর সর্ব্বসৌভাগ্যবতী রমণীর মুকুটমণি-স্বরূপা শ্রীরাধার লীলা বর্ণন করা যাইতেছে।

[রাস-রজনীতে বিরহিণী ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিয়া কহিলেন—]

(ক) এ সকল পদচিহ্ন কাহার? হস্তিনী যেমন হস্তীর সহিত গমন করে, এই সুভগা তেমনই নন্দ-নন্দনের সহিত গমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্কন্ধে নিজবাহু অর্পণ করিয়াছেন।

(খ) "অনয়ারাধিতো নূনং ইত্যাদি। (২)

(গ) "ধন্য অহো অমী আল্যঃ ইত্যাদি। (৩)

(ঘ) "অস্যা অমূনি নঃ ইত্যাদি। (৪)

---

(১) ৩০০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(২) ২৮৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৩) ও (৪) ২৮৭ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥ ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্। গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥ অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা। অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ॥ প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে। কেশপ্রসাধনন্ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্। তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৪২৯ ॥

অনন্তর অমিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্ন দেখিয়া কহিলেন (ঙ) "এখানে সেই সুভগার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না; বোধ হয় প্রেয়সীর চরণ সুকোমল তৃণাঙ্কুর দ্বারা খিন্ন হইতেছে দেখিয়া প্রিয়তম তাঁহাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছেন।

(চ) "হে গোপীগণ! দেখ, বধূকে বহন করিতে করিতে কামী কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেহেতু এস্থলে তাঁহার পদচিহ্ন-সকল গভীর হইয়াছে।

আরও কিয়দ্দূর যাইয়া বলিলেন—

(ছ) "এস্থলে পুষ্পচয়নের নিমিত্ত সেই কান্তা মহাত্মার স্কন্ধ হইতে অবরোপিতা হইয়াছেন।

(জ) "এস্থলে প্রিয়তম প্রিয়ার জন্য কুসুম চয়ন করিয়াছেন; অত্রত্য পদচিহ্নসকল অসম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে; পদাগ্রভাগদ্বারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অনুমিত হয়।

(ঝ) দেখ সখি! এস্থলে কামী কৃষ্ণ সেই কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছিলেন এবং (ঞ) সেই কুসুমসমূহ দ্বারা তাঁহার চূড়া রচনা করিবার জন্য নিশ্চয়ই এস্থানে বসিয়াছিলেন।" শ্রীভা, ১০।৩০।২৩-৩০॥৪২৯॥

অত্র কস্যা ইতি সর্বাসাং বাক্যম্। অনয়া ইতি সুহৃদাম্। ধন্যা ইতি তটস্থানাম্। তস্যা ইতি প্রতিপক্ষাণাম্। ন লক্ষ্যন্ত ইতি তাঃ খেদয়ন্তীনাং সখীনাম্। ইমানীতি তদসহমানানাং প্রতিপক্ষাণাম্। অত্রাবরোপিতেতি সার্দ্ধং পুনঃ সখীনাম্। কেশেতি পুনঃ প্রতিপক্ষাণমর্দ্ধম্। তানীতি পুনঃ সখীনামিতি জ্ঞেয়ম্। তন্মিথুনবিষয়ক তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগেণ সৌহৃদাদিব্যঞ্জনাৎ। যা তু বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্নিতি সর্বাসামেবার্ত্তিরুক্তা সাপি স্বস্বোৎকণ্ঠাবিশেষেণ সর্ব্বত্র সঙ্গচ্ছত এব ॥ ১০ ॥ ৩০ ॥ শ্রীব্রজদেব্যঃ ॥ ৪২৯ ॥

তত্র তস্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা লীলায়াং প্রাক্‌প্রদর্শিতমপ্যেণপত্নীত্যাদি দ্বয়ং চানুসন্ধেয়ম্ ॥ * ॥

এস্থলে (ক) শ্লোক সমস্ত ব্রজসুন্দরীর, (খ) শ্লোক সুহৃদ্‌গণের, (গ) শ্লোক তটস্থাগণের, (ঘ) শ্লোক প্রতিপক্ষগণের, (ঙ) শ্লোক খেদকারিণী সখীগণের, (চ) শ্লোক যাঁহাদের পক্ষে শ্রীরাধার সেই সৌভাগ্য অসহ্য হইয়াছিল সেই প্রতিপক্ষাগণের, (ছ) শ্লোকার্দ্ধ প্রতিপক্ষাগণের, (এও) শ্লোকার্দ্ধ সখীগণের উক্তি। সেই স্ত্রী-পুরুষ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ)-সম্বন্ধে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সৌহৃদাদি ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী (১০।৩০।২২) শ্লোকে "বধূর পদচিহ্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন,"— এই বাক্যে সকলের যে আর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা উৎকণ্ঠাবিশেষ-বশে সুহৃদাদি সকলেই সঙ্গত হইতে পারে।

তদ্বিষয়ে (আর্ত্তিবিষয়ে) সেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর লীলায় পূর্ব্ব প্রদর্শিত অপ্যেণ-পত্নী ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ও দৃষ্ট হয়।

অত্রে বিস্তরশঙ্কাতো যা যা ব্যাখ্যা ন বিস্তৃতা।
সা শ্রীদশমটিপ্পণ্যাং দৃশ্যা রসমঞ্জীপ্সুভিঃ ॥

তদেবমনেন সন্দর্ভেণ শাস্ত্র প্রয়োজনং ব্যাখ্যাতম্।
তথা চৈবমস্তু।

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবর্দ্ধিতঃ সানন্দমালোকিতঃ।
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাঙ্গশোভাশ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ ॥
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ ॥ * ॥

এস্থলে গ্রন্থ-বিস্তার-শঙ্কায় যে যে ব্যাখা বিস্তৃত করা হয় নাই, রসলিপ্সু ব্যক্তি সে সকল ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের টিপ্পনী বৈষ্ণবতোষণীতে দেখিবেন।

এই প্রকারে প্রীতি-সন্দর্ভদ্বারা শাস্ত্র-প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইল, তাহা এইরূপ—"বৃন্দাবন-ভূমিতে মধুর প্রকাশমান রাধামাধবের উল্লাস-কল্পদ্রুমকে পুষ্প-ফলোদয়ের আশায় সখীগণ পরিপালন করিতেছেন, বৃদ্ধি করিতেছেন, আনন্দে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং আমাদের সহিত আস্বাদন করিতেছেন; তাহা সর্ব্বাঙ্গশোভা সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুক।

তাদৃশ ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য জগতে যে অবতার আগমন করিয়াছেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়, সেই চৈতন্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়।"

ইতি কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীভগবৎ-

কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচরবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজন

শ্রীরূপসনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে প্রীতিসন্দর্ভো

নাম ষষ্ঠ সন্দর্ভঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে।

প্রীত্যাখ্যঃ ষষ্ঠ সন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ॥

সমাপ্তোঽয়ং ষষ্ঠসন্দর্ভঃ॥

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ॥

কলিযুগপাবন যে নিজভজন, তাহা বিতরণ করিবার জন্য

যে ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন,

তাঁহার চরণানুচর এবং বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার

পূজার পাত্র যে শ্রীরূপসনাতন, তাঁহাদের

উপদেশবাণী যাহার মধ্যে বর্ত্তমান

আছে, সেই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে

প্রীতি-সন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ

ষষ্ঠ।

সমস্ত সন্দর্ভ যাহাতে আছে, সেই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে প্রীত্যাখ্য

সন্দর্ভ ষষ্ঠ, তাহা এস্থলে সমাপ্ত হইল।

তত্ত্বসন্দর্ভস্য মূলম্—২৫ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ৪৩৫ শ্লোকাঃ ॥

ভাগবতসন্দর্ভস্য মূলম্ ১১২ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ২৭৪০ শ্লোকাঃ।

পরমাত্ম-সন্দর্ভস্য মূলম্ ১০৯ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ২৭৫৮ শ্লোকাঃ।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্য মূলম্ ১৮৯ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ৩১৭৫ শ্লোকাঃ।

ভক্তিসন্দর্ভস্য মূলম্ ৩৪০ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ৪৬২৬ শ্লোকাঃ।

প্রীতিসন্দর্ভস্য মূলম্ ৪২৯ শ্লোকাঃ। লেখ্যাঃ ৪৩০০ শ্লোকাঃ।

লেখ্যাঃ সাকল্যেন ১৮০৭৪ শ্লোকাঃ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামীর চরণরেণু-সেবী দাসাভাস বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস কৃত প্রীতিসন্দর্ভানুবাদ বৈশাখী শুক্লানবমী, শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব-তিথিতে সমাপ্ত হইল। ৪৪৩ চৈতন্যাব্দ। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২১	প্রীত	প্রীতি
১১	১	আকা	আকাশ
৪৯	১১	রতত্ত্ব	পরতত্ত্ব
ঐ	ঐ	আত্মা	আত্মাকে
৫৬	১৫	শ্রীসঙ্কষণ	শ্রীসঙ্কর্ষণ
৬৫	১৬	জবন্মুক্ত	জীবন্মুক্ত
৬৭	২১	অবচ্ছায়	অবস্থায়
৮৩	১৬	তাহাকে	তাহার
১১৩	৪	সর্বমত	সর্বগত
১২৬	১	ত দি ময়ে	তদিচ্ছাময়ে
১৩২	৩	ভগবদস্তু	ভগবদ্বস্তু
১৪৮	২	প ম	পরম
ঐ	১৮	ভক্তির	ভক্তের
১৯৩	২৫	স্থূলত্ব দেখিয়া	স্থূলত্ব অসম্ভব, উহা দেখিয়া
২৭১	৪	ব ন	বচন
ঐ	১৩	রাজস্থ	রাজসূয়
৩০৪	২৫	বিকারভূত	বৃত্তিভূত
৩৩৭	২	স্বরূপত্বেন	সুখরূপত্বেন
৪২৪	৫	অনুকম্পিতরূপে	অনুকম্পিরূপে
৫২৪	১৮	ব্রজসুখানুভূতিরূপে শব্দের পর "দাস্যগত জনের নিকট পরদেবতারূপে" যোগ করিতে হইবে।	

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৫	১৬	অসাধারণা	অসাধারণতা
৫২৭	১২	তাহা হইতে	তাহাদিগ হইতে
৫৩০	৩	গোপবন্ধো	গোপবধ্বো
৫৩৩	৯	কার্য্য)	(কার্য্য)
৫৪০	২৫	ফল	অর্থবাদ ও ফল
৫৬৩	১	ব্রজস্ত্রীণাৎ	ব্রজস্ত্রীণাং
৭৩২	৯	বলাদিষু	বৎসলাদিষু
৭৩৩	১৩	তস্থ	অস্থ
৭৩৬	২	শ্রীশুকঃ	শ্রীকৃষ্ণঃ
৮০৯	২০	ঐশ্বর্য্যাদি পদের পর দাঁড়ি থাকিবে না ॥	
৮১১	১:	পারতন্ত্রাদি	পারতন্ত্র্যাদি
৮৪৩	:৭	রোদন করিতেন	রোদনের মত হাস্য করিতেন

৮৬৯ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে ৮৭০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে ; ডাইন দিকের ৮৬৯ পৃষ্ঠা পূর্ব্বে পড়িয়া তারপরে বাম দিকের ৮৭০ পৃষ্ঠা পড়িতে হইবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬১	৫	প্রিয়াংশ	প্রিয়াংস
৯৬৫	২	তত্তদ্ভাং	তত্তদ্ভাবং
৯৮০	১৪	লীলার	লীলায়
৯৯১	১৫	কুন্তলের	কুণ্ডলের
১০০০	২৪	অভিমান-শব্দের পর "তাহার উপর শ্রীযশোদা ও পূতনা অভিমান," এই বাক্য যোগ করিতে হইবে।	
১০১০	২১	মম্ব	মম
~~১০১১~~	৬	সৈরিন্ধ্রাদ্রৌ	সৈরিন্ধ্র্যাদৌ
১১৩৪	১০	কৃষ্ণকর্ত্তক	কৃষ্ণকর্ত্তৃক
১১৪	৬	গোবিন্দাঙ্ঘ্রজরেণবঃ	গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যজরেণবঃ

গ্রন্থ প্রাপ্তির ঠিকানা ঃ—

১। শ্রীযদুগোপাল গোস্বামী,
১নং বৈষ্ণবপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ,
জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস,
রূপলাল হাউস, ঢাকা।

৩। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস,
পোঃ লেমুয়াবাজার, জিঃ নোয়াখালী।

সাধন-ভক্তি-চন্দ্রিকা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

ইহাতে আহ্নিক-পদ্ধতি, কামগায়ত্রীর অর্থ, মন্ত্রার্থ, হরিনামার্থ, যোগপীঠের চিত্র, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণচিহ্ন বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বহু বিষয়ের সমাবেশ আছে।

মূল্য ৮৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনরহরি কাব্যতীর্থ,
পানতলা রোড, [illegible] -দীয়া।